শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য

শ্রীহরিদাস দাস

মূল্য পনর টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ ঃ—

॥ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতে ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল হইতে প্রায়
চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক,
স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী,
ভাষ্য টীকা অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক
বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা।

—•:(*):•—

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীমুকুন্দ দাস
কর্ত্তৃক
শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা,
৪৮৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ]

[মূল্য পনর টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীমুকুন্দ দাস

শ্রীহরিবোল কুটীর, শ্রীনবদ্বীপ।

প্রাপ্তিস্থান—

১। **শ্রীমুকুন্দ দাস,**

হরিবোল কুটীর, পোড়াঘাট।

পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)

২। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,**

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩। **নবভারত পাবলিশার্স,**

১৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৬

৪। **মহেশ লাইব্রেরী,**

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

মুদ্রক—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ,

বাসন্তী আর্ট প্রেস,

৬/১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—৪৬২ শ্রীগৌরাব্দ

প্রকাশক—

শ্রীমুকুন্দ দাস

শ্রীহরিবোল কুটীর, শ্রীনবদ্বীপ।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীমুকুন্দ দাস,

হরিবোল কুটীর, পোড়াঘাট।

পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩। নবভারত পাবলিশার্স,

১৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৬

৪। মহেশ লাইব্রেরী,

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

মুদ্রক—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ,

বাসন্তী আর্ট প্রেস,

৬/১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—৪৬২ শ্রীগৌরাব্দ



শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী (বার্দ্ধক্যে)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের অহৈতুকী অনুকম্পায় 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রকাশ হইয়াছিলেন—মদীয় অগ্রজ পরমভাগবত নিষ্কিঞ্চন সুপণ্ডিত শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজি মহারাজের সুনিপুণ হস্তে। উহা নিঃশেষ হওয়ায় ভক্তি-রস-পিপাসু গবেষকগণের একান্ত আগ্রহে দ্বিতীয়বার উহা প্রকাশনের ভার অর্পিত হয়—আমার মত অযোগ্য হস্তে। কেবলমাত্র তাঁহার কৃপালেশ সম্বল করিয়া এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে আমি আগ্রহী হইয়াছি।

'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে—শ্রীল হরিদাস দাসজি গৌর-রস-সমুদ্রের মহামূল্য রত্নাবলী সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিয়া ভক্তকণ্ঠে উপহার দিয়াছেন। ইহাতে সংক্ষেপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাত্মগণের দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কারাদি, তাঁহাদের চরিতাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বিচার-বিশ্লেষণ রহিয়াছে। ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও গবেষকগণের নিকট পরম উপাদেয় গ্রন্থ। আজকাল বহু উপসিদ্ধান্ত ও অপসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবজগত আচ্ছন্ন। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণের ভজনধারা ও সৎসিদ্ধান্ত বিশেষরূপে অনুসৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার নিজে একজন ভজননিষ্ঠ ঐকান্তী ত্যাগী গৌরভক্ত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন—তাঁহারা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আজ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশের কালে তাঁহার কথা বার বার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে—তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ইহা অদোষদর্শী বৈষ্ণব ভক্তগণের শ্রীহস্তে অর্পণ করিতেছি, তাঁহারা ইহার দোষত্রুটি মার্জ্জনা করতঃ আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সংশোধন কার্য্যে শ্রীযুক্ত বিজন বিহারী গোস্বামী, M.A. Dip. Lib., কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন এবং 'বাসন্তী আর্ট প্রেসে'র মালিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয় ইহার মুদ্রণকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

ইহা পূর্ব্বের মত অনুসন্ধিৎসু গবেষক, বিদ্বান্, ভক্ত, বিদ্যার্থী ও বৈষ্ণবগণের নিকট সমাদৃত হইবে —এই কামনা করি। ইতি—

শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা,
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৮৩।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী
শ্রীমুকুন্দ দাস
শ্রীশ্রীহরিবোল কুটীর, শ্রীনবদ্বীপ।

অবতরণিকা

—:(•):—

করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রেরণায় ও শুভ ইচ্ছায় প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া **'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য'** সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। এ জাতীয় একখানা গ্রন্থের অভাব বহুদিন হইতেই চিত্তের অন্তঃস্থলে জাগরূক ছিল, কিন্তু এই দীনহীন সেবকের তদুপযোগী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, উজ্জ্বল প্রতিভা, ভূয়োদর্শিতা বা জ্ঞানবৈভবাদি উপকরণের কিছুই নাই বলিয়া দীর্ঘদীন যাবৎ অন্তঃসুপ্ত বাসনাটিকে চাপিয়াই রাখিয়াছিলাম; যাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অধিকতর মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ সর্বাঙ্গসুন্দর রচনাই করিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করি, তাঁহাদের শ্রীচরণেও এজন্য কাতরে নিবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা আমার বাক্যে কর্ণপাত করিলেও কার্য্যে তাহা পরিণত করেন নাই। অগত্যা যৎসামান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম সেবা করিবার জন্য ব্রতী হইলাম। বামনের চন্দ্র ধরিতে গেলে যেমন উপহাসাস্পদ হইতে হয়, এ হতভাগ্যেরও তদতিরিক্ত আর কিছুই প্রাপ্তি হইবে না; যেহেতু 'অজ্ঞতা কস্য নামেহ নোপহাসায় জায়তে।' আমার এই ক্ষুদ্রতম অপূর্ণতর ও অতিহেয় চেষ্টা দেখিয়া দুঃখে ও খেদে কোনও মহাজন গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের সমুজ্জ্বল পতাকা ধারণপূর্বক যদি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিতে এইরূপ গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্রতী হন—আমার এই কার্য্যের যথেষ্ট তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া অতি সুন্দররূপে, অতি সুস্পষ্ট ভাষায় এই গৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছের সুষ্ঠু সেবা করেন—তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে—সত্য-সত্যই একথা আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

জীবন-প্রভাতে জনৈক শ্যামলসুন্দর কিশোরের পিক-বিনিন্দি কণ্ঠস্বরে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করা অবধি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হই এবং তদবধি ভক্তি-শাস্ত্র জানিবার অভিপ্রায় থাকিলেও যথাযথ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ সুবিধা ঘটে নাই। তখন স্বভাবতঃই মনে হইত—যে ধর্মের নাম এত রসাল, এত সুমিষ্ট এবং এত ইতর-রাগ-বিস্মারক, সেই ধর্মের পূর্ণ তথ্যটি অবশ্যই মহাবিশাল, গুরুগম্ভীর ও সর্বথাই মহনীয় হইবে। বলিতে কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসমাপন করিয়াও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিগাঢ় মর্ম ও ভাব-গাম্ভীর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষুতেই দেখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এক্ষণে বুঝিয়াছি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ দর্শনে, কাব্যে, নাটকে, অলঙ্কারে, ব্যাকরণে, রসশাস্ত্রে, ছন্দে, পদাবলীতে এবং ভাষ্যটীকাদিতে যে সুবিশাল রস-ভাববিভব নিহিত করিয়াছেন—তাহা মানবীয় ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধির অতীত, কেবলমাত্র কৃপৈকলভ্য। আচার্য্যগণ আমাদেরই জন্য তাঁহাদের অনুভূত ভজনলব্ধ বস্তুসাম্রাজ্য রাখিয়া গিয়াছেন—কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি যেমন (Court of Wards) রাজার নিকটে গচ্ছিত থাকে, তদ্রূপ এই সৎসাহিত্য-গ্রন্থমালায়—এই গৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছেও সাধনমার্গে অপোগণ্ড শিশু-স্বরূপ অনধিকারী আমাদের জন্য স্তবকে স্তবকে রস-রহস্যনির্য্যাসরূপ মহাধন সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদে এবং লোলতামূল্যেই তাহা লভ্য।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীগিরিরাজপ্রান্তবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দকুণ্ডতীরবাস্তব্য শ্রীশ্রীমন্ মনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজি মহোদয় কর্তৃক অযাচিতকৃপা-বিতরণে প্রোক্ত **'গ্রন্থসঙ্গ'** করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এতাবৎ কাল যাবৎ যে সব গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন এবং যাহা যাহা সন্ধান-পথে আসিয়াছেন, তাঁহাদের স্থূল পরিচয় ও বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যদেশে এজাতীয় গ্রন্থ করিতে হইলে প্রথমতঃ একটা 'সঙ্ঘ' (Systematic body) গঠিত হয় এবং যিনি যে বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ও পারদর্শী, তাঁহার উপর সেই বিষয়ের ভারার্পণ থাকে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরো কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক থাকেন—তাঁহাদের

গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইলে তাহার প্রকাশনজন্য রাজকীয় কোষাগার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানবিশেষের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকে; কিন্তু এই দুর্ভাগ্যদেশে তদ্রূপ কোনও ব্যবস্থাই নাই বলিয়া সমুৎসুকচিত্ত গবেষকদিগের সমগ্র জীবনের চেষ্টাও পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়, ফলতঃ জাতীয় জীবনের সর্বথা উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা-পাত হয়। আজীবন দারিদ্র্যের ক্রোড়েই লালিত পালিত বলিয়া কখনও প্রচুরতর গ্রন্থ-সংগ্রহ করিতে পারি নাই—বিদ্যা পীঠস্থান বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থে উক্ত হইলেও শ্রীধাম নবদ্বীপের পাঠাগারে গবেষকদের উপযোগী গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। কাজেই এ জাতীয় কার্য্যে উপাদান-সংগ্রহবিষয়ে যে কত উদ্বেগ ও লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তিই জানিবেন। গ্রন্থ-পূর্ণতা সম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও এই সংস্করণে যথেষ্ট অপূর্ণতা রহিয়া গেল। তাহার কারণ—রাষ্ট্রবিপ্লব, কাগজের দুর্ভিক্ষ, অর্থসঙ্কট, শারীরিক অপটুতা এবং সর্বোপরি বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিজের সম্যক্ অপ্রবেশ। কলিকাতায়ও যাতায়াতাদিতে অসুবিধার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির সময়মত আলোচনা করিতে পারি নাই। তথ্যসংগ্রহ-জন্য বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানেও অযথা কালবিলম্ব এবং যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। তথাপি 'অত্যুচ্চৈর্ভবতি লঘীয়সাং হি ধার্ষ্ট্যম্' এই ন্যায়ের স্বজীবনে যাথার্থ্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আশা—অদোষদর্শী, পরদুঃখদুঃখী এবং ইষ্টবস্তুর-যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কেও বিমলানন্দভোগী বৈষ্ণবগণ কৃপাযষ্টিদানে আশ্রয় দান করিবেন।

বিভিন্নদেশে যে সকল পুঁথি অপ্রকাশিত ও অনালোচ্য হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন—তাহাদের সংগ্রহে আমাকে যে কত যন্ত্রণা, উদ্বেগ, গুরুগঞ্জনা এবং অনশনাদি কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইয়াছে—তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; প্রাচীন বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীরূপসনাতনাদি মহাজনগণ গ্রন্থ-প্রণয়নকালে বৃক্ষের গলিত পত্র পোড়াইয়া আলো করিয়া রাত্রিবেলা কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহাদের তাৎকালীন অবস্থাদির সহিত তুলনায় আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকাদির বিবিধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ আমাদের নাগরিকজীবনে শত শত সুবিধার সম্ভাবসত্ত্বেও ইষ্টবস্তুবিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য ভাবিয়া লজ্জিত ও ক্ষোভিত হইতে হয়। সদাকালের জন্য ভজনবিষয়ে সমাসক্তচিত্ত হইলেও তাঁহাদের জীবহিতৈষণার দিকে যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ছিল—এই সব লোকাতীত-মহামহিমময় গ্রন্থরাজিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সব গ্রন্থ-সম্পুটে যে রত্নরাজি নিহিত আছে, তাহার দর্শন-স্পর্শন-আস্বাদনাদি আমার ভাগ্যে আদৌ না ঘটিলেও কিন্তু ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া আমি যে বিমল আনন্দ ও কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্য বঙ্গজননীর কৃতি সন্তানদিগের সম্মুখে এই গ্রন্থরত্নমালা উপস্থাপিত করিলাম।

বিভিন্নসংস্কারযুক্ত মানব-চিত্ত যাহা আপাত রুচিতে গ্রহণ করে; তাহাতে কয়েকদিনমাত্র মুগ্ধ থাকিয়া পরে বিশ্ব-দরবারে সহযোগিতা ও অনুমোদন যাচ্ঞা করে; ফলে মানবতার মহাসম্মিলনীতে যোগদান করে। বিশ্বসাহিত্য নিখিলের এই আদান-প্রদান হইতে মানবকে বঞ্চিত রাখে না, বরং সংস্কারমুক্ত এক মহা সমন্বয়ের ভূমি-রচনায় সাহায্যই দান করে। বিবিক্ত চিত্তের ভাব ও ভাষার বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য-আবিষ্কারই এই সাহিত্য-সম্মিলনীর অমৃতময় ফল। যে মানবের চিত্ত উক্ত বিষয়ে যত অক্ষম ও অনগ্রসর, সাহিত্যালোচনার মুখ্য ক্রিয়াফলও তাহাতে তত সঙ্কীর্ণ, অনুদার বা অপরিস্ফুট থাকে। বিভিন্ন মতবাদ-সঙ্কুল বিভিন্নমুখী সমালোচনা-বহুল ধর্ম-সাহিত্যসমূহে সাহিত্যসেবিগণের অনবধানতা বা পরাঙ্মুখতা সাহিত্য-স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ নহে। যথার্থ সাহিত্যিকের সামাজিক চিত্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারণ-বিষয়ে অলংবোধ করে না, অথবা কোনও বিশিষ্ট সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া উহার বিশ্বজনীন বিস্তৃতিকে অস্বীকারও করে না।

মহামানবতার এই মিলন-ভূমি-রচনা সাহিত্যিকেরই কার্য্য। কোন্ দেশে কোন্ সমাজে মানবের অনুভূতির ভাবধারা কি আকারে কোন্ কোন্ বদ্ধ সংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কোন্ মূলধারাবলম্বনে সাগর-সঙ্গমে মিশিয়াছে—সাহিত্যের হৃদ্য সামাজিক ব্যতীত কে তাহার সুবিচার করিবে? মুখ্যভাবেই হউক অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবেই হউক, উক্ত ভাবধারার যথার্থ স্থান-নির্দেশ করাই সৎসাহিত্যিকের কার্য্য।

ধর্মসাহিত্যসকলের মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যালোচনার বিশেষত্বও মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছেন;

এ বিষয়ে বহুদিন হইতে অনুসন্ধানও চলিতেছে এবং আমার পূর্বে বহু কৃতবিদ্য মহাজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রণালী হইতে এ গ্রন্থের রীতিটি একটু বিভিন্ন। **প্রথমতঃ** তাঁহারা সাধারণভাবে এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা বঙ্গভাষারই গ্রন্থাবলির আলোচনা-প্রসঙ্গে তদন্তর্গত করিয়া এই সাহিত্যের ক্ষুদ্রতমাংশই দেখিয়াছেন। **দ্বিতীয়তঃ** পাশ্চাত্য জগতের আদর্শে তুলনামূলক হিসাবে রাখিতে গিয়া কেহ কেহ বা খণ্ডদৃষ্টিতে গৌড়ীয় সাহিত্যকে দেখিয়াছেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য যে এক অখণ্ড, বিরাট, বিশাল স্বপ্রধান রত্নভাণ্ডার একথা তাঁহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেও স্থলে স্থলে ইহাকে খর্ব করিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। যে সম্প্রদায়ের সাহিত্য সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা আলোচনা করাই যথার্থ রীতি। ইহার পর আরো অন্তর্নিহিত রহস্যে প্রবেশ করিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের সাধনা ও সংস্কৃতির সহায়ে ভাবধারার সঙ্গে মার্জিত বোধেরও প্রয়োজন হয়, নচেৎ সাধারণ সাহিত্যালোচনার মত ভাষাভঙ্গীর সাম্যদর্শনে প্রাকৃত অভ্যস্ত সংস্কারের বশে প্রকৃত তথ্য হইতে দূরেই থাকিতে হয়। **তৃতীয়তঃ** কেহ কেহ আংশিক আলোচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও সমগ্রভাবে ইহার বিশ্লেষণাদি দেন নাই। এ গ্রন্থে কিন্তু প্রধানতঃ ও সমগ্রতঃ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ যাবতীয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থগুচ্ছেরই সবিশেষ আলোচনা, বিচার, বিশ্লেষণাদি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ স্থলবিশেষে সঙ্কলিত হইলেও কতকগুলি বিষয়ে (যেমন বিরুদ কাব্য, শতক প্রভৃতি) মৌলিকতাও আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থমালাই দীন হীন প্রকাশকের অন্যূন বিংশ বর্ষব্যাপী গ্রন্থানুসন্ধানের ফল।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের নামকরণ-তাৎপর্য্য ও উপযোগিতা

'গৌড়' শব্দ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বহু আলোচনা আছে। কূর্ম ও লিঙ্গপুরাণের শ্রাবস্তি নগরীর নামান্তর গৌড়দেশ, পাণিনি ও বরাহমিহিরের গৌড়পুর, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী রাঢ়দেশ, রাজতরঙ্গীণীতে ললিতাদিত্য ও জয়াদিত্য প্রভৃতি রাজগণ-কর্তৃক দৃষ্ট গৌড়দেশ, আর্য্যাবর্ত্তে উল্লিখিত পঞ্চগৌড় * চণ্ডীমঙ্গলে উক্ত পঞ্চগৌড় প্রভৃতি, বল্লালসেনের গৌড়নগরে রাজধানী-নির্মাণ ইত্যাদির বিচার করিলে মনে হয় যে পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষ বাচ্য হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"এই তিন **'গৌড়ীয়াকে'** করিয়াছেন আত্মসাৎ" বাক্যই তাহার প্রমাণ। গৌড়ীয়গণকে গৌরেশ্বর সম্প্রদায়ও বলা হয়, যেহেতু 'স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদেব গৌরই' তাঁহাদের আরাধ্য ঈশতত্ত্ব। ইহাকে 'ব্রাহ্ম-মাধ্ব-গৌরেশ্বর' সম্প্রদায়ও বলা চলে, যেহেতু ব্রহ্মা হইতেই এই সম্প্রদায়ের মূলতঃ প্রবৃত্তি [শব্দব্রহ্ম ও রেতোব্রহ্মের উদ্ভব], মধ্বাচার্য্য হইতে পুষ্টি এবং বিষয়াশ্রয়মিলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরেই ইহার চরম পরিণতি। মধ্বমতের সহিত কতিপয় প্রমেয়বিষয়ে এই অভিনব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলেও মাধ্বের দ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ‡। এক কথায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রেমাদির বিশ্লেষণে, দর্শন-কাব্য-নাটক—রস-অলঙ্কার—ছন্দঃ ব্যাকরণ—স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ তথ্যনিষ্কাসনে এবং সার্বভৌমতা, সার্বকালিকতা, সার্বজনীনতা ও বিশ্বপ্রেমিকতায় গৌড়ীয়গৌরবই যে অসমানোর্দ্ধ, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান।

'সা বিদ্যা তন্মতি র্যয়া' (৪।২৯।৫০), 'সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে' (১০।৮০।৩) এবং 'তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো' (১।৫।১১) ইত্যাদি ন্যায়ে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে বা শাস্ত্রালোচনায় ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তি করায়, তাহাই যথার্থতঃ 'সাহিত্য' পদবাচ্য, নতুবা তত্তৎ আলোচনা ব্যর্থ 'রাহিত্য'-পদযোগ্য। সাহিত্যশব্দে সম্যক্ হিতকর

---

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

‡ এ বিষয়ে আলোচনা মূল গ্রন্থে ১১২-৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুসন্নিবিষ্ট বাক্যকদম্বই বাচ্য, তাহাতে বিচিত্রতা-বিলাসাদিও ধ্বনিত, অতএব সাহিত্যকে রসখনি বা ভাবরত্নাকর বলিতে হয়। গৌড়ীয়মতে শ্রীমদ্ভাগবতই (এবং তদনুগামী শাস্ত্রই) একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং পারমহংস সংহিতা, ইহাতেই জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত, ইহা একমাত্র রসিক ও ভাবুক-জনেরই সংবেদ্য ও সমাস্বাদনীয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মে সাহিত্যের স্থান নাই, যেহেতু তাহাতে জ্ঞান-জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীলয় হইয়া যায়। একল বাসুদেবতত্ত্বে বিষয়তত্ত্ব থাকিলেও নায়িকার অভাবে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা, লক্ষ্মীনারায়ণে কিঞ্চিৎ সাহিত্য পাওয়া গেলেও তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বলিয়া সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীসীতারামে তদপেক্ষা বিকসিত হইলেও সেই মর্য্যাদাপুরুষোত্তমের লীলাবিলাসে সাহিত্যও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতই হয়। দ্বারকাধীশ এবং মথুরাধীশেও ঐশ্বর্য্যপ্রাবল্য বলিয়া সাহিত্য পূর্ণতর বিকাশ পাইতে পারে না --কিন্তু সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যনিদান শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাপুরুষোত্তমের সাহচর্য্যে সাহিত্যের চরম কাষ্ঠা বিকশিত, যেহেতু সেস্থানে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের [অন্যান্য স্বরূপে অনাবিষ্কৃত] ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী, বিগ্রহমাধুরী ও প্রেমমাধুরী প্রভৃতি সম্যক্ প্রকাশিত। তত্রত্য যাবতীয় বস্তুনিচয়ই সৎসাহিত্যের আকর, সুতরাং সাহিত্যের প্রগতিও নির্বাধ এবং অসমোর্দ্ধ। অতএব এই বৃন্দাবনীয় কাব্যরচনাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য আত্মবিনিয়োগ করিয়া মহামহনীয় হইয়াছে। ফলতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র হইতে মথুরাধীশের লীলাপ্রচারক গ্রন্থপর্য্যন্ত সকলগুলিই অংশ, খণ্ড বা প্রকৃত ভূমা বস্তুর একদেশমাত্র। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই এই সব সাহিত্যের নায়ক এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই নায়িকা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রসরাজ সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ং ভগবানে শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'রসো বৈ সঃ', 'মধু ব্রহ্ম' এবং 'আনন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যাবলির তাৎপর্য্য চরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গে অসমোর্দ্ধ রূপ, লীলা, ঔদার্য্য ও স্বরূপাদিগত মহাবৈশিষ্ট্যহেতু আস্বাদন-বৈচিত্র্যও স্ফুটতর। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবা-পরিপাটীর যথাযথ বিনির্দেশ করিয়া জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের পন্থা-প্রদর্শক।

এই সাহিত্যের অখিলরসবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সর্বাবগাহী নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ও নিরবদ্য আস্বাদন ধারাগুলি যদি একবার সহৃদয়ের মর্মে পদ করিয়া লয়, তবে সীমাবদ্ধ হৃদয়ের মধ্যেই সেই অসীমের সংযোগ ঘটাইয়া দিবে। ফলে সেই সাহিত্যিক প্রতিক্ষণে নবনবায়মান উদ্দীপনায় বিভোর হইয়া অন্তরে বাহিরে সেই ভূমারাজ্যেরই অনুভব করিবেন, কেননা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র তখন অলৌকিক ভাবের স্পর্শে স্বাভাবিক পবিত্রতাসম্পন্ন হইবে এবং তজ্জন্য নির্ধৌতদোষ ও প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়া ক্রমশঃ অখিল-রস-সম্রাটের নিখিলমাধুরীর আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করিবে। উক্ত অধিকারে চিত্তে যতই পরমৌদার্য্যময় স্ফারতা জন্মে, ততই আস্বাদনের বৈচিত্রী ও নবনব (চিৎ) বৃত্তির স্ফুরণ হয়, এমন কি তদীয় চিত্তের অগণিত বৃত্তিরাশিও তখন লবণাকর ন্যায়ে রসায়িত বা রসভাবিত হইয়া যায়। ইহাই হইল সৎসাহিত্যালোচনার চরম ফল। বলা বাহুল্য যে প্রাকৃত সাহিত্যেও রস-সংবাদ আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক, খণ্ডিত ও ভোগস্পৃহাত্মক বলিয়া সৎসাহিত্যজ আনন্দের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না।

ইতিহাস-পর্য্যালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই অখণ্ড গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য তিনটী যুগে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিয়াছে—(১) রসসম্রাট্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (২) তৎপ্রাদুর্ভাব (১৪০৭ শাক) হইতে প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া পুষ্টিলাভ করিতে করিতে (৩) তদন্তর্ধানের (১৪৫৭ শাক) পরেও প্রায় দুই শত বর্ষকাল এই সাহিত্য স্বগরিমায় মহনীয় ছিল। প্রথমটিকে আমরা প্রাক্‌চৈতন্যযুগ, দ্বিতীয়টিকে শ্রীচৈতন্যযুগ এবং তৃতীয়টিকে শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। 'গৌড়োদয়ে' শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দরূপ (পুষ্পবান্) সূর্য্যচন্দ্রের আবির্ভাবে, শ্রীরূপসনাতনাদি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও সমুদয়ে—দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ-বলদেবের অভ্যুত্থানেও সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ ছিল।

অহো! যাঁহারা সেই মূর্ত্তরসসম্রাটের নিত্যলীলাসঙ্গী, তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই রসামৃতসিন্ধু মন্থন করিয়া স্বয়ং ত যথেচ্ছ সম্ভোগ করিয়াছেনই, আবার জীবের প্রতি পরম করুণায় আপামরে বিতরণও করিয়াছেন। তাঁহারা অন্তর্ধান করিলেও কিন্তু তাঁহাদের আস্বাদ্য রসসম্পদ্‌রাশি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' করিয়া

রাখিয়াছেন। সত্য বটে, আমরা 'ভাঙ্গা হাটে' আসিয়াছি, অনেক অলৌকিক কথা শুনিয়াছি, পড়িয়াছি ; কোনটা মানিয়াছি, কোনটা বিশ্বাসই করিতে পারি নাই ; মহাজনগণ সকলেই তিরোভূত হইয়াছেন—তথাপি মধ্যে মধ্যে দৈববাণীর আকারে শুনা যায়—"**তাঁহারা আছেন।**" অনধিকারী হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা একেবারে বঞ্চিত করিয়া যান নাই। সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়োপভুক্ত ভাবের পসারগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন !!

এই গৌড়ীয় সাহিত্যের প্রতিবিভাগেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বরূপ ত্রিবেণীর অল্পবিস্তর বিকাশ প্রতিফলিত। সাহিত্য একমাত্র ভাগবত-ধর্ম-প্রতিপাদ্য অহৈতুকী ভক্তি বলিয়া সাহিত্য-সরস্বতীপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা-(সাহিত্য)-বধূজীবন শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনামে যুগপৎ শব্দ, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের সাহিত্য সম্যক্‌প্রকারে বিদ্যমান। শ্রীগৌরের মতে 'সুন্দরী কবিতা' অকাম্যা হইলেও কিন্তু 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফল' রূপ সাহিত্য সর্বদাই বাস্তব ও শিবদ বস্তুর আস্বাদনীয়তা দান করে বলিয়া সর্বথাই সেবিতব্য।

বিষ্ণুভক্ত স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে জাগতিক কর্তৃত্বাভিমান হইতে বিরত হওয়ায় এবং বাস্তব বস্তুর নিত্য-সেবারত থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মনোভোক্তৃত্ব (Subjective) ও মনোভোগ্যত্বমূলক (Objective) ধর্ম্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহেন। জাগতিক মানবোচিত ব্যবহারের আরোপে (Anthropomorphism) ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট। অবর প্রাণির ভাবসমূহের আরোপে (Zoomorphism), উদ্ভিজ্জগতের উপাসনায় (Phytomorphism) যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় অথবা অচেতন পদার্থ প্রস্তরাদিতে চেতনের আরোপ করিবার যে প্রয়াস (Polyzoism) এবং জড়বস্তুতে প্রাণের যে আরোপবাদ (Hylozoism) দৃষ্ট হয়—তাহার সকলগুলিই প্রাকৃত বলিয়া ঐরূপ কাল্পনিক মতবাদের দ্বারা অবর জগৎ হইতে বরণীয় নিত্যজগতে লইয়া যাওয়ার প্রথাকে মহাপ্রভু আদর করেন নাই। তিনি বৈকুণ্ঠের আংশিক আচরণের বিচিত্রতার মূলে বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের অধিষ্ঠান নির্ণয় করায় ইহার নশ্বরতা ও কালের অধীনতায় বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের ভেদ-দর্শনরূপ নশ্বরতার বিচার দেখাইয়াছেন।

ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত থাকিলেও কিন্তু সর্বদেববরেণ্য বলিয়া বিষ্ণুকেই অসমোর্দ্ধ আসন দেওয়া হইয়াছে। এই তত্ত্ব ভুলিয়া পরবর্ত্তীকালে বহ্বীশ্বরবাদ (Polytheism) বা পঞ্চোপাসনা (Henotheism) ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে হইতে অহংগ্রহোপাসনা (আনল্‌হক্) (Pantheism) রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার বেদে দ্বৈত ও অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের একতর বা উভয়ের আংশিকভাবে গ্রহণেও বহু মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। দ্বৈতপরিহারে অদ্বৈত-গ্রহণেই শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ (Nihilism) সৃষ্ট হইয়াছে।

মধ্যযুগে বিষ্ণুভক্তির আশ্রিত আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদ নিরসন করত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতে পারি। রামানুজ শ্রীভাষ্যে, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতপর বিচারে জয়তীর্থ ন্যায়সুধায়, ব্যাসতীর্থ ন্যায়ামৃতে নির্বিশেষবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামির সর্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈতবিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিদের চাতুরীতে সর্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হইয়া নির্বিশেষ মতবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বোধায়নঋষির বিচারানুসরণে যামুনাচার্য্য ও রামানুজ, ঔড়ুলোমী প্রভৃতির আনুগত্যে নিম্বার্ক, ব্যাসের অনুসরণে শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচারে শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামির বিচারধারা সায়নমাধব-লিখিত সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বর দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত আছে। শ্রীধরস্বামী তাহার বিবৃতি দিয়াছেন—শ্রীভাগবতের টীকায়। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামির মত হইতে বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্য বা প্রমেয়রত্নার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থের বিচারধারা পার্থক্যলাভ করিয়াছে। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীধর ও লক্ষ্মীধর স্বরচিত পদ্যে ও নামকৌমুদী প্রভৃতিতে নামনিষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের সর্বাদ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বসম্প্রদায়ের মতটি অতি অল্প কথায় সারগ্রাহী করিয়াছেন। 'গৌড়পাদের সংক্ষেপ-শারীরকের' বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ হইয়া শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত নবীন কেবলাদ্বৈতবাদে বিকৃত হইয়াছে। এইভাবে 'নানা মুনির নানা মত' দেখিয়া সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব সর্বমতের যথার্থতঃ সমন্বয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপী ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করত স্বকপোলকল্পিত মতগুলিকে

রাখিয়াছেন। সত্য বটে, আমরা 'ভাঙ্গা হাটে' আসিয়াছি, অনেক অলৌকিক কথা শুনিয়াছি, পড়িয়াছি ; কোনটা মানিয়াছি, কোনটা বিশ্বাসই করিতে পারি নাই ; মহাজনগণ সকলেই তিরোভূত হইয়াছেন—তথাপি মধ্যে মধ্যে দৈববাণীর আকারে শুনা যায়—"**তাঁহারা আছেন।**" অনধিকারী হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা একেবারে বঞ্চিত করিয়া যান নাই। সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়োপভুক্ত ভাবের পসারগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন !!

এই গৌড়ীয় সাহিত্যের প্রতিবিভাগেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বরূপ ত্রিবেণীর অল্পবিস্তর বিকাশ প্রতিফলিত। সাহিত্য একমাত্র ভাগবত-ধর্ম-প্রতিপাদ্য অহৈতুকী ভক্তি বলিয়া সাহিত্য-সরস্বতীপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা-(সাহিত্য)-বধূজীবন শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনামে যুগপৎ শব্দ, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের সাহিত্য সম্যক্‌প্রকারে বিদ্যমান। শ্রীগৌরের মতে 'সুন্দরী কবিতা' অকাম্যা হইলেও কিন্তু 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফল' রূপ সাহিত্য সর্বদাই বাস্তব ও শিবদ বস্তুর আস্বাদনীয়তা দান করে বলিয়া সর্বথাই সেবিতব্য।

বিষ্ণুভক্ত স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে জাগতিক কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে বিরত হওয়ায় এবং বাস্তব বস্তুর নিত্য-সেবারত থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মনোভোক্তৃত্ব (Subjective) ও মনোভোগ্যত্বমূলক (Objective) ধর্ম্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহেন। জাগতিক মানবোচিত ব্যবহারের আরোপে (Anthropomorphism) ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট। অবর প্রাণির ভাবসমূহের আরোপে (Zoomorphism), উদ্ভিজ্জগতের উপাসনায় (Phytomorphism) যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় অথবা অচেতন পদার্থ প্রস্তরাদিতে চেতনের আরোপ করিবার যে প্রয়াস (Polyzoism) এবং জড়বস্তুতে প্রাণের যে আরোপবাদ (Hylozoism) দৃষ্ট হয়—তাহার সকলগুলিই প্রাকৃত বলিয়া ঐরূপ কাল্পনিক মতবাদের দ্বারা অবর জগৎ হইতে বরণীয় নিত্যজগতে লইয়া যাওয়ার প্রথাকে মহাপ্রভু আদর করেন নাই। তিনি বৈকুণ্ঠের আংশিক আচরণের বিচিত্রতার মূলে বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের অধিষ্ঠান নির্ণয় করায় ইহার নশ্বরতা ও কালের অধীনতায় বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের ভেদ-দর্শনরূপ নশ্বরতার বিচার দেখাইয়াছেন।

ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত থাকিলেও কিন্তু সর্বদেববরেণ্য বলিয়া বিষ্ণুকেই অসমোর্দ্ধ আসন দেওয়া হইয়াছে। এই তত্ত্ব ভুলিয়া পরবর্ত্তীকালে বহ্বীশ্বরবাদ (Polytheism) বা পঞ্চোপাসনা (Henotheism) ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে হইতে অহংগ্রহোপাসনা (আনল্‌হক্) (Pantheism) রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার বেদে দ্বৈত ও অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের একতর বা উভয়ের আংশিকভাবে গ্রহণেও বহু মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। দ্বৈতপরিহারে অদ্বৈত-গ্রহণেই শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ (Nihilism) সৃষ্ট হইয়াছে।

মধ্যযুগে বিষ্ণুভক্তির আশ্রিত আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদ নিরসন করত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতে পারি। রামানুজ শ্রীভাষ্যে, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতপর বিচারে জয়তীর্থ ন্যায়সুধায়, ব্যাসতীর্থ ন্যায়ামৃতে নির্বিশেষবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামির সর্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈতবিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিদের চাতুরীতে সর্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হইয়া নির্বিশেষ মতবাদে পরিনত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বোধায়নঋষির বিচারানুসরণে যামুনাচার্য্য ও রামানুজ, ঔড়ুলোমী প্রভৃতির আনুগত্যে নিম্বার্ক, ব্যাসের অনুসরণে শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচারে শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামির বিচারধারা সায়নমাধব-লিখিত সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বর দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত আছে। শ্রীধরস্বামী তাহার বিবৃতি দিয়াছেন—শ্রীভাগবতের টীকায়। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামির মত হইতে বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্য বা প্রমেয়রত্নার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থের বিচারধারা পার্থক্যলাভ করিয়াছে। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীধর ও লক্ষ্মীধর স্বরচিত পদ্যে ও নামকৌমুদী প্রভৃতিতে নামনিষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের সর্বাদ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বসম্প্রদায়ের মতটি অতি অল্প কথায় সারগ্রাহী করিয়াছেন। 'গৌড়পাদের সংক্ষেপ-শারীরকের' বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ হইয়া শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত নবীন কেবলাদ্বৈতবাদে বিকৃত হইয়াছে। এইভাবে 'নানা মুনির নানা মত' দেখিয়া সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব সর্বমতের যথার্থতঃ সমন্বয় করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপী ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করত স্বকপোলকল্পিত মতগুলিকে

চিরতরে নিরস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতেরেই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সর্বচিৎসমন্বয়বিধায়িনী যে বাণী সার্বভৌম-প্রবোধানন্দ প্রভৃতির নিকট প্রচার করিয়াছেন—তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল ভিত্তি। শ্রীরামানুজের বিচারে বৈকুণ্ঠেরই শান্তদাস্যরস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যমার্গে প্রিয়তার স্থান নাই। গৌড়ীয় বৈধীমার্গ ও বল্লভীয় মর্য্যাদামার্গে শাস্ত্রশাসনে সাধনে প্রবৃত্তি এবং গৌড়ীয় রাগমার্গে রাগাত্মিক ব্রজজনের ভাবমাধুর্য্য-শ্রবণাদিতে লোভবশতঃ প্রবৃত্তি হয়, বল্লভীয় পুষ্টিমার্গ রাগানুগামার্গেরই (আংশিক) প্রকারভেদ। গৌড়ীয়াচার্য্যগণ এবিষয়ের বিচারে সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দিয়াছেন—এধারা কিন্তু অন্য কোনও সম্প্রদায়েই নাই। গৌড়ীয়দর্শনে জগৎ সত্য অথচ নশ্বর, মহাপ্রভু প্রপঞ্চমিথ্যাবাদ (Idealistic theory) স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা দৃশ্যজগতের উৎপত্তি—দৃশ্যজগৎ মিথ্যা নহে, তবে মনোধর্মে দৃষ্ট বলিয়া খণ্ডিত। অচিদ্‌বস্তু স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না—তাহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা বা অনুভবশক্তি (Knowing, willing বা feeling) নাই। পশুপক্ষী হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলের ভিতরেই চেতন আছে, বৃক্ষেও অল্প চেতন আছে—চেতন ও অচেতন উভয়ই ভগবচ্ছক্তি—বাহজগতের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের স্বরূপগত ভেদ। গৌড়ীয় দর্শনে পূর্ণ বস্তুর স্বরূপ (thing-in-itself) দেখা যায়—ইহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নিরস্ত হইয়াছে—জড়বিশেষ পৌত্তলিকতার প্রকারভেদ বলিয়া তাহাকে অতিক্রম করত নিত্য চিদ্‌বিশেষের অনুসন্ধান দর্শনশাস্ত্র জাগাইয়া দেয়; গৌড়ীয়মতে সাকারবাদ, নিরাকারবাদ বা নির্গুণবাদ প্রভৃতির যথাযথ সমন্বয় দ্রষ্টব্য। অক্ষজ জ্ঞান (Empiric Knowledge) কিন্তু এই দর্শনে দূরীকৃত, যেহেতু ইহাতে বাস্তব সত্য অধিগত হইতে পারে না—সেবোন্মুখতাই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের প্রশস্ত উপায়।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য ঃ—

(১) **সকল সাহিত্যে পরতত্ত্ব বিনির্দ্দেশ**—হরিকীর্ত্তনই সর্বত্র সর্বদা সর্বথা অভিধেয়। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা এবং বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন, 'তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থ-প্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি'। পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটবাদের বিচার করিয়াছেন, জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন—'নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ' (১।১।১৮), সাংখ্যমতে 'প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ' (৫।৫৭) এই সূত্রবলে স্ফোটবাদ নিরসন হইয়াছে। শ্রীভাগ ১২।৬।৩৯ শ্লোকে—'ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥'' প্রণবাত্মক বর্ণসমূহের নিত্যতা স্বীকৃত। বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দেশ করেন—কিন্তু বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ বশতঃ নিত্যদ্রব্য-আকাশগুণাত্মক শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হয় বলিয়া শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হইতেছে। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান নিত্যবর্ণই আন্তর স্ফোটবাচ্য—তাহাই শব্দব্রহ্ম। শ্রীজীব প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় (সর্বসম্বাদিনীতে) স্ফোটবাদ নিরসনক্রমে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যতা ও অর্থপ্রত্যায়কতা স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপনাকালে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহারই চরমশিক্ষা শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বিজয়দুন্দুভি-নিনাদে শ্রীনামভজন-উপদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।" ইত্যাদি বাক্যে শব্দব্রহ্মেরই নিত্য আরাধনা সংসূচিত। শব্দব্রহ্মের (নামব্রহ্মের) আরাধনা-সম্পর্কে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন—অন্য কোনও সম্প্রদায়ে তাহা দৃশ্য নহে *। নামব্রহ্মে মন্ত্রাদি ও উপলক্ষিত 'নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ'। সত্যাদিযুগত্রয়ের ভজন ক্ষীণবীর্য্য, অন্নগতপ্রাণ কলিজীবের পক্ষে অসম্ভব, অতএব নামাশ্রয় ব্যতীত শ্রেয়ঃপন্থা হইতেই পারে না।

* শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত "মন্ত্ররহস্যষোড়শীতে" এবং শ্রীসুন্দর ভট্টকৃত তট্টীকায় অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অর্থ গৌড়ীয়াচার্য্যগণের ব্যাখ্যা হইতে বিভিন্ন।

(২) গৌড়ীয়সাহিত্যে **শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব**—এই মতে শ্রীহরি-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশই—শ্রীগুরুদেব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তঃ', তথাপি শ্রীপ্রভু ভগবানের নিত্য প্রেষ্ঠ, 'কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব'। শ্রীগুরু আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বস্তু; শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও সেবক, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। রাগমার্গীয় স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের চক্ষুতে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন-বার্ষভানবী-প্রকাশ (শ্যামানন্দশতক দ্রষ্টব্য)। শ্রৌতপন্থিরাই কেবল শ্রীগুরুদেবের নিত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ, চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত প্রভৃতি দার্শনিকগণ শ্রীগুরুর পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকার করে না। জ্ঞানবাদিদের ত্রিপুটীলয়ে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পরে গুরুসেবার আবশ্যকতা বোধ হয় না, সুতরাং এইরূপ ক্ষণিক গুরুস্বীকারবাদে পরাভক্তিও সুদূর পরাহত॥

(৩) গৌড়ীয়দের **উপাস্যতত্ত্ব** স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অভিন্ন প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর উপাসনাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ—একথা ইঁহারাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। নিরুপাধিপ্রীতির পাত্রতাই ভগবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ; আবার সেই নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রটির প্রতি যাঁহার যত বেশী প্রীতি, তাঁহার নিকট তত অধিক পরিমাণে প্রীতির পাত্রত্বগুণ বা মাধুর্য্য প্রতিফলিত হয়। সকল অবতার হইতেও শ্রীগোকুলনাথে ঐ প্রীতির পাত্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহার মধ্যেও আবার যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকার আনুগত্যে মধুর রসে উপাসনা করেন—তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত যে শ্রীগোকুলনাথ—তাঁহারই মাধুর্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক। মধুর রসের বহু বহু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা রাধিকার প্রাণবন্ধুই উপাস্য-বিচারে পরাকাষ্ঠা স্বরূপ (দশশ্লোকীভাষ্য দ্রষ্টব্য); আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপ কল্পবৃক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য বিহগযুগল অভিন্নভাবে আত্তনীড় (আশ্রিত) বলিয়া কলিজীবের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে যাবতীয় ভজনই অন্তর্নিবিষ্ট (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত দ্রষ্টব্য)। "প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতরমহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং, স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতে হেমগৌরে॥"

(৪) **প্রমাণ-বৈশিষ্ট্য**—প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা অবিসংবাদিত, যেহেতু অন্যান্য প্রমাণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে দোষমুক্ত নহে; শ্রুতি-প্রমাণেও আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত, ইহাতে যে পরতত্ত্ববিনিশ্চায়ক 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাতে একই স্বরূপের ত্রিধা আবির্ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে; ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিতত্ত্বে স্ফুরিত স্বয়ংরূপই সাধকগণের দর্শনশক্তি-অনুসারে আবির্ভূত হন; নির্ধর্মকরূপে—অস্পষ্টবিশেষরূপে—আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব; সধর্মক হইয়া আংশিক শক্তির প্রকাশবিশিষ্ট স্বরূপই পরমাত্মা এবং পূর্ণদর্শনে সম্পূর্ণস্বরূপ শক্তির প্রকাশময় বস্তুই 'ভগবৎ'-পদবাচ্য। ভগবত্তার মধ্যে নিরুপাধিক প্রীতির পাত্রত্ব গুণ (মাধুর্য্য) যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। অংশী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই নিরুপাধি প্রীতিপাত্রতা সমধিক বেশী, অতএব অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই অংশ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগণের শিরোমণি অর্থাৎ পরতত্ত্ববস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রগণ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অন্তর্ভুক্ত। 'শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং'।

(৫) **ধাম-বৈশিষ্ট্য**—শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে বৈকুণ্ঠই পরম ধাম। শ্রীমধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চস্থান—ভূলোক, সূর্য্যমণ্ডল, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক, রুদ্রলোক এবং বৈকুণ্ঠ। মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে এবং শ্রীমদ্ দ্বাদশস্তোত্রে ৬।৫ শ্লোকে তিনি গোকুলের শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণনাও দিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি ভীমসেনের অবতার [এবং অন্যত্র 'ভারতবর্ষচারী'] বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক 'সবিশেষনির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবে' বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণধাম সর্বোপরি—দশশ্লোকীর ভাষ্যে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য ঐ ধামকে 'দ্বারকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় তিনি বলিয়াছেন 'রুক্মিণী-সত্যভামা-ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্'—এইবাক্যে দ্বারকা বা গোলোক বুঝা যায় না; 'সবিশেষ নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবের' টীকায় কিন্তু গোলোক বলিয়াই উল্লিখিত। গোপাল-তাপনীতে শ্রীবৃন্দাবন এবং (ব্রহ্মগোপালপুরী) মথুরার উল্লেখ আছে, কিন্তু গোলোকের উল্লেখ নাই। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসমতে বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীবৃন্দাবনে আবরণদেবতার মধ্যে বসুদেব-দেবকী এবং রুক্মিণী প্রভৃতি

মহিষীগণও আছেন। গৌতমীয়তন্ত্রের ধ্যানে শ্রীবৃন্দাবনে গোপী ও মহিষীগণের সংস্থান দেখা যায়। এই ধ্যানানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকান্তা হওয়ার ইচ্ছা করিয়াও যদি কেহ মহিষীদের ধ্যান না ছাড়েন, তবে দ্বারকায় মহিষীত্ব লাভ করিবেন (ভ র সি ১।২।১৫৭)। বল্লভাচার্য্যের মতে গোলোকে মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা আছে (অণুভাষ্য ৩।৩।১) ঈশ্বরবুদ্ধিও আছে, মধুরভাবও আছে—শুদ্ধমাধুর্য্য নহে। গৌড়ীয়দের মতে গোলোকে দেবলীলা (দেবলীলত্বাং—ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীজীব ও ভাগবতামৃতকণায় শ্রীচক্রবর্ত্তী)। 'গোপী অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥' 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা' ইত্যাদি শ্লোকেও ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতার যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে পূর্ণতম সর্বতস্বতন্ত্রতায় কেলিমাধুরী প্রকট করিতে পারেন—ধাম-বিচারে তাহারই সর্বশ্রেষ্ঠতা যুক্তিযুক্তই বটে। সুতরাং "যত্র গোলোকনাম স্যাৎ তত্র গোকুল-বৈভবম্॥"

(৬) **অভিধেয়-বৈশিষ্ট্য**—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভাবে উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসনায় সতত পরমেশ্বর-বুদ্ধি থাকে বলিয়া নিরুপাধি প্রীতির অবকাশ হয় না; কিন্তু মাধুর্য্যভাবের উপাসনায় কদাচিৎ পরমেশ্বরত্ব প্রকট হইলেও তাহাতে সম্ভ্রম বা গৌরববুদ্ধি না হইয়া প্রিয়তারই গাঢ়তা (আধিক্য) হয়, মাধুর্য্যভাবের চরম বিকাশ—মধুরা রতিতে, অন্যান্য রস মধুরে অন্তর্ভুক্ত অথবা ইহারই পোষণজন্য সর্বথা নিযুক্ত। অনুকূলা গাঢ় প্রেমময় তৃষ্ণাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য এবং মহৎকৃপাফলে বা মহৎসঙ্গবলেই এজাতীয় ভাব তরুণ সাধকেও সংক্রমিত হয়—এই কথাই গৌড়ীয়াচার্য্যগণ ভক্তিসন্দর্ভাদি বিবিধগ্রন্থে স্থূণানিখনন-ন্যায়ে বারংবার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ভগবৎ-প্রাপ্তির সহজ সুখকর উপায়-নির্ধারণে এই গৌড়ীয়গণেরই অবদান অসমোর্দ্ধ।

(৭) **প্রয়োজন-বৈশিষ্ট্য**—বিমুক্তি বা প্রীতিই প্রয়োজন; পরতত্ত্বের জ্ঞান বা 'অনুভব' বলিতে তৎসাক্ষাৎকারই বোদ্ধব্য। সাক্ষাৎকার-শব্দে প্রিয়তাই ধ্বনিত—'প্রিয়ত্বলক্ষণধর্মসাক্ষাৎকারং বিনা সাক্ষাৎকারোঽপি অসাক্ষাৎকার এব'। (ভক্তিসন্দর্ভে)। প্রিয়তার বহু বৈচিত্রী অবশ্য স্বীকার্য্য; দাস, সখা, পুত্র ও কান্তভাবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়। কান্তভাবে ভালবাসারই সর্বশ্রেষ্ঠতা আর্য্যশাস্ত্রে উদঘোষিত; তন্মধ্যে যে প্রীতির আধারের নিকট শ্রীগান্ধর্বাদয়িত স্বাধীনভাবে প্রকটিত হন, সেই প্রীতিই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্তির সাহচর্য্যে প্রকাশিত আনন্দভেদে পরতত্ত্বের আনন্দ দ্বিবিধ। স্বরূপানন্দ—ব্রহ্ম; আর শক্ত্যানন্দ—আশ্রয় তত্ত্ব হইতে প্রীতির বিষয় যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা। স্বরূপানন্দ হইতে শক্ত্যানন্দেরই শ্রেষ্ঠতা—তাহার মধ্যে আবার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশেই আনন্দাধিক্য সর্বমহাজন-স্বীকৃত। ঐ শক্তি উপাস্য ও উপাসক উভয়েরই আনন্দদায়িনী। হ্লাদিনীশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়—শ্রীরাধাতে। সুতরাং শ্রীরাধা ও তদনুগাগণের সেবিত পরতত্ত্বের প্রতি আনুকূল্যময়ী প্রীতিবিধানই প্রয়োজন-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। [প্রীতিসন্দর্ভাদি দ্রষ্টব্য]। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের পূজন কর্ত্তব্য, পূজনক্রিয়া আনুগত্যমূলকই—কৃতজ্ঞতাই বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ চিহ্ন; এই গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মে শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে কুঞ্জসেবাধিকার-লাভই অভীষ্টতম বস্তু। এই প্রথা কুত্রাপি দেখা যায় না। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে সুদৃঢ় বিশ্বাস কেবল এই ধর্মেই স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ **শ্রীরাধার উপাসনার** কথা বলিলেও তাহাতে সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই, কারণ তাহাতে স্বকীয়বাদই সমুল্লসিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত মধুররসাশ্রিত লীলাকথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীগৌর-প্রদত্ত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যমূলক চমৎকারিতার অভাব দেখা যায়। এমন কি শ্রীগীতগোবিন্দেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং বলিতে হয় যে অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা **আনুগত্যময়ী** স্বভক্তিশ্রীর সমর্পণই শ্রীগৌরাবতারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

(৮) **জীবতত্ত্ব বিচারে-বৈশিষ্ট্য**—মায়াধীশ ভগবান ও মায়াবশবর্ত্তী জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ অনিবার্য্য। আবার শক্তি শক্তিমদ্‌বিচারে অভেদ। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ আর জীব বিভিন্নাংশ। জীব দুইপ্রকার—অনাদিমুক্ত (নিত্যপরিকর) এবং অনাদিবদ্ধ (মায়িক) জীব। সাধুসঙ্গে

মায়িকজীবেরও সংসারনাশ এবং প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে—এই সব সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়দেরই পরিষ্কার ও বিশদতর।

এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, নাম (মন্ত্র), উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজনাদি সকলই পরাৎপর তত্ত্ব। গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত—স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের নির্ণায়ক বলিয়া পূর্ণতম; তদ্ব্যতীত অন্য শাস্ত্র আংশিক। গৌড়ীয়গণের মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র, [যে মন্ত্রেতে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥] উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্মার আবির্ভাব, ঋষি—আরাধিকা শ্রীরাধিকার মধ্যে সমস্ত উপাসক, সাধনের মধ্যে যাবতীয় সাধন ও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং গৌড়ীয়গণের কৃপাতেই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্পর্শন, তাহাতে অবতরণ, নিমজ্জন, অবগাহন, সন্তরণ ও তাহা হইতে রত্ন আহরণ সম্ভব; অন্য কোনও উপায়ে সম্ভব নহে। গৌড়ীয়-সাহিত্য সংকীর্ণতাবিমুক্ত ও মহারসভাব-মাধুর্য্যাবগাহী—বিশ্ববিশাল ঔদার্য্যে ও জগতের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিময় ব্যবহারে গৌড়ীয়গণই অদ্বিতীয়—নম্রতা ধীরতা-গর্ভ স্বাপকর্ষ-প্রদর্শনে ও অন্যের সম্মানদানে ইঁহারা অপ্রতিম—সংস্কৃতসাহিত্যে রসবস্তুর অপরিস্ফুট আলোচনাকে ইঁহারা সুবিশদ ও পরিস্ফুটতর করিয়া জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবদ্বিশ্বাসিজনগণের ভগবৎ-সম্বন্ধে যে ধারণা (তিনি পাপপুণ্যবিচারক বা অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় ইত্যাদি) আছে—ইঁহারা তদূর্দ্ধেও আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণারাম হৃদয়সখা বলিয়াছেন। 'জীবাত্মা মাত্রই যে নারী এবং শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র পতি একথাও ইঁহারা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, London বিশ্ববিদ্যালয়ের Cardinan Newman সাহেবের 'God is Lover' এই উক্তি হইতেও উর্দ্ধস্তরে আরোহণ পূর্বক ইঁহারা শ্রীভগবান্‌কে Paramour (উপপতি) রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পরকীয়াভাবের উপাসনাই গৌড়ীয়গণের মহাবৈশিষ্ট্য। "ব্রজবধূগণের এইভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥" "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হইতে। অতএব বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥"

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার:—এই গ্রন্থসকলনে আমি বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থরাজির সবিশেষ সাহায্য লইয়াছি। গৌড়ীয় মিশন-কর্ত্তৃক প্রচারিত বহুগ্রন্থের আংশিক (স্থলবিশেষে সম্পূর্ণ) ভাবভাষাদিও উদ্ধার করিয়াছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস মহাশয় স্বীয় দৈহিক অস্বচ্ছন্দতাসত্ত্বেও বহুপ্রকারে উপদেশাদিদানে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে হুগলি কলেজের প্রফেসার পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ দাস, কাব্যতীর্থ, এম, এ, ইহার উপাদানাদি-সংগ্রহে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পদাবলী-সাহিত্যে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহোদয়ের গ্রন্থ হইতেও আমি যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক, সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই ভূমিকা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ ও সংকেত-সূচনা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কতিপয় বন্ধুবান্ধবের অর্থ সাহায্যে বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি সত্ত্বেও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এই দীনহীন প্রকাশক চিরকৃতজ্ঞ। দৃষ্টিমান্দ্যবশতঃ বহুস্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদ হইয়াছে—গুরুতর ভ্রমগুলি সংশোধনীপত্র-সাহায্যে সহৃদয় পাঠকগণ শোধন করত পাঠ করিবেন—ইহাই কাতর প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থমধ্যে আমার বুদ্ধিবৈকল্যাদি-জনিত যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি প্রভৃতি লক্ষিত হইবে—তাহা কৃপাময় পাঠকগণ সুযুক্তি দেখাইয়া দিলে অন্যসংস্করণে তাঁহাদের নামনির্দেশপূর্বক কৃতজ্ঞতা-সহকারে শোধন করিতে ইচ্ছা রহিল। উপসংহারে—শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের আনুগত্যে বলি—

"মদাস্যমরুসঞ্চার-খিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীম্। সন্তঃ পুষ্ণন্ত্বমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসার-সন্নিধৌ॥"

———

সাধারণ সূচীপত্র—প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ—(১—১৫ পৃষ্ঠা)

(ক) বৈদিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম—বেদে, ভাষ্যে, টীকায়, নিরুক্তে—মন্ত্রব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে, উপনিষদে। বেদ ও বৈষ্ণবধর্ম—নাম, লীলা, ধাম, পরিকরাদি—'উপনিষৎ' শব্দের অর্থত্রয়—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি। (খ) পৌরাণিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম—মহাভারতে, ভাগবতে বৈষ্ণবধর্মের আলোচনাদি। (গ) সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র মত—শিলালিপি—শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরির মতে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অবস্থা। (ঘ) বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—পদ্মপুরাণোক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়; ১। শ্রীসম্প্রদায় ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—শঙ্কর ও রামানুজের তুলনা; ২। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও দ্বৈতভাষ্য, মধ্বাচার্য্য-কর্তৃক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সঙ্কেত-নির্দেশ—গুরুপরম্পরা; ৩। শ্রীবল্লভাচার্য্য ও বিশুদ্ধাদ্বৈতভাষ্য; ৪। শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতভাষ্য—নিম্বার্ক-কালবিষয়ক সন্দেহ-নিরসন; ৫। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যত্ব—শ্রীগোবিন্দভাষ্য-নির্মাণের আবশ্যকতা—প্রমেয়-নবক, সৃষ্টিতত্ত্বে বাদত্রয় *, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম-প্রচারে মহাবৈশিষ্ট্য—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈদিকত্ব ও প্রামাণিকত্বাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাক্চৈতন্যযুগের সাহিত্য (১৬—৩৪ পৃঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে ত্রিধারা—প্রাক্চৈতন্যযুগ, শ্রীচৈতন্যযুগ, ও তৎপরবর্ত্তীযুগ—প্রাক্চৈতন্যযুগের **সংস্কৃত সাহিত্য**—(১) ব্রহ্মসংহিতা, (২) শ্রীজয়দেব ও গীতগোবিন্দ, বস্তুবৈভব, আস্বাদনে অধিকারী-নিরূপণ—তদনুকরণে রচিত গীতিকাব্যসমূহ—অনুবাদ। (৩) শ্রীবিল্বমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—জীবনী ও কালনির্ণয়—আস্বাদন-বৈচিত্র্যাদি, (৪) শ্রীবোপদেব ও মুক্তাফল, (৫) শ্রীবিষ্ণুপুরী ও শ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী, (৬) শ্রীধরস্বামী ও শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা, (৭) শ্রীলক্ষ্মীধর ও ভগবন্নামকৌমুদী, (৮) শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, গাথাসপ্তশতীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা *।

বাঙ্গালা সাহিত্য—(১) শ্রীবিদ্যাপতি ও পদাবলী, (২) চণ্ডীদাস ও পদাবলী; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা-নৈপুণ্য উভয়ের তুলনা; (৩) গুণরাজ খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দর্শনশাখা (৩৫—১১৪ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যযুগের প্রাথমিক কথা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সামাজিক ও পারমার্থিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু-রচিত প্রবন্ধাদি। সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও প্রচার (১৫০০—১৬৫০ শকাব্দা পর্য্যন্ত) *। এই যুগের সাহিত্যের নব বিভাগ—(১) দর্শন, (২) কাব্য, (৩) নাটক, (৪) রসগ্রন্থাদি, (৫) স্মৃতি, (৬) পদাবলী, (৭) চরিতাবলী, (৮) ভাষ্যটীকাদি ও (৯) বিবিধ।

দর্শনবিষয়ক প্রাক্কথন—(১) চার্বাক দর্শন, (২) বৌদ্ধ-দর্শন, (৩) আর্হত-দর্শন, (৪) রামানুজ-দর্শন, (৫) পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, (৬) নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন, (৭) শৈব-দর্শন, ৮) প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন, (৯) রসেশ্বর-দর্শন, (১০ ঔলূক্য-দর্শন, (১১) অক্ষপাদ-দর্শন, (১২) সাংখ্য-দর্শন, (১৩) পাতঞ্জল-দর্শন, (১৪) মীমাংসা-দর্শন, (১৫) পাণিনি দর্শন, (১৬) বেদান্ত-দর্শন, (১৭) দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সংক্ষেপ।

দর্শনশাখা—শ্রীজীবপ্রভুর বংশ-পরিচয়, গ্রন্থাবলী, (১) ষট্সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ ও

---

* পাদটীকায় দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি তারকা চিহ্নে সর্বত্র সূচিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কাব্যশাখা (১১৫—১৬৬ পৃঃ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নাটকাদিশাখা (১৬৭—১৭৯ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—রসগ্রন্থাদি শাখা (১৮০—২২০ পৃষ্ঠা)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ—স্মৃতিশাখা (পৃষ্ঠা ১—৭)

অষ্টম পরিচ্ছেদ—পদাবলীশাখা (পৃষ্ঠা ৮—৭২)

+ গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুকুল বলিয়া গৃহীত।

নবম পরিচ্ছেদ—চরিতশাখা (৭৩—১০৩ পৃষ্ঠা)

‡ (?) জিজ্ঞাসা চিহ্নিত গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতায় সন্দেহ আছে—বুঝিতে হইবে।

দ্বিজশঙ্কর-রচিত শ্রীগৌরলীলামৃতং—(২৪) শ্রীকর্ণপূর কবিরাজের গুণলেশ-সূচক—(২৫) গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত—(২৬) শ্রীবিষ্ণুদাসাচর্য্যের সিতাগুণকদম্ব ?—(২৭) শ্রীবনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্র—(২৮) নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস ;—(২৯) লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র ?—(৩০) শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসের শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ—(৩১) জগন্নাথ দাসের ভক্তচরিতামৃত—(৩২) শ্রীশিশির কুমারের অমিয় নিমাইচরিত—(৩৩) নৃসিংহদাসের শ্রীচৈতন্যমহাভাগবত ? —(৩৪) মাধবদাসের ওড়িয়া শ্রীচৈতন্যবিলাস—(৩৫) ঈশ্বরদাসের ওড়িয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ? **পরিশিষ্ট (খ)** গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র।

দশম পরিচ্ছেদ—ভাষ্য, টীকা, অনুবাদশাখা (১০৪—১৩৩ পৃষ্ঠা)

ভাষ্যশাখা—শ্রীচৈতন্যযুগে—(১) বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, (২) বৃহদ্ভাগবতামৃতের দিগ্দর্শিনী, (৩) হরিভক্তিবিলাসের দিগ্দর্শনী, (৪) লঘুবৈষ্ণবতোষণী, (৫) বৃহৎ ও লঘু ক্রমসন্দর্ভ, (৬) ব্রহ্মসংহিতাটীকা, (৭) গোপালতাপনীটীকা—সুখবোধনী, (৮) ভক্তিরসামৃতটীকা দুর্গমসঙ্গমনী, (৯) উজ্জ্বলনীলমণি টীকা—লোচনরোচনী, (১০) গায়ত্রীব্যাখ্যাবিবৃতি, (১১) যোগসারস্তবটীকা, (১২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা—সারঙ্গরঙ্গদা, (১৩) শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ও (১৪) সুবোধনী, (১৫) শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, (১৬) শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত শ্রীভাগবতটীকা, (১৭) শ্রীরামনারায়ণমিশ্র-কৃত—ভাবভাববিভাবিকা, (১৮) শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়-প্রভা, (১৯) শ্রীমুকুন্দ গোস্বামিকৃত রসামৃতটীকা—অর্থরত্নাল্প-দীপিকা, (২০) দশশ্লোকীভাষ্য, (২১) শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা—প্রভা, (২২) আনন্দিকৃত—রসিকাস্বাদিনী।

অনুবাদশাখা—(১) শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, (২) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, (৩) লোচন দাসের জগন্নাথবল্লভের অনুবাদ।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে—**টীকাদি**—শ্রীবিশ্বনাথকৃত—(১) সারার্থদর্শিনী, (২) ভক্তহর্ষিণী, (৩) ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, (৪) সারার্থবর্ষিনী, (৫) ভক্তিসার প্রদর্শিনী, (৬) দানকেলিকৌমুদী টীকা মহতী ? (৭) ললিতমাধব-টিপ্পনী ? (৮) বিদগ্ধমাধববিবৃতি ? (৯) হংসদূতটীকা, (১০) সুখবর্ত্তনী, (১১) সুবোধিনী, (১২) আনন্দচন্দ্রিকা, (১৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা ? (১৪) প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ? শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত—(১৫) বৈষ্ণবানন্দিনী, (১৬) গোপালতাপনী-ভাষ্য, (১৭) ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য, (১৮) গীতাভূষণ ভাষ্য, (১৯) লঘুভাগবতামৃত টিপ্পনী—সারঙ্গরঙ্গদা [ও (২০) রসিকরঙ্গদা], (২১) তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা, (২২) নাটকচন্দ্রিকা ? (২৩) স্তবমালাবিভূষণ ভাষ্য, (২৪) ছন্দঃ কৌস্তভ-ভাষ্য, (২৫) শ্যামানন্দ-শতকটীকা, (২৬) চন্দ্রালোকটীকা ? (২৭) সাহিত্যকৌমুদী-বৃত্তি, (২৮) গোবিন্দভাষ্য টীকা—সূক্ষ্মা, (২৯) সিদ্ধান্তরত্নটীকা (৩০) নামার্থসুধা, (৩১) কান্তিমালা, (৩২) কৃষ্ণভাবনামামৃতের টীকা, (৩৩) স্তবাবলী-কাশিকা, (৩৪) সদানন্দ-বিধায়িনী, (৩৫) বালতোষণী, (৩৬) ভাগবতের সংশয়-শাতনী, (৩৭) শ্রীগোপাল-চম্পূর 'শব্দার্থবোধিকা,' (৩৮) পদ্যাবলীর 'রসিক-রঙ্গদা'। **পরিশিষ্ট**—শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যত্ব।

অনুবাদশাখা—(১) স্মরণ-মঙ্গল, (২) রসকদম্ব, (৩) নিকুঞ্জরহস্যস্তব, (৪) মুক্তাচরিত, (৫-১০) চমৎকারচন্দ্রিকা, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃতকণা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ও উজ্জ্বলনীলমণিকিরণের অনুবাদ—(১১) শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত, (১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী, (১৩) দুঃখীশ্যামদাসকৃত ভাগবতের অনুবাদ, (১৪) জগজ্জীবন মিশ্রের মনঃসন্তোষিণী ? (১৫) লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর অনুবাদ, (১৬-১৯) শ্রীযদুনন্দন দাসকৃত বিদগ্ধমাধব, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত ও দানকেলিকৌমুদীর পয়ারে অনুবাদ, (২০) রসময় দাসের গীতগোবিন্দানুবাদ, (২১) উত্তমদাসের ভক্তিরত্নপ্রকাশ, (২২) উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, (২৩) স্বরূপগোস্বামি-কৃত ললিতমাধবের অনুবাদ, (২৪) জয়গোবিন্দ বসুর বৃহদ্ভাগবতামৃতের অনুবাদ (২৫) বীরভদ্র গোস্বামীকৃত ভাগবতের মর্মানুবাদ। **পরিশিষ্ট (ক)** —হরিভক্তিবিলাসাদির পদ্যানুবাদ প্রভৃতি। **পরিশিষ্ট (খ)**—(১) শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের শ্রীভগবন্ত মুদিতকৃত ব্রজভাষায় অনুবাদ। (২) শ্রীমদ্ভাগবতের রসরাজখান-কৃত হিন্দীতে অনুবাদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বিবিধ (১৩৪ পৃষ্ঠা—)

গ্রন্থপরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) বৈদিকযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম। *

'শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণব' শব্দ আমরা বৈদিক যুগ হইতেই দেখিতে পাই। প্রাচীনতম ঋক্‌মন্ত্রে ঋষিরা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, ভোগৈশ্বর্য্য-কামনায় বিষ্ণুর প্রার্থনা করিতেন, আপদে বিপদে বিষ্ণুর স্মরণ করিতেন, কখনও বা নিষ্কাম ভক্তিভাবে তাঁহার মহিমাও কীর্ত্তন করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ২১ ঋক্ পর্য্যন্ত তাৎকালীন বিষ্ণু-আরাধনার প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

(১) অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ। (২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলমস্য পাংসুরে। (৩) ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্। (৪) বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যতঃ যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (৫) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। (৬) তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ নিরুক্তের টীকায় দুর্গাচার্য্য সূর্য্যকেই বিষ্ণুনামে প্রতিপন্ন করিলেও কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নহে। যেহেতু বেদবিভাগকর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা ব্যাসদেবও বিষ্ণুকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন—(গীতা ১৫।১২) 'যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।' আবার নারায়ণের ধ্যানেও স্পষ্টতঃই জানা যায়—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ' ইত্যাদি। পৌরাণিকগণও বলেন—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্'—

শাকপুণি ও ঔর্ণবাভ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণও 'বিষ্ণু' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য বাদরায়ণের ভাব-সম্মত। মহীধর শাকপুণির অনুসরণে বলেন যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে ত্রিপাদ সঞ্চরণ করেন। বাদরায়ণ, মহীধর ও সায়ণ প্রভৃতির অভিমতেই হিন্দুসমাজ বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া পৃথক্ অর্চনা করিয়াছেন। সূর্য্য বিষ্ণুরই তেজে জ্যোতিষ্মান্।

ঋগ্‌বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্তের ৫-৬ ঋকে বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা বর্ণিত। বিষ্ণু 'উরুক্রম ও উরুগায়,' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ত্রিপাদ-সঞ্চরণ-স্থানের অন্তর্গত। তাঁহার ত্রিধাম মধু-(মাধুর্য্য) পূর্ণ ও আনন্দময়। সে স্থানে গোধন আছে। তথাহি—তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অযাসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

এই দুই মন্ত্র 'বর্হাস্ফুরিতরুচি গোপবেশ' বিষ্ণুর মাধুর্য্যময় ধাম গোলোক-বৃন্দাবনের মাধুর্য্যপ্রদর্শক। পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে বিষ্ণুর যে মাধুর্য্যময়ী লীলা সন্দর্শন করত বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন—বৈদিক ঋষিরাও প্রিয়তম ধামে মাধুর্য্যের উৎস গোলোকের সেই দ্রুতগতিশীল বহুশৃঙ্গ গাভীর সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই মন্ত্রে গোলোকধাম-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা প্রকাশিত। এই ঋষিরা তৎকালে 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত না হইলেও **'বৈষ্ণব'**-সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য।

---

* বিশ্বকোষের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

চারিবেদেই বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয়*। 'মন্ত্র ভাগবত' নামক গ্রন্থে ২৫০ মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বেদমন্ত্রে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণলীলার সূত্র ঋগ্‌বেদ হইতে প্রদর্শন করিয়া নীলকণ্ঠভট্ট এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য যথেষ্ট কীর্ত্তিত হইয়াছে। **ঐতরেয় ব্রাহ্মণে** (১।৫) 'অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ'; সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"যোঽয়মগ্নিঃ সর্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ, যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্বেষামুত্তমঃ, তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ।" অগ্নিই সকল দেবতার প্রথম (মুখস্বরূপ), বিষ্ণুই সকল দেবতা হইতে উত্তম। ইঁহারাই দীক্ষাদানের অধিকারী। অতএব যজ্ঞাদিবৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া বিষ্ণুই **'যজ্ঞেশ্বর'** বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে আছে—'যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র' ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মহিমা সূচিত হইয়াছে। তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমং প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ 'বিষ্ণু র্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ' ইতি (১৪।১।১।৫)

এইরূপে অন্যান্য ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রচলন-সময়ে এদেশে বৈদিক বৈষ্ণবগণের প্রভাব, প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে—'বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবেনং তদ্দেবতায়া স্বেনচ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।' বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সমর্দ্ধিত করেন। 'বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ' এই রূপেই বৈদিক সাহিত্যে 'বৈষ্ণব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনির (৪।২।২৪) 'সাস্য দেবতা' এই অর্থে 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়।

উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইয়াছে—১। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২১) ২। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ (তৈত্তি ১।১।১) ৩। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (কঠ ৩।৯।২, মৈত্রী ৬।২৬) ৪। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ (মহানারা—৩।৬) ৫। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ (কৈবল্য) ৬। যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ (নৃসিংহ পূর্ব) ৭। এষ এব বিষ্ণুবেষ হে বধোৎকৃষ্টঃ (নৃসিংহোত্তর) ৮। বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ (ব্রহ্মবিন্দু) ৯। য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি (নারায়ণ) ১০। আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ (গীতা ১০।২১)

এই সব উপনিষদ্ ব্যতীত গোপালতাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়-গ্রীবোপনিষৎ ও গারুড়োপনিষদাদি বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণে 'নারায়ণ' নাম, অথর্ববেদান্তর্গত বৃহন্নারায়ণোপনিষদে 'হরি, বিষ্ণু ও বাসুদেব' নাম প্রাপ্ত হইতেছে। মহোপনিষদে 'নারায়ণই' পরমব্রহ্ম, অথর্বশিরঃউপনিষদে দেবকীপুত্র মধুসূদন, ছান্দোগ্যে (৩।১৭।৬) 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণ আঙ্গিরস' নাম পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক উপনিষদগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও উহারা পাণিনির পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়। 'জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে' (পাণিনি ১।৪।৭৯) সূত্রের ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত ব্যাখ্যানে জানা যায় যে একশ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষদ রচনা করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 'উপনিষৎকৃত্য' অর্থ উপনিষদ্‌গ্রন্থতুল্যগ্রন্থ-করণানন্তর—এই অর্থ সর্ববৈয়াকরণ-সম্মত। 'উপনিষত্তুল্য' কথাদ্বারাই তৎপূর্বকালীন প্রাচীনতম উপনিষদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। 'পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (পাণিনি ৪।৩।১১০) এই সূত্রদ্বারাই জানা যায় যে বেদান্তদর্শনের বীজভূত উপনিষদবলম্বনে গ্রথিত ভিক্ষুসূত্র সম্বন্ধে পাণিনি সুবিদিত ছিলেন। [পাণিনি (৪।৩।৯৮-৯৯) সূত্রেও **'বাসুদেব'** শব্দের ভগবদর্থেই ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার পতঞ্জলি জানাইতেছেন।]

পাণিনির পূর্বতন যাস্ক (নিরুক্ত ৩।২।৬) 'ইত্যুপনিষদ্বর্ণা ভবতি' এইরূপ উক্তি দ্বারা 'উপনিষৎ' শব্দের

* বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষসূক্ত (১০।৯১) প্রভৃতি ঋক্, অথ (১৯-১-৬) ন তে বিষ্ণো জায়মানো জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ॥ (ঋগ্বেদ) আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ, কৃষ্ণেন রজসা ছামুণোতি-সবিতা, কৃষ্ণা রজাংসি দধান (ঋগ্বেদ ১৩৫) মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে (কঠ)

প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত উপনিষৎসমূহের প্রাচীনতায় সন্দেহ করা অযৌক্তিক। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে সব উপনিষদ্ এখন পাওয়া যাইতেছে, ইহারা সকলগুলিই বেদোপনিষৎ না হইলেও উপনিষত্তুল্য বলিয়া উপনিষদ্নামে গ্রাহ্য। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত নারায়ণোপনিষৎখানি যে অতিপ্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই।

বেদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মঃ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর প্রভৃতি কর্মজড় নির্বিশেষ-জ্ঞানিদের মতে গৌণ ও অনিত্য। কিন্তু বেদে সুস্পষ্টভাবে উহাদের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও বেদের পরম মুখ্যাবৃত্তিতে সমর্থিত হইতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভজনে **নামই** সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদ (১।১৫৬।৩)—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ—সুতরাং নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও—ঈষন্মাত্র জানিয়াও যদি সেই নামাক্ষরগুলিরও অভ্যাসমাত্র করি, তবেই আমরা সুমতি (তদ্বিষয়ক বিদ্যা বা ভজনরহস্য) লাভ করিব, যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ভয়দ্বেষাদিস্থলেও শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি হয় বলিয়া 'সাঙ্কেত্য' প্রভৃতি স্থলে নামোচ্চারণের মুক্তিপ্রদত্ব জানা যাইতেছে। (ভগবৎসন্দর্ভ—৪৯)

লীলা, ধাম ও পরিকর-সম্বন্ধে-ঋক্ (১।১৫৪।৬) "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি" ইত্যাদি। ব্যাখ্যা—সেই শ্রীকৃষ্ণবলদেবের বাস্তু (লীলাভূমি) প্রাপ্তির জন্য কামনা করিতেছি। তথায় বহুশৃঙ্গ শুভলক্ষণ কামধেনু বাস করে। এই ভূমিতে সেই লোকবেদ-প্রসিদ্ধ সর্বকাম-পরিপূরক-চরণারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাতীত 'গোলোকনামক পরম পদ (ধাম) সুপ্রকাশিত আছে।

যজুর্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখায় **ধামের নিত্যত্ব**—'যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি'। পিপ্পলাদ শাখায়—"যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং, নিত্যং পদং বৈষ্ণবং হ্যামনন্তি" ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে (১।২২।১৬৪—৩১) 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্' ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলানিত্যতা প্রতিপাদিত। এইরূপে রূপগুণাদিও যে নিত্য, তাহাও বেদসংহিতায় দেখা যায়।

'উপনিষৎ' শব্দের ত্রিবিধ অর্থ—(১) যাহা দ্বারা ব্রহ্মেতর বিষয়ে আসক্তি-নাশ হয়, (২) যাহা দ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা উন্মূলিত হয় এবং (৩) যাহা দ্বারা নিঃসংশয়ে ব্রহ্মসামীপ্য লাভ হয়—তাহাই উপনিষৎ শব্দ-বাচ্য। রূঢ়ি, যোগ, যোগরূঢ়ি, মহাযোগ ও বিদ্বদ্রূঢ়ি—এই পঞ্চ মুখ্যশব্দবৃত্তিবলে এই 'উপনিষৎ' শব্দের দ্বারাই উপগম্য, উপগন্তা ও উপগমন—এই ত্রিবিধ বস্তু ও ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়া জীব ও ব্রহ্মের নিত্য অবস্থান এবং তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। নামাত্মক শব্দব্রহ্মমধ্যে রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও স্বরূপাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপগন্তার (জীবের) উপগম্য (ভগবানের) নিকট উপগমন-ক্রিয়াটি একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই সাধিত হয়, [আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ] শ্রবণের ফলে কীর্ত্তন—শ্রীমদ্গৌরাঙ্গেরও অভিপ্রেত অভিধেয়—শ্রবণ-কীর্ত্তনই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে আম্নায়-বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত—তাহাই শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ নবপ্রমেয় রূপে বিবৃত করিয়াছেন। আম্নায়-বাক্যের মৌলিক প্রমাণত্ব এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সনাতনত্ব-সম্বন্ধে মুণ্ডক (১।১।১, ১।২।১৩) উপনিষদে—ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদো ঋজুর্বেদঃ সামবেদাথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥

শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব—(গোপালতাপনী) তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ ইত্যাদি।

একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ···ছান্দোগ্য (৮।১৩।১)—শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে···[ঐ ৮।১।২ মন্ত্রে 'ব্রহ্মপুরে পদ্ম-পুষ্প-সন্নিভ ধামের' ইঙ্গিত]

ব্রহ্মসংহিতা—(৫।২) সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৮, ১৬, ১৯, ৪।৫, ৪।২০, ৬।৭ প্রভৃতিতে) শ্রীভগবানের স্বতঃপ্রকাশত্ব, প্রকৃত্যতীতত্ব, শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সর্বশক্তি-সম্পন্নত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, অবিচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় (২।৭ অনুবাক) 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকেই অখিলরসামৃত-সমুদ্র বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য (৭।২৫।২) জীব শ্রীভগবান্‌কে সর্বস্ব বলিয়া জানিলে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এবং স্বরাট্ হইতে পারে। ইত্যাদি…

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে—বেদান্তের উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-সমূহের যুগপৎ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে যথা—

(১) **অভেদ পক্ষে**—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) আত্মৈবেদং সর্বমিতি (…৭।২৫।২) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (…৬।২।১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) **ভেদ-পক্ষে**—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং (তৈত্তিরীয় ২।১) মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি (কঠ ১।২) যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কর্মান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥ (তৈ, আ, ১ অনু) যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ (শ্বেতাশ্ব ৩।৯) প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ (শ্বেতা—৬।১৬) তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং (কঠ ২।২৩, মু ৩।২) নিত্যো নিত্যানাং (কঠ ২।১৩) অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু (বৃহদা ২।৫।১৪) ইত্যাদি।

(খ) পৌরাণিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম

মহাভারতে—মোক্ষধর্ম অধ্যায়ে 'নারায়ণীয়' নামক অন্তরধ্যায় আছে। এই সকল অধ্যায়ে প্রাচীনকালের নারায়ণোপাসক বৈষ্ণবগণের বিবৃতি দেওয়া আছে। শান্তিপর্বের ৩৩৫ অধ্যায়ে ১৭-১৯ শ্লোকে উপরিচর রাজার ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে তিনি নারায়ণের পরমভক্ত ছিলেন। ইনি সূর্য্যমুখনিঃসৃত সাত্বত বিধির অনুষ্ঠানে প্রথমতঃ দেবেশ নারায়ণকে ও তদুচ্ছিষ্টদ্বারা পিতামহ (ব্রহ্মা) প্রভৃতিকেও পূজা করিতেন। 'সাত্বত' শব্দে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন 'সাত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাং হিতং'। শান্তিপর্ব (৩৩৫।২৫) পাঞ্চরাত্র মুখ্যব্রাহ্মণগণ ভগবৎপ্রোক্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করিতেন। মহাভারতের এই আখ্যানপাঠে জানা যায় যে 'সাত্বত' বিধানই প্রাচীন বৈষ্ণবমত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষিই 'চিত্রশিখণ্ডী' নামে বিখ্যাত ও সাত্বতবিধির প্রবর্ত্তক। রাজা উপরিচর বৃহস্পতির নিকট এই চিত্রশিখণ্ডিজ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং তদনুসারে যাগযজ্ঞাদিও করিতেন। শান্তিপর্বে (৩৩৭।৩-৫) জানা যায় যে * 'অজেন যষ্টব্যমিতি' এইবাক্যে 'অজ' শব্দে ছাগ না বুঝাইয়া বীজকেই বুঝায়। অত্রত্যা নীলকণ্ঠকৃতা টীকা—'যদা ভাগবতোঽত্যর্থ-মিত্যাদিরধ্যায়ো বৈষ্ণবানাং হিংস্রযজ্ঞ-বর্জনার্থঃ' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩৪৬ অধ্যায়ে (৪৭) 'ভক্ত্যা পরময়া যুক্তৈ র্মনোবাক্‌কর্মভিস্তদা' এবং (৬৪) 'নারায়ণ-পরো ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্।' এই দুই বচনে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই ভক্তিই বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাই সাত্বতবিধি—স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই এই ধর্মের আদি উপদেষ্টা, (মহাভা শান্তি ৩৩৫।৩৪-৩৮)।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সাত্বততন্ত্রের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস আছে। (১।৩।৮)তৃতীয় ঋষিসর্গে নারদরূপে নিষ্কর্ম-লক্ষণ 'সাত্বত তন্ত্র' প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন—সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমমাচষ্ট। সাত্বতধর্মকে শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'ভাগবতধর্ম'ও বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট প্রথমতঃ ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে এইভাবে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। (২।৯।৪২-৪৩) তৃতীয় স্কন্ধের টীকাপ্রারম্ভে শ্রীধর ভাগবৎ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"দ্বেধা হি ভাগবতসম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।' ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।২০—২১) ব্রহ্মা, রুদ্র, সনৎকুমার প্রভৃতি দ্বাদশজনই 'ভাগবতধর্ম-বেত্তা'।

* বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ-সংজ্ঞানি বীজানিচ্ছাগং ন হন্তুমর্হথ। নৈব ধর্মঃ সতাং দেবা যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।

এতদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে প্রাচীনতম কাল হইতেই এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম 'সাত্বত ধর্ম্ম', 'ভাগবত ধর্ম্ম', ও 'পাঞ্চরাত্রধর্ম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সাত্বিক পুরাণ * আলোচনা করিলে এই ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। সুতরাং পুরাণাদি-সম্মত সাত্বত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম অবৈদিক নহে, আধুনিক নহে। পুরাণগুলিও শ্রুতিসম্মতই—এতদ্ বিষয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে প্রমাণ আছে। +

(গ) সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র মত

'সাত্বত' সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে ৯৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং। যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥ বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং। সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥ মুকুন্দ-পাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ। কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥ বন্দনার্চনয়ো র্ভক্তিরনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ। রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানন্তস্য সাত্বতঃ॥‡

এই সাত্বত-সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া গণিত ছিলেন। তাঁহাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও উপাসনাপদ্ধতি সর্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল।

কূর্মপুরাণ চতুর্থ অধ্যায়ে আদিদেব, মহাদেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ কূর্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যে যদুবংশের সত্বত রাজা এই সাত্বত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত অংশুর পুত্র, সত্বতের পুত্র সাত্বত—ইনি নারদের নিকট সাত্বত ধর্মের উপদেশ পাইয়া নিরন্তর বাসুদেবার্চনায় রত থাকিতেন।

অথাংশোঃ সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্। স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চনান্বিতঃ॥ তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনং। প্রবর্ত্তিতে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্॥ সাত্বত স্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। ইত্যাদি [কৌর্মে পূর্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে]

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে নারদকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সাত্বতধর্ম অতি প্রাচীন।

পাঞ্চরাত্র মতও অতিপ্রাচীন, নারদপঞ্চরাত্রে এই 'পঞ্চরাত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে—রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (১।১)

বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, প্রেম ও ভক্তি—এই মতের প্রধান লক্ষ্য। মহাভারতে মোক্ষধর্মে সাংখ্য, যোগ ও পাশুপতাদির সহিত এই পঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায় (মোক্ষধর্ম ৩৪৯ অধ্যায়)। ইহাদের মতে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পঞ্চবিধ উপায় আছে—(১) কায়মনোবাক্যে সংযমপূর্বক দেবমন্দিরাভিগমন, প্রাতঃস্তব ও প্রণিপাত পূর্বক ভগবদারাধনা, (২) পুষ্পচয়ন, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, (৩) ভগবৎ সেবা, (৪) ভাগবতশাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ ও মনন, (৫) সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান, ধারণা ও ভগবানে চিত্তসমর্পণ। হয়শীর্ষাদি ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের

---

* বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্। ইতি পাদ্মে উত্তর।

+ মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত বেসনগরে ১৯০৯ খ্রীঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন্ মার্সাল্ এক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন - তাহার কিয়দংশ—[J. R. A. S]

দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়···হোলিওডোরেণ ভাগবতেন দিয়ন-পুত্রেণ তক্ষশিলাকেন যোনদাতেন আগতেন মহারাজস অন্তলিকিতস·········উপন্তা·········অর্থাৎ দেবাদিদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই গরুড়ধ্বজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে সঙ্কাশরাজ কাশীপুত্র 'ত্রাতার' ভাগভদ্রের অধীনস্থ চণ্ডসেন রাজের সহিত সমাগত দীয়নপুত্র 'যোনাদাত' তক্ষশিলানিবাসী ভাগবত হোলিওডোর-কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইল। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫ হইতে ১৩৫ পর্য্যন্ত গ্রীক্‌নরপতি অন্তলিকিতের রাজত্বকাল—এই শিলালিপির অক্ষরগুলিও ঐ কালেরই পরিচয় দেয়। বার্ণেট্ সাহেবও ঐ শিলালিপির বিষয়ে বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব বহু কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তিমার্গে যে মুখ্য উপাসনা হইত—এ বিষয়ে এই শিলালিপিই জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে।

‡ সৎ+বতুপ্ সত্বৎ (সত্বাযুক্ত, সত্যগুণবিশিষ্ট), এই ধর্মাবলম্বিগণই সাত্বত (সত্বৎ+অ)—'যৎ সাত্বতাং পুরুষরূপমুশন্তি সত্তম্' (ভাগ ১২।৮।৪৬)।

নাম উল্লেখ আছে।* এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত ও শাণ্ডিল্যসূত্রাদিকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।‡

প্রথমতঃ ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলই বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মপ্রচারভূমি ছিল। তৎপরে প্রচার-প্রসারক্রমে এই ধর্ম দাক্ষিণাত্যদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল! গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীতটে, দ্রাবিড়দেশে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদীতটে বৈষ্ণবদিগের আবাসভূমি ছিল। (ভাগ ১১|৫|৩৯-৪০ এবং ১০|৭৯|১৩-১৪ দ্রষ্টব্য)। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত-প্রাপ্তি তৎপূর্বকাল হইতেই ঐদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-প্রসারই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আলোয়ারের জীবনীও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য ও চিন্তনীয়।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ২|২|৪৩-৪৫ সূত্রব্যাখ্যানে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিলেও রামানুজ শঙ্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্বেও বৌধায়ন, গুহদেব, দ্রমিড়াচার্য্য প্রভৃতিও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব হইতেই পাঞ্চরাত্রনামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এমন কি মহাভারতে পঞ্চরাত্রাগম ও সাত্বতবিধানের উল্লেখ আছে। তবেই বলা যায় যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হওয়ার পূর্বকাল হইতেই এদেশে সাত্বতধর্ম প্রচার ছিল। আচার-ব্যবহারেও উপাসনা-প্রণালীতে পরিবর্ত্তন-সংঘটনে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে দেশকালপাত্র ও প্রণালীভেদে এবং বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভ্যুত্থানে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম বহুশাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদের তর্কনিরসনের সঙ্গে সঙ্গেও বৈষ্ণবধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আনন্দগিরি-লিখিত শঙ্করদিগ্‌বিজয়-গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে দেখা যায় যে তৎকালে ছয় সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন। 'ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ। বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥'

এই সকল সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি এগ্রন্থে আলোচনার অবসর নাই বলিয়া আমরা তদ্‌বিষয়ে বিরত হইলাম। শঙ্করের কতকাল পূর্ব্বে এই সব বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের পরে কোন্ সম্প্রদায়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—তাহার কোনও ইতিহাস নাই, মহাভারতের রচনাকালের পূর্বেও যে এদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অর্চ্চনা ছিল, তাহা মহাভারতপাঠে অনায়াসে জানা যায়। কিন্তু শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে বা শাঙ্কর-ভাষ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণোপাসকের নাম দেখি না।

(ঘ) বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়

পদ্মপুরাণে (গৌতমীয় তন্ত্রে) চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় উক্ত হইয়াছে,—অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকনামে চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষিতিপাবন হইবেন। এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় অধুনা আচার্য্যদের নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥ অর্থাৎ শ্রী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামিকে এবং চতুঃসন নিম্বার্ককে স্বস্বসম্প্রদায়ের অভিনব প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই এক্ষণে ভারতবর্ষে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণবধর্মের অভিনব সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্ত প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইহাকে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন এবং **শ্রীগৌড়েশ্বর**-সম্প্রদায় নামে খ্যাত বলিয়া থাকেন। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বাসভূমি। স্বনামধন্য শ্রীল রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় স্বকৃত "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" গ্রন্থের ৮৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

---

* Schrader প্রণীত 'Introduction to Pancharatra' গ্রন্থে অনূন্য ২৫৭ সংখ্যক পঞ্চরাত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাও আছে। ‡ পরমাত্মসন্দর্ভে (১৭) এবং ভক্তিসন্দর্ভে (২২৯) শ্রীজীবপ্রভু পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

"রামানুজ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ ভাগবত সম্প্রদায়-সম্মত। রামানুজ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি ইহার উন্নতি অপ্রতিহতগতিতে আসিয়াও আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্বাচার্য্যের মতকে প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু তাহাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপ পূর্ণশশির কিরণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধসরসী মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; অথবা বলিতেও পারা যায় যে, সেই পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্যমতগুলি নির্মল গগনে তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। এইজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবতের অবশ্যম্ভাবী গতি—সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্যত্র নহে। তাহার পর গৌড়ীয় সম্প্রদায়, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।" এবিষয়ে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

১। শ্রীসম্প্রদায় ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

যদ্যপি **শ্রীরামানুজাচার্য্য** হইতেই শ্রীসম্প্রদায় সমধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তথাপি তৎপূর্বেও **বৌধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি** এবং **যামুনাচার্য্য** প্রভৃতি প্রাচীন মনস্বীগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এই মতটি রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নহে, বরং তিনি সেই মতটিকে বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের বিরুদ্ধে যতজন দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তন্মধ্যে রামানুজের আসনই যে সর্বোচ্চ, এ কথা অবিসংবাদিত সত্য। রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম। দ্বৈত অর্থ ভেদ, অদ্বৈত = অভেদ বা একত্ব। মিলিত অর্থ এই—চেতনাচেতন-বিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বনিরূপক সিদ্ধান্ত। আবার কাহারও মতে—ব্রহ্ম দ্বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর সূক্ষ্মচেতনাচেতনবিশিষ্ট—এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব-প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এইমতে প্রদার্থ তিন প্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়) ও (৩) ঈশ্বর। 'ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।' এই পদার্থ তিনটী 'তত্ত্বত্রয়' নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ অনন্ত জীবাত্মা, অচিৎ জড়জগৎ এবং নিখিলকল্যাণ-গুণগণাকর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি স্বপ্রকাশ জগৎপ্রভু বাসুদেবই ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম শ্রীহরির রূপ। বিষ্ণুপুরাণের 'জগৎ সর্বং শরীরং তে' এই বচনেই অনন্তজীবজগৎ যে তাঁহারই শরীর, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই তত্ত্বত্রয়সমর্থনের জন্য রামানুজ ভাষ্যমধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তচয় অন্তর্নিহিত করিয়াছেন—

(১) স্থূলসূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি সবিশেষভাব। (৪) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন। (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—অবিদ্যা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তদুপায়—বিদ্যা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষ-সাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত-মায়াবাদ-খণ্ডন। (১১) অনির্বচনীয়তাবাদখণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্বখণ্ডন ও সত্যতাস্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি। রামানুজ শ্রীভাষ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া স্বাভাবিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি বৌদ্ধবিজয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহারই মত-খণ্ডনে অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্করভাষ্য

সরল, মধুর ও গম্ভীর এবং চিত্তাকর্ষক ; কিন্তু রামানুজের শ্রীভাষ্য অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন। শঙ্কর স্বমত-সমর্থনে কষ্টকল্পনা করিয়াছেন, রামানুজকে তাহা করিতে হয় নাই। রামানুজ বিচারমল্লতা ও ভাবপ্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাষাবিন্যাসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা এত জটিল যে সহজে তাহার সারসংগ্রহ করা সুকঠিন ব্যাপারই বটে। শঙ্কর ও রামানুজের মত-বৈষম্য, ভাবধারা ইত্যাদি সবিশেষ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ঘোষ-কৃত 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' দ্রষ্টব্য।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী ও শ্বেতাশ্বতর—এই দ্বাদশ উপনিষদ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত ও বেদান্তিদের সমাদৃত। প্রস্থানত্রয় বলিতে উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাই বাচ্য—ইহারা ক্রমশঃ শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান, ও স্মৃতিপ্রস্থান নামে সংজ্ঞিত হয়। প্রত্যেক বেদান্তিসম্প্রদায়ই এই প্রস্থানত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। একই ব্রহ্ম যেমন উপাসকের সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান, তদ্রূপ একই বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য-কৌশলে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর বা রামানুজের পূর্বে, এমন কি ব্রহ্মসূত্র-সংগ্রহের পূর্বেও বেদান্ত শাস্ত্র লইয়া ঋষিদের মতভেদ ছিল ; আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রধান প্রধান বৈদান্তসিদ্ধান্তেও একমত নহেন *। সুতরাং শঙ্কর বা রামানুজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলা যায় না, তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ইহারা স্বস্বমতের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন, এইমাত্র বলা যায়। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়াছেন। শঙ্কর শারীরক ভাষ্য, রামানুজ শ্রীভাষ্য, বল্লভাচার্য্য অণুভাষ্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বৈতভাষ্য (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন), নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বিজ্ঞানামৃতভাষ্য, শ্রীকণ্ঠাচার্য্য-কৃত শৈবভাষ্য এবং পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত শক্তিভাষ্যও আছে। পাণিনিকৃত (৪।৩।১১০) 'পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' এবং সুপদ্মব্যাকরণ 'কর্মন্দপারাশর্য্যাভ্যামিন্ ভিক্ষুসূত্রে'— + এই দুই সূত্র হইতে জানা যায় যে পরাশর ও কর্মন্দ উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ ভিক্ষুসূত্র রচনা করিয়াছেন। ভিক্ষু-শব্দ কোষে সন্ন্যাসিপদবাচ্য। (ভাগ ৭।১৩।৩,৭ ; ১১।১৮) শ্লোকে ভিক্ষুর কর্তব্যতানির্দেশ হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনে চারিটী পাদে সূত্র-সংখ্যা—৫৫৫, মতান্তরে ৫৫৮। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল চারিপাদে বিবৃত। প্রত্যেক পাদে চারিটী অধ্যায়। শাঙ্করদর্শনের তাৎপর্য্য—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' রামানুজ ব্রহ্মকে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট বলিয়াছেন, এই বিশেষ পদার্থও ব্রহ্মের শরীর, নিত্য। রামানুজের ব্রহ্ম নিখিলকল্যাণ-দ্রব্যকর্মগুণবিশিষ্ট বাসুদেব। 'বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণ-সংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ।' ভক্তি ও ভক্তিদ্বারাই বাসুদেব লভ্য। 'ধ্যানঞ্চ—তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিঃ।' ভক্তি—'নিরতিশয়ানন্দপ্রিয়ানন্যপ্রয়োজন-সকলেতরবিতৃষ্ণ্যবদ্ জ্ঞানবিশেষ এব।' 'গীতাভাষ্য'

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী, সাংখ্যের ন্যায় প্রকৃতিপুরুষবাদী বা ন্যায়বৈশেষিকবৎ বহুপদার্থবাদীও নহেন। শঙ্কর চিন্মাত্রব্রহ্মবাদী, রামানুজ চিদচিদ্‌বিশিষ্টব্রহ্মবাদী। শঙ্করের মতে চিদেকরস ব্রহ্ম-ভিন্ন সকল পদার্থ মিথ্যা ইন্দ্রজালবৎ প্রতীয়মান ; রামানুজও 'সর্বব্রহ্মময়' স্বীকার করেন, কিন্তু এই ব্রহ্ম স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত হইলেও স্বগতভেদযুক্ত। শঙ্করের মতে জগৎ মায়াকল্পিত, রামানুজ মতে বাস্তব ; শঙ্করের ঈশ্বর মায়াশবলিত, রামানুজের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বকর্ত্তা। শঙ্করের মতে মায়া-উপাধি ব্যতীত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই, রামানুজমতে প্রত্যেক জীবই চিৎকণ ও ব্রহ্মের অংশস্বরূপ। ইহাদের পৃথক্ সত্তা আছে, চিরদিনই থাকিবে। শঙ্করের মুক্তি ব্রহ্মকৈবল্য, আর রামানুজের মতে ভগবদ্ধামে নিত্যপ্রতিষ্ঠাই মুক্তি। রামানুজ শঙ্করের ন্যায় নির্গুণ ও সগুণভেদে ব্রহ্মদ্বৈধ স্বীকার করেন না। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী, রামানুজ পরিণামবাদী।

* ব্রহ্মসূত্র ১।৪,২০-২২ ; ৪।৩।৭, ১২, ১৪ ; ৪।৪।৫—৭ সূত্র দ্রষ্টব্য। + রামানুজীয় গীতাভাষ্য ১৩।৪

শ্রীরামানুজীয়মতে ভগবান্ পঞ্চরূপে আত্মপ্রকট করেন—(১) অর্চা (প্রতিমা), (২) বিভব (মৎস্যাদি অবতার), (৩) ব্যূহ (বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), (৪) সূক্ষ্ম (বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম) ও (৫) অন্তর্য্যামী। ইঁহাদের ছয় গুণ—বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘিৎসা (ক্ষুৎপিপাসাভাব), সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। উপাসনাও পঞ্চপ্রকার—(১) অভিগমন (দেবতাগৃহ, পথমার্জনা ও অনুলেপনাদি), (২) উপাদান (পূজোপকরণাদি-আহরণ), (৩) ইজ্যা (ভগবৎপূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থবোধপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাভ্যাসাদি) এবং (৫) যোগ (ধ্যান, ধারণা ও সমাধি), ফল—বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

এই সম্প্রদায় গ্রন্থবিষয়ে ধনী। শ্রীভাষ্য, দ্রমিড়ভাষ্য, ন্যায়সিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, শ্রুতপ্রকাশিকা, বেদান্তবিজয়, তত্ত্বত্রয়, গীতাভাষ্য ইত্যাদি বহুগ্রন্থ আছে। রামানুজের বহুশাখার মধ্যে কতকগুলি প্রসিদ্ধ—(১) রামানন্দী, (২) কবীরপন্থী, (৩) খাকি, (৪) মুলুকদাসী, (৫) দাদুরপন্থী, (৬) রয়দাসী (৭) সেনপন্থী, (৮) রামসনেহী প্রভৃতি। ইঁহারা প্রায়শঃই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। শ্রীসম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী ভক্তমালে বর্ণিত আছে (দশম মালা দ্রষ্টব্য)। আলোয়ারগণের প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-প্রণীত 'শ্রীবৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে আলোচ্য।

২। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও দ্বৈতভাষ্য

আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের নামান্তর। ইনি দ্বৈতভাষ্যের প্রবর্ত্তক। ইঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দার্শনিকতত্ত্বের প্রগাঢ় আলোচনা না থাকিলেও অণুভাষ্যে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। আনুমানিক দ্বাদশ শকাব্দে * ইঁহার প্রাদুর্ভাব। ইনি জীবের অণুত্ব, দাসত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্যত্ব, প্রমাণত্রয় ও পঞ্চরাত্র উপজীব্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে রামানুজের সহিত প্রায়শঃ একমত হইলেও (রামানুজের) তত্ত্বত্রয়ের সহিত ইঁহার মতানৈক্য আছে। তাঁহার মতে তত্ত্বপদার্থ দুইটি—(তত্ত্ববিবেক)

'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোঽশেষসদ্‌গুণঃ।'

সর্বদর্শনসংগ্রহে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন, কেননা তিনি সেব্য, যিনি যাহার সেব্য তিনি সেবক হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন †, যেমন ভৃত্য হইতে রাজা ভিন্ন। শাকল্যসংহিতা পরিশিষ্ট ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে এই দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতি উদ্ধার হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে ভেদ পঞ্চবিধ—(১) জীবেশ্বরভেদ, (২) জড়েশ্বরভেদ, (৩) জীবে জীবে ভেদ, (৪) জড়ে জীবে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে ভেদ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা। জীবে ভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥ মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ। সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥ (বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়)

শ্রীমন্ মধ্ব তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন। (১) **শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং** বা সূত্রভাষ্যং—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ দ্বারা শ্রীব্যাসের সমস্ত সূত্রই যে একসূত্রে গ্রথিত ও শুদ্ধদ্বৈত-তাৎপর্য্যপর, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই—কেবল শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণমূলে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। (২) **অনুব্যাখ্যানং বা অনুভাষ্যং**—ইহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ—ইহাতেই পূর্বাচার্যদের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমতস্থাপন হইয়াছে। (৩) **অণুভাষ্যং**—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে গুম্ফিত হইয়াছে। গীতাভাষ্যে আচার্য্যমধ্বের মতবাদ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত আছে। মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অদ্বৈতবাদের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মতর্কের শ্লোক-কতিপয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের স্পষ্ট ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে—"নারায়ণে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও

* শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে বিবিধ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ১১৬০ শকাব্দা নিরূপিত হইয়াছে (পৃঃ ২৯—৩৭)।

† পরমেশ্বরো জীবাদ্‌ভিন্নঃ, তং প্রতি সেব্যত্বাৎ, যো যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্‌ভিন্নো যথা ভৃত্যাদ্ রাজা।

ক্রিয়া এবং অংশী ও অংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও ঐরূপ অভেদ বিদ্যমান। অতএব অংশাদির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু, গুণাদির গুণিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ অবস্থানের অভাবহেতু এবং অংশী ও অংশাদির নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশি প্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয়াদি শব্দে কথিত হয়। ক্রিয়াদির নিত্যতা, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। **অচিন্ত্যশক্তিত্বনিবন্ধন** পরমেশে সকলই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতু জীবসমূহে এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও তত্তদ্বিষয়গত **ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান**; যেহেতু অন্যত্র ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য।" মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবদ্গীতাতে ক্ষর ও অক্ষর দ্বিবিধ পুরুষের উল্লেখ আছে। ইহার মতে তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য তাদাত্ম্যপ্রতিপাদক নহে, 'আদিত্যো যূপবৎ' এই বাক্যবৎ কেবল সাদৃশ্যের দ্যোতনা করে। মুক্তাবস্থাতেও জীব পৃথক্। 'জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদৈব বিলক্ষণৌ'। জগৎ ক্ষয়শীল বটে, কিন্তু মিথ্যা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে। সিদ্ধান্তসার—সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরং। নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্গুণম্।

রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায় বৈষ্ণব হইলেও উপাসনা এবং সাম্প্রদায়িক চিহ্নাদির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। মায়াবাদশতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদের সমর্থনপূর্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ উপাস্য দেবতা, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী সহ বিরাজ করেন। ইহারা সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি স্বীকার করেন। বিষ্ণুর প্রসাদলাভই উপাসনার প্রয়োজন। এই ধর্মের মর্ম শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যক্ত করিয়াছেন—[প্রমেয়রত্নাবলী ৯]

শ্রীমন্ মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।

মুক্তি নৈর্জসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনমক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।

শ্রীগুরুপরম্পরা যথা—শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা—নারদ—বাদরায়ণ ···মধ্বাচার্য্য—পদ্মনাভ—নরহরি—মাধব—অক্ষোভ্য—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—দয়ানিধি—বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম হইতে ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী—ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ। এই গুরুপ্রণালী অনুসারে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়। যথাবসর এ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

'মধ্ববিজয়' গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণাপথের বহু স্থান এই সম্প্রদায়ের আবাস স্থান। উড়ুপী (নামান্তর—রজতপীঠপুর) গাদী। ইহাদেরও বহু শাখাপ্রশাখা আছে।

৩। শ্রীবল্লভাচার্য্য ও বিশুদ্ধাদ্বৈতভাষ্য

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য অণুভাষ্যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্ধর্মক, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ' (২।১।৩৭) এবং 'সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ' (২।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য-নির্ধারণে বল্লভাচার্য্য অশুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসনপূর্বক বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এই ভাষ্যে ব্রহ্মের সর্বধর্মবত্ত্ব, বিরুদ্ধসর্বধর্মাশ্রয়ত্ব, সর্বকর্তৃত্ব, ব্রহ্মগতবৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যদোষ-পরিহার, ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব; জীবস্বরূপ, জীবের নিত্যতা, জ্ঞাতৃত্ব, পরিণাম, ভোক্তৃত্ব, অংশত্ব, জীবব্রহ্মের অভেদত্ব জগৎসত্যত্ব, জগৎসংসারভেদ, অবিকৃত পরিণামবাদ, আবির্ভাব-তিরোভাববাদ, ভক্তিসাধনত্ব ও পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহাদের মতে পরব্রহ্ম সর্বধর্মবিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক, অব্যয়, সর্বশক্তিমৎ, স্বতন্ত্র, নির্গুণ (প্রাকৃতগুণবর্জিত), দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বজাতীয়বিজাতীয়-স্বগতভেদবর্জিত। নির্গুণ হইয়াও তিনি সগুণ, নিরাকার

হইয়াও সাকার ইত্যাদি। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মায়াকৃত নহে, আরোপিতও নহে। নির্গুণব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব, সগুণব্রহ্ম পরতন্ত্র, পরতন্ত্রেরও কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কাজেই ব্রহ্মের সর্বকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২), 'অহং সর্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' গীতা (১০।৮)।

এই ভাষ্যে জীব চিৎকণ, সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, চিৎপ্রধান ও আনন্দস্বরূপ। জীব নিত্য, কিন্তু এই নিত্যতা অলীক। মায়াবাদিরা জীবকে ব্রহ্ম বলেন, ইহাদের মতে জীব বিভু, কিন্তু বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে জীব অণু। জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি ও অংশত্বাদি আলোচিত হইলেও জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণপ্রকটানন্দ, জীব তিরোহিতানন্দ হইলেও শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই পদার্থ।

শঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে জগৎ সত্য ও নিত্য, ভগবদ্রূপও ভগবান্ হইতে অনন্য। 'ভাবে চোপলব্ধেঃ' (২।১।১৫) দ্রষ্টব্য। ইহাদের মতে ভক্তিই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের সাধন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিৎ পদার্থ প্রলয়েও সূক্ষ্মাকারে অচিদ্‌ভাবেই বর্তমান থাকে, স্থূল ও সূক্ষ্মজীব সম্বন্ধেও এই কথা—কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে এই দুই পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নিত্য সত্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মোক্ষ, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সাযুজ্যমোক্ষও স্বীকৃত হইয়াছে।

রুদ্র হইতে এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত এবং ইহার প্রথম আচার্য্য হইয়াছেন—বিষ্ণুস্বামী, ব্রহ্মসম্প্রদায়ের ন্যায় রুদ্রসম্প্রদায়ও যে প্রাচীন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪০০।৪২৫ বৎসর পূর্বে বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আচার্য্য পদবী লাভ করেন বলিয়া 'বল্লভাচারী'-নামেও ইহা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 'মারুতশক্তি'-নামক টীকাগ্রন্থে ইহাদের গুরু-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে *। শাণ্ডিল্যসংহিতা ভক্তিখণ্ডের পঞ্চমাধ্যায় উদ্ধার করিয়া উক্ত টীকাকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীভগবানের বদন হইতে উদিত সর্বশ্রুতিবিশারদ বল্লভাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বসম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ করিবেন। এই বল্লভাচার্য-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [মধ্য ১৯৬৩, ১৯৬১—১১৩, অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ] দ্রষ্টব্য। মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে ইহাদের মন্দির আছে; উদয়পুরের নিকটবর্তী শ্রীনাথদ্বারে শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির প্রকটিত শ্রীগোপালদেব এক্ষণে ইহাদের সেবা অঙ্গীকার করিতেছেন। পুষ্টিমার্গ ও মর্য্যাদামার্গ-ভেদে ইঁহাদের উপাসনা-প্রণালী দ্বিবিধ।

৪। শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতভাষ্য।

সুদর্শনাবতার (সূর্য্যাবতার ?) **শ্রীনিম্বাদিত্য** (পূর্বনাম ভাস্করাচার্য্য) **ঔডুলোমি** প্রণীত বেদান্তসূত্রবৃত্তি অবলম্বনে 'বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ' প্রণয়ন করেন। ইহা বাক্যার্থগ্রন্থমাত্র। এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত ভাষ্য কিন্তু **শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত** 'বেদান্তকৌস্তুভ'। শ্রীনিম্বার্কেরই শিষ্য শ্রীনিবাস অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। **কেশবকাশ্মীরী** প্রণীত 'কৌস্তুভ-প্রভাবৃত্তি' খানি আরও বিস্তৃত ও বহুল বিচারপূর্ণ। 'পরপক্ষগিরিবজ্র' গ্রন্থও মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ। ব্রহ্ম—ভগবান্ বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহাদের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম। কিন্তু চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জ্ঞানই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপায়। ধ্যান, ধ্রুবা স্মৃতি ও পরাভক্তি প্রভৃতিই জ্ঞানশব্দের পর্য্যায়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—তৎপ্রাপ্তির উপায়।

জীবের লক্ষণ—অচিদ্‌বর্গভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট, ভগবদায়ত্তস্বরূপস্থিতি-প্রকৃতিশীল, অণুপরিমাণ, প্রতি শরীরে ভিন্ন, মোক্ষার্হ চিৎপদার্থই জীব। অচিৎ পদার্থ—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কালভেদে ত্রিবিধ। গুণত্রয়াশ্রয়ভূত দ্রব্য প্রাকৃত, ইহা নিত্য ও পরিণামাদিবিকারী। অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ—ত্রিগুণা প্রকৃতি ও কাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও অচেতন। প্রকৃতিমণ্ডল-ভিন্নদেশবর্তী নিত্যবিভূতিসম্পন্ন পরব্যোম, পরমপদ, ব্রহ্মলোকাদিই অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ। এই ধামসকল অপ্রাকৃত ও কালাতীত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভিন্ন কাল-

* আদৌ শ্রীপুরুষোত্তমং পুরহরং শ্রীনারদাদ্যং মুনিং কৃষ্ণং ব্যাসগুরুং শুকং তদনু বিষ্ণুস্বামিনং দ্রবিড়ম্। তচ্ছিষ্যং কিল বিল্বমঙ্গল-মহং বন্দে মহাযোগিনং শ্রীমদ্বল্লভ নাম ধাম চ ভজেঽস্মৎসম্প্রদায়াধিপম্॥

পদার্থ নিত্য ও বিভু। ইঁহারা বহুশ্রুতি-প্রমাণে ভেদাভেদবাদের সযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ভেদাভেদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের বিষয় এবং শ্রীভগবদ্ভাব-লক্ষণ মোক্ষই প্রয়োজনতত্ত্ব। ভক্তিই মোক্ষের সাধন এবং ধ্রুবা স্মৃতিই ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকীতে যে উপাস্যের বর্ণনা আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। পুরুষোত্তমাচার্য্য-প্রণীত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা-টীকায় রুক্মিণী, সত্যভামা ও শ্রীরাধামিলিত শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত "রুক্মিণী-সত্যভামা-ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদা উপাসনীয়ঃ।" দশশ্লোকীতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দেখা যায়—(১) উপাস্য, (২) উপাসকের স্বরূপ, (৩) সাধনভক্তি (৪) ভক্তিরস [প্রেমলক্ষণা ভক্তি] এবং (৫) উপাস্য প্রাপ্তির অন্তরায় (মায়া)। হরিব্যাসীগণ সখীভাবে রাগমার্গে উপাসনার কথা বলেন। মহাবাণীতে প্রেমভক্তিসাধনা ও সখীভাবে কৃষ্ণসেবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরপক্ষগিরিবজ্র তৃতীয় অধ্যায়ে আছে—প্রথমতঃ ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগ দ্বারা চিত্তসংস্কার, তৎপর বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা—তাহা হইতে শ্রবণাদিলক্ষণ সাধনদ্বারা স্বরূপাদিবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান—তাদৃশ জ্ঞানের পরে ধ্যান পরিপাক হইলে পরাভক্তি-পর্য্যায়রূপা ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে। এই অবস্থায় ভগবদনুগ্রহে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। নিম্বাদিত্যের হরিব্যাস ও কেশবভট্ট নামে দুই শিষ্য হইতে দুই শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা উদাসীন ও গৃহস্থ দুইভাগে বিভক্ত। নিম্বাদিত্যের বিবরণ ভক্তমালে (১০) অনুসন্ধেয়।

কেহ কেহ নিম্বার্ক-মতের কালসম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলেন যে এই মত পঞ্চদশ শকাব্দার পরে প্রচার-প্রসার হইয়াছে। কিন্তু রামানুজের বেদার্থসংগ্রহে 'পরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদং' ইত্যাদি বাক্যে ভাস্কর ভাষ্যের ইঙ্গিতই বুঝা যায়। হিন্দী ভক্তিমালের দোঁহায়, বার্ত্তিকপ্রকাশে লালদাসকৃত অনুবাদে, প্রমেয়রত্নাবলীর (১।৬) শ্লোকে, ভক্তিরত্নাকরের (৫।২১২৯-৩০, ১২।২২৫৬-৭) পয়ারে প্রাচীনকাল হইতে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। [নিম্বার্ক রচিত দশশ্লোকী ও পারিজাতভাষ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।] "প্রাচীন সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম নিম্বার্ক—তৈলঙ্গদেশের বৈদূর্য্যপত্তনে (মুঙ্গেরপত্তন বা মুঙ্গিপাটনে) আরুণি নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দ-নামে আবির্ভূত হন। তিনি সনৎকুমারের শিষ্য নারদের নিকট উপদেশ-লাভে জগতে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সায়ন মাধব তদীয় সর্বদর্শন সংগ্রহে বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মতের উল্লেখ করিলেও নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই।" (গৌড়ীয় ১০।৪০)।

বিষ্ণুযামলের—'নারায়ণমুখাম্ভোজান্মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ। আবির্ভূতঃ কুমারৈস্ত গৃহীত্বা নারদায় বৈ॥ উপদিষ্টঃ স্বশিষ্যায় নিম্বার্কায় চ তেন তু। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তো মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ॥' ইত্যাদি বচনে নিম্বার্কাচার্য্যের চতুঃসন-সম্প্রদায়িত্ব স্পষ্টই আছে। শ্রীকমলাকর ভট্ট 'নির্ণয়সিন্ধু' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বেধপ্রস্তাবে শ্রীনিম্বার্কীয় কপালবেধ মতের উট্টঙ্কন করিয়াছেন। তিথিনির্ণয়ে শ্রীভট্টোজি দীক্ষিতও জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে এই মতেরই প্রতিধ্বনি সূচিত করিয়াছেন। নিম্বার্কীয়গণ ভবিষ্যোত্তরীয় "সুদর্শনো দ্বাপরান্তে···নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতঃ" ইত্যাদি বচনবলে শ্রীনিম্বার্ককে দ্বাপরশেষেই অবতীর্ণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই পুরাণ-সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ আছে।

৫। শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায় ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

এইরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতাগ্রণী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে স্বস্বসম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তনের সমকালেই বঙ্গদেশেও এক অভিনব ধর্মজাগরণ আসিয়াছিল—নদীয়ার কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই ঐ আন্দোলনের মুখ্যতম নেতা হইলেন। পুরাতনে ও নূতনে, একেতে ও বহুতে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে এক অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বহুল বেদান্ততত্ত্বের এক সুমীমাংসা স্থাপন করত প্রাচীন বৈদান্তিক সমাজের আধুনিক পণ্ডিতগণের সমক্ষে সর্ব কল্লোলকোলাহল-নিরাসক অতিসমীচীন বেদান্তসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ মহাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ

স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব হইয়াও বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই, সে কার্য্যও তাঁহার নহে, বা তিনি প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। যেহেতু তাঁহার মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড়পুরাণে আছে—'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ'॥ এই জন্যই শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্রাণামর্থঃ তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তদ্‌ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং, তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে। অর্থাৎ শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত, সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যভূত শ্রীভাগবতের সমক্ষে অন্যান্য অর্বাচীন ভাষ্য স্বকপোলকল্পিতমাত্র, কিন্তু ভাগবতের অনুগত ভাষ্যমাত্রই আদরণীয়। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গগণও কেহ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু তৎকালীন প্রধানতম বেদান্তিদের সমক্ষে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই প্রচার করিয়াছেন। কাশীধামে মায়াবাদী পণ্ডিতবরেণ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নিকট তিনি যে বেদান্তসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যান ও সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার চরণে আত্মার্পণ করিয়াছেন। এই সব সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ সনাতনাদি নিজ নিজ গ্রন্থরত্নে যথা কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীপাদ শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভে ও ষট্‌সন্দর্ভে, বিশেষভাবে সর্বসম্বাদিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্মসূ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষ-সন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্‌ভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদমপি সাধয়ন্তো **ঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং** স্বীকুর্বন্তি।" (সর্বসম্বাদিনী) অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ী বেদান্তিরা বলেন তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু ভেদেও এবং অভেদেও নিখিলদোষ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব, এই জন্য যেমন ভেদসাধন করা দুষ্কর, তেমনই আবার অভিন্নভাব চিন্তা করিয়া অভেদসাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইঁহারা ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বমতে **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই** সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কিন্তু উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে স্বসম্প্রদায়ে একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। কথিত আছে জয়পুরে গলতার গাদির রামানুজীয় মহান্তগণ তত্রত্য শ্রীগোবিন্দজিউর সেবায়েত বাঙ্গালীগণকে চারি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত জানিয়া সেবাচ্যুত করেন। বৃদ্ধ বয়সে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই দুঃসংবাদ পাইয়া নিজের উপযুক্ত শিষ্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌম ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে পাঠান। ইঁহারা জয়পুরে বিচার করিয়া প্রতিপক্ষগণকে পরাজয় করেন এবং তত্রত্য সেবাধিকার পুনরায় বজায় রাখেন। প্রতিপক্ষগণ ভাষ্য দেখিতে চাহিলে শ্রীল বলদেব একমাস সময় নিয়া শ্রীগোবিন্দের স্বপ্নাদেশে এই ভাষ্য রচনা করেন। গ্রন্থোপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ন-নির্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥ টীকা চ—গোবিন্দনিরূপকত্বাদ্ গোবিন্দেন প্রযোজকেন সিদ্ধত্বাদ্ বা গোবিন্দভাষ্যমিত্যুক্তমিতি। অর্থাৎ এই ভাষ্য গোবিন্দতত্ত্ব-নির্ণায়ক বা গোবিন্দই ইহার প্রযোজক বলিয়া **'গোবিন্দভাষ্য'** নামেই খ্যাত।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই পঞ্চতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (১) শ্রীকৃষ্ণই পরমতম বস্তু। হেতুত্বাদ্ বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদি-গুণাশ্রয়াৎ। নিত্যলক্ষ্যাদিমত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥ (২) তিনি নিখিলনিগমবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) ব্রহ্ম ও বিশ্বে ভেদ সত্য, (৫) জীব অণুচৈতন্য, সত্য, নিত্য ও শ্রীকৃষ্ণদাস, (৬) জীবের সাধনগত ভেদ স্বীকার্য্য, (৭) শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিই মোক্ষ, (৮) পরা ভক্তিই সাধন এবং (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ। বলা বাহুল্য ইহা শ্রীমন্ মধ্বমতেরই শ্রীবলদেব-কৃত প্রতিধ্বনি। প্রমেয়রত্নাবলী (১।৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীগোবিন্দভাষ্যে উক্ত পাঁচ তত্ত্ব ও নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩) লিখিয়াছেন—অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্ বেদান্তেনৈব বোধ্যো, ন তু তর্কৈঃ। তিনি (১।১।১৬, ১৭, ২১, ১।৩।৫, ২) প্রভৃতি সূত্রে ভেদবাদের বিচার করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী নহেন। এই সিদ্ধান্তের সারমর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি সপ্তম, মধ্য ষষ্ঠ ও বিংশ

অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই বেদান্ত-অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণই উদ্দেশ্য, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন তত্ব। সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিবাচক গ্রন্থ। এ স্থলে সংক্ষেপে সূচিত হইল, পরে যথাস্থানে এবিষয়ে আলোচনা হইবে।*

শ্রীজীব মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন নাই, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তাঁহার অভিমত নহে, ভাস্করাচার্য্যের (নিম্বার্কের) ভেদাভেদবাদ কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও স্বীয় সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সম্প্রদায়ের বৈধভক্তির উপাসনা প্রণালী বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। কিন্তু ব্রজরসের উপাসনাই ইহাদের মুখ্য উপাসনা। 'রসো বৈ সঃ', 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', 'মধু ব্রহ্ম', 'ভূমা ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পদার্থ পরমতত্বরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইহারা জ্ঞানসাধনের উপরেও প্রেমভক্তির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করত প্রেমভক্তিকেই এই লীলারসময় আনন্দমাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসনার চরম উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রেমদর্শন (Psychology of Divine Love) নামে অভিহিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম ও ২২শ পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চদশ শকাব্দার প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হন। ইহার বহুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালী হৃদয়ের অনভিব্যক্ত ভাবরাশির আবেগময়ী অভিব্যক্তি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপের অর্থবৈভব, বিদ্যাবৈভব ও ধর্মের অবস্থাদির সুন্দর চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ধনে, জনে ও বিদ্যায় সমৃদ্ধ হইলেও তখন ধর্মের অবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল, তদ্বিষয়ে ঐ অধ্যায়েই বিবৃতি আছে। কিন্তু ধর্মের মহাগ্লানি হইলেও ভাগবতগণের তখনও একান্ত অভাব হয় নাই। যেহেতু 'স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন।' বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যপ্রেমময়কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরূপসনাতন, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি বহুভক্ত তখন নবদ্বীপে ও বঙ্গের অন্যত্র প্রেমভক্তির যাজন, প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন।

দীক্ষা, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রপাঠ—সাধারণতঃ এই সকল উপায়েই ধর্মপ্রচার হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি ধীরে

---

* ভারতে সৃষ্টিতত্ব-সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতভেদ আছে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। ন্যায় ও বৈশেষিক—আরম্ভবাদী, এই মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় চতুর্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ আরম্ভ বা সৃষ্টি করে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অসৎ, কারক-ব্যাপারের পরে তাহা উদ্ভূত হয়। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যেমন সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি। অবয়ব ও অবয়বী ভিন্ন বস্তু—সোজা কথায় এইমতে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় পরিণামবাদ—এই মতাবলম্বিগণ দ্বিবিধ, প্রথমতঃ—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপতাদি। এইমতে সত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। ইহারা অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করেন না, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব—ইহাদের স্বীকার্য্য নহে। আবির্ভাব ও তিরোভাবই ইহারা অঙ্গীকার করেন। ইহাদের মতে কারণে কার্য্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অভিব্যক্ত হইলেই তাহা কার্য্য হয়। এইমতে কারণ ও কার্য্য অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, ইহাদের মতে ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদী বলেন—স্বপ্রকাশ পরমানন্দ ব্রহ্মই স্বমায়াবলম্বনে মিথ্যা জগদাকারে কল্পিত হন। শঙ্কর ও তন্মতাবলম্বিরাই এই মতের পরিপোষক। বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য—তত্বজ্ঞান, তদনুকূল কর্মতত্ব ও সৃষ্টিতত্ব। ব্রহ্মসূত্রে তত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে সমধিক আলোচিত হইলেও সৃষ্টিতত্ব এবং কর্মতত্ব গৌণভাবে আলোচিত হইয়াছে। (বেদান্তদর্শনের ইতিহাস ৫২ পৃঃ)

সম্পাদিত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার বা অত্যন্ত প্রীতিজনক কিছু না পাইলে লোকের চিত্ত তাহাতে সহসা আকৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্মে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সার্বভৌমের ন্যায় ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, প্রকাশানন্দের ন্যায় কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিকুলগুরু, মুসলমানধর্মনিষ্ঠ নিরক্ষর দুর্বিনীত পাঠানসৈন্য বিজলী খাঁ, অতি অকিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর এবং বিপক্ষনৃপতিকুল-কালাগ্নিরুদ্র প্রতাপরুদ্র, নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজি এবং গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হোসেন সাহ, নবদ্বীপের মহাদুর্বৃত্ত জগাই মাধাই—এই বিপরীতভাবাপন্ন সর্বশ্রেণীর লোকই যুগপৎ শ্রীগৌরচরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস, রাজনীতির মহাপণ্ডিত শ্রীসনাতন, সংসারজ্ঞানলেশশূন্য গোপালভট্ট ও রঘুনাথভট্ট, বিপুল জমিদারীর অধীশ্বর যুবক রঘুনাথদাস ও রায় রামানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের গুণে আকৃষ্ট হইয়া চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ, স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যালাপ প্রভৃতি সদ্‌গুণকদম্বই চিত্তাকর্ষক ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনপ্রভাবেই সকলের মনে এক অভূতপূর্ব প্রবলতর ভক্তিভাব উদয় হইয়া সকল বিরোধ, সকল আপত্তি ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বিষ্ণুসম্প্রদায়াচার্য্য বল্লভাচার্য্যও ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌর আজন্ম হরিনামরূপ সাধন-সঙ্কেত স্বতঃ পরতঃ আচরণ করিয়া সকলের নিকট উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া করাইয়াছেন। আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে যুগধর্মরূপে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রথা হইয়াছে—শ্রীগৌরই ইহার আদি প্রবর্ত্তক, 'সংকীর্ত্তনৈকপিতা'। বস্তুতঃ শ্রীগৌরলীলাই নামসঙ্কীর্ত্তনের এক অভিনব বিপুল ইতিহাস। সদাচার-সম্বন্ধে 'হরিভক্তিবিলাস' নামে এক বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ ইঁহাদের উদ্ভাবনা ও মহাকৃতিত্ব; উপাস্য দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিবৎ বহুস্থানে আমরা শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ দেখিতে পাই। শ্রীবাসের গৃহে সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দরের আসনে সমাসীন হইয়া পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের তৃতীয়াঙ্কে [অদ্বৈতপ্রভুসম্বন্ধে উক্ত] শ্রীবাসের বাক্যে—"অস্মাকমিদমেব বপুঃ প্রেমপাত্রমত্র কঃ সন্দেহঃ" জানা যায় যে অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস শ্রীগৌররূপেরই ধ্যান করিতেন। বাসুদেব সার্বভৌম-সম্বন্ধে—"সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম।" (চৈ, চ, ম) এইরূপে শ্রীহরিদাস ঠাকুর, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিও যে অনন্যগৌরভক্ত ছিলেন—তদ্‌বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

বৈদিক সম্প্রদায়বিশেষই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় *। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তদীয় আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ যে সম্প্রদায়ের প্রাণ (স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদেব), অনাদি বেদকল্পতরু হইতে যাহার আবির্ভাব, শুক-নারদাদি পরমহংসগণ যে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্ম-শিব-ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি যাঁহার পথ-প্রদর্শক, এবং জগৎপূজ্য শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ যে সম্প্রদায়ের আচার্য্য—সেই সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ।

বৈদিক সম্প্রদায় কি, তাহাই বলিতেছি। যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন ও তন্মূল শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের অচল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয় ও উপাসনাদি বিষয়ে একমাত্র বেদই যাঁহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণনিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরমতত্ত্বই যাঁহাদের আরাধ্য, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই বৈদিক তত্ত্বত্রয়ে বা তাহাদের অন্যতমে যাঁহারা একান্ত পরিনিষ্ঠিত, বৈদিক আচার্য্যের চরণাশ্রয়ই যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রধান উপায় বলিয়া অবগত,—তাঁহারাই বৈদিক সম্প্রদায়, তদ্বিপরীত হইলেই জড়বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক ও অবৈদিক।

* 'সম্প্রদায়' বলিতে 'গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশঃ'; 'শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ' ইতি ভরতঃ। 'আম্নায়ঃ সম্প্রদায়ঃ' ইতি অমরঃ। আদি গুরু ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতিই আম্নায়। সেই আম্নায়বাক্য বা শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। মুণ্ডক উপ (১।১।১, ১।২।১৩) প্রভৃতিতে গুরু-পারম্পর্য্যগত উপদেশ বা সৎসম্প্রদায়-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। উদ্ধবগীতায় (১১।১৪।৩-৮) শ্রীভাগবতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নূতন নহে, অবৈদিকও নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যে ত্রিধারা

আমরা এতক্ষণ যাবৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাথমিক কথা বলিয়াছি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য যে অবৈদিক নহে, অদার্শনিক নহে, তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি বিনিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনার প্রারম্ভে আমরা এই সাহিত্যকে তিন ধারায় বিভক্ত করিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবকগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রমা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রাকট্যের পূর্বকাল হইতেই এ দেশে একটি নব-জাগরণ আসিয়াছিল—তাহা আমরা কাব্যে, ইতিহাসে, নাটকে, দর্শনে, অলঙ্কারে, রসশাস্ত্রে দেখিতে পাই। এ সকল শাস্ত্রে ধর্মপ্রবণতা, আধ্যাত্মিকতা, প্রেমময় রাজ্যের অনুসন্ধিৎসা এবং রসতন্ময়তা প্রভৃতি ক্রমশঃ বিকাশ পাইতেছিল। শ্রীগৌরাবতারের পূর্বকাল হইতে এই ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে এবং তদবতারে সমধিক পুষ্টি লাভ করিতে করিতে তদন্তর্ধানের পরেও সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ সেবা করিয়াছে। সুতরাং আমরা এই অখণ্ড বৈষ্ণব-সাহিত্যকে **প্রাক্‌চৈতন্যযুগ, শ্রীচৈতন্যযুগ ও তৎপরবর্ত্তীযুগ**-হিসাবে তিনভাগ করিয়া আলোচনা করিব।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্বে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের সেবা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন—তন্মধ্যে আমরা শ্রীজয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বোপদেব, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, প্রভৃতিকে সংস্কৃত সাহিত্য-রচনায় এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতিকে বাঙ্গালা সাহিত্যরচনায় নির্দেশ করিতে পারি। ক্রমশঃ ইহাদের গ্রন্থ-বিবরণ ও সাহিত্য সেবার পরিপাটী বিষয়ে নিবেদন করিতেছি।

সংস্কৃত বিভাগ—(১) শ্রীব্রহ্মসংহিতা।

শ্রীব্রহ্মসংহিতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা দুইটি গ্রন্থে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। তত্ত্বশিক্ষা—শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজনশিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে। ব্রহ্মসংহিতা স্বল্পাক্ষরে ভক্তিসিদ্ধান্তের সারকথা জানাইয়াছেন। শতাধ্যায়ীর মাত্র পঞ্চম অধ্যায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। * ইহাতে প্রধানতঃ ধামতত্ত্ব, কামবীজ কামগায়ত্রীর তাৎপর্য্য, চতুর্ব্যূহ, মায়া, যোগমায়া, শব্দব্রহ্ম, গায়ত্রী, নারায়ণ, মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণাদির তত্ত্ব, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-বিচার, শ্রুতি-স্মৃতিবিচার, শক্তিতত্ত্ব, স্বকীয়-পারকীয়, ধ্যানযোগ, পঞ্চোপাসনা—সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, বিধিমহেন্দ্র, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ জীব, বিষ্ণুতত্ত্বমধ্যে শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার ও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যবিচার, দেবীলোক, মহেশলোক ও হরিলোকের তারতম্য; কর্মফল, ভজনবিচার, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচার, শরণাগতি ও প্রেমভক্তিবিচার ইত্যাদি অতিসুন্দর, সরল ও সহজভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ ইহার একটি টীকা করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরও টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তাহা অদৃশ্য হইয়াছেন।

(২) শ্রীজয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে বীরভূম জিলায় কেন্দুবিল্বগ্রামে ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে জয়দেবের জন্ম হয়†। তিনি বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব-রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যকে

---

* সম্প্রতি চতুর্দশ অধ্যায়ও আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

† কবি বনমালী দাস-বিরচিত 'জয়দেব চরিত্র' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক পয়ারে প্রকাশিত গ্রন্থ দৃষ্ট।

গীতিকাব্যও বলা যায়। বিশুদ্ধস্বরতাললয়ে এই 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' কীর্ত্তিত হইলে মানুষ ত দূরের কথা, দেবতাও ভুলেন। কথিত আছে ইহার পদলালিত্য আস্বাদন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। (ভক্তমালা দ্বাদশমালা দ্রষ্টব্য।) গম্ভীরালীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন (চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৩শ, ১৫শ, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় যে অসাধারণ অধিকার ও কাব্যপ্রতিভা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়-নিহিত কাব্যশক্তির সেবায় নিয়োজিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য ভাবে, ভাষায়, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, লালিত্যসম্পদে এবং স্বরতানমানলয়-সংকৃত গেয় ছন্দঃ প্রচুরতায় সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় নিধিই বটে। সর্বোপরি ইহার অন্তর্নিহিত প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহময় সুধামধুর উচ্ছ্বাসই ইহাকে সমধিক চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। এইরূপে অসংখ্য গুণগৌরব-মণ্ডিত গীতগোবিন্দ দেশের সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত, সদ্ভক্ত, ভাবুক ও বিষয়ীদেরও অতি আদরের বস্তু হইয়াছেন। কাব্যপ্রিয় নরনারীমাত্রই, এমন কি সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও—ইহার পদাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত ও রসতন্ময় হইয়া থাকেন।

কথিত আছে—জয়দেব গীতগোবিন্দের দশমসর্গে মানময়ী শ্রীরাধার মানপ্রশমনজন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাচরণে পাতিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া আঠার ক্রোশদূরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর নিকট হইতে সেই গ্রন্থখানা লইয়া ঐ পদটি এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন—স্মরগরল-খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্। জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া ব্যাপার বুঝিলেন যে মানিনীর মানভঞ্জনে এত বড় কথা আর কেহই লিখেন নাই। যাঁহার মানের দায়, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং লিখিয়াছেন। এইরূপেও গীতগোবিন্দের মাহাত্ম্য বিপুল প্রচার লাভ করিয়াছে। অহো! শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমদিরামত্ত এই ভক্তযুগলের নিত্য আস্বাদ্য এই গীতিসুধা ভক্তমাত্রেরই আদরের ধন। কাব্যামোদী সাহিত্যিকগণ, এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থখানির রসাস্বাদন জন্য বহু প্রকারে টীকা ও অনুবাদাদি করিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজারিগোস্বামিকৃত 'বালবোধিনী' টীকাই প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎরসিকমোহন-বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্নারায়ণদাস কবিরাজকৃত 'সর্বাঙ্গসুন্দরী' টীকাও কয়েকবৎসর পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছেন। * এতদ্ব্যতীত জার্মান্ পণ্ডিত আউফ্রেক্টের সংস্কৃতভাষার গ্রন্থতালিকায় এবং কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থতালিকায় সর্বসমেত ৪১ খানি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়।

বঙ্গের কবি বলিয়া যে তিনি কেবল বাঙ্গালীরই গৌরব, তাহা নহে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই কাব্য-রসপিপাসুদের নিকট তিনি চিরসম্মাননীয়—এখন সর্বত্র প্রত্যহ মধুরকোমলকান্ত পদাবলী গীত, প্রগীত, কীর্ত্তিত, সঙ্কীর্ত্তিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। +

শ্রীগীতগোবিন্দের বস্তুবৈভব-শ্রীগীতগোবিন্দ ব্রজরসের সুধাসিন্ধু। ইহাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজ-রসোপাসনার ভজনসন্ধান প্রাপ্ত হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে নীলাচলে হেমাচল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলায় গীতগোবিন্দ নিরন্তর আস্বাদিত হইত। ইহাতে দ্বাদশ সর্গ আছে।

'সামোদ-দামোদর'-নামক **প্রথম** সর্গে প্রথমেই বসন্তকালের কথা। ললিত লবঙ্গলতার স্পর্শে মলয় সমীর আরো কোমল হইয়া বহিতেছে। মধুকরের গুঞ্জনে, কোকিলের কূজনে কুঞ্জকুটীরে মধুর বাসন্তী যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীনন্দনন্দনের বসন্তকুঞ্জে গুঞ্জরিত অলিকুলসঙ্কুল বকুলফুলদলের দারুণ ভারে ও ভ্রমর ঝঙ্কারে বকুলবিটপী আকুল হইয়া পরিয়াছে। তমালদলের নব পল্লব বাসন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে, আর উহাদের নব পত্রাবলী হইতে মৃগমদ-সৌরভ বিস্তৃত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। পলাশতরুর অসীমশোভা দেখিয়া বিরহী যুবজনের ভয় হইতেছে—উহার ফুলগুলি যেন কামদেবের নখের ন্যায় বিরহিদের হৃদয় বিদারণের জন্য সজ্জিত

* শঙ্করমিশ্রকৃত 'রসমঞ্জরী' এবং রাণা কুম্ভকর্ণকৃত 'রসিকপ্রিয়া' টীকা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

\+ শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কৃত গীতগোবিন্দের ভূমিকা।

হইয়াছে। নাগকেশরের ফুলগুলি যেন মদনরাজার সুবর্ণছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পারুলের বেশ আরো অদ্ভুত। ভ্রমর অধোমুখে পারুলের মধুকোষে মধুপান করিতেছে—দেখিলে মনে হয় যেন স্মরের তূণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই ভাবে বুঝি বিরহিণী ব্রজবধূদের নিকট বসন্ত দুরন্তমূর্ত্তিতে উপস্থিত! তাঁহারা দেখিতেছেন—কেতকী কুসুম বিরহিণীদের হৃদয় কর্ত্তন করিবার জন্যই যেন করাতের ন্যায় দন্তবিকাশ করিতেছে। মাধবী ও নবমল্লিকার পরিমলে মুনিরও মন টলিয়া যাইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে এমন সরস বসন্তে বিরহিণী শ্রীরাধার প্রাণ আকুল, তিনি বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন—অদূরে কুসুমিত কেলিকুঞ্জে চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালীকে দেখিতে পাইলেন যে তিনি বিলাসকেলিপরা মুগ্ধ ব্রজবধূ-নিকরের সহিত বিলাস করিতেছেন। তখনই প্রেমময়ী শ্রীরাধার হৃদয় ঈর্ষার অন্তর্দাহী অনলে জলিয়া উঠিল; তিনি দেখিতেছেন ব্রজসুন্দরীগণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতিঅঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছেন; মুগ্ধনায়ক এই মধুমাসে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি সমভাবে সকলযুবতীর সঙ্গে বিহারশীল শঠগুরুর সহিত ক্রীড়া করিবেন না—ইহাই স্থির করিলেন।

'অক্লেশকেশব' নামক **দ্বিতীয়** স্বর্গে জয়দেব দীনা লীনা বিরহক্ষীণা অথচ সুমর্য্যাদাশালিনী কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার অমৃতময়ী স্নিগ্ধ গম্ভীর ছবিখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরাধা মান করিয়া বনান্তরে লুক্কায়িত হইলেও রাসবিলাসের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মানসনেত্রে শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপটিই কেবল প্রতিভাত হইতেছে। লম্পট শ্যাম অপর ব্রজাঙ্গনাদের সহিত রাসরসে মত্ত হইয়াছেন—সত্য বটে, কিন্তু বিরহিণী রাধা এক্ষণে তাঁহার দোষ না দেখিয়া গুণই গ্রহণ করিতেছেন এবং ক্ষণার্দ্ধকালও আর ধৈর্য্য ধরিয়া অন্তরালে থাকিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সেই শঠের কাছেও ত যাইতে পারিতেছেন না, মানমর্য্যাদা ত আছেই, কিন্তু তিনি তাহা সহজে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেও প্রেমমর্য্যাদা ত আর লঙ্ঘন করা চলে না! তখন তিনি সখীর কণ্ঠ জড়াইয়া বিরহবেদনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক বলিতেছেন—'সখি হে! কেশি-মথনমুদারং, রময় ময়া সহ মদনমনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারং॥' রতিসুখসময়ের বহুবিধ বিলাসচ্ছবি শ্রীরাধার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে। স্তবক-ভূষিত নবকাশোক, উপবনের সরোবরের মলয়পবন, আম্রমুকুল, ভ্রমরীর গুঞ্জন প্রভৃতি বিরহিণীর তাপ বৃদ্ধিই করিতেছে।

'মুগ্ধমধুসূদন'-নামক **তৃতীয়** সর্গে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও—সাক্ষাৎ আনন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও—কিন্তু সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা রাধাকে না পাইয়া বিরহবিধুর হইলেন। তখন তিনি কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষাদ-তমসাবৃত মানসে যে বিলাপ করিয়াছেন, অজয়তটের অমর কবি তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। স্ফূর্ত্তিতে কখনও শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া তিনি স্বাপরাধ স্বীকার করিতেছেন—স্ফূর্ত্তির অবসানে আবার দ্বিগুণতর বিরহব্যথা তাঁহাকে যেন গ্রাস করিতেছে!! এইভাবে তিনি শ্রীরাধাকে অনঙ্গজয়ের জঙ্গম দেবতারূপে দেখিলেও তদীয় প্রাণেশ্বরীর সেই স্পর্শসুখ, সেই তরলস্নিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, সেই বদন পঙ্কজের সৌরভ, সেই অমৃতবিনিন্দী বাক্‌চাতুরী, সেই বিম্বাধরমাধুরী...প্রভৃতি পূর্ব্বানুভূত বিষয়গুলি প্রগাঢ় ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে সমাধিমগ্ন করিয়াও কিন্তু মানসক্ষেত্রে মহাবিরহ-যাতনার বৃদ্ধিই করিল।

'স্নিগ্ধমধুসূদন'-নামক **চতুর্থ** সর্গে যমুনাতীরে বাণীর-নিকুঞ্জে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার নর্ম্মসখী বিরহদীনা শ্রীরাধার অবস্থা বলিতেছেন—মলয়সমীর, চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা, কমনীয় কুসুমশয্যা কিছুতেই রাধার সুখ নাই, শান্তি নাই—শ্রীরাধা 'বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্'—কখনও বা মদনস্বরূপ মাধবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া চরণতলে লুটাইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছেন—কখনও বা স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয়শীল দেখিয়া নিজের তাপ-প্রশমন করিতেছেন—নিশার সুখস্বপ্নবৎ স্ফূর্ত্তির বিরামে আবার জ্বালা—সেই বিরহ—সেই মর্ম্মদাহিনী ভীষণ জ্বালা। বিরহবিধুরা পাণিতলে কপোল রাখিয়া মরণ নিশ্চয় জানিয়া কেবল্ 'হরি হরি' বলিয়া এই কামনা করিতেছেন যেন জন্মান্তরেও সেই হরিকেই প্রাণবল্লভরূপে প্রাপ্তি করিতে পারেন। অহো! বিরহ-বিকারের দশটি দশাই যুগপৎ শ্রীরাধার কুসুমসুকোমল তনুলতাটিকে পীড়ন করিতেছে—"সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি

বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।" এই দশমী দশায় শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপ অমৃতপ্রদানই বাঞ্ছনীয় জানিয়া সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"হে কৃষ্ণ! তুমিই এখন দেববৈদ্যরূপে কন্দর্পজ্বরাতুরা শ্রীরাধার বিরহব্যাধির একমাত্র মহৌষধ দিতে পার—তুমি এই ব্যাধি চিকিৎসা না করিলে জানিব যে তুমি বজ্র হইতেও মহাকঠিন হৃদয়।" অহো! নিমেষ-বিরহে অসহনশীলাও কিরূপে যে চিরবিরহ সহ্য করিতেছে—তাহাই আশ্চর্য্য !!

'সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরীকাক্ষ' নামক **পঞ্চম** সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় নিবেদন করিবার জন্য শ্রীরাধাসবিধে সখীর গমন ও শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় বিজ্ঞাপন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের দর্শনে প্রাণেশ্বরীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া অধীর হইতেছেন—ভ্রমর গুঞ্জনে কর্ণরন্ধ্র আবরণ করিতেছেন - বনবাসী হইয়া 'রাধা', 'রাধা' জপ করত ভূমিতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতেছেন—বিলাস-নিকুঞ্জই তাঁহার পক্ষে মন্মথ-মহাতীর্থপীঠ হইয়াছে—বৃক্ষের গলিতপত্রের মর্ম্মর শব্দে রাধার পদধ্বনি মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছেন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কুঞ্জের বাহিরে ও অভ্যন্তরে গমনাগমন করিতেছেন—ইত্যাদি।

'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ'-নামক **ষষ্ঠ** সর্গে শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জা' নায়িকার অবস্থা বর্ণনা হইয়াছে। কৃষ্ণানুরাগিণী রাধা উৎকণ্ঠিতভাবে লতাগৃহে আসীনা—স্বীয় দুর্বলতানিবন্ধন প্রাণনাথ-সমীপে স্বয়ং যাইতে না পারিয়া সখীকে পাঠাইয়াছেন—সেই সখী বল্লভ-সকাশে শ্রীরাধার এই অবস্থা নিবেদন করিতেছেন—প্রিয়তমের মিলনাশায় তিনি স্বগেহদেহ মণ্ডন করিয়াছেন—বারংবার কৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন—আবার 'শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পং, হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্' অন্ধকারকেই চুম্বন ও আলিঙ্গনদানে তাঁহাতে দিব্যোন্মাদই পরিব্যক্ত হইতেছে। অহো! শ্রীরাধা তখন 'আকল্প-বিকল্প-তল্প-রচনা-সঙ্কল্পলীলাশতব্যাসক্তা' (অর্থাৎ বারংবার বেশবিন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের আগমন-কল্পনা, শয্যারচনা এবং নানাবিধ সঙ্কল্পে বিশেষভাবে আসক্তচিত্তা) হইলেও বিরহে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিতে পারিতেছেন না !!

'নাগর-নারায়ণ'-নামক **সপ্তম** সর্গে—কবিবর 'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা রাধিকাকে উপস্থাপিত করিতেছেন। চন্দ্রোদয়ে বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল দেখিয়া শ্রীরাধা দূত পাঠাইলেও কৃষ্ণাগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—'কথিতসময়েপি হরিরহহ ন যযৌ বনং, মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনং; যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচনবঞ্চিতা॥' যদি তাঁহার ভোগসাধন এই রূপযৌবন তাঁহার সেবায় না লাগে, তবে এদেহধারণই বিফল !! মধুর মধুযামিনী তাঁহাকে আকুল করিতেছে, আর অন্য কোনও ভাগ্যবতীর বিলাসকুঞ্জে শ্রীহরি বিহার করিতেছেন! এই ভাবটি কোন প্রণয়িনীর প্রাণে সহ্য হয়? তাঁহার জন্য শ্রীরাধা ঘোর নিশিতে ঘোরতর কণ্টকিত কাননে প্রবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কই, তিনিত একটিবারও শ্রীরাধার কথা মনের কোণেও আনিতেছেন না—এই ভাবই শ্রীরাধার চিত্তে অরুন্তুদ ব্যথা আনয়ন করিল।

শ্রীবৃন্দাবন-লীলাকাব্যের মহাকবি যে বৃন্দাবনীয় পদমাধুর্য্যে এই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন—বঙ্গভাষা সংস্কৃতের আত্মজা হইলেও মূলের ছন্দঃসৌন্দর্য্যমাধুর্য্য রক্ষা করিয়া জয়দেবের কাব্যসুধার গুরুগাম্ভীর্য্যবৃংহিত ভাবরসমাধুর্য্য বাঙ্গালী পাঠকদের জ্ঞানগোচর করিতে বাস্তবিকই অসমর্থা। শ্রীকৃষ্ণ মঞ্জুল বঞ্জুল-লতাগৃহে সঙ্কেত করিয়াও কেন আসলেন না? এই ভাবনায় বিবিধ আশঙ্কা, নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি অনুভাব প্রকাশ করত শ্রীরাধা বলিতেছেন,—'যদি নির্দয় শঠ নাই আসিলেন, তিনি বহুবল্লভ বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া অন্য ভাগ্যবতীর প্রণয়বদ্ধই হইলেন, তবে এক্ষণই এই চিত্ত দয়িতের গুণে আকৃষ্ট ও উৎকণ্ঠায় বিদীর্ণ হইয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত মিলিত হইতে যাত্রা করিবে'। উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার শেষ কথা—"হে মলয়ানিল! আমি এখন তোমাকে ভয় করি না, যত পার আমাকে পীড়ন কর। হে পঞ্চবাণ! তুমি আমার পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ কর, হে যম-ভগিনি যমুনে! আর ক্ষমা করিবার প্রয়োজন নাই। এই কৃষ্ণ-উপেক্ষিতা রাধার জীবনে আর কাজ নাই—তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি রাধাকে তোমার গর্ভে বিলীন করিয়া দেহদাহ জুড়াইয়া দাও।"

'বিলক্ষলক্ষ্মীপতি'—নামক **অষ্টম** সর্গে 'খণ্ডিতা' নায়িকার অবস্থা বর্ণনা হইয়াছে। প্রভাতকালে দয়িত আসিয়া চরণে প্রণত হইলে শ্রীরাধা স্মরশর-জর্জরিতা হইলেও ঈর্ষাসহকারে বলিলেন—'গুরুতর রজনী-জাগরণে তোমার নয়ন ঢুলুঢুলু—সর্বাঙ্গে রতিচিহ্নাদি বিরাজ করিতেছে—রক্তিম অধরে কজ্জল, শ্যামদেহে খর-নখর-সম্পাত, উদার বক্ষে অলক্তক চিহ্ন, অধরে দশনক্ষত দেখা যাইতেছে—দেহের ন্যায় তোমার হৃদয়ও কি মলিন! অবলাবধে তোমার লজ্জা নাই, অতএব—'হরি হরি যাহি মাধব যাহি মাধব যাহি মা কুরু কৈতববাদম্'।

'মুগ্ধমুকুন্দ' নামক **নবম** সর্গে 'কলহান্তরিতা' নায়িকার স্বভাবটি পরিব্যক্ত হইতেছে। মদনপীড়িতা রতিরসবঞ্চিতা, বিষাদসম্পন্না ও হরিচরিত-ভাবনশীলা রাধাকে কলহান্তরিতা দেখিয়া সখী সান্ত্বনা দিতেছেন—"তুমি কেন বৃথা বিষণ্ণ হইতেছ? কেনইবা ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছ? এই সজল-নলিনীদলনির্মিত শয্যায় হরিকে শয়ন করাইয়া নয়ন ভরিয়া দেখ। আমার কথা শুনিলে তোমার বিরহবেদনা দূর হইবে। হরি তোমার নিকট আসিয়া মধুর সম্ভাষণ করুন।" 'মধেবে মা কুরু মানিনি! মানময়ে!!'

'মুগ্ধমাধব'-নামক **দশম** সর্গে—'মানিনী' নায়িকার বর্ণনে কবিবর প্রদোষে শ্রীহরিকে সলজ্জা রাধার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলাইতেছেন "প্রিয়ে! চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।" আমাকে তোমার মুখকমলমধু পান করিতে দাও, যদি সত্যই ক্রুদ্ধা হইয়া থাক, তবে খর-নখরশরাঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন কর, ভুজপাশে বন্ধন কর, দশনাঘাত কর—অথবা যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই করিতে পার। নিশ্চয়ই জানিও—"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্॥" হে কান্তে! আজ্ঞা কর ত আমি তোমার স্থলপদ্মবিনিন্দি মদীয়হৃদয়রঞ্জন তোমার চরণযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করিতেছি। আর অধিক কি বলিব—"স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি (**ধেহি**) **পদপল্লবমুদারম্**)।" হে প্রণয়িনি! আলিঙ্গন প্রদানের জন্য আমাকে আজ্ঞা কর; হে চণ্ডি! তুমিই যথেষ্ট শাসন কর, কিন্তু চণ্ডাল পঞ্চবাণ কন্দর্পের শরাঘাতে যেন আমার জীবন না যায়—তাহার ব্যবস্থাটী কর। হে সুমুখি! বিমুখীভাব ত্যাগ কর, আমাকে ত্যাগ করিও না।" ইত্যাদি।

'সানন্দগোবিন্দ'-নামক **একাদশ** সর্গে অভিসারিকা রাধাকে বর্ণনা করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকে অনুনয়-বিনয়ে সান্ত্বনা করিয়া অন্ধকারময় প্রদোষে মঞ্জুল বঞ্জুল-কুঞ্জে কেলি-শয্যায় গমন করিলেন। তখন কোনও প্রিয়তমা সখী তাঁহাকে সুরতবিলাসের বিবিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়া এমনভাবে শ্রবণ করাইতেছেন যাহাতে শ্রীরাধিকাও স্বতনুকে রতিরণসজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া লজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বক মেখলাডিণ্ডিমের ধ্বনি করিতে করিতে মদন-সমরে অগ্রসর হন। নিবিড় ঘন অন্ধকার কালই অভিসারের প্রকৃষ্ট সময়—সখীর বচনে প্রোদ্বুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধা কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন—তাঁহার অঙ্গের ভূষণজ্যোতিতে অন্ধকার নাশ হইলে তিনি হরিকে দেখিয়া লজ্জাবনত হইতেছেন, দেখিয়া সখী বলিতেছেন—'হে রাধে! মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলিসদনে মাধবসমীপে গমন কর। ঐ দেখ! নবীন অশোকপত্রে মনোহর শয্যা রচিত হইয়াছে, এই বাসগৃহও কুসুমসমূহ-রচিত, মলয়পবনে উহা আবার সুগন্ধি ও সুশীতল হইয়াছে—তুমি বিলাসের জন্য মাধব-সমীপে গমন কর।' সখীর বাক্যে শ্রীরাধা ভয়ে ও আনন্দে সতৃষ্ণনয়নে গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করত মনোরম নূপুরধ্বনি করিতে করিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন! বিলাসী কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গই যেন বিলাস-রসে উন্মুখী হইয়া শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ আস্বাদন করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিল—শ্রীরাধা ভাবভূষণে ভূষিতা হইয়া তাহা দেখিলেন ও অন্তরে আনন্দাতিরেক অনুভব করিতেছেন। সখীগণ ছলক্রমে কুঞ্জ হইতে বাহিরে গেলে শ্রীরাধাও প্রিয়তমের শয্যাপার্শ্বে গেলেন—লজ্জাও বোধ হয় তখন লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিল!!

'সুপ্রীতপীতাম্বর'-নামক **দ্বাদশ** সর্গে শ্রীরাধার চিত্তে গূঢ় রমণাভিলাষ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে ও রতিজনক চাতুর্য্য-প্রকাশে মহাসন্তুষ্ট করিলেন—তুমুল রতিরণ হইতে লাগিল—বিপরীত বিলাসের চরম অবধি প্রকাশ হইল—প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল—হার, মাল্য, ভূষণাদি ত্রুটিত, বিচ্যুত, খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল!! সুরতাবসানে 'স্বাধীনভর্তৃকা' শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারই নির্দেশমত পুনরায় বেশভূষণে ভূষিত

করিতেছেন। এই যুগলবিলাসের চরম পরম পরিণতি দেখাইয়াই কবিবর লেখনী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই ব্রজের নিগূঢ়-লীলাস্বাদকদের মহাসম্পত্তি—ভাবুকের হৃদয়ের অন্তরতম স্থানের অনভিব্যঞ্জনীয় মহানিধি।

শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদনের **অধিকারী** কে? জয়দেব নিজেই মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন (১।৩)—"যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, যদি বিলাস-কলায় কৌতূহল থাকে, তবে মধুর, কোমল, কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।" হরিস্মরণে মন সরস হওয়া এবং বিলাস-কলা কুতূহল হওয়া কি? তাহা শ্রীচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ১৫।২৮—৯৩ এবং ১৯।৭৮—৯০) শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে আমরা দেখিতে পাই। হৃদয়ের একটি বিশেষ জাগরণ না হইলে জয়দেবরচিত গীতগোবিন্দের প্রকৃত প্রভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। সহৃদয় ভক্ত হইলে উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত উদ্দীপনের সাহায্যে হৃদয়ে জাগরণ খেলিতে পারে। রসিক ও ভাবুকগণেরই কেবল এই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অধিকার আছে—ইহাই তাৎপর্য্য।

ব্রজোপাসনার পূর্ণবিকাশ আমরা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশে ও আচরণে দেখিতে পাই। কান্তভাবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মধুরভাবে প্রেমালাপ—সাধকবিশেষের পক্ষেই সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। কেহ কেহ প্রেমের মূলে জৈব কামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। পাশ্চাত্যগণ আজকাল Eugenic Science দ্বারা কামতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। উহা কিন্তু প্রকৃত প্রেমতত্ত্বের মূল নহে। ঐ বিজ্ঞান জড়ীয়ই। গোপীদের **কাম**—শুদ্ধপ্রেমেরই নামান্তর, উহাতে কামগন্ধও নাই। *

কালিদাস-প্রণীত মেঘদূতের অনুকরণে যেমন অনেক দূতকাব্য রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই গীতগোবিন্দের অনুকরণেও অনেক গীতিকাব্য রচনা হইয়াছে।

(১) **অভিনব গীতগোবিন্দ** (পুরীর গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেব)

(২) **সঙ্গীতমাধব**—(প্রকাশানন্দ সরস্বতী) এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা হইবে।

(৩) **গীতগোপাল**—(চতুর্ভুজ)

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণও এতাদৃশ কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়—(৪) জানকীগীত (শ্রীহরি আচার্য্য), (৫) গীতরাঘব (শ্রীহরি শঙ্কর), (৬) রামগীতগোবিন্দ (শ্রীমৎ গয়াদীন), (৭) গীতরাঘব (প্রভাকর)। শৈবগণও ইহার অনুকরণ করিয়াছেন—(৮) গীতদিগম্বর (বংশমুনি)। (৯) গীতগঙ্গাধর (কল্যাণ ঠাকুর), (১০) গীতগিরিশ, (১১) গীতগৌরীপতি (ভানু দত্ত), (১২) গীতশঙ্করীয় (জয়নারায়ণ)। +

বলা বাহুল্য যে ভগবৎকৃপাশক্তিপ্রাপ্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দের শব্দবিন্যাস, ভাষাবিন্যাস বা ছন্দোবিন্যাসের ত্রিসীমায়ও ঐ সকল অনুচিকীর্ষুগণ পৌঁছিতে পারেন নাই। ভাবুকের ভাবরসের ভাষা—এক, আবার পণ্ডিতজনের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের প্রযত্নময় ভাষা আর। একের ভাব স্বাভাবিক, অন্যের প্রচেষ্টা—কৃত্রিম। জয়দেবের কাব্যসম্পৎ—দৈবী, অনুকারিদের প্রয়াস—কৃত্রিম। স্মৃতরাং সে ভাব, সে রস, সে স্বাভাবিকতা, সে সজীবতা এবং সে সরসতা কৃত্রিম কাব্যে একেবারেই অসম্ভব।

ভাষান্তরে কাব্যমাধুর্য্য-সংরক্ষণ প্রায়শঃই ঘটে না; গীতগোবিন্দের অনুবাদে উহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য আদৌ

---

* পাশ্চাত্যগণের প্রেমতত্ত্বের কিঞ্চিৎ সারমর্ম নিবেদন করিতেছি। জার্মান দার্শনিক Fichte বলেন 'Love is God and God is Love.' 'Imitation of Christ' নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রেম সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—'প্রীতি ভাবের গুরুত্বকে লঘুতর করে, একের ভার দশজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। ইহা তিক্ত বস্তুকে মিষ্ট ও সুস্বাদু করে। স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এই প্রেমের তুল্য উচ্চতম, উদারতম, পূর্ণতম ও পূর্ণানন্দপ্রদ বস্তু আর কিছুই নাই।'

Benjamin Disraeli বলেন—'It is the principle of existence and its own end. Beily বলেন—'The truth of truth is Love' জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে জানা যায়, কিন্তু প্রেমভক্তিতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। "Love is the culminating point in a series of which knowledge is the last stage but one." এই উক্তি দ্বারা Browning জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। Mr. Walter Hilton স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন—'Love is the final crown higher than knowledge.' জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কবি (জার্মান) গেটে বলেন—জগতের সমস্ত প্রচেষ্টা যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে না পারে, প্রেম মুহূর্ত্তেই তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। থেরেসা বলেন—প্রীতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলপ্রকার রোগের মহৌষধ। 'Panacea for all the ills.'

+ শ্রীল রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ-নাটকেও জয়দেবের অনুকরণ কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়।

অনুভূত হয় না ; (১) রসময় দাস, (২) গিরিধর দাস, (৩) ভগবান দাস প্রভৃতি পদ্যে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কাব্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-শাখায় ইহাদের গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

(৩) শ্রীবিল্বমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্ণা নদীর পশ্চিমতীর-নিবাসী পণ্ডিত, কবীন্দ্র ও ব্রাহ্মণবংশ্য ছিলেন। জন্মান্তরীণ দুর্বাসনাবশতঃ তিনি ঐ নদীর পূর্বতীরবাসিনী সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা চিন্তামণিনামিকা বেশ্যাতে আসক্ত হইয়াছিলেন। বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনীতে পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত মৃতদেহাবলম্বনে অনেক কষ্টে উত্তালতরঙ্গবিক্ষোভিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া চিন্তামণির আবাসদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে গৃহদ্বার রুদ্ধ। তখন তিনি ভিত্তিগর্ত্তে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছকেই রজ্জুজ্ঞান করত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রণালীমধ্যে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চিন্তামণির পরিচারিকাগণ আসিয়া জানিলেন যে বিল্বমঙ্গলই মৃতদেহাবলম্বনে নদী পার হইয়া সর্পপুচ্ছ ধরিয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। চিন্তামণি তখন নির্বেদে বলিয়া উঠিলেন "হায়রে! আমাকে ধিক! পাপীয়সী আমি কপটতায় বঞ্চনা করিয়া মানবের ধনমন হরণ করিয়াছি। হে ব্রাহ্মণকুমার! আমার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা, এতাদৃশ আসক্তি যদি শ্রীভগবানে জন্মিত, তবে কিই না সুঘটিত হইত? আগামীকল্য আমি সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই করিব।" বিল্বমঙ্গলও তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া এবং চিন্তামণির মুখে সেই রাত্রিতে রাসলীলার সঙ্গীতাদি শুনিয়া নির্বিণ্ণ হইলেন এবং পূর্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর প্রোদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধাকান্তচরণভজনেই একান্ত আকর্ষণ করিল। প্রাতঃকালে সেই বেশ্যাকে প্রণাম করত সোমগিরি নামক বৈষ্ণববরের নিকটে তিনি নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালের মন্ত্ররাজ প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্রই অনুরাগপ্রাবল্যে তাঁহার দেহে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবকদম্ব বিকসিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনগমোৎকণ্ঠিত হইলেও শ্রীগুরুসেবার জন্য কয়েকদিন সেইস্থানেই বাস করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনাত্মক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন *। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সোমগিরি তাঁহাকে **'লীলাশুক'** আখ্যা প্রদান করেন। অতঃপর গুরুর আজ্ঞা লইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিসমুচ্ছ্বসিত প্রেমপ্রবাহজনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে নিপতিত হইয়া আপনাকে শূন্যবোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মথুরায় আসিয়া লীলাবিশেষের স্ফূর্তি হইলে তিনি একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই উন্মত্তাবস্থার প্রলাপরূপেই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থরত্নের উদ্ভব। এই কথা শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তদীয় 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' নামক টীকার প্রারম্ভে নিবেদন করিয়াছেন। ভক্তমাল দ্বাদশমালায় ইঁহার অন্যান্য প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই কবিপ্রবরের জন্মস্থান, জন্মসাল এবং পিতামাতা-প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ ১১০ শ্লোকটীকায় নীবীদামোদর-শব্দের ব্যাখ্যান্তরে অন্য মত তুলিয়া তাঁহার মাতা (নীবী) এবং পিতা (দামোদর) বলিয়া যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, অন্য বলবৎপ্রমাণের অভাবে আমরা তাহাই স্বীকার করিলাম। তাঁহার আবির্ভাব-কালসম্বন্ধেও বহু মতদ্বৈধ আছে +। কেরলপ্রথামতে তিনি মুক্তিস্থলবাসী এবং পদ্মপাদের শিষ্য। এই পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রথা মানিতে হইলে বিল্বমঙ্গলকে আনুমানিক নবম খৃষ্টাব্দের লোক বলিতে হইবে। Winternitz ইহাকে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ফেলেন, আবার রামকৃষ্ণ কবি (Journal of the Andhra Hist. Research society III.) বলেন যে বিল্বমঙ্গল ১২৫০ হইতে ১৩৫০

* (১) শ্রীকৃষ্ণবালচরিত্রম্, (২) গোবিন্দস্তোত্রম্, (৩) বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্যম্, (৪) কৃষ্ণস্তোত্রম্, (৫) গোবিন্দদামোদরস্তোত্রং এবং (৬) সুমঙ্গলস্তোত্রং। তৎপ্রণীত বলিয়া উক্ত কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী গ্রন্থখানি কিন্তু শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর-কৃত ষট্‌প্রকাশাত্মক শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণনা-প্রধান, সুতরাং শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়-কৃত (Notice ix p 60. no. 2951) বিবরণে ভ্রমক্রমে বিল্বমঙ্গলের নামাঙ্কিত হইয়াছে।

+ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'Krisna-Karnamrita' শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ (৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেহেতু বিল্বমঙ্গলের নামাঙ্কিত 'পুরুষকার' নামক 'দৈব' ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকায় আনুমানিক ১২৫০ খৃঃ আবির্ভূত বোপদেবের ব্যাকরণ হইতে উদ্ধার আছে। কিন্তু বৈয়াকরণ লীলাশুক ও আমাদের আলোচ্য লীলাশুক একই ব্যক্তি কিনা এ সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় এ মতও সন্দিগ্ধ।

সে যাহা হউক শ্রীমদ্‌ভাগবত বক্তা মহামুনি শুকদেবের ন্যায় শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলও শ্রীভগবানের মধুময়ী লীলা আস্বাদন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইয়াছিল—লীলাশুক। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অলৌকিক অমৃতই বটে। ইহার ভাব যেমন সরল, তেমনি উচ্চতম। ইহার ভাষা যেমন পবিত্র, তেমনি সুললিত ও সুমধুর। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহা নিরন্তর আস্বাদন করিয়া ভজনশিক্ষাচ্ছলে আস্বাদন করাইয়াছেন—তাহা যে কি অনির্বাচ্য বস্তু, তদ্বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—স্বয়ং টীকা রচনা করিয়া যাহার মাধুর্য্যফেলালব বিতরণ করিয়াছেন—তৎসম্বন্ধে আমাদের আর বলিবার কি আছে? তিনি বলিয়াছিলেন—

কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে। যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি। সেই জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ (চৈ-চ-মধ্য ৯ম)

বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এই 'মহারত্নকে' কণ্ঠহার করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরও গম্ভীরা লীলায় নিরন্তর এই গ্রন্থরত্ন আস্বাদন করিতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥ (চৈ-চ-ম-১)

এই গ্রন্থ কেবল পাঠের জিনিষ নহে; নিরন্তর আস্বাদনের সুধাবিনিন্দি মহাসামগ্রী, শ্রীবৃন্দাবনীয় সুধারসের অক্ষয় নির্ঝর। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না, যেহেতু ইহার প্রকৃত রস হৃদয়ের অন্তরালে গূঢ় গম্ভীর প্রদেশে অবস্থিত। তাহারই জন্য বোধ হয় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই অমৃত পরিবেষণচ্ছলে 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে রসময়ী টীকার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পদ্যগুলির এইভাবে সূচী-নির্দেশ হইতে পারে—প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু-নির্দেশ, তৃতীয় শ্লোকে লীলায় আত্মপ্রবেশানুভব, (৪-২১) শ্লোকে স্ফূর্ত্তি-প্রার্থনা, ২২ শ্লোকে আত্মনিশ্চয়, (২৩-৫৫) শ্লোকে স্ফূর্ত্তিতে দর্শন-প্রার্থনা, (৫৬-৬০) শ্লোকে স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারভ্রম, (৬১-৬৭) শ্লোকে পুনরায় দর্শনোৎকণ্ঠা, (৬৮-৯৫) শ্লোকে সাক্ষাৎকারের পর ভগবদ্রূপের বাক্য ও মনের অগোচরত্ব বর্ণনা (৯৬-১১২) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি। মোট ১১২ শ্লোক। শ্রীলীলাশুকের বাহ্যদশা তিন প্রকার—১ম শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিজ্ঞান। ২য় স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্ত্তিনী ভ্রমময়ী দশা, ৩য়—সাক্ষাৎকার। লীলাশুক মধুরজাতীয় ভাবাশ্রয়ী, সুতরাং ঐ মধুরজাতীয় ভাব হইতেই তাঁহার পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভের উদয় হয়। আবার পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভ হইতে লালসাদশার উৎপত্তি হয়। অন্তরে লালসার স্ফূর্ত্তি হইলেও বাহ্যে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহার দৈন্য ও বিকলতাভাব উদিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ বাহ্যদশার ব্যাখ্যান না দিয়া অন্তর্দশারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা শ্রীকবিরাজেরই অধরামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। তাঁহার ব্যাখ্যাই কর্ণামৃতের রসাস্বাদনের প্রধানতম উপায়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিবংশ্য শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট-রচিত 'কৃষ্ণবল্লভা', শ্রীলকবিকর্ণপূরাগ্রজ-শ্রীচৈতন্যদানকৃত 'সুবোধিনী' টীকাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য টীকারও নাম শুনা যায় (১) কর্ণানন্দ-প্রকাশিনী, (২) শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস-কৃত টীকা, (৩) শঙ্করকৃত টীকা, (৪) পাপযল্লয় কৃত 'সুবর্ণচষক' টীকা ইত্যাদি। শ্রীমদ্ যদুনন্দন দাস কৃত পদ্যানুবাদও বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

উপরোক্ত ১১২ শ্লোক ব্যতীত শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত আরো দুই শতকের প্রচার দেখা যায়, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি কেবল প্রথম শতকেরই টীকা করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতে কর্ণামৃত হইতে প্রথম শতকের ৩০ ৩২, ৪১ ৫৪, ৬৫, ৯৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'বিল্বমঙ্গলে' বলিয়া তিনি যে 'চিন্তামণিশ্চরণ' (২।১।১৭৩),

'অয়ি পঙ্কজনেত্র' (২।১।৬৮১), 'হস্তমুৎক্ষিপ্য' (২।৪।৪৩), 'রাধা পুনাতু' (২।৪।৮১) এবং 'বিল্বমঙ্গলস্তবে' বলিয়া 'অদ্বৈতবীথী' (৩।১।৪৪) ইত্যাদি শ্লোক রসামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি প্রথম শতকে নাই; কেবল 'হস্তমুৎক্ষিপ্য' শ্লোকটি ৩।৯৪ এবং 'রাধা পুনাতু' শ্লোকটি ২।২৫ পাওয়া যাইতেছে। Eggeling বলেন যে উপরোক্ত শ্লোকচতুষ্টয় বিল্বমঙ্গল কৃত 'সুমঙ্গলস্তোত্রে' পাওয়া যায়। উজ্জ্বলেও 'যথা কর্ণামৃতে' বলিয়া 'স্তোকস্তোক' (১৫। ২৪৫) যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কর্ণামৃতের ১।২১ এবং 'যথা বিল্বমঙ্গলে' বলিয়া 'রাধেহপরাধেন' (উজ্জ্বল ১২।২৮), 'অয়ি মুরলি! (উজ্জ্বল ১০।১২) কর্ণামৃতে ২।১১ এবং 'রাধামোহন মন্দিরাৎ' (উজ্জ্বল ১৫।৯৩) দ্বিতীয় শ্লোকটি ব্যতীত অন্য দুইটি কৃষ্ণকর্ণামৃতে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কেবল প্রথম শতকের কথাই জানিতেন এবং অন্য দুইটি শতককে কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই গ্রন্থখানিকে **'কোষকাব্য'** বলা যায়—সাহিত্যদর্পণকার লক্ষণ করিয়াছেন—'কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ। ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ।'

মধ্যযুগের স্তোত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকর্ণামৃত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। গীতগোবিন্দের ন্যায় এই গ্রন্থরত্নও অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরসে পরিপূরিত। কর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণ—শৃঙ্গাররস-সর্বস্ব, শিখিপিঞ্ছবিভূষণ ও অঙ্গীকৃত-নরাকার (৯৩), ব্রজযুবতি-হারবল্লী-মরকত-নায়কমহামণি (৯২), রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়ী (১৬), ব্রজযুবতি-রতি-কলহবিজয়ি-নিজলীলামদ-মুদিতবদনশশী (৫১), লম্পটসম্প্রদায়লেখাবলেহী (৫০), ব্রজযুবতিহৃদয়েশয়, মধুরমধুর-স্মেরাকার ও মনোনয়নোৎসব (৪২), কামাবতারাঙ্কুর (৩), মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজ ও ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিত (৮) কলবেণুক্বণিতাদৃতাননেন্দু (৭), বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুম-পঙ্কিল (৯), মাধুর্য্যবারিধি মদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-শৃঙ্গারসঙ্কুলিতশীত-কিশোরবেষ (১৪), বিলাসভরালস, কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড় ও জগৎমধুরিম-পরিপাকোদ্রেক (৪৭), মদব্রজবধূ-বসনাপহারী (৮২), কান্তাকুচগ্রহণ-বিগ্রহ-লব্ধলক্ষ্মী-খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিত-মঞ্জুলশ্রী (৯১), ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলি-লালিত-বিভ্রম' (১০৩), শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার (১০৮), মাধুর্য্যৈক-মহার্ণব (১০৯), এবং নীবীদামোদর (১১০) ইত্যাদি।

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনন্তমাধুর্য্য আস্বাদন করত বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াই যেন বলিতেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং র্মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ (৯২)

এই পদ্যের শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিকৃত তাৎপর্য্যানুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২১।১৩৭—১৪৬ আস্বাদ্য ও উপভোগ্য। [মধুরস্মিত বিষয়ে ৯৯ শ্লোকও দৃশ্য।] এইরূপ চরিতামৃত মধ্য ২।৬৫—৭৩ পয়ারে কর্ণামৃতের ৪০ শ্লোকের, ঐ মধ্য ২।৭৫—৭৬ পয়ারে উহার ৬৮ শ্লোকের, ঐ অন্ত্য ১৭।৫১—৬২ পয়ারে ৪২ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী পরিবেষণ করিয়াছেন। লীলাশুক শ্রীমুখ-প্রভৃতি মাধুরী সন্দর্শন করিয়া বলিতেছেন—চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ; (৫৯) আবার শ্রীভগবৎপ্রত্যক্ষ বর্ণন করিতে যাইয়া কেবল 'চিত্রং' পদদ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্। চিত্রং তদেতদ্ বদনারবিন্দং চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥ (৮৮)

এইরূপে (৯২) শ্লোকেও মাধুর্য্যবর্ণনে প্রয়াসী হইয়া কেবল 'মধুরং' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। লীলাশুকের শব্দসম্পৎ কম না থাকিলেও কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন—সেখানকার ভাষায় সর্বপ্রকার সম্পদই কম—সরস্বতী সেখানে মূক—ভাষার পথে ভাবের প্রবাহ আসিতে গেলেও কিন্তু ভাষা তখন স্তম্ভিত, জড় হইয়া যায়। এ অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে স্ফীত হয়, সেই অবলম্ব্য বস্তুর স্বরূপের কেবল লেশাভাস বা কণাবিন্দু লইয়াই নিরুপায়া ভাষা ভাবুকের কাছে দীনা-বেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতেও ভাবগ্রাহী শ্রোতার হৃৎকর্ণে এক অফুরন্ত অনাবিল ভাব-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এ স্থলেও 'চিত্র', 'বিচিত্র', এবং 'মধুর' পদগুলি সদ্‌ভাবুকের হৃৎকর্ণ-রসায়ন।

(৪) বোপদেব ও মুক্তাফল।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বোপদেব এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বোপদেব বরদানদীর তটে মহারাষ্ট্রদেশে সার্থনামক স্থানে কেশব চিকিৎসকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনেশ বা ধনেশ্বর নামক বিদ্বদ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে তিনি নিজকে 'বিপ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'হরিলীলাবিবেক' নামক বোপদেব-কৃত 'হরিলীলামৃত' গ্রন্থের টীকার শেষে ইঁহাকে 'ভূগীর্বাণশিরোমণি' বলা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গপর্বে (দ্বিতীয় খণ্ড ৩২শ অধ্যায়ে) বোপদেবের কথা বিবৃত আছে—"তোতাদ্রিবাসী বোপদেব বেদবেদাঙ্গ-পারগ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়া গোপীজনবল্লভকে মানসপূজা করিলে বর্ষান্তে হরি সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহাকে অত্যুত্তম জ্ঞান দান করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে ভাগবতী কথা সমুদিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের আদেশে নর্মদাতীরে আসিয়া শুভ কথা শুনাইয়া তিনি বিষ্ণুভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন।" ভক্তমালে (দশমমালায়) ইঁহাকে শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—(হিন্দী মূল)।

সম্প্রদায়শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান। বিষক্সেন মুনিবর্য্য সপুন সট্‌কোপ পুনীতা। **বোপদেব** ভাগবত লুপ্ত উধর্যো নবনীতা ইত্যাদি। ইঁহার ভাগবত-উদ্ধারের কাহিনী (বাঙ্গালা ভক্তমালে)—স্বরনামে কাশীরাজ অসুর স্বভাবে। জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতশাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে॥ দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল। বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল॥ প্রিয়পাত্র শ্রীলবোপদেব গোসাঞিরে। হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে॥ এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে। উঠাইল গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে॥ বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা। 'মুক্তাফল' নাম গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥

বোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সহকর্মী ছিলেন। হেমাদ্রি মহারাষ্ট্রদেশে দেবগিরিরাজ্যে ১২৬০ হইতে ১৩০৯ ইং সাল পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধনপ্রতিপত্তিশালী হেমাদ্রি বোপদেবের আশ্রয় ছিলেন, এইজন্যই বোপদেব-কৃত মুক্তাফলটীকা 'কৈবল্যদীপিকা' হেমাদ্রির নামে প্রচারিত হইয়াছে। বোপদেব ব্যাকরণবিষয়ে ১০, বৈদ্যশাস্ত্রে ৯, ধর্ম্মশাস্ত্রে ১, সাহিত্যে ৩ এবং ভাগবতবিষয়ে ৩ খানি মোট ২৬ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন (মুক্তাফলে গ্রন্থোপসংহারে ৫)। ভাগবতবিষয়ক তিনখানার মধ্যে (১) পরমহংসপ্রিয়া, (২) মুক্তাফল ও (৩) হরিলীলা। প্রথমখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধগ্রন্থ। [তত্ত্বসন্দর্ভে ২৩ অনুচ্ছেদ], পরমহংসপ্রিয়া যে বোপদেবরচিত ভাগবতটীকা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (কৈবল্যদীপিকা প্রারম্ভে—'মহাপ্রয়োজনা-দয়স্তু 'ধর্ম্ম-প্রোজ্ঝিত' ইত্যত্র টীকায়ামুক্ত ইহানুসন্ধেয়াঃ।') এস্থলে টীকা শব্দে পরমহংসপ্রিয়াই বাচ্য। আবার ৫।৬ এবং গ্রন্থোপসংহারে 'পরমহংসপ্রিয়ার' নামতঃ উল্লেখই আছে। 'হরিলীলা' শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুক্রমণিকা মাত্র *। মুক্তাফল সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে ইহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রায় ৮০০ শ্লোকে 'বিষ্ণুভক্তি'-যোগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রারম্ভে ৫টি ও উপসংহারে ৬টি শ্লোকমাত্র বোপদেবের স্বরচিত। তদ্ব্যতীত তিনি ভাগবতের বিভিন্ন স্থল হইতে শ্লোকাবলি সংগ্রহ করত মুখ্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) **উপাস্য**, (২) **সসাধনোপাস্তি** ও (৩) **উপাসক**। এই তিন মুখ্যবিষয়কে পুনর্বার তিনি চারিটী প্রকরণে

---

* শ্রীমদ্‌ভাগবতস্যানুক্রমণিকাত্মকং হরিলীলামৃতং নাম শ্রীমদ্‌ভাগবত-গূঢ়তত্ত্ব-প্রতিপাদকং প্রকরণং। যত্র প্রথমং ভাগবতার্থং, তস্য হরিলীলাভিধায়িতাং তত্র প্রমাণলক্ষণে চোপন্যস্য দ্বাদশসু স্কন্ধেষু প্রথমস্কন্ধে বক্তৃশ্রোতৄণাং, দ্বিতীয়ে শ্রবণবিধেঃ, তৃতীয়ে সর্গস্য, চতুর্থে বিসর্গস্য, পঞ্চমে স্থানস্য, ষষ্ঠে পোষণস্য, সপ্তম উতেঃ, অষ্টমে মন্বন্তরস্য, নবম ঈশানুকথায়াঃ, দশমে নিরোধস্য, একাদশে মুক্তেঃ, দ্বাদশ আশ্রয়স্য নিরূপণপরত্বমভিধায় প্রতিস্কন্ধমধ্যায়প্রকরণসঙ্খ্যো নিরূচ্য প্রত্যধ্যায়ং প্রতিপাদ্য-নিরূপণঞ্চ সম্যক্ সংন্যবেশি। শব্দতোঽল্পতরোঽপ্যয়ং নিবন্ধ আয়াসমন্তরাঽল্পীয়সা কালেন শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানামলসমতীনাং মনুজসংহতীনাং সপ্তাহং বাচয়তাং বিপশ্চিতাং চোপকারাতিশয়ং নূনমাধাস্যতীতি—'হরিলীলা'-ভূমিকায়াম্।

বিভক্ত করিয়াছেন। (১) **বিষ্ণুপ্রকরণ** [১-৪ অধ্যায়], ইহাতে বিষ্ণুলক্ষণভেদ, বিষ্ণুরূপ, তাঁহার অবতার, অধিষ্ঠান, মহিমা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। (২) **বিষ্ণুভক্তিপ্রকরণ** [৫-৬ অধ্যায়], ইহাতে বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ, ভেদ, মহিমা প্রভৃতি; (৩) **বিষ্ণুভক্ত্যঙ্গবর্গপ্রকরণ** [৭-১০ অধ্যায়], ইহাতে ভক্তিযাজনে সদাচারাদি, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি এবং (৪) **বিষ্ণুভক্তপ্রকরণ** [১১-১৯ অধ্যায়], ইহাতে বিষ্ণুভক্তদের লক্ষণ, ভেদ ও হাস্যাদি নববিধ ভক্তিরস-বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বরচিত টীকা 'কৈবল্যদীপিকাতে'ও মহামনীষা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ্, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মসূত্র, যোগসূত্র প্রভৃতি এবং নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যানুশাসন প্রভৃতি রসশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে ভূয়শঃ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

মুক্তাফল-সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বহুশঃ উল্লেখ করিয়াছেন—(১) শ্রীপাদ সনাতন প্রভু বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৩১।১) 'জয়তি তেঽধিকং' শ্লোকের টীকায় 'বর্ণনির্বাহচিত্র' বিষয়ে মুক্তাফল টীকা (১২।২১-৩৮) দ্রষ্টব্য বলিয়াছেন। [প্রায়ই প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় অক্ষর সমান—ইহাই 'বর্ণ-নির্বাহচিত্র'।] আবার (১০।৭৩।১২)"বোপদেবপাঠে (১৬।২১) মৃগতৃট্ মৃগতৃষ্ণা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১।২৩৬,৩৭৯,৩৮০) মুক্তাফলের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভে (২৩) পরমহংসপ্রিয়া মুক্তাফল ও হরিলীলার নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন এবং (২৬) 'বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ' ইত্যাদি বোপদেবের বচনই উল্লেখ করিয়াছেন, এই বচনটি মুক্তাফলের বলিয়াই উদ্ধৃত হইলেও কিন্তু ইহা হরিলীলার (১৯) শ্লোক। ভক্তিসন্দর্ভে ১০০ অনুচ্ছেদে মুক্তা-ফলটীকা (৬।২৬) এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদে (৫।১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জন্যই আমরা মুক্তাফলকেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যের অনুকূল বলিয়া, বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই মুখ্যতমরূপে অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া—প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য-পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

(৫) শ্রীবিষ্ণুপুরী ও শ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী

বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন ॥ (দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা)।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (২২) 'শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥' ভক্তমালে (১৩শ মালা) ইঁহার জীবনপ্রসঙ্গ আছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে—'জয়ধর্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত। ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈল। ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিল।' (৫।২১৪৪) শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভের ২৩ অনুচ্ছেদে বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীকে 'নিবন্ধ' গ্রন্থমধ্যে ধরিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরীর পূর্বাশ্রমের নাম—বিষ্ণুশর্মা। মিথিলায় ত্রিহুতে তরৌণিগ্রামে তাঁহার বাস, 'করমহ' বংশে তাঁহার জন্ম, স্বয়ং বেদজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ঠ ছিলেন। পত্নীর দুর্ব্যবহারে তিনি গৃহত্যাগপূর্বক গ্রামস্থ শিবালয়ে আশ্রয় লইয়া একান্তচিত্তে মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেখানেও গ্রামবাসিদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিবার পীড়া-পীড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করত জনকপুরীর আটক্রোশ ব্যবধানে বিন্দুসরোবরে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বনে শিলানাথ-মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বর্ষান্তে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রদান করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহের ইঙ্গিত করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করত নূতন সংসার পাতিলেন। কয়েক বৎসর গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিয়া গৃহিণীসহ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। সে স্থানেই তিনি সমগ্র ভাগবত-সমুদ্র আলোড়ন করিয়া এই 'রত্নাবলী' উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার পর তিনি কাশীতে আসিয়া বিন্দুমাধবের নিকট বাস করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশে রাজাকে ও পূজারীদিগকে বলিলেন যে বিষ্ণুপুরীর নিকট যে রত্নমালা আছে, তাহাই তিনি পরিতে ইচ্ছা করেন। পুরী হইতে পত্র দিয়া পুরীগোস্বামির

নিকট লোক পাঠাইলে তিনি ঐ ভক্তিরত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে যে এই ভক্তিরত্নাবলীর এক একটি শ্লোক এক একটি গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পুজারিরা সেই গুলিকামালা শ্রীজগন্নাথকে পরাইতেন।

শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য জয়ধর্মের শিষ্য [কাহারও মতে ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য]। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে গুরুবল্লীর উপরের দিকে ইনি সপ্তমপর্য্যায়ভুক্ত। অতএব ইনি শ্রীগৌরাবির্ভাবের আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্বের লোক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহার সমস্ত শ্লোকই শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে সমুদ্ধৃত। তবে প্রারম্ভে (১৬-৯) শ্লোক পর্য্যন্ত এবং উপসংহারে (১৩।১১-১৪) শ্লোক—সর্বসমেত ৮টি শ্লোক স্বকৃত। এই শ্লোকগুলিও রচনাপারিপাট্যে অতিমধুর ও ভাবগম্ভীর। এতদ্‌ব্যতীত হরিভক্তিসুধোদয় হইতে (৩।৩২, ৫।৪৫) দুইটি শ্লোক এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে ৪টী (১।৮১, ১।১০৫, ৪।২৯, ৫।৫০) শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ১৩টি বিরচন (অধ্যায়) আছে; প্রথম বিরচনে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থপ্রয়োজনাদি-নির্দেশ ও ভক্তিসামান্যলক্ষণ, দ্বিতীয়ে সৎসঙ্গ, তৃতীয়ে—নববিধা ভক্তি, চতুর্থ হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নববিধা ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশ এবং ত্রয়োদশে শরণাগতি ও গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন। ইহাতে মোট ৪০৭ শ্লোক আছে—অতিরিক্ত ২টি শ্লোক সন্নিবেশও দেখা যায়। গ্রন্থকার 'কান্তিমালা' নামিকা টীকাও রচনা করিয়া ইহার সৌষ্ঠব সর্বথা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

(৬) শ্রীশ্রীধরস্বামী ও শ্রীমদ্‌ভাগবতটীকা

শ্রীনৃসিংহদেব-প্রসাদে সর্ববেত্তা শ্রীধরস্বামিপাদ সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন-পূর্বক উহারই আদর্শে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা রচনা করিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(চৈ, চ, অ, ৭)

শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥

সুতরাং শ্রীমৎসনাতন ও শ্রীজীবপাদ শ্রীধরানুগত্যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি **'শ্রীব্রজবিহার'** নামে এক কাব্যও রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীধরপ্রভুকে শাঙ্করমতে অদ্বৈতবাদী মনে করা নিশ্চয়ই ভ্রম। শ্রীধরস্বামী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীধর সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্বাপর্য্যানুসরণে বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা রচনা করেন। মঙ্গলাচরণে ও শ্রুতিস্তবের টীকায় তাঁহার শ্রীনৃসিংহোপাসনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাগ (১।১।২) টীকায় তিনি ভক্ত, ভক্তি, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা ও জগৎসত্যতাদি প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব' শব্দের ব্যাখ্যানে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সাত্বত আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্বজ্ঞসূক্তের (১।৭।৬) ও (৩।১২।২) প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিনির্মিত বিষ্ণুপুরাণের টীকায়ও কেবলাদ্বৈতমত-খণ্ডনে শুদ্ধাদ্বৈত বিচার হইয়াছে। ভাগ (১০।১৪।২৮-৩৯) ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যতা, ৩।২৮।৪১ ও ১১।১১।৬-টীকায় জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য, ৩।২৫।৩২ টীকায় মুক্তির প্রাসঙ্গিকত্ব, ১০।৮৭।৩১ চেতনাচেতনপ্রপঞ্চের পরমাত্মোপাদানত্ব, ১০।৮৭।২১ নির্ভেদমুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ পদ্যাবলিতে (১৭,২৮ ও ৪৩) তিনটি শ্লোক শ্রীধরস্বামিজির নামে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে তাঁহাকে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

(৭) শ্রীলক্ষ্মীধর ও শ্রীভগবন্নামকৌমুদী

শ্রীধরস্বামিপাদের গুরুভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীধর-প্রণীত 'নামকৌমুদী'তে তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। **প্রথম** পরিচ্ছেদে মীমাংসাশাস্ত্রাবলম্বনে ভগবন্নামমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক পুরাণবচনসমূহের বিচার করিয়া ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে নাম-

সমূহ সর্বথা স্বতন্ত্রভাবেই স্বার্থপর অর্থাৎ পাপক্ষয়হেতু। **দ্বিতীয়ে**—ভগবন্নামকীর্ত্তনের পুরুষার্থত্ব-প্রতিপাদন, নামকীর্ত্তন স্বতন্ত্রভাবেই পাপক্ষয়সাধন, না অন্য কোনও সাধকতম করণের অঙ্গভূত? এই প্রশ্নের বিবিধ আশঙ্কা নিরসনক্রমে 'নামকীর্ত্তন যে অন্য কর্মের অঙ্গ—এ বিষয়ে প্রমাণ নাই, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সর্বপুরাণের ঐকমত্য দেখিয়া স্বপ্রধান ভগবৎ-কীর্ত্তনই নিখিল পাপনাশন'—ইহাই সাব্যস্ত হইল। **তৃতীয়ে**—কেবল (অন্যসাধন-নিরপেক্ষ) নাম-সংকীর্ত্তনেরই পুরুষার্থত্ব-প্রতিপাদন হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ভক্তিশব্দ প্রীতিপর বা সাধনপর—তদ্বিষয়ক বিচার, ভক্তির আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদি-বিচার, ভক্তি—নামকীর্ত্তনের অঙ্গ, শ্রদ্ধালু অশ্রদ্ধালু সকলেরই কীর্ত্তনে অধিকার, সঙ্কেতচ্ছলে নামগ্রহণ, নামকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাসাহিত্যের কোনও কথা শাস্ত্রে নাই। মহদ্দর্শন-মাহাত্ম্য, নামকীর্ত্তনে কোনও প্রকারেই অন্য কিছুরই অঙ্গত্ব স্বীকৃত নহে। নামকীর্ত্তনে দেশকালাদ্যনপেক্ষা সমস্ত বা ব্যস্ত হইলেও নামকীর্ত্তন মহিমাতিশয়ান্বিত, নামকীর্ত্তনে অভিরুচি-প্রার্থনা, হরিভজনকারী গুরুসম্প্রদায়বান্ ও শ্রুতির অনুগত জনের কখনও পদস্খলন হয় না! এই 'নামকৌমুদী' নামমাহাত্ম্যপ্রদর্শনাবসরে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বহুশঃ উদ্ধৃত হইয়াছেন বলিয়া উপকারকত্ব হিসাবে ইহাকেও গৌড়ীয় গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করা হইল। এই গ্রন্থ পঞ্চদশ শকাব্দার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে।

(৮) শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্নস্থানে শ্রীঈশ্বরপুরীর বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। কুমারহট্টে ঈশ্বরপুরী আবির্ভূত হন (চৈ, ভা, আ ১৭।৯৯), ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পশ্চিম ভারতে শ্রীমাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের মিলনদর্শনে ইঁহার প্রেমক্রন্দন (আ, ৯।১৬১), নবদ্বীপে অলক্ষিতে আগমন, গোপীনাথগৃহে অবস্থান, শ্রীগদাধরকে স্বকৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'-অধ্যাপনা, মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থশোধন-ব্যপদেশে ধাতুবিচার ইত্যাদি (আ ১১।৭০-১২৬), গয়াধামে মহাপ্রভুসহ মিলন, মন্ত্রদীক্ষা ইত্যাদি (আ ১৭।৪৬-১১২) বর্ণিত আছে। [প্রেমবিলাস ২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বরপুরী পূর্বাশ্রমে কুমারহট্টবাসী শ্যামসুন্দর আচার্য্যের পুত্র—রাঢ়ী ব্রাহ্মণ]। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (রুক্মিণীস্বয়ম্বর?) হইতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধার করিয়াছেন (সাত্ত্বিকপ্রকরণে ১২।১২,১৭)।

বাঙ্গালা বিভাগ—(১) শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর ও পদাবলী

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণরাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। মিথিলায় প্রচলিত রাজপঞ্জীহিসাবে শিবসিংহ ১৩৬৮ শকে (১৪৪৬ খৃঃ) সিংহাসনে আরূঢ় হন। কবি তাঁহার আদেশানুসারে

হালসাতবাহন-নৃপতিকর্তৃক সংগৃহীত **'গাথাসপ্তশতী'** নামক মারাঠী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা**—[এই গ্রন্থরচনাকাল R. G. Bhandarkar মতে ৬৯ খ্রীঃ, Weber মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। Dr. S. K. De তৎকৃত Sanskrit Poetics, II p 115 লিখিয়াছেন যে ইহা ৪৬৭ খৃঃ রচনা হইয়াছে]।

(১।৮৯) মুহ মারুএণ তং কহ্ন ইত্যাদি—সংস্কৃত—মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

(২।১২) অজ্জ্বি বালো দামোঅরোত্তি—সংস্কৃত—অদ্যাপি বালো দামোদর ইতি জল্প্যতে যশোদয়া। কৃষ্ণমুখপ্রেষিতাক্ষং নিভৃতঃ হসিতং ব্রজবধূভিঃ॥ (বিধিবিজ্ঞ-রচিতং)

(২।১৪) নচ্চন-সলাহননিহেণ—সংস্কৃত—নর্ত্তনশ্লাঘননিভেন পার্শ্বপরিসংস্থিতা নিপুণগোপী। সদৃশগোপীনাং চুম্বতি কপোলপ্রতিমাগতং কৃষ্ণং॥ (গুবর-কৃতং)।

(৫।৪৭) জই ভমসি ভমসু—সংস্কৃত—যদি ভ্রমসি ভ্রম এবমেব কৃষ্ণ! সৌভাগ্যগর্বতো গোষ্ঠে। মহিলানাং দোষগুণৌ বিচারয়িতুং যদি ক্ষমোঽসি॥

(৭।৫৫) অচ্চাসন্নবিবাহে—সংস্কৃত—অত্যাসন্ন-বিবাহে সমং যশোদয়া তরুণগোপীভিঃ। বর্দ্ধমানে মধুমথনে সংবন্ধা নিহ্নূয়ন্তে॥

'পুরুষপরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত পদে জানা যায়, 'অনলরন্ধ্রকর লক্খণ নরববই সক্ক সমুদ্দকর অগিণি সসী।' অর্থাৎ ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে (১৪০০ খৃঃ) শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন এবং 'বিসফী' নামক গ্রাম কবিকে দান করিয়াছেন। ঐ দানপত্রের কাল ১৩২২ শক, তখন তিনি 'সুকবি' 'নরজয়দেব' বলিয়া শিবসিংহের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; ভূমিদান-পত্র ও উহার কাল-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও কিন্তু পূর্বোক্ত মৈথিল-পদ-রচনার কালানুসারে ২০।২৫ বৎসর পূর্বে (১৩০০ শকে) কবির জন্ম স্বীকার করিতে হয়। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরমবন্ধু গণপতি ঠাকুর স্বরচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। এই গণপতি ঠাকুরই বিদ্যাপতির পিতা *। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর 'বীরেশ্বরপদ্ধতি' নামে দশকর্মপদ্ধতি রচনা করেন। বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠস্থানীয় পূর্বপুরুষ ধর্মাদিত্য হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে—ইহাই এই বংশের গৌরব।

বিদ্যাপতি মৈথিল-কবি হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবি-শ্রেণীর অন্যতমই বলিতে চাই, যেহেতু তৎকালে মিথিলা ও বঙ্গদেশে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়দেশের ছাত্রগণ উভয়দেশে বিদ্যার আদান প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনেকের মতে সেনবংশীয় রাজাদের আমলে উভয়রাজ্য অভিন্ন ছিল, সেন-রাজারা বর্ত্তমান 'দ্বারভাঙ্গা'কে (দ্বারবাঙ্গা বা বঙ্গদ্বার) বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার মনে করিতেন, তৎকালে ভাষাও প্রায় একরূপই ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেন-প্রবর্ত্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অদ্যাপি মিথিলায় 'ল সং' নামে প্রচলিত আছে। অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কবি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—যে সকল সঙ্গীত কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সুগম্ভীর গম্ভীরালীলায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন—যাহা বঙ্গদেশীয় কবিগণ স্বকীয় বোধে বহুকাল ধরিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন—যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবিগণ শত শত পদরচনা করিয়া বঙ্গভাষা-মাতৃকার সেবা করিয়াছেন—আমরা সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিব এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব—৩১-৩৪ পৃঃ)

বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃতগ্রন্থমালা—(১) কীর্ত্তিলতা, (২) পুরুষপরীক্ষা, (৩) লিখনাবলী, (৪) শৈবসর্বস্বসার, (৫) গঙ্গাবাক্যাবলী, (৬) বিভাগসার, [স্মৃতিগ্রন্থ], (৭) গয়াপত্তন এবং (৮) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। বিদ্যাপতি-রচিত কোনও ভাষাগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; কেবল পদাবলীই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির অনেক গীতেই তাঁহার আশ্রয়দাতা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষী 'লছিমা' দেবীর নামোল্লেখ আছে। 'রাজা শিবসিংহ-লছিমা পরমাণে' (পদকল্পতরু ২৫৩)। প্রবাদ আছে যে লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির নিগূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিতা স্ফুরিত হইত। বিদ্যাপতির গীতে গীতগোবিন্দের প্রভাব ও অনুকরণ দেখা যায়—'হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ' (গীতগোবিন্দ ৩।১১) বিদ্যাপতি—"কতিহু মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী॥ নহি জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে, নহ গঙ্গ॥" ইত্যাদি (প, ক, তরু ৮৫৭)। জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি বিরহিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রায় সমুদায় গীতেই বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাব-গভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সম্পূর্ণ অর্থ না জানিলেও শ্রবণ করিলেই মহানন্দলাভ হয়।

* জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, মৈথিলীদেশে করু বাস। পঞ্চগৌড়াধিপ, শিবসিংহভূপ, কৃপা করি লেউ নিজপাশ। বিসফিগ্রাম, দান করল মুঝে, রহতহি রাজ-সন্নিধান। লছিমাচরণধ্যানে কবিতা নিকশয়ে, বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ (পদসমুদ্র)

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-কর্তৃক আস্বাদিত বিদ্যাপতির পদ—

(১) কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষার বা। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি! সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥ (পদকল্প-১৯৯৫)

আস্বাদনযোগ্য বিদ্যাপতির পদাবলি—

(১) ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর। সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে, সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ, চকোর চাহি রহু চন্দা। তরু লতিকা-অবলম্বনকারী, মঝু মনে লাগল ধন্ধা॥ কেশ পসারি যব তুঁহু আছলি, উরপর অম্বর আধা। সো সব হেরি কানু ভেল আকুল, কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥ হসইতে যব তুহুঁ দশন দেখাওলি, করে কর জোরহি মোর। অলখিতে দিবি কব হৃদয়ে পসারলি, পুন হেরি সখী করু কোর॥ এতহুঁ নিদেশ কহলুঁ তোরে সুন্দরি, জানি তুহুঁ করহ বিধান। হৃদয়-পুতুলি তুহুঁ, সো শূন কলেবর কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(২) **বেণুমাধুরী**—কি কহব রে সখি! ইহ দুখ ওর। বংশীনিশ্বাস-পরশে তনু ভোর॥ হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ। তৈখণে বিগলিত তনু মন লাজ॥ বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ। নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥ গুরুজন-সমুখহি ভাব-তরঙ্গ। যতনে হি বসনে ঝাঁপিত সব অঙ্গ॥ লহু লহু চরণে চলিল গৃহমাঝ। দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥ তনুমন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ। কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥

(৩) পুরুষবেশে শ্রীমতীর **জ্যোৎস্নাভিসার**—

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি। চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥ রহিতে সোয়াথ নাহি, নূতন লেহ। হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥ কামিনী করল কতয়ে প্রকার। পুরুষক বেশে করল অভিসার॥ ধম্মিল্ল পোল ঝুট করি বন্ধ। পহিরণ বসন আনহি কর ছন্দ॥ অম্বরে কুচ নাহি সম্বর গেল। বাজন যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥ ঐছন মিলল কুঞ্জক মাঝ। হেরি না চিনই নাগররাজ॥ হেরইতে মাধব পড়লহু ধন্দ। পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥ বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি। উপজল কত মনমথ-কেলি॥

(২) চণ্ডীদাস ও পদাবলী

বীরভূম জেলায় নান্নুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ১৩০৯ শকে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহারা হইয়া নিরাশ্রয় হন এবং গ্রামের বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত হন। প্রবাদ আছে চণ্ডীদাস প্রথমে উঁহার উপাসনা করিতেন, পরে ঐ বাশুলীরই আদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হন এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী-রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রসিদ্ধ 'কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান' (পদকল্প ৮০৭) পদের ভণিতাতে 'বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়' এবং এইরূপে ২০৬, ২১৩, ৮৫৩ ইত্যাদির ভণিতায় বাশুলীর ইঙ্গিত-কথা বর্ণিত আছে। নান্নুরের মাটে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা। তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, সুখ যে পাইবা কোথা (৮৭৯)॥ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে সমসাময়িক লোক, তদ্‌বিষয়ে [(পদকল্প ২৩৮৯) 'চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ' এবং 'ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ-সঙ্গে। দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥' (ঐ ২৩৯১)] এই পদদ্বয়ই প্রমাণ।

প্রবাদ (?) আছে যে চণ্ডীদাস যে সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া বাশুলীর মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আর একটি বালবিধবা ঐ মন্দিরে আশ্রিতা হইয়াছিলেন; তিনি পরমাসুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কিশোরী, নাম তাঁর রামী (রামমণি)। বিদ্যাপতির যেরূপ লছিমা-প্রসক্তির কথা শুনা যায়, তদ্রূপ চণ্ডীদাস-রজকিণীর (রামীর)ও

অকৃত্রিম ভালবাসার কথা জানা যায়। স্বয়ং চণ্ডীদাসও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "রজকী-সঙ্গতি, চণ্ডীদাস-গতি" (৬১৪ পদ) ইত্যাদি। এইস্থলে মন্তব্য এই যে চণ্ডীদাস রজকিণীকে পবিত্র প্রেমের আশ্রয় সখীরূপে ভক্তিনম্রনেত্রে দর্শন করিতেন, ইহাতে কামের গন্ধও নাই। এ প্রসক্তি-প্রবাদ কিন্তু ভিত্তিহীন বলিয়াই অনেকের মত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীচণ্ডীদাসের নামে আরোপিত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎকর্ত্তৃক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি···নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থ খাঁটি কি জাল—এ বিচারের ভার আমরা সাহিত্যিকদের উপরে দিয়া ইহার আভ্যন্তর বিষয়ে লিখিতেছি। *

বর্ণনীয় বিষয়—(১) জন্মখণ্ডে—দেবগণের প্রার্থনীয় ভূভার-খণ্ডনের জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার, (২) তাম্বূলখণ্ডে—শ্রীরাধার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলাদি উপহার প্রেরণ (পূর্বরাগ)। (৩) দানখণ্ডে—দানলীলা, মিলন ও সম্ভোগ, (৪) নৌকাখণ্ডে—যমুনাবিহার, (৫) ভারখণ্ডে—শ্রীমতীর পসরা-বহন। (৬) ছত্রখণ্ডে—শ্রীরাধাশিরে ছত্রধারণ, (৭) বৃন্দাবনখণ্ডে—বনবিহার ও রাস। (৮) কালিয়দমনখণ্ডে—কালিয়দমন, (৯) যমুনাখণ্ডে—জলকেলি ও বসন-চুরি। (১০) হারখণ্ডে—হারচুরি জন্য শ্রীমতী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-বিরুদ্ধে মা যশোদার সমীপে অভিযোগ, (১১) বাণখণ্ডে—শ্রীমতির প্রতি কামাস্ত্র-প্রয়োগ, শ্রীরাধার মোহাদি, (১২) বংশীখণ্ডে—বংশীনাদে শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা, বংশীচুরি প্রভৃতি। (১৩) বিরহ-খণ্ডে—শ্রীমতির বিরহ, মিলন ও সম্ভোগাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রসিদ্ধ পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ইহাতে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নাই, প্রায় প্রতিবন্ধকের পূর্বে একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে। যথা—

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

ভাটিআলীরাগ :—একতালী—ঘৃতদধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো বিকে জাইতে মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ রহাএ গো বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী॥ ১ (৩১৪ পৃ:)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা অতি প্রাচীন। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন তাঁহারা যে 'গদ্যপদ্যময়' [পদকল্পতরু (১৫)] গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কারণ সকল দেশে গদ্যের পূর্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। † সংস্কৃতে বেদ, সংহিতা ও রামায়ণ প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গলাতেও প্রথমতঃ পদ্য রচনা হয়—এবং পদ্যমধ্যেও গীতই সর্বপ্রথমে রচিত হয়। চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় আছে—তিনি 'শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য'-বর্ণনায় "বণিকিনী, বাদিয়া, চিকিৎসক, পসারী, বাজীকর, নাপিতানী, মালিনী ও দেয়াশিনী" প্রভৃতি বেশে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার করাইয়াছেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সুমধুর পদাবলীতে রসশাস্ত্রের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক বা বা শাব্দিকগণের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে; উভয়েই প্রেমরসশাস্ত্রের সিদ্ধকবি ও এই রসের মহাদার্শনিক।

---

* বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপিত এই **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন**-নামক গ্রন্থখানি কাহারও মতে প্রাচীন এবং প্রামাণিক। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াইর চরিত্রই স্বস্বস্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল—শ্রীরাধাচরিত্রের বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণ্য ও মহাচাতুরী প্রকটিত হইয়াছে। সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ়া অথচ সত্যভাষিণী অশিক্ষিতা গোপবালা 'চন্দ্রাবলী রাহীর' প্রতি ঘটনায় কবি অনন্যসাধারণ কৌশলে তদীয় চিত্তের অভিনব ভাবোন্মেষাদি দেখাইতে দেখাইতে শেষকালে পাঠকের অজ্ঞাতসারে সেই মুড়া চন্দ্রাবলীকেই শ্রীরাধায় পরিণত করিয়াছেন (?); এই গ্রন্থের আখ্যান-বস্তুতে, চরিত্রচিত্রণে এবং ভাবভাষায় যথেষ্ট মিল আছে, সুতরাং এই কাব্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ বা মিশ্রণ ঘটিলেও ইহার প্রায়শঃই যে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃত—তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। পয়ার-ছন্দেই প্রায়শঃ এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ—ভাষা স্পষ্ট; এই কাব্য গীত বা অভিনীত হইলে শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট হইলেও তাহা সোঢ়ব্য। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে ইহার কতকটা মূল্য আছে।

† গ্রীসদেশে লিনস্, অর্ফিয়স্, মিউজিয়স্, হোমর, এবং রোমে লিবিয়স, এণ্ড্রনিকস্ প্রভৃতি কবিগণ প্রথমতঃ পদ্যেই রচনা করিয়াছেন।

উঁহাদের প্রত্যেকের উক্তিতে ভাষার অতীত ভাবের উৎস বিরাজমান; সে উৎস—সুরসিক, প্রেমিক ভক্তেরই দৃশ্য। গোপীভাবরসামৃতসিন্ধু অগাধ ও অপরিমেয়, উহার তরঙ্গলহরীও অসীম এবং অনন্ত। বঙ্গের মহাজনী পদাবলী এই রসামৃতসিন্ধুরই তরঙ্গ। মহাজনীপদকর্ত্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের পরম-শ্রেষ্ঠতার এই এক প্রমাণই যথেষ্ট যে স্বয়ং মহাপ্রেমরসাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীরার নিভৃত নীরব কক্ষে স্বরূপরামানন্দ-সঙ্গে দিবারাত্রি এই দুই জনের পদাবলীর মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করত নিদারুণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেন।

যদিও বাঙ্গালার কীর্ত্তনীয়াগণ বহুকাল হইতে এদেশে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী সুন্দর সুন্দর রাগরাগিণীতে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দদান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে অতি অল্প শ্রোতাই এই সকল পদাবলীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। স্বীয় হৃদয়ে কবিত্বের ভাব না থাকিলে, কবিতার অন্তস্তলে যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের খনি লুক্কায়িত থাকে, তাহার সন্ধানই মিলে না। কেননা, কাব্যরস গ্রাহিকা শক্তির অভাবে সাধারণভাবে কর্ণরসদ শব্দলালিত্য গ্রহণ হয় বটে, কিন্তু সুকবির রসাত্মক বাক্যের অন্তরালে যে গম্ভীরার্থ-মূলক ব্যঞ্জনা থাকে, তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগোচর।

ভগবানের লীলাবর্ণনা উৎকৃষ্টতম কাব্য এবং সেই লীলারস-নিষেবণই জীবের ভবপারের একমাত্র প্লব (ভেলা)—ইহাই ভাগবতে (১২।৪ ৪০) নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার ভগবানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য-রসাস্বাদনই শ্রীভগবদনুভবের চরম ব্যাপার। ভগবানকে রসময়, প্রেমময়, আনন্দময় বলিয়া জানাই জীবের অনুভবের চরম সীমা। শ্রুতির 'আনন্দং ব্রহ্ম, মধু ব্রহ্ম, অমৃতং ব্রহ্ম, রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি মহাকাব্য বিশুদ্ধ অনুভবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই অনুভবও প্রত্যক্ষ ব্যাপার-বিশেষ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির এই গীতিকাব্যও বিশুদ্ধ প্রেমময় হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস—সাক্ষাৎ দর্শনেই ইহার লীলাবিষয়ক পদাবলী রচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ প্রেমানন্দরসামৃত লাভের জন্য চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী অতি উপাদেয় বস্তু। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং এই ভজনপ্রণালী স্বীয় লীলায় প্রকটন করত জীবকে উহার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করিলে কেবল ইহাই অনুভূত হইবে যে তীব্র অনুরাগ, তীব্র ভজন, তীব্র বৈরাগ্য, নিরন্তর স্মরণ, নিরন্তর স্ফূর্ত্তি, নিরন্তর আবেশ এবং আত্মহারা ব্যাকুলতা—প্রেমার্ত্তি প্রভৃতিই ইঁহাদের গ্রন্থের লক্ষ্য। 'সাসঙ্গ-ভজন' আসক্তিযুক্ত ভজনই—ইষ্ট প্রাপ্তির মূল উপায় বলিয়া ভক্তিরসামৃতে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা

(বিশ্বকোষ) "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা নানাবিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সরস, সরল কথায় চণ্ডীদাস যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের যেরূপ নিখুঁত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তেমন খাঁটীভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক। একজন সোজা কথায় সরল ভাষায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনা-চাতুর্য্যে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও শব্দবিন্যাসে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতি-ভাজন হইয়াছেন। "বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিল কবি, আর চণ্ডীদাস আমাদের স্বদেশীয় একজন বাঙ্গালী কবি।" বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃপতন বা যতিপাত প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসের তাহা বারংবার হইয়াছে; কিন্তু পিঞ্জররুদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম-উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ।" (ভারতী) কবীন্দ্র রবীন্দ্র ঠাকুর লিখিয়াছেন—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় ভাবের কবি, এইগুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দ্বারা লেখাইয়া লন।"

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।

বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ। কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস কহেন—প্রেম কঠোর সাধনা; কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যখন মিলন হইল, তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন—(পদকল্প ১৯৯৭)

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল। হরি মুখ হেরইতে সব দুর গেল॥
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভসে আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধরহি পান বিরহ দূর গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ। হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি। সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥"

চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের যখন মিলন হয়, তখন 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' কিছুতেই তৃপ্তি নাই। ……চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক—

"পরাণ সমান পিরীতি রতন জুকিনু হৃদয়-তুলে। পিরীতি রতন অধিক হইল পরাণ উঠিল চূলে॥"

প্রেমের পরিমাণ নাই—"নিতুই নূতন পিরীতি দুজন তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য় পরিণামে নাহি থায়॥"

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়? বিদ্যাপতির সমগ্র কবিতায় একটিমাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে :—

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। (পদকল্প ৯৩৯)

[কেহ কেহ এই পদটিকে কবিবল্লভের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যে 'কবিবল্লভ'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রেম বিশুদ্ধ প্রেম। চণ্ডীদাস প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। একস্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে স্বপনে রাখিব লেহা। একত্র থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা॥

এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শনস্পর্শনের প্রেম নহে। ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে॥ (সমালোচনা—১২৯৪)

চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বহু সমস্যার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কবির একাধিক সংখ্যা, পদাবলির সংখ্যা ও পাঠভেদ এবং কবির কাল ও স্থানাদি লইয়া বিবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর নাই বলিয়া আমরা প্রিয় পাঠকদিগকে নিম্নলিখিত গ্রন্থমালার আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি—(১) অক্ষয় চন্দ্র সরকার কৃত চণ্ডীদাস, (২) নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী, (৩) শ্রীল সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত-সংস্করণ, (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত), (৫) রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত সংস্করণ—চণ্ডীদাস-পদাবলী, (৬) করালী সিংহ কৃত-সংস্করণ ও (৭)

মণীন্দ্র বসুর সংস্করণ, (৮) গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা, (৯) ডাক্তার সুকুমার সেন কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-(দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ) ১২৩—১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিদ্যাপতি সম্বন্ধেও এই কথা। বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৩৩।২৬) শ্রীপাদ সনাতন 'চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (৩ পৃঃ), প্রেমবিলাসে (১৯), পদামৃতসমুদ্রে (৫ পৃঃ) এবং মুকুন্দদাসের নামে আরোপিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও তৎকৃত পদাবলির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ও সংকীর্ত্তনামৃতে ইহার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

(৩) গুণরাজ খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

শ্রীমালাধর বসু গুণরাজ খাঁ-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীগোবিন্দমঙ্গলগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচরিতাবলীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ইনি ১৩৯৫ শকে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে সমাপন করিয়াছেন (১০০ তম গীত ২২১), সুতরাং ইঁহার আবির্ভাবকাল ১৩৫০ হইতে ১৩৬০ শকাব্দা ধরিলে অসঙ্গত হয় না, জনৈক গৌড়েশ্বর শ্রীমালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধি দিয়াছেন (১০০।২২২), তাঁহার পিতা ভগীরথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী (১।৪৬)। কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর-কর্তৃক আনীত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে ইনি আবির্ভূত হন। বর্দ্ধমান জিলায় কুলীনগ্রাম ইঁহাদের বাসস্থান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১০।৮০-৮৩) কুলীনগ্রামবাসির প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের অসীম কৃপার কথা শুনা যায়। প্রভু কহে—

"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সে মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শূকরে চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

ভুবনপাবন নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামে চাতুর্মাস্যকালে বাস করিয়া ভজন ও বসুবংশীয়দিগকে প্রচুর কৃপা করিয়াছেন। স্বয়ং গ্রন্থকার (১০০।২২৫-২৬) বলিতেছেন যে এই গ্রন্থরচনার প্রেরণা সাক্ষাদ্ ব্যাসদেব হইতেই আসিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই গীতিকাব্য আস্বাদন করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(চৈ, চ, মধ্য ১৫।৯৯-১০০) গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।' এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ-গীতিগ্রন্থ, কিন্তু ইহাতে আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ইহাতে কেবল ১০ম, ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের আদ্যন্তবর্ণন ও ১২শ স্কন্ধের তাত্ত্বিকাংশের সামান্যতঃ তাৎপর্য্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে আবার মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বা ভবিষ্য পুরাণ হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অনেকস্থলে ঐশ্বর্যময় বর্ণনা-বাহুল্য আছে। লোকসমাজে শ্রীকৃষ্ণকথা-বিস্তারই গ্রন্থরচনার কারণ—একথা কবি নিজেই (১।১৫-১৯) বলিয়াছেন।

উত্তরকালে শ্রীভাগবতাচার্য্য-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ও শ্রীমদ্ভাগবতেরই পদ্যানুবাদ, কিন্তু উহা অধিকাংশই মূলের শ্লোকসমূহনিষ্ঠ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাহা নহে, এই গীতিকাব্য প্রায়শঃই পয়ারছন্দে রচিত, স্থলবিশেষে 'ত্রিপদী'ও দেখা যায়, পয়ারে বা ত্রিপদীতে সর্বত্র অক্ষর-সংখ্যা সমান ভাবে বজায় নাই। এই গ্রন্থ অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত নহে, কেবল রাগরাগিণীর বিভাগে গীতবিভাগ হইয়াছে। সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে বা একই রাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আখ্যায়িকার শেষে গ্রন্থকারের ভণিতা আছে; সেই স্থানেই আংশিক বিরাম লক্ষিত হয়। বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন গীতবিভাগ ও রাগরাগিণীর পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। গৌড়ীয়গ্রন্থগুটিকায় প্রকাশিত সংস্করণে একশত গীতে ও ৩৫টি রাগরাগিণীতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে দেখা যায়।

শ্রীমালাধর বসু একাধরে ভক্ত ও কবি ছিলেন বলিয়া ইঁহার ঘটনা-বহুল বর্ণনাত্মক কবিত্ববাহুল্যবর্জিত কাব্যটি সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়, আড়ম্বরহীন পয়ার ছন্দের দ্রুততালের মধ্য দিয়া পাঠক ও শ্রোতার মন অতি সহজে আকর্ষণ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যযুগের প্রাথমিক কথা

তাৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা—শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃঃ প্রকট হয়েন। তখন পাঠান লোদীরাজদের প্রতাপ চলিতেছিল। বাহলুল লোদী (১৪৫০ খৃঃ) **দিল্লীর** সিংহাসনে সর্বপ্রথম পাঠান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তৎপরে ১৪৮৯ খৃঃ তৎপুত্র সেকেন্দর শাহ্ সিংহাসন লাভ করিয়া ১৫১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ইব্রাহিম লোদী দিল্লীতে রাজত্ব করেন। এই সময়ের পূর্বেই মথুরা ও বৃন্দাবনের মন্দিরসমূহ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তখনকার **বাংলার** সুলতানগণের নাম জালালুদ্দিন ফতে শাহ্ (১৪৮২-৮৬), ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৬-৮৯), নাসির উদ্দিন (১৪৮৯-৯০), মজফর শাহ্ (১৪৯০-৯৩), আলাউদ্দিন হোশেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯), নছরৎ শাহ্ (১৫১৯-৩২), ফিরোজশাহ্ (১৫৩২), গিয়াসুদ্দিন (১৫৩২-৩৮)। **উড়িষ্যায়** (১৪৬৯-৯৭ খৃঃ) শ্রীপুরুষোত্তম দেব রাজত্ব করেন। তৎপরে গজপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০) উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহ, নরহত্যা, কপটতা, ষড়যন্ত্র, ধর্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা প্রভৃতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাদশাহ্ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সাকর মল্লিক (শ্রীসনাতন) এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন দবির খাস (শ্রীরূপ)। ইহাদের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হাজীপুরে বাদশাহের কার্য্য করিতেন এবং শ্রীবল্লভ গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। সহকারী মন্ত্রী পুরন্দর বসু মন্ত্রিপদের উপযুক্ত হলেও স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া হোসেন শাহ্ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না। সনাতন-প্রভু-নিয়োজিত উড়িষ্যার করগ্রাহী ঐ পুরন্দরের ভ্রাতা শ্রীকান্ত বসুর অসদ্ব্যবহারে তত্রত্য প্রজারা কর দিতে অস্বীকার করে। পুরন্দর নিজ ভ্রাতার দোষ গোপন করিয়া করদাতাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে প্রস্তাব করিলেন; শ্রীসনাতন তখন রাজবন্দী থাকিলেও রাজা তাঁহার পরামর্শের জন্য কারাগৃহে যাইয়া জানিলেন যে শ্রীকান্ত বসুর দোষেই প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে অন্য লোকের নিয়োগ করিলেই কর আদায়ও হইবে, অথচ বহুব্যয়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর কার্য্যে হাতও দিতে হইবে না। রাজা এই মত সমীচীন ভাবিলেও কিন্তু পুরন্দরের প্ররোচনায় উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে যান এবং দেবমন্দির নষ্ট করেন। হোসেন শাহ্ বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে জাতিভ্রষ্ট করিয়াছেন। হোসেন শাহ্র গুরু চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে কীর্ত্তন নিষেধ করেন ও খোল ভাঙ্গিয়া দেন। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা ছিল; পিছল্দা পর্য্যন্ত মুসলমানদের অধিকৃত ছিল—স্থানে স্থানে ত্রিশূল পাতিয়া রাজ্যান্তরে যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছিল।

তৎকালে বঙ্গের **অর্থনৈতিক** অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। ধান্য, ঘৃত, তৈল, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য অতি অল্পমূল্যে পাওয়া যাইত। লোকে পুত্রকন্যার বিবাহে প্রচুতর ধনব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; বিষহরি, চণ্ডী প্রভৃতির পূজারও যথেষ্ট প্রবর্ত্তন ছিল, মোটকথা ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতায় লোকের ধনব্যয় হইত, এদিকে দেশের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় ও রাজকীয় অত্যাচারাদিতে লোককে সর্বদাই উদ্বেগে কাল কাটাইতে হইত।

তখন বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ **বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চ্চার** পীঠস্থান ছিল। 'নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়'—এই উক্তির যাথার্থ্যতা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

তাৎকালীন **সামাজিক** অবস্থা অতি শোচ্যতর ছিল। শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামির লেখনীতে এই কালের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার,' অভিমান, বিষয়সুখে প্রতিযোগিতা, মদ্যমাংসদ্বারা যক্ষাদি পূজারই তখন যথেষ্ট প্রবর্ত্তন ছিল। হরিনদী গ্রামের 'দুর্জন

ব্রাহ্মণ' (চৈ ভা আ ১১) গোপাল চক্রবর্ত্তী [আরিন্দা ব্রাহ্মণ] (চৈ, চ, অ ৩), রামচন্দ্র খান (চৈ, চ, অ ৩), রঘুনাথ-ভাবুক (সোঽহংভাব) ব্রাহ্মণব্রুবের গোপাল ভাব ইত্যাদির (চৈ, ভা, আ ১০) চিত্রে তদানীন্তন বহির্মুখ সমাজের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। ধনপুত্রবিদ্যারসেই তখন জগৎ প্রমত্ত ছিল।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে **পারমার্থিক** জগতেও বিবিধ কাল্পনিক ধর্ম ও কপটার আড়ম্বরে পরমার্থ চাপা পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে ধর্মের ভাণ, কপটতা ইত্যাদির বিবিধ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পুণ্যার্থে তীর্থাটন, স্নানকালেই মাত্র 'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম-উচ্চারণ, যুগধর্মরহিত হইয়া শাস্ত্রানুশীলন—ধনবিদ্যাকুলাদিতে মত্ততা প্রভৃতিই তাৎকালীন প্রথা ছিল। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়েও তখন পারমার্থিক আলোচনা স্থগিত হইয়া উপপন্থার সৃষ্টি করিয়া ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত বহিতেছিল। ভক্তি যাজনের অভিনয়েই, নির্বিশেষ-ব্রহ্মভাবনাদিতেই লোকের চিত্ত নিরত থাকিত। * এই দুঃসময়েই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ অবতার করিয়া ধরার বুকে এক অভিনব জাগরণ, অভিনব উন্মাদনা এবং অভিনব রসভাববন্যা আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষকে গৌরবমণ্ডিত করিলেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-রচিত + প্রবন্ধাদি

(১) **শিক্ষাষ্টক** —কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিখিলজীবগণের হিতাভিলাষপরবশ হইয়া এই শিক্ষাষ্টক প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩।২০) হইতে জানা যায়। ইহার আস্বাদন ও আলোচনা উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।

(২) **প্রেমামৃতরসায়নম্**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখচন্দ্র-নির্গলিত বলিয়া কথিত এই গ্রন্থটি বিঠ্ঠলনাথের টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোক—"একদা কৃষ্ণবিরহাৎ ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং। মনোবাষ্পনিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ।" অন্তিম শ্লোক—"ইত্যেবং প্রাণনাথস্য প্রেমামৃত-রসায়নং। যঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি স প্রেমণি প্রমিলেদ্ দ্রুতম্॥" গ্রন্থসংখ্যা—৩৫।

(৩) **শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল-পরিহার-স্তোত্রং**—এই স্তোত্রের আদি-'হে সৌন্দর্য্যনিদানরূপ' (বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ)।

(৪) **শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রং**—শ্রীমদ্ রাধা রসময়ী রসজ্ঞা রসিকা তথা। রাসেশ্বরী রসভুক্তিঃ রসপূর্ণা রসপ্রদা॥ (বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ)।

(৫) **শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং**—কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিন-সঙ্গীত-তরলো—(ভক্তিতত্ত্বসার)।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারে বঙ্গদেশ যেমন ধন্যধন্য ও জগতের ইতিহাসে পরম সম্মাননীয় হইয়াছে—বঙ্গভাষাও তেমনি বহুপ্রকারে পুষ্টিলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে আবির্ভূত হন; অতি অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি নানা

---

* এস্থলে নামমাত্র দিগ্‌দর্শনন্যায়ে তাৎকালীন অবস্থাদি সূচিত হইল। বিশেষ জিজ্ঞাসায় শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যদেব'-নামক গ্রন্থের প্রথম ছয় অধ্যায় আলোচ্য।

\+ **শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গ্রন্থ-প্রণয়ন**—(মানসী ও মর্মবাণী ভাদ্র ১৩৩৪) ১। ন্যায়শাস্ত্রের টীকা—(অদ্বৈত প্রকাশ ১৯শ, ৫৪ পৃঃ) ২। শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা (অদ্বৈতপ্রকাশ ১৯শ, ৫৪ পৃঃ) ৩। কলাপব্যাকরণের টিপ্পনী—(চৈ, ভা—১১০ অধ্যায়) বিদ্যাসাগরী (বিশ্বম্ভর-টীকা) (অদ্বৈতপ্রকাশ—১৩শ); নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ তর্কাচার্য্য শ্রীপতিদত্তকৃত পরিশিষ্ট-গ্রন্থের টীকায় দুর্গসিংহের মত খণ্ডন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার গর্ব খর্ব করিবার জন্য এই টিপ্পনী রচনা করেন (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ); আদিম শ্লোক—বিকশতু নখকুসুমালী মম হৃদি হরিপাদপারিজাতস্য। রাহুভয়াদিব বিধুনা কায়ব্যূহো বিনির্মিতো বিয়তি॥ ৪। শ্রীরাধাপ্রেমামৃত বা শ্রীগোপালচরিত্র [বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ] ৫। শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং (শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ১৩২৯ কার্ত্তিক সংখ্যা) ৬। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং—(৮টি শ্লোক) প্রারম্ভঃ—নবীনমেঘশোভকং নবাঙ্গনালি-মধ্যগং। নিকুঞ্জ-রত্নমন্দিরং নমামি কৃষ্ণসুন্দরং॥ ৭। শ্রীশ্রীরাধারসমঞ্জরী—কুচকলস-ভরাঢ্য-কেশরীক্ষীণমধ্যা…

শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হন এবং নিজ অবতারের পূর্বপশ্চাৎ আবির্ভাবিত অসংখ্য পার্ষদগণও সকলেই বঙ্গজননীর কৃতিসন্তান হইয়া বহুশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। আজন্ম নামপ্রেমপ্রচার, ধর্মবিষয়ে অভিনব সহজসাধ্য মতের উদ্ভাবন, নিজের অলৌকিক রূপলাবণ্য ও অমানুষী প্রতিভা, কীর্ত্তনকালে বহুসাত্ত্বিকবিকারের আবির্ভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আপামর সকলেই তাঁহাকে **'অবতার-সার'** বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং কোনও গ্রন্থ প্রচার না করিলেও * তাঁহার অনুগত পার্ষদগণ তাঁহার মত-পোষক বহু বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় রচনা করিয়া দেশমাতৃকার মুখ সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীরূপসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকবিকর্ণপূর প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীলোচনদাস, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি বঙ্গভাষায় বহুগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অন্যূন দেড় শতাব্দী যাবৎ সময়কে বঙ্গদেশের মহাসৌভাগ্যের কাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সময়ে গোস্বামিগণ যেমন একদিকে অভিনব বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, অপরদিকে আবার অসাধারণধীশক্তি-সম্পন্ন বাসুদেব সার্বভৌম তৎকালে নিবদ্ধপ্রায় গৌতমশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া স্বজন্মভূমি নবদ্বীপকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন—তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্বিগাহ ধিষণাশক্তি-সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন—স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্য-সহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল বিপর্য্যস্ত করিয়া 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামক অভিনব স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই নবদ্বীপবাসী। সুতরাং গৌরবে বুক ফুলাইয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে এই শ্রীশ্রীগৌরপদাঙ্কপূত শ্রীনবদ্বীপ হইতে ধর্ম, ন্যায় ও স্মৃতির তিনটি অভিনব স্রোত ত্রিধারায় নিঃসৃত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে—শুধু বঙ্গভূমি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে আপ্লাবিত করিয়াছে।

অধিক কি বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে বা হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা ঐ সময়ে ধরিতে হইবে +। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষেও ঐ সময়কেই ইহার উৎপত্তিকাল বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে প্রথমাঙ্কে—পারিপার্শ্বিক :—ভাব, কিং তেনেহ তেনে হরিণা স্বাভিমতব্যঞ্জকো গ্রন্থঃ। সূত্রধার :—যদ্যপি কো ন বেদ বেদকর্ত্তৃত্বং ভগবত স্তথাপি খল্বন্তর্যামী যামীহতে প্রেরণাং ন খলু সা বাহ্যোপদেশতো দেশতো বা কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না ভবিতুমর্হতি॥

+ [নবদ্বীপে ১৫০০ হইতে ১৬৫০ শকাব্দ পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ের গবেষণা।]

ব্যাকরণ—১। বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র **দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ**—মুগ্ধবোধ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা (১৫১১ কিম্বা ১৫৬১ শকাব্দ।)।

ন্যায়—২। **হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার**—বাসুদেবের ছাত্র—কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা, পক্ষধরমিশ্রের চিন্তামণির আলোক নামক পুস্তকের টীকা (১৫০০—১৫২৫ খৃঃ)।

৩। **রামভদ্র সার্বভৌম**—রঘুনাথের শাস্ত্র—পদার্থখণ্ডন টীকা, কুসুমাঞ্জলির টীকা গুণকিরণাবলীরহস্য, তর্কদীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণির ভাষ্য ও সমাসবাদ ; (১৫৭৫—১৬০০ খৃঃ)।

৪। **মথুরানাথ তর্কবাগীশ**—প্রত্যক্ষাদি চারিখণ্ড চিন্তামণির টীকা, মণ্যালোক, গুণকিরণাবলী ও ন্যায়-লীলাবলী প্রকাশের ভাষ্য (ষোড়শ খৃঃ)।

৫। **ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ**—মণ্যালোকের সারমঞ্জরী, কারকচক্র, লটার্থবাদ, কারণতার্থবাদবিচার, শব্দার্থ-সারমঞ্জরি, দীধিতির ভাষ্য, মণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ)।

৬। **হরিরাম তর্কবাগীশ**—অনুমিতিবিচার, সপ্তপদার্থনিরূপণের ব্যাখ্যা, রত্নকোষ-ব্যাখ্যা, মঙ্গলবাদ, প্রমাণ-প্রমোদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমতবিচার, অনুমিতিপরামর্শবাধবুদ্ধি, প্রতিবন্ধকতাবিচার, প্রত্যাসত্তিবিচার ইত্যাদি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম)।

৭। **জগদীশ তর্কালঙ্কার**—(খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম), কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ, রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত বহুগ্রন্থের টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের অনুমানময়ূখের ভাষ্য, প্রশস্তপাদের দ্রব্যভাষ্য টিপ্পনী এবং লীলাবতীদীধিতির টীকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও তর্কামৃত।

কারণ, সাহিত্যিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীনকালের পণ্ডিতদিগের চিত্তভূমিতে যে কিছু নূতন ভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহা তাঁহারা পণ্ডিতসমাজেরই প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন, জনসাধারণকে দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বিদের ধর্ম আপামর সর্বসাধারণের আশ্রয়ণীয় বলিয়া তাঁহারা স্বাবলম্বিত ধর্মপ্রণালীসকল কেবল পণ্ডিতজন-বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের বোধের জন্য চলিত ভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ সকল গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কবিকঙ্কণ-প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ লেখনী চালনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালা কাব্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে—ইহারাই মাতৃভাষাকে বসন-ভূষণাদি দ্বারা সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—এ বিষয়ে ইতিহাস ইঁহাদের নামই সগৌরবে চিরকাল স্মরণ করিবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা ব্যক্তি-বিশেষের নামে নামে তাঁহাদের রচনানিবন্ধ সাজাইতে পারিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে একই ব্যক্তির বহুবিধ বিষয়ে রচনা থাকায়—একই মহাজন দর্শন, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, স্মৃতি ও পদ-সাহিত্যের সেবা করায়—আমরা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা না করিয়া ঐ রচনা-সমূহকে বিষয়গত করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে গুরুপারম্পর্য্য বা রচনা-কালের পৌর্বাপর্য্য অথবা বিষয়-সন্নিবেশের সুষ্ঠুতা হইবে না, হইতেও পারে না। কৃপাময় পাঠকগণ বিষয়ের জটিলতা উপলব্ধি করত এই অনিচ্ছাকৃত প্রক্রমভঙ্গদোষাদি ক্ষমা করিবেন আশা করি।

বিষয়-বিভাগ—(১) **দর্শন—প্রকরণ-সিদ্ধান্ত** ইত্যাদি। (২) **দূতকাব্য—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, শতক, বিরুদ, করচা প্রভৃতি।** (৩) **নাটক, ভাণ ইত্যাদি।** (৪) **রসগ্রন্থ—অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ প্রভৃতি।** (৫) **স্মৃতিশাস্ত্র, নিবন্ধ, পদ্ধতি ইত্যাদি।** (৬) **পদাবলী**—(৭) **চরিতাবলী**—(৮) **ভাষ্য, টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা**—(৯) **বিবিধ—স্তব, মাহাত্ম্য, ভজন ইত্যাদি।**

এই বিষয়-বিভাগের প্রায়শঃই সংস্কৃত ভাষায় এবং কতকগুলি বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণ স্মরণ করত যথামতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এতাদৃশ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ বালকের বামন হইয়া চন্দ্রমা ধরিতে কর-প্রসারণবৎ উপহাসাস্পদ হওয়াই অনিবার্য্য। তথাপি বহুদিন যাবৎ এক অজ্ঞাত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্ত হইলাম—ইহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদাদির জন্য জীবাধম সেবকই দায়ী। আমার পূর্বে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় এবিষয়ে বহুল পরিশ্রম ও গবেষণা করত স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই শিশুটি যদি স্খলিতপদই হয়, তবে প্রাণে প্রগাঢ় আশা রাখি যে—"স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্।"

দর্শন বিষয়ক প্রাক্‌কথন

যথার্থতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রকে 'দর্শন' শব্দে অভিহিত করা হয়। এই দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত ও আস্তিকাদি মতভেদে বহুবিধ। অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা আর্য্যমনীষিগণ সমাধিবলে বা বহুদর্শিতাদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকটন

৮। **স্মৃতি**—(প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সমসাময়িক) **রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার**—দায়ভাগটীকা, সিদ্ধান্তকুমুদ-চন্দ্রিকা, [রঘুবংশের বিদ্বন্মোদিনী এবং শকুন্তলার শকুন্তলাবিবৃতি নামে টীকা]।

৯। **চন্দ্রশেখর বাচস্পতি**—স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ, সংকল্পদুর্গভঞ্জন, ধর্মবিবেক।

১০। **শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার**—দায়ভাগটীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ।

১১। **গোপাল ন্যায়ালঙ্কার**—প্রায়শ্চিত্ত, তিথি, দায়, কালাদি বহু নির্ণয়গ্রন্থ।

তন্ত্র (আগম)—১২। **কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ**—তন্ত্রসার।

১৩। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র **গোপাল**—তন্ত্রদীপিকা।

১৪। (কৃষ্ণানন্দের ২য় পুত্র মধুসূদনের বংশে) **রামতোষণ**—প্রাণতোষিণী।

করেন—তাহাই প্রকৃত দর্শন। জগতের কারণ-নিরূপণ ও মুক্তির-উপায় নির্ধারণই সাধারণতঃ সকল দর্শনের আলোচ্য। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয় দর্শন। মাধবাচার্য্য-প্রণীত **সর্বদর্শন সংগ্রহে** চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশ-পাশুপত, শৈব, পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামানুজ, রসেশ্বর, পাণিনি ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতিরও সংক্ষেপ-বিচার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থানুসারে দর্শন-সমূহের যথাযথ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল—

(১) **চার্বাক দর্শন**—নাস্তিকের মধ্যে চার্বাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মানুষ যাবজ্জীবন সুখের উপায় চিন্তা করিবে। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?"

এই মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই।* প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী-সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য-ভোজন ও উত্তম বসন-পরিধানাদি দ্বারা উৎপন্ন সুখই (অর্থ, কামই) পরম পুরুষার্থ—সুখান্বেষণ ছাড়া অন্য প্রয়োজন নাই। ভূমি, বারি, অনল ও অনিলই ভূত ; ইঁহারা আকাশকে ভূত বলিয়া মানেন না। এই ভূত-চতুষ্টয়সংঘাতাত্মক চেতন শরীরই আত্মা। বেদ পৌরুষেয়, কোনও প্রতারক লোক প্রতারণার্থ ই এই বেদের রচনা করিয়াছে ; সুতরাং ইহার প্রমাণ অস্বীকার্য্য—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ॥

লোকান্তর বা জীবাতিরিক্ত ঈশ্বর নাই, সুতরাং ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদেরও প্রামাণ্য অসম্ভব।

(২) **বৌদ্ধদর্শন**—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকভেদে এই দর্শন চতুর্বিধ। (ক) **মাধ্যমিক মতে**—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় থাকে না, আবার জাগ্রৎকালে দৃশ্য বস্তুরও স্বপ্নকালে সত্তা থাকে না, সুষুপ্তিতে কিছুরই ত উপলব্ধি হয় না, অতএব বাস্তবিক পক্ষে কোনও বস্তুই সত্য নহে। (খ) **যোগাচার মতে**—বাহ্য বস্তুমাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। এই বিজ্ঞানও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান আলয়বিজ্ঞানভেদে দুই প্রকার। জগৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান এবং সুষুপ্তিকালের জ্ঞানকেই আলয়বিজ্ঞান বলে।

তৎ স্যাদালয়-বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদং। তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেৎ ॥

(গ) **সৌত্রান্তিকেরা** বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ বলেন। আবার (ঘ) **বৈভাষিক মতে** বাহ্য বস্তুগুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভগবান্ বুদ্ধই এই ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা হইলেও † শিষ্যদের বাসনানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য গ্রহণ করাতেই এই মত-চতুষ্টয়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। বৌদ্ধমতে—দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমানই প্রমাণ। তত্ত্ব চারিটি—দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ—এই পাঁচটি দুঃখতত্ত্ব। পাঁচটি ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি পাঁচ বিষয় এবং মন ও ধর্মায়তন (বুদ্ধি) এই বারটি আয়তন তত্ত্ব। মনুষ্যদের অন্তরে স্বভাবতঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে—তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র-স্থায়ী—এইরূপ স্থির বাসনাকে মার্গতত্ত্ব বলে। ইহাই মোক্ষ বা নির্বাণ। "রাগাদিজ্ঞান-সন্তানবাসনাচ্ছেদ-সম্ভবা। চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥" চর্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্বাহ্ণভোজন, সঙ্ঘ ও রক্তাম্বর-প্রভৃতিই বৌদ্ধভিক্ষুদের ধর্মাঙ্গভূত। কুমারিল, শঙ্কর ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধমত-খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

(৩) **আর্হত দর্শন**—পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে ধ্বংস হয়, আত্মাও ক্ষণিক এবং জ্ঞানস্বরূপ। ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই

---

* এই দর্শনে সাতটি বিভাগ (১) শরীরই আত্মা, (২) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়) আত্মা, (৩) মনই আত্মা, (৪) বুদ্ধিই আত্মা, (৫) অহঙ্কারই আত্মা, (৬) পুত্রই আত্মা, (৭) ধনই আত্মা।

† বুদ্ধদেবের মূল মন্ত্র "সর্বং দুঃখং দুঃখং, শূন্যং শূন্যং, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানং, ক্ষণিকং ক্ষণিকং।" এই সূত্রের অংশবিশেষের গ্রহণে চারি শিষ্য মধ্যে মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—যদি প্রতি শরীরে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা নাই থাকে, তবে ঐহিক ফল-সাধনের জন্য কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মে লোকের প্রবৃত্তিই সম্ভবপর নহে, যেহেতু স্বকীয় ফলভোগের নিমিত্তই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, উপায়ানুষ্ঠানকারী যদি ফলভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি-সম্ভব হয় কি? সুতরাং এই মতে আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি-শূন্য। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটি 'রত্নত্রয়', জিনপ্রোক্ত তত্ত্ববিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির নিবারণরূপ সম্যক্ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ দর্শন কহে। "রুচি জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে। জায়তে তন্নিসর্গেন গুরোরধিগমেন বা"। জিনোক্ত তত্ত্বসমূহের সংক্ষেপে বা বিস্তারিত ভাবে যে জ্ঞান—তাহাকে সম্যক্ জ্ঞান বলে। "যথাবস্থিত-তত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ বা। যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্ জ্ঞানং মনীষিণঃ॥" নিন্দিত কর্মের ত্যাগই সম্যক্ চারিত্র। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহভেদে ঐ চরিত্র পাঁচ প্রকার। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণিমাত্রের অবিনাশই অহিংসা। দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণই অস্তেয়। প্রিয়, হিতকর অথচ সত্যবাক্য বলাই সুনৃত। কামক্রোধাদির পরিহার - ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্বভাবে মোহত্যাগই অপরিগ্রহ। এই পাঁচটিকে মহাব্রত কহে। এই রত্নত্রয়ের সাধনাতে পরমপদ লাভ হয়। আর্হতদিগের মতে অনেক ভেদ আছে। এক মতে তত্ত্ব দুইটি—জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক এবং অজীব অবোধাত্মক। অন্য মতে তত্ত্ব পাঁচটি—জীব, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম ও পুদ্গল—ইহারা সকলেই 'অস্তিকায়'-শব্দবাচ্য। কোনও মতে সপ্ততত্ত্ব—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ। অন্যমতে আবার জীব ও অজীবকে পুণ্য ও পাপযুক্ত ধরিয়া অতিরিক্ত দুই তত্ত্বের সমাবেশে নবতত্ত্বই স্বীকার করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই 'সপ্তভঙ্গীনয়ের' অবতারণা করিতেছে—(১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, (৪) স্যাদবক্তব্যঃ, (৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ এবং (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ। এস্থলে 'স্যাৎ' শব্দ অনেকান্তদ্যোতকত্বেই লক্ষ্য। ইহারা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে দ্বিবিধ—ইহারা ক্ষমাশীল ও নিঃসঙ্গ—পথ চলিবার সময় জীবহত্যা-ভয়ে অগ্রপথ পরিষ্কার করিয়া পদক্ষেপ করে, জলপাত্র ব্যবহার করে না। একাকী ভোজন করে না।

(৪) **রামানুজদর্শন**—এই দর্শনে আর্হত মত খণ্ডিত হইয়াছে [সমুদয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য]। রামানুজ তর্কাদিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে আর্হতমত অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়। পঞ্চতত্ত্ব, সপ্ততত্ত্ব, নবতত্ত্বাদি যাহা প্রকটিত হইয়াছে—তাহাতে অব্যবস্থা দেখিয়া লোকের প্রবৃত্তি হয় না। দেহপরিমাণ জীবাত্মা হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবাত্মাও পরিমিত হয়—অবার পরিমিত বস্তু কখনই যুগপৎ নানাস্থানে থাকিতে পারে না—সুতরাং জীবেরও একই সময়ে বহুস্থানে থাকা অসম্ভব ইত্যাদি।

আবার শঙ্কর-মতে—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা ও জীব ব্রহ্মই। অবিদ্যাবশতঃ জীবজগৎ ব্রহ্মে কল্পিত হয় মাত্র, কিন্তু বিদ্যালাভে জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা ভাবপদার্থ, সদসদনির্বাচ্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে ধ্বংশনীয়। এই বিষয়ে যে সকল উপনিষদ্‌বাক্য অদ্বৈতবাদিরা অনুভব-প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উপরোক্ত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না। রামানুজ শ্রীভাষ্যে এইমত বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। এইমতে **পদার্থ** তিন প্রকার—ঈশ্বর, চিৎ, অচিৎ। **চিৎ**—জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্মল, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্মফলরূপ-অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব—জীব অতি সূক্ষ্ম। **অচিৎ**—ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতন-স্বরূপ, জড়াত্মক জগৎও ভোগ্যত্বাদি স্বভাব-শালী। অচিৎপদার্থ ত্রিবিধ—ভোগ্য (অন্নপানীয়াদি), ভোগোপকরণ (ভোজনপাত্রাদি) এবং ভোগায়তন (শরীরাদি)। **ঈশ্বর**—সকলের নিয়ামক, জগৎকর্ত্তা, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যাদি শক্তি-সম্পন্ন। চিদচিদ্ বস্তু-মাত্রই তাঁহার শরীর এবং পুরুষোত্তম, বাসুদেবাদি তাঁহার নাম। তিনি পরম কারুণিক বলিয়া উপাসকদিগকে যথাযথ ফল প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন—(১) অর্চা (প্রতিমাদি, (২) বিভব (রামাদ্যবতারস্বরূপ), (৩) ব্যূহচতুষ্টয় (বাসুদেবাদি), (৪) সূক্ষ্ম (বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম) ও (৫)

অন্তর্যামী (সকল জীবের নিয়ন্তা)। উপাসনাও পাঁচপ্রকার—(১) অভিগমন (দেবগৃহের মার্জন, অনুলেপনাদি), (২) উপাদান (পূজোপকরণাদির আয়োজন), (৩) ইজ্যা (পূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থজ্ঞানপূর্বক মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্ত্তন, শাস্ত্রাভ্যাস) ও (৫) যোগ (ধ্যান, ধারণা ও সমাধি)। ফল—বৈকুণ্ঠাদি। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। শ্রুত্যুক্ত নির্গুণ-শব্দে প্রাকৃত হেয়গুণরাহিত্য, পদার্থের নানাত্বনিষেধস্থলে ঈশ্বরের চিদচিদাত্মকত্ব প্রভৃতি সমর্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে।

(৫) **পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন**—পূর্ণপ্রজ্ঞের নামান্তর আনন্দতীর্থ ও মধ্বাচার্য্য। এই মতে **জীব** সূক্ষ্ম ও ঈশ্বর-সেবক ; **বেদ** অপৌরুষেয় সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটি **প্রমাণ**। **প্রপঞ্চ** সত্য, রামানুজীয় তত্ত্বত্রয় ইনি স্বীকার করেন না। জীব ও ঈশ্বরের **ভেদ সত্য**, 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তাহার তুমি' অর্থাৎ 'জীব ঈশ্বরের সেবক' ইহাই বোদ্ধব্য। এই মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র ; স্বতন্ত্র—ভগবান্ ও অস্বতন্ত্র জীবগণ। ঈশ্বরসেবাও তিন প্রকার—(১) **অঙ্কন** (শঙ্খচক্রাদি-তপ্তমুদ্রাদিধারণ), (২) **নামকরণ** (কথায় কথায় ভগবৎনামকীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে নিজপুত্রাদিকে কেশবাদি বলিয়া আহ্বান) ও (৩) **ভজন** [কায়িক (দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ), বাচিক (সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়), মানস (দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা)]। 'প্রপঞ্চ' শব্দে প্রকৃত পঞ্চ ভেদকেই বুঝায়—সেই পঞ্চ ভেদ—জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ, জীবগণের ও জড় পদার্থের পরস্পরভেদ। প্রপঞ্চ সত্য ও অনাদিসিদ্ধ। ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হইলেও অস্থায়ী, কিন্তু মোক্ষই নিত্য পুরুষার্থ। ঈশ্বর-প্রসাদেই মোক্ষ লাভ এবং বিষ্ণুর সর্বোৎকর্ষজ্ঞানেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ—"তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং সর্বার্থকামৈরল-মল্পকাস্তে। সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ নিঃসংশয়ং মুক্তিফলং প্রযাতি॥"

ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানেই দুঃখ দূর হয়। একবস্তুজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রধানত্ব-কারণত্বাদিতেই সম্ভবে, কিন্তু সর্বমিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনে নহে। মধ্যমন্দির ও মধ্ব পূর্ণপ্রজ্ঞের নামান্তর—তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

(৬) **নকুলীশ-পাশুপতদর্শন**—বৈষ্ণবমতে দাসত্বাদি-পদবেদ্য পরতন্ত্রতারূপ দুঃখ দেখিয়া দুঃখদায়ক বস্তু হইতে ঈপ্সিত লাভ হয় না মনে করত এই সম্প্রদায় দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিকেই স্বীকার করেন। দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ পারমৈশ্বর্য্যমুক্তিতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা দূরস্থ বস্তু, তাহাদের দোষগুণাদি প্রত্যক্ষ হয় এবং ইচ্ছামাত্র সর্বকার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়। এই মতে প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি বলে। ইহা দুই প্রকার—ব্রত ও দ্বার। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। কার্য্য সকল নিত্য ও পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা।

(৭) **শৈবদর্শন**—নকুলীশ-পাশুপত দর্শনে পরমেশ্বরের কর্মাদি-নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—কিন্তু এই মতে তাহা স্বীকার্য্য নহে, যেহেতু ঈশ্বর কর্মানুযায়ী ফল দাতা। জগৎকর্তার অস্তিত্ব অনুমানগম্য। জীববৎ প্রাকৃতশরীর-বিশিষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্তু পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার দেহ। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচটি মন্ত্রই তাঁহার মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ। এই মতে **পদার্থ** তিন প্রকার—পতি, পশু ও পাশ। পতি-পদার্থ—শিব, শিবত্বপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি পশু এবং তৎসাধন দীক্ষাদি উপায়ই পাশ। পশুপদবাচ্য জীবাত্মা দেহাদিভিন্ন, সর্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্তাস্বরূপ। পাশ—মল (দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-আচ্ছাদক স্বাভাবিক অশুচি), কর্ম (ধর্ম্মাধর্ম), মায়া (যাহা হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় হয়) এবং রোধ (পুরুষ-তিরোধায়ক শক্তি)। পশু-পদার্থ তিন প্রকার—বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। মল-পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানা-কল, মল-কর্মরূপ পাশদ্বয়যুক্তকে প্রলয়াকল এবং মলকর্মমায়া-পাশত্রয়যুক্তকে সকল কহে। সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত-কলুষভেদে বিজ্ঞানাকল জীব দ্বিবিধ। আবার পক্বপাশদ্বয় ও অপক্বপাশদ্বয় নামক প্রলয়াকল জীবের মধ্যে প্রথমটির মুক্তিপদ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়টির পুর্য্যষ্টকদেহ ধারণ করত কর্মানুরূপ তির্য্যক্ মনুষ্যাদি দেহ ধারণ করিতে হয়।

সকল জীবও দ্বিবিধ—পক্ককলুষ ও অপক্ককলুষ ; মহাদেব প্রথমটিকে মহেশ্বরত্ব ও দ্বিতীয়টিকে সংসারকূপ দান করেন।*

(৮) **প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন**—এইমতে মহেশ্বরই জগদীশ্বর, জগৎকারণ ; তিনি স্বেচ্ছায় স্থাবরজঙ্গমাদি জগৎ নির্মাণ করত ঐ ঐ রূপে অবস্থিত, অতএব জগৎ ঈশ্বরাত্মক। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং আমাদের ঘটপটাদি-বিষয়ক জ্ঞানও ঈশ্বর-স্বরূপ। মুক্তিস্বরূপ পরাপর সিদ্ধির উপায়—প্রত্যভিজ্ঞা। মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ বা যোগাদির আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা (পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞান)-বলেই সব সিদ্ধ হয়। পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশ হইলেও গুরুবাক্য-শ্রবণাদিদ্বারা 'সর্বজ্ঞতাদি ঈশ্বরধর্ম আমাতেও আছে' এবম্বিধ জ্ঞানোদয়ে পূর্ণভাবের আবির্ভাবে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে।

(৯) **রসেশ্বর-দর্শন**—প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের ন্যায় এইমতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ও মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু ইঁহারা প্রত্যভিজ্ঞাবলেই যে মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়, তাহা স্বীকার না করিয়া দেহস্থৈর্য্যসম্পাদক একমাত্র 'পারদ' রসেরই সাহায্যে যোগাভ্যাসে মুক্তিপদের সাধন নিষ্পন্ন বলিয়া পারদরসেরই মহামহিমা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পারদরস মহাদেব-স্বরূপ (বীজ) এবং অভ্রক পার্বতীস্বরূপ (বীজ), ইহা হইতেই চতুর্বর্গ লাভ হয়। সর্বরসশ্রেষ্ঠ বলিয়া পারদকে 'রসেশ্বর' বলা হয় এবং ইহারই গুণবর্ণনাত্মক বলিয়া এই শাস্ত্রও রসেশ্বর-দর্শন নামে আখ্যাত।

(১০) **ঔলুক্যদর্শন**—মহর্ষি কণাদ এই দর্শনের প্রণেতা। এইমতে 'বিশেষ' নামে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'বৈশেষিক' দর্শনও বলা হয়। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম **মুক্তি**—আত্মসাক্ষাৎকাররূপ-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না, আবার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়। মননের অদ্বিতীয় সাধন-স্বরূপ দশাধ্যায়াত্মক এই শাস্ত্রের প্রতি অধ্যায়ে দুইটি আহ্নিক-নামক বিরামস্থান আছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানই **প্রমাণ**। **পদার্থ** দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব ; তন্মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী ভাব-পদার্থ। ইহাদের প্রত্যেকের অবান্তর ভেদ বিভেদাদি বহু আছে। **আত্মা**—দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এই দর্শনমতে 'বিশেষ' পদার্থটি নিত্য, আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটি নিত্য দ্রব্যে এক একটি বিশেষ পদার্থ আছে—যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তবে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্নতা নিশ্চিত হইত না।

(১১) **অক্ষপাদ-দর্শন**—মহর্ষি গৌতম বা অক্ষপাদ এই দর্শনপ্রণেতা। ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র ইহার অপর নাম। এই শাস্ত্রে সকল শাস্ত্রের উপযোগিতা আছে বলিয়া ইহাকে সকল শাস্ত্রের দ্বার-স্বরূপ বলা হয়। ন্যায় দর্শন পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত, আবার প্রত্যেক অধ্যায়ে আহ্নিকদ্বয় বর্ত্তমান। এইমতে প্রমাণ প্রমেয়াদিক্রমে **পদার্থ** ষোল প্রকার। **প্রমাণ** চারিটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, ও শাব্দ। এইরূপ প্রমেয়াদি প্রায় প্রতি পদার্থেরই অবান্তর ভেদ আছে। গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে লিখিত হইল না। ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে, বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয়, আত্মার শরীরাদি হইতে পৃথক্‌ত্ব প্রতীয়মান হয়। শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে রাগদ্বেষোত্থ ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তির অভাববশতঃ জন্মমৃত্যু-ধ্বংসরূপ মুক্তিই হইয়া

---

* শঙ্কর ও রামানুজের পরবর্তী **শ্রীকণ্ঠাচার্য্য** বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অবলম্বনে শৈবভাষ্য রচনা করেন। এইমতে ভক্তিই সাধনোপায়—চিৎ ও অচিৎ পদার্থের নিত্যত্ব ও সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পশু (জীব) অস্বতন্ত্র, পাশ (জড়পদার্থ) অচিৎ, সুতরাং পতি এই দুই হইতে ভিন্ন, কিন্তু ভিন্ন হইলেও দ্বৈতবাদির ন্যায় পৃথকত্ব স্বীকৃত নহে। ভগবদ্‌বিগ্রহ নিত্য, ঐ বিগ্রহ শক্তি ও মন্ত্ররূপ, কিন্তু উপাসনার জন্য আকারবান্। "আকারবাং স্বং নিয়মাদুপাস্যো ন বস্থনাকারমুপৈতি বুদ্ধিঃ।" জীব অণু ও ক্ষেত্রজ্ঞ। জীবাত্মার লক্ষণ—

"চৈতন্যং দৃক্‌ক্রিয়ারূপং তদস্ত্যাত্মনি সর্বদা। সর্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্বতোমুখম্॥"

এই শৈবভাষ্যের লিপিপ্রণালী প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত-পরিপক্ক পাণ্ডিত্য-সম্মত। **অপ্যয়দীক্ষিত** 'শিবার্কমণি-দীপিকা' নামে শৈবভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহাও প্রাঞ্জল এবং গবেষণাপূর্ণ।

থাকে। জীবাত্মাতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অনুমান ও শ্রুত্যাদি প্রমাণ। ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রদ্বয়ই পরমাণুবাদী, উভয়ই যুক্তিপ্রধান—বৈশেষিকমতে সপ্ত পদার্থ, কিন্তু ন্যায়মতে ষোল পদার্থ—ইহাই বিশেষ।

(১২) **সাংখ্যদর্শন**—মহর্ষি কপিল-কর্তৃক প্রণীত শাস্ত্র। এইমতে পঞ্চবিংশতি **তত্ত্ব**—মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ। প্রকৃতির পরিণামে জগতের উৎপত্তি হয়। মূলপ্রকৃতি সত্ত্বরজ-স্তমোগুণাত্মিকা, সক্রিয়, নিত্য, অচেতন, পরিণামী। প্রকৃতির বিপরিণামেই মহত্তত্ত্বাদিক্রমে পঞ্চমহাভূতপর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়। পুরুষ নিত্য, ত্রিগুণাতীত, চেতন, সাক্ষী এবং শরীরভেদে নানাপ্রকার। মাতাপিতা হইতে স্থূল শরীর এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র-সম্বলিত দেহই সূক্ষ্ম, নিত্য ও অব্যাহতগতি। সূক্ষ্মশরীর নর, পশু বা তির্য্যগাদি স্থূলশরীর ধারণ করে ও সুখদুঃখাদি ভোগ করে। প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ আবার পুরুষও প্রকৃতিগত হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। অন্ধপঙ্গুন্যায়ে ইহারা পরস্পরের সহায়ক। **মুক্তি**—প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যথাখ্যাতি (ভেদজ্ঞান) স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া হয় না। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতিদ্বারাই সম্পাদিত হয়, এজন্য পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। **প্রমাণ**—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। সকল কার্য্যই সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে স্বস্বকারণে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত থাকে। তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাবই কেবল উৎপত্তি ও নাশ-শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ।

(১৩) **পাতঞ্জল-দর্শন**—ভগবান্ পতঞ্জলি-কর্তৃক রচিত এই শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্রও বলে। পদার্থ-নির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত থাকায় ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন বলা হয়। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর ইহাতে পুরুষাতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সেশ্বর সাংখ্যও বলা হয়। এই দর্শনে চারিটি পাদে সাধারণতঃ যোগ, সমাধি, যোগোপায়, ঈশ্বর-স্বরূপ, প্রমাণ, উপাসনা, দুঃখ ও তন্নিরাকরণোপায়, তত্ত্বজ্ঞান, যম-নিয়মাদি, সিদ্ধিপঞ্চক প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমেশ্বর—ক্লেশাদিরহিত, জগন্নির্মাণার্থ স্বেচ্ছায় দেহধারণ করত সংসার-প্রবর্ত্তক, অন্তর্যামী ও অনুগ্রাহক। যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই যোগ কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র ভেদে চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার। চিত্তের অবস্থাবিশেষই চিত্তবৃত্তি—তাহাও পঞ্চবিধ - প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম), বিপর্য্যয় (মিথ্যাজ্ঞান), বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যোগ হয়। জননজীবনাদি দশবিধ মন্ত্র-সংস্কার। যোগাঙ্গ অষ্টপ্রকার—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। অণিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি। প্রকৃতি-পুরুষসংযোগই সংসারের নিদান—তাহাও অবিদ্যাবশতঃই জন্মে—অবিদ্যাবিনাশক বিবেকখ্যাতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

(১৪) **মীমাংসাদর্শন**—মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শন-প্রণেতা। বেদের তাৎপর্য্যার্থ-বিনির্ণয়, শ্রুতি সকলের অস্পষ্টতা ও বিরোধ-ভঞ্জন, শ্রুতি ও স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি-সমাধান এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-নির্বারণ প্রভৃতিই এই শাস্ত্রের বিশেষত্ব। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে ও সহস্র অধিকরণে বিভক্ত। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচটি করিয়া অঙ্গ—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও নির্ণয়। প্রতি অধিকরণেই এক একপ্রকার বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে, মন্ত্রই তাহাদের স্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত তাঁহাদের সত্বে প্রমাণ নাই। তাঁহারা মন্ত্রের অধীন। বেদ অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ।

(১৫) **পাণিনিদর্শন**—পাণিনিকৃত ব্যাকরণই এই শাস্ত্র ইহার অধ্যয়নে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি হয়। এই মতে নিত্য ও অনিত্য ভেদে শব্দ দুই প্রকার। বর্ণাত্মক শব্দ অনিত্য এবং একমাত্র স্ফোটই নিত্য। স্ফোট না থাকিলে বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টিদ্বারা বাক্যার্থ গ্রহণ হয় না। বর্ণসকল উচ্চারণমাত্র দ্বিতীয়ক্ষণ-ধ্বংশী বলিয়া **স্ফোটবাদ**-স্বীকার করিবার আবশ্যক। এই মতে স্ফোটই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সুতরাং শব্দশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যানাশে মুক্তি হয়। ব্যাকরণশাস্ত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ।

(১৬) **বেদান্তদর্শন**—এই শাস্ত্রের রচয়িতা ভগবান্ বেদব্যাস। ইহার সূত্রগুলির অস্ফুটতা ও সর্বতো-মুখিতানিবন্ধন ভাষ্যকারদের স্বস্বঅভিরুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রস্থানের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণ-

ভাণ্ডার উপনিষৎসমূহের মীমাংসার জন্যই এই বেদান্তসূত্র। উপনিষদে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়মতই সমর্থিত হইয়াছে এবং এই উভয় মতের একতর বা উভয়েরই আংশিক গ্রহণে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদপরিহারে অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনা করিয়াছেন; রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীজীব, শ্রীবলদেব প্রভৃতি উভয়বাদের সংমিশ্রণে স্বস্বসম্প্রদায়মতে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। সকল সম্প্রদায়েই ব্রহ্ম, জীব ও জগতের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সর্বদর্শন সংগ্রহে অনুক্ত হইলেও সুহৃদ্বর ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার-কর্তৃক লিখিত **"শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত"** এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইতেছে—

বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীহংস ভগবান্‌—ব্রহ্মার মানসপুত্র আজন্ম ব্রহ্মচারী চতুঃসন শ্রীহংসভগবানের নিকট যে পরমতত্ত্বের উপদেশ লাভ করেন—তাহাই মহর্ষি নারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যাই ছান্দোগ্য উপনিষদে ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে 'ভূমাবিদ্যা' নামে খ্যাত। মহর্ষি নারদের শিষ্য অরুণ-ঋষিপুত্র নিয়মানন্দই নিম্বার্ক, আরুণি ও নিম্বাদিত্য ইত্যাদি নামে খ্যাত। মহর্ষি বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের ইনি যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণসহ ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে কোনও মতবাদের খণ্ডন নাই বলিয়া ইহাই সপ্রমাণ হয় যে প্রচলিত ভাষ্যসমূহের পূর্বে এই দ্বৈতাদ্বৈত মত স্থাপিত হইয়াছিল। এই দ্বৈতাদ্বৈতমতের **মূল কথা**—(১) **পরমাত্মা** পরব্রহ্ম চিচ্ছক্তিযুক্ত আনন্দময়, অনাদি, অক্ষর সদ্বস্তু। এই চিচ্ছক্তির নামান্তর ঈক্ষণশক্তি, জ্ঞানশক্তি বা অনুভবশক্তি। (২) তিনি অদ্বিতীয়, অনন্ত, ভূমা। (৩) দৃশ্যমান জগৎ ও অনন্তজীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—তাঁহারই অংশস্বরূপ। দৃশ্যমান জগতের একমাত্র উপাদান—ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ এবং ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ (চিৎ) শক্তি—তাহাই জগতের নিমিত্ত কারণ, জীব ভগবানের চিৎশক্তির এক বিশেষ প্রকারভেদ। (৪) আনন্দরূপী ব্রহ্মের **মায়া**-নাম্নী স্বরূপগতা শক্তি অনাদি ও নিত্যা। ব্রহ্ম এক অদ্বৈত অখণ্ড সদা পূর্ণশক্তি হইলেও এই মায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপস্থ আনন্দকে অনন্ত বিশেষরূপে প্রতিভাত অর্থাৎ তাঁহার ঈক্ষণ (চিৎ) শক্তির বিষয়ীভূত করায়। (৫) ব্রহ্মের স্বরূপগত চিদংশ অনন্ত সূক্ষ্ম চিদাত্মক ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া অনন্তরূপে তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনুভব ও প্রকাশ করে। এই সকল সূক্ষ্ম চিৎ-অংশই (চিৎ-অণুই) **জীবের স্বরূপ** এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দকে জীব যে অনন্ত বিভিন্ন ও বিশেষ বিশেষরূপে অনুভব (দর্শন) করেন, সেই সকল বিভিন্ন রূপই **জগৎ** (ব্রহ্মসূ ২।৩।১৭-১৮, ২১-২২)। জগৎ ও জীব উভয়ই মূলতঃ ব্রহ্ম হইলেও জগৎ ও জীবমাত্রেই ব্রহ্মের সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ এতদুভয়ের অতীত। জগৎ ও জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র (ব্রহ্ম ২।৩।৪২, ৩।২।২২)। অংশির সহিত অংশের যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, জগৎ ও জীবের সহিতও ব্রহ্মের তদ্রূপ সম্বন্ধ। অংশ পূর্ণাবয়বেই অংশির অঙ্গীভূত, অতএব অভিন্ন, আবার অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও আছেন, অংশমাত্রে অংশির সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে, অতএব অংশী হইতে ভিন্নও অংশ বটে; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব যে ব্রহ্মের অভিন্নাংশ—এই বোধ থাকে না, কাজেই আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখভাগী হয়। ব্রহ্মের সহিত জীবের এই অভিন্নত্ব—এই ধ্রুবা স্মৃতি ফিরাইয়া পাইবার জন্যই **সাধনা**। কাজেই এই মতে পরমপুরুষ পরব্রহ্ম আমার আত্মা—এইরূপ ধ্যান করিতে হয় (ব্রহ্মসূ ৪।১।৩)। এইরূপে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন-জ্ঞানে ধ্যানের দ্বারা যখন সাধকের আশ্রয়স্থানীয় সেই অদ্বিতীয় আনন্দময় পরব্রহ্ম জীবের নিকট প্রকাশিত হন, তখন তিনি ও জীব আনন্দময় হইয়া যান, জীবের ব্রহ্মভিন্নবোধ দূরীভূত হয়, জীব ব্রহ্মে অভিন্নরূপে স্থিতিলাভ করে (ব্রহ্মসূ ৩।২।২৬)—ইহাই জীবের মোক্ষাবস্থা। মোক্ষাবস্থায় জীবের বিনাশ হয় না, যেহেতু জীবও নিত্য। পরব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর রূপ ধারণ করিলেও কিন্তু গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই সর্বপ্রধান। এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মের মধ্যস্থানে সেতুস্বরূপে বর্ত্তমান হইয়া জীবের মোক্ষহেতু হয়েন। (গীতা ১২।৫-৬ এবং শ্রীনিম্বার্ককৃত 'বেদান্তকামধেনু ৮) এই শ্রীকৃষ্ণকে সশক্তিকরূপেই নিম্বার্কীয়গণ উপাসনা করেন—তাই শ্রীরাধা-

কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি তাঁহাদের উপাস্য। অভিধেয়-প্রসঙ্গে 'বেদান্তকামধেনুতে' উক্ত হইয়াছে—দৈন্যাদিগুণযুক্ত পুরুষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা উপজাত হয়, কৃপা হইলে সেই সর্ব্বেশ্বরে প্রেমবিশেষরূপা ভক্তি উপজাত হয়—এই ভক্তি দ্বিবিধা—সাধনরূপা অপরা ও উত্তমা পরাভক্তি (ব্রহ্মসূ ৩।২।২৪)।

এই সম্প্রদায়ের অন্য আচার্য্য **ভট্ট ভাস্কর** দ্বৈতাদ্বৈতপর ভাষ্য লিখিয়াছেন, সালিমাবাদ গদীতে তাঁহার বহুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বিদ্যমান ; তিনি প্রথমতঃ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে প্রণাম করত গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন বলিয়া নিম্বার্কাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য যে একব্যক্তি নহেন—ইহাই সপ্রমাণ হইল। এতদ্দ্বারা নব্য পণ্ডিতগণের নিম্বার্কাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্যের একব্যক্তিত্ববাদ নিরস্ত হইল। [সুতরাং ১১ পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তিতে, ১২ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে, ১৪ পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তিতে যে 'ভাস্কর' শব্দ-ব্যবহার হইয়াছে, তাহা নিম্বার্কীয়ার্থেই ধর্ত্তব্য।]

লোকায়তিকগণ (চার্ব্বাক), বৌদ্ধগণ (মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক), জৈনগণ (শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর) এবং কপিল—জগৎকে অনীশ্বর বলে। চার্বাকমতে জীবাতিরিক্ত ঈশ্বর বা পরলোক নাই, বৌদ্ধমতে পরমাণুদ্বারা জগৎসৃষ্টি, জৈনমতে জগতের কর্ত্তা নাই, সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা প্রধানই জগৎ রচনা করে। অপরদিকে কণাদ পতঞ্জলি প্রভৃতিকে ঈশ্বরবাদী বলিয়া মনে হইলেও তাঁহারা বেদোক্ত ঈশ্বর না মানিয়া অনীশ্বর-কক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন। ইহাদের মত বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে এবং অন্যান্য স্থলে বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যানাবসরে যে সব বিভিন্ন মতবাদের প্রচার-প্রসার হইয়াছে—তাহা পূর্বেই সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, এ স্থলেও সূচিত হইল ; এক্ষণে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি !

শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭—১৫০০ শকাব্দা)

(১) দর্শন শাখায় শ্রীপাদ শ্রীজীব।

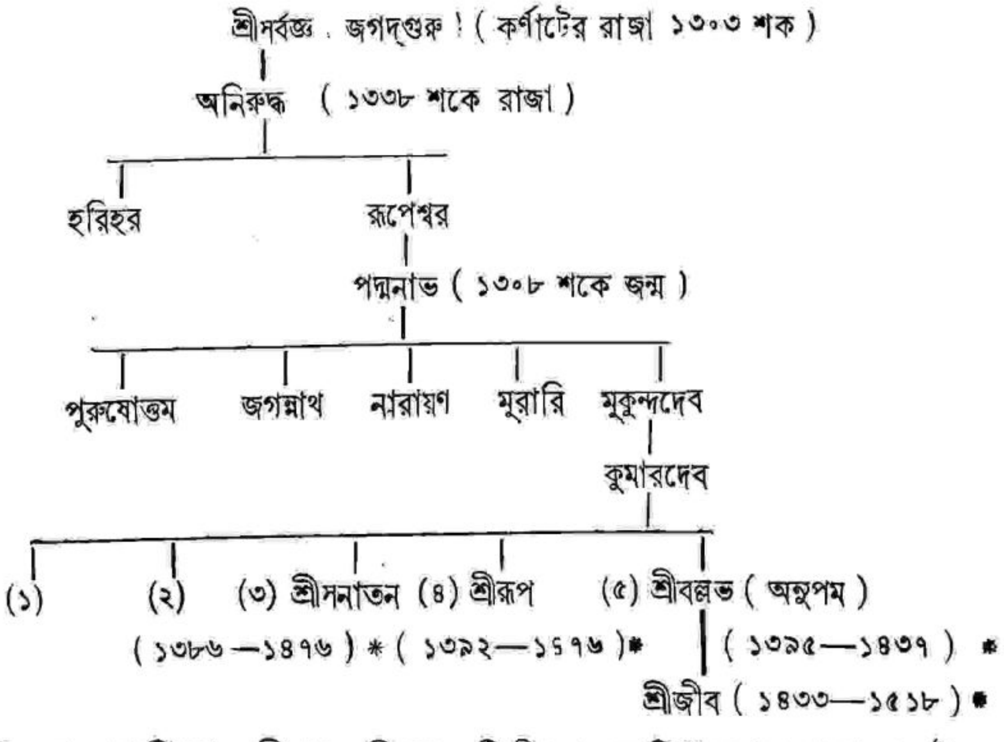
"যে সকল মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগত হইয়া বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তাদি দার্শনিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শ্রীজীব তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বপ্রধান। কাব্য-ব্যাকরণ, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসাদি ষড়্দর্শনে শ্রীপাদ শ্রীজীবের যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা তৎপ্রণীত প্রচরদ্রূপ গ্রন্থনিবহ-পাঠে সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অধ্যয়ন-নৈপুণ্যে, অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রবিচার-কুশলতায় তিনি তৎসময়বর্ত্তী সুপণ্ডিতগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে শ্রীপাদ শ্রীজীবের কুশাগ্রসূক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞান—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মায়ামৃগতৃষ্ণিকার প্রতপ্ত বালুকাতে আত্মবিসর্জন না করিয়া, প্রেমভক্তির সুধাময় মহাসাগরে মিলিয়া—বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শন-সিদ্ধান্তসমূহকে জগতের প্রধানতম ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাপক দর্শনশাস্ত্রে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষেই নিখিল সরস বেদান্তের সমুচ্ছ্রিত গৌরব-পতাকা। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীজীব কেবল বাঙ্গালার গৌরব নহেন—কেবল বাঙ্গালীর গৌরব নহেন—তিনি সমগ্র সুসভ্য জগতের অধিবাসিগণেরই গৌরব স্বরূপ। ভগবত্তত্ত্বের দুরধিগম্য সমুন্নত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্য তিনি যে বিপুলতর সুগম্য সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন- তজ্জন্য মানবমাত্রেরই তাঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মানবসমাজের তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহা যতই উন্নততর প্রদেশে অধিরূঢ় হইবে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থের মর্ম অবগত হইয়া, তাঁহারা সেই পরিমাণে তৃপ্তিলাভপূর্বক উত্তরোত্তর তদীয়সিদ্ধান্তে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।" *

শ্রীজীবপাদের বংশ-পরিচয়—লঘুতোষণীর উপসংহারে আত্মবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বলিয়াছেন যে ইহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ **সর্বজ্ঞ** কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে পরমপূজ্য ছিলেন বলিয়া 'জগদ্গুরু' নামেও

* সর্বসম্বাদিনীর ভূমিকা—শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

অভিহিত হইতেন। তিনি তত্রত্য রাজাও ছিলেন—সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও অলোকসামান্য গুণরাজিতে বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সর্বজ্ঞের পুত্র—**অনিরুদ্ধ** যজুর্বেদের সুপণ্ডিত, মহাযশাঃ ও জগৎপূজ্যই ছিলেন। ইঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র—**রূপেশ্বর** ও **হরিহর**। প্রথম জন শাস্ত্রে ও অপরজন শস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। পিতা দুই পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিলে হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য দখল করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া সস্ত্রীক পৌরস্ত্যদেশে আগমন করত তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত মিত্রতা করিয়া বসতি করিলেন। ইঁহার পুত্র—**পদ্মনাভ** রূপে, গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও ধনে মানে প্রসিদ্ধ হইলেন। পদ্মনাভ ভাগীরথী-প্রান্তে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে নূতন বাস স্থাপন করেন। পদ্মনাভের আঠার কন্যা ও পাঁচপুত্র। কনিষ্ঠপুত্রের নাম—**মুকুন্দ**, তাঁহার পুত্র **কুমারদেব** পরম আচারনিষ্ঠ ছিলেন; নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে ইনি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাক্‌লার মধ্যে (যশোহরে) ফতেয়াবাদেও এক বাসস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কুমারদেবের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজনই প্রসিদ্ধ—**সনাতন, রূপ** ও **অনুপম**। ইঁহাদের পিতার পরলোক হইলে ইঁহারা গৌড়-রাজধানীর সন্নিকটে সাকুর্মা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপ গৌড়রাজ হুঁসেন শাহের মন্ত্রীত্ব বরণ করত শাকর মল্লিক ও দবীর খাস সাজিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। অনুপমের পুত্রই—**শ্রীজীব**।

বংশলতা



শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত জীবন—শ্রীপাদ শ্রীজীবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও আনুমানিক ১৪৩৩ হইতে ১৪৪০ শকাব্দা ধরা যাইতে পারে। ভক্তিরত্নাকরের মতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ইনি রামকেলিতে প্রথম দর্শন করেন। অল্পবয়সেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার জীবনের পূর্বাভাস যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিরন্তর ধ্যানে, শ্রীরূপ সনাতনের নিরন্তর আকর্ষণে শ্রীজীব ব্যাকুল হইয়া গৃহবন্ধন ছিন্ন করত শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীজীব তাঁহাকে প্রভুদত্ত পশ্চিমদেশে (শ্রীবৃন্দাবনে) পাঠাইয়া বলিলেন যে পথিমধ্যে

* সপ্তগোস্বামী

কাশীধামে বাসুদেব সার্বভৌমের প্রিয়শিষ্য মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। শ্রীজীব ছয় বৎসর কাল কাশীতে বাস করিয়া বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং পিতৃব্যদ্বয়ের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়, সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে ও শাস্ত্রবিচারনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরূপসনাতন নিজকৃত গ্রন্থও শ্রীজীবদ্বারা শোধন করাইতেন। শ্রীজীবও স্বয়ং বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরাধাদামোদরের সেবা স্থাপন করত তীব্রভাবে সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর ভজন সাধন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেই তিনি বাস করিয়াছিলেন। উত্তরকালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া শ্রীগোস্বামিগ্রন্থ-প্রচারের বহু সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব উপনয়নকাল হইতে সমগ্র জীবন অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের লীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীজীবকৃত-গ্রন্থাবলি ঃ—দর্শন শাখায় (১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২) ভগবৎসন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, (৫) ভক্তি-সন্দর্ভ ও (৬) প্রীতি-সন্দর্ভ। **ব্যাকরণ** শাখায়, (৭) হরিনামামৃত, (৮) সূত্র-মালিকা, (৯) ধাতুসংগ্রহ। **অলঙ্কার** শাখায় (১০) ভক্তিরসামৃতশেষ; **কাব্য** শাখায় (১১) শ্রীমাধবমহোৎসব, (১২) গোপালচম্পূ পূর্ব (১৩) ঐ উত্তর, (১৪) সংকল্পকল্পবৃক্ষ (১৫) গোপাল-বিরুদাবলী। **টীকা ও ব্যাখ্যা** শাখায় (১৬) গোপালতাপনী, (১৭) ব্রহ্মসংহিতা, (১৮) রসামৃত, (১৯) উজ্জ্বল, (২০) যোগসারস্তব, (২১) গায়ত্রীভাষ্য এবং (২২) সর্বোপরি—ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা)। **প্রকরণ** গ্রন্থ (২৩) রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, (২৪) শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্নসমাহার, (২৫) শ্রীরাধিকা-করপদচিহ্নসমাহৃতি ইত্যাদি। ভক্তিরত্নাকর-বর্ণিত এই সূচীপত্র সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে প্রসিদ্ধ 'সর্বসম্বাদিনীর' নাম নাই। কেহ কেহ বলেন যে এই গ্রন্থখানি প্রথম চারিসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান বা প্রপূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই *।

শ্রীপাদ শ্রীজীব ও ষট্‌সন্দর্ভ

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র-নির্গলিত বেদান্তসুধা যাহা কাশীতে শ্রীপাদসনাতন ও প্রয়াগে শ্রীপাদরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা তাহাই শ্রীমদ্ গোপালভট্ট তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিয়া এক কারিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাই ষট্‌সন্দর্ভের + মূল আকর। প্রথম চারিটী সন্দর্ভে (১) সম্বন্ধতত্ত্ব, ভক্তি-সন্দর্ভে (২) অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রীতি-সন্দর্ভে (৩) প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রমাণপ্রয়োগ-সহকারে বিনিরূপিত। এই তত্ত্বত্রয়ই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

তত্ত্বসন্দর্ভে—প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ['কৃষ্ণবর্ণং' ইত্যাদিতে] স্বেষ্টদেবতার নির্দেশ, দ্বিতীয় শ্লোকে ['অন্তঃ-কৃষ্ণং'] স্বোপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব সে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন-স্বরূপ তাহাই প্রতিপাদন, বা প্রথম শ্লোকেরই ব্যাখ্যা বিশেষ, তৃতীয় শ্লোকে শ্রীগুরু ও পরমগুরুদ্বয়কে গ্রন্থরচনার প্রবর্ত্তকরূপে বর্ণনা, চতুর্থ ও পঞ্চমশ্লোকে বৃদ্ধবৈষ্ণবগণ (শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যাদি)-কৃত গ্রন্থসমূহের সারসঙ্কলনে রচিত হওয়ায় এই গ্রন্থের শ্রৌতসিদ্ধান্ত-অনুসরণ এবং স্বকপোলকল্পিতত্ব-নিরসন, ষষ্ঠশ্লোকে অধিকারি-নিরূপণ, সপ্তমে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু প্রভৃতির প্রণামপূর্বক গ্রন্থা-রম্ভ-সূচনা এবং নবমে শ্রোতৃবর্গের প্ররোচনামূলক আশীর্ব্বাদমুখে সমগ্র গ্রন্থের বস্তুনির্দেশ [স্বয়ং ভগবানের ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ রূপে ত্রিবিধ প্রকাশ] বিবৃত হইয়াছে। মুখ্য বিষয়-সমূহ—(১) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (২) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপনিরূপণে শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষানুমানাদির ব্যর্থতা ও ব্যভিচারিতা, (৩) তর্কের অপ্রতিষ্ঠান ও শব্দ-প্রামাণিকতা, (৪) বেদপুরাণাদির আবির্ভাব-তিরোভাব, (৫) পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকাদি পুরাণবিভেদ, সাত্ত্বিক পুরাণই গ্রাহ্য, তদনুযায়ী হইলে অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকতা, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের নির্গুণত্ব ও প্রমাণশিরোমণিত্ব, (৬) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, (৭) শ্রীমদ্-

---

* 'Catalogus Catalogorum' নামক গ্রন্থতালিকা পুস্তকে শ্রীজীবের নামে শ্রীদাস গোস্বামীর মুক্তাচরিত ও শ্রীরূপের স্তবমালা ভ্রম-ক্রমে আরোপিত হইয়াছে। 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থখানা শ্রীজীবের নামে আরোপিত হইলেও তাহা শ্রীরূপ-কবিরাজকৃত।

+ গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

ভাগবতের পরিচয়, প্রাধান্যাদি. (৮) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি আচার্য্যগণের উপাস্য ভাগবত, (৯) শ্রীবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ভাগবত (১০) ভক্তির স্বরূপশক্তিত্ব, (১১) একজীববাদ-খণ্ডন, (১২) সাধন-ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, (১৩) দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ত্ব, (১৪) নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইতে প্রেমের আদরণীয়তা, (১৫) আশ্রয়-তত্ত্ব, (১৬) সর্গাদি নির্ণয়, (১৭) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি। প্রতি সন্দর্ভের উপসংহারে—'ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-সভাজন-ভাজন-শ্রীরূপ সনাতনানুশাসনভারতী-গর্ভে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে' তত্ত্বসন্দর্ভো নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ' ইত্যাদি।

শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে—(১) অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদ্রূপে ত্রিবিধ স্ফূর্ত্তি, ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব, ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার ; (২) বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, (৩) ভগবৎস্বরূপের সশক্তিকত্ব ও বিরুদ্ধ-শক্ত্যাশ্রয়ত্ব, (৪) শক্তির অচিন্ত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব, ও নানাত্ব-স্থাপন, (৫) অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা শক্তি প্রভৃতির ভেদবৈশিষ্ট্য, (৬) গুণের স্বরূপভূততা, নিত্যতা, স্বরূপগুণনিরূপণ, (৭) ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্বাশ্রয়তা স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্বপ্রকাশতা, জন্মকর্মনিত্যত্ব, রূপগুণলীলাময়ত্ব, নামনামীর অভিন্নতা, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপতা, পরিচ্ছদসমূহের স্বরূপাংশত্ব ইত্যাদি। (৮) বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, [বৈকুণ্ঠের স্বরূপভূতত্ব, কর্মাদিদ্বারা অপ্রাপ্যতা, প্রপঞ্চাতীতত্ব, তাহা হইতে অস্খলন, নৈর্গুণ্যপ্রাপ্যতা, নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্ব, মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব, ভক্তিলভ্যত্ব ও সচ্চিদানন্দরূপতা, (৯) ব্রহ্মানন্দিরও ভগবৎ-সেবাস্পৃহা, স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের শ্রেষ্ঠতা ; ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য ; ভগবত্তায় পূর্ণতা, সর্ববেদাভিধেয়তা, স্বরূপশক্তি-বিবরণ ; (১০) ভগবানের বেদৈকবেদ্যতা।

পরমাত্ম-সন্দর্ভে—(১) পরমাত্ম-স্বরূপ, তদ্ভেদ ; (২) গুণাবতারের তারতম্য, পরমপুরুষের সহিত বিষ্ণুর অভেদোক্তি, ব্রহ্মাদির সহিত অভেদবোধক বাক্যচয়ের সমাধান, শিবের পরমদেবত্ব-খণ্ডন, পুরাণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ, পঞ্চরাত্র ব্যতীত দ্বিবিধ শাস্ত্রকর্ত্তা, কিঞ্চিজ্জ্ঞ ও সর্বজ্ঞ ; (৩) জীবতত্ত্ব, শ্রীজামাতৃবচনোপদেশে জীবের দেবাদিত্ব, দেহাদিত্ব, জড়ত্ব, বিকারিত্ব, জ্ঞানমাত্রাত্মকত্ব-নিরসন ; জীব একরূপ, চেতন, ব্যাপক, চিদানন্দাত্মক, প্রতিক্ষেত্রভিন্ন, অণু, নিত্যনির্মল ; জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, পরমাত্মৈকশেষত্ব, (জীবের অংশত্ব) জ্ঞানেচ্ছুর প্রতি জীব ও ঈশ্বরের অভেদোপদেশ, কিন্তু ভক্তীচ্ছুকে ভেদোপদেশ ; অনন্ত জীবশক্তি ইত্যাদি। (৪) মায়াতত্ত্ব—নিমিত্ত ও উপাদান, নিমিত্তাংশের দুই বৃত্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ, বিদ্যাপ্রকাশে দ্বার ; অবিদ্যা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। নিমিত্তাংশের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপা শক্তিত্রয়। উপাদানাংশে প্রধান—জগৎ মায়ার কার্য্য, মায়াবাদ-নিরসন, পরিণামবাদ-স্থাপন, [পরিণামশক্তি দ্বিধা— নিমিত্তাংশে মায়া, উপাদানাংশে প্রধান], কার্য্য কারণ হইতে অনন্য হইলেও কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে ভিন্ন, জগৎ সত্য কিন্তু নশ্বর, অনশ্বরবাদ-নিরসন ; শ্রীধর-স্বামির সিদ্ধান্ত ; (৫) নিগুর্ণ ঈশ্বরের কর্তৃত্বযোজনা ; (৬) ভক্তবিনোদার্থই ভগবানের বিবিধ লীলা ও অবতারাদি, (৭) ভগবৎপ্রাধান্যস্থাপনে উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ ; গায়ত্রী-ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে—(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব-বিচার, পরমাত্মার স্থান, স্বরূপাদিনির্ণয়, তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, পরমাত্মার আকার, (২) লীলাবতার-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বৈশিষ্ট্য, অবতার সকলের নিত্যত্ব ও প্রকারভেদ ; অংশত্ব কি ? বিভূতি ইত্যাদি। (৩) স্বয়ংভগবত্তা-বিচার, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের হেতু-নির্দেশ, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ, স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহনিরসন, কেশাবতারত্ব-খণ্ডন, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, নৃসিংহপুরাণ ও হরিবংশের বিরোধ ও সমাধান শ্রীভগবানের লীলাবতার-কর্তৃত্ব, গুণাবতার-কর্তৃত্ব ও পুরুষাবতার-কর্তৃত্ব ; (৪) শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিত্যতা, ভাগবতে মহাবক্তা ও শ্রোতাদের শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য, শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই অভ্যাস (বহুল উক্তি), 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই পরিভাষার প্রতিনিধিবাক্য, শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপ শ্রীভাগবতেরও মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণেই, শ্রীকৃষ্ণেরই পারতম্য, দ্বিভুজত্ব ইত্যাদি। (৫) শ্রীবলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের স্বরূপ ; (৬) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বিভুত্ব, স্বয়ংরূপত্ব, পরব্রহ্মত্ব, নরাকারত্ব, (৭) শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব, পৃথিবীতে প্রকাশমান ধামসমূহ অপ্রাকৃত, ধামের নিত্যত্ব, গোলোকের নিত্যত্ব ; (৮) শ্রীকৃষ্ণপরিকর-বর্ণনা,

যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদতা, গোপাদির নিত্যপার্ষদত্ব; গোপীগণের গুণময়দেহত্যাগ-মীমাংসা; (১০) শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-যশোদা-পুত্রত্বাদি; (১১) শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্য, অপ্রকট ও প্রকট লীলা, মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী উপাসনা, পরিকরগণের অভিমান-ক্রিয়া-প্রকাশভেদে; লীলাভূমির প্রকাশভেদ; (১২) প্রকট ও অপ্রকট লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতিকাল, পুনরায় ব্রজে আগমন, অপ্রকট লীলায় প্রবেশ—নন্দাদির পরমবৈকুণ্ঠে ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন; (১৩) শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ ব্রজাগমন অস্পষ্ট কেন? (১৪) অপ্রকটলীলাগত ভাব-বিচার; যাদবদের ও ব্রজবাসিদের; (১৫) মহিষীদের স্বরূপ-নির্ণয়, (১৬) ব্রজদেবীদের মাহাত্ম্য, স্বরূপ—শ্রীরাধার স্বরূপ ও উৎকর্ষ, শ্রীরাধামাধব-যুগলমাধুরী ইত্যাদি। এই চারি সন্দর্ভে **সম্বন্ধতত্ত্ব** নিরূপিত হইল।

শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ [প্রতি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ]

১-৯৮। **অন্বয়মুখে ভক্তিমহিমা**—সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—দ্বিবিধ জীব—(ক) পূর্ব-সংস্কারবন্ত (খ) ইহ মহৎকৃপাবন্ত; (২) ভক্তির সুখাত্মকত্ব (৩) ভজনীয় স্বরূপ ও আত্মপ্রসন্নতা।

(৩) **ভক্তির পরধর্মত্ব**—জ্ঞানকর্মাদির ভক্তির সচিবমাত্রত্বহেতু ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ ভজনীয়—গুরুশিষ্যভাবে প্রবৃত্তদেরও উপদেশ-শিক্ষাবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৭) ভক্তিমাত্রই তাৎপর্য্য—

শ্রীশৌনক প্রতি শ্রীসূতোপদেশের সারমর্ম—(১৮) কর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে যত্ন পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিই কর্ত্তব্য। তিন কারণে মঙ্গলকামীর ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুবৎ উপাস্য নয়—(২০) বিষ্ণূপাসকের দেবতান্তরের নিন্দা অকর্ত্তব্য—(২১) রজঃতমপ্রকৃতির লোকই অন্য দেবতা ভজে—(২৩) শ্রীনারদ-ব্যাসসংবাদের সারও ভক্তি—১ম স্কন্ধ (২৪-৩২) শ্রীশুক পরীক্ষিত-সংবাদের সারও ভক্তি—২য় স্কন্ধ।

২৭। ভক্তিযোগ না হওয়া পর্য্যন্তই কর্ম—(২য় স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে বিরাট্ ধারণার কথা বলিয়া "তদপবাদে" ভক্তিই কার্য্য বলা হইয়াছে। (২৮) সদ্যমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি অপেক্ষা প্রেম শ্রেষ্ঠ; (২৯) ভক্তিযোগ সর্ববেদ-সিদ্ধ—(৩১) অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম সকলেরই ভক্তি অভিধেয়—(৩২) তীব্র ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তিতে পরিণতা হয়, কিন্তু যাদৃচ্ছিক ভক্তিদ্বারাই কামনাপূর্ত্তি হয়। যজ্ঞাদি করিতে খাদিরযূপসংযোগবৎ ভাগবতের সঙ্গ হইলে প্রেমই লাভ হয়।

৩৩। শ্রীশৌনকও ব্যতিরেকমুখে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দৃঢ় করিয়াছেন—২।৩।১৭ [২য় স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে সর্ব্বদেবতোপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবচনদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব]; (৩৪) শ্রীহরিগুণানুবাদকের আয়ুই সফল—(৩৫-৪০) শ্রীহরিকথা-বিমুখজন মহাপশু—তাহার অঙ্গসকল নিষ্ফল—

৪১-২। শ্রীব্রহ্মনারদের সংবাদের সারও বিষ্ণুভক্তি—শ্রীনারায়ণই সর্ববেদের তাৎপর্য্যরূপে একমাত্র উপাস্য—পরব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই মহিমা—

৪৩-৫। শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেও ভক্তিমার্গই সুখরূপ বর্ত্ম; (৪৬-৭) শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদেও পরতত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য ভক্তিই শিব পন্থা; ৫৮-৯। শ্রীপৃথুরাজপ্রতি শ্রীকুমারোপদেশেও ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব—(৫০) শ্রীরুদ্রগীতেও ভক্তিই করণীয়—কর্মাগ্রহ দ্বারা পূজার বিচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে—(৫১) শ্রীনারদপ্রচেতাসংবাদে—ব্যতিরেকমুখে বিষ্ণুসেবাভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়াদি বিফল—(৫২) অন্বয়মুখে—শ্রীহরিসেবাদ্বারাই সকল দেবতা তৃপ্ত হয়—(৫৩) শ্রীঋষভ-দেবকর্ত্তৃক স্বপুত্র-শিক্ষণে (৫ম স্কন্ধ) প্রীতিভক্তিই অকিঞ্চনের কর্ত্তব্য; শ্রীব্রাহ্মণ ও রহূগণসংবাদে—শ্রীহরিসেবোত্থ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সংসার নাশ হয়—মহৎসঙ্গ দ্বারাই হরিভক্তি হয়—(৫৪) শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসংকর্ষণোপদেশান্তে (৬ষ্ঠ স্কন্ধে) পুরুষ অবশেষে ভক্ত হন—(৫৫-৭) শ্রীপ্রহ্লাদদ্বারা অসুরবালকানুশাসনে—(৭।৭) কৌমারেই প্রিয়সুহৃদ্ হরির ভজন কর্ত্তব্য। (৫৮) শ্রীনারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে (৭।১১।৬) ভক্তিদ্বারাই মন সুপ্রসন্ন হয়, ভক্তিই সর্বপুরুষার্থহেতু, ভক্তিই পরা বিদ্যা এবং পরমাশ্রয়—(৫৯-৬৫) শ্রীজায়ন্তেয়োপাখ্যানে—(৫৯—৬১) শ্রীকবিবাক্যে জ্ঞানাদ্যমিশ্র ভক্তি—শ্রবণাদিদ্বারা ভজিলেই সাধক ক্রমশঃ অভয় হয়েন, এবং মন অনায়াসে নিরুদ্ধ হয়—

৬২। শ্রীআবিহোত্রবাক্যে—কর্মাদি ত্যাগ করিয়া ভক্তিই কর্ত্তব্য (৬৩) বেদ কর্মের মোক্ষজন্যই কর্ম বিধান

করিয়াছেন—শ্রদ্ধা এবং বিরক্তির অনুদয় পর্য্যন্ত বেদোক্ত কর্ম অনাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পণ করিয়া করাই কর্ত্তব্য—শীঘ্র দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগেচ্ছুর বেদোক্ত এবং তন্ত্রোক্ত বিধিপূর্বক শ্রীকেশবের অর্চনা কর্ত্তব্য—(৬৫) শ্রীচমসবাক্যে—শ্রীহরিসেবক শ্রীহরি দ্বারা রক্ষিত হইয়া বিঘ্নকে সোপান করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হন। শ্রীকরভাজন-বাক্যে—শ্রীহরি নানাযুগে নানামার্গে পূজিত হন—

৬৬। শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—ভক্ত শ্রীহরির নির্মাল্যাদি সেবা করিয়া এবং শ্রীহরিলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তনদ্বারা অনায়াসে মায়া জয় করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করেন—(৬৮) শ্রীহরিলীলাশূন্য বেদবাক্যও অভ্যাস করিবে না—(৭০) ভক্তি-দ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়—

৮০। **শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা যাবৎ পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাবৎ পরিমাণে শ্রীভগবৎস্বরূপ, গুণ, লীলা এবং মাধুর্য্য অনুভুত হয়।**

৮৪। সর্বফলরাজ স্বফল প্রেমভক্তিমার্গে জ্ঞানবৈরাগ্যাভাসের দরকার নাই—ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানাদি লভ্য সকল বস্তুর অনায়াসে লাভ হয়—(স্বর্গবাঞ্ছা) চিত্রকেতুর, (মোক্ষবাঞ্ছা) শুকদেবের ও (বৈকুণ্ঠেচ্ছা) পার্ষদত্বেচ্ছু ভক্তগণের—প্রেমসেবা-দ্বারাই ইহারা প্রার্থিত বিষয় পাইয়াছেন—

৮৫। এই জন্মে নশ্বর মনুষ্যদেহ দ্বারা শ্রীহরিকে পাওয়াই বুদ্ধিমত্তার এবং চাতুর্য্যের পরিচায়ক—যথা শ্রীহরিশ্চন্দ্রাদি—(৮৬) শ্রীশুকোপদেশের উপসংহারে—শ্রবণাদি ভক্তিই কর্ত্তব্য—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির ভগবদ্ধ্যান ও কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য—নানাঙ্গবান্ শুদ্ধাভক্তির মধ্যেও **লীলাকথা-শ্রবণই** পরমশ্রেয়ঃসাধক—(৮৭-৯১) শ্রীসূতোপদেশের শেষেও—(১২।১২) শ্রীভগবৎকীর্ত্তনাদিতেই আদর কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণস্মরণদ্বারাই সত্ত্ব-শুদ্ধি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি লাভ হয়—শ্রীহরিভজনদ্বারাই তপঃআদি সম্পত্তির সার্থকত্ব হয়—

৯২-৮। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব ইতিহাস-বাক্যেও ভক্তিমাত্রই তাৎপর্য্য। স্বভৃত্যপ্রতি যম-বাক্যে—নামাদি কীর্ত্তনদ্বারা হরিভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম—ভক্তগুণাদির শ্রবণদ্বারা বেদাদি-শ্রবণফল হয়—সদা শ্রীহরিস্মৃতিই পরম কর্ত্তব্য—বেদার্পণমন্ত্রেও শ্রীজনার্দন-প্রীতিই উদ্দিষ্ট—(৯৫) শ্রীব্রজদেবীর প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্যে—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই সকল বর্ণাশ্রমাচারবিহিত কর্মের উদ্দেশ্য—(৯৬) শ্রীভগবান প্রতি ব্রহ্মার বাক্যে—জ্ঞান ভক্তিরই অন্তর্গত—শ্রীমদ্ভগবৎগীতায়ও ১০ম অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তিই উপদিষ্টা—(৯৭) শ্রীদামবিপ্রবাক্যে—অন্যান্য পুরুষার্থসাধনও ভক্তিমূলক—ভক্তিই সর্বসিদ্ধির জীবন, কিন্তু ঐ সকল সিদ্ধি বিনাও ভক্তির সাধকত্ব—

৯৮। সর্বশাস্ত্রেই ভক্তির অভিধেয়ত্ব—অজ্ঞ লোকেরাই কর্মাদির অঙ্গরূপে বিষ্ণূপাসনা করে—শ্রীদেবতাদের পরস্পর বাক্যে—ভক্তি, উপাসকের স্বকামনাদানান্তর পরম ফল প্রেম দেন—

ব্যতিরেকমুখে—(৯৯) কর্ম-অনাদরদ্বারা—ভক্তির বিশ্বসনীয়ত্ব এবং নিত্যসুখরূপত্ব—স্বল্পায়াস ও বিত্তাদি দ্বারা সাধ্যা ভক্তি পরমফলদা—(১০০) ভক্তিবিনা অন্য কিছু হরিতোষের কারণ নয়—হর্য্যর্পিতপ্রাণ শ্বপচও ভক্তিহীন দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তিহীনের ঐ সকল গুণ কেবল গর্ববৃদ্ধি করে, চিত্তশুদ্ধি করে না—(১০২) শ্রীভগবদর্পিত কর্মেরও অনাদর দ্বারা—যথা চোলদেশরাজ ও শুদ্ধভক্তের উপাখ্যান—শ্রীগীতায়ও ১২শ অধ্যায়ে ভক্তির অসামর্থ্যেই কর্মার্পণ বিহিত হইয়াছে, (১০৩) যোগের অনাদর দ্বারা—(১০৪) জ্ঞানের অনাদর দ্বারা—ভক্তিমার্গে শ্রম হয় না, অথচ তদ্বশীকারতারূপ অপূর্ব ফল হয়, (১০৫) ভক্তিবিনা জ্ঞান হয় না—

১০৬। স্বতন্ত্র অন্য আশ্রয়-অনাদর দ্বারা—যথা দেবগণ শ্রীআদিপুরুষকে—ব্রহ্মা এবং শিবকেও বৈষ্ণব বলিয়া ভজিবে—সৎবৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সমান দর্শন দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না, প্রত্যবায় হয়—অভেদ-দৃষ্টি-বচন শান্তভক্তি ও জ্ঞানাদিপর—শ্রীশিবও মার্কণ্ডেয়াদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভজন করেন—শ্রীশিব নিজেই শ্রীহরির ঈশ্বরত্ব বলিয়াছেন—অতএব বৈষ্ণব-ভাবেই শিবের ভজন যুক্ত—শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা শ্রীশিবকে বৈষ্ণব বলিয়াই মানেন, কেহ বা ভগবদধিষ্ঠান বলিয়াও মানেন—শ্রীশিবকে স্বতন্ত্রভাবে ভজিলেই ভৃগু-শাপ লাগে—অন্য দেবতাদিগকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া জানিবে—দেবান্তরের স্বতন্ত্রোপাসনাদ্বারা শ্রীহরিকে পাওয়া যায় না—অন্য দেবতাকে

অবজ্ঞা বা নিন্দা অত্যন্ত দোষকর—কারণ তন্নিন্দাদ্বারা পূর্বধর্মও নষ্ট হয়—শ্রীশিব-নিন্দুক একান্তী বৈষ্ণবও নরকে যায়, যথা চিত্রকেতু—শ্রীকপিলদেব যখন সাধারণ প্রাণির অবজ্ঞাই নিষেধ করিয়াছেন, তখন শ্রীশিবাদির নিন্দার ত কথাই নাই। কনিষ্ঠ ভাগবতই শ্রীবিগ্রহাদিতে শিলাদিবুদ্ধি করিয়া নারকী হয় এবং দেরীতে ফল পায়। যে পিতার ন্যায় কোন লোককে উদ্বেগ দেয় না, তাহার প্রতি শ্রীভগবান্ শীঘ্রই তুষ্ট হন—অজাতশ্রদ্ধেরই স্বকর্মসহায় অর্চন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা জ্ঞান হয়—জাতশ্রদ্ধের শুদ্ধার্চনই যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য—ভূত-দয়া বিনা অর্চনা সিদ্ধ হয় না—যথাযুক্ত যথাশক্তি দানদ্বারা এবং তদভাবে মানদ্বারা দয়া কর্ত্তব্য—একান্তী ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব—ভক্তে আদর-বাহুল্য এবং অন্যের প্রতি যথাপ্রাপ্ত যথাশক্তি আদর কর্ত্তব্য—প্রথমোপাসকেরই সর্বভূতাদর বিহিত, সশ্রদ্ধ সাধকের তাহা স্বাভাবিক—জাতরতির অহিংসা এবং উপরতি স্বীয় স্বভাব—পরম সিদ্ধের সর্বভূতে প্রেম—অন্যত্র রাগদ্বেষ শীঘ্র ত্যাগের জন্যই শ্রীভগবৎসম্বন্ধে অন্যদেবতা এবং ভূতাদর কর্ত্তব্য—কেবল ভূতাদর অনর্থহেতু যথা ভরতের—অর্চনের জন্য পত্রপুষ্প-চয়নরূপে কিঞ্চিৎ হিংসাও বিহিত—

১০৭। পণ্ডিতলোক কৃতজ্ঞ, সুহৃদ্ ও আত্মদ হরি ভিন্ন অন্যের শরণ লয় না, (১০৮) শ্রীহরির অভক্তমাত্রের অনাদর দ্বারা—(১০৯) শ্রীহরির নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে দেবতাগণ গুণের সহিত আশ্রয় করেন—(১১০) কর্মাদি মার্গসিদ্ধ মুনিগণেরও অনাদর—ভাগবত ধর্মের ১২ জন মহাজন—(১১১) শ্রীভগবদ্‌ভক্তিরই সর্বোর্দ্ধাভিধেয়ত্ব—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি ৪ বর্ণ ও ৫ আশ্রমেরই নিত্য স্বধর্ম—জীবন্মুক্তও শ্রীহরির অবজ্ঞাদ্বারা পতিত হয়—

১১২-৩। এদেহে এবং দেহান্তরে ভক্তি নিত্যা—তাৎপর্য্যনির্ণয়ের ষড়্‌বিধলিঙ্গদ্বারাও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব জানা যায়—(১১৫) চতুঃশ্লোকীতে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব কথিত—ভক্তির সর্বশাস্ত্রাদিতে **সার্বত্রিকতা**—সর্বশাস্ত্রে—সর্বকর্তৃত্বে—সর্বদেশে—সর্বকরণে—সর্বদ্রব্যে—সর্বকার্য্যে—সর্বফলে—সর্বকারকে। ভক্তিরই **সদাতনত্ব**—স্বর্গাদিতে—সর্বযুগে—সর্বাবস্থাতে; ভক্তি রহস্যাঙ্গ বলিয়া জ্ঞানরূপ অর্থান্তরদ্বারা আচ্ছন্নরূপে বর্ণিত—

১১৫-৭। ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ ব্যাসকে হরিভক্তি সংকল্প করিয়াই ভাগবত লিখিতে বলিয়াছেন—শ্রীভগবানও উত্তম হরিভক্তিকেই "**লাভ**" বলিয়াছেন—

১১৯-২০। ভাগবদ্ধর্মই পরমহংসদের এবং শ্রীভগবানের প্রিয়, তদুপদেষ্টাই সর্বোৎকৃষ্ট। (১২১) শ্রদ্ধা-ভক্তিতে লোকসকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই কর্মাদি-মিশ্রভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভক্তের ভক্তিই কর্ত্তব্য—

১২১। ভক্তিরই পরম ধর্মত্ব, সর্বকামপ্রদত্ব, সর্বান্তরায়-নিবারকত্ব;—ভক্তিমার্গে জ্ঞানমার্গের মত অসহায়তা নিমিত্ত ভয় নাই, কর্মমার্গবৎ মৎসরাদিযুক্ত হইতে ভয় নাই—ভক্ত সাধনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না; যথা—বৃত্র, গজেন্দ্র, ভরতাদি—(১২৩-৪) ভক্তির দুষ্টজীবাদিকৃত-ভয়নিবারকত্ব—(১২৫) ভক্তির পাপঘ্নত্ব—অপ্রারব্ধপাপেরও নষ্টকারিত্ব—(১২৬) কেবলা ভক্তিই সূর্য্যনিহারবৎ সর্বপাপ নাশ করে—(১২৭) ভক্তিই সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত—যথা ইন্দ্রের বৃত্রাসুর-বধ-জন্য; মহদপরাধ ভোগের দ্বারা কিংবা মহতের সন্তোষদ্বারা নাশ পায়—(১২৮) প্রারব্ধপাপহারিত্ব, জাতিদোষ ও ব্যাধ্যাদিহারিত্ব—(১২৯) ভক্তির দুর্বাসনাহারিত্ব—(১৩০) ভক্তির অবিদ্যাহারিত্ব—(১৩১) ভক্তির সর্বপ্রীণনহেতুত্ব—হরিভক্তকে স্থাবর জঙ্গম সকলে ভালবাসে—

১৩২। ভক্তির জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সর্বসদ্গুণহেতুত্ব—ভক্তির সর্গাপবর্গভগবদ্ধামাদিতে সর্বানন্দহেতুত্ব, ভক্তির স্বতঃ পরমসুখদত্বহেতু অন্য সাধন ও সাধ্যবস্তু-বিষয়ে হেয়ত্ব-কারিতা।

১৩৩-৪। ভক্তির নির্গুণত্ব—ভক্তিই নির্গুণ, অর্পিত কর্মাদি সকলই সগুণ। (১৩৫) ভক্তি সত্ত্বগুণের অপেক্ষা করে না, যথা চিত্রকেতু—মহৎসঙ্গই পরম নির্গুণ ভগবদ্‌জ্ঞানের বা ভক্তির কারণ—মহৎ নির্গুণ, তাঁহার সঙ্গও নির্গুণ—মহৎসৈবৈকনিদানত্বহেতু ভক্তিও নির্গুণ—ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবৎ-কৃপোত্থ—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ—ভক্তদের আনুসঙ্গিক-রূপে এবং ব্রহ্মোপাসকের স্বতন্ত্ররূপে হয়—শান্তভক্তের ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীভগবানের পরাভক্তির পরিকর হয়, যথা—শ্রীগীতায় (১৮।৫৪) ও শ্রীভাগ—ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাভেদে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—সাধকের মতিদ্বারা-কল্পিতত্বহেতু প্রসাদাভাসোত্থ ব্রহ্মজ্ঞানও সগুণ। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্মচৈতন্যের, অতএব নির্গুণা জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তিও নির্গুণ—

শ্রীকপিলদেবোক্ত ভক্তির সগুণাবস্থা সাধকের অন্তঃকরণানুগুণা কথিতা হইয়াছে—শ্রীভগবন্নিকেতনে বাস নির্গুণ—

১৩৬। শ্রীভগবদাশ্রয়কারক নির্গুণ, কারণ ক্রিয়াতেই তাহার তাৎপর্য্য, তদাশ্রয় দ্রব্যে নয়—(১৩৭) ভগবৎ সেবা শ্রদ্ধা নির্গুণ, (১৩৮) ভগবৎধর্ম্ম নির্গুণ, (১৩৯) ভক্তির স্বয়ংপ্রকাশত্ব, (১৪০) নিত্য পরমসুখরূপত্ব, সাধক-দশায় এবং সিদ্ধদশায়—ভগবদ্বিষয়ক রতিপ্রদত্ব—

১৪১। ভক্তিযোগাখ্য রতির পুরুষার্থতা বিষয়ে শৈথিল্য থাকিলেই শ্রীভগবান ভক্তি দেন না, মুক্তি দেন ; কারণ কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান তুষ্ট হন, (১৪২) ঐ ভক্তি শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তির পমম বৃত্তি, অতএব প্রীতিস্বরূপ শ্রীভগবান ভক্তিদ্বারাই প্রীণনীয়, (১৪৩) আত্মারাম পূর্ণকাম শ্রীভগবান ক্ষুদ্রবস্তুদ্বারাও পরিতুষ্ট হন—সহজ ভগবৎ-প্রীতি প্রার্থনা করিয়া যাহারা সেবা করে, তাহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরুর ন্যায় স্বপ্রীতি দেন—(১৪৪) কৃপা-প্রাবল্যহেতু শ্রীভগবান নিজ ভক্তি-শক্তি জীবে প্রকাশ করিয়া স্বদত্ত ভক্তিদ্বারাই নিজ জীবের বন্ধু হন ; জীবের উপকারতা আভাসত্বমাত্র।

১৪৫। শ্রীভগবদনুভবে ভক্তির অনন্যহেতুত্ব—(১৪৬) শ্রীভগবৎপ্রাপকত্ব—(১৪৭) মনের অগোচর-ফলদাতৃত্ব, যথা শ্রীধ্রুবের। শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।১৪ অধ্যায়স্থ সাধ্য এবং সাধন ভক্তির সমাধান—সাধনাবস্থায় শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের হৃদয় অনর্থ-নিবৃত্তি দ্বারা ক্রমশঃ যত পরিমার্জ্জিত হয়, ততই সে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অনুভব করে, বিষয়দ্বারা বাধ্যমান হইলেও অভিভূত হয় না। সাধ্যভক্তির সংস্কারহারিত্বহেতু বিষয়সকল বাধ্যমান হয়—(১৪৮) সাক্ষাৎ ভক্তির ত পরমধর্ম্মত্ব আছেই, ভগবদর্পিত অলৌকিক কর্ম্মেরও পরমধর্ম্মত্ব আছে—হরিভক্ত ভিন্ন অন্যের উপর যমের শাসন—(১৪৯) সকৃদ্ ভজনদ্বারাই আয়ুঃ সফল হয়—ভক্তি সর্ব্বকর্ম্মধ্বংস-পূর্ব্বক অল্পায়াসে পরমগতি-প্রাপ্তির কারণ হয়—শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা-গ্রহণমাত্র লোক যখন মুক্ত হয়, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সদা সেবা করে, তাঁহাদের আর কথা কি ? (১৫০) আমি "শরণাগত" বলামাত্র শ্রীহরি জীবকে অভয় দেন—

১৫১। কোন গর্ভস্থ জীব শ্রীভগবানের স্তুতি করে, কোন জীব করে না ; শ্রীহরিভক্ত সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তি সমর্থ—শ্রীবিষ্ণুভক্ত অতীত এবং ভবিষ্যতের শত কুল উদ্ধার করেন—

১৫২। ভক্ত্যাভাসেরও সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্ব—যথা দণ্ডহস্তে নৃত্যকারী উন্মত্তের ধ্বজা-রোপণ ফল—ব্যাধহত এবং কুক্কুর মুখানীত পক্ষীর মন্দির পরিক্রমা-ফল—পূর্ব্বজন্মে প্রহ্লাদের অজ্ঞানতঃ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রতের ফল—(১৫৩) অপরাধরূপে দৃশ্যমান ভক্ত্যাভাসেরও মহাপ্রভাব—যথা শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রে রক্ষিত বিপ্র-স্পর্শে রাক্ষসের নির্ব্বেদ-প্রাপ্তি—দীপবর্ত্তিকাচোর মূষিকেরও রাজ্ঞীত্ব এবং পরমপদত্ব-প্রাপ্তি—কৃতজন্মাষ্টমী দাসীর সঙ্গে কোন লোকের তদ্‌ব্রতের ফলপ্রাপ্তি—দুষ্টকার্য্যার্থ মন্দির-লেপনদ্বারা উত্তমগতি-প্রাপ্তি—ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাও ঈদৃশ ফল নাই—শ্রীভগবদ্বশীকারিতাসম্বন্ধেও ভক্তিই কারণ—ভক্তির মাহাত্ম্যবৃন্দ প্রশংসামাত্র নয়, যথা অজামিলাদিতে—কেবল শ্রীহরিনামের নয়, ভক্ত্যঙ্গমাত্রেরই অর্থবাদে দোষ—ভক্তের ভজনে ক্রমশঃ উন্নতি না দেখিলে নামার্থবাদ-কল্পনা এবং বৈষ্ণব-অনাদরাদি দুরন্ত অপরাধই প্রতিবন্ধ-কারণ বলিয়া জানিবে—ভক্তিতে অর্থবাদ-কল্পনা দ্বারাই নৃগরাজার দানকর্ম্মাগ্রহ হইয়াছিল এবং যমলোকে গমনাদি হইয়াছিল—এইরূপ অপরাধে ভক্তিস্তম্ভও শুনা যায়—দেহ, ধন, জনতা ও লোভের জন্য যে পাষণ্ডিরা গুরুর অবজ্ঞাদি দশাপরাধ করে, তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত নাম শীঘ্র ফল দেন না—বৈষ্ণবানাদরকারীর প্রতি শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন না—অবিশ্রান্ত নাম-কীর্ত্তনদ্বারাই নামাপরাধ বিনষ্ট হয়—নামাপরাধনাশের সহিত অপরাধাবলম্বন পাপবাসনাও নষ্ট হয়। নামাবৃত্তি—সিদ্ধদের প্রতিপদে সুখবিশেষোদয়ের জন্য এবং অসিদ্ধদের ফল পাওয়া পর্য্যন্ত। ফলপ্রাপ্তিতে দেরী দেখিলেই অপরাধ আছে জানিতে হইবে—মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ ভক্তিদ্বারাও দুর্নিবার্য্য কৌটিল্যাদি প্রাচীন অপরাধেরই চিহ্ন—(১) **কৌটিল্য**—গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের প্রতি ভিতরে অনাদর, বাহিরে পূজাদি—যথা দুর্য্যোধনের—

১৫৪। ভক্তেরাও সকল অজ্ঞকে কৃপা করেন, কুটিল বিজ্ঞকে কৃপা করেন না ; জ্ঞানবল-দুর্ব্বিদগ্ধ লোক অবিচিকিৎস্য বলিয়া উপেক্ষণীয়—(১৫৫) (২) **অশ্রদ্ধা**—ভক্তমহিমা দেখিয়া শুনিয়াও বিপরীত ভাবনাদিদ্বারা বিশ্বাসের

অভাব—যথা দুর্য্যোধনের বিশ্বরূপ-দর্শনাদিতেও ; শুদ্ধ ভক্তের ভগবন্মহিমা-প্রকাশের ইচ্ছাতেই বিপদ হইতে রক্ষারূপ ভক্তির আনুসঙ্গিক ফলও কথিত হয়, নিজ রক্ষা বা মহিমা-প্রকাশের জন্য নয়—যথা প্রহ্লাদ ও শৌনক—পরীক্ষিতের উহাও ইচ্ছা ছিল না—(১৫৬) মহানুভাব-লক্ষণ আধুনিক ভক্তেও মহিমাদর্শনে অবিশ্বাস অকর্ত্তব্য—বিশেষোপাসনাদ্বারাও ঐ রূপ আনুসঙ্গিক ফলোদয় হয়—যথা ধ্রুবের। (১৫৭) (৩) **ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক বস্ত্বন্তরাভিনিবেশ**—যথা ভরতের প্রাচীনাপরাধাত্মক আরব্ধ কর্ম্মই কারণ—(১৫৮) কেহ কেহ মনে করেন তাদৃশ ভক্তে সাধারণ প্রারব্ধেরই প্রাবল্য শ্রীভগবান স্বয়ং ঐ ভক্তের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্যই করেন—যথা ভরতের ও নারদের—(১৫৯) অপরাধহেতুই ঐরূপ অভিনিবেশ হয়, যথা গজেন্দ্রাদির [৮।৪।১১-২] (৪) **ভক্তিশৈথিল্য**—যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখনিষ্ঠাই উল্লাস পায়, ভক্তিতৎপরদের ঐ সুখে অনাদর হয়—সৎসাধকের উপাসনা বৃদ্ধির জন্যই দেহরক্ষার ইচ্ছা হয়—ভক্তির নিকট অপরাধাবলম্বন ভক্তিশৈথিল্য, মধ্যে ২ রুচ্যমান ভক্তিদ্বারাও দূর হয় না—নিরপরাধ মূঢ় অসমর্থলোকের অল্পেতেই সিদ্ধি হয়, তৎপ্রতি শ্রীভগবৎকৃপা অধিক হয়, কিন্তু বিবেকীর অত্যন্ত দৌরাত্ম্যহেতুই অপরাধ হয় ; বিদ্বান্ সমর্থ শতধন্বর অপরাধহেতু পতন, এবং মূঢ় মূষিকাদির অপরাধ সত্ত্বেও সিদ্ধি যুক্তই, দৌরাত্ম্যাভাবহেতু অপরাধ অতিক্রম করিয়া ভক্তির প্রভাব উদিত হয় —(৫) **স্বভক্ত্যাদিকৃতাভিমানত্ব**—অপরাধ হেতুই হয়, তদ্দ্বারাই পুনঃ বৈষ্ণবাবমাননাদিলক্ষণ অন্যাপরাধ জন্মে, যথা দক্ষের —প্রাচীন অর্ব্বাচীন অপরাধের অভাবেই সকৃৎ ভজনে ফলোদয় হয়—পূর্ব্ব বা ইহ জন্মে শ্রীভগবদারাধনাদি-সিদ্ধেরই মরণসময়ে একবারও নাম-গ্রহণাদি হয়, এবং তৎসিদ্ধভাবানুসারে ভগবৎসাক্ষাৎকার চিন্তিত হইয়া শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হয় ; যথা গীতায়—অপরাধাভাবহেতু পুনরায় তাহা ক্ষয়ের জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, যথা অজামিলের ; কিন্তু যমদূতের নামাদি শ্রবণ করিয়াও তাহা হইল না।

১৬০-২। শ্রীভরতের ও শ্রীঅজামিলের হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীভগবদাবির্ভাব ছিল বলিয়াই মৃত্যু-সময়ে সকৃৎ ভজনের দ্বারা তৎপ্রাপ্তি—(১৬১) অন্তে শ্রীহরিস্মৃতিই পরমলাভ—(১৬২) অতিশয় ভগবৎকৃপাদ্বারাই মরণসময়ে সকলের দৈন্যোদয় হয়—(১৬৩) অধিকারী-বিশেষেই ভগবৎকৃপার ফলোদয় দৃষ্ট হয়—জাতরুচিতে অন্যস্পৃহা-ত্যাগ যথা উদ্ধবের ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য এবং শুভা মতির ত্যাগ—(১৬৪) জাতপ্রেমে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা অবাধত্ব—যথা পরীক্ষিতের—

১৬৫। অনন্যা ভক্তিই অভিধেয় বস্তু—অন্যোপাসনারহিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই অনন্যত্ব—ভক্তির মহাদুর্লভত্ব এবং দুর্ব্বোধত্ব—অন্য কামনা দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব থাকে না—অকিঞ্চনত্ব ও অকামত্ব—তন্মাত্র-কামনাদ্বারাই সিদ্ধ হয়—একান্তিত্ব যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদির ভগবান্ ভিন্ন সাধনসাধ্য-বিবর্জ্জিতত্ব—

(১৬৬) রাজা ও সেবকের মত প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই কামনা নাই—(১৬৭) ভগবৎসুখে ও মানে তদেকজীবন ভক্তের সুখ ও মান—(১৬৮) সকামভক্তি সার্থসাধনমাত্রে তাৎপর্য্যদ্বারা ভক্ত্যনুকরণমাত্র—সকামত্ব দ্বিবিধ—ঐহিক এবং পারলৌকিক। প্রহ্লাদের মুখ্য একান্তিত্ব এবং মুমুক্ষু পৃথদের গৌণ একান্তিত্ব—একান্তভক্ত অম্বরীষের যজ্ঞবিধান লোকসংগ্রহার্থ —ভক্তিদ্বারা জীবিকা-প্রতিষ্ঠাদির উপার্জন না করাই ঐহিক নিষ্কামত্ব—

১৬৯। নবধা নিষ্কাম ভক্তিরই সর্ব্বশাস্ত্র-সারত্ব—সর্ব্বভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুত নব প্রকার ভক্তির এক অঙ্গ দ্বারাই সাধ্য-প্রাপ্তি হয়, তথাপি কোথায়ও অন্যাঙ্গমিশ্রণভিন্ন রুচিবশতই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

১৭০। অকিঞ্চনভক্ত্যধিকারী-বিশেষ-নির্ণয়—**পরতত্ত্ব সাম্মুখ্য—ত্রিধা—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মার্পণ**—(১) নির্ব্বিশেষ পরতত্ত্বসাম্মুখ্য—জ্ঞান। (২) সবিশেষপরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য—ভক্তি। (৩) তদ্দ্বয়ের দ্বারস্বরূপ—কর্ম্মার্পণ। (১৭১) নির্ব্বিণ্ণদের জ্ঞানে, কামিদের কর্ম্মে এবং শ্রদ্ধালুদের ভক্তিতে অধিকার—(১৭২) কোনও পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তকৃপা-(দ্বারা) জাত শ্রদ্ধামাত্রই ভক্ত্যধিকার-হেতু—"ইহাই কেবলমাত্র পরম মঙ্গলকর"—এই বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাভিন্ন অনন্যা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয় না—কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা হইলেও নষ্ট হয়—অতএব নির্ব্বিণ্ণ, নাতিসক্ত হওয়ার পরেও ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ বিহিত—হেলা অর্থাৎ

শ্রদ্ধাবিনাও ভক্তিমাত্র সিদ্ধ হয় যথা অজামিলের। দাহাদিকর্ম্মে বহ্ন্যাদিবৎ ফলোদয়-বিষয়ে ভক্তিতে বিধির অপেক্ষা নাই—দৌরাত্ম্যাভাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃতা অপরাধরূপা হেলাও ভক্তিদ্বারা বাধিত হয়, কিন্তু দৌরাত্ম্য থাকিলে জ্ঞান, বল, দুর্ব্বিদগ্ধাদিতে আর্দ্র কাষ্ঠের বহ্নিশক্তিবৎ ভক্তিদ্বারাও হেলা বাধিত হয় না—যথা বেণে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দের অর্থ—আদর। শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়—অনন্যা ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণমাত্র—পরপত্নী, পরদ্রব্য এবং পরহিংসাতে যাহার মতি নাই, তাহার প্রতিই শ্রীভগবান তুষ্ট হয়েন—

১৭২। লব্ধভক্তি লোকের পাপে স্বাভাবিক অরুচি—ভক্তিবলে পাপে প্রবৃত্তিদ্বারা অপরাধাপাতই হয়—শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো"—শ্লোক অনন্যভক্তের অনাদরদোষপর, দুরাচারতা-বিধানপর নয়—

১৭৩। জাতনির্ব্বেদ বা জাতশ্রদ্ধ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলেই আজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয় (১৭৪) **শরণাপন্ন** ভক্তের তদনুস্মরণদ্বারাই বিকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়—অনন্যভক্তের শ্রীভগবান ভিন্ন অন্যদেবতাতে তদ্রূপ ভক্তি থাকে না—জাতশ্রদ্ধের তচ্ছরণাপত্তিই চিহ্ন—কারণ শাস্ত্র তচ্ছরণেরই অভয় বলে—দেবাদিতর্পণ-মাত্রতৎপরেরও পৃথক্ ২ আরাধনা কর্ত্তব্য নয়—শ্রীভগবদারাধনা দ্বারাই মূলসেকবৎ সকল তৃপ্ত হয়—কর্ম্মত্যাগীর ভক্তি মধ্যে বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইলেও তত্ত্যাগজন্য অনুতাপ যুক্ত নয়, যথা শ্রীগীতায় (১৮।৬৬) এবং ভাগ (১।৫।১৭)। ভক্ত্যারম্ভেই স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ কর্ত্তব্য—ব্যাবহারিক কার্পণ্যাভাবও শ্রদ্ধার চিহ্ন—শ্রদ্ধাবান পুরুষের ভগবৎসম্বন্ধি কোনও বস্তুতে অবিশ্বাস বা অপ্রবৃত্তি হয় না—শ্রীহরিস্মরণ দ্বারা সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি হওয়া সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবানেরও স্নানাদি-আচরণদ্বারা সৎপরম্পরাচার গৌরবের জন্যই, তদকরণে অপরাধ হয়, কারণ কদর্য্যবৃত্তি-নিরোধের জন্যই মহতেরা মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন—শ্রদ্ধা জন্মিলেই সিদ্ধ ও অসিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই স্বর্ণসিদ্ধি-লিপ্সুর মত সদা ভক্ত্যনুবৃত্তি-চেষ্টাই হয়—সিদ্ধের শ্রীহরি-বিস্ফূর্ত্তিহেতু দন্তপ্রতিষ্ঠাদিময়-চেষ্টালেশও হয় না বলিয়া জ্ঞানকৃত মহদবজ্ঞাদিরূপ অপরাধ হয় না, অতএব চিত্রকেতুর শ্রীমহাদেবে অপরাধ ভাগবততত্ত্বে অজ্ঞানহেতুই হইয়াছিল—শ্রদ্ধাবানের প্রারব্ধাদিবশে বিষয়সম্বন্ধাভ্যাস হইলেও তখন দৈন্যাত্মিকা ভক্তিই উচ্ছলিতা হয়—অনন্যভাক্‌ত্ব দ্বারা লক্ষিতা শ্রদ্ধাও লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা নয়; যাহার উদয়ে বিষ্ণুতোষণ-শাস্ত্রবিরোধহেতু সুদুরাচারত্বযোগই অসম্ভব—লোক পরম্পরাপ্রাপ্তা শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী—যথা শ্রীগীতায় (১৭।১) ঐ শ্রদ্ধার পূর্ণাবস্থাতে সত্যাসত্য-বিচারান্তর অসত্যত্যাগ হয়, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত সতের প্রতিই "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" ইত্যাদি শ্লোক-বিধান—"ন বুদ্ধিভেদং" ইত্যাদি লোক-পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধালু সম্বন্ধে; "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্" শ্লোক শাস্ত্রাবধারণজাতা-শ্রদ্ধালু সম্বন্ধে—অজ্ঞজনে ঐ শ্রদ্ধা অসম্ভব হইলেও প্রাচীন-সংস্কার বিচারান্তর উপদেশ কর্ত্তব্য। অশ্রদ্দধান, বিমুখে এবং অশুশ্রূষুজনে উপদেশ দ্বারা অপরাধই হয়।

১৭৫। রুচ্যাদি শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ান্ত উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গরূপ সাম্মুখ্যভেদ—কর্ম্ম ভগবৎসাম্মুখ্য-দ্বারভূত—অফলকামী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকারী অনঘ শুচিলোক জ্ঞানী সঙ্গে জ্ঞানী, কিম্বা ভক্ত সঙ্গে ভক্ত হয়—

১৭৬। জ্ঞান এবং ভক্তি সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য—জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ সাম্মুখ্য; ভক্তি, সবিশেষ-সাম্মুখ্য উহা দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠত্ব, পরমাত্মনিষ্ঠত্ব যথা শ্রীগীতায় এবং শ্রীভাগবতে; ভক্তির আনুসঙ্গিক সর্ব্বফলত্বহেতু জ্ঞানও ন্যক্‌কৃত—সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিতেও বিষ্ণূপাসনা, পরমাত্মোপাসনা, অন্যাকারেশ্বরোপাসনা, অহংগ্রহোপাসনা, সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যাদি ন্যক্‌কৃতা—নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিই সর্ব্বোর্দ্ধ—

১৭৭। তন্মাধুর্য্যানুভব হইতে ভক্তের বিধিনিষেধকৃত গুণদোষ হয় না—(১৭৮) অংশ জীব ভগবদাশ্রয়ক, তদেক-জীবন, অতএব অকিঞ্চনা ভক্তিই তাহার স্বভাবতঃ উচিত—প্রণবই বৈষ্ণবদের মহাবাক্য—(১৭৯) সৎসঙ্গেই ঐ অকিঞ্চনা সাক্ষাৎভক্তিরূপ সাম্মুখ্য হয়—(১৮০) শ্রীভগবদনুগ্রহে জীবের সংসার-বন্ধনের শেষকাল উপস্থিত হইলেই **সৎসঙ্গ** হয় এবং সৎসঙ্গ হওয়ামাত্র শ্রীভগবানে মতি বা ভক্তি হয়, যথা পিঙ্গলার। **সৎসঙ্গ** সাক্ষাৎ উপলব্ধ না হইলেও আধুনিক, প্রাক্তন বা পারম্পারিক সৎসঙ্গ অনুমেয়—নিরপরাধ লোকেরই সৎসঙ্গমাত্রদ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্য বা সম্মতি হয়, কিন্তু অপরাধীর প্রতি সতের বিশেষ কৃপাদৃষ্টিসহিত সৎসঙ্গ হইলেই তৎসাম্মুখ্যের কারণ

হয়, যথা—শ্রীনারদের সঙ্গে নলকুবেরের হইল, অন্য দেবতাদের হইল না—অপরাধ-সত্ত্বেও যাহার প্রতি মহৎ ব্যক্তি স্বৈরভাবে কৃপা করেন—তাহারই ভগবন্মতি হয়; যথা উপরিচর বসুর বিশেষ কৃপাদ্বারা তদ্‌বিদ্বেষী দৈত্যেরাও ভক্ত হইল—প্রহ্লাদের বিশেষ কৃপাদ্বারা তচ্চেতোরূঢ় দৈত্যবালকদের মোক্ষ—অনাদিসিদ্ধ তদজ্ঞানময় তদ্‌বৈমুখ্যবান জীবের সৎসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রকারে তৎসামুখ্য অসম্ভব বলিয়া সৎসঙ্গই ভক্তির নিদান বলিয়া সিদ্ধ—তদ্বিমুখ জীবে স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্ত্তিতা হয় না বলিয়া তৎসামুখ্যে ভগবৎকৃপাও গৌণকারণ—তেজোমালির সহিত তিমিরযোগবৎ সদাপরমানন্দৈকরস-ভগবচ্চিত্তে তমোময় জীবদুঃখস্পর্শের অসম্ভবহেতু ঐরূপ কৃপার জন্ম অসম্ভব, লব্ধজাগরণের স্বপ্নদুঃখবৎ সাধুচিত্তে সাংসারিকের প্রতি কৃপা হয়, যথা নারদের নলকুবের প্রতি; ভগবৎকৃপা শরণাগতের দৈন্যাত্মিকা ভক্তি-সম্বন্ধেই জন্মে, যথা গজেন্দ্রাদির প্রতি; অতএব **সৎসঙ্গবাহনা** বা **সৎকৃপাবাহনা** হইয়াই ভগবৎকৃপা অন্যজীবে সংক্রামিতা হয়—স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্ত্তিতা হয় না—ভগবদনুগ্রহ সতের আকারেই জগতে বিচরণ করে—

১৮১। সতের স্বৈরচারিতাই সৎসঙ্গহেতু, অন্য হেতু নাই—(১৮২) সতে পরমেশ্বর-প্রযোক্তৃত্বও সতের ইচ্ছানুসারেই হয়—(১৮৩) স্বোপাসনাদির অপেক্ষা না করিয়াই সতের কৃপা দুরবস্থাদর্শনমাত্রেই জন্মে, যথা—শ্রীনারদের নলকুবেরাদি-প্রতি—(১৮৪) সৎসঙ্গই পরমসংস্কারহেতু—কারণ সাধুরা দর্শনমাত্রে পবিত্র করেন—(১৮৫) মহৎসেবা বিনা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, অতএব সৎসঙ্গই তৎসামুখ্যদ্বার—

১৮৬। "সন্ত" অর্থ তৎসামুখ্যপর, বৈদিকাচারমাত্রপর নয়—যেরূপ সৎসঙ্গ, তদ্রূপ সামুখ্য লাভ হয়—জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবীই মহৎ, ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমই মহৎ—(১৮৭) **ভক্তসিদ্ধ** ত্রিবিধ—(১) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদ-দেহ যথা শ্রীনারদাদি, (২) নির্ধূত-কষায়—যথা শ্রীশুকদেবাদি, (৩) মূর্চ্ছিত-কষায়—যথা প্রাগ্‌জন্মগত শ্রীনারদাদি। সমান প্রেমবস্ত ত্রিবিধে পূর্ব্ব-পূর্ব্বাধিক্য—ভজনীয়ের অংশাংশিত্বভেদে এবং ভক্তের দাস্যসখ্যাদি-ভেদে প্রেমতারতম্য হয়—পুরুষ-প্রয়োজন-সাক্ষাৎকারেও যত পরিমাণে ভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভব হয়, তত পরিমাণেই উৎকর্ষ হয়—দুষ্ট জিহ্বার খণ্ডাস্বাদবৎ মাধুর্য্যানুভব বিনা ভগবৎসাক্ষাৎকার নিষ্ফল—প্রেমাধিক্য, ভগবৎসাক্ষাৎকার এবং কষায়াদি রাহিত্যাদির এক এক অঙ্গের বৈকল্যে ভক্ত-মহত্তার ক্রমশঃ ন্যূনতা হয়—

১৮৮-২০১। **ভক্তের শ্রেষ্ঠতার ক্রম**—কায়িক, বাচিক ও মানসিক লিঙ্গদ্বারা—(১৮৯) মানস লিঙ্গ বিশেষদ্বারা উত্তম ভাগবতের লক্ষণ সর্ব্বভূতে প্রেম। মানস লিঙ্গবিশেষদ্বারা মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ—প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা—ভক্তি বিষয়ে অজ্ঞ উদাসীনের প্রতি কৃপা—(১৯০) নিজের প্রতি দ্বেষকারীর দ্বেষ-দ্বারা অক্ষুভিতচিত্ততাহেতু ঔদাসীন্য—যথা প্রহ্লাদের হিরণ্যকশিপুর প্রতি—ভগবানের বা ভক্তের দ্বেষকারীর প্রতি চিত্তক্ষোভসত্ত্বেও তত্রানভিনিবেশ—উত্তম ভক্তের ভগবদ্দ্বেষীতেও নিজাভীষ্টদেবের পরিস্ফূর্ত্তি থাকা বশতঃ তন্নমস্কারাদি—যথা উদ্ধবাদির দুর্য্যোধনকে নমস্কার—কিঞ্চিন্মানসলিঙ্গ-সহিত ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িকলিঙ্গ দ্বারা কনিষ্ঠ ভাগবত দ্বিবিধ—পারস্পরিক-শ্রদ্ধাযুক্ত প্রারব্ধ-ভক্তিসাধক গৌণ; অজাতপ্রেম, শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক মুখ্য কনিষ্ঠ—(১৯১-৯৮) **উত্তম ভাগবতের লক্ষণ**—(১১।২।৪৮-৫২) মূর্চ্ছিতকষায়, ইহাদের সংস্কার আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিমোহ হয় না—(৫৩) ইনি নির্ধূত কষায়—নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর, ইহার নৈষ্ঠিকা ভক্তিধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতি হইয়াছে; ইহার প্রেমাঙ্কুর অনাচ্ছাদ্যরূপেই জাত হইয়াছে—(৫৪-৫) সাক্ষাৎ প্রেম জন্ম হেতু প্রেমিক। অর্চ্চনমার্গে তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নবেজ্যা-কর্ম্মকারক, ও অর্থপঞ্চবিদ্‌ বিপ্রই—মহাভাগবত (১৯৯) ঈশ্বর-বুদ্ধিদ্বারা বিধিমার্গের ভক্ত দুই প্রকার—(১) অবরমিশ্র ভক্তিসাধক—(২০০) (২) মধ্যমমিশ্র সাক্ষাৎ ভক্তিসাধক—

২০১। সদাচারী তদ্‌ভক্তের মধ্যেই সৎ, সত্তর, সত্তম—দুরাচার তদ্‌ভক্তের সত্ত্বান্যপর্য্যায় সাধুত্ব, তাদৃশ সঙ্গের ভক্ত্যুন্মুখে উপযুক্ততা নাই। অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধ ভক্ত—মহৎ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—শুদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি-ভাবমাত্রদ্বারা সর্ব্বোত্তম অনন্য ভক্ত দ্বিবিধ—(১) ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ও (২) মাধুর্য্যনিষ্ঠ—

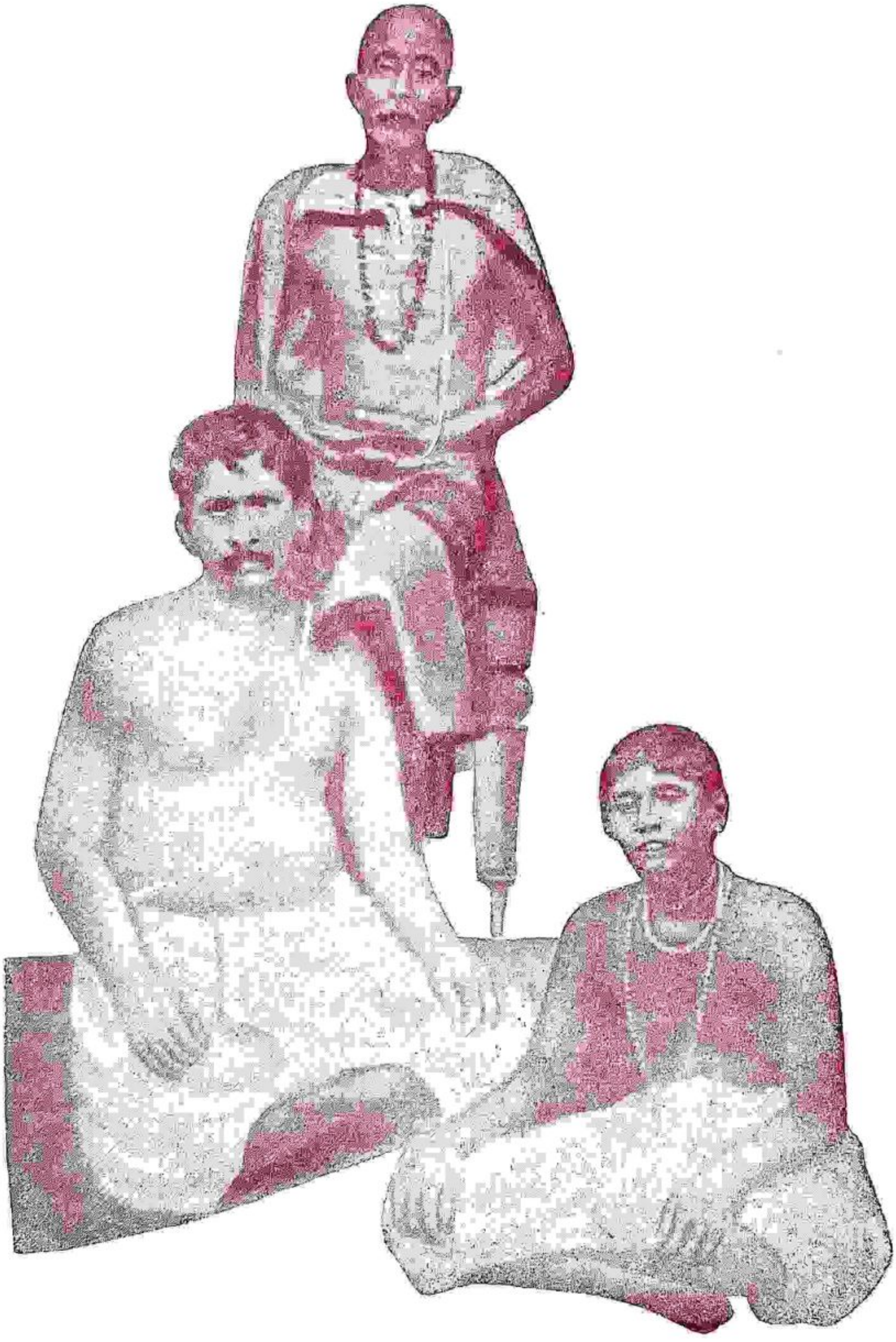
২০২। মহৎ ও সন্মাত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব সাধু ভিন্নও স্বগোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম বৈষ্ণব আছে, যথা কর্ম্মীর মধ্যে বৈষ্ণব, স্কান্দে; শৈবের মধ্যে ভাগবতোত্তম যথা—বৃহন্নারদীয়ে। বৈষ্ণবের মধ্যে বহুভেদ-সত্ত্বেও তাহাদের

প্রভাব-তারতম্য, কৃপাতারতম্য ও ভক্তিবাসনাভেদ-তারতম্যদ্বারা সৎসঙ্গ হইতে কালশীঘ্রতা এবং স্বরূপবৈশিষ্ট্যদ্বারা ভক্তির উদয় হয়। **মার্গভেদবিচার**—অজাত-রুচিদের পক্ষে বিচার-প্রধান মার্গ বা সাধন ক্রমই শ্রেয়ঃ– প্রীতিলিপ্সু ভক্তীচ্ছুদের পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গই শ্রেয়ঃ—

২০২-১৩। **গুরুকরণ বিচার**—উভয় মার্গেই প্রাক্তন শ্রবণ-গুরুই তত্তৎ ভজনবিধি-শিক্ষাগুরু হয়েন—বহুর মধ্যে অন্যতরই অভিরুচিত হয়—শাস্ত্রে বহু মন্ত্রগুরুর নিষেধ থাকাতে, মন্ত্রগুরু একজনই—তাঁহার কৃপাতেই ভগবদাবির্ভাববিশেষে এবং ভজন-বিশেষে রুচি হয়—শ্রবণগুরু—বেদজ্ঞ, অপরোক্ষ, ভগবদনুভবী, ক্রোধাদ্যবশীভূত হইলে আশ্রয়ণীয়—(২০৪) রুচিপ্রধানদিগের শ্রবণাদি—বিচারপ্রধানদিগের শ্রবণ-মনন-জাতা শ্রদ্ধা (২০৫) ভজন শ্রদ্ধা—(২০৬) প্রায়শঃ শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষা গুরুর একত্বই হয়—(২০৭) **মন্ত্রগুরু** একজনই হন—তদপরিতোষদ্বারা অন্য গুরু করা হয়, অনেক গুরুকরণে পূর্ব্বত্যাগই সিদ্ধ হয়—(২০৮) **শ্রবণগুরুর** সংসর্গদ্বারাই শাস্ত্রীয় ভজনোৎপত্তি হয়, অন্য প্রকারে হয় না। (২০৯) **শিক্ষাগুরুর**ও আবশ্যকত্ব—শ্রীগুরুপদর্শিত শ্রীভগবদ্ভজন-প্রকারদ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিলে তাঁহার কৃপাদ্বারাই ব্যসনানভিভূত হইয়া শীঘ্র মন নিশ্চল হয়—যথা শ্রুতি—"দেবে এবং গুরুতে ভক্তিমান্‌কেই মহাত্মারা উপদেশ দেন।" (২১০) শ্রীমন্ত্রগুরুরও আবশ্যকত্ব সুতরাংই—ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগদ্বারাও পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয় কর্ত্তব্য—অতএব যে পর্য্যন্ত মৃত্যুমোচক শ্রীগুরুচরণাশ্রয় না করে, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের গুর্ব্বাদি-ব্যবহার—(২১১) স্বগুরুতে কর্ম্মিদের দ্বারা ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য—(২১২) সুতরাং পরমার্থিদ্বারাও গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য—প্রাকৃত দৃষ্টি ভগবত্তত্ত্ব-গ্রহণে প্রমাণ হয় না—(২১৩) একপ্রকার শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত গুরুর অভেদ-দৃষ্টি তৎপ্রিয়তমত্ব রূপেই মনে করেন,—যথা প্রচেতাগণ নিজগুরু শিবকে—

২১৪-৬। **সাক্ষাৎ উপাসনা**-লক্ষণভেদ—(২১৪) সাম্মুখ্য দ্বিবিধ—নির্ব্বিশেষময় ও **সবিশেষময়**—দ্বিতীয় পুনঃ দ্বিবিধ—অহংগ্রহোপাসনারূপ ও ভক্তিরূপ—(২১৫) জ্ঞানের লক্ষণ—অভেদোপাসনাই জ্ঞান—তাহার সাধন-প্রকার—মহতের কৃপা-বিশেষদ্বারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেই অভেদোপাসকের চিন্মাত্র বস্তুতে ভগবত্তাদিরূপা বিশেষোপলব্ধি হয়, নতুবা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবদ্বারা তাহাতেই লীন হয়—(২১৬) **অহংগ্রহোপাসনা**—"তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি"—এইরূপ চিন্তা; ইহার ফল—নিজেতে তচ্ছক্ত্যাদির আবির্ভাব—ইহার অন্তিম ফল সারূপ্য সার্ষ্ট্যাদি—**ভক্তি** অর্থ সেবা—কায়িক বাচিক মানসাত্মিকা ত্রিবিধ অনুগতি—অতএব ভক্তিতে ভয়-দ্বেষাদির এবং অহংগ্রহোপাসনার নিরাকরণ—তদনুগতিই শ্রীভগবল্লাভের উপায়।

২১৭। **ভক্তি ত্রিবিধা**—(১) আরোপসিদ্ধা (২) সঙ্গসিদ্ধা ও (৩) স্বরূপসিদ্ধা—ঐ ত্রিবিধা ভক্তিই আবার অকৈতবা ও সকৈতবা। (১) **আরোপসিদ্ধা**—নিজের ভক্তিত্বাভাবেও ভগবদর্পনাদিদ্বারা ভক্তিত্বপ্রাপ্তা, কর্ম্মাদিরূপ—(ক) **লৌকিক কর্ম্মার্পণ**—কোনও প্রকারে তদ্ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত লৌকিক কর্ম্মও ভগবানে অর্পণ করিবে—দুষ্কর্ম্মের দ্বিবিধা গতি—জ্ঞানেচ্ছুদের অবিশেষ দ্বারা ভক্তিচ্ছুদের দুষ্কর্ম্ম অর্পণদ্বারা দুর্ব্বাসনোত্থ-দুঃখদর্শনহেতু করুণাময়ের করুণা প্রার্থনা করা হয়, সুকর্ম্মে বা দুষ্কর্ম্মে রাগ-সামান্য সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিষয়ক হউক—এইভাবে প্রার্থনা হয়। কামিদিগের সর্ব্বথাই সর্ব্বদুষ্কর্ম্মার্পণ—(২১৮) (খ) **বৈদিক কর্ম্মার্পণ**—অক্লেশে যে কোনও প্রকারে ভগবানে কর্ম্ম অর্পিত হইলে কামনা-প্রাপ্ত্যন্তর সংসার নাশ–যথা নাভি ঋষভ ভগবানকে পুত্ররূপে পাইলেন—(২১৯) ভগবানে কর্ম্মার্পণই ত্রিতাপের চিকিৎসা—(২২০-১) সংসারবন্ধন-হেতু কর্ম্মই ভগবানে অর্পিত হইলে রোগৌষধবৎ সংসার-বন্ধনাশক হয়। (২২২) ভগবদাশ্রয়ই বাস্তবিক কর্ম্মফল—যথা ভরত সর্ব্বদেবতাংশী ভগবান বাসুদেবে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করার ফলে সর্ব্বকামশূন্য হইলেন—(২২৩) অন্তর্য্যামি-বাসুদেবের প্রবর্ত্তকত্বহেতু মুখ্য কর্ত্তৃত্ব, অতএব কর্ম্মফলও তদাশ্রয় অঙ্গী বিষ্ণুর—যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভজন-দোষ—বৈষ্ণব মার্গ হইতে ভ্রষ্টত্বই পাষণ্ডিত্ব—সর্ব্ববেদমার্গই ভগবানে পর্য্যবসিত—বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভরতে সশ্রদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা বুদ্ধিশীলা ভক্তিরই উদয় হইল—কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ—ভগবৎপ্রীণনরূপ এবং তাহাতে তন্ত্যাগরূপ -(২২৪) কর্ম্মকারণ তিন—কামনা, নৈষ্কর্ম্ম্য, এবং ভক্তিমাত্র; কামনাপ্রাপ্তি যথা—অঙ্গ রাজার, নৈষ্কর্ম্ম্য যথা—নিমিপ্রতি; ভক্তিপ্রাপ্তি যথা ভরতের।



শ্রীহরিনাম-বিনোদায় শ্রীহরিবোল-নামিনে। ঠক্কুরায় নমস্তভ্যমবধূত-বরায় চ ॥ ১

[আবির্ভাব—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, তিরোভাব—শ্রীবরাহদ্বাদশী]

নিত্যানন্দগুণোন্মত্তং নিত্যানন্দ-সমাহ্বয়ম্। শ্রীবিপিনং নমস্কুর্মো হরিবোলৈকজীবিতম্ ॥ ২

[আবির্ভাব—পৌষ ১২৭৬, তিরোভাব—মাঘী গৌণী কৃষ্ণাষ্টমী ১৩৩০]

নিত্যানন্দ-প্রেমদাতো হরিনামৈকবল্লভ ! জয় জয় গিরিধারিন্ পতিতপাবন প্রভো !! ৩

[আবির্ভাব—মাঘী গৌণী কৃষ্ণানবমী ১৩০১। তিরোভাব—কার্ত্তিকী গৌণী কৃষ্ণাসপ্তমী ১৩৫১]

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য,—৫৭ পৃঃ]

২২৫। (২) **সঙ্গসিদ্ধা মিশ্রা ভক্তি**—নিজের ভক্তিত্বাভাবেও ভক্তির পরিকররূপে সংস্থাপনদ্বারা তদন্তঃপাতী হইয়া জ্ঞানকর্মাদিরও ভক্তিত্ব—(ক) **কর্ম্মমিশ্রা** ত্রিবিধা (অ) সকামা ; (আ) কৈবল্যকামা ; (ঈ) ভক্তিমাত্রকামা ; সকামা প্রায় কর্ম্মমিশ্রাই হয়—কর্ম্ম অর্থ ধর্ম্ম—ভগবদর্পণদ্বারা ভক্তির পরিকরত্ব-প্রাপ্ত কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে—২২৬-৭। (অ) মিশ্রা সকামা—যথা শ্রীকর্দ্দম ঋষির—(৩।২১) (আ) কৈবল্যকামা—কখনও কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা (ই) কখনও বা জ্ঞানমিশ্রা (২২৮) (ঈ) ভক্তিমাত্রকামা—কর্ম্মমিশ্রা (২২৯) (খ) **কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা**—(২৩০) (গ) **জ্ঞানমিশ্রা**—

২৩১। (৩) **স্বরূপসিদ্ধা**—অজ্ঞানাদিদ্বারাও ভক্তির প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সাক্ষাৎ তদনুগত্যাত্মা ভক্তিত্বা-ব্যভিচারিণী তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা—(অ) **কেবল** (সগুণ) **স্বরূপসিদ্ধা**—উপাসকের সংকল্পহেতু তত্তৎগুণত্বদ্বারা উপচারিত (ক) সকামা তামসী—(৩।২৯।৮) (২৩২) (খ) সকামা রাজসী—(৩।২৯।৯) (২৩৩) (গ) কৈবল্যকামা সাত্ত্বিকী—(৩।২৯।১০)

২৩৪। **বৈধী এবং রাগানুগা**—(আ) **অকিঞ্চনা ভক্তিমাত্রকামা, নিষ্কামা, নির্গুণা বা কেবলা** স্বরূপসিদ্ধা—শ্রবণাদি-মার্গভেদ, দাস্যাদিভাবভেদ এবং সত্ত্বাদিগুণভেদদ্বারা ভক্তিযোগ বিভক্ত হয়—(২৩৫) বৈধী—(ক) শাস্ত্রোক্তবিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিতা—প্রবৃত্তিহেতু এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহেতু ; (খ) অর্চ্চনব্রতাদিগত—শ্রীভগবান উদ্ধবকে—(১১।২৭।৫৩)

২৩৬। বৈধীভক্তিভেদ—(১) **শরণাপত্তি**—অনন্যগতিত্ব দ্বিবিধ—আশ্রয়ান্তরের অভাব-কথনদ্বারা এবং নাতিপ্রজ্ঞাদ্বারা কথঞ্চিদাশ্রিত-অন্যের ত্যাগদ্বারা—ষড়বিধ শরণাগতির মধ্যেও "গোপ্তৃত্বে বরণই" অঙ্গী, অন্যান্যগুলি পরিকরত্বহেতু তাহার অঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিবিশিষ্ট ভক্তেরই শীঘ্র সম্পূর্ণ ফল হয়, অন্যের যথাসম্পত্তি এবং যথাক্রম জানিবে—(২৩৭) শরণাপত্তিদ্বারা সমস্ত সিদ্ধ হইলেও বৈশিষ্ট্য-লিপ্সু শক্ত হইলে নিত্য বিশেষরূপে **গুরুসেবা** করিবে—(২) **শ্রবণগুরু বা মন্ত্রগুরুসেবা** অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে এবং ভগবানের পরমসিদ্ধি-বিষয়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই মূল—শ্রীগুরুভক্তি-দ্বারাই সর্ব্বানর্থ নাশ নয়—শ্রীগুরুভক্তি অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা করেনা—জ্ঞানপ্রদ গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহ নাই—তদ্‌ভজনাধিক ধর্ম্মও আর নাই, যথা শ্রীভগবান্ শ্রীদামকে। (২৩৮) শ্রীগুরুর আজ্ঞাতে তাঁহার সেবার অবিরোধী অন্যবৈষ্ণবসেবা মঙ্গলপ্রদ, অন্যথা দোষ হয়—বেদজ্ঞ এবং ভগবদনুভবী গুরু মৎসরাদিশূন্য, অতএব তিনি মহাভাগবতের সৎকারাদিতে শিষ্যকে অনুমতি দেন বলিয়া শিষ্যকে উভয় সংকটে পড়িতে হয় না—মহৎসেবার বিরোধী গুরু দূর হইতে আরাধ্য—বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু পরিত্যাজ্য—যথোক্তলক্ষণ গুরুর অবিদ্যমানে, গুরুবৎ সমবাসন নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত একজন মহাভাগবতের নিত্যসেবা মণিসঙ্গবৎ পরম মঙ্গলপ্রদ—অনন্তর সকল ভাগবৎ চিহ্নধারীমাত্রেরই যথাযোগ্য সেবাবিধান। **মহাভাগবৎসেবা** দ্বিবিধা—(ক) প্রসঙ্গরূপা ; (খ) পরিচর্য্যারূপা—(২৩৯) (ক) **প্রসঙ্গরূপা**—সৎপ্রসঙ্গদ্বারা সদ্‌ভক্তিরূপ অন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠা পাওয়া যায়, সৎসঙ্গ যেরূপ ভগবানকে বশীভূত করে, যোগাদিতে সেরূপ করে না , বৈষ্ণবব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। **বশীকরণ** দ্বিবিধ—মুখ্য—শ্রীগোপ্যাদিতে—তৎফল প্রেম, গৌণ—বাণাদিতে—তৎফল ফলোন্মুখীকরণতা—

২৪০। শ্রীভগবানের এবং ভগবদীয় জনের সঙ্গ ভিন্ন অন্য সাধন ব্যতিরেকেও পশ্বাদি ব্রজে আগন্তুক গোপীগণ পর্য্যন্ত অনেকে শ্রীভগবানকে পাইয়াছে—(২৪১) সৎসঙ্গমাত্রদ্বারা শ্রীগোপ্যাদির মুখ্যবশীকরণ অন্যসঙ্গদ্বারা পাওয়া অসম্ভব—(২৪২) কেবলমাত্র প্রীতিহেতু ব্রজে গোপ্যাদির সৎসঙ্গমাত্র-জন্মদ্বারাই যোগাদিতে যত্নবান যোগীপ্রভৃতিরও অলভ্য শ্রীভগবানকে পাইয়াছে—(২৪৩) অজ্ঞাতকৃত সৎসঙ্গও অর্থদ হয়—

২৪৪। (খ) **পরিচর্য্যারূপা**—মহাভাগবতের পরিচর্য্যাদ্বারা প্রসঙ্গমাত্রাপেক্ষাও বিশিষ্ট ফল প্রেমোৎসব হয়, কারণ নিজ পূজাপেক্ষাও ভক্তের পূজা ভগবানের সর্বতোভাবে অধিক প্রীতিকরী—(২৪৫) ব্যতিরেকমুখে—জড় শরীরাদিতে আত্মাদি বুদ্ধিকারী এবং তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিতে পূজাবুদ্ধিহীন জন অতি নিকৃষ্ট—(২৪৬) মহাভাগবত-সেবা-সিদ্ধের লক্ষণ—তাঁহারা অতিপ্রিয় দেহের এবং দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্রাদির স্মরণ করেন না—

২৪৭। বৈষ্ণবমাত্রের যথাযোগ্য আরাধন কর্ত্তব্য—বিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবের পরিতোষণ কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণ এবং অচ্যুত গোত্রমাত্রই উত্তমজাতিহেতু পৃথুরাজের আদেশের বাহিরে ছিল—"অবৈষ্ণব বিপ্রকে শ্বপচবৎ দর্শন করিবে না।"—এইবাক্য তদ্দর্শনাশক্তি-নিষেধপর, শ্রীযুধিষ্ঠির দ্রৌপদ্যাদির অশ্বত্থামাপ্রতি তথাব্যবহারই দৃষ্ট হয়—ভক্তিবৈশিষ্ট্য-হেতু আরাধনের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়—অষ্টবিধ-ভক্তিযুক্ত ম্লেচ্ছও বিপ্রেন্দ্র, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া হরিবৎ পূজ্য—বৈষ্ণবের পক্ষে ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দনা, শ্রীভগবান এবং উদ্ধবাদি ভক্তবৎ অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথা করিলে ভগবদাদেশ লঙ্ঘন করা হয়—বৈষ্ণবপূজকদ্বারা বৈষ্ণবদের আচারও বিচারণীয় নহে—দুর্জাতিত্ব ও দুরাচারিত্বহেতুও তদ্‌ভক্তজন অবমন্তব্য নয়, সুতরাং নিজাপমানকারিজনকেও অপমান করা কর্ত্তব্য নহে—শ্রবণাদির পূর্ব্বেই এই মহতাদির সেবা—অগ্নিসেবাবৎ সাধুসেবাদ্বারা কর্ম্মাদিজাড্য, আগামি সংসারের ভয় এবং তন্মূল অজ্ঞান নাশ হয়—

২৪৮। (৩) **শ্রবণ**—নামরূপগুণলীলাময় শব্দের শ্রোত্র-স্পর্শ—(ক) নাম-শ্রবণ—(২৪৯) (খ) রূপ-শ্রবণ (২৫০) (গ) অন্বয়মুখে গুণ-শ্রবণ—ভগবানের মত মহাভাগবতদিগেরও গুণ-শ্রবণ কর্ত্তব্য—(২৫১-২) ব্যতিরেকমুখে—নিন্দুক, ব্যাধবৎ ইহলোক পরলোকের সুখে বঞ্চিত—(২৫৩) (ঘ) লীলাশ্রবণ—লীলাবর্ণনাজন্যই শ্রীভাগবতের আবির্ভাব (২৫৪) লীলা দ্বিবিধা—(অ) সৃষ্ট্যাদিরূপা, (আ) লীলাবতার-বিনোদরূপা ; (২৫৫) লীলাবতারবিনোদরূপা লীলা তদিতর-শ্রবণ-রাগনাশক এবং পরম মনোহর, ঐ লীলাশ্রবণ মর্ত্ত্য শরীরকেই জিতমৃত্যু করিয়া পার্ষদত্ব লাভ করায়, যথা ধ্রুবের। (ঙ) তৎপরিকর-শ্রবণ—

২৫৬। **সাধনক্রম—প্রথম অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য নাম শ্রবণ, তৎপর রূপশ্রবণ, তৎপর গুণস্ফুরণ ও পরিকরস্ফুরণ ; তারপর লীলাস্ফুরণ সুষ্ঠু হয়। কীর্ত্তন ও স্মরণেরও ঐরূপ ক্রম**—

মহন্মুখরিত হইলে শ্রবণ মহামাহাত্ম্যজনক হয়—জাতরুচিদের পরম সুখদ হয়। মহন্মুখরিত দ্বিবিধ—(ক) মহাদাবির্ভাবিত—(খ) মহৎকীর্ত্ত্যমান (২৫৭) (ক) মহদাবির্ভাবিত—শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি (২৫৮) (খ) মহৎকীর্ত্ত্যমান—শ্রীপৃথুবাক্য, শ্রীনারদবাক্য—

২৫৯-৬১। শ্রীভাগবত-শ্রবণ তাদৃশ-প্রভাবময়-শব্দাত্মকত্বহেতু এবং পরমরসময়ত্বহেতু পরম শ্রেষ্ঠ—(২৬২) সবাসন মহানুভবের মুখ হইতে নিজাভীষ্ট নামাদি শ্রবণ বারম্বার কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্ত্বহেতু কৃষ্ণনামাদি-শ্রবণ পরম ভাগ্যেই হয়—শ্রীশুকদেবাদি-মহৎকীর্ত্তিত নামাদিই কীর্ত্তনীয়—শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদির জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণই সকলের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য—মহৎকৃত কীর্ত্তনের শ্রবণ-ভাগ্য না হইলে, নিজেই পৃথক্ কীর্ত্তন করিবে, বক্তা থাকিলে শুনা, শ্রোতা থাকিলে বলা, এবং অন্য সময়ে স্বয়ং গান করা কর্ত্তব্য—

(৪) **কীর্ত্তন**—(ক) **নামকীর্ত্তন**—সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নামোচ্চারকের প্রতি শ্রীভগবানের মতি হয়—স্বাভাবিক ভগবদাবেশবশতঃ তদীয় স্বরূপভূতত্বহেতু পরম ভাগবতের নামের একদেশ-শ্রবণও প্রীতিকর—

২৬৩। **নামকীর্ত্তন-ফল**—নিজ প্রিয় নাম-কীর্ত্তনদ্বারা অনুরাগ জন্মে এবং চিত্তদ্রবতাহেতু ভাববৈচিত্রী হয়—অতএব নামকীর্ত্তনেরই সাধকতমত্ব—নামকীর্ত্তনমাত্রদ্বারা একজন্মে আরূঢ় যোগীদের বহুজন্ম-দুর্ল্লভা গতি লাভ হয় —ভগবানে মন আসক্ত না হইলে রাত্রিদিন নির্ভয়ে তৎপ্রতিকর নাম সকল নির্লজ্জভাবে কীর্ত্তন করিবে—সদাসর্ব্বদাই "গোবিন্দ"—এই নাম বাচ্য,—

২৬৪। শ্রীহরিনামকীর্ত্তন পাপক্ষয়-করণানন্তর ভগবদৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করায়।

২৬৫। শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই সাধক ও সিদ্ধ সকলের পরম শ্রেয়ঃ—উচ্চ নামকীর্ত্তনই প্রশস্ত—**দশনামাপরাধ পরিত্যাজ্য**—(১) সতের নিন্দা—বাচিক হিংসা—ছয় বৈষ্ণবাপরাধই ত্যাজ্য—"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দাকারির জিহ্বা ছেত্তব্য, অসমর্থে অন্যত্র গমন বা স্বপ্রাণ-পরিত্যাগ কর্ত্তব্য—(২) শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু তাঁহা হইতে শিবের গুণনামাদি শক্ত্যন্তর-সিদ্ধ বলিয়া যে মনে করে, সে নামাপরাধী। (৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা—(৪) শ্রুতি-শাস্ত্রনিন্দন—(৫) অর্থবাদ—ইহা স্তুতি মাত্র এইরূপ মনে করা—(৬) কল্পন—নামমাহাত্ম্যকে গৌণ করার জন্য অন্য গতি চিন্তা করা—

(৭) নাম-বলে পাপবুদ্ধি—ভগবচ্চরণ-সাধন নামকে পরম ঘৃণাস্পদ পাপনাশে নিযুক্ত করাতে নামের কদর্থ করা হয় বলিয়া মহাপরাধ হয়, যাহা নিরন্তর নাম কীর্ত্তনমাত্রদ্বারাই দূর হয়—ইন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞরূপ ভগবদ্‌যজন বলে বৃত্রহত্যা-প্রবৃত্তিতে দোষ হয় নাই—(৮) ধর্ম্ম-ব্রতত্যাগাদির সহিত নামের সাম্য মনন—(৯) অশ্রদ্ধালু, বিমুখ এবং শুনিতে অনিচ্ছুককে নামোপদেষ্টা অপরাধী—(১০) শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে অহঙ্কার বশতঃ নামে অনাদর করে। দশ নামাপরাধীই পাষণ্ডী—মহদপরাধের ভোগ বা মহতের অনুগ্রহদ্বারা নিবৃত্তি হয়।

২৬৬। (খ) **শ্রীরূপকীর্ত্তন**—যথা শ্রীপরীক্ষিত ও চতুঃসনবাক্যে—(২৬৭) (গ) **গুণকীর্ত্তন**—শ্রীব্যাসপ্রতি শ্রীনারদবাক্য—(২৬৮) শ্রীভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন নিত্যনূতনোল্লাসহেতু সাধক এবং সিদ্ধদের নিত্যফলস্বরূপ। (ঘ) **লীলাকীর্ত্তন**—সশ্রদ্ধ লীলা-শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা ভগবান্ শীঘ্র হৃদয়ে প্রবেশ করেন। (২৬৯) ভগবৎলীলাময় গান তদীয় রতিপ্রদ—সুকণ্ঠ থাকিলে নামলীলাদির গানই প্রশস্ত—গানশক্ত্যভাবে শ্রবণ, তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদন; গায়কেরা প্রাণিমাত্রের পরম উপকার করে, কিমুত ভক্তদের—বহুজন-মিলিত কীর্ত্তনকেই সংকীর্ত্তন বলে, উহা চমৎকার-বিশেষ পোষণহেতু গানাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত—তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ হইয়া নামসংকীর্ত্তন করিবে।

২৭০। কলিকালে কীর্ত্তন দ্বারা ভগবান বিশেষ তুষ্ট হন—(২৭১) কলিকালে কীর্ত্তনদ্বারাই অন্যযুগীয় সাধনের ফল পাওয়া যায়—(২৭২) কলিকালে সাধনান্তর-নিরপেক্ষ সংকীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বস্বার্থ পাওয়া যায়—(২৭৩) কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবন্নিষ্ঠারূপ পরম শান্তি পাওয়া যায় এবং সংসার নাশ হয়—ভক্তিমাত্রই কালদেশাদি-নিয়ম-নিরপেক্ষ, অতএব কলিসঙ্গদ্বারা কীর্ত্তনের উৎকর্ষ নয়। সমাধিপর্য্যন্ত স্মরণ হইতে কীর্ত্তন গরীয়ান্, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখান হইয়াছে—সকলযুগেই কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য হইলেও কলিতে ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার প্রশংসা, অতএব কলিযুগে অন্যান্য ভক্তি কীর্ত্তন-সংযোগেই কর্ত্তব্য—স্বতন্ত্র নামকীর্ত্তন অত্যন্ত প্রশস্ত—(২৭৪) কলিতে নামকীর্ত্তন প্রচারপ্রভাবদ্বারাই পরম ভগবৎপরায়ণত্ব সিদ্ধ হয়—কলিতে পাষণ্ড-প্রবেশদ্বারা নামাপরাধিরা তদ্বহির্মুখ হয়—(২৭৫) নিজদৈন্য, অভীষ্ট-বিজ্ঞপ্তি এবং স্তব-পাঠও কীর্ত্তনান্তর্ভূত—অন্যনামাপেক্ষা শ্রীভাগবতস্থিত নামাদি-কীর্ত্তন অধিক প্রশস্ত—শরণাপত্ত্যাদিদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে নামকীর্ত্তনের অপরিত্যাগ দ্বারাই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৫) **স্মরণ**—মনদ্বারা অনুসন্ধান—স্মরণসামান্য [১১।১৩।১৪] (২৭৬)(ক) নামস্মরণ—ইহা শুদ্ধান্তঃকরণের অপেক্ষা করে—(২৭৭) (খ) রূপস্মরণ—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিই ইহার মুখ্য ফল—অন্য সকল আনুসঙ্গিক (২৭৮) (গ) গুণস্মরণ (ঘ) পরিকর-স্মরণ (ঙ) সেবা-স্মরণ (চ) লীলাস্মরণ। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি এবং সমাধি। সমাধি—ভগবদাবিষ্টচিত্ততা, প্রায়শঃ শান্তভক্তের—যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়ের; ইহা 'অসংপ্রজ্ঞাত' নামক ব্রহ্ম-সমাধি হইতে পৃথক্—(২৭৯) লীলাভিন্ন অন্য বিষয়ের অস্ফুর্ত্তিই সমাধি—যথা দাসাদিভক্তদের—

২৮০-২। (৬) **পাদসেবা**—রুচি এবং শক্তি থাকিলে স্মরণত্যাগ না করিয়া পাদসেবা কর্ত্তব্য, কেহ কেহবা সেবা-স্মরণ-সিদ্ধির জন্য পাদসেবা করে; সেবা কালদেশাদির উচিত পরিচর্য্যাদি-পর্য্যায়—(২৮৩) তৎপরিকরত্ব-প্রাপ্তির জন্য পাদসেবার মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির দর্শনাদি এবং তদীয়তীর্থে গমন অন্তর্ভূত। শ্রীগঙ্গাদিতেই ভক্তির নিদানত্ব হেতু গঙ্গাদি এবং গঙ্গাস্থিত প্রাণ্যাদি পরমভাগবত বলিয়া তৎসেবাদি মহৎসেবাতেই পর্য্যবসিত হয়—নিজোপাসনা-স্থানই অধিকসেব্য—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তাহেতু তৎস্থানই সকলের পূর্ণ পুরুষার্থদ হয়—তুলসীসেবা—পরম-ভাগবৎপ্রিয়ত্বহেতু তুলসীসেবা সৎসেবার মধ্যেই গণ্য—

(৭) **অর্চ্চন**—আগমোক্ত আবাহনাদিক্রমক—যদি তন্মার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে শিষ্য মন্ত্রগুরুর নিকট বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে—অর্চ্চনবিনাও শরণাপত্ত্যাদির একটী দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া যদিও শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি যাহারা শ্রীনারদাদির বর্ত্মানুসরণ করিয়া দীক্ষাবিধান দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে শ্রীগুরু সম্পাদিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দীক্ষা-গ্রহণান্তর অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য—দীক্ষাদ্বারা পাপক্ষয়, শ্রীমন্মন্ত্রের ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান হয়—

সম্পত্তিমান্ গৃহস্থদের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গ ই মুখ্য—উহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য হয়, পরের দ্বারা উহা করা ব্যবহারনিষ্ঠ এবং অলসত্ব-প্রতিপাদক ও অশ্রদ্ধাময়ত্বহেতু দীন—অত্যন্ত বিধি সাপেক্ষত্ববশতঃ এবং দ্রব্যসাধ্যতার জন্য গৃহস্থদের পক্ষে অর্চ্চন বা পরিচর্য্যামার্গের প্রাধান্য। দীক্ষাগ্রহণানন্তর গৃহস্থসকলেরই মূলসেকরূপে শ্রীভগবদর্চ্চন করা কর্ত্তব্য, তদকরণে নরকপাত শুনা যায়। অশক্ত বা অযোগ্যপক্ষে পূজাদর্শন ও মানসপূজা কর্ত্তব্য—অর্চ্চনমার্গে বিধি অবশ্য অপেক্ষণীয়, অর্চ্চনের পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রীয় বিধান শিক্ষণীয়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-অনুসারেই দীক্ষা কর্ত্তব্য—অর্চ্চনমার্গে স্বভাবতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের স্বভাব-সঙ্কোচ করণের জন্যই দীক্ষাগ্রহণাদি মর্য্যাদা ঋষিদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে—দীক্ষা এবং নামময় মন্ত্র উভয়ই ফলাদিদানে একে অন্যের অপেক্ষা না করিয়া গ্রহণমাত্রে শক্তিদ, অভিবাঞ্ছিত-ফলদ। শ্রীগোপালমন্ত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া সাধ্যাদির অপেক্ষা তাহাতে নাই—শাস্ত্রবিধ্যনুসারে অর্চ্চন করিয়া নীচলোকও শীঘ্র ফল পায়, স্বপ্নেও তাহার বিঘ্ন হয় না; কিন্তু বিধির অনাদর করিয়া বিদ্বান লোকও সিদ্ধ হইতে পারে, যথা পৃথুপ্রতি পৃথিবীবাক্য। অর্চ্চন দ্বিবিধ—(ক) **কেবল**—নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবানের, যথা আবিহোত্র এবং নারদবাক্য—(খ) **কর্ম্মমিশ্র**—ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বান, শ্রদ্ধালু, প্রতিষ্ঠিত লোকসংগ্রহপর গৃহস্থদের, যথা শ্রীভগবদ্বাক্য—

২৮৫। শ্রাদ্ধাদি-লোকাচার—বিবেকজ্ঞ সিদ্ধগৃহস্থদেরও আমরণ প্রযত্নতঃ রক্ষণীয়—ইহাদের কর্ম্ম-ব্যবস্থা দ্বিবিধ—(ক) শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদির মতে, অন্তর্য্যামি ভগবদ্দৃষ্টি-দ্বারাই সর্ব্বারাধন কর্ত্তব্য—(খ) বিষ্ণুযামলমতে—বিষ্ণুনিবেদিতান্নদ্বারা দেবতান্তরের এবং পিত্রাদির আরাধনা বিহিত—শ্রীভগবৎপীঠাবরণ-পূজাতে গণেশ-দুর্গাদি ভগবৎস্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক ভগবৎ-নিত্যসেবক—শ্রুতিতন্ত্রাদিতেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে দুর্গানাম্নী ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তিবিশেষ দেখা যায়, তাহারই দাসীতুল্যা মায়াংশরূপা দুর্গা এই প্রাকৃত লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ সেবার্থ নিযুক্ত আছে—মায়াতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিলোকে দিক্‌পালগণও নিত্য অপ্রাকৃত ভগবদংশরূপ—সর্ব্বত্র গোপবেশধর হরি দেবদেবেশ, কেবল রূপভেদে নামভেদ প্রকীর্ত্তিত হয় মাত্র—অনন্যভক্তগণ বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ বিনায়কাদির এবং দিক্‌পালগণের ভাগবত ও নিত্য-বৈকুণ্ঠাদি-সেবক বলিয়া সংকার করিবে—প্রোক্ষণাদিদ্বারা পূজা করিবে, হরির ভুক্তাবশেষ তাঁহাদিগকে দিবে এবং তচ্ছেষদ্বারা হোমও করিবে—

২৮৮। ভগবদাবরণদেবতা নহে বলিয়া ভূতাদির পূজা তৎপূজাঙ্গরূপে বিহিত হইলেও করিবে না—অবশ্য পূজ্য সঙ্কর্ষণাদির পূজাও তৎস্বীকৃত মন্ত্রাদিদ্বারা করিবে না—পীঠ-পূজাতে ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকা পূজন সঙ্গত, যথা যে ভগবান এখানে ব্যষ্টি ভক্তাবতার গুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই ধামে নিজবামে সমষ্টি সাক্ষাদবতার গুরুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীরামাদ্যুপাসনাতে, শ্রীকৃষ্ণগোকুলোপাসনাতে—শঙ্খচক্রাদি শ্রীকৃষ্ণচরণ চিহ্ন, গঙ্গা—মানসগঙ্গা, শ্বেতদ্বীপ—গোলোক; যথা ব্রহ্মসংহিতায়; তত্রত্য অপ্রাকৃত সোমসূর্য্যাগ্নি-মণ্ডল অতিশৈত্যতাপগুণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান; যথা নৃসিংহতাপনীতে। কর্ম্মমিশ্রত্বাদি-নিরসনের জন্য তৎপরিকরত্বাদি ব্যাখ্যাত হইল—শুদ্ধ ভক্তদের ভূতশুদ্ধি—নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপযোগি তৎপার্ষদদেহ-ভাবনা-পর্য্যন্তই, তৎসেবৈকপুরুষার্থীদের দ্বারা নিজানুকূল্যহেতু কর্ত্তব্য—কেশবাদি ন্যাস—অধমাঙ্গবিষয়ে তন্মূর্ত্তিধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রে জপ করিয়া তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্র করিবে—মুখ্য ধ্যান শ্রীভগবদ্ধাম-গতই—কামগায়ত্রীধ্যান এবং মানসপূজা ধামেই চিন্তনীয়; কারণ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবননাথ তেজোময় প্রতিমারূপেই থাকেন—সাক্ষাতে থাকেন না। বহিরুপচার দ্বারা অন্তঃপূজাতে—বেধাদিপূজা তন্মুখাদিতে ভাব্য, স্বমুখাদিতে নয়—মানসাদি পূজাতে ভূতপূর্ব্ব তৎপরিকর-লীলাসংবলিতত্বও কল্পনাময় নয়, যথার্থই—মানসপূজা-মাহাত্ম্য—এই মানস যোগ জরা-ব্যাধি-ভয়-নাশক, অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী মূর্ত্তির স্বতন্ত্রভাবে বিধানহেতু কোথাও মানস পূজা স্বতন্ত্রাও হয়—পূজাস্থান বিবিধ—শালগ্রাম শিলাদিতে—মথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণাদির মহাধিষ্ঠান—প্রতিমা দ্বিবিধ—চলা ও অচলা—প্রতিমাকে পরমোপাসকেরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দেখেন, অতএব তৎপূজায় আবাহনাদির ব্যাখ্যা—শূদ্রাদি-পূজিত অর্চাপূজার নিষেধবচন অবৈষ্ণব-শূদ্রাদিপরই—ভক্তের উপাস্য অর্চ্চার সর্ব্বোপরি উৎকর্ষতা—শ্রীকৃষ্ণই পূজার পাত্র,—যথা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে।

২৮৭-৯। জ্ঞানাদি-পরিমাণ এবং ভগবৎবর্ত্তনাতিশয্যহেতু পুরুষে পাত্রোৎকর্ষতা—(২৯০-১) ত্রেতাদি যুগেই পৃথক্ প্রতিমার বিধান হইয়াছে—(২৯২-৩) পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ পাত্র—মুমুক্ষুদ্বারা জ্ঞানিপূজাই মুখ্য—

২৯৪। প্রেমভক্তিকামীদের প্রেমভক্তপূজাই অধিক—ভগবানের বিলক্ষণ প্রকাশস্থান বলিয়া অর্চ্চারই আধিক্য স্থাপিত হইল—তন্নিবাস-ক্ষেত্রাদি-মহাতীর্থস্থ কীটাদিও কৃতার্থ—

২৯৫। একাদশ পূজাধিষ্ঠানভেদে পূজা-সাধনভেদ—**উপাসনা দ্বিবিধ**—(ক) অধিষ্ঠানের পরিচর্য্যাদ্বারা অধিষ্ঠাতার উপাসনা। (খ) সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনা। নিজপ্রেমসেব্য স্বাভীষ্টরূপ-বিশেষ পরমসুকুমারত্বাদি-বুদ্ধি-জনিতা প্রীতিদ্বারাই সর্ব্বথা সেবনীয়—অগ্ন্যাদিতে তদন্তর্য্যামিরূপেই চিন্তা কর্ত্তব্য—ভক্তের ভক্তিরীতিদ্বারাই পরমেশ্বরেরও ভাব-বিশেষ শুনা যায়;—পরিচর্য্যা-বিধিতে তদ্দেশ-কালসুখদ জিনিষ বিহিত—ইষ্টমন্ত্র-ধ্যানস্থল সর্ব্বঋতুতে সুখময় মনোহর রূপরসগন্ধাদিময় বলিয়া ধ্যান করাই বিহিত, অন্যথা তত্তদাগ্রহ ব্যর্থ হয়—

২৯৬। শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক ভক্তেরা তন্মূলমন্ত্রদ্বারাই নৈবেদ্যার্পণ করিবে—শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাত্বহেতু ভোজনও যথালোক-সিদ্ধ—জপে মন্ত্রার্থ নানা হইলেও নিজপুরুষার্থানুকূলই চিন্তনীয়—শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিতে আত্মনিবেদন-লক্ষণ চতুর্থ্যন্ত পদ যোজনীয়—শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধির জন্য সকল ভক্ত্যঙ্গেরই শুদ্ধাশুদ্ধত্ব দ্বিবিধ ভেদ সম্মত আছে—

২৯৭। নিরুপাধি প্রেমদ্বারা পূজা করিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়—(২৯৮) **অর্চ্চনাধিকারী নির্ণয়**—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনে স্ত্রী, শূদ্র এবং সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ব আশ্রমের অধিকার—নৃমাত্রেরই দীক্ষাবিধানদ্বারা দ্বিজত্ব বিধান হয়—সর্ব্বযুগে সর্ব্বলোক-দ্বারা সর্ব্ব আবির্ভাবই যথেচ্ছ পূজ্য—(২৯৯) শ্রীএকাদশী জন্মাষ্টম্যাদি ব্রত অর্চ্চনান্তর্ভূত—দীক্ষিত বৈষ্ণব, শিব ও সৌরের একাদশী অবশ্য কর্ত্তব্য—দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী চয়ন এবং বিষ্ণুর দিবাস্নান নিষেধ—অষ্ট মহাদ্বাদশী বিষ্ণুপ্রীতিদ—বৈষ্ণবদের অনিবেদিত দ্রব্য-ভোজন নিত্যনিষিদ্ধহেতু মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই একাদশ্যাদিতে নিরাহারত্ব হরিবাসরে জাগরণ না করিলে কেশবপূজার অধিকার হয় না—ভক্তোকনিষ্ঠ মহাপ্রসাদৈকভুক্ শ্রীমদম্বরীষাদির একাদশ্যাদিব্রত দেখাইয়া ঐ ব্রতের অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মও শ্রীভাগবত-সম্মত—কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত-প্রভাবে ব্রাহ্মণকন্যা সত্যভামা হইয়াছিল—মাঘস্নান—সদাচার-কথনদ্বারাই শ্রীরামনবমী ও বৈশাখব্রতাদির বিধান জানিবে। (৩০০) তাদৃশব্রতের মধ্যেও নিজেষ্টদেবের ব্রত সুষ্ঠুই বিধেয়—বৈষ্ণবদ্বারা সেবাপরাধসকল প্রযত্নতঃ বর্জনীয়—প্রভুত্বাবমান হইতে জন্মে বলিয়া অপরাধসকল অনাদরাত্মক, অতএব অপরাধ-নিদান অনাদরই পরিত্যাজ্য—

৩০১-২। মহদনাদরই সর্ব্বনাশক—(৩০৩) প্রমাদবশতঃ ভগবদপরাধ হইলে পুনরায় ভগবৎসন্তোষণ কর্ত্তব্য—শ্রীভগবান গীতাধ্যায়, সহস্রনাম-মাহাত্ম্য ও তুলসীস্তবাদির পাঠদ্বারা সেবাপরাধ ক্ষমা করেন। মথুরাদিসেবাদ্বারা সাপরাধ লোক শুচি হয়, সহস্র-জন্ম-জনিত অপরাধেরও নাশ হয়। মহতের প্রসন্নতা বিনা মহৎঅপরাধ নাশ পায় না, অতএব চাটুকারাদিদ্বারা কিম্বা মহতের প্রীতির জন্য দীর্ঘকাল নিরন্তর ভগবন্নামকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তদপরাধ ক্ষমাপণীয়—যথা শ্রীশিবপ্রতি দক্ষ—

(৮) **বন্দন**—শ্রীভগবানের অনন্তৈশ্বর্য্যগুণের শ্রবণানন্তর তদ্গুণানুসন্ধান—পাদসেবাদিতে বিধৃত-দৈন্য এবং নমস্কার-মাত্রে কৃতাধ্যবসায় ভক্তদের জন্য, যথা নারসিংহে এবং শ্রীভাগ শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ব্রহ্মা—একবার নমস্কারমাত্র দ্বারাই মুক্তিমাত্র হয়—একহস্তে, বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবদগ্রপৃষ্ঠ বামভাগে বা অতিনিকট গর্ভমন্দিরে নমস্কারে অপরাধ সকল পরিহর্ত্তব্য—

৩০৪। (৯) **দাস্য**—শ্রীবিষ্ণুর দাসমন্যত্ব—কেবলমাত্র দাস অভিমানদ্বারাই সিদ্ধি হয়, তাদৃশ ভজন-প্রয়াসের ত কথাই নাই—(৩০৫) দাস্যসম্বন্ধদ্বারা সর্ব্বভজনই মহত্তর হয়, তদধিক অন্য কিছুই নাই; যথা দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে—

৩০৬—৮। (১০) **সখ্য**—হিতাশংসনময় বন্ধুভাবলক্ষণ প্রেম—বিশ্রম্ভবিশিষ্ট ভাবনাময় বলিয়া দাস্য অপেক্ষা উত্তম এবং পরমসেবানুকূল বলিয়া উপাদেয়—"অদেব, দেবের অর্চ্চনা করিবে না"—এই বিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা তদ্ভাব সেবাবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করে—সাধ্যত্বহেতু প্রেম নবভক্তির অন্তর্ভূত নয়—ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সহবাস জন্য ভগবৎকৃত হিতাশংসন নিত্য, অতএব ভজন-বিশেষদ্বারা তৎবিষয়ক হিতাশংসনময় সখ্য

বিশিষ্টরূপে সম্পাদন করা অতি দুষ্কর নয়, যথা অসুরবালকপ্রতি প্রহ্লাদ—ভগবান্ মায়িক ও অমায়িক ও সম্পত্তিদানদ্বারা হিতাশংসী, অতএব আরোপিত নশ্বর বিষয় সম্বন্ধে জায়াপত্যাদির-উপার্জনে কি প্রয়োজন? সংস্ত্রীদ্বারা সংপতিবৎ ভক্তিদ্বারা ভগবান বশীভূত হয়েন—

৩০৯। (১১) **আত্মনিবেদন**—দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তের গো-বিক্রয়বৎ সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অর্পণ। তৎকার্য্য ত্রিবিধ—(ক) নিজের দেহদৈহিকচেষ্টারাহিত্য—(খ) নিজের সাধনসাধ্য-সমূহের অর্পণ—(গ) তাঁহার উদ্দেশ্যেই কেবল চেষ্টা—কেহ কেহ দেহার্পণ, কেহ শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণ, কেহ দক্ষিণহস্তাদি অর্পণ করেন, তদ্দ্বারা তৎকর্ম্মমাত্রই করেন—অম্বরীষের সর্ব্বাত্মনিবেদন—স্নানপরিধানাদি তৎসেবাযোগ্যতার জন্য করা হয় বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণ-ভক্তির হানি হয় না—আত্মনিবেদন দ্বিবিধ—(ক) ভাববিনা যথা "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা" (১১।২৯।৩৪), (খ) ভাব-বৈশিষ্ট্য সহিত যথা—"দাস্যাদিতে" (১১।১১।৩৫) (৩১০) অধিকারিভেদে ঔষধিবৎ ভক্ত্যঙ্গনিষ্ঠা হয়—**ইতি বৈধীভক্তিঃ**—

রাগানুগাভক্তি—বিষয়ীলোকের বিষয়াসক্তির আতিশয্যবৎ ভক্তের ভগবৎরূপাদি বিষয়ের স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময় প্রেমই রাগ—বিশেষণভেদ বা শান্ত-দাস্যাদিভেদে রাগ বহুবিধ—মায়ামোহিত শিবের মোহিনীমূর্ত্তিতে যে ভাব, তাহা ভাগবত-সম্মত নহে। দাস্যাদিরাগপ্রযুক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দন-আত্মনিবেদন-প্রায়া ভক্তিই রাগাত্মিকা; যাঁহার দাস্যাদি-রাগবিশেষে রুচি জন্মিয়াছে, কিন্তু রাগবিশেষ জন্মে নাই, তাঁহার হৃদয়স্ফটিকমণি তাদৃশরাগসুধাকরের কিরণাভাসে সমুল্লসিত হইলে, তাদৃশ রাগাত্মিকা ভক্তির শাস্ত্রাদিশ্রুতা পরিপাটীতেও রুচি জন্মে, অতএব রুচিদ্বারা তদীয় রাগানুগমনকারী রাগানুগাভক্তি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত হয়। বিধিদ্বারা প্রযুক্ত না হওয়াতে, রুচিমাত্রদ্বারা প্রবৃত্ত হওয়াতে ইহা বলা উচিত নয় যে বিধির অধীন না হইলে ভক্তি সম্ভব হয় না, যথা পরীক্ষিত প্রতি শ্রীশুকদেব—বৈধীভক্তি বিধি-সাপেক্ষা বলিয়া দুর্ব্বলা, রাগানুগাভক্তি স্বতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া প্রবলা, অতএব ভক্তি ভিন্ন অন্যবিষয়ে অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গে অনভিরুচিত্বাদিই রাগানুগাভক্তি জন্মের লক্ষণ—বিধি-নিরপেক্ষতাহেতু পূর্ব্বোক্ত দাস্য-সখ্যাদি হইতে রাগানুগীয় দাস্যসখ্যাদির ভেদ জানিবে, অতএব রাগানুগাভক্তিতে বিধ্যুক্তক্রমও অত্যাদৃত নয়—কিন্তু রাগাত্মিকাশ্রুত ক্রমই অত্যাদৃত—

৩১১। রাগাত্মিকাতে রুচি—(১১।৮।৩৫) রুচি-প্রধান এই মার্গে মনেরই প্রধানত্বহেতু এবং তৎপ্রেয়সীরূপে অসিদ্ধা পিঙ্গলার তাদৃশভজনে প্রায়শঃ মনদ্বারাই যুক্তত্বহেতু পিঙ্গলাও মনদ্বারাই বিহার-কামনা করিয়াছে, এই দৃষ্টান্তদ্বারা তাদৃশ মধুরভাবাকাঙ্ক্ষী ভক্তেরও শ্রীমৎপ্রতিমাদিতে ঔদ্ধত্য পরিহৃত হইল—এইরূপ পিতৃত্বাদিভাবেও অনুসন্ধেয়—

৩১২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত কামকলাতেও প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী ভক্তি। সেবকত্বাদ্যভিমানময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচিও রাগানুগা। দাস্য যদা—প্রহ্লাদের, বাৎসল্য যথা স্কান্দোক্ত প্রভাকর রাজার। 'মাতৃবৎ' প্রভৃতিতে 'বতি'-প্রত্যয়ান্ত শব্দদ্বারা প্রসিদ্ধ তন্মাতৃ-প্রভৃতির অনুগত ভাবনাই অঙ্গীকৃত, অভেদভাবনা অঙ্গীকৃত নয়। অভেদ ভাবনা করিলে অহংগ্রহোপাসনাবৎ মাতৃপ্রভৃতিতেও অহংগ্রহোপাসনাদোষ হয়। পূর্ব্বমীমাংসা ও শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধি-লঙ্ঘনে দোষই যখন শুনা যায়, তখন বিধিনিরপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তিদ্বারা কি প্রকারে সিদ্ধি হয়? শ্রীভগবন্নামগুণাদিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধত্বহেতু ধর্ম্মবৎ ভক্তিতেও বিধিসাপেক্ষতা নাই, অতএব জ্ঞানাদিবিনাও ফললাভ অনেক স্থলে শুনা যায়—যাহার নিজের প্রবৃত্তি নাই, তাহার জন্যই বিধির অপেক্ষা ও ক্রমবিধি। যদিও "চক্ষু-নিমীলনে ধাবিত হইলেও"—ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা যে ভাগবদ্ধর্ম্ম কোনও রূপে কৃত হইলে সিদ্ধি নিশ্চয়, তথাপি রুচির অভাবে রাগাত্মিকা ভক্তি-কৌশল-অনভিজ্ঞ নানা বিষয়ে বিক্ষেপবান লোককে সুস্থিররূপে বর্ত্মপ্রবেশ করাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ চিত্তাভিনিবেশের জন্য মর্য্যাদারূপে ক্রমবিধি নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যথা সন্তত তদ্ভক্ত্যুন্মুখত্বজনক তাদৃশ রুচি না থাকায় এবং মর্য্যাদারূপ-ক্রমবিধির অস্বীকারে সেই লোক আধ্যাত্মিকাদি উৎপাত দ্বারা নিহত হয়—রুচিদ্বারাই ভগবন্মনোরম রাগাত্মিকায় ক্রমশঃ বিশেষাভিনিবেশহেতু স্বয়ং প্রবৃত্তিমান ভক্তের জন্য মর্য্যাদা নির্ম্মাণ নহে—যথা শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(১১।১১।১৩) দুরভিসন্ধিহেতু রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণ করিয়া যখন পূতনাও

ধাতৃগতি পাইয়াছে, তখন তদীয়রুচিমান ভক্তেরা নিশ্চয়ই নিরন্তর সম্যক্ ভক্ত্যনুষ্ঠানদ্বারা স্বস্বভাবোচিত প্রেমসেবা পাইবেন—একান্তিত্ব, ভক্তিনিষ্ঠারুচিদ্বারা বা শাস্ত্রনিষ্ঠায় আদর দ্বারা জন্মে, তদুভয়ের অভাবসত্ত্বেও একান্তমানিতা দম্ভমাত্র—"শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণাদি"—বাক্যদ্বারা একান্তমানিকে উদ্দেশ করিয়াই নিন্দা, রুচিসত্ত্বে তাহা নিন্দনীয় নহে; "ভগবৎপ্রীতি বা রুচি বিনা বেদোক্ত কর্ম্ম না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্ম করিলেই পাষণ্ডী হয়—" এই পাদ্মোত্তর-খণ্ডোক্তিদ্বারা শাস্ত্র-অজ্ঞানের নিন্দা নয়, শাস্ত্র-অনাদরেরই নিন্দা। সদ্বিশেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাও অজাততাদৃশরুচি ভক্তদ্বারা এবং জাততাদৃশরুচি-প্রতিষ্ঠিত ভক্তদ্বারাও লোকসংগ্রহার্থ বৈধী-সংবলিতাই অনুষ্ঠেয়া—মিশ্রত্বে, রাগানুগার সহিত যথাযোগ্যরূপে এক করিয়াই বৈধী কর্ত্তব্য—যথা শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর-ধ্যানসম্বন্ধে। বিধিনিষেধ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এবং ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ভেদে দ্বিবিধ – ভগবদ্ভক্তি-বিশ্বাস বা দুঃশীলতাহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ অকরণ ও করণদ্বারা বৈষ্ণবভাব হইতে ভ্রষ্ট হয় না—বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্যের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকৃত্যের পরিহার বিষ্ণুসন্তোষার্থই হইয়া থাকে, সুতরাং রুচিমান্ পুরুষে স্বতঃই ঐ উভয়ে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি হয়, যেহেতু তদীয় সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন। অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যে রাগের অনুগমন করিতেছেন, তাদৃশ রাগাত্মক সিদ্ধভক্ত-কর্তৃক কৃতত্ব বা অকৃতত্বের অনুসন্ধানও অপেক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে তৎকর্তৃক কৃতত্ব হইলে বিশেষ আগ্রহ হয়—ইহাই প্রভেদ। এ বিষয়ে কোনও কোনও স্থলে রাগরুচিদ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া উহা কিন্তু রাগানুগারই অন্তর্গত। যাঁহারা গোকুলাদিবিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ও তদীয় সংসর্গবিষয়ক বিঘ্নাদির বিনাশ-কামনায় বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম-সমূহের অনুষ্ঠান করেন। রাগানুগাতে রুচিই সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া "শ্রুতি স্মৃতি আমার আজ্ঞা"—এই বাক্য রাগানুগা ভক্তি-বিষয়ক নহে; "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ"—ইত্যাদি বাক্য-বিরোধহেতু বিধিবর্ত্ম ভক্তিবিষয়ক নহে, বিধিদ্বারা অপ্রবর্ত্তিতা রাগানুগা বেদবাহ্য নহে, তাহাতেও রুচির বিদ্যমানতায় বেদ-বৈদিক-প্রসিদ্ধা রাগানুগা, কিন্তু—বুদ্ধাদির ব্যতিরেকমুখে বেদের বর্ণন বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়-বিরুদ্ধ বলিয়া বেদবাহ্য –অতএব রাগানুগা, বৈধী অপেক্ষাও অতিশয়বতী এবং সমীচীনা, কারণ মর্য্যাদাবচন আবেশের জন্যই, রুচিবিশেষলক্ষণ মানসভাব-দ্বারা যেরূপ আবেশ হয়, বিধি-প্রেরণাদ্বারা তদ্রূপ হয় না, আবেশের স্বারসিক মনোধর্ম্মত্ব-হেতু অনুকূল ভাব সকলের দ্বারা ত আবেশ হয়ই, পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবদ্বারাও শীঘ্রই আবেশ হয় এবং আবেশ-সামর্থ্যদ্বারাই প্রতিকূল দোষ হানি এবং সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি হয়—

৩১৩। ভাবমার্গ-মাত্রেরই বলবত্তা দেখাইবার জন্যই যুধিষ্ঠির নারদকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'বেণ ভগবন্নিন্দাদ্বারা নরকে গেল, অথচ চিরদ্বেষী শিশুপালের একান্তি ও পরমজ্ঞানিদের দুর্লভ ভগবৎ সাযুজ্য-প্রাপ্তি হইল কেন?' (৩১৪) বহু নরকভোগের পরই পৃথু-জন্ম প্রভাবোদয়বশতঃ বেণের সদ্গতি শুনা যায় – ভগবৎপীড়াকর বলিয়া কিম্বা সুরাপানাদিবৎ নিষিদ্ধ হেতু নিন্দা-শ্রবণবশতঃই নরকপাত কি? (১৫-৬) মূঢ় পুরুষের নিন্দাদি প্রাকৃত-তম আদিগুণ উদ্দেশ্য করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ভগবানের জীববৎ প্রকৃতি-পর্য্যন্ত বস্তুজাতে অভিমান না থাকাতে নিন্দাদ্বারা ভগবানের পীড়া হয় না—

৩১৭। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদিহেতু ভগবান তাদৃশ নিন্দার অতীত –যাঁহার প্রতিমা বা আভাস একবার মাত্র যে কোনও উপায়ে ধ্যান করিয়া আবেশ হয়, সেই ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য না থাকাতে শক্রভাবে ধ্যান করিয়াও নিন্দাদি-কৃতপাপ তদাবেশদ্বারা নাশ হইলে সাযুজ্য-প্রাপ্তি যুক্তিযুক্তই—বৈরানুবন্ধ, নির্ব্বৈর, ভয়, স্নেহ এবং কামহেতু ভগবদাবেশ হয়—(৩১৮) নিন্দিত বৈরভাব দ্বারা যেরূপ শীঘ্র তদাবেশ হয়, তদ্রূপ অবশ্য কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ বৈধীভক্তিদ্বারা হয় না—(৩১৯) প্রাকৃত পেষস্কৃৎকীটবৎ বৈরভাবদ্বারা নিরন্তর তচ্চিন্তা করিয়া পাপশূন্য হইয়া শিশুপালাদি নরাকৃতি পরব্রহ্মকে পাইয়াছে—(৩২০) শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ধর্ম্ম বা ভক্তি দ্বারা তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া যেরূপ তাঁহাকে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তদবিহিত কর্ম্মদ্বারাও অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছে—

(৩২১) দ্বেষ ও ভয়দ্বারা অঘ হইলেও নিরন্তর আবেশদ্বারা তাহা নাশ হয়—কামকেও কেহ অঘ মনে করে—

ভগবানে কাম তিন প্রকার—(১) কেবল, (২) পতিভাবযুক্ত, (৩) উপপতিভাবযুক্ত, (১) **কেবল** কুব্জার। স্নেহবৎ কামেরও প্রীত্যাত্মকত্বহেতু দ্বেষবৎ দোষ নাই, তাদৃশীদের কামই প্রেমৈকরূপ—গোপীদের তুলনাতেই কুব্জার ভাবের নিন্দা, স্বরূপতঃ নিন্দা নয়, কারণ কার্য্যদ্বারা তাঁহার স্তুতিই করা হইয়াছে—"হে প্রিয়! আমার কাছে কিছুদিন থাক।" —ইহাদ্বারা প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। যে মনোগ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় কামনা করে, সেই কুমনীষী, কুব্জা ভগবানকেই কামনা করিয়াছে বলিয়া পরম সুমনীষী, অতএব তাঁহার কামের দ্বেষাদিগণ-অন্তঃপাতিত্ব এই পাপাবহত্ব পরিহৃত হইল—কামুকত্বাদ্যারোপণ এবং অধরামৃত-পানাদি ব্যবহার দ্বারাও মর্য্যাদার অতিক্রম করা হয় নাই, কারণ 'লোকবৎই লীলাকৈবল্য'—ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা লীলা স্বভাবতই সিদ্ধা হইয়াছে—শ্রীবৈকুণ্ঠাদিতে শ্রী, ভূ, লীলাদিশক্তিদ্বারা তাদৃশ লীলা নিত্যসিদ্ধা বলিয়া স্বতন্ত্রলীলাবিনোদ ভগবানের তাহাতে অভিরুচিই জানা যায়, অতএব ভগবত্তাদ্যননুসন্ধান এবং কামুকত্বাদি-মননও স্বাভাবিক লীলারসমোহজনিত তদভিরুচিবশতই জানিতে হইবে। পরমশুদ্ধরূপ, তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহ, তদনুন্ন তৎপ্রেয়সীজনদ্বারা তদধরামৃত-পানাদি সঙ্গতই এবং তদভিরুচি-বশতঃই হয়। (২) **পতিভাবযুক্ত**—পতিভাবযুক্ত-কামে দোষ নাই, বাস্তবিকপক্ষে স্তুতিই শুনা যায়, যথা মহিষীদের—মহানুভাব মুনিদেরও তদ্ভাব শুনা যায়, যথা কৌর্ম্মে; (৩) **উপপতিভাবযুক্ত**—যথা শ্রীগোপীদের—উপপতিভাব যে দোষাবহ নয়, তাহা গোপীদের উত্তর দ্বারা, শ্রীশুকদেব দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে—তাদৃশ অন্যদেরও তদ্ভাব দেখা যায়, যথা পাদ্মে দণ্ডকারণ্যবাসি-মহর্ষিদের সম্বন্ধে—আগমাদিতে শ্রীনন্দনন্দনের কামরূপে উপাসনার ব্যবস্থা থাকা হেতু এবং 'সাক্ষান্মন্মথ' নাম থাকা হেতু গোপীদের কাম এবং পুরুষদেহধারী মুনিদের ভিতরে স্ত্রীভাবে ভগবানকে উপভোগ করিবার কাম, ভগবান কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কামই, প্রাকৃত কামদেবোদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে—উদ্ধবাদি পরমভক্তগণও গোপীপ্রেমের শ্লাঘা করিয়াছেন—বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধ শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব অভিলাষ করিয়া গোপীরূপেই তদ্গণান্তঃপাতিনী হইয়াছেন—যথা শ্রুতিবাক্য, শ্রীভাগবতে—"শত্রুরাও স্মরণ করিয়া ভগবানকে পাইয়াছে" এই বাক্যদ্বারা ভাবমার্গের শীঘ্র অর্থসাধনত্ব দেখান হইয়াছে—"সমদৃশ" শব্দদ্বারা রাগানুগারই সাধকতমত্ব প্রকাশ হইল, তাহা না হইলে সর্ব্বসাধন-সাধ্য বিদুষীশ্রুতিগণ অন্যভাবেই সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকে শ্রুতিগণ দেখিয়াছেন বলিয়াই "স্ত্রিয়ঃ" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইল। কামে সাধকচরী গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপালাদি, সম্বন্ধে বৃষ্ণিগণ, স্নেহে পাণ্ডবেরা, এবং ভক্তিতে নারদাদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন—

৩২২। শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্ররূপে বৈধীভক্তিদ্বারাই পার্ষদদেহ পাইয়াছিলেন, অধুনা লব্ধরাগ তাঁহাতে বিধির অনধীনা রাগাত্মিকা ভক্তিই বিরাজিত। আধুনিকীরাও সেই গোপীদের মত তদ্গুণাদি-শ্রবণদ্বারা গোপীভাব প্রাপ্ত হয়—রাগেরই বিশেষত্ব-জ্ঞাপনের জন্য সম্বন্ধ-গ্রহণ—পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া গোপীবৎ সাধকচর বৃষ্ণি-বিশেষগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষগণ সাধকত্বেই নির্দ্দিষ্ট হইল, অতএব সম্বন্ধ-জন্য স্নেহও তদভিরুচিমাত্রই জানিবে—(৩২৩) ভগবানের প্রতি এই পাঁচ ভাবের একভাবও বেণের ছিল না, কেবল প্রাসঙ্গিক নিন্দামাত্র বৈরভাব ছিল, বৈরানুবন্ধন ছিল না, অতএব তীব্রধ্যানাভাবহেতুই তাহার পাপবশতঃ নরকই হইল—সুরতুল্যস্বভাব লোকেরও নিজমোক্ষের জন্য ভগবানে বৈরভাবানুষ্ঠান-সাহস করা কর্ত্তব্য নহে। "অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে।"—শ্রীনারদের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই—তাদৃশ বহুপ্রযত্নসাধ্য বৈধভক্তিমার্গদ্বারা দীর্ঘকালে যাঁহাকে পাওয়া যায়, রাগানুগামার্গে ভাববিশেষমাত্রদ্বারা শীঘ্র তাঁহাকে পাওয়া যায়, অতএব রাগানুগাই যুক্ততম উপায়—(৩২৪)। শ্রীনারদ-বসুদেব-সংবাদের তাৎপর্য্য—ভাবমার্গমাত্রের বলবত্তার মধ্যে আবার কৈমুত্যদ্বারা রাগানুগারই অভিধেয়ত্ব; "অনুরক্তধী ভক্তেরা নিশ্চয়ই ভগবানকে পায়,"—

"বৈরানুবন্ধ দ্বারা যেরূপ"—এই বাক্যদ্বারা বৈরানুবন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য যোজনীয় নয়—জয়-বিজয়ের ভগবৎপ্রাপ্তি স্বাভাবিকসিদ্ধত্বহেতু, যুদ্ধলীলা-প্রপঞ্চনের জন্যই ব্রহ্মহেলনরূপ তদপরাধাভাস-ভোগছলে সংরম্ভযোগাভাস-বিধান হইয়াছে। দ্বেষাদিভাবকেও কেহ কেহ ভক্তি মনে করেন; ভক্তি-সেবাদি-শব্দের আনুকূল্যেই

প্রসিদ্ধি ; বৈরভাবে তদ্বিরোধিত্বহেতু ভক্তি সিদ্ধ হয় না, অতএব এই মত অসৎ,—যথা পাদ্মে—ভক্তি এবং দ্বেষাদির ভেদই জানা যায়, ভক্তিদ্বারা ভগবানকে দেখা যায়, রোষ বা মাৎসর্য্য দ্বারা দেখা যায় না, তবে "অসুরদিগকেও ভাগবত মনে করি" এই উদ্ধবের বাক্য তচ্ছোকোৎকণ্ঠাবশতঃ কেবল দর্শনভাগ্যাংশেই উৎপ্রেক্ষা বলিয়া যুক্তই হইয়াছে, তাহাদের স্বয়ং ভাগবতত্ব নাই ; যথা—"যে আমাদের অন্তিম সময়ে তন্মুখচন্দ্র-প্রদর্শনের ভাগ্য নাই, সে হতভাগ্য আমাদের অপেক্ষা মুখচন্দ্র-দর্শনকারী অসুরগণও ভাগবত"—অতএব দ্বেষাদিতে কথঞ্চিৎও ভক্তি নাই—

৩২৫। শ্রীকৃষ্ণেই মুখ্যা রাগানুগা, কোন অংশী বা অংশেতে নয়, কারণ "গোপীরা কামহেতু"—এবং "দৈত্যগণ দ্বেষহেতু"—কৃষ্ণেতেই প্রথমতঃ আবেশ করে এবং অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অতএব শ্রীনারদও বলিয়াছেন "যে কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণেই মন নিবেশ কর।" তাদৃশ আবেশহেতু শীঘ্র উপাসনা লাভ হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেও একাদশস্কন্ধে নিজের প্রতি বৈধোপাসনা না বলিয়া অন্যত্র চতুর্ভুজাকারের প্রতিই বৈধীভক্তি করিতে বলিয়াছেন—শ্রীগোকুলেই শুদ্ধরাগদর্শনহেতু মুখ্যতমা রাগানুগা, তথায়ই স্বয়ং শ্রীভগবান গোকুলবাসিদের পুত্রাদিভাবে বিলাস করেন—একই স্বেচ্ছাময় ভগবান লোকের ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকদ্বারা প্রতীত হয়েন—ভক্তকর্তৃক নিজের ভোজন-পান-স্নান-বীজনাদি-লক্ষণ লালনের ইচ্ছাও তাঁহার অকৃত্রিমই হয়—সাধারণ ভক্তি-সদ্‌ভাব লক্ষ্য করিয়াই "পত্র পুষ্প ফল তোয়" ইত্যাদি বলা হইয়াছে ; শ্রীশুকদেবও সখাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহনাদি শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষাতেই হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন—অন্যের সেবা-গ্রহণ-সময়ে বা মাধুর্য্য-প্রকাশাবস্থায়ও অন্যত্র ঐশ্বর্য্যস্ফুরণহেতু ঐরূপ ব্যবহারদ্বারা ঐশ্বর্য্য-হানি হয় না—কারণ ঈশ্বরে তদ্দ্বারা ভক্তেচ্ছা-বিধানরূপ প্রশংসনীয় স্বভাবই প্রকাশ পায় ; যথা—শ্রীব্রজেশ্বরীকর্তৃক বন্ধনাবস্থায়ই যমলার্জ্জুন-মোচন করিয়াছেন, তাদৃশ ঐশ্বর্য্যেও শ্রীব্রজেশ্বরীর বশ্যতাই শ্রীশুকদেব প্রশংসা করিয়াছেন—অতএব যাহারা অদ্যাপিও তদীয় রাগানুগাপর, তাহাদেরও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্র ধর্ম্মদ্বারাই উপাসনা যুক্ত, যথা—শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে আছে—শ্রীগোবর্দ্ধনধারণোপলক্ষ্যে বিস্ময়ান্বিত ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজবন্ধুসদৃশ বুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন—শ্রীবসুদেবাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান বলিয়া ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যদ্বয় বিশিষ্টা ভক্তিই ভগবদনুমতি, পূর্ব্বজন্মেও তাঁহাদের তপ আদি-প্রধান ভক্তিই উক্ত হইয়াছে। শ্রীনন্দযশোদার মাধুর্য্যনিষ্ঠ পুত্রপালনরূপ ভাগ্য শ্রীবসুদেব দেবকীর নাই—ইহা বিস্পষ্টরূপে বলিয়া শ্রীশুকদেব এবং পরীক্ষিৎ উভয়েই শ্রীনন্দযশোদার ভাবেরই প্রশংসা করিয়াছে—"দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ"—ইত্যাদিদ্বারা শ্রীনারদও শ্রীবসুদেবদেবকীকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াও এবং তিনি তাদৃশভাবনাবশ হইলেও স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্য অধিকই হয়, অতএব—"জানিয়া বা না জানিয়া" ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবপ্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানের অনাদর করিয়া **"কেবল রাগানুগাভক্তিরই অনুষ্ঠান প্রশস্ত",** তজ্জন্য শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকার শুদ্ধত্বহেতু **শ্রীগোকুলানুগা রাগানুগা ভক্তিই মুখ্যতমা**—অন্যত্র অসম্ভবহেতু রাগানুগার মাহাত্ম্য দেখিয়া এবং পূর্ণভগবত্তা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই মহামাহাত্ম্য সিদ্ধ হইল, তাহাতে আবার গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সর্ব্বোপরি—

৩২৬। শ্রীকৃষ্ণভজনেরই মাহাত্ম্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম হইতে দেখান হইয়াছে, অন্যান্য অবতারকথারও শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশই ফল। ভক্তি সুকরা এবং নিশ্চিতফলা কিন্তু জ্ঞানযোগচর্য্যা সুদুশ্চরা এবং অনিশ্চিতফলা, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই ভক্তি কর্ত্তব্য—(৩২৭) শুদ্ধভক্তেরা অভিমানী হন না এবং অন্তরায়দ্বারা বিহতও হন না, কারণ তাঁহারা পুরুষার্থ-সাধন-বিষয়ে শ্রীভগবানের নিরুপাধি দীনজন-কৃপারই সাধকতমত্ব মনে করেন, কিন্তু যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নের সাধকতমত্ব মনে করেন না। (৩২৮) যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগাদি পরমফলরূপা মুক্তি নিজ-দ্বেষী দৈত্যগণকে দান করেন এবং যিনি নিজকে অনন্যশরণ দাসদিগের অধীন করেন, সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই মুখ্যা—(৩২৯) সর্ব্ব-জগতের প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠ এবং উপকারক শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ ভক্তের কিছুই অভাব থাকে না—শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গুরুরূপে এবং ভিতরে চিত্তস্ফুরিত ধ্যেয়াকাররূপে ভক্তিবিরোধী বাসনা নাশ করিয়া নিজ অনুভব এবং প্রেমসেবা

দেন—(৩৩০) নিজভক্তির অতিশয়িত্ব শ্রীকৃষ্ণ নিজেও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—কৃপাপূর্ব্বক ভক্তের স্পর্দ্ধাদি শীঘ্র দূর করিবার জন্য এবং নিজের প্রতি তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য অন্তর্য্যামিরূপে স্বাংশের ভজনস্থানে স্বভজন উপদেশ করিয়াছেন—(৩৩১) "আমার শ্রীকৃষ্ণরূপকেই অমলাশয় ব্যক্তি সর্ব্বভূতের এবং নিজের ভিতরে বাহিরে অসঙ্গত্ব এবং বিভুত্ব হেতু আকাশবৎ পূর্ণরূপে দর্শন করে।" "সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্বদর্শনকারীই পণ্ডিত।" (৩৩২) "সর্ব্বভূতে কৃষ্ণরূপভাবনাকারী পুরুষের সাহঙ্কার স্পর্দ্ধা, অসূয়া এবং তিরস্কার শীঘ্র নাশ পায়।" ভগবদ্ দৃষ্টিসাধনে সর্ব্বত্র নমস্কারই এবং সর্ব্বত্র প্রতিপদে স্বাভাবিক নব্যনব্য শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই সাধনাবধি—শ্রীগোপালতাপনীতে প্রসিদ্ধ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপের সর্ব্বত্র নব্য নব্য শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই সর্ব্বোর্দ্ধ উপাসনা—যথা ভাগবতে—"কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে কৃষ্ণরূপের অস্তিত্বদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা উপাসনা।" (৩৩৩) যথা শ্রীগীতায়—"২৪ তত্ত্বজ্ঞান—গুহ্য ; অন্তর্য্যামিজ্ঞান—গুহ্যতর ; শ্রীকৃষ্ণমনস্থাদি-লক্ষণ এবং তদেকশরণত্ব-লক্ষণ তদুপাসনাই সর্ব্বগুহ্যতম ; শ্রীকৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে তদবতারের ভজনাপেক্ষাও সুতরাং উত্তম—

৩৩৪। ভয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনেও মোক্ষসম্পাদকত্বহেতু ব্যর্থ হয় না, যথা কংসাদির—অতএব শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতদের সাধনত্বে এবং সাধ্যত্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরমোপাদেয় ; যথা উদ্ধবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"আমার প্রাপ্তিই তোমার চতুর্বর্গফললাভ।"

৩৩৫। শ্রীউদ্ধবও শ্রীভগবচ্চরণে নিত্য অচলা ভাবভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন—(৩৩৬) শ্রীকৃষ্ণদাস্যই পুরুষার্থ—(৩৩৭) শ্রীগোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনের মাহাত্ম্যাতিশয়, কারণ পূতনাদি শত্রুকে ধাত্র্যুচিত গতিদানরূপ পরম শুভ স্বভাব সর্ব্বাবতারেই অপ্রকটিত—

৩৩৮। শ্রীগোকুলেও আবার শ্রীমদ্‌ব্রজবধূর সহিত রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের পরম বৈশিষ্ট্য যথা—"বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব—**পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাসম্বলিত লীলাময় তদ্‌ভজনই পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ।** শ্রীরাধাকৃষ্ণরহস্যলীলা-**ভজনে অধিকারী-নির্ণয়**—পৌরুষবিকারবৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত লোকদ্বারা এবং পিতৃপুত্র দাস-ভাবাপন্ন-লোকদ্বারা স্বীয়ভাববিরোধহেতু রহস্যলীলা **উপাস্যা নয় ;** লীলার কোথায়ও অল্পাংশে এবং কোথায়ও সর্বাংশে রহস্য জানিবে—

৩৩৯। নিজানুভূত রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ্য নয়—এই রাগানুগামার্গেও শ্রীগুরুর কিম্বা শ্রীভগবানের প্রসাদলব্ধ সাধনসাধ্যগত স্বীয় সর্ব্বস্বভূত যে কিছু রহস্য অনুভূত হয়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে—

৩৪০। **সিদ্ধিক্রম**—প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুদপায়বৎ প্রতিবার ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেম, ভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তি এবং বস্ত্বন্তরে বিতৃষ্ণা জন্মে ; অনুবৃত্তিদ্বারা ভজনে বহুগ্রাসভোজীর পরমতুষ্ট্যাদিবৎ পরম প্রেমাদি জন্মে—অভিধেয় ভক্তিবিষয়ে অন্য বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র এবং মহাজন-রীতিও অনুসন্ধেয়—

পরিশিষ্ট—(১) পরতত্ত্ব-বৈমুখ্য-বিরোধী তৎসাম্মুখ্যই অর্থাৎ পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানোৎপাদক তদুপাসনাই—অভিধেয়। প্রয়োজন—তদনুভব। (২) জ্ঞানসাধন এবং যোগাদিও আংশিক পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য হইলেও শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণ সাক্ষাৎ ভক্তিই অভিধেয়। (৩) সাক্ষাৎভগবৎসাম্মুখ্যই মুখ্য অভিধেয় হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই সাধকগণের প্রথমে ভগবৎকথাতেই রুচির উদয় হইয়া থাকে। ভগবদ্‌ভজনান্তরে রুচি অপেক্ষা ভগবৎকথায় রুচিই শ্রেষ্ঠা। ভগবৎকথায় রুচি জন্মিলে ক্রমশঃ আপনা হইতেই ভগবৎস্মরণ ও সাম্মুখ্য সিদ্ধ হইতে পারে। (৪) মন্দভাগ্য জীবের কৃষ্ণকথায় রুচিলাভের "সুগম উপায়"—(ক্রমসন্দর্ভ) পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাদিদ্বারা পাপ দূর হয় এবং তীর্থস্থানে ভ্রমণ বা অবস্থান-কারণ মহাত্মাদের দর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণ সেবা লাভ হয়। তৎফলে তদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা—অনন্তর তাঁহাদের ভগবৎকথা (ইষ্টগোষ্ঠী)-শ্রবণেচ্ছা এবং তৎফলে ভগবৎ-কথায় রুচির উদয় হয়। ভগবৎ কথা মহতের মুখে শ্রুত হইলেই সহসা কার্য্যকরী হয়।

শ্রীশ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। [প্রতি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ]

১। **শ্রীভগবৎপ্রীতিরই পরম পুরুষার্থত্ব**—আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষ-প্রয়োজন। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সদনন্তপরমানন্দই পরমতত্ত্ব—জীব তদীয় হইয়াও তজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাববশতঃ তন্মায়া-পরাভূত। পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লক্ষণ তজ্‌জ্ঞানই পরমানন্দ-প্রাপ্তি; পরমানন্দ-প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ—অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই অজ্ঞানকার্য্য নিজ স্বরূপগত অজ্ঞানের এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি স্বভাবতঃই হয়—স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মুক্তি—রশ্মিপরমাণুসমূহের পক্ষে সূর্য্যবৎ জীবের পক্ষে পরমাত্মাই পরম অংশীরূপ—অংশদ্বারা অংশীপ্রাপ্তি দ্বিধা—(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি—সদ্যমুক্তিদ্বারা ও ক্রমমুক্তিদ্বারা এবং (২) ভগবৎপ্রাপ্তি—জীবন্মুক্তিদ্বারা ও উৎক্রান্ত মুক্তিদ্বারা; পরমতত্ত্ব দুই প্রকারে আবির্ভূত হয়—ব্রহ্মাখ্য অস্পষ্টবিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাপেক্ষা ভগবৎপরমাত্মাদি-বিশেষ সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষতা এবং পরমত্ব—ছয় কারণে প্রীতিই পরমতম পুরুষ-প্রয়োজন এবং সর্ব্বদা অন্বেষিতব্য—(১) পরমাত্ম-শব্দ দ্বারা প্রীতিভক্ত্যাদিসংজ্ঞ প্রিয়ত্বলক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ সাক্ষাৎকারই বুঝায়—(২) ঐ প্রীতিদ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি—(৩) প্রীতিবিনা তৎস্বরূপের এবং তদ্ধর্ম্মান্তরবৃন্দের সাক্ষাৎকার হয় না; (৪) যেখানে প্রীতি সেখানে অবশ্য সাক্ষাৎকার—(৫) যতটা প্রীতি ততটা ভগবদনুভূতি—(৬) তৎস্বরূপাদির সাক্ষাৎকারানুযায়ী প্রীতির আধিক্য—'তত্ত্বমসী'ত্যাদি বাক্য "তুমিই অমুক" ইতিবৎ তৎপ্রেমপরই জানিবে। প্রীতির জন্য আত্মব্যয়াদি দেখা যায় বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীই প্রীতিতাৎপর্য্যক, অতএব লোকব্যবহারও প্রেম-পরই—শ্রীভগবানেই প্রীতির পর্য্যবসান— অতএব ভগবৎপ্রীতিরই পরম পুরুষার্থত্ব। (২) কৈবল্য অর্থাৎ ভগবৎস্বভাব অনুভব করাইবার জন্যই শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত—(৩) **উৎক্রান্তমুক্তি** দ্বিবিধ—(১) সদ্য এবং (২) ক্রমরীতিদ্বারা (৩-৪) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবন্মুক্তি ও অন্তিমা মুক্তি (ভাগ ১।৩।৩৪)—

৫। **জীবতত্ত্ব**—জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্বের অংশই একজীব—তেজোমণ্ডলের বহিশ্চর রশ্মিপরমাণুর ন্যায় পরমচিদেকরস ভগবানের বহিশ্চর চিৎপরমাণুই জীব—হরিচন্দনবিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব-গুণদ্বারাই জীবের সর্ব্বদেহব্যাপ্তিহেতু অণুত্ব বেদপ্রতিপাদিত—জীবের সর্বাবস্থাতেই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম্ম আছে। পরমেশ্বরের শক্ত্যনুগ্রহদ্বারাই স্বরূপধর্ম্মসকল কার্য্যক্ষম হয়—জীবের প্রকৃতি-বিকারময় কর্ত্তৃত্বাদি তদীয় মায়াশক্তিময় অনুগ্রহ দ্বারা হয়—অতএব তৎসম্বন্ধহেতু জীবের সংসার—কিন্তু স্বানুভব, ব্রহ্মানুভব ও ভগবদনুভবাদি তদীয় স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে হয়, অতএব স্বরূপশক্তির সম্বন্ধবশতঃ মায়ান্তর্ধান হইলে জীবের সংসারনাশ, 'আমি সুখ হইব' এরূপ ইচ্ছা কেহ করে না—"কিন্তু আমি সুখ অনুভব করিব'—ইহাই ইচ্ছা করে, শ্রুতিস্মৃতিতেও তদ্রূপ প্রেরণাই দেখা যায়—যথা দ্বৈতবোধক শ্রুতি "জীব আনন্দরসস্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দী হয়।" "আত্মরতি, আত্মক্রীড়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য—"ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া" ইত্যাদি, "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে পায়" "ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হয়"। কোথাও এতত্ত্ববোধক শব্দদ্বারাও দ্বৈত বুঝায়—স্কান্দে—"জলে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণহেতু পরমাত্মা হয় না—শ্রীমদ্‌ভাগবতেও গোপদিগের ব্রহ্মসম্পত্ত্যনন্তরই বৈকুণ্ঠদর্শন হইয়াছিল। গুণময় যজ্ঞাদিতে অপূর্ব্বই নিপাদ্য, অগুণময় ভক্তি নিষ্পাদ্য নয়, সুতরাং অপূর্ব্ববৎ পূজাদিময় ভক্তির নাশিত্ব নাই; অতএব ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইলে স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষত্বহেতু ভক্তির স্বয়ং আবির্ভাব হয়, জন্ম হয় না এবং তাহার অনন্তফলশ্রুতি আছে বলিয়া সেই আবির্ভাবও অনন্ত—সকাম কর্ম্মবৎ নিষ্কাম কর্ম্মও মুক্তিসাধনভূত বলিয়া তাহার পরমার্থত্ব নাই—কিন্তু ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপবশতঃ সিদ্ধদেরও ভক্তির অত্যাগ শুনা যায় বলিয়া সাধনভূতত্ব থাকিলেও পরমার্থত্ব আছে। শুদ্ধজীবাত্মধ্যানেরও পরমার্থত্ব নাই, কারণ সর্বাত্মত্বহেতু যাহাকে জানিলে সকল জানা হয়, তাহারই পরমার্থত্ব শ্রুতিতে আছে, কিন্তু একজীবের তদীয় জীব-শক্তিলক্ষণ অংশ পরমাণুস্বরূপ-স্ফুরণের ভেদ থাকাতে পরমার্থত্ব নাই—জীবাত্মাপরমাত্মার একত্র স্থিতি-ভাবনারও পরমার্থত্ব নাই—কারণ জীবলক্ষণ অন্যদ্রব্য পরমাত্মলক্ষণ অন্যদ্রব্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে না—উপাধিভেদে পৃথকের

মত বোধ হইলেও এক ব্যাপী অনাশী সাধ্য সর্ববিজ্ঞানান্তর্ভাবযুক্ত তত্ত্বের পরমাত্মরূপে বিজ্ঞানই পরমার্থ—উপাধি ভেদে ও অংশভেদ থাকা সত্ত্বেও বেণুরন্ধ্র-বিভেদে অভেদব্যাপী বায়ুর ষড়্জাদিস্বরভেদবৎ সেই পরমাত্মারও দেবাদিদেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থানহেতু তাঁহার তত্তদাকার ভেদ তদীয় বহিরঙ্গ চিদংশজীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তিজাত; তাঁহার দেবাদিরূপতা স্বলীলাময়ীই—(৬) অতএব শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারেরই মুক্তিত্ব নিরূপিত হইল।

৭। ভগবৎসাক্ষাৎকার—দ্বিবিধ—(ক) অন্তরাবির্ভাব—(খ) বহিরাবির্ভাব · শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা ভগবদ্ভক্তিবিশেষদ্বারা আবিষ্কৃত ভগবদিচ্ছাময় তদীয়স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশেই হইয়া থাকে; তাহাতে শুদ্ধচিত্তত্বও নিঃশেষরূপে সিদ্ধ হয় নিঃশেষ শুদ্ধচিত্তত্ব সিদ্ধ হইলে পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তিসহ তাদাত্ম্যাপন্নতাহেতু তৎপ্রকাশতাভিমানবান হয়, অতএব ইন্দ্রিয়-শুদ্ধ্যপেক্ষাও তৎশক্তি প্রতিফলনার্থই জানিবে—ভগবদ্দর্শন-প্রাপ্ত মুচুকুন্দাদিতে মৃগয়া-পাপাদির অস্তিত্ব শীঘ্র ভগবৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য প্রেমবর্দ্ধিনী বিভীষিকা দ্বারাই কৃত হইয়াছে—ভগবানে স্নেহযুক্ত যুধিষ্ঠিরাদির নরকদর্শন ইন্দ্রমায়াময় বলিয়াই ভারতে বর্ণিত আছে, কিন্তু ভাগবতে তাহাদের অব্যবহিত ভগবৎপ্রাপ্তিবর্ণনহেতু এবং নরকদর্শনের অবর্ণনহেতু উহা অঙ্গীকৃত হয় নাই অবতরণ সময়ে অশুদ্ধচিত্তদের ভগবদ্দর্শন বা সাক্ষাৎকার তদাভাসই জানিবে -অনবতার-সময়ে ব্যাপী হইলেও তাঁহার দর্শনাভাবই অদর্শন, কিন্তু অবতার সময়ে পরমানন্দে দুঃখদত্ব, মনোরমে ভীষণত্ব, সর্ব্বসুহৃদে দুর্হৃদত্ব ইত্যাদি বিপরীত দর্শন—তদপ্রকাশে বা যোগমায়াপ্রকাশে হইলেও উহার মূল কারণ তদ্ভক্তাপরাধাদিময় পুরুষচিত্তের অস্বচ্ছতা, যাহা তদানীন্তন তাঁহার সার্বত্রিক প্রকাশেও চিত্তে বজ্রলেপবৎ লাগিয়া থাকে; অতএব তৎসাক্ষাৎকারাভাসের মুক্তি সংজ্ঞা হয় না, অতএব শিশুপালের দ্বেষাদি-দোষাপগমে অন্তকালেই ভগবদ্রূপের নির্দ্দোষদর্শন হইয়াছিল—যাহারা স্বচ্ছচিত্ত এবং যাহাদের তদ্ভক্তাপরাধভিন্ন অন্যদোষদ্বারা মলিনচিত্ত, তাহাদের ভগবদ্দর্শনদ্বারা ক্লেশ নাশ হয়, কিন্তু ভক্ত বা ভগচ্চরণে অপরাধিদের তাহাতে ক্লেশনাশোন্মুখতা হয়। অস্বচ্ছচিত্তলোক দ্বিবিধ—(১) ভগবদ্বহির্মুখ (ক) তদ্দর্শন লাভ করিয়াও বিষয়াদ্যভিনিবেশবান্ (খ) তদবজ্ঞাতা; এবং (২) ভগবদ্বিদ্বেষী। শ্রীগোপদের বিষয়-সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সেবোপযোগার্থই, স্বার্থ নয়—কোথাও লীলাশক্তি স্বয়ং তল্লীলামাধুর্য্য-পোষণের জন্য নিজানুকূল প্রতিকূল উপকরণেতে তাদৃশ শক্তিবিন্যাস করিয়া গোপগণের ন্যায় প্রিয়জনদিগেরও বিষয়াবেশাদ্যাভাস সম্পাদন করে, যথা—পূতনাতে এবং যশোদাপ্রভৃতিতে। এই লীলাশক্তিপ্রভাবে কোথাও লীলাপরিকরদিগেরও মায়াভি-ভবাভাস দেখা যায়, যথা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎসহরান্তে শ্রীবলদেবের। তৎপ্রেমাদির অনাবরণহেতু ব্রজবাসিতে স্বল্প-মায়াভিভবাভাস—জয়বিজয়ের দৈত্যজন্ম-প্রেমাদির আবরণহেতু সম্যক্‌মায়াভিভব—জয়বিজয়ের ভগবদিচ্ছাতেই বৈরভাব-প্রাপ্তি হইয়াছিল, মুনিকৃত নয়; কিন্তু যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ ভক্তকে ত্রিবর্গ দিতে ইচ্ছা করেন না, সেই ভগবান্ যে ভক্তে বৈরভাব দিতে ইচ্ছা করেন, ইহা সম্ভবপর নহে; এবং ভক্তও নিজাপরাধভোগ হইতে শীঘ্র নিস্তার পাইবার জন্য যে বৈরভাব ইচ্ছা করিবে, ইহাও সম্ভাব্য নয়; কারণ, ভক্তিবিনা সালোক্যাদিও ভক্ত গ্রহণ করে না—ভক্তি সহিত নরকও অঙ্গীকার করে—অতএব জয়বিজয়ের বৈরভাবাভাসই হইয়াছিল, বাস্তব বৈরভাব হয় নাই; তাহারা সর্বভক্ত-সুখদ ভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক-সম্পাদনের জন্য স্বাভাবিক অণিমাদিসিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহদ্বারা বৈরভাবাত্মক মায়িক উপাধিতে প্রবেশ করিয়া এবং তাহাতেই বিলীন থাকিয়া স্থায়ী ভক্তিবাসনার প্রভাবে অনাবিষ্টরূপেই বর্ত্তমান ছিল—তজ্জন্য বৈরভাবে স্মরণ ও তাহাতে বৈরভাবের নাশ—এই উভয়ই বাহ্য; এই অভিপ্রায়েই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ভয় করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক।" হিরণ্যাক্ষ-যুদ্ধেও ভগবান্ দেবতাদের ভয়-নিবৃত্তির জন্যই প্রচণ্ড মন্যু ও অধিক্ষেপাদির অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন—শ্রীবলদেবের স্যমন্তকোপাখ্যানে, অর্জ্জুনের মহাকাল-পুরোপাখ্যানে, নারদাদির মৌষলোপাখ্যানাদিতে ক্রোধাদ্যাবেশও তদাভাসত্ব-লেশরূপেই সঙ্গত; শ্রীবলদেবার্জ্জুনের ভগবন্মতের অজ্ঞানতাহেতু এবং নারদাদির ভগবদভিপ্রায়ের জ্ঞানবশতই হইয়াছিল। ভগবদ্বিদ্বেষী দ্বিবিধ—(ক) যাহারা সৌন্দর্য্যাদি গ্রহণ করিয়াও তন্মাধুর্য্যাদিতে অরুচিবশতঃ গ্রহণ না করিয়া দ্বেষ করে—যথা কালযবনাদি। (খ) যাহারা বিকৃত ভাবেই দেখে এবং দ্বেষ করে—যথা মল্লাদি। এই ৪ প্রকার

ভেদেই খণ্ডাশীর (পিত্তরোগগ্রস্তের মিছরিআস্বাদনে) সদোষ জিহ্বাই দৃষ্টান্ত, ইহাদের সকলেরই জিহ্বাদোষ-ব্যবধানে খণ্ডগ্রহণবৎ তদ্‌গ্রহণাভাস ; সচ্চিদানন্দত্ব, পারমৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্যাদি ভগবৎস্বভাব জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধপ্রীত্য-ভাবহেতু গ্রহণ করা যায় না বলিয়া তাহাদের ভগবৎস্বভাবের অননুভব যুক্তই ; তাহারা তখন ভগবৎস্বভাব অনুভব করিতে অক্ষম হইলেও কালান্তরে খণ্ডসেবনবৎ তাহারা নিস্তার পায়। স্বচ্ছচিত্তদের ভগবৎসাক্ষাৎকারই মুক্তিসংজ্ঞক—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাপেক্ষা ভগবৎসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ—যথা চতুঃসনের বৈকুণ্ঠদর্শন-প্রস্তাবে, নারদব্যাস-সংবাদে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ-সংবাদে এবং সুতদ্বারা শুকপ্রণামে—

৮। ভগবানের বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ—(৯) ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তি দ্বিবিধ (ক) জীবদবস্থা (১০) (খ) উৎক্রান্তাবস্থা, অন্তিমা মুক্তি সালোক্যাদিভেদে পঞ্চবিধা—তন্মধ্যে সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সারূপ্যমাত্রে প্রায় অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার, সামীপ্যে প্রায় বহিঃসাক্ষাৎকার এবং সাযুজ্যে অন্তরে হইলেও সুষুপ্তিবৎ প্রকটস্ফূর্ত্তিলক্ষণ ভগবৎসাযুজ্য অনতিপ্রকটলক্ষণ ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ভিন্ন—উৎক্রান্তমুক্ত্যবস্থাতেও বিশেষ স্ফূর্ত্তি শ্রুতিসম্মত—পঞ্চবিধা মুক্তিই গুণাতীতা—সালোক্যাদির অবিচ্যুতত্ব হইলেও কখন প্রপঞ্চান্তর্গত তদ্ধামকে অপেক্ষা করিয়া কাদাচিৎক-তল্লীলা-কৌতুকাপেক্ষা-হেতুই আবৃত্তি শ্রবণ করা যায়, কিন্তু পশ্চাৎ নিত্যসালোক্যাদিই হয়, তাহাদের সাধকদশাতেই নৈর্গুণ্যাবেশ উক্ত হইয়াছে, উৎক্রান্তমুক্ত্যবস্থাতে তাহাদের ভগবৎতুল্যত্ব উক্ত আছে—

১১-২। পার্ষদদেহ অকর্ম্মারব্ধ, শুদ্ধ এবং নিত্য—(১৩) প্রাকৃতী মূর্ত্তিই কোথায়ও অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত হয়, যথা ধ্রুবের। সার্ষ্টি—যথা দেবহূতির। মুক্তজীবের সৃষ্টিস্থিত্যাদি-সামর্থ্য হয় না, সমানৈশ্বর্য্য ভাক্তই, অতএব অণিমাদি প্রাপ্তিও অংশতঃই—ভগবৎপ্রসাদ-লব্ধ সম্পত্তি অবিনশ্বর—(১৪) সারূপ্য—গজেন্দ্রের, (১৫) সামীপ্য—কর্দ্দমঋষির ; সাযুজ্য—অঘাসুরাদির। সাযুজ্যে ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতৎস্ফূর্ত্তিই প্রধান—জগদ্ব্যাপারাদি-নিষেধ হেতু সাযুজ্য-মুক্তিতেও তাহারা শ্রীভগবানকে সম্যক্‌রূপে অনুভব করে না ; কখনও শ্রীভগবান তাহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক লীলার জন্য বাহিরে নিষ্কাসিত করেন এবং পার্ষদত্বে সংযোজন করেন—যথা শিশুপাল এবং দন্তবক্রকে—সালোক্যাদিতে অনবচ্ছিন্ন ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ তৎসাক্ষাৎকার-বিশেষত্ব-হেতু ব্রহ্মকৈবল্যাপেক্ষা আধিক্য—ক্রমমুক্তিবৎ ক্রমভগবৎপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনন্তর কোথায়ও ভগবৎপ্রাপ্তি শুনা যায়, যথা অজামিলের অতএব সদ্যভগবৎ প্রাপ্তিরই আধিক্য—

১৬। বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্ব-হেতু সালোক্যাদির মধ্যে সামীপ্যেরই আধিক্য—ভগবৎপ্রীতিরই সর্ব্বপ্রকার মুক্তি হইতে আধিক্য—যদ্যপি প্রীতি বিনা কোনও প্রকার মুক্তিই হয় না, তথাপি তাহাদের মধ্যে কাহারো নিজের দুঃখহানিতে এবং সমীপ্যাদিলক্ষণ সম্পত্তিতেই তাৎপর্য্য, কিন্তু ভগবানে তাৎপর্য্য নয়, অতএব তাহাদের ভগবত্তাৎপর্য্যময়ী প্রীতির অপেক্ষা ন্যূনতা—অতএব কৈবল্যমোক্ষ হইতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ অর্থ—তাহাই প্রয়োজন—ভগবদ্‌ভক্তপ্রসঙ্গদ্বারা অহৈতুকী ভক্তিযোগলক্ষণ মোক্ষ হয়, অতএব ভক্তিযোগই কৈবল্য-সম্মত পথ বা ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়—

১৭। শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য দশ অর্থের মধ্যে মুক্তি-শব্দের শ্রীভগবৎপ্রীতিতেই এবং পোষণ বা অনুগ্রহের স্বপ্রীতিদানেই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি—(১৮) শ্রীভাগবত শ্রবণের ফলস্বরূপে ভগবৎপ্রীতিরই পরমপুরুষার্থতা নির্ণীতা আছে—(১৯-৩১) চতুঃশ্লোকীতেও "রহস্য"-শব্দে প্রীতিই উক্ত হইয়াছে—প্রীতিদ্বারা অন্য অপবর্গের তিরস্কৃতি দ্বিধা—(ক) **তৎস্বরূপদ্বারা**—মুক্ত্যাদি সম্পত্তি ভক্তিসম্পত্তির অনুচরী বলিয়া প্রীতিতেই সর্ব্বার্থের পরিসমাপ্তি, (খ) **তৎপরিকরদ্বারা** (১) তদীয়-কার্য্যদ্বারা (২) তদীয় গুণকথানুশীলন দ্বারা, (৩) তদীয়-পাদসেবা দ্বারা, (৪) তদাসক্তিদ্বারা (৫) তদীয়-পাদসেবাদি-পরমোৎকণ্ঠাদ্বারা, (৬) সর্ব্বাত্মার্পণকারী ভজনীয়-বিষয়কাভিলাষদ্বারা, (৭) গাঢ় তৎ-প্রপত্তিদ্বারা, (৮) গুণগানদ্বারা, (৯) গুণশ্রবণদ্বারা, (১০) তদীয়-নিজসেবকতা-প্রাপ্তিকামনাদ্বারা, (১১) লোকপালতামাত্র-লক্ষণ তৎসেবাভিমানদ্বারা, (১২) প্রীতির কারণমধ্যে মহাভাগবত-সঙ্গদ্বারা—

৩২। অন্যান্য শাস্ত্রে প্রীতিরই প্রয়োজনীয়ত্ব নির্ণীত আছে—প্রীতি, অদ্বৈতবাদ-গুরুগণদ্বারাও তাদৃশ প্রয়োজন-রূপেই সম্মতা। প্রীতি; পরমভগবদনুগ্রহপ্রাপ্যা—যখন ভক্তির স্বাভাবিক কারুণ্যগুণদ্বারাই সর্ব্বপুরুষার্থের তিরস্কার

শুনা যায়, তখন ভগবৎপ্রীতিদ্বারা তত্তৎপুরুষার্থ-তিরস্কার অদ্ভুত নহে—সর্ব্বতত্ত্বানুভবি-পরমার্থৈকনিষ্ঠ শ্রীশুকদেবাদির প্রীতিতেই আগ্রহ-হেতু সর্ব্বাপবর্গ হইতে ভগবৎপ্রীতিরই উপাদেয়ত্ব আছে—(৩৩) অন্যান্য বৈদিক সাধনেরও প্রীতিই মুখ্য ফল—(৩৪) ভগবৎপ্রীতি অপেক্ষা অধিক আর কিছুই নাই, অতএব—(৩৫) শুদ্ধ প্রীতিমান্ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ –(৩৬-৭) শুদ্ধ প্রীতিমান্ ভক্তের সঙ্গই মঙ্গলপ্রদ—(৩৮) প্রীতি ও ভক্তি, নিষ্কিঞ্চন প্রীতিমান্ ভক্ত-পাদ-রেণুদ্বারাই জন্মে—(৩৯) ভগবান্ নিজেও পবিত্র হইবার জন্য প্রীতিমান ভক্তদের অনুগমন করেন, অতএব (৪০) প্রীতিরই পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইল—"স্বমনে অনবরত ভগবন্মহিমামৃতানন্দের অনুভবদ্বারা একান্তী পরম ভাগবত, দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহের সুখলেশাভাস ভুলিয়া যায়"—

৪১। শ্রীনারদবাক্য—"শ্রীভগবৎপাদপদ্মের উপগূহন-স্মরণকারী রসগ্রহ জন পুনরায় কখনও তাহা ছাড়িতে ইচ্ছা করে না"—(৪২) শ্রীপৃথুবাক্য—"মায়াত্যাগী সাধুদের ভগবৎপদানুস্মরণ ভিন্ন অন্য কোনও ফলাভিসন্ধি নাই।" (৪৩-৪৬) অতএব তত্তৎভক্তের তৎপ্রীতিমনোরথই উপাদেয়, তদন্য সকলই হেয়—

৪৭। অতএব ভক্তদের অন্য সুখদুঃখনৈরপেক্ষ্যদ্বারাই শুদ্ধত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও তথাবিধ অনুকম্প্যদের অন্য সুখ-দুঃখাদি দূর করেন—(৪৮) শুদ্ধভক্তদের যদি কখনও অন্য প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবৎপ্রীতি-সেবোপযোগিরূপেই জানিবে, স্বার্থের জন্য নহে ; (৪৯-৫০) শ্রীভগবৎপ্রীতিবিশেষাতিশয়বান্ ভক্তের তৎস্ফূর্ত্তার্ত্তিভরদ্বারা তৎস্ফূর্ত্তিতেও অতৃপ্তি হওয়াতে তৎসামীপ্য-প্রাপ্তির জন্য পিতৃমাতৃপ্রীত্যেকসুখী বিদূরবদ্ধ-বালকবৎ তৎপ্রাপ্তিবিঘাতক সংসারবন্ধন-ত্রোটনের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়।

৫১। অতএব শুদ্ধভক্তদের শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রার্থনা প্রীতিবিলাসই **একান্তী**—(১) অজাত ও জাতপ্রীতিভেদে দ্বিবিধ। জাতপ্রীতি ত্রিবিধ—(২) তদীয়ানুভবমাত্রনিষ্ঠ শান্তভক্তাদি (৩) তদীয়দর্শনসেবনাদির সময় পরিকরবিশেষাভিমানিগণ—(৪) স্বয়ং পরিকর-বিশেষসকল ; প্রীত্যেকপুরুষার্থী ভাববিশেষদ্বারা অন্যবাঞ্ছা করুন বা না করুন, নিজ নিজ ভক্তি-জাতির অনুরূপ ভক্তি-পরিকর পদার্থসকল সংসার ধ্বংশ পূর্ব্বক উদয় হয়ই, সেই পদার্থ সকলের উদয়-সম্বন্ধে কখনও ব্যভিচার হয় না—অতএব "তৎক্রতু" (সংকল্প)-ন্যায়ে শুদ্ধভক্তদের অন্য গতি নাই। পরমপ্রেমবতী কাত্যায়নীপূজক গোপীদের পতিভাবময় শ্রীভগবদারাধনাত্মক সংকল্প স্বয়ংই আস্বাদ্য বলিয়া পরম ফলরূপ, অন্যবৎ ফলান্তরাপেক্ষ বা ফলান্তর-প্রসূ নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যবিষয়ে শান্তি ছিল—যথা 'ইতররাগবিস্মারণং' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের অশান্তিই ছিল—যথা "সুরতবর্দ্ধনং"—

তদ্রূপ পট্টমহিষ্যাদির এবং যাদবাদির গতিও সঙ্গতা—সেইরূপ পাণ্ডবাদি তদীয় নিত্যগণবিশেষের গতিও ব্যাখ্যেয়া—শ্রীবিদুরাদির যমলোকাদি-গতি লীলাশক্তিকর্ত্তৃক স্বস্বাধিকার-পালনের জন্য তত্তদংশ কায়ব্যূহদ্বারাই হইয়াছিল—(৫৩) শ্রীপরীক্ষিতের গতি—অজামিলবৎ, পরীক্ষিতেরও গতি ক্রমভগবৎপ্রাপ্তিরীতিতে ব্রহ্মকৈবল্য-প্রাপ্ত্যন্তর ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল—(৫৪) শ্রীভীষ্মেরও ঐরূপ প্রাপঞ্চিকাগোচর শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে প্রাপ্তি—, (৫৫) শ্রীপৃথুরাজেরও শ্রীপরীক্ষিতবৎ শ্রীকৃষ্ণলোকপ্রাপ্তি (৫৬-৮) শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তে ভক্তিনিষ্ঠারই মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে বলিয়া ভক্তদের অন্য গতি চিন্তনীয়া নয়—যথা ভরতের। (৫৯) শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্ত জ্ঞানিভরতের গতি কল্পভেদে জানিতে হইবে ; অতএব অন্য মহাভক্তদেরও প্রীতির উদাসীনা গতি হয় না, কিমুত বিরুদ্ধা গতি? (৬০) প্রীত্যনুকূলসম্পত্তি অপ্রার্থিতাই হয়, কিন্তু প্রীতিমান্দের অন্যাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীভগবান্ দ্বারা প্রীতির দানে বা অদানে প্রীতির উল্লাসই হয়—যথা শ্রীদামবিপ্রের—

(৬১-৬৬) **প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ**—অবিবেকীদের বিষয়-প্রীতি যে লক্ষণ-যুক্ত, ভক্তের ভগবৎপ্রীতিও সেই লক্ষণযুক্ত, কারণ—(৬১) **প্রীতি** অর্থ—প্রিয়তা অর্থাৎ বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগতভাবে বিষয়-প্রাপ্তির জন্য যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং সেই স্পৃহা জন্য বিষয়ানুভবহেতু যে উল্লাসময় জ্ঞান-বিশেষ উদিত হয়—তাহাকে প্রিয়তা বলে। তদানুকূল্যাত্মকত্বহেতু পুত্রাদি-বিষয়প্রীতি ভগবৎপ্রীতির সহিত **সমানলক্ষণ—কিন্তু পূর্ব্বটী** মায়াশক্তিবৃত্তিময়—**উত্তরটী** স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়—পরমেশ্বরনিষ্ঠত্বহেতু পিত্রাদিগুরুবিষয়ক

প্রীতিবৎ ভক্তিশব্দে ভগবৎপ্রীতিও বুঝায়, কিন্তু প্রীতি অর্থ বুঝাইলে 'ভজ' ধাতু 'প্রী'ধাতুবৎ অকর্ম্মক হয়—অতএব শ্রীভগবদ্বিষয়ানুকূল্যাত্মক তদনুগতস্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষই ভগবৎপ্রীতি, কিন্তু বিষয় মাধুর্য্যানুভববৎ ভগবৎমাধুর্য্যানুভব তাহা হইতে ভিন্ন—"শ্রীবিষ্ণুতে মনের স্বাভাবিকী বৃত্তিই অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি বা প্রীতি; ঐ ভক্তিবৃত্তির গুণাতীতত্ব, মোক্ষাপেক্ষা ঘনপরমানন্দত্ব, শ্রীভগবৎ-প্রসাদদ্বারা মনে উদিতত্ব এবং সেখানেও তত্তাদাত্ম্যদ্বারা তদ্বৃত্তিব্যপদেশ্যত্ব দেখান হইল--

৬২। প্রীতি পরমানন্দৈকরূপ শ্রীভগবানেরও আনন্দ-চমৎকারিতা সম্পাদন করে—(৬৩) শ্রীভগবদানন্দ দ্বিবিধ—(১) স্বরূপানন্দ এবং (২) স্বরূপশক্ত্যানন্দ। দ্বিতীয়টি আবার দ্বিপ্রকার (ক) মানসানন্দ ও (খ) ঐশ্বর্য্যানন্দ। তদীয় মানসানন্দের মধ্যেও আবার ভক্তিরই সাম্রাজ্য স্বরূপানন্দ এবং ঐশ্বর্য্যানন্দের মধ্যেও ভক্তিই শ্রেষ্ঠ (৬৪) যথা উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ "ভক্ত আত্মা এবং শ্রী অপেক্ষা প্রিয়।" (৬৫) যথা শ্রুতি "ভক্তিই পুরুষের দিকে নিয়া যায়, ভক্তিই তাঁহাকে দর্শন করায়, পুরুষ ভক্তিরই বশ," অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ—যে ভক্তি ভগবান্‌কেও স্বানন্দ দ্বারা মত্ত করে, তাহার লক্ষণ কি? শ্রীভগবানের স্বতন্ত্রগুপ্ততাহেতু এবং মায়ায় অনভিভাব্যতাহেতু এই ভক্তি সাংখ্যদের মত প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িকানন্দরূপ নহে কিম্বা অতিশয়ানুপপত্তিহেতু নির্ব্বিশেষবাদিদের মত ভগবৎস্বরূপানন্দ রূপ নয় কিম্বা অত্যন্তক্ষুদ্রত্বহেতু জীবের অন্য স্বরূপানন্দরূপাও নয়, কিন্তু যে ভক্তি স্বানন্দদ্বারা ভগবানকেও মত্ত করে সেই ভক্তি হ্লাদিন্যাখ্য তদীয় স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যাহা দ্বারা ভগবান স্বরূপানন্দবিশেষকে অনুভব করেন এবং যাহাদ্বারা অন্যকেও সেই সেই আনন্দ অনুভব করান, সেই প্রীতিভক্তি নিত্য ভক্তবৃন্দে বর্ত্তমান থাকে, তাহা অনুভব করিয়া ভগবানও ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন, ভগবান ও ভক্ত পরস্পরে আবিষ্ট থাকেন এবং অত্যন্ত আবেশ বশতঃ একতাপত্তিহেতু জলল্লোহাদিতে অগ্নিব্যপদেশবৎ এখনও অভেদ নির্দ্দেশ হয়—(৬৬) শ্রীভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর বশবর্ত্তিত্ব—"সচ্চিদানন্দৈকরস-ভক্তযোগে বিজ্ঞান-ঘন আনন্দ-ঘন থাকে।"

৬৭-৬৯। **প্রীতির তটস্থ লক্ষণ**—স্মরণাদি সাধনভক্তিদ্বারা প্রেমভক্তি জন্মে এবং "চিত্তদ্রবতা, রোমহর্ষ এবং আনন্দাশ্রুপাত বিনা আশয় শুদ্ধি হয় না," অতএব চিত্তদ্রবই প্রীতির লক্ষণ; রোমহর্ষাদি চিত্তদ্রব হইতেই হয়—কতক পরিমাণে চিত্তদ্রব কিম্বা রোমাহর্ষাদি জন্মিলেও আশয়শুদ্ধি না হইলে, তখনও ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই জানিবে—অন্যতাৎপর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতিতৎপর হওয়াই আশয়শুদ্ধি, অতএব "অনিমিত্তা" এবং 'স্বাভাবিকী' এই দুইটী ভক্তির বিশেষণ; শ্রীভগবল্লিঙ্গদর্শনাদিদ্বারা ভক্তের প্রেমাবেশ স্বাভাবিক—(৭০) লৌকিক শুদ্ধ প্রীতিদর্শনদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বপ্রীতির বৈশিষ্ট্য দৃঢ় করিয়াছেন,—(৭১) শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য দ্বারা ভক্তের প্রেমাতিশয় বৃদ্ধিই করেন, যথা ব্রজদেবীপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—(৭২) সেই শুদ্ধা প্রীতি শ্রীবৃত্রাসুরের ছিল, যথা—তৎপ্রার্থনা "হে অরবিন্দাক্ষ, আমার মন অজাতপক্ষ পক্ষির মাতৃদর্শনবৎ, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎসের স্তন্যপানেচ্ছাবৎ এবং বিদূরপ্রোষিত প্রিয়ের অনন্যোপজীবী অত্যুৎকণ্ঠিতা প্রিয়াবৎ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।"—(৭৩) তন্মাধুর্য্যতাৎপর্য্যদ্বারাই প্রীতিত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, তাৎপর্য্যান্তরাদি থাকিলে প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাব হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল। প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাব দ্বিবিধ—(১) তদাভাসের উদয় (২) ঈষদুদ্গম—(ক) কখনও বা উদ্ভবশীল প্রীতির ছবিমাত্র—(৩) (খ) প্রীতির উদয়াবস্থা, তখন অন্যাসক্তির গৌণত্ব দ্বিবিধ **নষ্টপ্রায়ত্ব**—(৪) (অ) **আভাসমাত্রত্ব** প্রথমোদয়াবস্থা পর্য্যন্তই অসম্যগাভির্ভাব (৫) (আ) যেখানে অন্যাসক্তি নাই সেইখানে দর্শিত-প্রভাবনামা আবির্ভাব। প্রীতির আবির্ভাবানুযায়ী ভক্তও ত্রিবিধ—(ক) জীবন্মুক্ত [প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার আরম্ভ হইতেই] (খ) পরমমুক্ত [ভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত হইলে] (গ) নিত্যমুক্ত—নিত্যপার্ষদসকল। (১) প্রীত্যাভাস—যথা কপিলদেব বাক্য—যোগমিশ্রাভক্তিতে যোগাঙ্গরূপে ভক্তি অনুষ্ঠিতা হওয়াতে কৈবল্যেচ্ছা-কৈতবদোষহেতু প্রীত্যাভাস—"চিত্তবড়িশ" শব্দদ্বারা কাঠিন্য, অরসচিত্ত, কৌটিল্য, দাম্ভিকত্ব এবং স্বার্থমাত্র-সাধনত্ব প্রকাশ পাইল। শুদ্ধভক্ত কখনও ধ্যেয়কে ঐরূপভাবে ত্যাগ করেন না, শ্রীভগবানও কখন স্বভক্তহৃদয় ত্যাগ করেন না, বৃত্রাখ্যশত্রুনাশ এবং স্বারাজ্যপ্রাপ্তি-তাৎপর্য্যবান্ দেবতাদের ভক্ত্যাভাসই হইয়াছিল—

৭৪। (২) কখনও উদয়শীল প্রীতির ছবিমাত্র—যথা পরীক্ষিতপ্রতি শ্রীশুকবাক্য—হরিগুণরাগী হইয়া একবার মাত্র মন শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেশ করিলেও তাহারা যম বা যমদূতদিগকে স্বপ্নেও দেখে না। ভক্তিতাৎপর্য্যাভাব হেতু "একবার মাত্র" বলা হইয়াছে, তথাপি তাহারা অজামিলাদি হইতে বিশিষ্ট। (৭৫) (৩) প্রথমোদয়াবস্থা—ভাগবৎপরমহংসদের, যথা শ্রীসূত-বাক্য "শ্রীভগবদ্‌গুণাদিতে অনুরক্ত ধীর লোকেরা হঠাৎ দেহাদিতে অত্যন্তাশক্তিত্যাগ করিয়া অন্ত্য পারমহংস্যাশ্রম গ্রহণ করেন, যে আশ্রমের অহিংসা এবং উপশমই স্বধর্ম্ম। (৭৬) (৪) প্রকটোদয়াবস্থা—"শ্রীভগবানে বদ্ধসৌহৃদ ভাগবত-পরমহংসদিগের সম্পদে ও বিপদে বিকার হয় না"; শ্রীঅগস্ত্যের নিজাবমাননা দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রতি কোপ হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবোচিত মহদাদরচর্য্যাত্যাগ করাতেই শিক্ষার জন্য ঐরূপ কোপ জানিতে হইবে—যথা শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই নারদের শাপ—শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষিতকে স্বপার্শ্বে নয়নেচ্ছাতেই পরীক্ষিতের ব্রাহ্মণাবমাননা এবং দ্বিজশাপ হইয়াছিল—অতএব শ্রীপ্রিয়ব্রতেরও অভিনিবেশাদিতে আসঙ্গাভাসত্বই ছিল, কারণ শেষে তিনি নিজ নির্বেদদ্বারাই তাহা দেখাইয়াছেন। (৭৭) প্রকটোদয়াবস্থার চিহ্নান্তর শ্রীপ্রহ্লাদে—(৭৮) (৫) দর্শিত-প্রভাব তদাবির্ভাব শ্রীশুকদেবাদিতে দ্রষ্টব্য—এই প্রীতিভক্তিই শ্রীগীতার ১০ম অধ্যায়ে স্বরূপদ্বারা এবং গুণদ্বারা কথিত হইয়াছে—

শ্রীভগবৎ-প্রীতিলক্ষণ বাক্যের নিষ্কর্ষ—শ্রীভগবান্ নিখিল-পরমানন্দচন্দ্রিকাচন্দ্রমা, তিনি সকলভুবন সৌভাগ্য-সারসর্বস্ব সত্ত্বগুণোপজীব্য অনন্তবিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর; তাঁহাতে কোন প্রকারে চিত্তের প্রবেশহেতু বিধিনিরপেক্ষা প্রীতি জন্মে; ঐ ভাগবতী প্রীতি স্বরসবশতঃ সম্যক উল্লাসযুক্তা, অন্যবিষয়দ্বারা অনবচ্ছেদ্যা, তাৎপর্য্যান্তর-অসহমান, হ্লাদিনীসারবৃত্তি বিশেষরূপা, ভগবদানুকূল্যাত্মক তদনুগততৎ-স্পৃহাদিময়-জ্ঞানবিশেষাকারা, তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা, পীযূষপূরাপেক্ষাও মধুর স্বীয়রস দ্বারা স্বদেহকে সরসকারিণী, ভক্তকৃতাত্মরহস্য-সঙ্গোপনগুণময়রসনা বা আস্বাদনীয় কিন্তু বাষ্পমুক্ত্যাদিদ্বারা ব্যক্তপরিষ্কারা বা শোভাবিশিষ্টা, সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা, দাসীকৃতাশেষ-পুরুষার্থসম্পত্তিকা, ভগবৎপাতিব্রত্য ব্রতবর্য্যপর্য্যাকুলা বা ব্যতিব্যস্তা, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা এবং শ্রীভগবানের উপসেবমানা হইয়া বিরাজিত আছে।

৭৮-৮০। শ্রীভগবদাবির্ভাব-তারতম্যদ্বারা তৎপ্রীতির **আবির্ভাব-তারতম্য**—ঐ প্রীতি অখণ্ডা হইয়াও শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যদ্বারা স্বয়ং তারতম্যরূপে আবির্ভূতা হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাহেতু তাঁহাতেই প্রীতির পরা প্রতিষ্ঠা—যথা শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মহামুনিগণবাক্য—"সদ্‌গতিস্বরূপ আপনার সঙ্গলাভ করিয়া অদ্য আমরা পরমপুরুষার্থের পরম অবধি লাভ করিলাম; আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপঃ এবং চক্ষুঃ সফল হইল।" (৭৯) যথা শ্রীশুকদেববাক্য—"দ্বারকায় ব্রহ্মাদি দেবগণ অতৃপ্তনেত্রে অদ্‌ভুত-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।" (৮০) যথা—বিদুর প্রতি উদ্ধববাক্য—"সচ্চিচ্ছক্তির বীর্য্য দেখাইবার জন্য আবিষ্কৃত-নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা-হেতু ভূষণেরও ভূষণাদিযুক্ত এবং নিজের ও সকল স্ববৈভববিদ্‌গণের বিস্ময়জনক।" অতএব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনপ্রতি শ্রীমহাকালপুরাধিপবাক্য—"তোমাদের দুইজনকে দেখিবার ইচ্ছাতেই দ্বিজবালকগণকে আনিয়াছি"—যুক্তই হইয়াছে। (৮১) অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজনক স্বভাবও দেখা যায়,—যথা শ্রীভীষ্মবাক্য—"গোপবধূগণ মহাপ্রেমবশতঃ যে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিয়াছিলেন, সেই পরমপুরুষে আমার মৃত্যুসময়ে মতি হউক।" যথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবোদাহরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি বৃন্দাবাক্য—(৮২) যথা শ্রীশুকদেব-বাক্য—"যাহার নিত্যোৎসবরূপ হাস্যযুক্ত মুখ স্ত্রী ও পুরুষগণ অতৃপ্ত নেত্রে পান করিয়াও নেত্রের নিমেষকে নিন্দা করিতেন—" (৮৩) যথা রাসপ্রারম্ভে ব্রজদেবীর বাক্য—"তোমার বেণুরব-শ্রবণে এবং অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-দর্শনে গো, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষাদি পুলকিত হইয়াছে, অতএব এই ত্রিভুবনে কোন্ স্ত্রী স্বধর্ম্মত্যাগপূর্বক তোমাকে ভজিতে ইচ্ছা না করে?" এবং অন্যত্র "বেণুরবে জঙ্গমের নিস্পন্দতা ও স্থাবরের হর্ষপুলকাদি হইতেছিল।"—যথা শ্রীবিল্বমঙ্গল-বাক্য—"শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কে লতাতেও প্রেমদ হন?"

৮৪। গুণান্তরোৎকর্ষ-তারতম্যদ্বারা প্রীতিরও তারতম্য এবং ভেদ হয়। ঐ গুণ দ্বিবিধ—(১) ভক্তের চিত্ত-

সংক্রিয়াবিশেষের হেতু কতকগুলি (২) তদভিমান-বিশেষের হেতু কতকগুলি—(১) সংস্কারহেতু গুণসকল—(ক) উল্লাস-মাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা **প্রীতি-রতি**—যাহা জন্মিলে তদেকতাৎপর্য্য এবং অন্যত্র তুচ্ছত্ব বুদ্ধি জন্মে—(খ) **প্রেম**—মমতাতিশয্যা-বির্ভাবদ্বারা সমৃদ্ধা প্রীতিই প্রেম, যাহা জন্মিলে তৎপ্রীতি-ভঙ্গহেতুসকল তদীয় উদ্যম বা স্বরূপকে বাধা দিতে পারে না, (গ) **প্রণয়**—বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমই প্রণয়—যাহা জন্মিলে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতাতেও তদভাব হয়—(ঘ) **মান**—প্রিয়ত্বাতিশয়াভি-মানদ্বারা কৌটিল্যাভ্যাসপূর্ব্বক ভাববৈচিত্রীধারী প্রণয়ই মান—যাহা জন্মিলে শ্রীভগবানও তৎপ্রণয়কোপ হইতে প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হয়েন—(ঙ) **স্নেহ**—চিত্তদ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমই স্নেহ—যাহা জন্মিলে তৎসম্বন্ধাভাসদ্বারাও মহাবাষ্পাদিবিকার, প্রিয়-দর্শনাদ্যতৃপ্তি এবং তাঁহার পরমসামর্থ্যাদি সত্ত্বেও অনিষ্টশঙ্কা জন্মে—(চ) **রাগ**—অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ—যাহা জন্মিলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা এবং তৎসংযোগে পরমদুঃখও সুখ বলিয়া বোধ হয় এবং তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীত বোধ হয়—(ছ) **অনুরাগ**—সেই রাগই স্ববিষয়কে অনুক্ষণ নবনবরূপে অনুভব করাইয়া এবং স্বয়ংও নবনব রূপ হইয়া অনুরাগ হয়—যাহা জন্মিলে পরস্পর বশীভাবাতিশয়, প্রেমবৈচিত্ত্য, তৎসম্বন্ধি অপ্রাণিতেও জন্ম-লালসা এবং বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি জন্মে। (জ) **মহাভাব**—অনুরাগই অসমোর্দ্ধচমৎকারদ্বারা উন্মাদক মহাভাব হয়—যাহা জন্মিলে যোগে নিমেষাসহতা, কল্পক্ষণত্ব ইত্যাদি এবং বিয়োগে ক্ষণকল্পত্ব ইত্যাদি, উভয়ত্র মহোদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবিকারাদি জন্মে—(২) **ভক্তাভিমানবিশেষ-হেতু গুণসকল**—যদ্দ্বারা প্রীতির এবং ভক্তদের ভেদ ও তারতম্য হয়, যথা—শ্রীভগবৎপ্রিয়বিশেষের সঙ্গাদি দ্বারা লব্ধা প্রীতি সেই প্রিয়বিশেষের প্রীতিরই গুণবিশেষের আবির্ভাবের হেতু ; ঐ ভগবৎস্বভাব-বিশেষ আবির্ভাব-যোগ উপলব্ধি করিয়া সেই প্রীতি কাহাকেও (১) অনুগ্রাহ্যরূপে (২) কাহাকেও অনুকম্পিত্বরূপে (৩) কাহাকেও মিত্ররূপে (৪) এবং কাহাকেও প্রিয়ারূপে অভিমানী করে—অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানময়ী প্রীতিই ভক্তি শব্দে প্রসিদ্ধা, কারণ আরাধ্যজ্ঞানে যে ভক্তি, তাহা প্রীতিরই অনুগত ;

(১) পোষণ এবং অনুকম্পারূপে অনুগ্রহের দ্বিবিধবৃত্তিহেতু অনুগ্রাহ্যাভিমানী ভক্তও দ্বিবিধ—(ক) **নির্ম্মম** শান্ত বা জ্ঞানী ভক্ত, যথা শ্রীসনকাদি, ইঁহারা ভগবানের পরমাত্ম-পরব্রহ্ম-ভাবদ্বারা আনন্দনীয়াভিমানী ; ইঁহাদের তদভি-মানিত্বসত্ত্বেও নির্ম্মমত্ব ! "ভেদ অপগত হইলেও, নাথ ! তোমার আমি, আমার তুমি নও, কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়" ইতিবৎ। চন্দ্রদর্শনবৎ মমতা বিনাও তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন প্রীতিদ হয় ; ইঁহাদের তৎস্তুত্যাদিদ্বারা প্রবণত্বই আনুকূল্য জানিবে। ইঁহাদের প্রীতি জ্ঞানভক্ত্যাখ্যা, ব্রহ্মঘনত্বরূপে অনুভবহেতু জ্ঞানত্ব, এই প্রীতি শান্তাখ্যা কথিত হয়, কারণ এই প্রীতিতে "শম" প্রধান ; "ভগবন্নিষ্ঠা বুদ্ধিই শম"—ইহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(খ) **সমম** অনুকম্প্য ভক্ত—"ইনি আমাদের প্রভু" এইভাবে ইঁহাদের মমতা জন্মিয়াছে। ইঁহাদিগকে অভিপ্রায় করিয়াই "অনন্যমমতা" ইত্যাদি শ্রীভীষ্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদাদির উল্লেখ দ্বারা কেবল ভক্তদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সনকাদি-সম্বন্ধে বলা হয় নাই ; অতএব ইঁহারা মমতোদ্ভবহেতু অনুকম্প্য এবং তদভিমানী ॥

উঁহারা আবার ত্রিবিধ—(অ) পাল্য—দ্বারকা প্রজাদির আশ্রয়াত্মিকা ভক্তি—(আ) ভৃত্য—দারুকাদি সেবকের দাস্যাত্মিকা ভক্তি—(ই) লাল্য—শ্রীপ্রদ্যুম্নগদপ্রভৃতির প্রশ্রয়াত্মিকা ভক্তি—মহৎবুদ্ধিতে নমস্কারাদি কার্য্যদ্বারা ব্যক্তা চিত্তাদর-লক্ষণ ভক্তি প্রীতি নয় বলিয়া এখানে গণনা করা গেল না, তত্তৎভাব বিনা কেবল আদরময়ী যদি প্রীতি হয়, তাহাকেও ভক্তি সামান্য রূপেই জানিবে। (২) **বাৎসল্য**—"ইনি আমাদের পুত্র"—এই ভাবদ্বারা অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতিই বাৎসল্য—যথা শ্রীব্রজেশ্বরাদির। (৩) **মৈত্রাখ্যা**—"ইনি আমার সমান মধুরশীলবান এবং আমার নিরুপাধি প্রণয়াশ্রয়বিশেষ—এইভাব দ্বারা মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিই মৈত্রাখ্যা ; ইহা আবার দ্বিবিধ—(ক) সৌহৃদাখ্যা—পরস্পর নিরুপাধিকোপকার-রসিকতাময়ী—যথা অংশতঃ শ্রীযুধিষ্ঠির-ভীষ্ম-দ্রৌপদ্যাদির—(খ) সৌখ্যাখ্যা—সহবিহারশালি-প্রণয়ময়ী—শ্রীমদর্জ্জুন ও শ্রীদামাদিতে—(৪) **কান্তভাবাখ্য**—"ইনি আমার কান্ত"—এই প্রীতিই কান্তভাব, শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে ইহাকেই প্রিয়তা বলা হইয়াছে ; কামতুল্যত্বহেতু ইহাই শ্রীগোপিকাদিতে কামাদিশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। বৈলক্ষণ্যহেতু স্মরাখ্যকাম-বিশেষ কিন্তু অন্য। কাম-সামান্য স্পৃহাত্মকই,

কিন্তু প্রীতি-সামান্য বিষয়ানুকূল্যাত্মক তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষ। অতএব দুইটির সমানপ্রায় চেষ্টা-সত্ত্বেও কাম-সামান্যের চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যা—ইহাতে কোথায়ও বিষয়ানুকূল্য দৃষ্ট হইলেও উহা স্বসুখ-কার্য্যভূতই, অতএব কামে প্রীতির গৌণবৃত্তি। কিন্তু শুদ্ধ প্রীতিমাত্রের চেষ্টা—প্রীতি প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্য্যা, ইহাতে তদনুগতই আত্মসুখ, অতএব ইহাতেই প্রীতির মুখ্যবৃত্তি। সুখ এবং প্রীতি-সামান্যের উল্লাসকত্বহেতু সাম্যসত্ত্বেও আনুকূল্যাংশদ্বারা প্রীতি-সামান্যেরই বৈশিষ্ট্য- সেইরূপ কাম এবং প্রীত-সামান্যের স্পৃহাত্মকত্বহেতু সাম্য থাকিলেও বিষয়ানুকূল্যাংশদ্বারা প্রীতি-সামান্যেরই বৈশিষ্ট্য—সেইরূপ স্মরাখ্যকামবিশেষ এবং কান্তভাবাখ্যা প্রীতিবিশেষের স্পৃহাবিশেষাত্মকত্বহেতু সাম্য থাকিলেও বিষয়ানুকূল্যাংশদ্বারাই কান্তভাবাখ্য প্রীতিবিশেষের বৈশিষ্ট্য—এই কান্তভাবে "যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং" ইত্যাদি শ্রীগোপীবাক্যে স্বানুকূল্য অতিক্রম করিয়া প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্য্যই শুদ্ধপ্রীতি-বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে, অতএব স্পৃহাবিশেষাত্মকত্বহেতু তদ্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ত্বদ্বারা কুব্জাদি-সম্বন্ধি কামবৎ অপ্রাকৃত কামই যখন এই গোপীপ্রেমে অপ্রযুজ্য, তখন প্রাকৃত-কামত্ব সুতরাংই অসিদ্ধ। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে বিক্রীড়া নিজ শ্রবণদ্বারা দূরদেশকালস্থিত অন্যের কাম দূর করিয়া প্রেম বিস্তার করে, সে বিক্রীড়া কখনই নিজে কামময় হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়ই পরমপ্রেমবিশেষময় কারণ পঙ্কদ্বারা কখনও পঙ্কক্ষালন করা যায় না; স্বয়ং অস্নেহ হইয়া কখনও স্নেহময় করা যায় না—অতএব সেই গোপীভাবের শুদ্ধপ্রেমময়ত্ব বলিয়া শুদ্ধত্বের হেতুরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা, রমণতা এবং বশীকৃততা দর্শিত হইয়াছে—অতএব শুদ্ধ প্রেমজাতির মধ্যে আবার শ্রীগোপীপ্রেম সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই শ্রীউদ্ধব এবং মুনিগণ বাঞ্ছা করিয়াছেন—সুতরাং জ্ঞান-ভক্তি, ভক্তি, বাৎসল্য, মৈত্রী এবং কান্তভাবভেদে প্রীতি পঞ্চবিধা—এই জ্ঞানভক্ত্যাদি কোথায়ও মিশ্ররূপে আছে যথা—শ্রীভীষ্মাদিতে—জ্ঞান-ভক্তি ও আশ্রয়-ভক্তি; শ্রীযুধিষ্ঠিরে—সৌহৃদ্যান্তর্ভূতা আশ্রয়ভক্তি এবং বাৎসল্য; শ্রীভীমের—সৌখ্যও; শ্রীকুন্তীর—আশ্রয়ভক্ত্যন্তর্গত বাৎসল্য; শ্রীবসুদেব-দেবকীর- ভক্তি-সামান্য এবং বাৎসল্য; শ্রীউদ্ধবের- দাস্যান্তর্ভূত সখ্য, যথা 'তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা" ইত্যাদি; শ্রীবলদেবের—ব্রজে বাল্য হইতে সহবিহারাতিশয়হেতু সখ্যান্তর্ভূত বাৎসল্য এবং ভক্তি; যদুপুরীতে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশময় লীলাবিস্কারহেতু ভক্ত্যন্তর্ভূতবাৎসল্য এবং সখ্য—; ব্রজে বলদেবের অগ্রজত্ব—শ্রীবসুদেব এবং শ্রীনন্দের ভ্রাতৃত্ব-প্রসিদ্ধহেতু এবং শ্রীমন্নন্দদ্বারা পুত্ররূপে পালনহেতু; শ্রীপট্টমহিষীদের—দাস্যমিশ্র কান্তভাব, শ্রীব্রজদেবীদের—সখ্যমিশ্র কান্তভাব; এই পঞ্চভাব এবং অভিমান বিনা যে প্রীতি, তাহা সামান্যা; তাদৃশ ভাব ও অভিমান-প্রাপ্তিতে অযোগ্যদেরই সামান্যা প্রীতি হয়—যথা মিথিলাবাসীদের শ্রীকৃষ্ণ প্রতিও নির্মমা প্রীতি—সামান্যি এবং শান্তদের প্রীতি তটস্থাখ্যা—এবং তাহারা তটস্থাখ্য, তদ্ভিন্ন অন্য পরিকরদের প্রীতি মমতা-প্রাচুর্য্যহেতু মমতাখ্যা। পাল্য এবং ভৃত্য অনুগত- তাঁহাদের ভক্তি সম্ভ্রম-প্রীত্যাখ্যা—লাল্যাদিরা বান্ধব, তাঁহাদের প্রীতি বান্ধবাখ্যা- প্রীতি-ভেদে শ্রীভগবান্ "প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব এবং ইষ্ট রূপে ভজনীয় হন।" ইহা শ্রীকপিলদেববাক্য; এই সকল ভাব বিনা শ্রীভগবান্ সামান্যপ্রীতি-বিষয় হন—

৮৫-৯১। রত্যাদি-ভাবের উদাহরণ—

৯২। **শান্তাদি-ভাবভেদে রত্যাদি ভাব-ভেদ**—এই প্রীতি জাতিরতি-মাত্রাত্মা। জ্ঞানিভক্তে—রাগ প্রার্থনা পর্য্যন্ত, সাক্ষাৎ রাগ নয়, যথা শ্রীসনকাদির; পাল্যে মমতার স্পষ্টত্বহেতু প্রেমপর্য্যন্তই, বিদুর-সম্বন্ধদ্বারা স্নেহানৌচিত্যহেতু স্নেহপর্য্যন্ত নয়; তবে দ্বারকাবাসীদের মধ্যে নাপিত, মালাকারাদি সাক্ষাৎ তৎসেবা-ভাগ্যবান্ ভাববিশেষধারিদের বাক্যরূপেই—"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার" শ্লোক সঙ্গত—; ভৃত্যে—মমতাধিক্যবশতঃ তদেকজীবনত্বহেতু রাগপর্য্যন্ত, লাল্যে—রাগাতিশয়, বাৎসল্যে—সর্ব্বপ্রকার রাগাতিশয়, সখ্যে—প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগাধিক্য সৌহৃদ্যে—নাতিসন্নিকর্ষহেতু প্রেমাতিশয়, প্রণয় এবং মান কান্তভাবেই সম্ভব—পট্টমহিষীদের মহাভাবত্বে উন্মুখ অনুরাগপর্য্যন্তই—তাঁহাদের বিবর্ত্তবিশেষ প্রেমবৈচিত্ত্যাখ্য বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারাধিক শুনা যায় না—কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যে অনুরাগও শুনা যায় না। "সতামযং সারভৃতাং নিসর্গঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'নব্যবৎ' শব্দ থাকাতে অন্যত্র অনুরাগ বর্ণিত হয় নাই—কারণ

অনুরাগের তাদৃশস্ফুরণমাত্র-লক্ষণত্ব নয়, কিন্তু উন্মাদাদিতুঃখসুখত্বভাণপর্য্যন্ত রত্যাদিগুণলক্ষণত্বও। এখানে কিন্তু সর্ব্বত্র তত্তৎলক্ষণোদয়ের অসম্ভাবনা দ্বারা অনুরাগ নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীব্রজদেবীদের মহাভাবপর্য্যন্তা প্রীতি—যথা উদ্ধবপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে "প্রেষ্ঠতম আমার সহিত তাঁহাদের রাত্রি ক্ষণার্দ্ধবৎ মনে হইয়াছে, পুনরায় আমাবিনা সেইরাত্রি কল্পসমা মনে হইয়াছে।" শ্রীগোপীভিন্ন আর কেহ নির্নিমেষে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাতক চক্ষুর পক্ষ্মদাতাকে "জড়া"দি বলিয়া নিন্দা করে নাই—স্বাতিনক্ষত্রীয় জলের মুক্তাদি-জনকত্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভাবজনকত্বস্বভাব হইলেও আধারগুণাপেক্ষা করিয়াই প্রীতি আবির্ভূতা হন—কুরুক্ষেত্র-যাত্রাতে "গোপীরা নিত্যযুক্ত পট্টমহিষীদের দুরাপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" এই বাক্যদ্বারা এবং "স্বগোপী" এই বাক্যদ্বারা শ্রীগোপীদের পরমান্তরঙ্গতাই প্রকাশ পাইয়াছে—প্রথমস্কন্ধোক্ত পট্টমহিষীদের ভাগ্যশ্লাঘাতেও "ব্রজস্ত্রীরা যে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত-পানাশায় সংমোহিতা হন"—এই বাক্যে শ্রীব্রজদেবীদেরই পরমোৎকৃষ্টত্ব এবং আস্বাদাভিজ্ঞতরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। "যে অমৃতের মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া দেবতারাই মোহিত হয়, তাহা এই মনুষ্যদ্বারা আস্বাদিত হইতেছে"—ইতিবৎ; অতএব শ্রীব্রজদেবীগণেরই সর্ব্বোত্তমা প্রীতি। যাঁহারা পরিকরবৎ ভগবত্তাবিশেষদ্বারা প্রীত হন অথচ পরিকরাভিমান অপ্রাপ্ত, তাঁহারাও তটস্থ। শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবত্ত্বলক্ষণ উভয়বিধ স্বভাব-ভক্তও সামান্যতঃ দ্বিবিধ—তটস্থ এবং পরিবার; তটস্থেরা প্রীতিকারণ এবং প্রীতিকার্য্যের নিকৃষ্টতাহেতু পরিকরাপেক্ষা প্রীতিবিহীন। প্রীতির কারণ বা সহায় দ্বিবিধ—(১) মমতালক্ষণ যে সহায় তাহা প্রীতিকারণের অঙ্গ এবং (২) ব্রহ্মত্বানুভবাদি তাহার উপায়—তটস্থদের সম্বন্ধবিশেষের অস্ফুরণহেতু মমত্ব নাই, অতএব অঙ্গের নির্হীনত্ব, উপায়ের মধ্যেও তাঁহাদের ব্রহ্মত্বজ্ঞানই তদনুশীলনস্বাভাব্যহেতু মুখ্য—কিন্তু ভগবত্তাজ্ঞান তদনুগত, তাদৃশ ভাবেই ভগবত্তাদ্বারা তাঁহাদের আকর্ষণ হয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রীতির সাহায্যে ভগবত্তারই মুখ্যত্ব সনকাদি মুনিরা অনুভব করিয়াছেন; যথা "তস্যারবিন্দনয়নস্য" ইত্যাদি শ্লোকে—তটস্থদের প্রীতির কার্য্যও নির্হীনত্ব। প্রীতির কার্য্য—প্রায়শঃ ভগবচ্ছরণই, তদ্দর্শন কিন্তু কদাচিৎকই হয়—পরিকরদের সাক্ষাৎ তদঙ্গসেবাদি সন্ততই আছে বলিয়া তাঁহাদেরই ভাগ্যাতিশয়বর্ণন শাস্ত্রে দেখা যায়—জয়বিজয়-শাপপ্রস্তাবে মুনিদের প্রতি শ্রীভগবানের গৌরব এবং জয়বিজয়প্রতি আত্মীয়ত্বই স্পষ্ট—অতএব শান্তভক্ত সনকাদিতে প্রীতির কারণ এবং কার্য্যের নির্হীনত্ব হেতু তাঁহাদের প্রীতি তটস্থাখ্যা—তটস্থদিগকে অতিক্রম করিয়াই পরিকরদের প্রীত্যুৎকর্ষ দেখান হইল। প্রীতিতে পরিকরাভিমান কি উপাধি? জ্ঞানাত্মিকা সামান্যা প্রীতি অপেক্ষা তদভিমানময়ী প্রীতি কি গৌণ? প্রেমাস্পদাপেক্ষা নিজ প্রতি কি মমতাধিক্য নাই? না—শ্রীভগবানের মাধুর্য্যস্বভাবানুভবদ্বারাই তটস্থদের, পরিকরদের এবং অন্যের নিজস্বভাবসিদ্ধ কিম্বা তাৎকালিক অভিমানবিশেষ উদয় হয়; সমুচ্চয়ে কোনও বিরোধ হয় না—প্রত্যুত উল্লাসই হয়, যথা ব্রহ্মাকৃত বৎসহরণান্তর শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত বৎস এবং গোপবালকদের প্রতি গো-গোপীদের স্নেহাধিক্যদ্বারা ভগবৎস্বভাবময়ত্ব এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমানবিশেষত্বও প্রকাশ পাইয়াছে—

৯৩। শ্রীভগবান্ এবং ভক্তের পরস্পর প্রতি পরস্পরের লৌহচুম্বকবৎ স্বাভাবিক আকর্ষণময় স্বভাব আছে—(৯৪) ভক্তাভিমানবিশেষ প্রেম ভগবানের স্বভাবদ্বারাই আবির্ভূত হয়; কারণ, শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ সকল প্রকাশ নিত্যই বর্ত্তমান আছে; আগমাদিতেও নানা উপাসনাই শুনা যায়। যেখানে যতটা প্রকাশ, সেখানে ততটা অভিমানবিশেষময়ী প্রীতির উদয় হয়—ভক্তবিশেষের সঙ্গই প্রকাশবৈশিষ্ট্যহেতু—কিন্তু নিত্যসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধই তদ্রূপ প্রকাশ, প্রীতি ও অভিমান বর্ত্তমান—প্রীতিরই সহিত উদয়হেতু তাদৃশ অভিমানও প্রীতির বৃত্তিবিশেষ; অতএব তৎসমবায়দ্বারা প্রীতির হানি হয় না, প্রত্যুত অত্যন্ত সন্নিকর্ষব্যঞ্জক তত্তদভিমানদ্বারা প্রীতির উল্লাসই হয়। লৌকিক মমতা বিশেষও নিজাপেক্ষা স্বপ্রীত্যাস্পদে অধিক প্রীতি জন্মায়—কারণ, পুত্রাদির জন্য আত্মব্যয়াদি দেখা যায়; ভগবদ্বিষয়া মমতা কিন্তু স্বাত্মগত তদীয়াভিমান বিশেষহেতুকাই; ভক্তে অভিমানবিশেষও ভগবৎস্বভাববিশেষহেতুক; তাহাই প্রথম আবির্ভূত হয়, তার পর মমতাবিশেষ আবির্ভূত হয়, অতএব যথাতথা ভগবৎস্বভাবই প্রীতির মূল কারণ—

শ্রীভগবৎসন্নিকর্ষতা-প্রাপ্তির ক্রম—(১) ভক্তবিশেষসঙ্গ; (২) ভগবৎপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে লোভ;

(৩) ভক্তস্বভাববিশেষাবির্ভাব ; (৪) ভক্তাভিমান বা প্রীতিবৃত্তিবিশেষ ; (৫) ভগবদ্বিষয়া মমতা ; (৬) অত্যন্ত ভগবৎসন্নিকর্ষতা। ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক গোবৎসহরণান্তর শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত বৎস এবং গোপবালকে স্বস্ব মাতার স্নেহাধিক্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত-প্রশ্নানন্তর শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিষয়ে তৎস্বভাবসিদ্ধত্বই কারণ বলিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বিশেষে আবির্ভূত মমতাবিশেষদ্বারা কিন্তু কেবল মমতাহেতুক প্রীতি অতিক্রম করিয়াই বৈশিষ্ট্য অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব মমতা সম্বন্ধদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে প্রীতির বৈশিষ্ট্য হয় ;—শ্রীভগবৎসম্বন্ধদ্বারাই আত্মপ্রতিও প্রীতি জন্মে, যথা দাবাগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ব্রজবাসিদের বাক্য—

৯৫। শ্রীভগবৎপ্রীতিরই ভক্তাভিমানিত্ব—(৯৬) অভিমান এবং মমতাদ্বারাই প্রীতির অতিশয়িত্ব—(৯৭) শ্রীভগবত্তোযোপজীব্য পরিকরদেরও ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যভেদে প্রীতির তারতম্য আছে—(৯৭) ভগবত্তা সামান্যত দ্বিবিধ—(১) পরমৈশ্বর্য্যরূপা ভগবত্তা—ইহা ভক্তে সাধ্বস, সম্ভ্রম এবং গৌরববুদ্ধি জন্মায়। ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা আর পরমত্ব অসমোর্দ্ধত্ব—(২) পরমমাধুর্য্যরূপা ভগবত্তা—ভক্তে প্রীতি জন্মায়। মাধুর্য্য অর্থ লীলাদির মনোহরত্ব—অতএব ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের পরমত্ব দ্বারাই যথাসংখ্য সাধ্বসাদির পরমত্ব হয় এবং প্রীতিরও পরমত্ব হয়। শ্রীবসুদেব-দেবক্যাদির—পরমৈশ্বর্য্যানুভব প্রধান।

৯৮। পরমৈশ্বর্য্যদ্বারা ভক্তির সম্ভ্রম গৌরবাদি অবয়বের উদ্দীপন হয়—পরমমাধুর্য্যদ্বারা অবয়বী প্রীত্যংশের উদ্দীপন হয়—উভয়-সমাহার দ্বারাই পরমেশ্বরভক্তি জন্মে—শ্রীগোকুলে মাধুর্য্যানুভবই স্বভাবসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যানুভব আগন্তুক ; যথা গোবর্দ্ধন-ধারণান্তর শ্রীগোপগণ-প্রশ্নে শ্রীনন্দবাক্য—"আমার অর্ভক কুমার অক্লিষ্টকারী শ্রীকৃষ্ণকে গর্গবাক্যে নারায়ণের অংশ মনে করি"—অতএব গোপদের সমাধানজন্য শ্রীব্রজেশ্বর আপ্তবাক্যদ্বারাই ঐশ্বর্য্য বলিয়াছেন, কিন্তু স্বানুভবসিদ্ধত্বদ্বারা মাধুর্য্যই ব্যঞ্জিত হইয়াছে—

৯৯। শ্রীব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র অনাবেশ, মাধুর্য্যজ্ঞানদ্বারাই পরমভগবত্তাজ্ঞান হইয়াছিল, যাহা আত্মারামদেরও আনন্দপ্রদ এবং অনুমোদিত, অতএব শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিদের অজ্ঞান নয়—স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তা ভগবত্তাই ভক্তদ্বারা উপাসিতা বা অনুভূতা হয়। অনন্তত্বহেতু এবং অনুপযুক্তত্বহেতু সর্ব্বভগবত্তা সকলের দ্বারা উপাসিতা বা অনুভূতা হয় না। অতএব বেদান্তেও গুণোপাসনা-বাক্যের তত্ত্বদ্বিদ্যাতে গুণসমাহার পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই সূত্রকারদ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—যথা "যাঁহার যেরূপ কাম, তাঁহার সেরূপ উপাসনায় তাদৃশ গুণেরই সমাহার প্রকল্পনা করিবে" —"মল্লানামশনিঃ" শ্লোকে একই শ্রীকৃষ্ণ দর্শকের অভিপ্রায়ানুসারেই অনুভূত হইয়াছিল, সকলের নিকট সাকল্যে অনুভূত হয় নাই ; শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্বরূপে যাঁহারা জানিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও যে তত্তদ্মাধুর্য্যবিশেষের অনুভবহেতু সম্যক্ জ্ঞান হয় নাই—ইহা যুক্তই। মাধুর্য্যানুভবী ভক্তদের কিন্তু সর্ব্বজ্ঞান অনাদৃত হইয়াও সময় প্রতীক্ষা করিয়া উদিত হয়, যথা—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তদের পরম বিদ্বত্তাই অভিপ্রেত হইয়াছে। "মল্লানামশনিঃ" শ্লোকে মথুরার রঙ্গস্থলে ত্রিবিধ জন উক্ত হইয়াছে—(১) **প্রতিকূলজ্ঞান**- যথা কংসের এবং কংসপক্ষীয় লোকদের (২) **মূঢ়**—অবিদ্বান—সামান্য বিরাড়ংশ ভৌতিক দেহধারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞাতাগণ, তাহারা শ্রীভগবৎযাচ্ঞায় অশ্রদ্ধাকারী যাজ্ঞিকবিপ্রসদৃশ—শতধন্ব-প্রভৃতি—(৩) **বিদ্বান্**—অবশিষ্ট সকল ; বিদ্বান্—আবার দ্বিবিধ—(ক) তৎকালদৃষ্টত্বহেতু মমতাবিশেষ-শূন্য ; ইহারা আবার ত্রিবিধ—(অ) সামান্য ভক্তসকল—নাগরিকগণ এবং যোগিগণ—(আ) বাৎসল্যভাবময়ী স্ত্রীগণ—(ই) স্মরমিশ্রকান্তভাবময়ী স্ত্রীগণ (খ) মমতাবিশেষযুক্ত—বৃষ্ণিবংশীয়, পিতৃ এবং গোপগণ ; বৃষ্ণিদের পরদেবতা-ভাবাপাদক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক এবং শ্রীগোপদের বান্ধবভাবাপাদক মাধুর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক—

১০০। শ্রীগোপগণেরই পরমমাধুর্য্যাতিশয়ানুভবহেতু পরমজ্ঞানিত্ব, অতএব চতুর্ভুজত্বাদি অনন্তভগবদাবির্ভাব দ্রষ্টা ব্রহ্মাদ্বারাও ব্রজবাসিদের আলম্বন দ্বিভুজরূপই নিজে আলম্বনীকৃত—শ্রীব্রজবাসীদের স্বাভাবিক সকল-প্রীতি-জাতি-চূড়ামণিরূপা পরাপ্রীতি আগন্তুক অন্যজ্ঞানদ্বারা ব্যভিচার প্রাপ্ত না হইয়া সেই জ্ঞানকে তিরস্কারই করে ; এবং সেই জ্ঞানরূপ অন্তরায়-প্রায়দ্বারা বিষয়ীদের বিষয়-প্রীতিবৎ বর্দ্ধিতাই হয় ; কারণ বিষয়ীদের বিষয়ের

স্বদোষাদি শ্রুত এবং দৃষ্ট হইলেও রাগপ্রাপ্ত গুণবত্ত্ববুদ্ধি প্রবলাই দেখা যায়। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে—"অবিবেকিদের বিষয়ে যেরূপ প্রীতি" ইত্যাদি। পরমৈশ্বর্য্যাদিজ্ঞানস্বভাব ভক্তদেরও প্রীতিপ্রাবল্য সময়ে তদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়, অতএব মাধুর্য্যজ্ঞানেরই বলবৎ সুখময়ত্ব স্থাপিত হওয়াতে এবং তাহাতেই গোপগণের স্বাভাবিকত্ব লব্ধ হওয়াতে ব্রহ্মত্বেশ্বরত্বানুভবের অতিক্রমকারী তাহাদের ভাগ্য দেখিয়া শুকদেবের চমৎকারত্ব-প্রাপ্তি যুক্তই। শুদ্ধত্বহেতু শ্রীগোকুলবাসীদের প্রীতিই প্রশস্তা। শ্রীগোকুলে পশুদেরও পরমস্নেহ দেখা যায়, যথা কালিয়দমনোপলক্ষে; শ্রীগোকুলে স্থাবরদেরও তদ্রূপ প্রীতি, অতএব ব্রহ্মাও তাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীগোকুলেও অনুগত এবং বান্ধব দ্বিবিধ তৎপ্রিয়গণমধ্যে মমতাবিশেষধারিত্বহেতু বান্ধবেরই মহা উৎকর্ষ, যথা ব্রহ্মার—"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যম্" এই বাক্যে শ্রীব্রজবাসিদের মধ্যে কনিষ্ঠদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের মিত্ররূপে ব্রহ্মার স্বীকারদ্বারা মিত্রতারই প্রশংসা প্রকাশ পাইয়াছে, তাদের মধ্যে আবার সখাদেরই উৎকর্ষ—"ইত্থং সতাং" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—"ইত্থং সতাং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তি দুর্লভ, পরদেবতারূপে স্ফূর্ত্তি দুর্ল্লভতর, এবং নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তি দুর্ল্লভতম, বন্ধুভাবে স্ফূর্ত্তি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব সখ্যভাবাশ্রিত গোপবালকদের শ্রীকৃষ্ণসহ পরমবন্ধুরূপে বিহার দেখিয়া শুকদেবের চমৎকৃতি যুক্তই হইয়াছে—সখাদের পরমভাগ্য শ্রীঅক্রূরও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজেও, ব্রহ্মাকৃত গোবৎসাদিহরণান্তর, তত্তুল্য সৃজ্যসখা-দিগকে দেখিয়া পরিতোষ না পাইয়া সেই পূর্ব্বসখাদিগকে আনাইয়াছিলেন—

১০১। সখাদের অপেক্ষা শ্রীনন্দযশোদার প্রীতিবৈভব অধিক—পিতামাতাপেক্ষাও শ্রীব্রজদেবীদেরই অসমোর্দ্ধ প্রীতি বৈভব—কারণ ইঁহাদের প্রীতি মুনিগণদ্বারা অতিশয় প্রশস্তা এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম-প্রণয়-মান-রাগ-বৈশিষ্ট্যদ্বারা পুষ্ট; বিশেষতঃ অনুরাগ-মহাভাব-সম্পত্তিধারিণী স্বপ্রীতিদ্বারা ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন—শ্রীউদ্ধবেরও এই ক্রমেই অনুজ্ঞাপন-ক্রম দেখা যায়—(১০২) "পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দে গোপবধূদের রূঢ়ভাব থাকাতে তাঁহারাই দেহধারীর মধ্যে সুফল-জন্মা—যাঁহাদের ভাব মুমুক্ষু, মুক্ত এবং মাদৃশ ভক্তবিশেষগণ বাঞ্ছা করি মাত্র, কিন্তু পাইনা; কারণ তাঁহাদের মত শ্রীভগবন্মাধুর্য্য-বিশেষাস্বাদে আমাদের যোগ্যতা নাই—"

১০৩। "শ্রীকৃষ্ণে রূঢ়ভাববতী শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী গোপীগণে এবং ব্যভিচারদুষ্ট মুনিগণ ও মাদৃশভক্তগণে অনেক পার্থক্য হইলেও জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মহৌষধিবৎ সকলেরই পরমমঙ্গল বিধান করেন বলিয়া আমরা তাহা প্রার্থনা করি—" (১০৪) "রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজালিঙ্গিত গোপীগণের প্রতি যে প্রসন্নতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্মী বা অন্য বৈকুণ্ঠপুরাঙ্গনাগণের প্রতিও প্রকাশিত হয় নাই, অতএব শ্রীগোপীগণের তুল্য ভাগ্যবতী আর নাই।" (১০৫) "সুতরাং বিজাতীয় জন্মবাসনাহেতু গোপীদের ভাবচ্ছবিলাভাভিলাষও আমাদের দুর্ল্ভ বলিয়া এই প্রার্থনা করি—যে গোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণকর্ত্তৃক বিমৃগ্য মুকুন্দ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চরণধূলিপ্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতৌষধির মধ্যে যে কোন একটী হইতে পারিলেও নিজেকে ধন্য মনে করিব—" (১০৬-৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী এবং আপ্তকাম ভক্তিযোগ-প্রবীণ শ্রীশুকাদি যোগেশ্বরগণদ্বারা অর্চ্চিত, রাসমণ্ডলে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদ্বারা ন্যস্ত সেই শ্রীপাদপদ্ম আপন আপন স্তনে নিহিত করিয়া আলিঙ্গন করত যে গোপীগণ কৃষ্ণাপ্রাপ্তিহেতুক নিজ হৃদয়ের আধি অনাদিকাল হইতে সর্ব্বদা দূর করিতেছেন, সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারবার মস্তকে ধারণ করি, ঐ ব্রজস্ত্রীদের শ্রীহরিগুণানুবর্ণন ত্রিভুবন পবিত্র করে।" (১০৭) শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ যাদবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীব্রজদেবীদের যশোরাকাচন্দ্রসৌন্দর্য্যদর্শনে উক্ত ঐ দৈন্যবচন জাতান্ধ ব্যক্তির চন্দ্রদর্শনবৎ মহাদ্ভুত—(১০৮) শ্রীব্রজ-দেবীদের মধ্যে আবার পরমকাষ্ঠাপন্নতাহেতু শ্রীরাধাদেবীর ভাগ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—(১০৯) শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—স্মৃতি এবং শ্রুত্যাদ্যুক্তপ্রমাণ—(১১০) অতএব শ্রীরাধার শ্রীভগবৎপ্রীতিমাধুরীই সর্ব্বোর্দ্ধ অধিরূঢ়-পরাবস্থাপ্রাপ্ত।

শ্রীভগবৎপ্রীতির রসতাপত্তিস্থাপনা—লৌকিক কাব্যবিদদের রত্যাদিবৎ এই প্রীতিই কারণ, কার্য্য ও সহায়দ্বারা মিলিতা হইয়া রসাবস্থা পাইয়া স্থায়িভাবনামে অভিহিতা হয়। প্রীতির কারণাদি ক্রমশঃ বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবসকলই কথিত হয়। প্রীতিরূপত্বহেতুই তাহার ভাবত্ব; "হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং

ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা যাহা বিচ্ছিন্ন না হইয়া অন্য সকলকে আত্মাভাবাপন্ন করায়, সেই লবণাকরই স্থায়ী ভাব" এই রসশাস্ত্রীয় লক্ষণ সঙ্গত হইল। কারণ স্থায়ী ভাবের বিভাবনাদিগুণদ্বারাই অন্য ভাবসকলের বিভাবত্বাদি দেখান হইবে। তজ্জন্য ভগবৎ-প্রীতিই কারণাদি স্ফূর্ত্তিবিশেষদ্বারা রসরূপে পরিণতিযোগ্যা ও ঐ কারণাদির সহিত মিলিতা হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় বলিয়া কথিত হয়; ভক্তিময় রসই ভক্তিরস হয়, যথা "ভাবসকলই অভিসম্পন্না হইয়া সরূপতা প্রাপ্ত হয়।" প্রাকৃত রসিকগণ যে রসসামগ্রী বিরহহেতু ভক্তিতে রসতা স্থাপন করেন নাই, তাহা প্রাকৃতদেবাদি-বিষয়ক ভক্তিতেই সম্ভব হয়। রসসামগ্রী ত্রিবিধ—(১) **স্বরূপযোগ্যতা** অর্থাৎ স্থায়িত্ব, ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং লৌকিক মহাসুখ-সমুদ্র ব্রহ্মসুখ হইতে অধিকতমই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (২) **পরিকর-যোগ্যতা**—অর্থাৎ বিভাবাদি-কারণসকল। তাহারাও অলৌকিকত্বহেতু অদ্ভুতরূপেই ভগবৎপ্রীতিতে দেখান হইয়াছে এবং দেখান হইবে। (৩) **পুরুষযোগ্যতা**—প্রহ্লাদাদির মত তাদৃশ ভক্তিবাসনা; ঐ বাসনা বিনা লৌকিক কাব্যদ্বারাও রসনিষ্পত্তি মনে করা হয় না। "পুণ্যবন্ত লোকেরাই যোগিবৎ রসসন্ততি অনুভব করেন। রত্যাদি বাসনা বিনা রসাস্বাদ হয় না। লৌকিকরসের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং আস্বাদপ্রকার ঐরূপই কথিত হয়। যথা—"কোনও অনুভবী প্রমাতা তন্ময়তাপ্রযুক্ত সাকার বস্তুর ন্যায় এই রস আস্বাদন করেন, এই রস অপ্রাকৃতসত্ত্বোদ্রেক-হেতু অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এবং লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ।" প্রাচীন লৌকিকালৌকিক রসবিদ্দের মতদ্বারা রস সিদ্ধ হয়—উহা সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকার প্রভৃতি দ্বারাই দেখান হইয়াছে—"মল্লানামশনিঃ" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদও পঞ্চরসের অধিকারীই রঙ্গস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াছেন। সকল রসেরই প্রাণ অদ্ভুতত্ব বলিয়া শান্তত্বাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ধর্ম্মদত্ত বলিয়াছেন—'রসের সার চমৎকার সর্ব্বত্রই অনুভূত হয়; ঐ চমৎকার-সারত্বে রস সর্ব্বত্রই অদ্ভুত।" তজ্জন্য কৃতী নারায়ণও রসকে অদ্ভুত বলিয়াছেন। কিন্তু মল্লাদির রৌদ্রাদিরস যাহা শ্রীস্বামিপাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রীতিবিরোধত্বহেতু তাহা আদৃত হইল না। ইহাই অলৌকিক রসবিদ্দিগের মত। ভোজরাজাদি কোনও কোনও লৌকিক রসবিদ্দেরদ্বারাও প্রেয় এবং বৎসল রস সম্মত হইয়াছে। লৌকিক রত্যাদির বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্ব হেতু যথাকথঞ্চিৎই সুখরূপত্ব—স্বয়ং শ্রীভগবদ্‌বাক্যে—"সুখ এবং দুঃখের অননুসন্ধানই সুখ; বিষয়ভোগের বাসনাই দুঃখ।" "আমাতে নিশ্চলা বুদ্ধিই শম—" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভগবান্ দ্বারাও অনাদৃত। জুগুপ্সাদির সুখরূপতা লৌকিক রসবিদ্দ্বারাও দ্বেষ্য। তত্তৎরসের নিন্দা এবং শ্রীভাগবতরসের প্রশংসা যথা—শ্রীনারদবাক্যে, শ্রীরুক্মিণীবাক্যে—অতএব লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নয়; রসজনকত্ব স্বীকার করিলে বীভৎসজনকত্বই সিদ্ধ হয়। শ্রীভাগবতরসে কিন্তু অনিন্দ্রিয় চৈতন্যশূন্য স্থাবর হইতে মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেরই আকর্ষকতা। শ্রীভগবৎপ্রীত্যেকব্যঞ্জক শ্রীমদ্‌ভাগবতও রসাত্মক যথা—"নিগমকল্পতরোঃ" ইত্যাদি শ্লোকে; রসানুভবী দ্বিবিধ—(ক) **উপদেশ্যগণ,** (খ) **স্বতন্ত্রদনুভবী লীলাপরিকরসকল**; তাহার মধ্যে অন্তরঙ্গত্বহেতু লীলাপরিকরেরা রসসার অনুভব করেন; অন্যেরা বহিরঙ্গত্বহেতু যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করে।

১১১। শ্রীভগবৎপ্রীতিময় রস বিভাবাদি-সংযোগদ্বারা প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়। লৌকিক নাট্যরসবিদ্দেরও চারি পক্ষ—(ক) অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কে, (খ) লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদির অন্তরায়ত্বহেতু অনুকর্ত্তা নটে, (গ) শূন্যচিত্তে শিক্ষামাত্রদ্বারা তদনুকর্ত্তৃত্বহেতু সামাজিকে অর্থাৎ সভ্যে; (ঘ) নটের সচেতস্ব বা আবিষ্টতা হইলে নটে এবং সভ্যে উভয়েই রসোদয় হয়। লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব জন্য শ্রীভাগবতরসজ্ঞদের কিন্তু সর্ব্বত্রই তৎপ্রীতিময় রসস্বীকার হয়। তাহার মধ্যে আবার বিশেষতঃ অনুকার্য্য পরিকরসকলে, যাঁহাদের হৃদয়াধ্যারূঢ় পূর্ণরস নিত্যই অনুকর্ত্তাদিতে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাদের ভগবৎপ্রীতির অলৌকিকত্ব এবং অপরিমিতত্ব স্বতই সিদ্ধ। লৌকিক রত্যাদিবৎ কাব্য কল্পিত নহে—ইহা প্রীতির স্বরূপ-নিরূপণেই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতির ভয়াদ্যনবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীপ্রহ্লাদাদি এবং শ্রীব্রজদেব্যাদিতে ব্যক্ত। ভগবৎপ্রীতির জন্মান্তরাব্যবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্রাদিতে বা শ্রীভরতাদিতে এবং ভগবৎপ্রীতির ব্রহ্মানন্দাদ্যনবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীশুকদেবাদিতে প্রসিদ্ধ। ভগবৎপ্রীতিকারণাদিরও ঐরূপ অলৌকিকত্ব

জানিবে। **আলম্বনের** অলৌকিকত্ব—শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধাতিশয়ি ভগবত্তাহেতু এবং তৎপরিকরেরও তত্তুল্যত্বহেতু। ইহা শ্রুতি-পুরাণাদির দুন্দুভি-ঘোষিত। **উদ্দীপন**কারণের এবং ভগবদীয়ত্বহেতু তদীয়দেরও অলৌকিকত্ব, শ্রীভাগবতে—আগন্তুকেরাও সেই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ বলিয়া তৎস্ফূর্ত্তিময় হইয়া অলৌকিকদশা প্রাপ্ত হয়—যথা প্রাবৃট্‌শ্রী, মেঘাদি। কার্য্যরূপ পুলকাদিও অলৌকিক—যথা বেণুগীতে। নির্বেদাদি সহায়সকলও অলৌকিক—বৈচিত্ত্যবিপ্রলম্ভাদিহেতু, উন্মাদাদিও লোক-বিলক্ষণ—কোথাও সকলেরই অলৌকিকত্ব—যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে "কথা, গান, গমন, নাট্য প্রভৃতি তদ্বৎ রসাধায়ক"—অতএব অনুকার্য্য রসেও রসত্বাপাদন-শক্তি থাকাতে সেই প্রীতি-কারণাদিরও অলৌকিকত্বদ্বারা বিভাবাদি-আখ্যা-প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহাদের মতই তাহাদের তত্তদাখ্যা হয়। **বিভাবন**—রত্যাদির বিশেষরূপে আস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতানয়ন। **অনুভাবন**—এবম্ভূত রত্যাদির স্বমনোমধ্যে রসাদিরূপে ভাবনা—**সঞ্চারণ**—তথাভূত রত্যাদির সম্যক্ চালন—বাহিরে তদীয় বিয়োগময় দুঃখেও পরমানন্দঘন ভগবানের এবং তদ্‌ভাবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকেই। অতএব ক্ষুধাতুরদের অত্যুষ্ণ মধুর দুগ্ধবৎ সেই অবস্থায় রসত্ব ব্যাঘাত হয় না। তখন পরমানন্দরূপ তদ্‌ভাবেরও বিয়োগদুঃখনিমিত্তত্ব চন্দ্রাদির তাপনত্ববৎ জানিবে। তদ্রূপ সেই দুঃখও ভাবানন্দ-জন্য বলিয়া এবং আগামী সংযোগসুখ-পোষক বলিয়া সুখান্তঃপাতই; তদীয় করুণরসেরও সর্বজ্ঞ-বচনাদিরচিত প্রাপ্ত্যাশা থাকায় এবং অবশেষে সংযোগ হওয়ায় সেখানেও সুখান্তঃপাতই সিদ্ধ। অতএব বিয়োগেও অনুকার্য্যের রসোদয় সিদ্ধ হইল। শ্রবণজ অনুরাগাপেক্ষা দর্শনজ অনুরাগের শ্রেষ্ঠত্বহেতু ইহাই মুখ্য। যথা—শ্রীপট্টমহিষীদের এবং শ্রীউদ্ধবের বাক্যে—প্রীতিরসে **অনুকর্তাও** ভক্তই সম্মত, অন্যলোক সম্যক্ অনুকরণে অসমর্থ—প্রীতিতেও অনুকরণ হইতেই রসোদয় হয়, কিন্তু ভক্তিবিরোধহেতুই ভক্তে ভগবদ্বিষয়ক **ভক্তিরস** প্রায়শঃ উদয় হয় না, তজ্জন্য ভক্তও তাহা অনুকরণ করে না। তদনুভবও ভগবৎসম্বন্ধিত্বরূপেই হয়, আত্মীয়তারূপে হয় না, সেই অনুভব ভক্তগত রসোদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। অতএব কোথায়ও শুদ্ধভক্তদের যদি ভগবদনুভাবের অনুকরণ হয়, তবে তাহা তদীয়ত্বরূপেই হয়—স্বীয়ত্বরূপে হয় না, এইরূপেই সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে **ভক্তির** বিরোধ হয় না, সেখানে তাহার উদয়ও হয়। প্রীতিরসে **সামাজিক**ও ভক্তই অভীষ্ট এবং তাহাতেই সিদ্ধি, দৃশ্যকাব্যেই এই রসভাবনাবিধি। শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয়, বর্ণক এবং শ্রোতৃভেদে যথাযথ জানিবে; আরও এই বিষয়ে রত্যঙ্কুরবান্‌দেরই প্রায়শঃ বর্ণনীয়াদির অপেক্ষা হয়। প্রেমাদিমানদের কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণই রসোদয়ে হেতু হয়। ষড়্‌জাদিময় স্বরমাত্রও এ বিষয়ে হেতু হয়। অতএব প্রেমাদিভাবই ভক্তি সর্ব্বসামগ্রী উদ্ভব করে, লৌকিক রসজ্ঞেরাও বিভাবাদি কোন অঙ্গের অভাবেও তত্তদঙ্গসমাক্ষেপহেতু রসনিষ্পত্তি-স্বীকার করিয়াছেন। **ভগবৎপ্রীতি-রসিক** দ্বিবিধ—(১) তদীয় লীলান্তঃপাতীগণ এবং (২) তদন্তঃপাতিত্বাভিমানিসকল। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে প্রাক্তন যুক্তিদ্বারা রস **স্বতঃই** সিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষে দ্বিবিধা গতি—(ক) ভগবল্লীলান্তঃপাতি-সহিত ভগবচ্চরিত-শ্রবণাদিদ্বারা এক এবং (খ) ভগবন্মাধুর্য্য শ্রবণাদিদ্বারা অন্য। তন্মধ্যে (ক) আবার—(অ) সমানবাসন, (আ) বিলক্ষণবাসন ও (ই) বিরুদ্ধবাসনভেদে ত্রিবিধ; (অ) তল্লীলান্তঃপাতী যদি ভক্তের **সমবাসন** হয়, তখন সদৃশভাবই স্বয়ং সেই লীলান্তঃপাতিবিশেষের বিভাবাদি তাদৃশত্বাভিমানিভক্তে সাধারণভাবে প্রকাশিত করে, যথা পরের যে সে পরের নয়, আমার যে সে আমার নয়; অতএব তদাস্বাদে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান থাকে না। (আ) কিন্তু যদি বিলক্ষণবাসন হয়, তখন বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের প্রায়শই সাধারণভাবে প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা তদ্ভাববিশেষের উদ্দীপনমাত্র হয়, কিন্তু রসোদ্বোধ হয় না। (ই) কিন্তু যদি বিরুদ্ধবাসন হয়, যথা বৎসলের সহিত প্রেয়সীভাবের, তখন সেই প্রীতিসামান্যেরই বাৎসল্যাদিদর্শনদ্বারা উদ্দীপন হয়, ভাববিশেষের উদ্দীপন হয় না; রসোদ্বোধও জন্মে না। তৎপর শেষোক্ত (খ) শ্রীভগবন্মাধুর্য্যাদিশ্রবণাদি-বিষয়ে তল্লীলান্তঃপাতিবৎ স্বতন্ত্রই রসোদ্বোধ হয়, অতএব শ্রীভগবৎপ্রীতির রসত্বাপত্তিসিদ্ধি-বিষয়ে এইরূপ বিচার চিন্তনীয়। বিভাবাদি-সম্বলিতা তৎপ্রীতিই প্রীতিময়রস। যথা খণ্ডমরীচাদির সম্মেলনহেতু প্রপাণকরসে অপূর্ব্ব কোনও স্বাদ জন্মে, তদ্রূপ বিভাবাদি-সম্মেলনদ্বারা এই ভগবৎপ্রীতিরসেও অপূর্ব্বাস্বাদ জন্মে এবং সেই প্রীতিরস ভগবন্মাধুর্য্যানুকূলের অনুভবলক্ষণ আস্বাদ দ্বারা উদ্দীপনবিভাবরূপ স্বাংশে আস্বাদরূপ হয় এবং ভগবদাদিলক্ষণ আলম্বনবিভাবাদিরূপে আস্বাদ্যরূপ হয়। অতএব রসকে আস্বাদন ও আস্বাদ্য উভয়ই বলা হয়।

বিভাব—প্রীতিরসে বিভাব দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন ; (১) **আলম্বন** দ্বিবিধ—(ক) প্রীতি-বিষয়-রূপে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং (খ) সেই প্রীতির আধার-রূপে তৎপ্রিয়বর্গ। তত্তন্মাধুর্য্যের অনভিব্যক্তিতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতঃই প্রিয়তমত্ব—"তুলয়াম লবেনাপি"—ইত্যাদিদ্বারা তৎপ্রিয়বর্গ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ; তৎপ্রিয়বর্গের ভগবদ্বিষয়ক প্রীত্যালম্বনও যুক্তই, কারণ যে প্রিয়বর্গ স্মরণপথে গত হইলে, তদাধারা সেই প্রীতি অনুভূতা হয়।

১১২। অতএব যে প্রিয়বর্গকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানে সেই প্রীতিবিশেষ প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রিয়বর্গকেও আলম্বন জানিতে হইবে। অতএব সবাসন ও বিলক্ষণ-বাসনক দ্বিবিধ তৎপ্রিয়বর্গ-বিষয়া যে প্রীতি হয়, তাহাও তৎপ্রীত্যাধারত্বরূপেই হয়, কিন্তু স্বসম্বন্ধাদিদ্বারা হয় না। অতএব তৎপ্রিয়বর্গেও সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি নিষেধ করিয়া শ্রীভগবানেই সেই প্রীতি অভ্যর্থনা করত পুনরায় তদাধারত্ব-রূপেই তৎপ্রিয়বর্গে প্রীতি অঙ্গীকার করা হয়—যথা শ্রীভগবান প্রতি শ্রীকুন্তীবাক্যে প্রথম নিষেধ—(১১৩) তৎপর অভ্যর্থনা—(১১৪) তৎপর অঙ্গীকার—

১১৫। ঐরূপে "বৃক" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্যও সঙ্গমনীয় ; শ্রীউদ্ধবের সিদ্ধত্বহেতু এই বাক্য-সম্ভাবনা হইলেও স্বব্যাজদ্বারা অন্যকে উপদেশ দেওয়া হইল বলিয়া জানিতে হইবে ; শ্রীকুন্তীবাক্যেরও অন্য-অবতারিকা আছে—যথা গমনে পাণ্ডবদের অকুশল, অগমনে বৃষ্ণিদের, অতএব উভয়থা ব্যাকুলচিন্তা হইয়া শ্রীকুন্তীদেবী স্নেহচ্ছেদব্যাজদ্বারা উভয়দেরই "তোমা" হইতে অবিচ্ছেদ যাহাতে হয়, তাহাই কর—ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

১১৬। তদ্রূপ শ্রীদেবকীর ষড়্গর্ভানয়নে তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই স্বপীতশেষস্তন্য-প্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানদ্বারা প্রপঞ্চিত হইয়াছে ; যথা শ্রীভাগবতে—তথাপি তন্মায়া তৎসহোদরতা স্ফূর্ত্তিকেই অবলম্বন করিয়া শ্রীদেবকীকে মোহিত করিয়াছিল—ইহাই মন্তব্য। তদ্রূপ শ্রীরুক্মিণীদেবীরও স্নেহ-তদ্দৈন্যাদি-কৌতুকদিদৃক্ষু শ্রীভগবানদ্বারা কিম্বা তল্লীলাশক্তিদ্বারা তদর্থ রক্ষিত হইয়াছে—তদ্রূপ বলদেবের স্বশিষ্যীভূত দুর্য্যোধনের পক্ষপাতও মন্তব্য। কখনও স্নেহক্ষয়কর ক্রোধও দেখা যায়, যথা—লক্ষ্মণাহরণে—এই সকলই কিন্তু বৈচিত্রীপোষণের জন্য তল্লীলাশক্তিদ্বারা প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

(২) **উদ্দীপন বিভাব**—যাহাদ্বারা বিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণআলম্বন হয়েন, সেইসকল ভাব বিভাবনহেতুত্বে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন নামে কথিত হয়—তাহারা (ক) গুণ (খ) জাতি (গ) ক্রিয়া (ঘ) দ্রব্য এবং (ঙ) কালরূপ। (১১৬-৭) (ক) **গুণ**—কায়বাক্যমানসাশ্রয়ভেদে ত্রিবিধ। তাহারা সকলই অপ্রাকৃত যথা—শ্রীভাগবতে ৮৫ গুণ, তন্মধ্যে ১৭টি জীবের অলভ্য ও ৬৮টী জীবলভ্য—শ্রীকৃষ্ণের গুণসকলের মধ্যে কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ এক শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া আছে—(১১৮-২০) বিরুদ্ধার্থসদ্ভাবেও কিন্তু কোন দোষের সম্ভাবনা নাই, কারণ শ্রুতিতে আছে—"এই আত্মা অপহতপাপ্মা"—(১১৮) অন্যদীয়গুণের মত ভগবদীয়গুণের দোষ-মিশ্রত্ব নাই ; পরমানন্দরূপ শ্রীভগবান বিষ্ণুতে গুণাদিসম্পন্নলক্ষণা অনন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তি দ্বিধা বিরাজমানা আছে, তাঁহার অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজ মূর্ত্তিতে এবং বাহিরে অভিব্যক্ত লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তিদ্বারা। স্বরূপ-শক্তিই মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী হয়েন। তজ্জন্য নিজেতে পরমানন্দত্বের এবং সর্ব্বগুণসম্পত্তির স্বরূপ-সিদ্ধ পরমপূর্ণত্বহেতু উভয়প্রকারের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে স্থিতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা হইলেও তিনি তাঁহার অপেক্ষা করেন না ; যেরূপ অন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু ভক্তবশ্যতা-স্বভাবদ্বারা প্রেমবতী বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা করেন বটে। (১২১) পূর্ব্বোক্ত গুণবিরোধত্বহেতু শ্রীভগবানে দোষমাত্রও নাই—তাঁহার অভক্তদিগকে নরকাদি-সংসারদুঃখ হইতে অনুদ্ধারিতারূপ দয়া-বিপরীতদোষ তাঁহার প্রাকৃত দুঃখে অস্পৃষ্টচিত্ততাহেতু পরমাত্মসন্দর্ভাদিতে পরিহৃত হইয়াছে। তৎপ্রসাদদর্শনভাবও ভক্তের দৈন্য বৃদ্ধি করিয়া ভক্তিরস-পোষণার্থই হইয়া থাকে—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৮।১৯) ; তদ্রূপ ব্রহ্মাদ্বারা ব্রজবালকদের মোহনও ব্যাখ্যেয়—যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই, যেহেতু তাদৃশলীলায় সকলেরই অপ্রীতি হইত। কারণ তিনি "তাদশী ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসকল তৎপর

হয়," ব্রহ্মা প্রতি সনকাদির বাক্যে তেজীয়ানদেরও অগম্যাগমন অনুচিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। যথা শ্রীভগবান যজ্ঞপত্নীদিগকেই বলিয়াছেন—(১০।২৩।২৬)

১২২। এতদ্দ্বারা ভক্তসুহৃত্ত্ব-বৈপরীত্যাভাসও ব্যাখ্যাত হইল। দ্বিবিধ ভক্ত—(১) **দূরস্থ** ও (২) **পরিকর**—(১) দূরস্থ ভক্তদের জন্য কোথাও পরম প্রবল সুহৃত্ত্বলক্ষণ গুণদ্বারা ব্রহ্মণ্যত্বাদির আবরণও প্রায় দেখা যায়—যথা শ্রীঅম্বরীষচরিতাদিতে। ইহাদের সম্বন্ধে আত্মীয়ত্বই দেখা যায়—যথা "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদি বাক্যে—(২) পরিকরদের প্রতি আত্মৈকত্বই দেখা যায়—যথা জয়বিজয়শাপাদি-সম্বন্ধে এবং স্কান্দদ্বারকামাহাত্ম্যগত দুর্বাসার দুর্ব্বৃত্ত-বিশেষ—অতএব শ্রীভগবানের প্রেমাদ্র্ত্ব এবং ভক্তবশ্যত্বগুণ সর্ব্বাচ্ছাদক। **প্রেমাদ্র্ত্ব**—শ্রীপৃথুসম্বন্ধে, শ্রীশুকবাক্যে—(১২৩) ভক্ত্যাদ্র্ত্ব—যথা শ্রীকর্দ্দমপ্রতি শুক্লাখ্যভগবানের শ্রীমৈত্রেয়-বাক্যে ৩।২১।৩৮—(১২৪) বাৎসল্যার্দ্রত্ব—যথা কুরুক্ষেত্রমিলিত শ্রীনন্দযশোদাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের—(১২৫) মৈত্র্যার্দ্রত্ব—যথা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদাম বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া—(১২৬) কান্তভাবার্দ্রত্ব—শ্রীকৃষ্ণের রাসান্তে রতিশ্রান্ত গোপীদের বদন মার্জন করিয়া—(১২৭) **প্রেমবশ্যত্ব**। ভক্তবশ্যত্ব—শ্রীবামনদেবের শ্রীবলির দ্বারিরূপে স্থিতিদ্বারা—(১২৮) বাৎসল্যবশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোপীদের দ্বারা স্তোভিত হইয়া দারুযন্ত্রবৎ নৃত্য এবং গানদ্বারা—(১২৯) মৈত্রীবশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদের সারথ্যাদি-করণদ্বারা—(১৩০) কান্তভাববশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণের রাসপ্রসঙ্গে তদর্থে সর্ব্বত্যাগী গোপীদের নিকট "ঋণ" স্বীকারদ্বারা—

১৩১। অতএব শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্বাদিগুণ তাঁহার ও পরমসাধুগণের রুচিকর বলিয়া কাদাচিৎক সত্যাদি-বৈপরীত্যও পরমগুণশিরোমণির শোভাই প্রকাশ করে—(১৩২) সত্যবিরোধীও গুণ—যথা শ্রীভীষ্ম-প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ নিজ প্রতিজ্ঞা-ত্যাগকরণ; শৌচবিরোধী—যথা কুবলয়কে মারণান্তর হস্তিদন্ত স্কন্ধে করিয়া এবং রুধির ও মদ-বিন্দুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া—(১৩৩) ক্ষান্তিবিরোধী—যথা শ্রীভারতে এবং শ্রীভাগবতে, কংসের প্রতি কুপিত হইয়া—(১৩৪) সন্তোষবিরোধী—যথা ভক্তিসুধোদয়ে এবং শ্রীভাগবতে, যশোদার স্তন্যপানে অতৃপ্তি দ্বারা—(১৩৫) আর্জবাদি-বিরোধি যথা—বলি প্রভৃতির প্রতি সুগ্রীব হনুমানাদির জন্য পক্ষপাতময় জানিবে, কারণ "দেবের ক্রোধও সর্ব্ব শুভঙ্কর বরের তুল্য" এই ন্যায় দ্বারা উহা সিদ্ধ হইয়াছে—(১৩৫-৪২) শমবিরোধী কামও তাঁহার প্রেষ্ঠ-জনবিশেষে প্রেয়সীদের প্রতি প্রেমবিশেষরূপেই—যথা শ্রীমহিষীদের সম্বন্ধে। (১৪৩) শ্রীরঘুনাথচরিতে শ্রীসীতা-হরণান্তর শোকপ্রকাশ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গিদের গতি এবং শ্রীসীতার পাতাল-প্রবেশান্তর তাঁহার গুণসকল স্মরণ করিয়া ক্রন্দনদ্বারা অন্তরে ভক্তিবিশেষ-সৌখ্যের জন্য তৎপ্রেমবশ্যতার প্রকাশ এবং বাহিরে কামুকক্রিয়ার সাম্য দেখাইয়া সাধারণ জনের বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরিতের সর্বথাই হিতকরত্ব-হেতু উভয়বিধ ভাবপ্রকটন যুক্তই হইয়াছে—অতএব শ্রীভগবৎকামের প্রেয়সীবিষয়ক প্রীতিবিশেষমাত্র-শরীরত্বহেতু দোষ নাই—যথা শ্রীমহিষী এবং শ্রীগোপী-সম্বন্ধে। ভক্তভিন্ন অন্যত্রই সাম্য দেখা যায়; সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিরোধী মোহাদি—ভক্তপ্রেম-বিশেষময় কোনও নরলীলাবেশময় প্রকাশ-বিশেষে কদাচিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদির বিরোধী মোহাদিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করা হেতু এবং তাদৃশ মোহাদির তল্লীলামাধুর্য্যরাহিত্য হইলে বিদ্বান্‌দিগেরও প্রীতিসুখদ হয় না বলিয়া গুণই, দোষ নয়—যথা অঘাসুরের মুখমধ্যে গোপবালকদের প্রবেশ-সময়ে এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হৃত বালক এবং বৎসগণকে না দেখিয়া—(১৪৪) কিন্তু যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা হয় না, তখন যদি প্রতিকূল লোক তাঁহাকে মোহাদিদ্বারা যুক্ত করিতে চাহে, তখন তিনি মোহাদি দ্বারা সর্ব্বথা যুক্ত হন না, যথা শাল্বমায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহনভাবই স্থাপিত হইয়াছে—(১৪৫) কিন্তু ভক্তপ্রেম-পারবশ্যদ্বারা শোকাদি বর্ণিত হইয়াছে, যথা শ্রীরামচরিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে শ্রীদাম বিপ্র এবং গোপীদের সহিত ব্যবহারে—(১৪৬) শ্রীভগবানের ভক্তসম্বন্ধবিনাই স্বাতন্ত্র্য—যথা "অহং-ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদি বাক্যে; গোচারণাদিতেও সুখিত্বগুণানুকূল্যই মন্তব্য, গোচারণছলে নানাক্রীড়ায় সুখই হয়, যথা গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনে কালকৃত এবং ক্রীড়াকৃত দুঃখ-নিষেধ বর্ণিত আছে—(১৪৭) স্থৈর্য্যবিরুদ্ধ বাল্যাদিচাপল্যও গুণরূপেই স্পষ্ট দেখা যায়—(১৪৮) রক্তলোকত্ব যথা শ্রীউদ্ধববাক্যে (৩।৩।২০-২১) অসুরদের প্রতি অপরক্তত্বের

কারণ—যথা শ্রীশিববাক্য (৪।৩।১৯)—(১৪৯) যদিও এই সকল গুণের শ্রীভগবানে নিত্যত্ব, তথাপি তত্তৎলীলাসিদ্ধির জন্য কোথায়ও কোন গুণের প্রকাশ হয়—(১৫০) অতএব অবসর-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎগুণসমুদয়ের বিশেষাবির্ভাবহেতু একই ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধীরোদাত্তাদি ব্যবহারচতুষ্টয় প্রকাশ করেন—ধীরোদাত্ত গুণ—শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি শক্র-সম্ভাষান্ত লীলায় বর্ণিত। ধীরললিতত্বাদি—শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীসহিত লীলায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; ধীরশান্তগুণসকল—শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির নিকটে তৎপালন-লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে—ধীরোদ্ধতগুণ সকল তাদৃশ অসুরদিগকে প্রাপ্ত হইয়াই কোথায়ও উদয় হয় অতএব দুষ্টদণ্ডনহেতুত্বই ইহাদের গুণত্ব। (খ) **জাতি**—তাঁহার এবং তৎসম্বন্ধিদের দ্বিবিধ—গোপত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্বাদি; এবং শ্যামত্ব-কিশোরত্বাদি অন্যত্র তদুপমাবুদ্ধিজনক। তৎ-সম্বন্ধিদের জাতি কিন্তু গবাদিকা জানিবে। (গ) **ক্রিয়া**—উদ্দীপন মধ্যে লীলাই ক্রিয়া। উহা দ্বিবিধা—(অ) তৎসান্নিধ্যদ্বারা মায়াকর্ত্তৃক দর্শিত সৃষ্ট্যাদি মায়িকী এবং (আ) তদীয় শ্রীবিগ্রহের স্বরূপানন্দৈকরূপত্বহেতু তাঁহার স্মিত, বিলাস, খেলা, নৃত্য এবং যুদ্ধাদিচেষ্টা স্বরূপশক্তিময়ী, "লীলাকৈবল্য কিন্তু লোকবৎ" এই ন্যায়দ্বারা ঈশ্বরের স্বভাবতই তদিচ্ছাকৌতুক আছে; অতএব তত্তজ্জাতি এবং লীলাভিনিবেশ শুনা যায়—

১৫১। তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা আবার দ্বিবিধা—(অ) ঐশ্বর্য্যময়ী এবং (আ) মাধুর্য্যময়ী; তন্মধ্যে আবার নিজ-জনপ্রেমময়ত্বহেতু মাধুর্য্যময়ী চেষ্টাই বিহারাধিক্যে কারণ। যথা—গোপবালকদের সহিত যথেচ্ছবিহার দেখিয়া পরমবিস্ময়ে এবং হর্ষে শ্রীশুক বলিয়াছেন—"এই প্রকারে শ্রীনারায়ণাদি স্বাবির্ভাবে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার লীলাই তত্তল্লীলোচিত সুঘট-দুর্ঘট-সর্ব্বার্থসাধক এবং যিনি লৌকিকবৎ তিরোধানপূর্ব্বক ব্যবহার-কারী, তিনি অলৌকিক নিজজন ব্রজবাসীদের প্রতি কৃপা করিয়া স্বীয়-পারমৈশ্বর্য্যে তত্তল্লীলামাধুর্য্যবিশেষের আবেশ হেতু অলৌকিক গোপাত্মজত্বময় চরিতদ্বারা লৌকিক গোপাত্মজত্বের অনুকরণ করেন, গ্রাম্যবালকদের সহিত কোনও গ্রামাধীপ-বালক যেমন খেলা করে, তদ্বৎ তিনিও লীলাকেই মাত্র প্রধান করত ঐশ্বর্য্যস্পর্শরহিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।" ঐরূপ লীলাবেশ অনেক স্থলেই দেখা যায়—যথা সম্পূর্ণরূপে স্তন্যপান করিবার পূর্ব্বে শ্রীযশোদাকর্ত্তৃক ক্রোড়চ্যুত হইয়া, অঘাসুরের মুখ-মধ্যে ব্রজবালকদের প্রবেশ বারণ করিতে না পারিয়া উহা দৈব ঘটনাই মনে করিয়া; অতএব তত্তৎলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসৌষ্ঠব দেখিয়া মুনিরাও চমৎকার বর্ণন করিয়াছেন, যথা জরাসন্ধ-যুদ্ধান্তে শ্রীশুকবাক্য ও একসময়ে বহু গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থতা দেখিয়া শ্রীনারদ-বাক্য—এই সকল চরিতে যাহা কিছু অলৌকিক কার্য্য দেখা যায়, তাহা তত্তল্লীলারস-মাত্রাসক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্য-শক্তি স্বয়ং স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যদ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন, যথা—মৃদ্‌ভক্ষণান্তর শ্রীযশোদাকে শ্রীমুখমধ্যে বিশ্বদর্শন করাইয়াছেন। "যদি সত্যগিরস্তর্হি—" ইত্যাদি তদীয় সরসকৃতা লীলা এবং "অব্যাহতৈশ্বর্য্য" ইত্যাদি তত্তল্লীলাশক্তিকৃতা। উহা শ্রীব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যরসপোষিকা, বিস্ময় এবং আশঙ্কাকে পোষণ করে। "নাহং ভক্ষিতবানম্ব"—ইত্যাদি সম্ভ্রমবশতঃ উক্ত মিথ্যা শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যকেও সত্যত্ব প্রাপ্ত করাইল—এই প্রকারে শ্রীদামোদর-লীলাতে যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেচ্ছা জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত রজ্জুর অপেক্ষা দ্ব্যঙ্গুলাধিকত্ব প্রকাশ, কিন্তু যখন মাতৃশ্রম দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল তখন আর রজ্জু ছোট হইল না—ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি-প্রভাবদ্বারা বিষময় মোহ হইতে সখাদের উদ্ধারণ—লীলাবেশদ্বারা দাবাগ্নিপান করিতে ইচ্ছা হওয়া মাত্র স্বয়ং তাহার নাশ—

১৫২। রাস প্রসঙ্গেও লীলাশক্তিদ্বারাই যত গোপী, শ্রীকৃষ্ণের তত প্রকাশ হইয়াছিল, নিজ-দ্বারা হয় নাই। যখন শ্রীকৃষ্ণের মনে সকল গোপীদের সহিত যুগপৎ লীলা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তখনই লীলাশক্তি যত গোপী তত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ প্রকট করিয়াছিলেন—(১৫৩) এবম্প্রকারে মাধুর্য্যময়ী লীলারই উৎকর্ষ দেখান হইল। এই মাধুর্যময়ী লীলার মধ্যে আবার বিচিত্রলীলা-বিধান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদর্শিত বিলাসময়ী লীলাই যুগপৎ রমণাধিক্য-হেতু শ্রীশুকদেবাদির নিকট এবং শ্রীশিব-ব্রহ্মাদির নিকট পরমমধুর রূপে প্রকাশ পায়—ক্রীড়ামানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের অন্যলোকমর্য্যাদাময়ী ধর্ম্মানুষ্ঠানলীলা কিন্তু কেবলমাত্র ধর্ম্মবীরাদি ভক্তদের নিকটেই মধুররূপে ভাসমান হয়, তাদৃশ শ্রীশুকদেবাদির নিকট হয় না—যথা দ্বারকায় শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া "খেদই" পাইয়াছিলেন—

১৫৪। কনিষ্ঠ জ্ঞানিভক্তদের নিকট মধুররূপে ভাসমান ঔদাসীন্য লীলা। (ঘ) **তদীয় দ্রব্য**—(অ) পরিষ্কার, (আ) অস্ত্র, (ই) বাদিত্র, (ঈ) স্থান, (উ) চিহ্ন, (ঊ) পরিবার ভক্ত, (ঋ) নির্ম্মাল্যাদি—

(অ) পরিষ্কার—বস্ত্রালঙ্কার পুষ্পাদি—ভগবদীয় ইহারাও যে তৎস্বরূপভূত, ইহা ভগবৎসন্দর্ভে দেখান হইয়াছে।

১৫৫। তথাপি "ভূষণেরও ভূষণ অঙ্গ" এই ন্যায়দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি দ্বারা পরিক্রিয়মাণ হইয়াই বস্ত্রালঙ্কারাদি তাঁহার অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, কেবল নিজগুণদ্বারা শোভা বৃদ্ধি করে না। তিনিও স্বশক্তি-বিলাস তত্তদ্রূপ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় তত্তদ্‌গুণসকল বিশেষরূপে প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহারাও তত্তদ-পেক্ষা সিদ্ধ হয়। অতএব "পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ" ইত্যাদি বাক্যে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী শ্রীভগবানের পরিষ্কার রূপে বর্ণিত স্রক্ পীতাম্বরেরও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যত্ব জানা যায়। ঈদৃশ বাস তাঁহার নিত্যই আছে, কিন্তু "গিরিবনেচরা" ইত্যাদি রজকবাক্য আসুরদৃষ্টি-হেতুই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও লৌকিকদৃষ্টিহেতুই স্বর্ণাঞ্জনচূর্ণদ্বারাই তাঁহারা দুইজন ভূষিতাম্বরযুক্ত ছিলেন ইত্যাদি—উত্তমত্ব জানাইবার জন্যই বলা হইয়াছে। মূলেও "শ্যাম হিরণ্যপরিধি" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাভিন্ন কালীয়, বরুণ ও ইন্দ্রাদিদত্ত অসংখ্য বিচিত্র উপহার-বস্ত্রাদিদ্বারা তদ্দিনে তিনি অন্যপ্রকারে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। অতএব কংসাহৃত বাসের স্বীকারও তদীয় স্বরূপশক্ত্যেক-প্রাদুর্ভাবরূপ নরকাহৃত কন্যাদের মতই জানিবে। (আ) অস্ত্র—যষ্টি চক্রাদি। (ই) বাদিত্র—বেণু শঙ্খাদি (ঈ) স্থান—শ্রীবৃন্দাবন মথুরাদি (উ) চিহ্ন—পদাঙ্কাদি (ঊ) পরিবার—গোপাদি (ঋ) নির্ম্মাল্যাদি—গোপীচন্দনাদি। (১৫৫) (ঙ) **কাল**—তদীয় জন্মাষ্টম্যাদি (চ) **ভক্তস্বযোগ্যতাও** উদ্দীপনরূপে দেখা যায়, (১৫৬) (ছ) **শ্রীভগবদঙ্গবিশেষ**—তদ্রূপ তদ্ রসবিশেষে শ্রীভগবদঙ্গ-বিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, যথা শ্রীসূতবাক্য—"বক্ষঃ—প্রেয়সীদের; মুখ—বাৎসল্যরসের; বাহু—পাল্যদের; পদাম্বুজ—সকলভক্তদের।"

১৫৭। (জ) **বিরোধী জিনিষাদিও** প্রতিযোগিমুখে উদ্দীপন হয়, যেমন সূর্য্যাদিতাপ জলাভিলাষের হেতু হয়। যথা শ্রীবলরামের বিপক্ষপক্ষীয় রণোদ্যম শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রতি (১০।৫৩।১৫); এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধূলিপঙ্কক্রীড়াদিকৃত মালিন্যাদিও বাৎসল্যাদিতে উদ্দীপন হয়—বৃদ্ধাদিকৃত প্রাতিকূল্যাদিও কান্তভাবাদিতে উদ্দীপন হয়। যখন উদ্দীপনসকল ভয়ানকাদি সপ্ত গৌণরসও জন্মায়, তখনও তাহারা শান্তাদি পঞ্চমুখ্য প্রীতিরসের পোষকতা প্রাপ্ত হয়।

১৫৮। এই উদ্দীপনমধ্যে আবার শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধি বস্তুসকল কিন্তু প্রকৃষ্ট। শ্রীবৃন্দাবন সকলের প্রীত্যেকাস্পদ, শ্রীকৃষ্ণেরও পরমপ্রীত্যেকাস্পদ শুনা যায়। যথা—শ্রীভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় পরমভক্তগণ বলিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রকাশ এবং লীলাসকল পরম বরীয়ান্! তন্মধ্যে আবার বাল্যচরিতের ভক্ত্যুদ্দীপনত্ব বিশেষরূপে বর্ণিত আছে যথা—ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে এবং শ্রীভাগবতে; এই প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ বহুবিধ—ঐশ্বর্য্যগত, কারুণ্যগত এবং মাধুর্য্যগত।

অনুভাব—চিত্তস্থ ভাবের অববোধক—ইহারা দ্বিবিধ (১) উদ্‌ভাস্বরাখ্য এবং (২) সাত্ত্বিকাখ্য। (১)—**উদ্ভাস্বর**—ভাবজ হইয়াও যাহারা বহিশ্চেষ্টাপ্রায়সাধ্য; তাহারা নৃত্য, বিলুণ্ঠিত, গান, ক্রোশন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি। (২) সাত্ত্বিক—কেবল অন্তর্বিকার হইতে সমুৎপন্ন, তাহারা যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহাদের মধ্যে প্রলয়—চেষ্টালোপ; ভগবৎপ্রীতিহেতুক প্রলয়ে বহিশ্চেষ্টানাশ, কিন্তু অন্তরে ভগবৎস্ফূর্ত্ত্যাদির নাশ হয় না। যথা উদ্ধবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীভাগবতের তৃতীয়ে। যথা—গারুড়ে "যোগস্থ যোগির মনোবৃত্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই অচ্যুতাশ্রয় থাকে।" অতএব প্রলয়েও তত্তদ্রসসকলের আস্বাদভেদ-স্ফূর্ত্তিও থাকে।

সঞ্চারী ভাব—ইহাদিগকে ব্যভিচারীও বলা হয়—যাহারা ভাবের গতিকে বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের প্রতি (দিকে) লইয়া যায়, তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাব বলে। তাহারা ৩৩, উজ্জ্বলে দ্রষ্টব্য। ইহাদের মধ্যে **ত্রাস**—বৎসলাদি রসে ভয়ানকাদি-দর্শনহেতু প্রীত্যাস্পদের জন্য এবং তৎসঙ্গতি-হানির তর্ক দ্বারা নিজের জন্য ত্রাস হয়। **নিদ্রা**—ভগবচ্চিন্তাদ্বারা শূন্যচিত্তত্বহেতু এবং ভগবৎসঙ্গতিতে আনন্দব্যাপ্তিহেতু নিদ্রা হয়। **শ্রম**—পরমানন্দময় ভগবানের জন্য

আয়াস-তাদাত্ম্যাপত্তিতে **শ্রম** হয়। **আলস্য**—তাদৃশ শ্রমহেতুক ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ ভিন্ন ক্রিয়াবিষয়ক আলস্য হয়। **বোধ**—তদ্দর্শনাদি-বাসনার স্বয়মুদ্বোধ হইয়া বোধ হয়। তাদৃশ ভগবৎপ্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু লৌকিক গুণময় ভাবের মত হইলেও এই সকল নির্ব্বেদাদি সঞ্চারীভাবগুলির বস্তুতঃ গুণাতীতত্বই জানিবে। অতএব বিভাবাদির সম্মিলনাত্মক ভগবৎপ্রীতিময় রসও ব্যঞ্জিত হইল। হরি, আলম্বন বিভাব; স্মরণ, উদ্দীপন; স্মারণাদি, উদ্ভাস্বরাখ্য অনুভাব; পুলক, সাত্ত্বিক; চিন্তাদি, সঞ্চারী।

স্থায়ী ভাব—এই ভগবৎপ্রীতিময় রস—জ্ঞান এবং ভক্তিময়, বৎসল ও মৈত্রীময় এবং উজ্জ্বলাখ্য ক্রমে প্রীতির পঞ্চভেদ দ্বারা পঞ্চবিধ। এই পঞ্চ স্থায়ী ভাবের ভাবান্তরাশ্রয়ত্বহেতু এবং নিয়তাধারকতাহেতু মুখ্যত্ব, অতএব তদীয় রসেরও মুখ্যত্ব। কিন্তু অন্য যে অদ্ভুতাদি রসের বিস্ময়াদি স্থায়ী ভাব আছে, তাহারা তৎপ্রীতি-সম্বন্ধদ্বারা ভাগবত-রসান্তঃপাতী হয় বলিয়া এবং পঞ্চবিধ প্রিয়বর্গে কদাচিৎ উপস্থিত হয় বলিয়া অনিয়তাধারকত্বহেতু গৌণ; অতএব তদীয় রস-সমূহেরও গৌণতা। "মুখ্যভাব সকল মধুরে সমাপ্ত হয়।" এই ন্যায়দ্বারা গৌণ রসের এবং রসাভাসের বিবরণ বলা হইতেছে। (১৫৮) গৌণরস—(ক) অদ্ভুত (খ) হাস্য (গ) বীর (ঘ) রৌদ্র (ঙ) ভীষণ (চ) বীভৎস ও (ছ) করুণ—এই সপ্ত। (ক) **অদ্‌ভুত**—তৎপ্রীতিময় অদ্‌ভুত রস, তৎপ্রীতিময় বিস্ময় স্থায়ী; যথা—ষোলহাজার কন্যাবিবাহে—(১০।৬৯।২) (খ) **হাস্য**—তৎপ্রীতিময় হাস, অনুমোদনাত্মক চিত্তবিকাশ স্থায়ী; যথা বাল্যলীলায় (১০।৮।২০-২২) (১৫৯-৬০)—উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ—যথা বস্ত্রহরণ-লীলায় (১০।২২।৬) এবং পৌণ্ড্রের উক্তিশ্রবণে (১০।৬৬।৩)।

১৬১। (গ) **বীর**—স্থায়ী উৎসাহের চাতুর্ব্বিধ্যহেতু চতুর্ব্বিধ—(অ) ধর্ম্মবীররস—যথা শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে—(১০।৭২।৩) (আ) দয়াবীররস—যথা শ্রীরন্তিদেবের—(৯।২১।৪-১০) (১৬২-৩) (ই) দানবীররস—যথা (১) বহুপ্রদানদ্বারা—শ্রীনন্দের এবং শ্রীবলির—(১৬৪) দানবীররস—যথা—(২) সমুপস্থিত দুরাপার্থত্যাগদ্বারা—যথা কপিল-বাক্যে সালোক্যাদি ত্যাগদ্বারা (১০।১৮।৭) (১৬৪-৫) (ঈ) যুদ্ধবীররস—(১) ক্রীড়াযুদ্ধে—প্রতিযোদ্ধা কখনও শ্রীকৃষ্ণ নিজে, কখনও বা তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই মিত্রবিশেষ—(১৬৬) (২) সাক্ষাৎযুদ্ধে—যথা—জরাসন্ধবধে ভীমসেন—

১৬৭-৮। (ঘ) **রৌদ্র**—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় ক্রোধ—ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আধার—তৎ-প্রিয়জন। শ্রীকৃষ্ণ-হিত শ্রীকৃষ্ণাহিত এবং নিজাহিত ক্রোধ-বিষয় ত্রিবিধ—(১৬৯-৭১) (ঙ) **ভয়ানক**—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় ভয়—(১৭২) (চ) **বীভৎস**—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় জুগুপ্সা—(১৭২-৩) (ছ) **করুণ**—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় শোক; ভগবৎকৃপাহীন শোচনীয় জনপ্রতি তৎপ্রীতিমানের করুণাও ভগবৎপ্রীতিময় করুণরস হয়—

১৭৪। এই সকল বিস্ময়াদির যদি শ্রীকৃষ্ণই আধার হয়েন, তবে তাহারা তৎপ্রীতিময়চিত্তে সঞ্চারিত হয় বলিয়া তখনও তাহারা তৎপ্রীতিময় অদ্ভুতাদি রস হয়। কিন্তু অজাতপ্রীতি ভক্তদের তৎসম্বন্ধহেতু যে বিস্ময়াদিভাব এবং তদীয় অদ্‌ভুতাদি রস দেখা যায়—তাহারাও তদনুকারী বলিয়াই জানিবে।

রসাভাস—রসসকলের আভাসত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞানের জন্য আশ্রয়-নিয়ম এবং পরস্পর ব্যবহারও বলা হইতেছে। আশ্রয়-নিয়ম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধানুরূপই; যথা পিত্রাদিতে প্রাকৃত বাৎসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্ব, তথা পঞ্চমুখ্যরসের পরস্পর ব্যবহারও তদাশ্রয়জনদিগের অনুরূপ। কুলীন ভক্তলোকের মধ্যে যাহার যাহার সহিত মিলনে নর্ম্মবিহারাদিতে যেরূপ সঙ্কোচ হয়, ভগবদীয় রসসকলেরও সেই নবজনের আশ্রিত রসসকলের সহিত মিলন হইলে সেইরূপ সঙ্কোচতা হয়। যেখানে প্রীতিমান লোকদের সঙ্কোচ নাই, সেখানে রসেরও সঙ্কোচ নাই; যেখানে প্রীতিমান লোকদের উল্লাস আছে, সেখানে রস সমূহেরও উল্লাস আছে। ভগবৎপ্রেয়সীদিগের বৎসলাদির সহিত সঙ্কোচতাদি। অতএব পঞ্চমুখ্য রসে সপ্ত গৌণরসের (১) **প্রতীপত্ব** (২) **উদাসীনত্ব** ও (৩) **অনুগামিত্ব** যথাযুক্ত জানিতে হইবে। যথা হাস্যরসের বিয়োগাত্মক ভক্তিময়াদি ৪টীতে প্রতীপত্ব, শান্তে উদাসীনত্ব এবং অন্যত্র অনুগামিত্ব। গৌণ রসসমূহের গৌণ রসের সহিতও (ক) **বৈর,** (খ) **মধ্যস্থ** এবং (গ) **মিত্রতা** জানিবে। যথা হাস্যরসের করুণ এবং ভয়ানক—বৈরী; বীরাদি—মধ্যস্থ; অদ্‌ভুত—মিত্র। এইরূপ দ্বাদশ রসেই স্থায়ী, সঞ্চারী, অনুভাব, বিভাব এবং বিষয়ান্তরগত ভাবাদিরও

প্রতীপত্ব, ঔদাসীন্য এবং অনুগামিত্ব বিবেচনীয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যেও অযোগ্য রসান্তরাদিসঙ্গতিদ্বারা রসের আস্বাদন বাধ্যমান হইলে **আভাসত্ব**। কিন্তু যেখানে অন্যরস-সঙ্গতি ভঙ্গীবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ী রসের উৎকর্ষ সাধন করে, সেখানে **রসোল্লাসই** হয়। কোন কারণে অযোগ্য রসের উৎকর্ষ হইলে কিন্তু রসাভাসেরই উল্লাস হয়।

১৭৪। মুখ্যরসের মুখ্যসঙ্গতি দ্বারা আভাসিত্ব যথা—১ম স্কন্ধোক্ত কৌরবেন্দ্রস্ত্রীদের বাক্যে, (১৭৫) ৪র্থ স্কন্ধে পৃথুবাক্যে আপাতদৃষ্ট, (৭ম, ৮মে) প্রহ্লাদবাক্যে, (১৭৬) ১০মে শ্রীদামবিপ্রবাক্যে, (১৭৭) শ্রীরুক্মিণীবাক্যে, (১৭৮) এবং শ্রীগোপীবাক্যে রসাভাসিত্ব-সমাধান। শ্রীবলদেবে দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যহেতু শঙ্খচূড়বধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সহিত একত্র শ্রীগোপীসঙ্গে গান এবং দ্বারকা হইতে আসিয়া শ্রীব্রজদেবী প্রতি সন্দেশ অসমঞ্জস নয়। উদ্ধবাদিরও ঐরূপ। মুখ্যরসের অযোগ্য গৌণরস-সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব যথা—শ্রীবসুদেব এবং দেবকীকে "ভয়ানক" দ্বারা আভাসিত্ববশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন না করায়—গৌণরসের অযোগ্য গৌণরসসঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—যথা কালিয়হ্রদপ্রবেশলীলায় শ্রীবলদেবে করুণরস হাস্যদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান—অতএব প্রীত্যাভাসত্ব অবগত হইলেই রসাভাসত্ব জানিতে হইবে।

১৭৯। অযোগ্য-সঞ্চারিসঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—যথা মৈথিলরাজের ভক্তি, গর্ব্বদ্বারা। শ্রীউদ্ধবের শ্রীনন্দযশোদার শ্রীকৃষ্ণবিয়োগানুভবময়ী ভক্তি, হর্ষদ্বারা; এবং শ্রীকুব্জার উজ্জ্বলরসচাপল্যদ্বারা, আভাসিত্ব-সমাধান—১৮২। যুগলগীত পরমরসাবহরূপেই মন্তব্য, চাপল্যরূপে নয়।

১৮৩। অযোগ্যানুভাব-সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—যথা বলির শুক্রকে অধার্ম্মিক বলায়, উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণকে নাম ধরিয়া সম্বোধনদ্বারা, যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রক্ষালনে নিয়োগদ্বারা, শ্রীদামপ্রভৃতি সখাগণের শ্রীরামকৃষ্ণকে ভয়স্থানে গমননিয়োগদ্বারা, দ্বারকাজন বিহারে পট্টমহিষীদের শ্বশুরের নামগ্রহণদ্বারা, এবং অন্যত্র আত্মজালিঙ্গনদ্বারা কান্তভাবাভাসিত্ব-সমাধান।

১৮৮। অযোগ্যবিভাবসঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—অযোগ্য-উদ্দীপনসঙ্গতিদ্বারা, যথা শ্রীঅক্রূরের দাস্যভক্তি শ্রীগোপী-কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত-শ্রীকৃষ্ণপদ-রহস্যলীলাচিহ্নদ্বারা এবং শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির উজ্জ্বলরসে পুত্ররূপের উদ্দীপন দ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান, (১৮৯) অযোগ্য-আলম্বনসঙ্গতিদ্বারা, যথা যজ্ঞপত্নী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতিতে উজ্জ্বলরসের তত্তজ্জাতির অযোগ্য প্রীত্যাধারত্বহেতু আভাসিত্ব; এবং তাদৃশপ্রীতিবিষয়াযোগ্যত্ব যথা বেণুগীতে "ব্রজেশসুতয়োঃ" পদদ্বারা উজ্জ্বলের আভাসিত্ব-সমাধান, (১৯০-১)। অযোগ্য বিষয়ান্তরগত ভাবাদির সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব, যথা শ্রীকর্দ্দম ঋষির ভক্তি দেবহুতির রূপানুভবদ্বারা আভাসিত্ব; শ্রীবলরামের শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য শ্রীদুর্য্যোধনকে গদা শিক্ষাদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান।

১৯২। **রসোল্লাস**—অযোগ্যসঙ্গতিও ভঙ্গীবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ী ভাবের উৎকর্ষসাধন করিলে রসোল্লাস হয়, (১৯২) মুখ্যরসের সঙ্গতিদ্বারা মুখ্যরসের উল্লাস, যথা ব্রহ্মবাক্যে জ্ঞানভক্তি বন্ধুভাবদ্বারা এবং শ্রীশুকদেবের বাক্যে জ্ঞানশক্তি সখ্যভাবদ্বারা উল্লসিত, শ্রীকুন্তীর বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-ভক্তিদ্বারা উল্লসিত, (১৯৩-৮) শ্রীহনুমানের মাধুর্য্য-ময়ী দাস্যভক্তি স্বরূপৈশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা উল্লসিত, শ্রীরাঘবেন্দ্রের কেবলমাধুর্য্যময়ী লীলাতেও ভক্তির একমাত্র কারণ কারুণ্যপ্রমুখ পরমমাধুর্য্যই সর্ব্বোর্দ্ধে।

১৯৯। শ্রীরাসপ্রারম্ভে শ্রীগোপীদের উত্তরে নর্ম্মালাপময় শ্লেষভঙ্গীদ্বারা স্বীয়ভাবোৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া রসোল্লাসই হইয়াছে। অযোগ্য গৌণরসের সঙ্গতিদ্বারা মুখ্যরসের উল্লাস যথা—শ্রীরুক্মিণীবাক্যে অযোগ্য বীভৎস সঙ্গতিদ্বারা কান্তভাবের উৎকর্ষ হইয়াছে, কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীদের বাক্যেও বীভৎস-সঙ্গতিদ্বারা কান্তভাবের উৎকর্ষই হইয়াছে, (২০০) গৌণরসেও অযোগ্যমুখ্যরসের সঙ্গতিদ্বারা রসোল্লাসই হয়; যথা কালিয়গ্রস্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীগোপীদের শোকাত্মক করুণরস, অযোগ্যসম্ভোগাখ্য উজ্জ্বলরসের স্মিতবিলোকাদি-স্মরণরূপ তত্তদ্ভাবাভিব্যঞ্জনভঙ্গী-দ্বারা উল্লসিত হইয়াছে, (২০১) মুখ্যরসে অযোগ্য সঞ্চারী-সঙ্গতিদ্বারাও রসোল্লাস হয়; যথা শ্রীরাসপ্রারম্ভে পত্যাদি-

দ্বারা বার্য্যমাণ হইয়াও শ্রীগোপীদের অভিসার-করণরূপ চাপল্যভঙ্গিদ্বারা সর্ব্বানুসন্ধানরহিত মহাভাবাখ্য কান্তভাবের উল্লাস হইয়াছে, (২০২) অযোগ্যরসের উৎকর্ষে কিন্তু রসাভাসেরই উল্লাস হয় ; যথা শ্রীবসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান শ্রীবলদেববৎ। নির্দ্দোষ রসাভাসত্ববিষয়েই এই সমাধান।

ভগবৎ-প্রীতিবিশেষময় রসসকল

২০৩। (১) শান্তাপরনামা **জ্ঞানভক্তিময় রস**—অত্র আলম্বন—পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানভক্তির বিষয় চতুর্ভুজাদিরূপ শ্রীভগবান। আধার—ভগবল্লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তসকল যথা চতুঃসনাদি। স্থায়ী—জ্ঞানভক্তি।

২০৩-৪। (২) **ভক্তিময় রস**—(ক) আশ্রয়ভক্তিময় রস—অত্র **আলম্বন** বালকরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসীভিন্ন অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্নরাকারতাপ্রধান পরমেশ্বরাকার, কিন্তু ব্রজবাসীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরম মধুর নরাকারই। আধার—তল্লীলাগত পরমপাল্যসকল। পাল্য দ্বিবিধ—(ক) প্রপঞ্চকার্য্যাধিকৃত **বহিরঙ্গ**-সকল ও (খ) তদীয়চরণচ্ছায়ৈকজীবন **অন্তরঙ্গ**-সকল। পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গের মধ্যে আবার ব্রহ্মা-শিবাদি ভক্তিবিশেষসদ্ভাবহেতু অন্তরঙ্গ। শেষোক্ত অন্তরঙ্গ আবার (অ) সাধারণ (আ) যদুপুরবাসী এবং (ই) ব্রজপুরবাসীভেদে ত্রিবিধ। সাধারণ যথা জরাসন্ধ-বন্ধ রাজাদি, মুনিবিশেষাদি, পুরবাসী, শ্রেণী (ব্যবসায়ী) জনাদি, (২০৫-৭) আশ্রয়ভক্তিময় রস দ্বিবিধ—অযোগাত্মক এবং যোগাত্মক। অযোগাত্মক দ্বিবিধ—প্রথম অপ্রাপ্তি এবং বিয়োগ। যোগও দ্বিবিধ—প্রথম অপ্রাপ্তির এবং বিয়োগের পরে—সিদ্ধি এবং তুষ্টি।

২০৭। (খ) **দাস্যভক্তিময় রস**—আলম্বন প্রভুরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ দাস্যভক্ত্যাশ্রয়। আধার—শ্রীকৃষ্ণলীলাগত মধ্যে উৎকৃষ্ট তদ্ভৃত্যগণ। ইহাদের নিকট পরমেশ্বরাকার এবং নরাকাররূপে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ আবির্ভাব। তদ্ভৃত্যও তদনুশীলনহেতু দ্বিবিধ—তাহারা পুনরায় ত্রিবিধ—(ক) অঙ্গসেবক (খ) পার্ষদ এবং (গ) প্রেষ্য—(২০৮) (ক) অঙ্গসেবক—অভ্যঞ্জক, তাম্বুল-বস্ত্র-গন্ধ সমর্পকাদি—(খ) পার্ষদ—মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, দেশাধ্যক্ষাদি, বিদ্যাচাতুর্য্যদ্বারা সভারঞ্জকগণ, পুরোহিতের প্রাধান্যতঃ গুরুবর্গান্তঃপাত, অংশতঃ পার্ষদত্ব—(গ) প্রেষ্য—সাদি (অশ্বাদ্যারোহিযোদ্ধা) পদাতি, শিল্পী প্রভৃতি—ইহারা পূর্ব্ববৎ প্রায় প্রিয়তর। শ্রীউদ্ধব দারুকাদির কিন্তু অঙ্গসেবকাদি-বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য ; তন্মধ্যে আবার উদ্ধবের আধিক্য ;—

২০৮-১১। **উদ্দীপন**—অঙ্গসেবকে বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যাদি-গুণ। ক্রিয়া—শয়ন-ভোজনাদি। দ্রব্য—তৎসেবোপযোগ্য এবং তদুচ্ছিষ্টাদি ; পার্ষদে প্রভুত্বাদিগুণ, প্রেষ্যে—প্রতাপাদি। যোগে তত্তৎকর্ম্মতাৎপর্য্যই ইহাদের অসাধারণ ধর্ম্ম, সেবাকালে কম্পস্তম্ভাদি উদয় হইলেও যাহা তাহাদিগকে বিলোপ করে। অযোগেও স্বস্বকর্ম্মানুসন্ধান কিম্বা তদর্চ্চাতেও তত্তৎকৃতি। স্থায়ী—দাস্যভক্ত্যাখ্য—উহা অক্রূরাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান। উদ্ধবাদির তত্তৎসত্ত্বেও মাধুর্য্যজ্ঞান-প্রধান—শ্রীগোকুলভাগ্য-শ্লাঘাতেই স্পষ্ট। শ্রীব্রজস্থদের একমাত্র মাধুর্য্যময়। শ্রীব্রজরাজকুমারত্ব, পরমগুণ-প্রভাবত্বাদি দ্বারাই আদরসদ্ভাবহেতু শ্রীব্রজস্থদেরও প্রীতির ভক্তিত্বই সিদ্ধ। (২১২-৩) প্রথম অপ্রাপ্তাত্মক এবং তদনন্তর প্রাপ্তি-লক্ষণ সিদ্ধ্যাত্মক—যথা অক্রূরের—(২১০-৫) শ্রীভগবদন্তর্ধানান্তর বিয়োগাত্মক এবং বিয়োগে বিঘ্নসূচক তুষ্ট্যাত্মকে তৎসাক্ষাৎকারতুল্য স্ফূর্ত্ত্যাত্মক—যথা শ্রীউদ্ধবের—(২১৬) এইরূপে তদ্বিরহ-দুঃখমগ্ন ব্রজেও কৃপাপূর্ব্বক ব্যবহার-রক্ষার জন্য কোনও কোনও লোকে অবিচ্ছেদরূপেই স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল, শ্রীউদ্ধব-প্রবেশে কাহারও সুখও বর্ণিত আছে ;—(২১৭) শ্রীউদ্ধবের সাক্ষাৎকারলক্ষণ তুষ্ট্যাত্মক স্ফূর্ত্তি ছিল—শ্রীশুকদেবদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারের পূর্ব্বেই শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণরূপা গতি হইয়াছিল, শ্রীভাগবত-প্রচারান্তর শ্রীউদ্ধবকে স্বজ্ঞান-প্রচারের জন্য আর পৃথিবীতে রাখার দরকার হয় নাই। "আসামহো"—ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তির দৃঢ়মনোরথ জানা যায় বলিয়া কায়ব্যূহদ্বারা শ্রীমদ্ব্রজেও শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি জানিতে হইবে।

২১৮-২৩। (গ) **প্রশ্রয়-ভক্তিময় রস**—আলম্বন—লালকরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রশ্রয়ভক্তিবিষয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরাকারে ও শ্রীমন্নরাকারে দ্বিবিধ আবির্ভাব। তত্তদাশ্রয়রূপেও লাল্য ত্রিবিধ—(অ) পরমেশ্বরাকারাশ্রয়

ব্রহ্মাদি, (অ) শ্রীমন্নরাকারাশ্রয় শ্রীদশাক্ষরধ্যানদর্শিত শ্রীগোকুলের শিশুগণ ; (ই) উভয়াশ্রয় শ্রীদ্বারকাতে জন্মগ্রহণকারী পুত্র, অনুজ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। পুত্রমধ্যে কেহ গুণতঃ, কেহ আকারতঃ এবং কেহ কেহ উভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ—

২২৩। **উদ্দীপন**—**স্ববিষয়ক** শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্য, স্মিতপ্রেক্ষাদি। তদ্রূপ তাঁহার কীর্ত্তি বুদ্ধি ও বলাদির পরমমহত্ত্ব এবং জাতি ক্রিয়াদিও যথাযোগ্য জানিবে। অনুভাব—বাল্যে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মৃদুবাক্যদ্বারা স্বৈর-প্রশ্ন, প্রার্থনাদি, তদঙ্গুলী-বাহুপ্রভৃতির আলম্বনে স্থিতি, তদুৎসঙ্গোপবেশন, তত্তাম্বূলচর্ব্বিতগ্রহণাদি। কৈশোরে—তদাজ্ঞা-প্রতিপালন, তচ্চেষ্টানুস্মরণ, স্বৈরতাবিমোক্ষাদি। সকল সময়েই তদনুগতি। সাত্ত্বিকভাবসকল ও ব্যভিচারী ভাবসকল—পূর্ব্বোক্ত এবং স্থায়ী—প্রশ্রয়ভক্ত্যাখ্য ; বাল্যে লাল্যতাভিমানময়ত্বদ্বারা প্রশ্রয়বীজ দৈন্যাংশের সদ্ভাবহেতু তদাখ্য। অন্যসময়ে—প্রণয়াগত সাধ্বসের সহিত অনুগতি। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ যোগাদিভেদ আছে।

২২৪। (৩) **বাৎসল্যময় বৎসলাখ্যরস**—(২২৪-৩০) তত্র আলম্বন—লাল্যরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বাৎসল্য-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ তদাধার—পিত্রাদিরূপ গুরুজন। তত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্নরাকারই, গুরুজন—ভক্ত্যাদিমিশ্র শ্রীবসুদেব দেবকী কুন্তী প্রভৃতি। শুদ্ধ কিন্তু শ্রীনন্দযশোদা এবং তাঁহাদের সমবয়স্কা বল্লবী এবং বল্লব প্রভৃতি। ইহাদের বাৎসল্যোপযোগী স্বাভাবিক বৈদুষ্য (বিচক্ষণতা) পূতনাবধান্তর রক্ষামন্ত্রদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। উদ্দীপন—প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের বৎসলোচিত লাল্যভাব, শৈশব-চাপল্য ; অন্যসময়ে প্রশ্রয়, লজ্জা, প্রিয়ম্বদত্ব, সারল্য, দাতৃত্ব, প্রাগল্ভ্য অবয়ব এবং বয়সের কান্তি, সৌন্দর্য্য, সর্বসল্লক্ষণত্ব, পূর্ণ কৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি কিন্তু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—(২৩১-২) জাতি —পূর্ব্বোক্ত বৈশ্যাদি। ক্রিয়া—জন্মবাল্যক্রিয়াদি ; পৌগণ্ডাদিতে মান্যমাননাদি ; দ্রব্য—তৎক্রীড়াভাণ্ডবসনাদি। কাল —তজ্জন্মদিনাদি। (২৩৩-৪৪) অনুভাবে—উদ্ভাস্বর—লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, হিতোপদেশদান, হিতপ্রবর্ত্তনার্থ তর্জনাদি, তৎমঙ্গলার্থ চেষ্টা, তজ্জন্য গৃহসম্পত্তিসংপাদনে যত্ন, দুঃখেও তৎপ্রলোভনার্থ মিথ্যাহাস্যাদি দুষ্টজীবাদি হইতে অনিষ্টশঙ্কা, তচ্ছ্রেয়োনিবন্ধন দেবতাদির পূজা, অন্যকর্ত্তৃক তৎপ্রভাব সম্যক্ নির্ণীত না হইলেও তৎকার্য্যের প্রকারান্তর-কারণতা ভাবনা—অন্য লোকসকল দ্বারা ভগবৎরূপে দেখিলেও কিন্তু মাতাপিতার নিজমাধুর্য্যভাবে নৈশ্চল্যাদি—(২৪৪-৮) সাত্ত্বিকভাব—অষ্ট কিন্তু মায়ের স্তন্যক্ষরণ সহিত নয়টী, সঞ্চারী—প্রসিদ্ধ। ইহারা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃত-লীলাজাত এবং তল্লীলাশক্তিকৃত ঐশ্বর্য্যময়লীলাজাত জানিবে। স্থায়ী—বাৎসল্যাখ্য—প্রথম অপ্রাপ্তিময়, তদনন্তর প্রাপ্তিলক্ষণ সিদ্ধাত্মক। বিয়োগাত্মক এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মক যোগ—

২৪৯। (৪) **মৈত্রীময় রস**—তত্র আলম্বনরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মৈত্রীবিষয় শ্রীকৃষ্ণ ; আশ্রয়রূপ তল্লীলাগত স্বোৎকৃষ্ট সজাতীয়ভাববিশিষ্ট তদীয় মিত্রগণ। শ্রীকৃষ্ণ তখনও চতুর্ভুজ হইয়াও নরাকাররূপেই প্রতীত, যথা—শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনবাক্যে। মিত্রগণ দ্বিবিধ—(ক) সুহৃদগণ যথা শ্রীভীমসেন দ্রৌপদী প্রভৃতি—(খ) সখাগণ—যথা শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীদামবিপ্রাদি। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি। আগমে বসুদেব কিঙ্কিণ্যাদি। ভবিষ্যোত্তরের মল্ললীলাতে সুভদ্র মণ্ডলীভদ্রাদি। উঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সাম্য—সমান গুণ, শীল, বয়স, বিলাস, বেশ, বৈদুষ্য এবং বৈদগ্ধ্যদ্বারা—ইহারা আবার তত্তৎভাববৈশিষ্ট্যহেতু ত্রিবিধ—(অ) সখা, (আ) প্রিয়সখা, (ই) প্রিয়নর্ম্মসখা ; তন্মধ্যে পরমমাধুর্য্যৈকময় প্রণয়াতিশয়ি বিহারলালিত্যদ্বারা শ্রীদামাদিই প্রধান, যথা—শ্রীশুকবাক্যে। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব—"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" ইত্যাদিতে বর্ণিত। উদ্দীপনমধ্যে গুণ—অভিব্যক্তমিত্রভাবতা, আর্জ্জব, কৃতজ্ঞত্ব, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দাক্ষ্য, শৌর্য্য, বল, ক্ষমা, কারুণ্য, রক্তলোকত্ব ইত্যাদি, অবয়ব এবং বয়সের সৌন্দর্য্য সর্ব্বসল্লক্ষণত্ব ইত্যাদি। তত্র সৌহৃদময়ে আর্জবাদির প্রাধান্য ; সখ্যময়ে কিন্তু বৈদগ্ধ্য সৌন্দর্য্যাদিমিশ্র আর্জবাদির এবং তদুভয়াংশমিশ্রা মৈত্রীতে যথাসম্ভব অংশদ্বয়ের মিশ্রণ। (২৫০-৪) অভিব্যক্ত মিত্রভাবতা (যথা ভাগ ১০।১৩।১০-৩) (২৫৫) জাতি—ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে সৌহৃদময়ের ও গোপত্ব যাহাতে সখ্যময়ের প্রাচুর্য্য। ক্রিয়া—নর্ম্ম, গান, নানাভাষা-শংসন, গবাহ্বান, বেণুবাদ্যাদিকলা এবং বাল্যাদির উচিত ক্রীড়াদি। (২৬০) বেশ—গোপবেশ, মল্লবেশ, নটবেশ, রাজবেশ (ইহা দ্বারকাদিতেই প্রচুর) এবং ধার্ম্মিক গৃহস্থবেশদ্বারাই তত্তল্লীলা শোভা প্রাপ্ত হয়। দ্রব্য—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, যষ্ঠি, প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি। কাল—তত্তৎক্রীড়োচিত।

(২৬১-২) অনুভাবমধ্যে—উদ্ভাস্বর—সৌহৃদময়ে নিরুপাধি তদীয় হিতানুসন্ধান, যুক্তাযুক্তকথন, সস্মিতগোষ্ঠী প্রভৃতি, সখ্যময়ে অসঙ্কুচিত প্রীতিময় চেষ্টা; শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য নানাক্রীড়া, সঙ্গীতাদি-কলাভ্যাস; ভোজনোপবেশনশয়নাদি, নর্ম্ম, রহোলীলা কর্ণাকর্ণি প্রভৃতি—(২৬৩) সাত্ত্বিক—সৌহৃদে অশ্রু, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীভীমাদির—(২৬৪) সখ্যে প্রণয়—শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া সখাদের মূর্চ্ছা—(২৬৫) সঞ্চারী—সৌহৃদে হর্ষ এবং সখ্যে হর্ষ (২৬৬-৯) স্থায়ী—মৈত্রাখ্য—উহা শ্রীদামবিপ্রাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সঙ্কুচিত; শ্রীমদর্জ্জুনাদির সঙ্কোচিতৈশ্বর্য্যজ্ঞান এবং শ্রীগোপ-বালকদের শুদ্ধ—অতএব কখনও বিকৃত হয় না, যথা শ্রীরামের ব্রজাগমনে—(২৭০) শ্রীকৃষ্ণই সখাদের জীবন—(২৭১-৩) মৈত্রীময়রসের প্রথম অপ্রাপ্তিময় এবং সিদ্ধ্যাত্মক ভেদ পূর্ব্ববৎ উহ্য; বিয়োগাত্মক এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মক যথা—শ্রীপাণ্ডবাদির—(২৭৪) শ্রীব্রজকুমারদের দেশান্তরে বিয়োগাত্মোদাহরণ এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মোদাহরণ বাৎসল্যানুসারেই জানিবে—

২৭৫। (৫) **উজ্জ্বল**—অত্র আলম্বন—কান্তরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত কান্তভাববিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তদাধার—সজাতীয়ভাব-বিশিষ্টা তদীয় পরমবল্লভাসকল। শ্রীকৃষ্ণ—যথা শ্রীরুক্মিণীবাক্যে ভুবনসুন্দর এবং তাপহারীরূপে—(২৭৫) শ্রীকৃষ্ণ—যথা সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপে শ্রীগোপীদের নিকট শ্রীশুকদেববাক্যে—(২৭৬) তদ্বল্লভাদের মধ্যে সৈরিন্ধ্রী সামান্যা—যিনি দুর্ভগা হইয়াও অঙ্গরাগার্পণমাত্র-লক্ষণ ভজনদ্বারা শুদ্ধপ্রেমবানদের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও আত্মতর্পণ-তৎপরা হওয়াতে শ্রীব্রজদেব্যাদিবৎ শুদ্ধপ্রেমভাববতীরূপেই দর্শিত হইয়াছেন। (২৭৭) স্বীয়া রুক্মিণ্যাদির স্তুতি—(২৭৮) তদনন্তর ব্রজদেবীগণের অসমোর্দ্ধ স্তুতি—যে ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া হইয়াও প্রকটলীলাতে পরকীয়ায়মানারূপেই প্রতীতা; যথা—শ্রীউদ্ধব এবং মাথুরপুরস্ত্রীদের বাক্যে ব্রজদেবীস্তুতি—(২৭৯-৮৪) শ্রীব্রজদেবীদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ—(২৭৯) (ক) ভাবতঃ উৎকর্ষ—পরকীয়ায়মানত্ব দ্বারা—শ্রীভরত, রুদ্র, বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি লৌকিকরসবিদদের মতেও নিবারণ, দুর্লভ এবং বামতাদ্বারাই নায়িকাদের রসোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে—কোনও কোনও গোপকুমারীর কাত্যায়নীজপানুসারে পতিভাবেরই আধিক্য পাওয়া যায়। কেহ কেহ বারণাদি বশতই ইঁহাদের প্রেমাধিক্য মনে করেন, তাহা নয়; প্রেমের জাতিত্বহেতুই ইঁহাদের প্রেমাধিক্য, তাহা না হইলে শ্রীউদ্ধবাদি তাহা বাঞ্ছা করিতেন না; প্রবলজাতিত্বহেতুই ইহার প্রশংসা। মত্তহস্তিগণের দুর্গাতিক্রমে বলের অভিব্যক্তির ন্যায় প্রবলজাতিত্বহেতু শ্রীগোপীপ্রেমের নিবারণাদি অতিক্রমদ্বারা তাহাদের প্রেমবল প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র, নিবারণাদি প্রেমের উৎপাদক হয় নাই। নিবারণাদিসাম্যেও তাহাদের প্রেমের জাত্যংশ প্রবল হওয়াতে নিজেদের ভিতরে প্রেমতারতম্য দেখা যায়; যথা তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীরাধাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণের বৈশিষ্টাহেতু শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যথা—"অনয়ারাধিত"—ইত্যাদি শ্লোকে। ক্ষোভসত্ত্বেও শ্রীগোপীপ্রেমের যে প্রফুল্লতা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণসর্পের ন্যায় স্বতঃই সিদ্ধতা বশতঃ কিন্তু অপর হইতে আহার্য্যহেতু নয় অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেম স্বভাবতঃই প্রবল, কিন্তু নিবারণাদি-প্রবলীকৃত নয়—কেবল ঔপপত্যের প্রেমবর্দ্ধনত্ব কিন্তু তাহাদের নিজেদের দ্বারাই নিন্দিত হইয়াছে; যথা—"গণিকা নিঃস্বজনকে ত্যাগ করে, জারসকল ভোগান্তে রতা স্ত্রীলোকদিগকে ত্যাগ করে"—এই বাক্যে কোনও লোক পরকীয়া স্ত্রীলোকদের যে লঘুত্ব বলে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত নায়কাবলম্বনা স্ত্রীদের বিষয়েই যুক্ত, কারণ উহা তথাই জুগুপ্সিত (নিন্দিত); এই গোপীপ্রেমে কিন্তু "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ—ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই উহা প্রত্যাখ্যাপিত হইয়াছে। এই বাক্যেও "তৎপতীনাং" এই শব্দ ব্যবহারিক দৃষ্টিমাত্রদ্বারাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীগোপীদের স্বরূপশক্তিত্বই প্রকটে ও অপ্রকটে স্থাপিত হইয়াছে। সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণ নায়কের তাদৃশভাবদ্বারা প্রাপ্তি-বিষয়ে "এতাঃ পরং তনুভৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বোর্দ্ধশ্লাঘা-শ্রবণহেতু পরমগরীয়ত্বই দেখান হইয়াছে। অতএব রসশাস্ত্রেও উক্ত আছে—শ্রীগোপীদের স্বপত্যাভাস-সম্বন্ধও বারণ করিতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়"—ইত্যাদি। এইরূপ শ্রীভগবন্নিত্যপ্রিয়া গোপীদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের মায়ামোহিত গোপগণ মায়াদ্বারাই নির্ম্মিতা নিজনিজ দারাকে নিজনিজপার্শ্বস্থ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই—

২৮০-১। (খ) দৈহিক উৎকর্ষ—যথা শ্রীরাসপ্রসঙ্গে—(২৮২) (গ) গুণবৈভবকৃত উৎকর্ষ—যথা (১০।৩২।৯)

(১০।৩২।৯)—(২৮৩-৪) (ঘ) কলাবৈদগ্ধীকৃত উৎকর্ষ—১০।৩৩।৭ (২৮৫) সামান্যাদের মধ্যে সৈরিন্ধ্রীই মুখ্যা : স্বকীয়া পট্টমহিষীদের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামা মুখ্যা : শ্রীব্রজদেবীদের মধ্যে ভবিষ্যোত্তর ও স্কান্দসংহিতা মতে শ্রীরাধা, অনুরাধা (ললিতা), সোমাভা (চন্দ্রাবলী), বিশাখা, শৈব্যা, ভদ্রা, পদ্মা, ধন্যা, গোপালী, পালিকা এবং তারকা। আগমোপদেশানুসারে সর্ব্বমোট শত কোটী প্রমদা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধাই মুখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভাগণ ত্রিবিধা—(১) **মুগ্ধা**, (২) **মধ্যা** ও (৩) **প্রগল্‌ভা** ; তাঁহারা নবযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও সম্যক্‌যৌবন-লক্ষিত বয়োভেদদ্বারা এবং তত্তৎচেষ্টাদ্বারা বিভিন্ন। গৌতমীয়তন্ত্রানুসারে প্রাপ্তষোড়শবর্ষই শেষ যৌবন। স্বভাবভেদদ্বারা ইঁহারা (ক) ধীরা, (খ) অধীরা এবং (গ) মিশ্রগুণা। প্রেমতারতম্যদ্বারা (অ) শ্রেষ্ঠা, (আ) সমা এবং (ই) লঘু। লীলাবস্থাভেদে একজনই অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা—এই অষ্ট নাম প্রাপ্ত হয়েন। পুনরায় ভাবের পরস্পর সাদৃশ্য, কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য এবং অস্ফুটসাদৃশ্য ও বিরোধিত্ব-দ্বারা চতুর্ব্বিধ ভেদ। ভাবভেদ আবার সখী, সুহৃদ, তটস্থা এবং প্রাতিপাক্ষিক হিসাবে চতুর্ব্বিধ—

২৮৬-৭। সখী, সুহৃদ, তটস্থা ও প্রতিপক্ষ যথা—রাসপ্রসঙ্গে শ্রীভাগ. শ্রীহরিবংশাদিতে, পারিজাতহরণে শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামার প্রতিপক্ষতা দৃষ্ট হয়—(২৮৮) শ্রীভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে পরস্পর প্রতিপক্ষত্ব অসম্ভব এবং অহৃদ্য ; শ্রীরাসে শ্রীভগবানও তাহাদের "সৌভগমদ" দেখিয়া তাহাদের ঈর্ষামদমানাদি দূর করিবার ইচ্ছাতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন ; শ্রীশুকদেবও নিজে তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া "দৌরাত্ম্য" শব্দের প্রয়োগও করিয়াছেন। ইহার সমাধান এই—শ্রীভগবানের সকল ক্রীড়াই প্রীতি পোষণের জন্য প্রবর্ত্তিতা হয়, তিনি সেই সকল ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসকল রাগানুগাভক্তরূপে তৎপর হয়। তন্মধ্যে আবার এই শৃঙ্গারক্রীড়ার এই স্বভাব যে ঈর্ষা-মদমানাদিলক্ষণ তত্তদ্‌ভাববৈচিত্রী পরিকররূপেই রসপুষ্টি করে ; তজ্জন্যই কবিরাও এইরূপেই বর্ণনা করেন, শ্রীভগবানও স্বলীলাতে তাহা অঙ্গীকার করেন এবং নিজেও দক্ষিণ, অনুকূল, শঠ এবং ধৃষ্ট—চতুর্ব্বিধ নায়করূপে যথাযোগ্য স্থানে প্রকাশিত হয়েন। অতএব তল্লীলাশক্তিই প্রেয়সীদিগের ভিতর তত্তদ্‌ভাবানুরূপ তত্তদ্‌ভাব দিয়া থাকেন। তজ্জন্য যখন সকলেরই বিরহ উপস্থিত হয়, তখন দৈন্যবশতঃ একজাতীয় ভাবত্বাপত্তিদ্বারা সর্ব্বত্র সখ্যই অভিব্যঞ্জিত হয় ; যথা—শ্রীরাসে প্রিয়বিশ্লেষহেতু মোহিতা ও দুঃখিতা সখীকে দেখিয়া পূর্ব্বপ্রাতিপক্ষিক গোপীদের সখ্য হইয়াছিল—বিরহলীলা, প্রেয়সীদের শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক তৃষ্ণাতিশয়বর্দ্ধনার্থ হইয়া থাকে—কারণ নাগরচূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ তৃষ্ণাবৃদ্ধি অত্যন্ত রুচিকর, যথা—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপীদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন—"নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্" ইত্যাদি শ্লোক। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বিরহও হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের মদমানাদি-বিনোদন অতিক্রম করিয়াও অধ্যবসায় দেখা যায়, যথা—শ্রীরাসে মদ এবং মান প্রশমন করিবার জন্য এবং স্ববিষয়ক তৃষ্ণার আতিশয্যরূপ "প্রসাদ" দিবার জন্য তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অতএব বিরহ জন্মিলে দৈন্যবশতঃই তাঁহাদের "দৌরাত্ম্য" বুদ্ধি হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রেমৈকবিলাসরূপত্বহেতু ঐ দৌরাত্ম্য হয় নাই। শ্রীশুকদেবও তদ্‌ভাবানুসারেই ঐ বাক্যের অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, নিজে কিন্তু পূর্ব্বেই তাহাতে তদীয়মদে দোষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (২৮৯) উদ্দীপনের মধ্যে গুণ—নারীমোহনশীলত্ব, অবয়ব-বর্ণ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-সল্লক্ষণ নবযৌবনের কমনীয়তা, নিত্যনূতনত্ব, অভিব্যক্তভাবত্ব, প্রেমবশ্যত্ব, সৎপ্রতিভা। নারীমোহনশীলত্বাদি— যথা বেণুগীতে (১০।২১।২২), (২৯০) নিত্যনূতনত্ব শ্রীমহিষী সম্বন্ধে শ্রীসূতবাক্য—(১০।৩১।২), ২৯০-৪। অভিব্যক্তভাবত্ব—পূর্ব্বরাগে, মোহনত্ব দ্বিবিধ—স্বরূপকৃত এবং দুষ্ক্রিয়াকৃত যথা গোপীগীতে। (২৯৫) সম্ভোগে যথা শ্রীরাসারম্ভে—২৯৬-৭। প্রেমবশ্যত্ব—দ্বিবিধ (ক) অন্যরসের ভক্তপ্রেমদ্বারা যথা যুগলগীতে ; (খ) প্রেয়সীপ্রেমদ্বারা, পূর্ব্বরাগ দ্বারা যথা শ্রীরুক্মিণীদূতকে শ্রীভগবান এবং শ্রীরাস-প্রারম্ভে, (২৯৭-৩০০) সম্ভোগাত্মকদ্বারা, (৩০১) প্রবাসাত্মক-দ্বারা যথা শ্রীউদ্ধবপ্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যে এবং (৩০২) শ্রীগোপী প্রতি উদ্ধববাক্যে ; শ্রীরাজকুমারীদের পরিণয়ও তাঁহাদের সহিত শ্রীগোপকুমারীদের প্রায় একাত্মতায় তদ্বিরহকালঃক্ষপণার্থ এবং তাঁহাদের প্রাণ পরিত্যাগ পরিহারার্থই।

"কৈশোরে যাঁহারা গোপকন্যা, তাঁহারাই যৌবনে রাজকন্যকা হইয়াছিলেন।" জাতি গোপত্বরূপা যথা শ্রীযুগলগীতে (৩০৩) যাদবত্বরূপা শ্রীমহিষীবাক্যে, (৩০৪) ক্রিয়া দ্বিবিধ—ভাবসম্বন্ধিনী—যথা শ্রীরাসপ্রারম্ভে, (৩০৫) স্বাভাবিকবিনোদময়ী—যথা শ্রীযুগলগীতে, (৩০৬) দ্রব্য সকল—তৎপ্রেয়সীগণ যথা কাত্যায়নীব্রতে এবং বেণুগীতে—তৎপরিকরগণ যথা শ্রীউদ্ধবাদি, (৩০৮-৯) মণ্ডন ও বংশী, যথা বেণুগীতে শ্রীকৃষ্ণপদলগ্নকুঙ্কুমদ্বারা, (৩১০-১১) পদাঙ্ক ও পদধূলি, রাসে শ্রীগোপীকৃত কৃষ্ণান্বেষণে। এখানে প্রেমই তৎপদধূলির উৎকর্ষ জানাইতেছে। কিন্তু তদৈশ্বর্য্যজ্ঞান তাহা জানাইতেছে না। কারণ—**প্রীতি-পরমোৎকর্ষেরই স্বভাব** এই যে স্ববিষয়কে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষরূপে অনুভব করায়। যথা আদিভরত মৃগপ্রেমদ্বারা মৃগ-খুরস্পর্শে পৃথিবীকেও ভাগ্যবতী মনে করিয়াছেন, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে শ্রীব্রজদেবীগণ পৃথিবীকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছেন, (৩১৩) নখাঙ্ক—যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ; এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাদিও উদাহরণ, কাল—রাসোৎসবাদিসম্বন্ধী, যথা শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীগোপীবাক্য, (৩১৪) যেরূপ ভগবদীয় গুণাদি উদ্দীপন হয়, সেইরূপ তৎপ্রেয়সীগুণসকলকেও তাদৃশসেবোপযোগী হইলে উদ্দীপন জানিবে। তাঁহাদের ঐ সকল গুণ আত্মসম্বন্ধী এবং আত্মাভীষ্ট বল্লভাগণ-সম্বন্ধী এই উভয়ই হয়।

অনুভাব সকল—সৈরিন্ধ্র্যাদির, মহিষীদের এবং ব্রজদেবীদের ; সকলেরই প্রায় চতুর্ব্বিধ অনুভাব—(১) উদ্ভাস্বর **(২)** সাত্ত্বিক **(৩)** অলঙ্কার ও (৪) বাচিকাখ্য। (১) উদ্ভাস্বর—নীব্যুত্তরীয়ধম্মিলা-স্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, গাত্রের ফুল্লত্ব এবং নিঃশ্বাসাদি, (৩১৭) (২) সাত্ত্বিক—(৩১৮-২৪) (৩) অলঙ্কার—বিংশতি (ক) **অঙ্গজা** ৩টী ভাব, হাব এবং হেলা ; (খ) **যত্নজা**—শোভা, মাধুর্য্য, প্রাগল্‌ভ্য, ঔদার্য্য এবং ধৈর্য্যাদি সপ্ত ; **(স্বভাবজা)**—লীলা, বিলাস কিলকিঞ্চিত, বিভ্রম, বিব্বোক, ললিত, মোট্টায়িত এবং বিকৃতাদি দশ।

৩২৫। **লীলা**—শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টানুকরণকেই প্রায়শঃ লীলা বলে—শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর তদন্বেষণ-ব্যাকুলা গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণচেষ্টানুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের নিজভাব নিগূঢ়ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কালক্ষেপার্থ যে গোপী যে লীলা গান করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, প্রেমাবেশবশতঃ সেই লীলাই তাহাতে আবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাই তত্তদনুকরণবিশেষে হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। উজ্জ্বলরসে বাল্যাদিরূপের অনালম্বনত্ববশতঃ উহা অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত নহে, কাজেই এই অনুকরণই প্রায় লীলাশব্দবাচ্য। তন্মধ্যে প্রীতিমাত্রবিরোধি-ভাব-বিশিষ্ট পূতনাদির এবং নিজ প্রীতি বিশেষবিরোধি-ভাববিশিষ্টা শ্রীকৃষ্ণজনন্যাদির চেষ্টানুকরণ শ্রীকৃষ্ণানুকর্ত্রী গোপী বা সখী সহিত বিরহকাল-ক্ষেপের জন্য মাত্র কৃত্রিমরূপে তত্তদ্‌ভাবপোষণের নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তত্তদ্‌ভাবাবিষ্ট হইয়া অঙ্গীকার করেন নাই, ইহাই সমাধেয়। কেহ কেহ এইরূপও বলেন—লোকে যেরূপ আত্ম অনিষ্টশঙ্কাতে ভয়োন্মত্ত হইয়া ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ করে, সেইরূপ গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টশঙ্কায় পূতনানুকরণ করিয়াছিলেন ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণে আত্মবৎ স্বাভাবিক প্রীতিরই প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। শ্রীদামোদরলীলাতেও শ্রীযশোদানুকরণকে তদ্রূপই জানিবে, তাহাতেও তত্তদ্‌ভাবের পরমাশ্রয়রূপা স্বভাবোচিতা প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে ; সুতরাং ঐ ভাবে বিরোধ হয় নাই। (৩২৬-৩০) বিলাসাদি।

৩৩১। (৪) **বাচিকাখ্য অনুভাব**—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, ব্যপদেশ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, অতিদেশ এবং নির্দ্দেশ, (৩৩৭-৬২) **ব্যভিচারী ভাবসকল**—নির্ব্বেদাদি তেত্রিশ।

৩৬৩-৪। **স্থায়ী**—কান্তভাব। ইহার দুইটী হেতু শ্রীকৃষ্ণস্বভাব এবং বামাবিশেষস্বভাব ; (৩৬৫) (১) এই স্থায়ী সাক্ষাদুপভোগাত্মক—সাক্ষাৎ নায়িকাদের, (২) তদনুমোদনাত্মক—সখীদের এবং (৩) উভয়াত্মক উভয়ব্যপদেশি-দের, তন্মধ্যে সামান্য উপভোগাত্মক যথা—বেণুগীতে, (৩৬৬) (১) উপভোগাত্মক—(ক) সম্ভোগেচ্ছানিদান যথা—সৈরিন্ধ্র্যাদিতে, (৩৬৭) (খ) ক্বচিদ্‌ভেদিতসম্ভোগেচ্ছা যথা পট্টমহিষীসকলে (গ) স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছা যথা ব্রজদেবীগণে। ইহাদের এই ভাব স্বাভাবিক, অতএব ("যত্তে সুজাত") শ্রীকৃষ্ণকৃত স্বপরিত্যাগেও নিজের দুঃখ চিন্তা না করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের দুঃখচিন্তা করিয়া ; তৎকথা-পরিত্যাগে অসামর্থ্য ইহাদের স্বভাব - যথা ভ্রমরগীতে। ইহাদের ভিতর আবার বহুভেদসত্ত্বেও দুইটী প্রধান—(অ) একটীতে মিথুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আদর-বিশেষ

প্রচুর ভাব—যাহাতে **তদীয়ত্বাভিমানাতিশয়দ্বারা** কান্তের প্রতি প্রেয়সীদের পারতন্ত্র্য, বিনয়, স্তুতি, এবং দাক্ষিণ্যপ্রাচুর্য্য বর্ত্তমান থাকে, যথা শ্রীচন্দ্রাবল্যাদির ; (আ) অন্যটীতে **মদীয়ত্বাতিশয়ত্ব**-বশতঃ পরতন্ত্রকান্ততা হেতু অন্তর্ম্মর্মজ্ঞতা, নর্ম্ম, কৌটিল্যাভাস-প্রাচুর্য্য দেখা যায়, যথা শ্রীরাধাদির—এই উভয়ভেদের আবার প্রচুরাংশ, স্বল্পাংশ এবং তৎসাঙ্কর্য্য-ভেদদ্বারা অপর প্রেয়সীগণেও বহুবিধ ভেদ আছে। যথা—শ্রীরাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শনান্তর শ্রীগোপীদের ভাব। শ্রীদ্বারকায় শ্রীসত্যভামার ভাবই শ্রীরাধার অনুগত ভাব। শ্রীচন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা এবং শ্রীললিতা, বিশাখাদি স্বপক্ষা ; শ্রীশ্যামলা সঙ্করভাবা হইলেও মদীয়ত্বাংশ-প্রাবল্যহেতু শ্রীরাধার সুহৃৎ এবং নাতিস্ফুটভাবত্বহেতু ভদ্রা—তটস্থা।

৩৬৮। (২) তদনুমোদনাত্মক কান্তভাব—তদীয়লেশানুমোদনমাত্র যথা বিদর্ভপুরবাসিদের, (৩৬৯) সাক্ষাত্ত-দনুমোদনাত্মক পূর্ণকান্তভাবের উদাহরণ—শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে মৃগপত্ন্যাদির।

৩৭০। উজ্জ্বলাখ্য রসের দুইটী ভেদ (১) বিপ্রলম্ভ এবং (২) সম্ভোগ। (১) **বিপ্রলম্ভ**—বিপ্রকর্ষরূপে প্রাপ্তি—কাষায়িত বস্ত্রে যেরূপ রং অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভদ্বারা সম্ভোগের পুষ্টি হয় ; অতএব বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতিকারক—যথা শ্রীভগবান নিজে শ্রীগোপীদিগকে এবং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভের চারি ভেদ—(ক) পূর্ব্বরাগ, (খ) মান, (গ) প্রেমবৈচিত্ত্য ও (ঘ) প্রবাস—(২) **সম্ভোগ**—সঙ্গত যুবকযুবতীর সম্বন্ধরূপে ভোগ—যুবকযুবতীর দর্শনাদি-আলিঙ্গনাদি-আনুকূল্য-নিষেবণহেতু উল্লাসময় ভাব—ইহাও পূর্ব্বরাগাদ্যন্তরজ ভেদে চতুর্ব্বিধ—(ক) **পূর্ব্বরাগ**—যথা শ্রীরুক্মিণীর ও শ্রীব্রজদেবীদের, (৩৭১-৪) ঔৎপত্তিক-ভাববতীদের মধ্যে কাহারও নিমিত্তবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কখনও বাল্যেও সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। মহাতেজস্বিতাহেতু ষষ্ঠ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরাবির্ভাব পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণে ঐ ভাব বর্ত্তমান ছিল, অতএব তখন শ্রীগোপীদের পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছিল—যথা শ্রীভাগ—বেণুগীতে। ইহাতে পরোক্ষীকরণাশক্তি দ্বিধা—একটীতে অজ্ঞানবশতঃ ভাবপ্রাবল্য হেতুই অর্থান্তরাবির্ভাবদ্বারা এবং অন্যটীতে ভাবপারবশ্যহেতু জ্ঞানতঃই তদুদ্ঘাটনদ্বারা।

৩৭৫। এই পূর্ব্বরাগে কামলেখাদির প্রস্থাপনই সম্মত—যথা রুক্মিণীর ; পূর্ব্বরাগান্তরজ সম্ভোগ—সামান্যাকারে সন্দর্শন, সংজল্প, সংস্পর্শ এবং সম্প্রয়োগ-লক্ষণ ভেদদ্বারা চতুর্ব্বিধ। শ্রীরুক্মিণীর সন্দর্শন, সংস্পর্শ এবং তদন্তরজ সম্ভোগ, (১০।৫২।২৯) (৩৭৬) শ্রীব্রজকুমারীদের সন্দর্শন এবং সংজল্প যথা বস্ত্রহরণে, (৩৭৭) যদিও শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদের স্ববিষয়ক প্রেমোৎকর্ষ জানিতেন, তথাপি তদভিব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষদ্বারা সাক্ষাৎ তাহা আস্বাদ করিবার জন্য সনর্ম্ম তাদৃশলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। বনিতার অনুরাগাস্বাদনে বিদগ্ধদিগের যেরূপ বাঞ্ছা হয়, তৎস্পর্শাদিতে সেরূপ হয় না। পূর্ব্বানুরাগব্যঞ্জক লজ্জাচ্ছেদ-নামক দশাবিশেষ আছে। নয়ন-প্রীতি, প্রথম-সম্ভোগ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু—এই দশটী স্মরদশা। কুলকুমারীদের ঐ স্মর-প্রকাশক দশার মধ্যে লজ্জাচ্ছেদই পরাকাষ্ঠা ; কারণ কুলকুমারীগণ দশমীদশা মৃত্যুকে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু বৈজাত্য অর্থাৎ উন্মাদ এবং মূর্চ্ছাকে অঙ্গীকার করেন না—অতএব অনুরাগাতিশয় আস্বাদন করিবার জন্যই ঐরূপ পরিহাস করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তদঙ্গনির্ব্বিশেষ, যথা গৌতমীয়তন্ত্রে। তাঁহারা কৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপা ; অতএব বস্ত্রহরণলীলাতে তাহাদের বর্ত্তমানতা দ্বারা রসোল্লাসই হইয়াছে, রসের ব্যাঘাত হয় নাই—

৩৭৮। শ্রীব্রজকুমারীগণ অত্যন্ত প্রলব্ধ, ত্যজিতলজ্জ, উপহসিত, ক্রীড়নবৎকারিত হইয়াও তৎসঙ্গদ্বারা পরমানন্দমগ্নাই হইয়াছিলেন—

৩৭৯-৮২। শ্রীযজ্ঞপত্নীদের ব্রাহ্মণীত্ববশতঃ যোগ্যত্ব নাই বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব হয় নাই, অতএব পূর্ব্বরাগের মত প্রতীয়মান যেভাব এবং তদনন্তর সন্দর্শন, সংজল্পরূপ-সম্ভোগের মত প্রতীয়মান যেভাব দেখা যায়, তাহা কিন্তু সম্ভোগাভাসই, সেই হেমন্ত ঋতুর অনন্তর নিদাঘে দ্রষ্টব্য। (৩৮২) যজ্ঞপত্নীদের মধ্যে একজন তখনই অযোগ্য-ব্রাহ্মণ দেহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও অপ্রকট প্রকাশে পূর্ব্বরাগান্তরজ সংস্পর্শনাত্মক সম্ভোগ পাইয়াছিলেন। তাদৃশ কষ্টের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে

কৃষ্ণানুসন্ধানের অবিচ্ছেদহেতু উৎকণ্ঠাপুষ্টিদ্বারা তাঁহার রসোৎকর্ষহেতু সাক্ষাৎ দশমীদশাপ্রাপ্তিও দোষের হয় নাই।

৩৮৩। তদনন্তর শরৎকালে শ্রীব্রজদেবীসকলের সন্দর্শনাদি সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বরাগান্তরজ সম্ভোগ বর্ণিত আছে, তখনও তাদৃশ প্রাপ্তিতে অকৃতার্থম্মন্য কুমারীদের পূর্ব্বরাগাংশ অতীত হয় নাই। বেণুগীতকৃত মূর্চ্ছাদির প্রশমন জন্য ঐরূপ হইয়াছিল, সম্ভোগরীতিতে সেই স্পর্শাদি সঙ্ঘটিত হয় নাই—ইহাই মন্তব্য।

৩৮৪। (খ) **মান**—সহেতুক ও নির্হেতুক ভেদে দ্বিবিধ। সহেতু—প্রিয়কৃত-স্নেহভঙ্গের অনুমানদ্বারা, সহেতু ঈর্ষাই মান—এই বিলাস শ্রীকৃষ্ণেরও পরম সুখদ ; যথা—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীপ্রতি। মানাখ্যভাব, কান্তভাবাখ্য প্রীতির পোষণ করে বলিয়া এবং প্রাচীন কবি-সম্প্রদায়-সম্মত বলিয়া আদরণীয়। রাসে সকলকে যুগপৎত্যাগে শ্রীব্রজদেবীদের পরিত্যাগজ ঈর্ষ্যাহেতুক মানলেশ হইয়াছিল—(৩৮৫) এই মান স্তবাদির দ্বারাই শান্ত হয়, যথা রাসে। (৩৮৬) নির্হেতুমান—প্রণয়মান, ইহা নায়কেরও হয়; যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণের হেত্বাভাসজ এবং শ্রীব্রজদেবীদের অহেতু প্রণয়মান হইয়াছিল—শ্রীব্রজদেবীদের প্রণয়—স্বপ্রবাহাদি উদ্রেক দ্বারা স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্য স্পর্শ করিয়া মানাখ্য প্রীতিবিশেষতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রজদেবীদেরই মানাখ্য বিপ্রলম্ভও শুদ্ধভাবে জন্মে, তাঁহারা ভিন্ন অন্য প্রেয়সীদের হেতুলাভেও বিষাদ-ভয়-চিন্তাপ্রায়ই মান জন্মে—যথা সরলপ্রেমবতী ও পরম-গাম্ভীর্য্যবতী শ্রীরুক্মিণীর, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-পরিহাসময় বচন শুনিয়া। মানান্তরজ সম্ভোগ—যথা রাসে শ্রীব্রজদেবীদের—

৩৮৭-৮। (গ) **প্রেমবৈচিত্ত্য**-প্রিয়ের সন্নিকর্ষেও প্রেমোন্মাদভ্রমহেতু বিশ্লেষবুদ্ধিতে যে আর্ত্তি হয়, তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে—যথা পট্টমহিষীদের।

৩৮৯। (ঘ) **প্রবাস**—নানাপ্রকার এবং তদনন্তর সঙ্গ—শ্রীব্রজদেবীদিগকে অধিকার করিয়াই উদাহরণীয়। প্রবাস-লক্ষণ বিপ্রলম্ভ—সঙ্গতির জন্যই হইয়া থাকে। "পূর্ব্বসঙ্গত যুবকযুবতীর দেশান্তরাদিদ্বারা যে ব্যবধান হয়, তাহাকেই প্রাজ্ঞ লোকেরা প্রবাস বলেন।" তজ্জন্যই এই বিপ্রলম্ভ প্রবাস নামে কথিত হয়। এই প্রবাসে—"চিন্তা, প্রজাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু এই দশটী দশা হইয়া থাকে। এই প্রবাস (১) কিঞ্চিদ্দূরগমনময় এবং (২) সুদূরগমনময়। পূর্ব্বটী আবার দ্বিবিধ—(ক) একলীলাগত ও (খ) লীলা-পরম্পরান্তরালগত—(৩৯০) (১) ক—যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর—(৩৯১-২) প্রলাপাখ্যা দশা—যথা রাসে—৩৯৩। এতদনন্তর সম্ভোগোদাহরণ—যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্তে—

৩৯৪। (খ) দ্বিতীয় কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাস—লীলাপরম্পরান্তরালগত যথা—শ্রীগোপীদের, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণজন্য বনে গেলে—৩৯৫-৬। তখন তাঁহাদের প্রলাপাখ্যা দশা—যথা যুগলগীতে—৩৯৭। এতদনন্তর দর্শনাত্মক সম্ভোগ—যথা যুগলগীতে—**সুদূরপ্রবাস**—ইহা ত্রিবিধ (ক) ভাবী (খ) ভবন্ ও (গ) ভূত, (ক) **ভাবী** যথা—শ্রীঅক্রূরাগমনে ব্রজবাসীদের—৩৯৯। প্রলাপ যথা শ্রীব্রজদেবীদের শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোদ্যমে—৪০০। (খ) **ভবন্**—যথা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-সময়ে গোপীদের—(৪০১) (গ) **ভূত**—যথা শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে—এই দূর-প্রবাসে দূতমুখে পরস্পর সন্দেশও দেখা যায়-স্ফুরিত-সখ্যাংশ শ্রীউদ্ধব-বলদেবাদিই দূত—পূর্ব্বে যে সকল গোপীগণ আকার গোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহার্ত্তা হইয়া মহাসঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীউদ্ধবকে মনোদুঃখ বলিয়াছিলেন—৪০২। শ্রীবলদেব যখন ব্রজধামে পুনরায় আসিয়াছিলেন, তখনও গোপীগণ প্রেমের্ষ্যাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—৪০৩-১১। শ্রীউদ্ধব-সন্নিধানে শ্রীরাধার উন্মাদ বচন যথা—ভ্রমরগীতে উন্মাদহেতু মানিনীভঙ্গিতে অষ্ট শ্লোক বলিয়াছেন, (৪১২-৩) উন্মাদহেতু কলহান্তরিতাভঙ্গিতে দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন—(৪১৩) দূত-দ্বারা তাঁহাদের সান্ত্বনা দ্বিধা করা হইয়াছে—(১) স্বকৃত স্তুতিদ্বারা এবং (২) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশদ্বারা—(৪১৪-২২) তদনন্তরজ সন্দর্শনাদিময় সম্ভোগ কুরুক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ—

৪২৩। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পুনরাগমন, এবং তাঁহাদের সহিত প্রকটরূপে দুই মাস ক্রীড়া, তদনন্তর অপ্রকটরূপে তাহাদিগকে নিত্যসংযোগদান। একাদশস্কন্ধেও শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

জাররূপে পূর্ব্বে প্রাপ্তি, রমণরূপে পশ্চাৎপ্রাপ্তি ; অতএব শ্রীব্রজদেবীদের পরকীয়াভাসত্ব কাল-কতিপয়ময়ত্বরূপেই ব্যাখ্যাত। শ্রীরূপগোস্বামীও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির উপক্রমেই এই অভিপ্রায় করিয়াছেন। অবতারসময়ে মাত্র ঐরূপ পরকীয়াভাসরূপে লীলা হইয়াছে। উপসংহারে ললিতমাধবগ্রন্থের "দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুঃ" ইত্যাদিতে ঔপপত্য-ভ্রমের পরিহারানন্তর লীলাতেই সর্ব্বফলরূপ সমৃদ্ধিমদাখ্য সম্ভোগ দেখান হইয়াছে। এইরূপ বিপ্রলম্ভ-চতুষ্টয়পুষ্ট সম্ভোগ-চতুষ্টয়ের সন্দর্শনাদি ত্রয়াত্মকভেদ সকল জানিবে, যথা—লীলাচৌর্য্য, সঙ্গান, রাস, বৃন্দাবনবিহার ইত্যাদি।

(ক) লীলাচৌর্য্য—যথা বস্ত্রহরণে, (৪২৪) (খ) সঙ্গান—যথা রাসে এবং শঙ্খচূড়বধের পূর্ব্বে—(৪২৫) (গ) রাস—যথা শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে, (৪২৬) (ঘ) জলক্রীড়া ও (৪২৭) (ঙ) বৃন্দাবনবিহার—রাসান্তে, (৪২৮) সংযোগ যথা—শ্রীরাসারম্ভে—

৪২৯। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই রাস-সম্বন্ধিনী উজ্জ্বললীলাও অনন্তরূপে সম্মতা—সর্ব্বসৌভাগ্যবতীমূর্দ্ধমণি শ্রীরাধিকা সম্বন্ধিনী লীলা-বর্ণনা, যথা শ্রীরাসপ্রসঙ্গে ; ইহাতে সখী, সুহৃদ্, প্রতিপক্ষ এবং তটস্থাদের বাক্য উদাহৃত আছে।

———*———

সর্ব্বসম্বাদিনী

এই গ্রন্থ '**অনুব্যাখ্যা**'নামে অভিহিত হইয়াছে—ইহা শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রপূর্ত্তি-বিশেষ অর্থাৎ ষট্‌সন্দর্ভ প্রণয়নের পরে শ্রীজীবপাদ উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তাদি-সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া ভাবিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশেরই পূরণার্থ বহু বহু অভিনব শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কাদিদ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের কোন্ অঙ্ক-বিধৃত বাক্যের পর এইসকল পশ্চাৎপ্রপূরণীয় বিষয়গুলির সন্নিবেশ ও সংযোজন হইবে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাও সূচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনা হিসাবে বিচার করিতে গেলে এই গ্রন্থ মূল হইতেও উপাদেয়, কিন্তু শ্রীপাদের অক্ষর-কার্পণ্যস্বভাবে সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে অনেকস্থলে অর্থোপলব্ধি হওয়া বিষম কঠিন ব্যাপারই বটে ; এইজন্যই এই গ্রন্থ অস্পষ্ট, জটিল ও দুরধিগম্য হইয়াছে। ইহাতে শ্রীপাদ বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি [এবং পূর্বাচার্য্যদিগের অভিমতাদি] সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সর্বসংবাদ (আলোচনা, সমন্বয়)-পূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম—**সর্ব্বসম্বাদিনী**। ইহাতে ১১৭টি ব্রহ্মসূত্র সূচিত হইয়াছে এবং ৭৯টি আকরগ্রন্থ হইতে বহুস্থল উদ্ধার করা হইয়াছে। ভাগবত-(ষট্) সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা বলিতে প্রথম চারিসন্দর্ভই লক্ষ্য, যেহেতু ভক্তি ও প্রীতিসন্দর্ভে সকল বিষয় স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং শ্রীরূপপাদের ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলে এবং শ্রীসনাতন প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃতে অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে যথেষ্ট বিনির্দেশও আছে।

১। **তত্ত্বসন্দর্ভের** অনুব্যাখ্যায়—(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারিত্ববিষয়ক বিচার, (২) দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, (৩) শব্দশক্তিবিচার, (৪) স্ফোটবাদ, (৫) মহাবাক্যার্থাবগমনের উপায়, (৬) শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, (৭) সর্গাদিবিচার, (৮) শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদির পূর্বপক্ষ এবং (৯) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য (ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের) সিদ্ধান্ত।

২। **ভগবৎসন্দর্ভের** অনুব্যাখ্যায়—(১) শক্তিবাদস্থাপন, (২) শক্তির অস্বীকারে দোষ ; দ্বিধর্মতা (বিজ্ঞানানন্দ-রূপা) ; (৩) 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রব্যাখ্যা, (৪) নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন, (৫) ত্রিবিধভেদবিচার, (৬) অতর্ক্যা-চিন্ত্যভাবত্ব, (৭) শক্তির স্বাভাবিকতা (৮) শক্তির ত্রিবিধতা ; (৯) ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, পরিচ্ছিন্নত্ব অপরিচ্ছিন্নত্ব ; (১০) ব্রহ্মের বিশেষাতিরিক্তত্ব, (১১) অন্নময়াদি-পুরুষদ্যোতক তৈত্তিরীয়শ্রুতির ব্যাখ্যা এবং (১২) শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব, (১৩) শ্রীকৃষ্ণে সর্বশাস্ত্রসমন্বয়। (১৪) পরব্রহ্মের বাচ্যত্ব দুর্নিবার্য্য ইত্যাদি।

৩। **পরমাত্মসন্দর্ভের** অনুব্যাখ্যায়—(১) অনুভূতি ও সংবিৎ ; (২) অহংপ্রত্যয়, (৩) একজীববাদখণ্ডন (৪) জীবের অণুত্ব ; (৫) জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ; (৬) জীবের পরমাত্মত্ব, (৭) পরিচ্ছেদাদিমতত্রয়

বিচার ; (৮) ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ ; (৯) বিবর্তবাদ-খণ্ডন ; (১০) পরিণামবাদ, (১১) অচিন্ত্য ভেদাভেদসিদ্ধান্ত ; (১২) চতুর্ব্যূহ-বিচার, (১৩) পঞ্চরাত্রমত-সমর্থন ইত্যাদি।

৪। **শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের** অন্তর্ভাগ—(১) অবতারতত্ত্ব বিচার, (২) শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব-খণ্ডন, (৩) শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠতাপ্রযুক্ত তাঁহার স্বয়ং ভগবত্ত্ব, (৪) শ্রীকৃষ্ণভজনেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা, (৫) শ্রীচরণচিহ্ন ; (৬) শ্রীগোপীভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি।

এস্থলে বক্তব্য এই যে যদ্যপি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থও আমরা দর্শনশাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি, তথাপি ঐ জাতীয় গ্রন্থে রসেরই প্রধানতঃ বিচার ও বিশ্লেষণাদি হইয়াছে বলিয়া আমরা রসগ্রন্থশাখায় উহাদের বিষয় আলোচনা করিব। কারণ 'প্রধানেনৈব শাস্ত্রে ব্যপদেশ-নিয়মঃ' এই ন্যায়েরই অনুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ (১৫০১–১৭০০)

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অধস্তন শ্রীল বলদেব শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শেষবয়সে যখন শ্রীবৃন্দাবনে সংবাদ আসিল যে জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েৎগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হইয়াছেন—তখন শ্রীবিশ্বনাথের আদেশ শ্রীমৎকৃষ্ণদেব সার্বভৌম সহ জয়পুরে গিয়া ইনিই বিচারে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া 'গলতা' নামক পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন. কিন্তু সম্প্রদায়োচিত 'ভাষ্য' দেখাইবার জন্য একমাস সময় নিয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট প্রার্থনা করেন। শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নাদেশ দিয়া এই ভাষ্য রচনা করাইয়াছেন বলিয়া গৌড়ীয়-মতে বেদান্তসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কোনও গ্রন্থপ্রচার না করিলেও কিন্তু তাঁহারই মত-পরিপোষক, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপাদের গ্রন্থে এই গৌড়ীয় মতের যথাযথ পরিবেষণ হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতই ইঁহাদের মতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ বলিয়া ইঁহারা কোনও ভাষ্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনায় শ্রীমদ্ বলদেবই অষ্টাদশ খৃঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে **"অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই"** উপদিষ্ট হইয়াছে, শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বিশেষতঃ সর্বসম্বাদিনীতে স্পষ্টতঃই শ্রীমধ্বাচার্যমত খণ্ডন করিলেও তদনুগ শ্রীবলদেব যে কেন শ্রীমধ্বমতেই ভাষ্য এবং প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাহা বুঝা যায় না। পদ্মপুরাণ-সম্মত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অবান্তর বিভাগে প্রবেশাধিকার জন্যই কি তাঁহার এই প্রচেষ্টা অথবা শেষজীবনে গৌড়ীয়মতাবলম্বন করিলেও পূর্বজীবনে তাঁহার মাধ্বমতানুযায়িতাই কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহা বলিতে পারা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যই অন্যান্য ভাষ্য অপেক্ষা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া শ্রীগৌরেশ্বর-সম্প্রদায়ী শ্রীরূপসনাতনাদি তাহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়োচিত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বভাষ্যের যে যে অংশ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিরোধী, শ্রীবলদেব তাহারই সুন্দর মীমাংসা ও সামঞ্জস্য মাত্র করিয়াছেন। এবিষয়ে পরে প্রমেয়রত্নাবলী-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আমরা এক্ষণে প্রচরদ্রূপ শ্রীগোবিন্দভাষ্যই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। শ্রীমধ্ব-স্বীকৃত নব প্রমেয় এবং ঈশ্বরাদি পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবলদেব গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' (১।১।৫) সূত্রকে সাংখ্যবাদ-নিরসনে ব্যাখ্যা করিলেও শ্রীবলদেব শ্রীমধ্ব-মতের অনুসরণে এই সূত্রে ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। অন্যান্য মতে চতুঃসূত্রীতেই তত্ত্বজ্ঞান বিনিশ্চিত হইলেও শ্রীবলদেবমতে প্রথমপাদের প্রথম একাদশটি সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। ১।১।১১ টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে ভাষ্য ও বিবৃতি সহিত পঞ্চন্যায় (বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি)-যুক্ত একাদশসূত্রী পাঠ করিলে জীবগণ সুলভে তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করিতে পারিবে, শেষগ্রন্থ কেবল ইহারই অতিবিস্তারমাত্র। রামানুজমতে তত্ত্বত্রয়—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ; কিন্তু বলদেবমতে তত্ত্ব পাঁচটি—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। মধ্বমতের সহিত অন্যান্য বিষয়ে মিল থাকিলেও বলদেব ব্রহ্মজীবতত্ত্বে ও সাধন-সম্বন্ধে সামান্য পার্থক্য মানিয়াছেন। মধ্বমতে ব্রহ্ম ও জীব চির ভিন্ন, মুক্ত হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। বলদেব কিন্তু জীব ও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ ভিন্ন বলিলেও ভোগবিষয়েই মাত্র উভয়ের সামান্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন (৪।৪।২১)। সাধন-সম্বন্ধে—মধ্বমতে সেব্যসেবকভাবের স্ফূর্ত্তি কেবল দৃষ্ট হয়, বলদেবমতে দাস্য ব্যতীত শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কীয় দ্বৈতাদ্বৈতের অনুরূপ হইলেও * উপাসনাংশে যথেষ্ট তারতম্য আছে। গৌড়ীয়গণ নিকুঞ্জ-সেবায় যেমন গুরু-পরম্পরার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন—এইরূপ সুষ্ঠু সুগম পন্থা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। গৌড়ীয় মধুরভাবের রাগানুগা-সাধনাই বল্লভীয় পুষ্টিমার্গ—গৌড়ীয় বৈধীমার্গ উঁহাদের মর্য্যাদামার্গ বলিয়া উক্ত। তামিল ভাষায় লিখিত সুপ্রাচীন 'তিরুবায় মোড়ি' বা 'দ্রবিড়াম্নায়' গ্রন্থে কিন্তু গৌড়ীয় গোপীভাবে ভজনের ইঙ্গিত দেখা যায়।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

১। **অধিকারী**—নিষ্কামধর্মে নির্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু ও শমদমাদি-সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। "যত্র নিষ্কামধর্মনির্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী।" আবার—শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্রবেদ অধ্যয়নপূর্বক তত্তদর্থ আপাততঃ জানিয়া তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সহিত প্রসঙ্গক্রমে অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রহ্মকে ভিন্নবোধে নিত্য (ব্রহ্মের) বিশেষ অবগতির জন্য এই ব্রহ্মসূত্রে প্রবর্ত্তিত হইবে। যাগাদিকর্মের আনন্তর্য্য বলা সঙ্গত নহে; কেননা তাদৃশ কর্ম করিয়াও কাহারও সাধুসঙ্গব্যতীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাব দেখা যায়, পক্ষান্তরে তাদৃশকর্মহীন হইলেও সত্যাদি পূত এবং লব্ধসৎসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দৃষ্ট হইতেছে। শঙ্করের মতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। বলদেবের মতে ইহা অসঙ্গত, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞ সৎব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পূর্বে ঐ সাধনসম্পত্তি দুর্লভাই থাকে। 'শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী' বলাতে শঙ্করের 'শমদমাদিষট্‌সম্পৎ', 'নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণ' বলিতে শঙ্করের 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' অঙ্গীকার করিয়াও বলদেব 'সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ' বলিয়া সৎসঙ্গের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। আবার সৎপ্রসঙ্গে লব্ধ-বিত্ত জীবের ত্রিবিধতাও স্বীকার করিয়াছেন—(১) নিষ্ঠাসহকৃত কর্মাচরণকারী **সনিষ্ঠ,** (২) লোকসংগ্রহেচ্ছায় কর্মকারী **পরিনিষ্ঠিত** এবং (৩) ধ্যানমাত্রাবলম্বী **নিরপেক্ষ**। ইঁহার মতে সৎপ্রসঙ্গ-কারিরই প্রাধান্য, তবে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নকারিরও সামান্যতঃ সার্থকতা স্বীকৃত (১।১।১,৩।৪।১)।

২। **সম্বন্ধ**—এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য—এই সম্বন্ধ। শঙ্করমতেও বাচ্যবাচকভাবই অঙ্গীকৃত, কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্ম-দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়া সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মকে বাচ্য বলিয়াছেন এবং নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বা লক্ষ্য বলিয়াছেন। ইনি কিন্তু বলেন—ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহে, যেহেতু 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'

---

* নিম্বার্কীয় দ্বৈতাদ্বৈত জীব ঈশ্বর ও জগৎ লইয়া, কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ শক্তিও শক্তিমান্ লইয়া। নিম্বার্কমতে ভেদাভেদ-পঞ্চক—(১) জীব ঈশ্বর, (২) জীব জগৎ, (৩) জগৎ ঈশ্বর, (৪) জীব জীব ও (৫) জগৎ জগৎ। কিন্তু এই ভেদাভেদ মাত্র দুইটিতে আছে—ঈশ্বরে জগতে এবং ঈশ্বরে জীবে, জীব ও ঈশ্বরে শক্তি ও শক্তিমত্তানিবন্ধন ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও অপর তিনটিতে ঐরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। নিম্বার্কমতে স্বকীয়াবাদই নিত্য বলিয়া স্বীকৃত, গৌড়ীয়মতে পারকীয় রসই সর্ব্বপ্রধান। স্বকীয়া মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি ভাস্করাখ্য আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভট্টভাস্কর, নিম্ব-ভাস্কর এবং মাণিক্যভাস্করই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভট্টভাস্কর রামানুজের পূর্ববর্ত্তী, যেহেতু রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে তাঁহার বেদান্তবিচারে দোষারোপ করিয়াছেন। মাণিক্যভাস্কর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য্য—'তিরুবাসকম্' নামক তামিল পদ্যগ্রন্থ, 'শিববাক্যম্' নামক তামিল গীতিগ্রন্থাদি তাঁহার রচনা। আরুণি নিম্বভাস্করই নিম্বার্ক—তাঁহারই মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতিপ্রমাণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে'—এই শ্রুতিতে যে অবাচ্যত্ব বলিয়া মনে হয়, তাহার সমাধান-কল্পে (১।১।৫) বলিতেছেন যে দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে যেমন তাহার কাশীগমনপূর্বক নিবৃত্তি বুঝায়, 'বাক্যসকল (যাঁহাকে) না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়' বলিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 'যিনি বাক্যদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে প্রকাশিত হন না'—বলিলেও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন—বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম শব্দবাচ্য।

(৩) **বিষয়**—নিরবদ্য, বিশুদ্ধানন্তগুণগণ-সম্পন্ন, অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়।

(৪) **প্রয়োজন**—অশেষদোষ-বিনাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন।

পঞ্চতত্ত্ব (নিত্য পদার্থ)

(১) **ঈশ্বর**—স্বতন্ত্র, সর্বকর্ত্তা, সর্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞান-স্বরূপ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপ-শক্তিমান্ এবং প্রকৃতি-প্রভৃতিতে অনুপ্রবেশ ও নিয়মনাদি দ্বারা জগৎ রচনা করত জীবের ভোগ ও মুক্তি বিধান করেন। ঈশ্বর এক ও বহু ভাবে অভিন্ন হইলেও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানবানের প্রতীতিগোচর হন। ঈশ্বর অব্যক্ত (প্রত্যক্) হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য, তিনি একরস হইলেও চিদানন্দ স্বরূপ দান করেন। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য, অক্ষয়-অনন্তসুখস্বরূপ, নিত্যজ্ঞানাদি-গুণযুক্ত। ব্রহ্মের শক্তি—স্বাভাবিক। ব্রহ্মের তিনটি শক্তি—সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও শঙ্করের মতানুযায়ী গুণহীন নহেন, পরন্তু প্রাকৃত-সত্ত্বাদিগুণত্রয়-রহিত স্বরূপানুবন্ধি-অপ্রাকৃত-গুণগণশালী (১।১।১১)।

(২) **জীব**—শ্রীবলদেবমতে ঈশ্বর নিয়ামক, জীব নিয়ম্য, জীব অণুচৈতন্য। ঈশ্বরের ন্যায় নিত্যজ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। জীবাত্মা বহু ও নানাবস্থাসম্পন্ন। ঈশ্বর-বৈমুখ্যই বন্ধন-কারণ এবং তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্‌গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধনমোচন পূর্বক ঈশ্বর-সাম্মুখ্যই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটায়। জীব ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বর শক্তিমান্। ভোগবিষয়ে মুক্ত জীব ব্রহ্ম-সমান হইলেও স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ নিত্যই পৃথক্। জীবগণও আবার পরস্পর ভিন্ন এবং সাধনতারতম্যে পরস্পরের পার্থক্য আছে।

(৩) **প্রকৃতি**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমোমায়াদি শব্দবাচ্য এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। সাংখ্যের প্রকৃতিবৎ এই মতে প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্রা নহে ; উহা নিত্যা, ঈশ্বরের আশ্রিতা ও বশ্যা। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। সাংখ্যের মহৎ ও অহঙ্কারাদিতত্ত্ব বলদেব স্বীকার করিয়াছেন।

(৪) **কাল**—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির ও ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের কারণ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয়-সর্গনিমিত্তভূত জড়দ্রব্য বিশেষের নাম কাল। কাল—নিত্য ও ঈশ্বরের অধীন।

(৫) **কর্ম্ম**—জড় পদার্থ, অদৃষ্টাদিশব্দ-ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি এবং অনিত্য (বিনাশি)।

ব্রহ্ম ও জগৎ—ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ), তিনিই উপাদান কারণ ; অবিচিন্ত্য শক্তিবলেই তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকেন। জগৎ সৎ কিন্তু অনিত্য।

মুক্তি—মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। ব্রহ্মসান্নিধ্যপ্রাপ্ত (মুক্ত) জীব ব্রহ্মের সমান আনন্দলাভ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের অণুত্ব বলিয়া জীব অনন্ত আনন্দশালী হইতে পারেন না। অল্পধন ব্যক্তি মহাধনীর আশ্রয়েই সম্পন্ন হয়—ইহাই যুক্তি (৪।৪।২০)। কেবল ভোগবিষয়েই মাত্র জীবের ব্রহ্ম-সামান্য হইতে পারে। কিন্তু উভয়ের স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পার্থক্য সর্বদাই আছে ও থাকিবে (৪।৪।২১)। মুক্ত পুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্তি হইলে আর পতন হয় না (৪।৪।২২)। এই মতে মুক্তি সাধ্যা ও ভগবদনুগ্রহ লভ্যা।

সাধন—শ্রীবলদেবের মতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। যাবতীয় সাধনের মধ্যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরাগ ও ব্রহ্মবিষয়ে স্পৃহাই মুখ্য সাধন। তৃতীয় অধ্যায়ের বন্দনা-শ্লোকে জ্ঞান; বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না বলা হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় পাদে ভক্তির সমক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়াই অবস্থান করার সূচনায় ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ৩।৪ পাদে ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যার স্বাধীনতা, কর্মের তদধীনতা প্রভৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গেও কর্মকে ভক্তির অঙ্গই বলা হইয়াছে। অতএব সর্বনিরপেক্ষা ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থপ্রাপিকা, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সারভূতা। শমদমাদি কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধন (৩।৪।২৭)। রুচিপূর্বা ও বিধিপূর্বা হিসাবে ভক্তির দ্বৈবিধ্য এইমতে স্বীকৃত হইয়াছে (৩।৩।২৮)। গুরুপ্রসাদ-সহিত ঈশ্বরের উপাসনাতেই মোক্ষ সম্ভব হইলেও মহদুপাসনাও কর্তব্য (৩।৩।৫১) ভগবদ্দর্শন লাভের ক্রম—প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সেবা, তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপবোধ, পরমাত্মস্বরূপ-বোধ এবং তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান, পরে তদ্‌ভিন্ন বস্তুতে বৈতৃষ্ণ্যপূর্বিকা ভগবদ্‌ভক্তি, তদ্দ্বারা প্রেষ্ঠরূপে বরণ এবং তাহাতেই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় (৩।৩।৫৪)। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবই এই মতে স্বীকৃত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত, এমন কি মোক্ষ হইলেও ভগবদুপাসনাই কর্তব্য।

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ এই তিনটিই প্রমাণরূপে এই মতে গৃহীত হইয়াছে। অপৌরুষেয়া শ্রুতিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমানে কদাচিৎ ব্যভিচারিতাও দৃষ্ট হয়। অন্যান্য তন্ত্রোক্ত প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষাদি তিন প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতই কিন্তু অমল প্রমাণ-চূড়ামণি বলিয়া সাদরে স্বীকৃত। ইহার কারণ আছে—অন্যান্য পুরাণ বিভিন্ন ভগবদাবির্ভাবের নামে নামে প্রকাশিত, যথা—বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বামনপুরাণ ইত্যাদি; কিন্তু সর্বপুরাণ-চূড়ামণিকে শ্রীকৃষ্ণপুরাণ না বলিয়া 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' বলা হইল কেন? পাণিনির 'উপজ্ঞাতে' (৪।৩।১১৫), 'তস্যেদম্' (৪।৩।১২০) ও 'কৃতে গ্রন্থে' (৪।৩।১১৬) এই সূত্রত্রয়ানুসারে সাধিত এই শব্দটির অর্থ এই—(১) সেই শ্রীভগবান্-কর্তৃক প্রথমেই বিদিত, অপরের উপদেশ ব্যতীত স্বয়ং আবিষ্কৃত অর্থাৎ অপৌরুষেয়, (২) শ্রীভগবানের ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠকলত্র বা শক্তিরূপ (আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি) এবং (৩) মুনি-পরমহংসগণ-কর্তৃক পূজনীয়-চরণপঙ্কজ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কৃত (আবির্ভাবিত) শ্রীমদ্‌ভাগবত (১২।১৩।৯), বিশেষতঃ এই গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধি, সর্ববেদান্তসার (১২।১৩।১৫), তত্ত্বদীপ (১২।১২।৬৯) বলিয়া গৌড়ীয়বেদান্তাচার্যগণ ইহাকেই প্রমাণ-বরেণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরতত্ত্ব-প্রতিপাদক যত শাস্ত্র আছে, তাহারা সমস্তই শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকরণ গ্রন্থ ও সিদ্ধান্ত-গ্রন্থাদি

(শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭—১৫০০)

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু ও শ্রীশ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত

শ্রীরূপ-সনাতনের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীপাদ সনাতন আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে এবং শ্রীরূপ ১৪১১ (মতান্তরে ১৪১৫) শকাব্দে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহাদের বংশধারা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীসনাতন অল্প বয়সে অধ্যাপক-শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। অতিশয় বুদ্ধিমত্তার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ ইহাকে প্রধান মন্ত্রী এবং শ্রীরূপকে উপমন্ত্রী করিলেও ইহারা গৃহে বসিয়া নিরন্তর শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-গমনব্যপদেশে যখন রামকেলিতে শুভ বিজয় করেন, তখন দুই ভাই রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করত দীনহীনবেশে তাঁহার চরণদর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং তদবধি ইহাদের পূর্বসিদ্ধ

বিষয়-বৈরাগ্য ও প্রবলতর ভগবদনুরক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-প্রাপ্তিকামনায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে পুরশ্চরণদ্বয়ের অনুষ্ঠান করত দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গগুণে ঝুরিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরূপ অনুপমের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া প্রয়াগে তাঁহার সহিত মিলন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দশদিন নিকটে রাখিয়া রস-ভক্তি প্রেম-তত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চারণ করত শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। এ দিকে সনাতন দেহপীড়ার ছলে গৃহে বসিয়া শ্রীভাগবতানুশীলনে দিন কাটাইতেন, অথচ রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইতেছেন জানিয়া গৌড়েশ্বর বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজকার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিলেন। সনাতন বহু কৌশলে কারামুক্ত হইয়া একাকী পদব্রজে কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন করিলেন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু দুইমাস যাবৎ তাঁহাকে স্বচরণ-সান্নিধ্যে রাখিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চারণ করত তাঁহাকে আচার্য্য-পদে স্থাপন পূর্ব্বক চারিটি বিশেষ কার্য্যের ভার দিলেন; (১) জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন, (২) শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রকাশ ও (৪) বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রচার। বলা বাহুল্য যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং সূত্র করিয়া দিগ্‌দর্শনও করিয়াছিলেন। এই সব বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯-২৫ পরিচ্ছেদে ভক্তিলাভেচ্ছুদের বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস (মতান্তরে লালদাস)-কৃত ভক্তমালের দ্বিতীয় মালায়ও ইঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন প্রভুর গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌দর্শিনী টীকা। (২) শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ও টীকা, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) শ্রীদশমটিপ্পনী বা তোষণী *। এতদ্ব্যতীত 'লঘুহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' নামে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থও ইঁহারই রচনা বলিয়া প্রকাশ। Dacca University Library তে এই গ্রন্থ শ্রীরূপ-কৃত বলিয়া জানা যায়। ১৪৬৩ শাকে রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৭২, ২০১) হরিভক্তিবিলাসের নাম দেখা যায় বলিয়া হরিভক্তিবিলাসকে ১৪৬৩ শাকের পূর্ব্বেই রচিত বলিতে হইবে।

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত—পূর্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডের নাম শ্রীভগবৎকৃপাসারনির্দ্ধার খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডের নাম গোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণ খণ্ড। পূর্বখণ্ডে (১) ভৌম, (২) দিব্য, (৩) প্রপঞ্চাতীত, (৪) বৈকুণ্ঠ, (৫) প্রেম, (৬) অভীষ্টলাভ ও (৭) জগদানন্দ-ভেদে সাতটি অধ্যায় আছে। **প্রথম** খণ্ডের প্রধান বর্ণয়িতব্য বিষয়—মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থবিবরণ, ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা, প্রয়াগতীর্থে মুনির সমাজ, প্রয়াগধামের দ্বিজবরের বিষ্ণুভক্তি-লাভ ও তদ্বর্ণনা, দক্ষিণদেশীয় রাজার বিষ্ণুভক্তি-লাভ, ইন্দ্রের বিষ্ণুভক্তি লাভ, ব্রহ্মলোক বর্ণনা, ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তিপ্রাপ্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শম্ভুর মাহাত্ম্য-বর্ণনা, বৈকুণ্ঠ মহিমা, প্রহ্লাদ, হনুমান, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ ও শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের ক্রমোৎকর্ষ ও মহিমা, ব্রজবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, মায়াবৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের মায়া বৃন্দাবন-দর্শন, ব্রজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে দ্বারকাবাসিদের অধীরতা, দ্বারকায় পুনরাগমন, শ্রীনন্দযশোদা-মাহাত্ম্য, গোপীপ্রেম, ভাগবতদের ভক্তিপ্রাপ্তিতেও অতৃপ্ত হওয়ার হেতুপ্রদর্শন, এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধার নাম-অনুল্লেখের কারণ-নির্দেশ ইত্যাদি।

ভগবৎকৃপাসারপাত্র-নির্ধারণ-নামক প্রথম খণ্ড

(১) **ভৌম**—মাঘমাসে প্রয়াগে প্রাতঃস্নান করিয়া মুনিগণ পরস্পরকে ভগবৎপ্রিয়-কৃপাপাত্র বলিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ মুনিসমাজে নারদজি উপস্থিত ছিলেন। দূর হইতে কোনও এক ধনাঢ্য **ব্রাহ্মণের** ভক্তিময়

* India Office catalogue এ (Vol. VII. pp 1422-23) Eggeling কালিদাসের মেঘদূতের উপরে শ্রীসনাতনের 'তাৎপর্য্যদীপিকা' নামক টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। Madras Oriental Mss. Library catalogue (Vol. IV. Part 1, Sanskrit A. R. No. 3053, a-47) 'গোপালপূজা' নামক পুঁথিও ইঁহার নামাঙ্কিত দেখা যায়।

আচরণ-দর্শনে তিনি আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকৃষ্ট কৃপাভরপাত্রকে জগতে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে 'ইনিই শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়'—বলিতে বলিতে সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করত বলিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণই শ্রীকৃষ্ণের মহানুগ্রহভাজন। ঐ ব্রাহ্মণ তখন অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন—দাক্ষিণাত্যবাসী **ক্ষত্রিয় রাজাই** শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র। শ্রীনারদ ঐ রাজার কাছে যাইয়া তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিলে তিনিও দৈন্য-সহকারে বলিলেন—স্বর্গে দেবরাজ **ইন্দ্রই** শ্রীকৃষ্ণের দয়াপাত্র।

(২) **দিব্য**—শ্রীনারদ স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে বলিলেন—'আপনিই শ্রীকৃষ্ণের মহানুকম্পাপাত্র'—দেবরাজ এই বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে তিনি অনেক ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু **ব্রহ্মাই** শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ। নারদ তখন সত্যলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র এবং 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' এই ন্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণতুল্যই। ব্রহ্মা তাহাতে কর্ণ আচ্ছাদন করত আক্ষেপের সহিত বলিলেন যে তিনি মায়িক বিষয় ব্যাপারে জড়িত, ভক্তিহীন, কৃপা ত দূরের কথা—নানা অপরাধের জন্য তিনি সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী—কিন্তু **শ্রীমহাদেবই** ভগবৎ-কৃপাপাত্র এবং ভগবৎ-সখা; মায়ার রাজ্যে কেহই ভগবদ্ভক্ত নহে, যেহেতু তাহারা মায়ামুগ্ধ, মহাদেব কিন্তু মায়াতীতই।

(৩) **প্রপঞ্চাতীত**—নারদ শিবলোকে গিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণার্চনান্তর ভাবাবিষ্ট ও নৃত্যকীর্তন-পরায়ণ সপরিকর শ্রীমহাদেবকে দর্শন করত আনন্দে বীণাবাদন ও প্রণাম পূর্বক বারংবার বলিলেন—'আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত।' নারদ মহাদেবের শ্রীচরণধূলি লইতে উদ্যত হইলে মহাদেব বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিয়াছিলেন—'হে ব্রহ্মপুত্র! এ কি বলিতেছ?' স্তবপাঠ করিয়া নারদ মহাদেবের গুণকীর্তন করিলে মহাদেব বলিলেন—'প্রভু গম্ভীরমহিমা-সমুদ্র। সেই জন্য নানা অপরাধ করিলেও আমাকে তিনি উপেক্ষা করেন না, আমি সমস্ত অভিমানের আকর, প্রলয়কালে বিশ্বধ্বংস করাই আমার কার্য্য। কিন্তু **বৈকুণ্ঠবাসিগণই** ভগবৎকৃপাসারপাত্র।' তখন পার্বতী বলিলেন—'বৈকুণ্ঠবাসিদের মধ্যেও আবার **শ্রীলক্ষ্মীদেবীই** শ্রীহরিপ্রিয়া।' তখন মহাদেব আবার বলিলেন—বৈকুণ্ঠবাসী এবং শ্রীলক্ষ্মী হইতেও সুতলে অবস্থানকারী **প্রহ্লাদই** শ্রেষ্ঠ।

(৪) **ভক্ত**—নারদ সুতলে গিয়া আবার প্রহ্লাদের স্তব করিতে লাগিলে প্রহ্লাদ বলিলেন—'ভগবানে প্রীতিদ্বারা কৃপা জানা যায়, আবার ঐ প্রীতিও তদীয় সেবাপরিচর্য্যাদিতে অভিব্যক্ত হয়। তিনি কেবল মন-দ্বারাই স্মরণ-রূপ সেবা করেন, কিন্তু **হনুমান্‌** অশেষবিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেছেন।' এই কথায় নারদ কিম্পুরুষবর্ষে হনুমানের নিকট গিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে হনুমানজি ভগবদ্‌-বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করত বলিলেন—"ভগবানের প্রতি **পাণ্ডবগণের** প্রীতিও যেমন সমধিক, তাঁহাদের প্রতি শ্রীপ্রভুর কৃপাও তদ্রূপই। ভগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন যে পাণ্ডবেরা তাঁহার প্রাণতুল্য।"

(৫) **প্রিয়**—নারদ হস্তিনাপুরে নৃত্য করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, পাণ্ডবগণ তাঁহার পূজার জন্য দ্রব্যাদি সম্মুখে আনিলে তিনি উহাদ্বারা পাণ্ডবদের সম্মান করত বলিলেন—'শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে কতিপয় ব্যক্তি শুদ্ধাভক্তি পাইলেও স্বারসিক প্রেমের বার্ত্তা জগতে অজ্ঞাত ছিল। পাণ্ডবগণের মধ্যেই সেই স্বারসিক প্রেম লক্ষিত হইতেছে, অতএব তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কৃপাপাত্র।' তখন পাণ্ডবগণ বলিলেন—**যাদবগণের** সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গাঢ়তর প্রীতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র। নারদ প্রাতঃকালে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন—যাদবগণ সুধর্মাসভায় শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় আছেন—দণ্ডবৎ করিতে করিতে নারদকে আসিতে দেখিয়া যাদবগণ তাঁহাকে উঠাইয়া আসন প্রদান করিলেন, কিন্তু নারদ নীচে বসিয়া তাঁহাদের গুণ-কীর্তন করত বলিলেন যে তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুকম্পাপাত্র। উত্তরে তাঁহারা **শ্রীউদ্ধব** মহাশয়কেই শ্রীকৃষ্ণের মহা-প্রীতিপাত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে গিয়া শ্রীউদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সুধর্মায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন।

(৬) **প্রিয়তম**—নারদমুনি বিবিধ ভাবভূষণে ভূষিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিশেষ কারণে বিমনস্ক

উদ্ধব, শ্রীবলদেব প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের মহানুগ্রহপাত্র উদ্ধবকে দর্শন অথবা তদভাবে তাঁহার পদধূলি পাইতে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীউদ্ধব অতিসম্ভ্রমে মুনির চরণদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করত তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেও যত্নে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন—'পূর্বে মনে করিতাম যে আমিই শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রীতি-পাত্র, কিন্তু ব্রজে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী, তদীয় কৃপার মাধুরী, প্রেমমাধুরী ও তদীয় প্রেমময়-প্রেমময়ী-ব্রজবাসিদের মাধুরী যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছি। অতএব ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ কৃপাভাজন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গত রাত্রিতে ব্রজের কথা স্বপ্নে দেখিয়া অবধি ক্রন্দন করিতেছেন—আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া তখনও শায়িতই আছেন—নিত্যকৃত্যাদি কিছুই করেন নাই। উদ্ধব ব্রজবাসী ও ব্রজদেবীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উল্লেখ করিলে মা রোহিণী বলিলেন—'ব্রজজনদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদি না দিয়া যে কাঁদাইতেছেন, ইহাই কি কৃপা ও প্রীতির চিহ্ন'? তৎশ্রবণে রুক্মিণী ও সত্যভামা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে ও জাগরণে আচারে ও ব্যবহারে ব্রজভাবেই বিভোর থাকেন। বলদেব তদুত্তরে বলিলেন যে উহা তাঁহার কপট ব্যবহার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তখন অশ্রুমোচন করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভাই উদ্ধব! আমি কি করিলে ব্রজবাসিগণের শান্তি হয় বল।' ব্রজে গমন ব্যতীত তাঁহাদের কিছুতেই শান্তি হইতে পারে না—এই বার্ত্তা উদ্ধবমুখে শ্রবণ করিয়া তিনি ব্রজে পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বলদেব বলিলেন—'পত্রদ্বারা তাঁহাদের শান্তি হইবে না। তোমার নামামৃতপান করায় সুদীর্ঘ অনশনেও তাঁহাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না!!' শ্রীকৃষ্ণ তখন বলদেবের কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলেন, ক্ষণকালমধ্যে দুই ভাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। অন্তঃপুর-মধ্যে এই ঘটনায় তুমুল রোদনধ্বনি উঠিয়াছিল এবং তাহা শুনিয়া সুধর্মা সভা ত্যাগ করিয়া বসুদেব উগ্রসেনাদি সকলেই অন্তঃপুরে আসিলেন।

(৭) **পূর্ণকৃপাপাত্র**—ব্রহ্মা গরুড়কে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে নববৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বলদেব মূর্চ্ছানন্তর শ্রীকৃষ্ণকে রাখালবেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা অপনোদনপূর্বক গোষ্ঠ-গমনে প্রেরণা দিলেন। নববৃন্দাবনে বিশ্বকর্মা-নির্মিত নন্দযশোদাদি, গোপীগণ, সখাগণ ও ধেনুসকলের মূর্ত্তিদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভাব উদ্দীপিত হইল। যশোদাবিগ্রহ হইতে নবনীত চুরি করিয়া ভোজন, শ্রীরাধামূর্ত্তিকে 'প্রাণেশ্বরী!' বলিয়া সম্বোধন, মিলন-সঙ্কেত, আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মোহন মুরলী ধ্বনি করিলেন—তখন পুরবাসিনীগণের ভাববিহ্বলতা হইল। সমুদ্রের নীলজলে যমুনাভাণ হইলেও অদূরে দ্বারকা দেখিয়া বিস্মিত হইলে বলদেব বীররসের উদ্দীপনে তাঁহাকে অবস্থান্তর প্রাপ্তি করিয়া প্রাসাদে আনিয়াছিলেন। দেবকীর ভোজনানয়নে এবং বলদেবের কার্য্যান্তরে গমনে ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্যশ্রবণে অসূয়া-বশতঃ মানিনী সত্যভামার প্রতি লক্ষ্য করত শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটনপূর্বক বলিলেন—"যদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে গেলে ব্রজবাসিগণ সুখী হয়, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" মহিষীগণের নিকট ব্রজদেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনার পরে নারদমুনি সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে গমন করিলেন, তাঁহাকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'প্রিয়জনের স্মারক ব্যক্তিই মহা উপকারী, অতএব আপনি আমার অদ্য মহোপকারই সাধন করিলেন।' নারদ বলিলেন—'অদ্য আপনার মহাকৃপাপাত্রজনের বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।' শ্রীগোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের মহাকৃপাপাত্র, তন্মধ্যেও আবার শ্রীরাধাই—সর্বশ্রেষ্ঠা।' নারদ আবার প্রয়াগে আসিয়া মুনিগণ-সমাজে শ্রীব্রজদেবীগণকেই (শ্রীরাধাকেই) শ্রীকৃষ্ণের মহাকৃপাভাজন বলিয়া উদ্‌ঘোষিত করিলেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়—শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতে (১।৪.২০) লিখিয়াছেন—"**শ্রীমৎপ্রভু-পদাম্ভোজৈঃ সর্বা ভাগবতামৃতে। ব্যক্তিকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী**॥" শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরীই' প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও মতে ভক্তি দুই প্রকার—(১) বিহিতা ও (২) অবিহিতা (মুক্তাফল)। কাহারও মতে (১) বৈধী ও (২) রাগানুগা (রসামৃতসিন্ধু)। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (৩১০) বলিয়াছেন যে রাগানুগারই নামান্তর অবিহিতা। নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণের রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই

রাগানুগা বলা হয়। কিন্তু একপ্রকার ভক্তি আছে যাহা বৈধীও নহে, অথচ শুদ্ধা রাগানুগাও নহে। (রসামৃত ১।২।৬) বৈধীভক্তির লক্ষণে 'রাগদ্বারা অনবাপ্ত' বলিতে রুচিদ্বারা অপ্রবৃত্ত বলিতে হয়। অবিহিতা ভক্তিও দুই প্রকার—(১) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাবলম্বনে ও (২) তৎপরিকরের মাধুর্য্যাবলম্বনে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাবলম্বনে যে ভক্তি—তাহা বৈধী বা রাগানুগার লক্ষণাক্রান্ত নহে। তাহা অবিহিতা মাধুর্য্যানুগা। ইহাকে 'মাধুর্য্যভক্তি' বলা যায়। এই জাতীয় ভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ'-লক্ষণাক্রান্ত এবং আত্মারামগণের দৃষ্টান্তে যে ভক্তি—তাহাই অবিহিতা। শ্রীভাগবতামৃতে 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত' বলিতে বোধ হয় শ্রীরূপপাদ রাগানুগা ভক্তিমাধুরীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রজবাসিদের ভক্তি বৈধী নহে, আর তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে ভক্তিও বৈধী নহে। শ্রীজীবপ্রভু এই ভক্তিকে 'ব্রজভক্তি' বলিয়াছেন (শ্রীগোপালবিরুদাবলী ১৫)— 'ব্রজভক্তিতর্ষাঃ শ্রীদেবর্ষিঃ' শ্রীগোপালচম্পূ উত্তরখণ্ডে। ভাগবতামৃতে রাগানুগাভক্তির নামতঃ উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র টীকা-প্রারম্ভকালে বলিয়াছেন যে ব্রজবাসিদের শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মে যে প্রেমময়ী ভক্তি—তাহাই বিধেয়া। ইহারই নামান্তর— 'অবিহিতা ভক্তি', 'ব্রজভক্তি' বা শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণপ্রোক্ত (সিদ্ধান্তরত্নে ও গোবিন্দভাষ্যে) 'রুচিভক্তি'—ইহাই 'গূঢ়া ভক্তি-সিদ্ধান্তমাধুরী', ইহা অতিকৌশলে আখ্যায়িকামুখে শ্রীভাগবতামৃতে 'ব্যক্তীকৃতা' হইয়াছে।

এইস্থলে মন্তব্য এই যে নারদ প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহাকেই ভগবৎকৃপাপাত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন—তিনিই স্বদোষরাশির উদ্‌ঘাটনে উৎকৃষ্টতর ভক্তিরসপাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্তুতিমালা দান করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণের বিরহোচ্ছ্বাসশ্রবণে এবং স্বকীয় ঔদাসীন্যজনিত অপরাধমননে শ্রীকৃষ্ণের আর্ত্তনাদ, মূর্চ্ছা এবং নববৃন্দাবনে আশ্চর্য্য উপায়ে তন্নিরসন-প্রকারাদি শ্রীপাদের অপূর্বতর কল্পনা-কুশলতার সুষ্ঠু অভিব্যক্তি করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে গোপীগণের মহিমা ও পরমোৎকর্ষ বলিতে ইচ্ছুক এবং উদ্যত হইলেও পরম গোপ্যতম বলিয়া প্রথমে সুস্পষ্টভাবে গোপীগণের নামাদি উল্লেখ করেন নাই। (১।৭।৯৫ টীকা), ব্রজজনেষু (৯১), তৈঃ (৯২), তেষাং (৯৪), তে (৯৫), তেষাং (৯৬), তৈঃ (৯৮) ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু (১০০) শ্লোকে 'তাসাং' বলিয়া নির্দেশের হেতু টীকাকার লিখিতেছেন—'তাসামিতি স্ত্রীত্বেনৈব নির্দেশস্তত্তদ্‌বর্ণনেন তাস্বেব মনোঽভিনিবেশাৎ প্রস্তাবৌচিত্যাদ্ বা'। শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখে (১।৭।১৩১) এবং শ্রীনারদেরও স্বানুভবে (১।৭।১৪১) গোপীগণই ভগবৎ করুণাসারচরমকাষ্ঠাপাত্র বলিয়া নির্ধারিত হইল। আবার গোপীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, সুতরাং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ-কৃপাসারপাত্র—ইহাই জগতে বিখ্যাপিত করিবার জন্য নারদের এই প্রচেষ্টা (১।১।৪০)। প্রয়াগে পুনঃ সমাগত নারদের মুখে বৃত্তান্ত শ্রবণ করত মুনিগণ ব্রজদেবীগণকেই (শ্রীরাধাকেই) সর্বশ্রেষ্ঠকৃপাপাত্র বলিয়া নির্ধারণে তদানুগত্যে ভজন করিয়াছেন (১।৭।১৫২-৩)। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নিজজননীকেও গোপীদাস্যেচ্ছায় ভজন করিতে (১৫৪-৫) ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই গোপীভাবের ভজননির্দেশেই শ্রীরূপকথিত 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী' পরিব্যক্তা হইয়াছে। 'অমূষাং দাস্যমিচ্ছন্তী' (১৫৫) বলাতে গোপী-আনুগত্যে ভজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যায়। টীকাপ্রারম্ভে উক্ত আছে যে ব্রজবাসিভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের ফল গোলোকে শ্রীকৃষ্ণসহিত স্বৈরবিহার। এই গ্রন্থে গোলোক ও ভৌমব্রজ সর্বথাই তুল্য (২।৬।৩৭২-৪ টীকা)। শ্রীপরীক্ষিৎ স্বয়ং গোপীভাবপ্রাপ্তি করিয়াছেন (২।৭।১০৮ টীকা), কিন্তু মাতাকে গোপীজনের দাস্যেচ্ছু হইয়া ভজন করিতে বলিলেও শ্রীরাধাদাস্যেচ্ছু হইয়া ভজন করিতে নির্দেশ দেন নাই। উত্তরা কিন্তু দ্বারকার স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাধানাম-উচ্চারণ (১।৬।৫২), মায়াবৃন্দাবনে শ্রীরাধামূর্ত্তির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার এবং 'প্রাণেশ্বরি' বলিয়া সম্বোধন (১।৭।৪০-৪৪) প্রভৃতিতে বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা। সুতরাং (২।১।২১-২২) উত্তরা দেবীর রাধাদাস্যে লোভ হইয়াছিল। গোপীভাবের ভজনতত্ত্বটি (১।৭।৮২) একটিমাত্র শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (১।৭।১৫৪-৫) শ্লোকদ্বয়ে তাহার উপদেশক্রমও বর্ণিত হইয়াছে—প্রেমে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-পরায়ণ হইয়া গোপীজনের দাস্য-কামনায় গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ারত গোপীজনবল্লভের ভজন করিলে তিনিও গোপীগণের কৃপায় গোপীগণের মহত্ত্ব স্বীয় চিত্তে কিঞ্চিৎ জানিবেন, ভজনের ফলে স্বীয়

চিত্তে তাহা কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হইবে, তাহার ফলে ক্রমশঃ ভজনে উন্নততর স্তরপ্রাপ্তি হইবে (১।৭।১৫৯ টীকা)। **নিরপেক্ষতা এই উপাসনার ভূষণ এবং দৈন্যই এই উপাসনার মূলধন।** যথাসম্ভব গোপনে এই উপাসনা বিহিত। অচিরে ফল লাভ করিতে হইলে ভৌম ব্রজে বাসই সাধনের পক্ষে হিতকর—এই উপাসনায় কর্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি দূরে রাখিতে হয় (২।৫।১১৮-২১)।

———·———

দ্বিতীয় খণ্ড (শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য-নিরূপণ)

কথা-সংক্ষেপ—(১)—**বৈরাগ্য**—শ্রীগোপকুমারের কাহিনী—তিনি ব্রজবাসী কিশোরবয়স্ক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক গৌড় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশাক্ষর-শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রপ্রাপ্ত—জাতিতে বৈশ্য, শাস্ত্রানুশীলনে অনভ্যস্ত—তাঁহার গুরুদেব কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রকে জগদীশ্বরের প্রসাদরূপে উল্লেখ শুনিয়া গোপকুমারের ধ্রুব বিশ্বাস—জগদীশ-সম্বন্ধে কেবল সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, করুণাময় পুরুষবিশেষ ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ ধারণা তাঁহার ছিল না। প্রয়াগে ভক্ত ব্রাহ্মণ শালগ্রামকে জগদীশ বলিলে তাহাতেই সরল বিশ্বাস—গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস—মন্ত্রজপের ফলে নিখিল বাঞ্ছিত পূর্ত্তির বিষয়েও অটুট বিশ্বাস। গোপকুমার স্বভাবতঃই কামক্রোধাদি-পরিশূন্য, নম্র, বুদ্ধিমান্, সর্ববিষয়ে সাবধান, অনলস এবং ভগবতৃষ্ণাযুক্ত। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন নাই। নীলাচলচন্দ্রের মহাকৃপার কথা তৈর্থিক সাধুমুখে শুনিয়া তত্র গমন ও সেবাসৌষ্ঠব-দর্শনে-সাক্ষাৎ-সেবালালসা ও তাহার প্রাপ্তি এবং সুষ্ঠু সেবাপ্রবর্ত্তন ও পরে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় মথুরাগমন।

(২) **জ্ঞান**—ইন্দ্রের অধিকতর সেবাসৌষ্ঠব শুনিয়া মন্ত্রজপ-প্রভাবে স্বর্গে গমন—স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তি হইলেও সুখভোগে বীতস্পৃহ—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আকর্ষণ-রহিত ও অনর্থমুক্ত। বৃহস্পতির মুখে মহর্লোকের পরিচয় পাইয়া মন্ত্রজপ প্রভাবে তত্র গমন, যজ্ঞেশ্বরের সেবালাভ—জনলোকে গমন—মহর্ষিমুখে তপোলোকের মহিমা শুনিয়া তত্র গমন। বিশেষ ব্যাপার এই যে শালগ্রাম, চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথ, স্বর্গে বামনদেব, মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতির দর্শনে উত্তরোত্তর আনন্দাধিক্য। যাগযজ্ঞে কর্মকাণ্ডে অরুচি—তপোলোকে জীবন্মুক্ত অবস্থালাভ—জগৎকে ব্রহ্মময় পরমাত্মময় বলিয়া দর্শন—ভগবৎস্বরূপানুভূতি, তত্ত্বজ্ঞানলাভ—সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্তার অনুভূতি—সিদ্ধতুল্যাবস্থার লাভ ইত্যাদি—সদ্গুরুর কৃপার ফলে ভগবদ্রূপ দর্শনের লালসা—সত্যলোকের উৎকর্ষশ্রবণে তথায় গমন, ব্রহ্মার পদলাভ, দাস্য-ভক্তি-প্রচার, মুক্তি ও ভক্তির পার্থক্যাববোধ—কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি ও ভক্তির লক্ষণগত পৃথক্ত্ববোধ, অষ্টাবরণ-বিবৃতি—ভগবদাদেশে বৃন্দাবনে গমন।

(৩) **ভজন**—মুক্তিপদে গমন ও অতৃপ্তি—হরপার্বতীর দর্শনলাভ, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্যশ্রবণ—শুদ্ধাভক্তির উৎকর্ষ-শ্রবণ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবত আলোচনা, লীলাকথাশ্রবণ—নির্গুণা ভক্তি—নিরপরাধ চিত্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে প্রেম-ভক্তির উদয়। ব্রজে আগমন—

(৪) **বৈকুণ্ঠ**—ভাবাবিষ্ট নামকীর্ত্তনরত গোপকুমারের ইষ্টদেব-দর্শনে প্রেমমূর্চ্ছা, ভগবৎপার্ষদগণ-কর্তৃক বৈকুণ্ঠে নয়ন—যোগমায়া বা স্বরূপশক্তি, ধামতত্ত্ব, বিগ্রহতত্ত্ব, অর্চাবতারতত্ত্ব, দাস্যভাব (সখ্যমিশ্র) ঐশ্বর্য্যানুভূতি, ভক্তবাৎসল্যের অনুভূতি—দাস্য-সেবারস-আস্বাদন—অযোধ্যায় গমন ও তত্রত্য সেবারসবিশেষ—রামচন্দ্রের কৃপায় শ্রীমদনগোপালের প্রতি চিত্তাকর্ষণ—

(৫) **প্রেম**-দ্বারকায় প্রবেশ—দর্শনলাভ—উদ্ধবগৃহে অবস্থান—শ্রীনারদ মুখে গোলোকবৈভবাদির শ্রবণ—গোলোক-গোকুলাদির তত্ত্বনিরূপণ—গোপীগণের সেবাতিশয় বর্ণনা—ব্রজে গোপকুমারের বিদায়। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে মন্ত্রজপদ্বারা, স্বরূপের উপাসনাদ্বারা মুক্তি লাভ হয়, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয় না। শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন এবং রূপগুণলীলানুশীলন-ভগবদ্ভক্তিদ্বারা—গৌরবমিশ্রপ্রীতিদ্বারা বৈকুণ্ঠলাভ হইলেও গোলোক বা ব্রজপ্রাপ্তি হয় না। গোলোকপতির প্রতি লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধি করিলে, গোপগোপীর দাস্যেচ্ছু (অনুগত) হইলে, শ্রেষ্ঠ-নামসংকীর্ত্তন

করিলে ও ব্রজলীলা ধ্যানগান করিলে তবে ব্রজপ্রেম বা শুদ্ধা প্রীতি লাভ হয় এবং তাহাতেই গোলোক বা ব্রজপ্রাপ্তি হয়। ব্রজলীলা ধ্যান ও গানের পূর্বে ব্রজলীলার শ্রবণ ও আলোচনা প্রয়োজনীয়। এস্থলে শ্রীনারদ মুনির কৃপাই গোপকুমারের ব্রজলীলাশ্রবণ-মননের হেতু হইয়াছিল। শ্রীরাধার বা তাঁহার অবতারের অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদানকারী কোনও অবতার-বিশেষের দর্শনলাভ হইলেও ব্রজপ্রেমলাভ হইতে পারে।

(৬) **অভীষ্টলাভ**—গোপকুমারের গোলোকে গমন—মদনগোপালের দর্শনলাভ—(মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠের ন্যায়) প্রিয় নর্মসখার পদলাভ—নিত্যলীলায় প্রবেশ, শ্রীগোপালের আলিঙ্গন চুম্বনাদিলাভ—মাথুর বিরহের অনুভূতি—গোলোকে ও ব্রজে সমতার অনুভূতি—তত্রত্য লীলাবিনোদাদি।

(৭) **জগদানন্দ**—শ্রীরাধার আদেশে ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জনশর্মার মস্তকে গোপকুমারের হস্তার্পণ—কৃপাপ্রকাশ—শক্তিসঞ্চার। জনশর্মার প্রেমলাভ—আর্তি, উৎকণ্ঠা ও সপরিকরে ভৌমব্রজে শ্রীকৃষ্ণদর্শনলাভ। সিদ্ধদেহলাভ ও নিত্যলীলায় প্রবেশ—গোপকুমারের হস্তে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সমর্পণ ও গোপকুমারের আনুগত্য।

উত্তরাদেবীর প্রশ্নই এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা জনমেজয়ের প্রতি মহর্ষি জৈমিনি-কথিত কাহিনী—মহাভারতের আখ্যানাংশ বলা যায়। উভয় খণ্ডেই একজন করিয়া পরিব্রাজকের স্বানুভূত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—প্রথমখণ্ডে দেবর্ষি নারদ ও দ্বিতীয়ে গোপকুমারই পর্য্যটক। গোপকুমার শ্রীসনাতনপ্রভুর এক অপূর্ব সৃষ্টি। বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করত চরম সোপান ব্রজপ্রেমের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে উপনীত করাইয়া শ্রীপাদ ভজনানন্দের তারতম্য ও পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। গোপকুমার শ্রীগুরুদত্ত-মন্ত্রসাধনবলে যতই উন্নততর স্তরে যাইতেছেন, ততই সাধনভক্তি-কুসুমের এক একটি দল বিকসিত হইতেছে। আবার বিকাশজনিত আনন্দ-বৃদ্ধির সহিত পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অপূর্ণতার অপরিতৃপ্তিও বাড়িয়াই চলিয়াছে। তৃপ্তি-অতৃপ্তির মধ্য দিয়া সকল সোপান অতিক্রম করত তিনি ব্রজে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া চরম কৃতার্থও হইয়াছেন। শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের প্রকৃত সাধনার ফল ও বল প্রদর্শন করাইবার জন্যই গোপকুমারের সবিস্তার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত জীবনটি যে অক্ষয়, অব্যয়, শাশ্বত ও চির-প্রগতিশীল—ইহাই এই গ্রন্থের প্রধানতঃ লক্ষ্যরূপে বিনির্দিষ্ট হইয়া তরুণ সাধকের হৃদয়েও মহা আশা এবং শক্তি সঞ্চার করিতেছে। গোপকুমারকে সাধন-পথে পাঁচবার দর্শন দিয়া শ্রীগুরুদেব যে আশ্বস্ত করিয়াছেন—ইহাতেও এই সত্যই নিষ্কাসিত হইল যে শিষ্যকে ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি না করান পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের শান্তি নাই। মন্ত্রজপ-প্রভাবে সিদ্ধলোকপর্য্যন্ত প্রাপ্তি ঘটিলেও কিন্তু ইতঃপর নামসাধনেরই পরম সাধনত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতেও আবার স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্তনেই ব্রজপ্রেম লভ্য। মহৎকৃপা হইলে সেই সুদুর্লভ ব্রজপ্রেমও সুখলভ্য এবং সহজসাধ্য হয়। উত্তর খণ্ডের **'ক্রমভক্তি'র** সোপানগুলি সাধারণতঃ এইভাবে নির্ণীত হইতে পারে—

(১) অহৈতুকী মহৎকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) দীক্ষা, (৪) মন্ত্রজপ, (ভজনক্রিয়া), (৫) সৎসঙ্গ, (৬) শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির দর্শন [শালগ্রাম, চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণমূর্তি, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবামনদেব, যজ্ঞেশ্বর, তপোলোকে পরমাত্মানুভূতি ও সত্যলোকে সহস্রশীর্ষা], (৭) [সত্যলোকে] মূর্ত্তি ও ভক্তির ভেদবিষয়ক সামান্যতঃ শ্রবণ, (৮) স্বরূপের অনুভূতি, মুক্তিপদ, ব্রহ্মানুভূতি, শান্তভাব, অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি, সর্ববন্ধক্ষয়। (৯) **ভক্তি,** শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন রূপগুণলীলার অনুশীলন, গৌরবমিশ্রা প্রীতি, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভূতি, ভগবদনুভব, ভক্তিরসাস্বাদন। বৈকুণ্ঠে—ভগবৎপ্রেম, ভগবদ্দর্শন, দাস্যভাব, সেবারসনিষ্ঠা। অযোধ্যায় সেবারসবিশেষনিষ্ঠা। (১০) দ্বারকায় সৌহার্দ্দরসনিষ্ঠা, নিরুপাধি ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ পরম প্রেমে উৎপাদিত দর্শনোৎকণ্ঠা, দর্শন, সখ্য, নর্ম্ম, সৌহৃদাদিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। (১১) সতত প্রেমমদে বিহ্বলতা—গোলোকে প্রেমরসনিষ্ঠা, শুদ্ধ মাধুর্য্য, শুদ্ধাপ্রীতি ; লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধি—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লক্ষ্য, কাম্য ও অভীষ্টতম বস্তু—ব্রজভাব। ভগবদনুভূতিতে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান আবৃত হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ মাধুর্য্যের অনুভবেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও ভগবদ্বুদ্ধি আবৃত হইয়া থাকে।

প্রথমখণ্ডে শ্লোক-সংখ্যা ৭৯৮ এবং দ্বিতীয়ে ১৭১৬=২৫১৪ শ্লোক। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ন্যায় সিদ্ধান্ত-

পরিবৃংহিত গ্রন্থ আর হয় না, হইবারও নহে। শ্রীপাদ ইহাতে লীলা, রস, ভাব, সিদ্ধান্তাদি সকল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আখ্যায়িকাবর্ণনচ্ছলে এই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়মূলক বিরাট ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকগণ! আপনাদের শ্রীচরণে জীবাধমের করপুটে এই নিবেদন আপনারা সম্ভব হইলে মূল ও টীকা অথবা অনুবাদমাত্রও পুনঃ পুনঃ পাঠ, অনুশীলন ও আস্বাদন করিয়া ইহার গুরুগম্ভীর ও প্রসন্নোজ্জ্বল তাৎপর্য্য অবধারণ করুন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিষয়জড় ও অভিপ্রাকৃত মাদৃশ জীবের লেখনীফলকে এইগ্রন্থের যথাযথ বিবৃতির প্রতিফলন অতি অসম্ভব।

শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী ও লঘুভাগবতামৃত

শ্রীপাদ শ্রীরূপের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতঃপূর্বেই সূচিত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপক' * বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার শ্রীগৌরানুরাগে গৃহত্যাগ ও বিষয়-বৈরাগ্যাদি সর্বজন-প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতিতে ইহার সবিস্তার জীবনী দ্রষ্টব্য। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার—এই দুই কার্য্যের জন্য ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেন। প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক বিষয়-ব্যবস্থাদি করিয়া আবার শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যামৃত আস্বাদন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে আনন্দোন্মত্ত হইয়াছিলেন। **শ্রীরূপগোস্বামিপাদের গ্রন্থমালা**—(১) দর্শনশাখায়—লঘুভাগবতামৃত; (২) কাব্যশাখায়—উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, পদ্যাবলী, এবং সামান্যবিরুদলক্ষণ, (৩) নাটকশাখায়—বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী (ভাণিকা), নাটকচন্দ্রিকা। (৪) রসগ্রন্থাদিশাখায়—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি; ব্যাকরণে—প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা। (৫) স্মৃতিশাখায়—শ্রীকৃষ্ণাভিষেক। (৬) পদাবলীশাখায়—গীতাবলী সংখ্যা ৪২। (৭) বিবিধশাখায়—স্তবমালা, মথুরামাহাত্ম্য, কৃষ্ণগণোদ্দেশ এবং নিকুঞ্জরহস্যস্তব।

লঘুভাগবতামৃত—বেদ, বেদান্ত, দর্শন পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ও তন্ত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য—এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। অসংখ্য অবতার + তাঁহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থাশক্তি ও শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশস্বরূপ। এই গ্রন্থে অবতারগণের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা সুপ্রণালীবদ্ধই বটে। এই গ্রন্থের পূর্বখণ্ড 'কৃষ্ণামৃতে'—শ্রীকৃষ্ণের বিবিধস্বরূপ-নিরূপণ,—স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ, তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশভেদে দ্বিপ্রকার। আবেশ ও প্রকাশ, অবতারতত্ত্ব, অবতারের লক্ষণ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার; পুরুষাবতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষরূপে ত্রিবিধ। গুণাবতার তিনটী—ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু। লীলাবতার ২৫টির বিস্তৃত আলোচনা, চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার ও চারিটী যুগাবতার। অন্যপ্রকারে আবার চতুর্বিধ অবতার গণিত হইতেছে—আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ। প্রাভব আবার দ্বিবিধ, অল্পকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত-কীর্ত্তিবৈভবান্বিত; যেমন মোহিনী ও হংস, আর যুগাবতার চারিটি। দ্বিতীয় প্রকার প্রাভব কিন্তু দীর্ঘকালব্যক্ত, শাস্ত্রকর্ত্তা ও মুনিজনবৎ চেষ্টা ও কার্য্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার অবতার ১১, বৈভবাবস্থার ২১টি অবতার—অবতারগণের ধাম পরব্যোমে, পরাবস্থ অবতার তিনটি; নৃসিংহ, দাশরথীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, ধামচতুষ্টয়—ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্ব ও মাধুর্য্যচতুষ্টয়ত্ব-নিমিত্ত শ্রীরাঘবেন্দ্রাদি স্বরূপ হইতেও মাহাত্ম্যাধিক্য—ভগবদবতারমাত্রেরই পূর্ণতা, ভগবচ্ছক্তিবিচার, অংশিতা, ভগবানের বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয়ত্ব, এ বিষয়ে বিশেষ বিচার, কেশাবতারত্ব খণ্ডন, ব্যূহবিচার, বাসুদেবাবতারত্ব-নিরাকরণ, স্বয়ংভগবত্ত্ববিষয়ক বিচার,

* শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ সদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

+ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য তদীয় বেদান্তভাষ্যে (২।৩।৪৮-৯) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে মৎস্য, কূর্মাদি অবতার সকল বৈদিকই—অপ্রাকৃতই। শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৪।২।৫) কূর্মাবতার, তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার, ঋক্ সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে রামভার্গবেয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব কৃষ্ণের বিবৃতি আছে।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেও স্বয়ংভগবানের শ্রেষ্ঠতা, ভগবদ্গুণের অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ-সম্বন্ধে রামানুজীয় মত-খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অতুল্যতা, মনুষ্যলীলার শ্রেষ্ঠতা, দেহদেহিভেদ-নিরসন, লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব-বিষয়ক বিচার, নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট লীলাবিচার, আবির্ভাব-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণধাম-তথ্য, গোকুলে মাধুর্য্যাধিক্য, শ্রীকৃষ্ণবয়স-বিচার ও মাধুরী-চতুষ্টয়ের বিবরণ। **দ্বিতীয় খণ্ড** 'ভক্তামৃতে'—ভক্তপূজার প্রয়োজনীয়তা, ভক্তের শ্রেণীবিভাগ, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব, ব্রজগোপীগণ ও তাঁহাদের মহিমাধিক্য, শ্রীরাধিকার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীপাদ শ্রীসনাতনপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে যে সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাসচ্ছলে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদশ্রীরূপ এই লঘু (সংক্ষেপ) ভাগবতামৃত গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ও পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ এবং ইহাতে স্থাপ্য সিদ্ধান্তসমূহ শব্দপ্রমাণমূলে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে।

উত্তরকালে শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ সুবিচারিত ও সিদ্ধান্তপূর্ণ **'সারঙ্গরঙ্গদা'** নামে এবং শ্রীবৃন্দাবন তর্কালঙ্কার **'রসিকরঙ্গদা'** নামে দুই টীকা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রত্নপ্রকাশ

শ্রীগোবর্দ্ধনবিলাসী শ্রীমদ্ রাঘবগোস্বামিকৃত এই গ্রন্থে ছয়টি প্রকাশ আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি শ্লোকে শ্রীপাদ প্রবন্ধটিকে রত্ন, মাণিক্য ইত্যাদির সহিত 'রূপক' করিয়া **'ভক্তিরত্নপ্রকাশ'** নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। প্রথম (শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশ) প্রকাশে ক্রমদীপিকার প্রথম আটশ্লোকে মঙ্গলাচরণ ও বর্ণয়িতব্য বিষয়াদির সন্নিবেশ, সর্বোপাসনা-নিরসনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের সমাদর ইত্যাদি; দ্বিতীয় (নানোপাসনাবর্জন) প্রকাশে বিভিন্ন দেবতা, তীর্থ ও সৎকর্ম্মাদির নশ্বরত্ব প্রতিপাদনপূর্বক ব্রহ্ম-উপাসনারও নিষ্ফলত্ব দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ অধ্যাত্মবাদিগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে আরোপিত ভৌতিকত্ব, প্রাকৃতত্ব ও সগুণত্বাদির আক্ষেপ-সমাধান, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণরতিবিষয়ক উপদেশাদি। তৃতীয় (শ্রীকৃষ্ণপূর্ণতমত্বনিরূপণ) প্রকাশে—শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব, নিত্য ও দিব্য বৃন্দাবন ধামের অপ্রাকৃতত্ব, কালাদ্যগোচরত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব, বেদগোচরত্ব, পরাৎপরত্ব, নিত্যকিশোরত্বাদি; চতুর্থ (বৃন্দাবনে নিত্যপ্রকাশ) অধ্যায়ে—শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যবৃন্দাবন-বিলাসিত্ব, জন্মলীলা, অবতার-কারণ, কেশাবতারত্বখণ্ডন, বাল্যাদিলীলাহেতু-প্রদর্শন, অসুরবধাদি, ধামপ্রসঙ্গ, প্রবাস, দৃশ্যাদৃশ্যত্ব ইত্যাদি; পঞ্চমে (শ্রীনন্দকিশোরস্বরূপ) স্বাংশ অবতারাদির স্বরূপ, অবতারির লক্ষণ, বাসুদেবাদির স্বরূপ, শ্রীরাধাতত্ত্ব, দুর্গাতত্ত্ব, শক্তিত্রয়-বিবৃতি, নিরীহ শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব, স্বরূপ ইত্যাদি; ষষ্ঠে (ভক্তিবিরচণ) ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন—সাধনী, জ্ঞানযুক্তা ও প্রেমলক্ষণা-ভেদে ভক্তিত্রয়, নববিধা ভক্তিতে বিভাগ ও বিবৃতি, সৎসঙ্গপ্রভাব; সাধুনির্ণয়, ভাগবতধর্মে অচ্যুতি, শ্রীকৃষ্ণভজনই সারাৎসার। এই অধ্যায়গুলি (১) হীরা, (২) মুক্তা, (৩) সুনীলরত্ন, (৪) মাণিক্য, (৫) মরকতরত্ন এবং (৬) চিন্তামণি নামে অভিহিত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ভক্তিসাধনে যত বিরুদ্ধ বাদ আসিতে পারে, তাহাই নিরসন-পূর্বক বিশুদ্ধভজনপন্থার বিনির্দ্দেশেই এই গ্রন্থরত্নের তাৎপর্য্য।

প্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা শ্রীগোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৬৬১ শকে ঐ গ্রামবাসী উত্তমদাস-নামক জনৈক কবি এই গ্রন্থের চতুর্থ রত্ন পর্য্যন্ত পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৩৫৭২ সংখ্যক, ১৮৯২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত।

উত্তরকালে শ্রীঘনশ্যাম-নামক জনৈক মহাজন-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত **'ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন'** নামে এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাও শ্রীরাঘবাচার্য্যের গ্রন্থের আদর্শে রচিত, প্রথম রত্নে শ্রীরাঘবের নামতঃ উল্লেখও আছে। ইহার পাঁচটি রত্নের (অধ্যায়ের) ক্রমশঃ নাম—(১) ভক্তিযোগজ্ঞানবিচারে আদ্য প্রয়োজন, (২) শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যলীলাস্থাপন, (৩) ভক্তিকারণ, (৪) সাধ্যসাধনভক্তি ও (৫) নানোপাসনাবর্জন। গ্রন্থখানি ১৮ পত্রাত্মক, অতিজীর্ণ।

শ্রীপাদ শ্রীজীব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা

শ্রীরাধা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়ত্ব প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থরত্নের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য শ্রীপাদ শ্রীজীব প্রথমতঃ লঘু-ভাগবতামৃতের 'ভক্তামৃত'-প্রকরণ-অবলম্বনে আরোহভূমিকাক্রমে শ্রীগোপীগণ-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ববিনিরূপণ, স্বরূপশক্তি-নির্ণয়, শ্রীতত্ত্বপর্য্যালোচনা, মহিষীগণের স্বরূপনির্দ্ধারণ, শ্রীরুক্মিণীদেবীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব-স্থাপন, ব্রজদেবীগণের স্বরূপ-নিরূপণ ও নামকরণ ইত্যাদি, তৎপরে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও যুগল উপাসনার বিনিশ্চয় হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিষয় প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের শিষ্য বলিয়া কথিত জনৈক কৃষ্ণদাস অধিকারী এই দীপিকার **বিবৃতি** শ্লোকাকারে রচিত করিয়াছেন। ইনি সমগ্র গ্রন্থটীকে নয়টি প্রকরণে বিভাগ করিয়া প্রথম প্রকরণে—শ্রীব্রজদেবীগণের পূজ্যত্বনিত্যতা, দ্বিতীয়ে পূজাবিধি ও মন্ত্রাদির সন্নিবেশ, তৃতীয়ে ভজনীয়তত্ত্ব মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতা, চতুর্থে শ্রীরুক্মিণীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব, পঞ্চমে ব্রজদেবীগণের স্বরূপ, ষষ্ঠে তাঁহাদের অবতারকালে মায়িক পরোঢ়াত্ববাদবিচার, সপ্তমে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠতা, অষ্টমে তাঁহার মহাভাবত্ব এবং নবমে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহে ও মহানুভব ভক্তভাগবতগণের সম্মতিক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-বিনিশ্চয় করিয়াছেন। এই বিবৃতির নাম—প্রভা। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের একখানা পুঁথিও শ্রীপাদ শ্রীজীবের পদাঙ্কানুসরণেই রচিত ও তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের গোস্বামিদের মন্দিরে ঐ পুঁথিখানার নাম আছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ (১৫০১ – ১৬৫০ শকাব্দ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

(১) **শ্রীভাগবতামৃতকণা** :—এই গ্রন্থ পূর্বোক্ত লঘুভাগবতামৃতের সার-সঙ্কলন মাত্র। অসমোর্দ্ধমহৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যতত্ত্ব উপাস্যের স্বয়ংরূপত্ব, বিলাসত্ব (বৈকুণ্ঠনাথ), অংশত্ব (মৎস্যকূর্ম্মাদি), আবেশত্ব (ব্যাসাদি) পুরুষা-বতারত্রয়, গুণাবতারত্রয়, অসংখ্য লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্যাদি), মন্বন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্য-সেনাদি), যুগাবতার (শুক্ল, রক্তাদি), প্রাভব (মোহিনী, ধন্বন্তরি প্রভৃতি), বৈভব (মৎস্য, কূর্ম্মাদি), পরাবস্থ (নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ), বাসস্থান (ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক); পূর্ণত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণতমত্ব (যথাক্রমে দ্বারকায়, মথুরায় ও বৃন্দাবনে), লীলা (প্রকট ও অপ্রকট), বাল্যাদিলীলার নিত্যত্ববিচার, ভক্তগণের তারতম্যাদি-বিষয়ে সংক্ষেপ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

(২) **ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী** :—শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদের মাধুর্য্যকাদম্বিনীর দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিতে এই গ্রন্থের নাম দেখা যায়; এখন পর্য্যন্ত ইহা লোকলোচনের অন্তরালে আছে। তাহাতে **'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'** বিচারিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদেরই সমর্থক, তাহা কিন্তু (ভাগ ১৫।২০) তদীয় টীকা হইতেই জানা যায়। 'ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং ভগবানিব সদিব চেতনমিব আনন্দরূপমিব নতু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপো ভগবানেবেত্যর্থঃ। ভগবতঃ সত্ত্বাদীনাং সার্বকালিকত্বাৎ বিশ্বস্য সত্ত্বাদীনাঞ্চ ক্বচিৎকালিকত্বাদিতি ভাবঃ। যতোঽসৌ ভগবানিতরঃ অস্মাদ্ বিশ্বস্মাদন্যঃ, কথং বিশ্বং ভগবানিব কথং ভগবান্ বিশ্বস্মাদিতরস্তত্রাহ যত ইতি। যস্মান্মায়া শক্তিমতো ভগবতঃ সকাশাজ্জগতঃ স্থাননিরোধ-সম্ভবা ইতি বিশ্বস্য কার্য্যরূপত্বাৎ কেনচিদংশেনৈব তদ্রূপত্বং নিরূপ্যতে, ভগবতস্তৎকারণত্বাৎ তদিতরত্বমিত্যতঃ (ছা ৩।১৪।১) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভিরপি ব্রহ্মকার্য্যত্বাদেব ব্রহ্মত্বাতি-দেশো জ্ঞাপ্যতে।' "অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ ভগবানবৎ (সৎ, চেতন ও আনন্দস্বরূপবৎ) প্রতীয়মান হইলেও সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ ভগবানই নহে; যেহেতু ভগবানের সত্তা, চেতনতা ও আনন্দস্বরূপতা সার্বকালিক, কিন্তু

বিশ্বের সত্ত্বাদি কদাচিৎক; তবে ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে পৃথক্ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়াশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয় বলিয়া বিশ্ব কার্য্য, অতএব অতিসামান্যভাবেই মাত্র সত্ত্বাদি কারণগুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, পক্ষান্তরে কারণস্বরূপ ভগবান্ কার্য্য হইতে সর্বদাই পৃথক্। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জগৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া তাহাতে ব্রহ্মত্বের অতিদেশ (আরোপ) মাত্র হইয়াছে—ইহাই জানিতে হইবে।" এই কথাদ্বারা শ্রীবিশ্বনাথ কারণ ও কার্য্যের আংশিক অনন্যত্ব-সত্ত্বেও স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া ভেদাভেদবাদেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এইরূপ ভাগ ২।১।১০, ২।৯।৩২, ৩৪, অচিন্ত্যত্ব-সম্বন্ধে ২।৪।৮,১৯, ২।৬।৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। *

২। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

(১) **সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক:**—এই সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক শ্রীগোবিন্দভাষ্যের পরিপোষক প্রকরণ গ্রন্থ। জয়পুরে গলতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ির সঙ্গে শ্রীবিদ্যাভূষণের যে বিচার হয়, এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন। এই গ্রন্থের আটটি পাদ (অধ্যায়) আছে। **প্রথমপাদে**—জীবের পরমপুরুষার্থ, **দ্বিতীয়ে**—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, **তৃতীয়ে**—শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব, **চতুর্থে**—তাঁহার সর্ববেদবেদ্যত্ব, **পঞ্চমে** ও **ষষ্ঠে**—কেবলাদ্বৈতবাদনিরাস, **সপ্তমে**—কেবলানুভূতিমতের খণ্ডন এবং **অষ্টমে**—পরমপুরুষার্থের সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। 'ভাষ্যপীঠক'-নামকরণের যাথার্থ্যও গ্রন্থকার উপসংহারে (৮।৩২) লিখিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্রে হরিপারতম্যাদি নবপ্রমেয়বিশিষ্ট যে কৃষ্ণাত্মক (গোবিন্দ)-ভাষ্য সুবিরাজমান আছে—তাহার উপবেশনের নিমিত্ত এই সিদ্ধান্তরত্নাখ্য সুবর্ণপীঠই যোগ্য হইবে। তাৎপর্য্য এই যে এই গ্রন্থোক্ত শ্রুতিযুক্তি-ব্যতিরেকে গোবিন্দভাষ্য পরিপুষ্ট হইতে পারে না, অতএব অত্রত্য সিদ্ধান্তরত্নাবলীর সম্যক্ ধারণপোষণ পূর্বক গোবিন্দভাষ্য অধ্যয়ন করিলেই সুফল অবশ্যম্ভাবী। অধ্যায়গুলির ক্রমশঃ নাম—(১) পাঞ্চজন্য, (২) কৌমোদকী, (৩) সুদর্শন, (৪) তার্ক্ষ্য, (৫) বামন, (৬) ত্রিবিক্রম, (৭) নন্দক ও (৮) পদ্মক।

বিবৃতি—প্রথমপাদে—দুঃখ-পরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব জীবের প্রবৃত্তি—এই উভয় সাধনের জন্য কপিল, কণাদ, গৌতম ও জৈমিনি প্রভৃতি যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, সে সমস্তই দোষযুক্ত। বেদব্যাস এই সব মত-খণ্ডনে বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করত জীবের আত্মজ্ঞান-সাধনপূর্বক সর্বেশ্বর-অনুভবই শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সর্বেশ্বর-তত্ত্বটি জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অলৌকিক, অতর্ক্য, সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট পুরুষাকৃতি ভগবানই। তাঁহার স্বরূপে ধর্মধর্মিগত স্বগত ভেদ পর্য্যন্ত না থাকিলেও অচিন্ত্য শক্তিবলে তিনি সবিশেষ। শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিবলেই তিনি ও তাঁহার বিচিত্র বিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত চরমফলদ্বয়-সাধনে কর্ম সাক্ষাৎ হেতু হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎহেতুত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। ত্বংপদার্থানুভবই নির্ভেদ জ্ঞান, তাহাতে কৈবল্য-লক্ষণ মোক্ষ, তৎ ও ত্বংপদার্থের বিচিত্র অপাঙ্গ-বীক্ষণই ভক্তিস্বরূপ জ্ঞান। শুদ্ধ তৎপদার্থ-জ্ঞানরূপা ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি হয়। শুদ্ধ সম্বন্ধ বিশেষ-পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা তৎপাদপদ্ম-পরিচর্য্যারূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই ভক্তি হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎসাররূপা—তাহা ভগবান্ ও জীবের আনন্দবিধায়ক। ভগবানের পরা শক্তির বৃত্তিত্রয়—সন্ধানী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। জীবের কায়াদিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বিশুদ্ধানন্দতাদাত্ম্য স্বরূপে সর্বেন্দ্রিয়ে কার্য্য করে। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াও অনেকেই সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। সালোক্যাদি মোক্ষ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। এই ভক্তি ভাগবৎ-পরিকর হইতে ইদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সম্প্রদায়গত। পূর্ণকাম ভগবান্ ভক্তের পূজা আদরে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য।

দ্বিতীয় পাদে—মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদে দ্বিবিধ ভগবত্তা। জীবের জ্ঞান-ভক্তিও তদ্‌ভেদে দ্বিবিধ। পরমৈশ্বর্য্যের

* বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৯৬-৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার অনতিক্রম হইলে মাধুর্য্য ; হৃৎকম্প-সম্ভ্রমাদি দ্বারা স্বভাবশৈথিল্যকারী ধর্মকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা হয়। অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মাধুর্য্যের পোষক। মাধুর্য্য-ভক্তের বিস্ময়, বিরহ ও বিপৎপাতে ঐশ্বর্য্য অনুভূত হয়। এই উভয় ধর্মই ব্রহ্মতত্ত্বে বিদ্যমান। অষ্টাদশ-দোষশূন্য ভগবত্তনু –মুগ্ধতা সার্বজ্ঞ্যাদি বিরুদ্ধ গুণরাজি শ্রীভগবানে সমাবেশ হয়। ভক্তি দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য্য-প্রকাশিনী বিধিভক্তি ও মাধুর্য্য-প্রকাশিনী রুচি ভক্তি। বিধিভক্তি মিশ্র ও শুদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। মিশ্র-বিধিভক্তগণ 'স্বনিষ্ঠ, অর্চিরাদিমার্গে অবশেষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শুদ্ধ ভক্তগণ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত কৃপালু ভগবৎকর্তৃক গরুড়স্কন্ধে তদ্ধামে নীত হন। রুচিভক্তি মাধুর্য্যময়ী বান্ধবভাব-সংযুক্তা। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই সর্বশক্তিময় স্বয়ং ভগবান্। যে সব স্বরূপে সর্বশক্তির বিকাশ নাই, দুই একটি মাত্র শক্তি প্রকটিত হয়, তাহারা বিলাস, অংশ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী আর পরব্যোমপতি নারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুরী একমাত্র অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজমান। হ্লাদিনীর সারস্বরূপা প্রেমময়ী শ্রীরাধাই পরা শক্তি। লক্ষ্মী দুর্গাদি তাঁহার ছায়াবিশেষ। কৃষ্ণের নৃত্য লীলাধাম 'শ্রীগোলোক'-নামে বেদে কথিত—গোলোকের নীচে মথুরা, তন্নিম্নে দ্বারকা, তন্নিম্নে বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে শিবধাম, তন্নিম্নে দেবীধামরূপ জড় জগৎ। সেই সেই ধাম লীলাপ্রকাশের জন্য ধরার বুকে তদিচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হয়। আবির্ভূত ধামসমূহ অপ্রাকৃত হইলেও অসংস্কৃত দৃষ্টিতে প্রপঞ্চসম দৃষ্ট হয়। অনন্তাকার, অনন্তপ্রকাশ, অনন্তলীলা, অনন্তব্রহ্মাণ্ড, অনন্তবৈকুণ্ঠ ও অনন্ত পার্ষদগণের অনন্ত অভিব্যক্তি হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভগবৎকৃপায় এই রহস্য বোধ্য। ভগবদ্ধামের সূর্য্যচন্দ্রাদিও অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চনাশে কাদাচিৎকী-লীলার অভাবেও নিত্যলীলার অসদ্ভাব হয় না। বৈধ ও রুচি-ভক্তিতেই দুঃখহানি ও সুখলাভ ঘটে। রুচি-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-কৃপাব্যতীত ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয়পাদে—অনূর্দ্ধসমান পরশক্তিবিশিষ্ট ষড়্বিকারশূন্য ভগবান্। তিনি সকল দেবতার দেবতা বিষ্ণু—মুমুক্ষু-কর্তৃক উপাস্য। কেবল তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা করিবে না। বিষ্ণুভক্তির বিরোধী—(১) সর্বদেবৈক্যবাদী, (২) ত্রিদেবৈক্যবাদী ও (৩) হরিহরৈক্যবাদী। ইহার খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রবাক্য লইয়া বিষ্ণুতে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত জন্মায়। সেই সব শাস্ত্রবাক্য অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে বিষ্ণুরই পারতম্য ও জীবোপাস্যতা নির্ণীত হয়। বিষ্ণুর অধীনে অন্যান্য দেবতারা কার্য্য করেন; অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ পুরুষই বিষ্ণু, আর দুইজন তাঁহার বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। তাঁহার জন্মকর্মাদি অপ্রাকৃত। স্বীয় বিভিন্নাংশদের সহিত তাঁহার লীলাই নিত্য।

চতুর্থপাদে—কৈবল্যাত্মবাদ-নিরসন হইয়াছে। এইমতে শ্রুতিসকল দুইভাগে বিভাজ্য, সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণশ্রুতিই লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সগুণশ্রুতি ব্রহ্মের ব্যাবহারিক ভাবকে ব্যক্ত করত নির্গুণ শ্রুতিসিদ্ধ শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুবাদরূপে বর্ত্তমান। এই প্রকারে শ্রুতিবিভাগ অন্যায়মূলক। ঋষিগণ কিন্তু শ্রুতিগণকে কর্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়রূপেই বিভাগ করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডে শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ নির্দেশ করেন, কর্মকাণ্ডে তাঁহারা জ্ঞানাঙ্গরূপে পরম্পরাভাবে ব্রহ্মকে নির্দেশ করেন। এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিসমূহকে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিকভেদে বিভাগ করা অযৌক্তিক। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর সগুণ বেদবাক্য ব্রহ্মের অলৌকিক পারমার্থিক গুণরাজির প্রতিষ্ঠা করেন, পক্ষান্তরে নির্গুণ শ্রুতিগণ কেবল প্রাকৃত গুণের নিষেধ করেন। ঔপনিষদ পুরুষ—শব্দবাচ্যই। ভাগত্যাগলক্ষণায় কল্পিত ব্রহ্মের অচৈতন্যত্ব হইয়া পড়ে। সাক্ষী, কেবল, নির্বিশেষ প্রভৃতি নির্গুণসাধক বাক্য পক্ষান্তরে গুণেরই ত সাধক। সর্বজ্ঞাদির ন্যায় সাক্ষী প্রভৃতি বাক্যও সমানভাবে পারমার্থিক। বেদবাক্যে বিশ্বাস শিথিল হইলেই মায়াবাদ আসে। সাকল্যে বাচ্য না হইলেও ভগবান্ বেদবাচ্য, জীব ও প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্। ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে জানিয়াই জীব কৃতার্থ হয়।

পঞ্চমপাদে—অদ্বৈতবাদ কখনই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে অদ্বৈত থাকে না; ব্রহ্মাত্মক বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আত্মস্বরূপ সিদ্ধ বস্তুর যখন আবরণ সম্ভব হয় না, তখন অদ্বৈতকে অজ্ঞান

কি প্রকারে আবরণ করে? অনবধিগত অর্থ-সাধনে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞান আছে, তবে দ্বৈত হইয়া গেল। যদি বল অজ্ঞান নাই—তবে সিদ্ধ আত্মার মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অভাব হয়। অজ্ঞানকে সদসদনির্বচনীয় বলিয়া ক্রমশঃ কল্পনারই প্রসার হইতে লাগিল। সুতরাং এই মত আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা। অদ্বৈতমতে যখন বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারীরই অভাব—তখন তাহাতে আর শাস্ত্রসম্বন্ধ থাকিতে পারে না, যেহেতু সৎবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের সম্বন্ধ।

ষষ্ঠপাদে—বেদমতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি বিশেষের দ্বারা ভেদরূপে প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি পারমার্থিকই, মিথ্যা নহে। অভেদ পরমার্থ নয়; ব্রহ্মভাব ফল নহে, কিন্তু ব্রহ্মসুখানুভবই ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মাভেদ নাই। আত্মা চিন্মাত্রময়, কিন্তু কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিযুক্ত সবিশেষ বস্তু। আত্মাতে যে অস্মদর্থ ও যুষ্মদর্থ—তাহাও পারমার্থিক। সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—ব্রহ্মের গুণ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি পারমার্থিক ভেদ-প্রকাশক। জীব জড়াত্মক প্রপঞ্চ অধ্যাসিত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে পারমার্থিক বিভিন্ন বস্তু। পরস্পর স্বরূপভেদও পারমার্থিক। উপক্রমাদি ছয় লক্ষণে বেদবাক্যসমূহে ভেদ এবং ব্রহ্মে সবিশেষত্বই সাধিত হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব-নিবন্ধন এই জগৎ ব্রহ্মাত্মকই। সংসার দশায় অজ্ঞতা-প্রযুক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শাস্ত্রের একদেশ-দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াই এই ভ্রম, কিন্তু সর্বদেশ সম্মত সিদ্ধান্তে আর ভ্রম হয় না। ব্রহ্মশক্তিময় প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। জন্মাদি-অনিত্যব্যাপ্য বলিয়া জগৎকে অনিত্য বলা যায়। জগৎ ত্রিকাল-মিথ্যা নহে বলিয়া সত্য হইলেও ঈশ্বরাধীন। ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি শক্তি আছে, ঐশ্বর্য্যাদি-বিশিষ্ট ভগবানই পরব্রহ্ম, অখিল ভূত তাঁহাতে এবং তিনি নিখিল ভূতে বর্ত্তমান। তাঁহাতে হেয়গুণমাত্র নাই, বিষ্ণুর ভগবত্তা বস্তুসিদ্ধ, অন্যের কিন্তু মাহাত্ম্যপর, তিনি ইচ্ছাময় ও লীলাময়। তিনি নিত্যমুক্ত জীবেরও পরতত্ত্ব, নির্গুণতা তাঁহার একদেশিক ধর্ম বা আবির্ভাব। কেবল ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি হইতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রপত্তিতে তাহা হয়। কেবল প্রাকৃতরূপগত ইয়ত্তার প্রতিষেধই বেদে উক্ত হইয়াছে, অচিন্ত্য অপ্রাকৃতরূপের উল্লেখই কিন্তু তাহাতে বিদ্যমান। 'যতো বা ইমানি ভূতানি'—ইত্যাদি বাক্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। মায়াবাদ—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। সর্ববেদ-তাৎপর্য্যসিদ্ধ ভেদবাদই পারমার্থিক।

সপ্তমপাদে—মায়াবাদিমতে এক অদ্বিতীয় সত্য অনন্তশক্ত্যাদিশূন্য এবং স্বজাতীয়াদিভেদত্রয়রহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব। 'জ্ঞান' শব্দ ভাব-বাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া নির্ভেদ সম্বিৎ-জ্ঞপ্তি-অনুভূতি-বাচক তত্ত্ব। কারকবাচ্য ধরিলে ভেদদোষ অনিবার্য্য—এই কথা অযৌক্তিক; কেন না, 'জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং'—এরূপে সাধিত হইলেও শক্তি স্বীকার করিতেই হয়। শক্তি আসিলেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিশেষগুলিও আসিবেই। শক্তি অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত। শক্তি আসিলে জ্ঞান অন্তরাল হয় না। অহমর্থ স্থূলদেহের অনুগত নহে, জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্বই জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান আত্মার ঔৎপত্তিক ধর্ম। প্রকাশরূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্বদ্বারা যেমন দ্বৈত হয় না, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব-দ্বারাও দ্বৈত হয় না। অতএব জ্ঞানাদি অনন্তশক্তিযুক্ত—ব্রহ্ম। অনুভূতিই বা কি? স্বীয় সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ের প্রকাশক বা স্বীয়বিষয়-সাধকই ত অনুভূতি। নির্ধর্ম্ম অনুভূতি সিদ্ধ হয় না, অনুভূতি সিদ্ধ হইলে শক্তিমাত্র হয়। অহংবুদ্ধিকে অনাত্ম বলা চলে না, যেহেতু তাহা শুদ্ধাত্মনিষ্ঠ; আমি জানি, আমি সুখী ইত্যাদি জ্ঞান 'সুখমহমস্বাপ্সং' শ্রুতিবৎ স্বীকৃত। অহঙ্কার শুদ্ধজ্ঞাতৃনিষ্ঠধর্ম—তাহা অনাত্ম নহে। দেহের ন্যায় পৃথগাত্মবুদ্ধিরূপা অহন্তা মহত্তত্ত্বজাত, অতএব প্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ অহন্তা হইতে পৃথক্। শুদ্ধ অহংভাব সংসৃতির কারণ নহে, বরং তাহার নিবর্ত্তক। প্রাকৃত অহঙ্কারই যদি জীবের নিজ অহঙ্কার হইত, তবে মোক্ষপ্রয়াসী কেই বা হইত? মোক্ষে যাহার নাশ হইবে, তাঁহার জন্য পরামর্শ বা যত্ন বৃথা। সুতরাং মুমুক্ষুর অহঙ্কার শুদ্ধাহঙ্কারনিষ্ঠ। বামদেবাদির বাক্য বিচারণীয়। অনুভূতির সত্তায় বিষয়-বিষয়িভেদ অনুস্যূত। আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাহার ধর্ম। সেই ধর্ম বিষয়প্রকাশকালে স্বপ্রকাশ এবং অন্যসময়ে জ্ঞানগম্য।

অষ্টমপাদে—কর্তৃত্বাদিমান জ্ঞান ও জ্ঞাতৃস্বরূপ অহংপদার্থ আত্মা—ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। **ঈশ্বর** বিভু,

স্বশক্তিদ্বারা জগৎকর্তা স্বেচ্ছাধীন, প্রকৃতিদ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, প্রকৃতিজীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয়রূপ ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন। পরাদি-শক্তিত্রয়যুক্ত ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপানতিরিক্ত জগজ্জন্মাদির হেতু। সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। **জীব** অণু ও অনেক, ঈশ্বরাধীন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও জ্ঞাতা। বিন্দু বিন্দুরূপে গুণসমূহ জীবে নিত্য, চৈতন্যকণ হইলেও জীব আনন্ত্যধর্মের উপযোগী। অণুচৈতন্যত্ব-প্রযুক্ত জীব ঈশ্বরাংশ। চিন্তামণি যেরূপ হেমভার প্রসব করিয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অনন্ত জীবকে উপসর্জন করিয়াও ব্রহ্ম সর্বদা অবিকৃত, সুতরাং জীব ব্রহ্ম-হইতে নিত্য ভিন্ন। ব্রহ্মের তটস্থশক্তি-নিঃসৃত জীব শক্তিমান্ হইতে অভেদ সুতরাং ঈশ্বরে জীবে অচিন্ত্যাভেদাভেদ। এই ভেদাভেদও কিন্তু নিত্য ভেদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মাংশ জীব ভগবদ্-বৈমুখ্যে মায়া-নিগৃহীত, সৎসঙ্গে ভগবৎসাম্মুখ্য হইলে বিশ্বমায়া নিবৃত্ত হয়, অবিরত অনুবৃত্তি দ্বারা ভগবৎস্বরূপাবরক অবিদ্যা নাশ হইলে তৎসাক্ষাৎকার হয়, কৃপাই এ বিষয়ে একমাত্র নিদান। শাস্ত্রের অভেদপ্রতীতিজনক বাক্য সমূহ ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি ব্রহ্মাধীনস্থিতি ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ব্রহ্মব্যাপ্যতারই বোধক, কিন্তু অভেদ-বোধক আদৌ নহে। কোনও স্থলে স্থান ও গতির ঐক্যে ঐক্য, কোথায় বা শক্তিশক্তিমানের অভেদবিচারে তাদৃশ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। ভেদাভেদবাদ-স্বীকারে দুপক্ষ ব্রহ্ম হইলে বৈরাগ্যের নিদ্ধারণতা, মিথ্যা হইলে বেদবিরুদ্ধতা প্রভৃতি দোষ আসে বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার্য্য।

(২) **বেদান্ত-স্যমন্তক**:—শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত এই গ্রন্থটি মণিবৎ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কিন্তু স্বগুণ-গরিমায় হৃদয়গ্রাহী। ইহা শ্রীগোবিন্দভাষ্যে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু এবং তদ্রহস্য-জিজ্ঞাসুদের উপকারার্থেই শ্রীপাদ রচনা করিয়াছেন। ইহা অতি সত্য কথা যে এই পুস্তক বেদান্তসিদ্ধান্তরত্নরাজিমধ্যে স্যমন্তকবৎ বিরাজমান হইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের গৌরবদায়ক হইয়াছে। ইহাতে ছয়টি কিরণ (অধ্যায়) আছে। **প্রথম** কিরণে—প্রমাণবিনা প্রমেয়সিদ্ধি হয় না বলিয়া তজ্জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই আট প্রকার প্রমাণসমূহের উল্লেখ করত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দপ্রমাণ স্বীকারপূর্বক অন্যান্য প্রমাণবৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরও ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারিতাদর্শনে শাব্দপ্রমাণেরই তত্ত্বনির্ণায়কত্ব নিরূপিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়** কিরণে—(সর্বেশ্বরতত্ত্ব)—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্মভেদে পঞ্চবিধ প্রমেয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণ, শ্রীহরির পারতম্যস্থাপন, বিরুদ্ধমত-নিরসন, শক্তিতত্ত্ববিচার, ব্রহ্মধর্মগুণসমূহ ভেদবৎ প্রতীত হইলেও তাহারা পরম সত্যই—অভেদেই ভেদভাণ হয় মাত্র—ইহাই 'বিশেষ' শব্দবাচ্য। নির্বিশেষবাদ নিরসন, সেই **পুরুষোত্তম হরির** চতুর্ভুজত্বাদি, লক্ষ্মীতত্ত্ববিচার ও শ্রীরাধার স্বয়ংলক্ষ্মীত্বস্থাপন। **তৃতীয়ে**—(জীবতত্ত্ব) জীব অণুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট, (অস্মদর্থ), দেহাদিবিলক্ষণ, ষড়্‌ভাব-বিকারশূন্য, ভগবদ্দাস, শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে হরিভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইতে পারে। ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠেয়। ঈশ্বর ও জীবের ভেদ যে নিত্যসিদ্ধ—এ বিষয়ে বিচার। **চতুর্থে**—(প্রকৃতিতত্ত্ব) সত্ত্বাদিগুণত্রয়ময়ী নিত্যা প্রকৃতি, গুণত্রয়ের সাম্যে প্রলয় ও বৈষম্যে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহত্তত্ত্ব (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক), তৎপরে অহঙ্কার, তাহাও সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ এবং মন উৎপন্ন হয়, রাজস অহঙ্কার হইতে দশটি বাহেন্দ্রিয় এবং তামস হইতে তন্মাত্রদ্বারা আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রত্যেকেই পাঁচটি—ইহাদের বিভিন্ন দেবতা ও কর্ম—পঞ্চীকরণ-ব্যাপার—পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসমূহ জন্মে। মতান্তর—চতুর্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপণ। **পঞ্চমে**—(কালতত্ত্ব) কাল গুণত্রয়শূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ। ভূতভবিষ্যদাদি ব্যবহারের ও সৃষ্টিপ্রলয়ের কারণ কাল সদাই পরিবর্ত্তমান—এই কাল নিত্য ও বিভু হইলেও ভগবদ্ধামে কালের প্রভাব নাই। **ষষ্ঠে**—(কর্মনিরূপণ) কর্ম অনাদিসিদ্ধ, শুভ ও অশুভভেদে দুইপ্রকার কর্ম। কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদেও ত্রিবিধ কর্ম—জ্ঞানোদয় সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ ও বিশ্লেষণ হয়। ঐ জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিপ্রকার। শাস্ত্রজ্ঞানই পরোক্ষ এবং ভক্তিই অপরোক্ষ। ঈশ্বরাদিতত্ত্ব-পঞ্চাত্মক-বিবেকী ব্যক্তি অধিকারী, ভক্তি অভিধেয় এবং শ্রীহরিপাদলাভই প্রয়োজন।

অন্ত্যশ্লোক-ব্যাখ্যায় কেহ কেহ 'রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা' এই চরণ দেখিয়া এই গ্রন্থ **শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের** গুরু শ্রীরাধাদামোদরের নামে আরোপিত মনে করিয়াছেন ; কিন্তু তৎপূর্বশ্লোক "নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে" **শ্রীমদ্বলদেবের নামেই** প্রথিত সিদ্ধান্তদর্পণ, সাহিত্য-কৌমুদী ও প্রমেয়রত্নাবলীতে ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'নাম বিভ্রতা'—শব্দে **'নামগ্রাহক'** ধরিলে এবং রাধাদামোদর নামক বিপ্রকে প্রযোজক কর্ত্তা এবং 'ময়া' অর্থাৎ বলদেবকে প্রযোজ্য কর্ত্তা ধরিলে আর সংশয় থাকে না।

(৩) **প্রমেয়রত্নাবলী**—শ্রীমদ্বলদেব রচিত এই প্রকরণ-গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্যরূপে সংস্থাপনপূর্বক তদীয়মতে নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। একএকটী অধ্যায়ে একএকটি প্রমেয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। **প্রথম প্রমেয়**—(শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব) শ্রীকৃষ্ণেই পারতম্য, যেহেতু তিনিই সর্বহেতু, বিভুচৈতন্য, সর্বজ্ঞ, আনন্দী, প্রভু, সুহৃৎ, জ্ঞানদ, মোক্ষপ্রদ ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ভগবানে বিভুত্বাদি ধর্মরূপ ভেদভাণ 'বিশেষ'-বশতঃই হয়। ভগবান্ নিত্য লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিত হন—পরা শক্তিই লক্ষ্মী, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা ও তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা, পরাশক্তিই বিষ্ণুর অভিন্না এবং হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিনরূপে বিরাজিতা ; বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতারসমূহে তুল্য পূর্ত্তি থাকিলেও গুণপ্রকটনের তারতম্যানুসারে অংশাংশিভাব স্বীকৃত হয়। শ্রীধামের নিত্যত্ব, স্বরূপ, পার্ষদ ও ধামের অনন্ততাবশতঃ লীলাও নিত্য। **দ্বিতীয়**—প্রমেয় (শ্রীহরির অখিলাম্নায়বেদ্যত্ব) বেদান্ত সাক্ষাৎ এবং তদন্য বেদসমূহ পরম্পরারূপে শ্রীহরির গান করে—কুত্রচিৎ যে তাঁহার বেদাবাচ্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহাতে সম্যক্ জ্ঞানাভাবই দ্যোতনা করে, সর্বথা অবাচ্য হইলে তাঁহাকে জানিবার উদ্দেশ্যে বেদাধ্যয়নারম্ভই নিরর্থক। এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও 'ভক্তি'পদবাচ্য—জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে বিষয় ও নির্বিষয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিহার করত ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে, অনুশীলন করে, অতএব শ্রীহরিই অখিলবেদবেদ্য। **তৃতীয়ে**—(বিশ্বসত্যত্ব) এই বিশ্ব—সত্য কিন্তু নশ্বর—যেস্থলে অসত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তৎস্থলে বৈরাগ্য-উৎপাদনই উদ্দেশ্য। সৃষ্টির পূর্বে অসদুক্তি কিন্তু বনে লীন পক্ষিবৎ তাহার সূক্ষ্মভাবে অস্তিত্বেরই দ্যোতনা করে। **চতুর্থে**—(ভেদসত্যত্ব) ঈশ্বরে জীবে ভেদ কাল্পনিক নহে, বাস্তবই ; মুণ্ডকোপনিষদের (৩।১।৩) 'পরমসাম্য', কঠ উপ (৪।১।১৪) 'তাদৃগেব' এবং গীতা (১৪।২) 'মম সাধর্ম্য' এই সকল বাক্যে মোক্ষেও ভেদোক্তি-বশতঃ ভেদই তাত্ত্বিক। চিজ্জড়াত্মক প্রপঞ্চ ব্রহ্মাধীন বলিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়ের 'প্রাণ' শব্দে উপচারবৎ ঐ প্রপঞ্চেও কখনও (সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যে) ব্রহ্মশব্দে ব্রহ্মরূপ বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে জগতে ব্রহ্মই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান কোনও জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মশূন্য হইতে পারে না—এইজন্যই জগতেও ব্রহ্মশব্দের আরোপ করা হয়। **প্রতিবিম্ববাদে** প্রপঞ্চাত্মক বিশ্বে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই যদি ধরা যায়—তবে ব্রহ্মে বিভুত্ব ও নির্বিশেষত্বের হানি হয়, যেহেতু কোনও সীমাবদ্ধ ও রূপবান্ বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে। **পরিচ্ছেদবাদেও** অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ অসম্ভাব্য, পরিচ্ছেদ বাস্তব হইলে টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ ব্রহ্মেরও বিকারিত্ব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই দুই মতই অগ্রাহ্য। অদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কি অভেদ? ভেদ-স্বীকারে দ্বৈতাপত্তি, আর অভেদ-স্বীকারেও 'অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সিদ্ধসাধনতাদোষ ঘটে*। আবার নির্গুণব্রহ্মে রূপাদির অভাবহেতু উহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অগোচর, শব্দ-প্রমাণও হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতেও প্রবৃত্তিনিমিত্ত জাতি-গুণ-ক্রিয়া-নামাদির আবশ্যকতা আছে ; ভাগলক্ষণাও হইতে পারে না, যেহেতু অভিধাবৃত্তির অগম্য বস্তুতে—ব্রহ্মে লক্ষণার প্রবৃত্তিই হয় না ; সুতরাং অদ্বৈতবাদ সর্বদাই অগ্রাহ্য। **পঞ্চমে**—(ভগবদ্দাসত্ব) জীব ভগবদ্দাসই, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতারাও শ্রীহরির আরাধনা করে, সুতরাং ভগবৎকৈঙ্কর্য্যই জীবের স্বরূপ। **ষষ্ঠে**—(জীবতারতম্য) অণুচৈতন্য, সীমাবদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, কর্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা হিসাবে সকল জীব সমান হইলেও কিন্তু কর্মতারতম্যে ঐহিক ও ভক্তিতারতম্যে পারত্রিক ফলতারতম্য বশতঃ জীবগণের পার্থক্য-স্বীকার করিতে হয়। **সপ্তমে**—

* যে তত্ত্ব স্বয়ং বা অন্য শ্রুতির অর্থেই সিদ্ধ হইতেছে, তাহারই অন্যথা প্রতিপাদনের চেষ্টাকে 'সিদ্ধসাধনতা' দোষ কহে। এইস্থলে 'ব্রহ্ম সর্বব্যাপক' 'ব্রহ্ম বিভু' ইত্যাদি বাক্যেই যখন অভেদ সিদ্ধ হইতেছে, তখন আবার তৎপ্রতিপাদনে চেষ্টা কেন?

(কৃষ্ণপাদপদ্মলাভই মোক্ষ)—স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণের উপাসনাতেই নিত্যসুখপ্রাপ্তি হইতে পারে। **অষ্টমে**—(অমল কৃষ্ণভজনেই মোক্ষ হয়) নিষ্কামভক্তির যাজনেই মোক্ষলাভ হয়, নবধা ভক্তি—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—সংসেবা ও গুরুসেবার আবশ্যকতা—তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, বৈধী রাগানুগা ভজনে অধিকারী জনই হরিসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। নামাপরাধবর্জ্জন—জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ব্বক একান্তভক্তি হইলেই পুরুষার্থপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। **নবমে**—(প্রমাণত্রয়) তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। ঐতিহ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত ; প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচারিত্ব দেখা যায় বলিয়া শাব্দ প্রমাণই সর্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ। প্রমেয়রত্নাবলীর উপর শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ (সার্বভৌম) কৃতা 'কান্তিমালা' টীকা আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত উক্ত নব প্রমেয়ের অনুগত, কিন্তু প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রমেয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষমূলক তারতম্য আছে, (১) শ্রীমধ্বমতে 'হরি'-শব্দে বৈকুণ্ঠাদিধামের নায়ককে বুঝাইতেছে, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে 'হরি' শব্দে ব্রজেন্দ্রনন্দনই বাচ্য। (৪) মধ্বমতে বিষ্ণু হইতে জীব সর্বথা ভিন্ন, কিন্তু এই মতে ঐ ভেদ বা অভেদ অচিন্ত্য। (৭) মধ্বমতে বিষ্ণুপাদপদ্মলাভ মোক্ষ হইলেও এই মতে প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। (৮) মধ্বমতে ভক্তিই মোক্ষ হেতু, এইমতে কিন্তু ব্রজবধূ-গণ-কল্পিতা রম্যা উপাসনাই মোক্ষরূপ প্রেমের হেতু। (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ—মধ্বমতে প্রমাণরূপে গৃহীত হইলেও এইমতে কিন্তু শব্দ-প্রমাণ বেদ বা তৎস্বরূপ ভাগবত পুরাণই প্রমাণ। এতদ্‌ব্যতীত প্রমেয়চতুষ্টয় যথাযথভাবে মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং' ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষার বচনেও ৪র্থ প্রমেয় ব্যতীত, ১ম, ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রমেয় সোৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বমতের অন্তর্গত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ কেন, তাহার কারণ-নির্দেশ—ভেদ বা অভেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ প্রমাণই অবলম্বন করিতে হয়। (ক) প্রত্যক্ষপ্রমাণে প্রতিযোগী ও অনুযোগির প্রত্যক্ষত্ব প্রয়োজন ; (ভেদের অবধিকে প্রতিযোগী এবং ভেদের আশ্রয়কে অনুযোগী বলে)। 'ঘট পট হইতে ভিন্ন' এই বাক্যে পট প্রতিযোগী এবং ঘট অনুযোগী। ঘটপটের পরস্পর ভেদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঘটপট যে কি বস্তু তাহারও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। দৃশ্য বস্তুতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চলে, কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি অচাক্ষুষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই ; অতএব ঐ স্থলে ভেদজ্ঞানও পরাহত। (খ) ভেদ-জ্ঞানবিষয়ে অনুমানও সম্ভবপর নহে, যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষমূলক ; প্রত্যক্ষেরই যখন ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হইল, তখন অনুমানও যে ঐ বিষয়ে অযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। (৮) শাব্দপ্রমাণেও ভেদজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, যেহেতু শব্দ সামান্যাকারে সঙ্কেতবিশিষ্ট হইয়া সামান্যাকারেই অর্থেরও দ্যোতক হয়। 'মধুর' শব্দের উচ্চারণে দুগ্ধ, সন্দেশাদি যাবতীয় মধুরগুণযুক্ত বস্তুর স্মরণ হইলেও মাধুর্য্যগুণব্যাপ্য বিশেষধর্ম্মযুক্ত গাঢ় মধুর, পাতলা মধুর ইত্যাদি এক একটি বস্তু উপস্থিত হয় না। পদার্থ বহু বলিয়া যেমন কোনও বিশেষ পদার্থে শব্দের সঙ্কেত নাই, তদ্রূপ জীবও বহু বলিয়া কোনও বিশেষ জীবে শাব্দ সঙ্কেত হয় না। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াতেই শব্দের সঙ্কেত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের মত। পক্ষান্তরে ঘট না থাকিলে যেমন ঘটাভাব হয় না, 'আছে জ্ঞান' না হইলে যেমন 'নাই জ্ঞান' হয় না, তদ্রূপ ভেদজ্ঞান না হইলেও অভেদ জ্ঞান হয় না। কাজেই প্রমাণিত হইল যে অভেদ-জ্ঞান সর্বতোভাবে ভেদজ্ঞানেরই অপেক্ষিত। অভেদের উপজীব্য ভেদজ্ঞানে যখন প্রমাণত্রয় নিরস্ত হইল, তখন অভেদ-সম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে সমস্ত পদার্থগত গভীরতম তত্ত্বের প্রকৃত বিচার করিয়া দেখা যায় যে শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব-পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; বস্তুর একটা শক্তি-বিশেষও অনিবার্য্য কারণে স্বীকার করিতে হয়, তখন ঐ শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারিয়া ভেদ এবং ভিন্ন বলিয়া চিন্তনীয় নয় বলিয়া অভেদও প্রতীতির বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব ঐ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহা অচিন্ত্য, সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদাভেদের অনুসরণে শ্রীমহাপ্রভুর ভেদাভেদ আসিল। মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্ষী, অতএব শ্রীমধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও আসিয়াছে।

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামিপাদের—মীমাংসাপত্র

মুখ্যেন সম্প্রদায়িত্বং সম্প্রদায়বিদাং নয়ে।
সম্প্রদায়িগুরোর্দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণতো ভবেৎ ॥ ১ ॥
শিষ্টপরম্পরাচার্য্যোপদিষ্ট-মার্গ এব হি।
সম্প্রদায় ইতি খ্যাতঃ সুধীভিঃ সম্প্রদায়িভিঃ ॥ ২ ॥
শিষ্টত্বং নাম চাম্নায়-প্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃতা।
বেদানাং বিষ্ণুপারম্যাৎ শিষ্টো বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩ ॥
অতৎপরম্পরত্বেন বৈষ্ণবত্বং ন সিদ্ধ্যতি।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি-শাস্ত্র-প্রকোপণাৎ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ শিষ্টানুশিষ্টানাং পরম্পরাং রিরক্ষিষুঃ।
স্বনিঃশ্বসিতবেদোঽপি গৌরো মাধ্বমতং গতঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বজগদ্গুরুঃ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গো লোকশিক্ষয়া।
পুরীশ্বরং গুরুং কৃত্বা স্বীচক্রে সম্প্রদায়কম্ ॥ ৬ ॥
কশ্চিন্মতবিশেষোঽপি নিরস্তস্তত্ত্ববাদিনাম্।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবেন সম্প্রদায়স্য তেন কিম্ ॥ ৭ ॥
সম্প্রদায়ৈকদীক্ষাণাং মিথঃ কিঞ্চিন্মতান্তরাৎ।
শাখাভেদো ভবেন্মাত্রং সম্প্রদায়ো ন ভিদ্যতে ॥ ৮ ॥
রামানন্দী যথা রামানুজীয়ান্তর্গতো ভবেৎ।
নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে চ হরিব্যাসাদয়ো যথা ॥ ৯ ॥
গৌড়ীয়স্তত্ত্ববাদী চ তথা মাধ্বমতং গতৌ।
নহ্যত্র বাধকঃ কশ্চিৎ দৃশ্যতে তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ ১০ ॥
তুষ্যত্বিতি মতেনাপি সম্প্রদায়-বিনিশ্চয়ে।
স্বীকৃতং সাধকত্বেন চেৎ সাধ্যাদি-বিবেচনম্।
তথাপ্যত্যন্তভেদো ন শ্রীগৌরমাধ্বয়োর্মতে ॥ ১১ ॥
মধ্বমতে চ যা মুক্তিঃ সাধ্যত্বেন প্রকীর্ত্তিতা।
বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিরূপা সা ভাষ্যকৃদ্ভিঃ প্রদর্শিতা ॥ ১২ ॥
সাধনং চাপিতং কর্ম্ম-জীবাধিকার-ভেদতঃ।
স্বীকৃতমপি মধ্বেন ভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং বহুস্ততম্ ॥ ১৩ ॥
প্রমাণং ভারতং মাত্রং মধ্বমতে হ্যনৃতং বচঃ।
যত্তেন ত্রিবিধং প্রোক্তং মুখ্যং শব্দপ্রমাণকম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমন্নর্ত্তক-গোপাল-সেবা যেন প্রতিষ্ঠিতা।
ইষ্টত্বেন কথং তস্য নির্ণীতো দ্বারকাপতিঃ ॥ ১৫ ॥
নিশ্চিতো দ্বারকাধীশো যদ্যপি বা ক্ষতিঃ কুতঃ।
যো নন্দ-নন্দনঃ কৃষ্ণঃ স এব দ্বারকাপতিঃ।
স্বরূপয়োর্দ্বয়োরৈক্যং কৃষ্ণত্বমবিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥
লীলাভিমান-ভেদেন পূর্ণতমশ্চ পূর্ণকঃ।
নতু স্বরূপতো ভেদস্তয়োরস্তি কথঞ্চন ॥ ১৭ ॥
ভেদাভেদমতং যচ্চাচিন্ত্যাখ্যং কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ।
শ্রীচৈতন্য-মতাভিজ্ঞৈঃ তচ্চ মধ্বমতেঙ্গিতম্ ॥ ১৮ ॥
জীবানাং ব্রহ্মবৈজাত্যে গুণাংশত্বাদভিন্নতা।
প্রতিযোগিত্বভেদত্বে চিন্মাত্রত্বাত্তদেকতা ॥ ১৯ ॥
তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-হেতুতঃ।
সামানাধিকরণ্যঞ্চ গোস্বামি-মধ্বয়োঃ সমম্ ॥ ২০ ॥
বিচারমাত্রনৈপুণ্যং শক্তি-শক্তিমতোরিহ।
গৌরকৃপোদ্ভবোঽচিন্ত্য-বাদো গোস্বামিভিঃ স্মৃতঃ।
তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে মুখ্যঃ কারণবাদ উচ্যতে ॥ ২১ ॥
পরাখ্য-শক্তিমদ্ ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং ভবেৎ।
উপাদানন্তু তদ্ব্রহ্ম জীবপ্রধান-শক্তিযুক্।
ইতি কারণবাদেঽপি হ্যুভয়োর্মতয়োঃ সমম্ ॥ ২২ ॥
শ্রীগোবিন্দাভিধং ভাষ্যং প্রমাণং যদি মন্যতে।
প্রমেয়রত্নসিদ্ধান্ত-নিষ্কৃষ্টা তৎসমাহৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
বক্তি শ্রীগৌর-সুম্মতিং মধ্বঃ প্রাহেত্যুপক্রমে।
যদি রোপেক্ষ্যতে কৈশ্চিৎ তহর্দ্ধকুক্কুটীনয়ঃ ॥ ২৪ ॥

(৪) **সিদ্ধান্তদর্পণঃ।** শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত এই গ্রন্থখানিও প্রকরণই। ইহাতে সাতটি প্রভা (অধ্যায়) আছে। **প্রথম প্রভায়** বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সাংখ্যবৌদ্ধাদির মত-নিরসন এবং বেদাদির সর্বত্র পূজ্যমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়ে**—শ্রীব্যাসকর্তৃক প্রকটিত ইতিহাস পুরাণাদিরও অপৌরুষেয়তা স্থাপিত হইয়াছে। **তৃতীয় হইতে সপ্তম** প্রভায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধে অন্যান্য পুরাণে বা তার্কিকগণের যত প্রকার দুরুক্তি আছে—তাহাদের উট্টঙ্কন পূর্বক সরলভাষায় সূত্রাকারে খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্বপ্রমাণচূড়ামণিত্ব ও শ্রীহরিপারতম্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহার টীকাকার শ্রীমন্নন্দ মিশ্র মহাশয়ও স্বগুরু শ্রীবলদেবের অভিপ্রেত সংক্ষিপ্ত বস্তুটির সম্যক্ প্রকারে বিস্তারিত করিয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট—তামিল গ্রন্থে গোপী আনুগত্য

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের **জন্য** এস্থলে তামিল ভাষায় লিখিত সুপ্রাচীন "**শ্রীদ্রবিড়াম্নায়**" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া **হইল**। এতদ্বিষয়ে এই গ্রন্থে ৯৫ পৃঃ কেবল সূচনামাত্র দেওয়া হইয়াছে। 'বেন্‌বা', 'তাণ্ডক'ম্' প্রভৃতি তামিল ছন্দে

চারি হাজার গাথাত্মক 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে বার জন আল্‌বার্ বা দিব্যসূরি-রচিত প্রবন্ধ আছে। ঐ গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত—'মুদল-আয়িরম্' নামক প্রথম সহস্রে বিভিন্ন রচয়িতাগণের ৯৪৭ গাথা, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৪, তৃতীয়-খণ্ডে ৫৯৩ এবং চতুর্থ-খণ্ডে ১১০২ গাথা আছে। এই দিব্যপ্রবন্ধে প্রবন্ধ-সমূহ কালানুক্রমিক সজ্জিত নহে; শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্যকৃত 'প্রবন্ধসার' গ্রন্থে আল্‌বার্‌গণের ক্রম আছে। দ্বাদশ আল্‌বারের মধ্যে নম্মাল্‌বার্ বা শ্রীশঠকোপই সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীশঠকোপ-রচিত 'তিরু-বিরুত্তম্' (শ্রীবৃত্ত), তিরুব্-আশিরিয়ম্' (ছন্দঃবিশেষ), 'পেরিয় তিরুব্‌অন্দাদি' ও 'তিরু বায়্-মোড়ি' (সত্যবাণী) নামক তামিল চতুঃসহস্র দিব্যপ্রবন্ধের অন্তর্গত চারিটি প্রবন্ধ ক্রমশঃ ঋক্, যজুঃ, অথর্ব ও সামবেদের অর্থ অবলম্বনে রচিত বলিয়া অনন্তাচার্য্যকৃত 'প্রপন্নামৃতে' (১০৪।৩৮-৪৫) উক্ত হইয়াছে। 'তিরুবায়্‌মোড়ি' বা সহস্রগীতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রপন্নামৃতে ১০৭তম অধ্যায়ে শ্রীদ্রবিড়াম্নায়ের প্রাকট্যকথাও আছে। উহার ৭৩।৪-১৩, ১৬-২১ প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত আছে যে শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক দ্রাবিড় বেদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'দ্রবিড়বেদ-প্রমাণং' গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণ, আগমপ্রভৃতি হইতে উহার মহিমা সংগৃহীত হইয়াছে—বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে 'দ্রাবিড়াম্নায়-প্রমাণ-সংগ্রহ' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। আধুনিক গবেষকগণ শঠকোপের আবির্ভাব-কাল নিয়া বিবিধ বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করিলেও* কিন্তু শ্রীবৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বলেন যে তিনি ৩১০২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়া ৩৫ বৎসর প্রকট ছিলেন এবং মধুরকবির পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত চারিটি প্রবন্ধ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীশঠকোপ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও 'স্তোত্ররত্নে' ব্রাহ্মণকুলভূষণ শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়াছেন। এই সম্প্রদায় গ্রন্থবিষয়ে মহাধনী। শঠকোপ প্রথমপ্রবন্ধে সংসারে দুঃসহত্ব, দ্বিতীয়ে শ্রীহরির স্বরূপাদি, তৃতীয়ে ভগবৎসাক্ষাৎকারের পরে তাঁহাকে প্রাপ্তি করিবার তীব্র আশা ও চতুর্থে পরম পুরুষার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্‌বিষয়ে শ্রীবেদান্ত-দেশিকের 'তাৎপর্য্যরত্নাবলীর' উপসংহারের ষষ্ঠ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামিকৃত 'শ্রীভগবদ্‌বিষয়'-নামক ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত দ্রষ্টব্য। 'শ্রীদ্রবিড়বেদসঙ্গতির' অষ্টম শ্লোকে শঠকোপ-সম্বন্ধে এই শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে—

> "পুংস্ত্বং নিয়ম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে স্ত্রীপ্রায়ভাব-কথনাজ্জগতোখিলস্য।
> পুংসাঞ্চ রঞ্জকবপুর্গুণবত্তয়াপি শৌরঃ শঠারিযমিনোহজনি কামিনীত্বম্॥"

তাৎপর্য্য এই যে—অখিল জগতেরই প্রকৃতিপ্রায় ভাব শাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুই পুরুষোত্তম—আর নিখিল বিশ্ব তাঁহার প্রকৃতি। এই ভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে শ্রীবিষ্ণুর রূপ ও গুণরাশি নারীগণের ন্যায় পুরুষরূপধারী জীব-প্রকৃতিগণেরও মনকে অনুরক্ত করে। এইজন্য শঠকোপ নিজেও কামিনীভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের ৬২ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে শঠকোপ শ্রীবিষ্ণুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সারস, শারিকা, রাজহংস, কোকিল, শুক, টিট্টিভ ও ভ্রমর প্রভৃতি নিকটস্থ পক্ষিকেই 'তিরুবণ্ডুর'-নামক দিব্যদেশস্থ শ্রীহরির নিকট দূতরূপে প্রেরণ করত তাঁহার বিরহব্যথার শান্তি করিতেন। শঠকোপ যে **গোপীআনুগত্য** পাইয়াছিলেন, তাহা বেদান্তদেশিকাচার্য্য-রচিত 'তাৎপর্য্যরত্নাবলীর' ২৬ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়। সহস্র গীতির ৫।৩।৩ গাথার পদ্যানুবাদে শ্রীকল্কিনৃসিংহাচার্য্যও বলিয়াছেন যে শঠকোপ শ্রী (নীলাশক্তির বা রাধার) নাথের চরণে বিনাশুল্কে বিক্রীত হইয়াছেন। তামিল ভাষায় শ্রীরাধাকে শ্রীনীলাই বলা হয়। গোপীর কিঙ্করীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠকোপের বক্রোক্তি—(১।৫।১), ঐভাবে শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ (৬।৪।২) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। শ্রীশঠকোপ মধুরভাবে পারকীয়রসাশ্রিতই ছিলেন—তিরুবায়্-মোড়ির বহুস্থলে (৬।২।২, ১০।৩।৬,) তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ এই দ্রবিড়াম্নায়ে গোপীপ্রীতির উৎকর্ষময়ী কথা শুনিয়া স্বতঃই মনে হয় যে সুপ্রাচীন কাল (আধুনিক গবেষকদের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা নবম এবং শ্রীবৈষ্ণবমতে ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব) হইতেই গোপীভাবে ভজন-প্রথা বীজাকারে ছিল এবং শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই ত্রিকাল্যসত্য শ্রীপ্রভু ঐ আল্‌বার্‌গণের হৃদয়েও ভাবরূপে উদিত হইয়াছিলেন। (গৌড়ীয় ২২।১০০—১১৯ পৃষ্ঠার ছায়া।)

---

* History of Sri Vaisnavas p 22, and Early History of Vaisnavism in South India p. 84.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭-১৫০০)—২। কাব্যশাখা

১। দূতকাব্য—হংসদূত

মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূত নামক খণ্ডকাব্যের পরে এদেশে অনেক সংস্কৃত কবি বিরহকাব্য রচনা করিয়াছেন *। **শ্রীপাদ শ্রীরূপ-প্রণীত হংসদূত**ও এই ধরণের খণ্ডকাব্য। প্রায় সমস্ত দূতকাব্যই মেঘদূতের ন্যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত হইলেও কিন্তু এই গ্রন্থ শিখরিণী ছন্দে রচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৪২টি সুমধুর পদ্য আছে। যদিও এই কাব্য (এবং উদ্ধব-সন্দেশ) শ্রীপাদকর্তৃক শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্বেই রচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহাতে শব্দার্থালঙ্কার-প্রাচুর্য্য, পদ-লালিত্য, মাধুর্য্য-গুণগরিমা মহাগম্ভীর রসভাববত্তা-নিবন্ধন ইহা কাব্যের সকল গুণে ভূষিত হইয়াছে, স্বয়ং গ্রন্থকারও এ বিষয়ে উপসংহার শ্লোকে দৈন্য,বিনয়-সহকারে ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'বিপ্রলম্ভব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না'—এই ন্যায়ের অনুসরণে শ্রীপাদ এই গ্রন্থে অপ্রাকৃত সুদূর প্রবাসের বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার বর্ণনায় অপূর্ব রস-পারিপাট্য দেখাইয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু আজন্মই জড়-রসবিমুখ ও অনুক্ষণ ভক্তিরসশাস্ত্রের অনুশীলনকারী ভজনানন্দী ভাগবত প্রধান ছিলেন—তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যতঃ কৃপা-প্রাপ্তির পূর্বেও এই গ্রন্থে অধিরূঢ় মহা-ভাবময়ী শ্রীরাধার সর্বোত্তমা দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা দশার সংসূচনেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ মহাজন ব্যতীত এইরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের গূঢ় রহস্য প্রকটন অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীহংসদূতের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বন্দনা না থাকায় এবং উপান্ত্য শ্লোকে শ্রীসনাতন প্রভুর পূর্বনাম 'সাকর মল্লিক' উল্লিখিত থাকায় এই গ্রন্থ যে শ্রীগৌরের সহিত মিলনের পূর্বেই রচিত—এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই।

কথাসার—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দেখিয়া ব্যথিতা ললিতার যমুনাবিহারী কোনও হংসকে দূত করিয়া শ্রীমতীর দশা-বিজ্ঞাপন পূর্বক ব্রজপুর হইতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য আবেদন।

গোপীহৃদয়মদন শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অনুরোধে শ্রীনন্দভবন হইতে মথুরা গমন করিলে বিরহিণী শ্রীরাধা এক-দিন অন্তর্দাহ প্রশমন করিবার জন্য যমুনাতটে গমন করিয়া পূর্বপরিচিত কুটীরাদির দর্শনে অধিকতর শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সখীগণ শ্রীমতীর এই দশা দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মপত্রনির্মিত শয্যায় শ্রীমতীকে স্থাপন করত ললিতা যখন শোপানশ্রেণীতে পদার্পণ করিয়াছেন—তখনই দেখিলেন যে একটি শুভ্র হংস আসিতেছে। তিনি ঐ হংসটিকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সভায় দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিতে সংকল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর যে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা তাহাই বর্ণনা করিয়া শ্রীললিতা হংসটিকে সম্বোধনপূর্বক মথুরা গমন করত শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে নিবেদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মথুরাগমন কালে হংসের কোন্ কোন্ লীলাস্থলী দর্শন-স্পর্শন হইবে—তাহারও একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কণ করিয়া ললিতা হংসকে বলিতেছেন—কঠিনমতি দানপতি (অক্রূর) যে যে পথ দিয়া সেই কিশোরশেখর পশুপযুবতী-জীবিতপতিকে লইয়া গিয়াছে, সেই সকল জগৎপ্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া হংসবরকে মথুরায় যাইতে হইবে, (১২-১৪), ক্রমে ক্রমে

---

* পদাঙ্কদূত (শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম), কাকদূত, পাদপদূত, মনোদূত (বিষ্ণুদাস কবি), পবনদূত (ধোয়ী কবি) পবন-দূত কাব্য (বাদিচন্দ্র), উদ্ধবদূত (মাধবকবীন্দ্র) ও কোকিলদূত প্রভৃতি। কখনও কখনও এই দূতকাব্যকে 'সন্দেশকাব্য'ও বলা হয়, যথা—কোকিল-সন্দেশ, চকোরসন্দেশ, মেঘসন্দেশ, হংসসন্দেশ (বেদান্তাচার্য্য), কোকসন্দেশ (বিষ্ণুত্রাতা) এবং উদ্ধবসন্দেশ প্রভৃতি।

চীরঘাটের কদম্ব-বৃক্ষবর (১৬), রাসস্থলী (১৮), বাসন্তীবিরচিত অনঙ্গোৎসব-কলাচতুঃশালা (১৯), গিরিগোবর্দ্ধন (২১-২৩), শ্রীকৃষ্ণস্মরসমরধাটী-পুলকিতা কদম্ববাটী (২৪), অরিষ্টাসুর-মস্তক (২৫), ভাণ্ডীরবট (২৭), ব্রহ্মস্তুতিস্থলী (২৮), কালীয়হ্রদ (২৯-৩০), শ্রীবৃন্দাদেবী (৩১), কেকাধ্বনি-মুখরিত একাদশ বন, তৎপরে বৃন্দাবন (৩২), দেখিয়া মথুরায় প্রবেশ, তত্রত্য শোভা ও ঐশ্বর্য্যবর্ণনা (৩৩-৩৪), প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রবেশে মথুরা-নাগরীদের উল্লাস ও বিহ্বলতা (৩৫-৩৯), মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর (৪১-৪২), উদ্ধব-হস্তে সমর্পিত শুকযুগলের মুখে শ্রীরাধা ও সখীসংবাদ (৪৩-৪৪), কেলিগৃহ (৪৬), অনুকূল অবসরে শ্রীগোপীদের বার্ত্তা-নিবেদন জন্য উপদেশ (৪৭), শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপমাধুরী (৫৩-৬২), শ্রীকৃষ্ণের মনে বৃন্দাবন-স্মারক পিককুহুরুত-শ্রবণ বা গিরিমল্লীপরিমলাদি আঘ্রাণাদির কালই দুঃখিনী গোপীদের বার্ত্তা-নিবেদনের প্রকৃষ্ট কাল (৬৪), অতীত ব্রজ-স্মৃতির উদ্দীপক বস্তুনিচয়ের উট্টঙ্কন—কপিলা ধেনু (৬৬), আম্রতরু-বিজড়িত বাসন্তীলতা (৬৭) ইত্যাদি যাহা যাহা বৃন্দাবন বাসকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা তাহাও স্মরণ করাইতে নির্দেশ (৬৭-৬৮), শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীদের দুরবস্থা দূরে থাকুক, লতাশ্রেণীও বিষময়ী হইয়াছে (৭০), সর্বত্র অশুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, চত্বর-সমূহ তৃণপুঞ্জপূর্ণ এবং সমগ্র ব্রজমণ্ডল শূন্য হইয়াছে (৬৯), শ্রীরাধার সঙ্গসুখের আশায় যাহার সমগ্র যামিনী অন্ধকার বৃক্ষতলে অতিবাহিত হইয়াছে—(৭১) সে যে কি প্রকারে কৃপণ 'রাধা' নামটিও বিস্মৃত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য বিষয় ! (৭৩), শ্রীরাধার দুর্ভাগ্যাবধি বর্ণনা (৭৪), শ্রীরাধার নয়ন-জলে নদী-সৃষ্টি (৭৬), তাঁহার প্রেমানলে দেহসন্তাপ (৭৭), নিজদোষে তাঁহার এই বিরহ-ব্যাকুলতা-স্বীকার (৭৮) ইত্যাদি বিষয়-বর্ণনা। তৎপরে ত্রিবক্রার সৌভাগ্য-সূচনা (৭৯) পূর্বক শ্রীরাধার অবস্থাদর্শনে গুরুগণের বিবিধ বিতর্ক (৮০), শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার ব্যগ্রতা, ভাবী অকুশল চিন্তা (৮১), শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-কামনায় হরগৌরীর আরাধনা (৮২-৮৩) দুঃসাধ্য বিরহবাধা (৮৪-৮৭), শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নাম-সংকীর্ত্তনে শ্রীমতীর বিলাপ (৮৮), দশমী দশা (৮৯), উদ্ধবপ্রেরণে বিরহ ব্যাধির কোটিগুণে বর্দ্ধন (৯১), রাজকার্য্যে ব্যস্ত মন্ত্রী উদ্ধব বা যমের ভগিনী যমুনা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-নিবেদনে অসমর্থ জানিয়া হংসবরকে প্রেরণ (৯২) অন্তর্নিগূঢ় সন্তাপে বিরহিণী শ্রীরাধা (৯৩-১০৮), তৎপরে যুগলকিশোরের পুনর্মিলন-দর্শনাশায় উৎকণ্ঠাদ্যোতক বহু বিষয়-সন্নিবেশ (১১০-১১৭) বনবালা, মকরকুণ্ডল, কৌস্তুভ ও শঙ্খ প্রভৃতিকে সম্বোধনপূর্বক তাহাদের ভাগ্য-প্রশংসা-সহকারে তাহাদের সহানুভূতির আকর্ষণ (১১৮-১২৬) মৎস্যকমঠাদি-লীলাক্রমানুসারে দশাবতার-বর্ণনচ্ছলে ব্রজদেবীদের প্রণয়ক্রোধ-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (১২৮-১৩৭)। এই দশশ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীনন্দনন্দনের সর্বাবতারিত্ব, সর্বাশ্রয়ত্ব ও শ্লেষক্রমে প্রণয়-ক্রোধাদির ব্যঞ্জনাদ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-রহস্যই সুব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময় লীলাবিষয়ক শ্লোকমালায় গ্রথিত এই প্রবন্ধ অখিল-ভুবনবন্ধু ও নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিবিড় ও রসাল আনন্দতরঙ্গ বিস্তার করুক—এই প্রার্থনাতেই গ্রন্থোপসংহার।

ইহার দুইটি টীকা আছে বলিয়া জানা যায়। (১) শ্রীগোপাল-চক্রবর্ত্তি-কৃতা টীকা। (২) মধুমিশ্ররচিতা টীকা (Madras Oriental Mss. Library catalogue, Vol. IV. Part 1. 2991)।

২। উদ্ধবসন্দেশ

হংসদূতে শ্রীরাধার প্রধানা সখী ললিতা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে মথুরায় যমুনা-জলবিহারী হংসবর দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছে, এই উদ্ধবসন্দেশে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূত করিয়া বিরহবিধুরা গোপাঙ্গনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৬।৩) "গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈ র্বিমোচয়॥" এই শ্লোকটির অবলম্বনেই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়-বস্তুর সংকলন হইয়াছে। 'সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ' (১০।৩৯।৩৫)-এই বাক্যেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। দন্তবক্র-বধের পরে প্রকটভাবে ব্রজে আগমন বর্ণিত থাকায় বুঝিতে হয় যে তৎপূর্বে ব্রজে তিনি

সান্ত্বনা দিবার জন্য দৌত্য-প্রথা উদ্ভাবন করিয়াছেন। কাহাকে কি ভাবে সন্দেশ (সংবাদ) দিয়া সান্ত্বনা দিতে হইবে, কোন্ পথে কোথায় বা অগ্রে যাইতে হইবে, কিই বা করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয় শ্রীভাগবতে বর্ণিত নাই বলিয়া ভক্তগণের জিজ্ঞাসা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষার নিরসনজন্যই বোধ হয় শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই উদ্ধব-সন্দেশের রচনা করিয়াছেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১৩১টী শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত। মেঘদূতের অনুকরণে এই খণ্ডকাব্যখানি নির্মিত হইলেও এই কবির অপূর্ব কবিত্বে ইহা অভিনবভাবে উৎকর্ষমণ্ডিত হইয়াছে। প্রতি শ্লোকই সুমধুর রসে ও সুগম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার বহু শ্লোকই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কথাসার :—শ্রীগোপাঙ্গনাদের প্রগাঢ় প্রীতির কথা-স্মরণে 'দীর্ঘোৎকণ্ঠা-জটিলহৃদয়' শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিহ্বলতা, (২) অন্তরঙ্গ বান্ধবপ্রধান উদ্ধবকে অভিমত দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ-সঙ্কল্প (৪), অক্রূরের মুখে অহঙ্কারী কংসের বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমনের কারণ-নির্দ্দেশ (৫), শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বসতি, কিন্তু এক্ষণে তিনি ললিতাদি সখীগণের কেবল মৌখিক যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে বিরহবিধুর জীবনভার বহন করিতেছেন (৬), বিরহসর্পদষ্টা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তামন্ত্রধ্বনিদ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে মন্ত্রিচূড়ামণীন্দ্রের প্রতি উপদেশ (৭), গোষ্ঠবনই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম (৮), গোষ্ঠের স্থাবরবৃক্ষগণও শ্রীকৃষ্ণবিরহানলে জর্জরিত (৯), মেরুতুল্য আত্মক্লেশ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশাভাসদর্শন-স্মরণে গোপীদের অধিকতর ব্যথানুভব (১০), সরল, সুন্দর ও সুখময় পথের সন্ধান-প্রদান—নন্দীশ্বর-দর্শন (১১), গোকর্ণাখ্যশিব, যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম (১২), কালীয়হ্রদ (১৪), ব্রহ্মহ্রদ (১৫, ১৬), যজ্ঞস্থান (ভাতরৌল, ১৭), কোটিক (১৮), সট্টিকরায় গরুড়গোবিন্দ (১৯) বহুলাবন (২১) গোকুল (২৫, ২৬), শাল্মলবন (২৭), সাহার (২৮), রহেলা (২৯), সৌম্যাত্রিক (৩৩), গোষ্ঠাঙ্গন-বর্ণনা (৩৩-৩৫), তৎপরে পুরপ্রবেশ-সূচনা—যে যে পথে যে যে লীলাস্থান দর্শন করিতে হইবে, তাহা তাহা উদ্ধবকে জানাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্রত্য, বিভিন্নলীলা-স্মরণে প্রেমবিহ্বলতা; নন্দীশ্বরের সানুদেশে উদ্ধবের রথ উপস্থিত হইলে উদ্ধবকর্ণে গোপীদের পরস্পর বাক্যালাপ-প্রবেশানুমান (৩৬—৪৭), গোপীদের প্রাভাতিক দধিমন্থনকালে স্বগীতিকার শ্রবণে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখস্বপ্ন-সমাপ্তি হইত, তাহার স্মরণ ও বর্ণন (৪৮-৪৯), শ্রীরাধাপ্রেমার প্রৌঢ়ত্ব-বিজ্ঞাপন (৫০-৬৩), গোপীগণের বিরহবর্ণনা, শ্রীরাধার উৎকট বিরহাদি (৬৬-৯০), ব্রজের তরুগণপ্রতি আশীর্বাদ-জ্ঞাপন (৯২), ধেনুগণের কুশলজিজ্ঞাসা (৯৩), বৃদ্ধা মাতৃস্বরূপা ধেনুমণ্ডলীর পদে প্রণতি-জ্ঞাপন (৯৪), শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূস্বরূপে প্রিয়সখাগণকে আলিঙ্গন (৯৫), শ্রীনন্দযশোদাকে প্রণাম (৯৬-৯৮), শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়সচিবরূপে গোপীদের নিকট উদ্ধবকে পরিচয় করিবার জন্য উপদেশ (১০২-১০৭), চন্দ্রাবলী (১০৮), বিশাখা (১০৯), ধন্যা (১১০), শ্যামলা (১১১), পদ্মা (১১২), ললিতা (১১৩), ভদ্রা (১১৪) ও শৈব্যা (১১৫) প্রভৃতি গোপীগণকে সান্ত্বনাদান, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহে কৃশীভূতা সখীবৃন্দপরিবৃতা শ্রীরাধানিকট সন্তর্পণে গমনোপদেশ (১১৬) বৈজয়ন্তীমালা স্পর্শ করাইয়া শ্রীরাধার চৈতন্যসম্পাদনার্থ উপদেশ (১২০), তৎপরে বাচিক উপদেশের বিজ্ঞাপন (১২১-১২৭), গোপীদের প্রেমোল্লাসদর্শনে উদ্ধবের দুর্লভপ্রেমপুরুষার্থলাভ-কথন (১২৯) উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীদের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা হয়, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কেহ জানে না, কেহ বুঝে না। অতিকষ্টে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন-আশায় তাঁহারা কোনও প্রকারে জীবিত আছেন মাত্র—ইহা শ্রীকৃষ্ণ বেশ বুঝিয়াছেন—জন্য মধ্যে মধ্যে দূতপ্রেরণের আবশ্যকতা। 'উদ্ধবসন্দেশে' বিরহবেদনার বিবৃতি আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় আপনার তেজে আপনিই গরীয়ান্। ইহা পাঠকমাত্রকেই ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তোলে।

'উদ্ধবদূত' নামে প্রাচীনতর এক খণ্ডকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উহা শ্রীমাধব কবীন্দ্রভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত—এই কাব্যখানি সরস, সরল ও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ তরল, শ্রীরূপপাদের উদ্ধবসন্দেশের ন্যায় প্রসন্নগম্ভীর নহে, শব্দচ্ছটাও তদ্রূপ সমুজ্জ্বল নহে। উহা সাধারণ পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হইলেও কিন্তু শ্রীরূপপাদের উদ্ধবসন্দেশ—অপ্রাকৃত অমৃতরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত গ্রন্থদ্বয়ের টীকা আছে বলিয়া জানা যায় [গৌড়ীয় ২১শ খণ্ড ১০২ পৃঃ]

কাব্যশাখায় শ্রীপাদরঘুনাথ দাস গোস্বামী ৩। মুক্তাচরিত্র

সংক্ষিপ্ত-জীবনী—আনুমানিক ১৪১৬ শকে সপ্তগ্রামের বিশিষ্ট জমিদার 'বৈষ্ণবপ্রায়' শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের পুত্ররূপে শ্রীল রঘুনাথ আবির্ভূত হন। ইঁহার দীক্ষাগুরু—শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য। ইনি বাল্যকালে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপালাভ করেন (চৈ, চ, অ, ৩)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রামকেলি হইয়া কানাইর নাটশালা হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্তিপুরে আসেন—তখন শ্রীপ্রভুর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার হয়, তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরচরণে আত্মনিবেদন করেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তি করেন—ইঁহার বারংবার পলায়নচেষ্টা—১১ জন প্রহরীর ব্যবস্থা, রঘুনাথের দৈন্য, আর্ত্তি ও প্রভুসঙ্গে বাসজন্য প্রার্থনা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্বাস দান—যুক্তবৈরাগ্য-গ্রহণে মর্কটবৈরাগ্য-ত্যাগের উপদেশ, রঘুনাথের গৃহে আগমন ও প্রভুর শিক্ষানুযায়ী আচরণে পিতা-মাতার সুখ ইত্যাদি বর্ণনা (চৈ. চ. ম ১৬); রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠার প্রতি মুলুকপতির কোপশান্তি, পানিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন, চিঁড়াদধিমহোৎসব-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দকৃপালাভ, গৃহত্যাগ, পুরীতে আগমন, প্রভুসহ মিলন, স্বরূপের হস্তে সমর্পণ প্রভুর কৃপা—সিংহদ্বারে ভিক্ষা—পিতৃপ্রেরিত অর্থে প্রভুর ভিক্ষানিমন্ত্রণ ও তাহা বন্ধ—সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছাড়িয়া ছত্রে ভিক্ষা—প্রভুদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলার সেবা—রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্য ও সাধনা ইত্যাদি (ঐ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)। স্বরূপের আনুগত্য ও স্বরূপের অন্তর্ধানে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপসনাতনসহ মিলন (ঐ আদি ১০) শ্রীরঘুনাথের সাধনরীতি (ঐ আ ১০।৯৭-১০৩) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল, অন্যকথন। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষনাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গনদান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মুক্তাচরিত্র (গদ্য কাব্য), দানকেলিচিন্তামণি (ভাণ ?) এবং স্তবাবলী রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে যে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী মহাবিপ্রলম্ভ-রসপ্রধান 'ললিত-মাধব' নাটকের প্রণয়নান্তে শ্রীপাদ রঘুনাথকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিরহসাগরে নিমজ্জিত হইয়া উন্মত্তবৎ কখনও বা ঐ গ্রন্থরত্ন বুকে ধরিয়া অশ্রুধারায় ধরাতলে অভিষিক্ত করিতে, কখনও বা 'হা রাধে! প্রাণেশ্বরি !!' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া অচেষ্টভাবে শায়িত থাকিতেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ দাসগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীমতীর নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিলেও ক্ষণকালের বিরহেই অতিশয় কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। তদুপরি নিত্যবিরহসূচক ললিতমাধবের ঘটনা-পারম্পর্য্যে মহাবিরহসাগরে নিপাতিত শ্রীদাসগোস্বামির প্রাণরক্ষাও দুর্বিষহ হইয়াছিল। শ্রীলরূপগোস্বামী রঘুনাথের এতাদৃশী ভাব-বিহ্বলতা ও প্রেমোন্মাদনার কথা শুনিয়া হাস-পরিহাসময় নিত্যসম্ভোগরসবহুল 'দানকেলিকৌমুদী' নামক এক ভাণিকা প্রস্তুত করিয়া শ্রীদাসগোস্বামীকে পাঠাইয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। শ্রীদাসগোস্বামীও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিলেন এবং তৎপরে স্বয়ংও মুক্তাচরিত্র ও দানকেলিচিন্তামণি নামক অতুলনীয় সম্ভোগরসমাধুর্য্যপরিপূরিত গ্রন্থরত্নদ্বয় প্রণয়ন করেন।

এই গ্রন্থের প্রথম বক্তা—শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বক্ত্রী পৌর্ণমাসী-শিষ্যা সমঞ্জসা। প্রথমা শ্রোত্রী—সত্যভামা এবং দ্বিতীয়া শ্রোত্রী—মহিষী লক্ষ্মণা। পরমবৈরাগ্যবান্ শ্রীমদ্দাসগোস্বামির লেখনী-প্রসূত এই অপ্রাকৃত কাব্য-আস্বাদনের অধিকারী—বিরলপ্রচার। রসজ্ঞভক্তগণই এই হরিচরিতামৃতলহরীর আস্বাদ পাইবেন—একথা মুখবন্ধে স্বয়ং গ্রন্থ-কারই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীজীবের আজ্ঞাসুধায় এবং শ্রীপাদ শ্রীরূপের সবিশেষ উপদেশেই এই গ্রন্থপ্রণয়নের প্রচেষ্টা হইয়াছে (উপসংহারে ২য় শ্লোক)।

মুক্তাচরিতের সারসঙ্কলন :—শ্রীসত্যভামাদেবী মুক্তাফলের লতা কোন্ ধন্যদেশে জন্মায় জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বব্রজলীলা স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন—দীপমালা-মহোৎসবে গোপগণ নিজের অঙ্গ এবং গোমহিষাদিকেও বিবিধ ভূষণে সাজাইতেছেন। শ্রীরাধাও সখীগণসহ মাল্যহারীকুণ্ড-তীরে চতুঃশালায় মুক্তাসমূহে বেশভূষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'হংসী ও হরিণী' নামক ধেনুদ্বয়ের নিমিত্ত কয়েকটি মুক্তা প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বীয় জননী হইতে মুক্তা আনিয়া গোকুলের জলাহরণ-ঘাটের নিকট ক্ষেত্রে রোপণ করত চারিদিকে কাঠের বেড়া দিলেন। ক্ষেত্রে সেচনের জন্য ঐ গোপীদের নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়াও তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বগৃহদুগ্ধে মুক্তাক্ষেত্র সিঞ্চন করত চতুর্থদিনে মুক্তালতা অঙ্কুরিত করিলেন। গোপীগণ হিংস্রালতা মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে লতা বিস্তারিত হইয়া কুসুম-সৌরভে দশদিক আমোদিত করিল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ প্রভাবসন্দর্শনে নান্দীমুখীর পরামর্শে বহুক্ষেত্র চাস করাইয়া নিজেদের গৃহে যত মুক্তা ছিল, সবগুলি রোপণ করত নবনীতাদি সেচন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহারা দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র হইতে ভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রালতাই অঙ্কুরিত হইয়াছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের লোভ জন্মাইয়া বয়স্যগণকে ও পশুগণকে, এমন কি বানরগণকেও মুক্তামণ্ডিত করিলেন ; গোপীগণ গৃহে মুক্তাভাব দর্শনে গুরুগণের তর্জনাদি আশঙ্কা করিয়া পরামর্শ করত চন্দ্রমুখী ও কাঞ্চনলতাকে প্রচুরতর স্বর্ণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে মুক্তাক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সুবলকে মধ্যস্থ করিয়া মুক্তাক্রয়বিক্রয়চ্ছলে উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইলে সখীদ্বয় গমনোন্মুখী হইলেন। সুবলের পরামর্শে শ্রীরাধাদি গোপীগণ মুক্তাবাটীর নিকটে আসিলেন। শ্রীরাধা স্বীয় উপস্থিতিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণনিকট প্রকাশ করিতে সুবলকে নিষেধ করত কদম্বকুঞ্জে বসিয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধার অনুপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেও মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে যাঁহারা স্বয়ং আসিয়া মুক্তা না নিবেন, তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ মূল্যে সামান্য সামান্য মুক্তাই নিতে হইবে। ইঙ্গিতক্রমে মুক্তাসম্পুটসমূহ প্রসারিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে একটি ক্ষুদ্রতম মুক্তা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার জন্য বিশাখার হস্তে দিতে অনুমতি পূর্ব্বক সুবলকে বলিলেন 'বিশাখা নগদমূল্য না দিলে মাধবীকুঞ্জে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি তাহাতে প্রহরীর কার্য্য করিবেন এবং যতদিন শ্রীরাধা স্বয়ং আসিয়া হিসাব নিকাস না করেন—ততদিনই বিশাখাকে কারাকক্ষায় থাকিতে হইবে। চিরজাগরণে তাঁহার উদ্‌ঘূর্ণার সম্ভাবনা নাই, কেন না তিনি শ্রীরাধার বামভুজকে উপাধানরূপে গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় বক্ষতল্পে বিরাজিত পীতপট্টবস্ত্রে অরুণ-কর স্থাপন করত মুক্তাপণের জন্য বাগ্‌যুদ্ধ করিতে করিতেই রাত্রি জাগরণ করিবেন। সুবল-কথিত অল্পমূল্যে মুক্তাবিক্রয়ের পরামর্শেও তিনি সম্মত না হওয়ায় গোপীগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বস্ব অভীষ্ট মুক্তা সাজাইতে বলিয়া সুবল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে গোপীগণকে ঋণসূত্রে মুক্তা দান করিলে অচিরেই তাঁহারা **বৃদ্ধিসহ** মূল্য দান করিবেন। যদি গোপীগণ স্বস্বগুরুকুলরূপ মহাপর্বতে প্রবেশ করত মূল্যদানে অস্বীকৃত হয়, তবে সুবলই স্বয়ং অর্জ্জুন কোকিলাদি সহ তথায় গিয়া তাঁহাদের ভর্ত্তাগণের নিকট ইঁহাদের স্বয়ংগ্রহাশ্লেষাদি মূল্যের কথা শুনাইয়া তাহা আদায় করিতে সচেষ্ট হইবে। আদান প্রদান করিতে গেলে মিত্রগণের সহিত বিরোধ হইতে পারে—বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে প্রস্তুত মূল্য দিয়া মুক্তা নিতে হইবে। তাহাতে গোপীগণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিলে সুবল তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া বলিলেন 'প্রথমতঃ মূল্য নির্ণীত হউক, তৎপরে দানোপায় চিন্তা করা হইবে।' প্রথমতঃ **ললিতার** মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে—সমরে পৌরুষক্রমে ললিতা যদি পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণকে একবারও কুণ্ঠিতাস্ত্র করিতে পারেন, তবে ললিতার সমক্ষে তিনি স্ত্রীবৎ থাকিবেন কিম্বা ইঁহারই পৌরুষ গান করিয়া অনুচর হইয়া থাকিবেন—ইহাই মূল্য। সুবল ও মধুমঙ্গল পৌগণ্ড এবং তরুণ বয়সোচিত লীলাবলি স্মরণ করাইলে কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি ললিতার ভ্রূধনু-টঙ্কারকে বড় ভয় করেন। ললিতা সখীগণসহ ক্রোধে গৃহগমনোদ্যত হইলে নান্দীমুখী আসিয়া বলিলেন যে পরিহাসপটু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিহাসরস বিস্তার করত স্বকার্য্য সাধনই যুক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর আজ্ঞাও নিবেদন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন আগ্রহ ছাড়িয়া অল্পমূল্যে

রাধাদিকে মুক্তা ছাড়িয়া দেন। এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে ভগবতীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত ললিতার সহিত যে মূল্য-নির্ণয় হইয়াছে, তাহা হইতে নান্দীমুখী যাহা কমাইতে বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাতেই স্বীকৃত আছেন। নান্দীমুখী তখন অন্যান্য সখীরও মূল্য নির্ণয় করিতে ইঙ্গিত দিলে শ্রীকৃষ্ণ **জ্যেষ্ঠার** মুক্তাপণ স্বরূপে বলিলেন যে রাধা ও অনুরাধার মধ্যে উদীয়মানা জ্যেষ্ঠা তাঁহাদিগের সহিত বা পৃথক্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণমুখচুম্বন করিলেই মূল্য দিলেন। **চম্পকলতার** মূল্য-নিরূপণকালে তিনি বলিলেন যে চম্পকলতা স্থাবর-জাতি হইয়াও বৃহৎফলদ্বয় ধারণপূর্বক লীলাক্রমে সঞ্চরণ করে, অতএব মেঘসদৃশ কৃষ্ণবক্ষে চম্পকমালা হইয়া তাঁহাকে সুবাসিত করিলে কৃষ্ণও নিজ**সিদ্ধি**বলে তাঁহার কণ্ঠে মরকতমালারূপে এবং বক্ষোজযুগলে মহেন্দ্রনীলমণিরূপে নায়ক হইবেন। অম্বিকাবনে অজগরকে বিদ্যাধর-স্বরূপদানে, গোবর্দ্ধন-পর্বত-উত্তোলনে, কালিয়দমনে এবং দাবানল-পানে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধিপ্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও ললিতা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া সেই সিদ্ধির এক্ষণে লোপ করিয়াছে। ললিতা ও সুবল-মধুমঙ্গলের এই সিদ্ধিবিদ্যা এবং হিংস্রালতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। পরম সিদ্ধ হইলেও মুক্তাবিক্রয়রূপ ক্ষুদ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বৈশ্যধর্মরূপে তিনি কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুশীদরূপ বৃত্তিচতুষ্টয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুবল বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ধনবৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যঙ্গে কামকোটিবিজয়ী নবতারুণ্যের, নেত্রাঞ্চলে চঞ্চলকমলনিন্দি ঘূর্ণনের এবং বাক্যে সুধাসরোজ্জ্বল মাধুরীরও বৃদ্ধিলাভ করিতেছেন। ললিতা বলিলেন—'স্বাধ্বীসমূহের অধরামৃতোচ্ছিষ্টেরও বৃদ্ধিলাভ হইতেছে। এইপ্রসঙ্গে শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাদি যে তাঁহাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া মূল বস্তুর পরিশোধ দিয়াছেন, তাহা উক্ত হইলেও কিন্তু রঙ্গণবল্লী ও তুলসী কেবল অঙ্গীকৃত মূল্যও দিতেছে না জানিয়া মধুমঙ্গল তাঁহাদিগকে কৃতঘ্নতাহেতু লোকধর্মভয় দেখাইলে ললিতা বলিলেন যে কৃষ্ণের বাক্যে যদি উৎকট **সিদ্ধি**-ভক্ষণের গন্ধ না থাকিত, তবে পূর্বোক্ত তদীয় বাক্য প্রিয়তরই হইত। রঙ্গণমালা ও তুলসীর মূল্য-বিষয়ে ললিতা ও বিশাখার প্রতি ভারার্পণ পূর্বক নান্দীমুখী বলিলেন যে যদিও ললিতা বিশাখা এই মূল্য নাই দেন তবে অনঙ্গমঞ্জরী-সহোদরাই ঐ মূল্য বৃদ্ধিসহ অবিলম্বে দান করিবেন। তুঙ্গবিদ্যা ইত্যবসরে এক অপূর্ব বার্ত্তা নিবেদন করিলেন—কান্তদর্পাচার্য্যের শিষ্য শ্যামলমিশ্রকর্ত্তৃক গুরুকৃত সূত্রসমূহের সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত ও কৃদবৃত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সখীস্থলী হইতে এক মহাপদ্মা নদী শ্যামল মিশ্রের নিকট বৃত্তিচতুষ্টয় পড়িবার জন্য সন্ধ্যাকালে বন্যাবৃদ্ধি সহকারে সমাগতা হইয়াছিল!! শ্যামল মিশ্রের অভিন্নহৃদয় অলীকরাজ পণ্ডিত প্রথমতঃ 'নর্মপঞ্জিকা' ও 'ক্রয়বিক্রয়-পঞ্জিকা' করিয়া সম্প্রতি 'অলীকপঞ্জিকা' ও 'আদানপ্রদান-পঞ্জিকা' প্রপঞ্চিত করিয়াছে!! তৎপরে তাঁহারই সহপাঠী কুহকভট্ট কর্ত্তৃক এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের টীকা লিখিত হইতেছে। আচার্য্য ও ভট্টের নিরুক্তি ত স্পষ্টই আছে, মিশ্র ও পণ্ডিতের যথার্থ বলিতেছেন—দোষগুণের মিশ্রণ আছে যাহাতে—সেই মিশ্র। দোষ—বৈদগ্ধ্য ও অবৈদগ্ধ্যের বিচার-বিহীন হইয়া সর্বত্র প্রবৃত্তি, আর গুণ—সরলতানিবন্ধন উত্তমাধমাদি বিচার না করিয়া সর্বত্র সমানভাবে প্রবৃত্তি। পণ্ডিত শব্দের 'পণ্ডা' দ্বারা সদসদ্বিচারিকা বুদ্ধিকে বুঝাইলেও ইনি পরবিধির বলবত্তা জানিয়া অসদ্ বিচারকেই সারাৎসার করত পণ্ডিত হইয়াছেন। এইরূপে সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত এবং কৃৎ ও তাহাদের বৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যাত হইল। একসময়ে চতুর্ভুজ-প্রকটনে তিনি টীকাচতুষ্টয় লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন—বস্তুতঃ শাস্ত্রকারী এই ব্যক্তিচতুষ্টয় এক ব্যবসায়ের হেতু 'কুহকভট্ট' নামক এক কুমারেরই কুহকবলে চতুর্বিধ রূপগ্রহণসামর্থ্য আছে। এইরূপ বচনবিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণকে অলীকবিদ্যাসিদ্ধ সপ্রমাণ করিলে তিনি তখন চম্পকলতার কণ্ঠে মণিমালাবৎ বিরাজিত হইয়া স্বসিদ্ধি দেখাইতে গেলেন এবং চম্পকলতা কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-পৃষ্ঠে নিলীন হইলেন।

তৎপরে **চিত্রার** মূল্যনিরূপণকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে চিত্রার বিগ্রহে শৃঙ্গারকর্মদক্ষ বহু সম্ভার বিদ্যমান—তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গ ভূষিত করাই পণ। **তুঙ্গবিদ্যার** পণ হইতেছে যে তিনি গুরুস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে এমন একটি মন্ত্রদীক্ষা দিবেন, যাহাতে তিনি শ্রীরাধার বিবিধ সেবা সাক্ষাৎভাবেই প্রাপ্তি করিতে পারেন। তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাকে 'প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য' স্তবরাজের উপদেশ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরু-তুঙ্গবিদ্যাচরণে দণ্ডবৎ

করিবেন এবং তুঙ্গবিদ্যা তখন স্বাধরামৃতযুক্ত চর্বিত তাম্বূল-প্রদানেও আপ্যায়িত করিলে উত্তম উত্তম মুক্তা দক্ষিণা পাইবেন। বিশাখা তখন শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মার অধরকূপীস্থিত পরম পাবন উচ্ছিষ্টমধু-পানজনিত অপরাধে দোষী বলিয়া দীক্ষাদান-বিষয়ে নান্দীমুখীকে সাবধান করিলেন। এক্ষণে এই অপরাধ-ক্ষালনের জন্য উজ্জ্বলমণি-সংহিতার ব্যবস্থানুসারে ললিতা বিধান দিতেছেন যে অপরাধী জন যদি সভামধ্যে স্বয়ং আসিয়া নিষ্কপটে অপরাধ স্বীকার করত অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধানে শোধন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণও তখন বলিলেন—"গৌরীতীর্থে গৌরীসহচরী চর্চ্চিকা বামস্তনের আঘাত এবং মাধবীচতুঃশালায় চর্বিত তাম্বূল প্রদানে তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মাল্যহরণ-কুণ্ডতটে আবার সেই চর্চ্চিকা আসিয়া তাঁহার গণ্ড চুম্বনপূর্বক মুখে অধরামৃত দান করিয়াছে—এই দুই পাপ হইতে নিষ্কৃতিজন্য তাহার মুখকমলের উচ্ছিষ্ট মধুপানরূপ প্রায়শ্চিত্তই ব্যবস্থাপিত হউক।" এই চর্চ্চিকা দেবীর পরিচয় লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বিশাখাই সেই চর্চ্চিকা। চিত্রা ষড়্গুণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেও ললিতা বলিলেন, 'প্রথমতঃ পাপমোচনকুণ্ডে স্নান করিয়া তিন দিন মানস গঙ্গায় স্নান করিবে, তৎপরে ২১ দিন যাবৎ মল্লী ও ভৃঙ্গী নামিকা পুলিন্দ-কন্যার অধরপঞ্চামৃত পান করিয়া মুখের দোষ অপনয়ন পূর্বক দ্বিষড়্গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' শ্রীরাধা তুলসীর হস্তে এক পত্র সমর্পণ করিয়া সকলকে জানাইলেন যে পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কথা-শ্রবণে তিনি ব্যথিতা হইয়া এই বিধান করিলেন যে রাজপুত্র মহাবিলাসী; ইঁহাকে ঐ মল্লীভৃঙ্গীর চরণাঘাতে অশোকলতার পুষ্প প্রস্ফুটিত করাইয়া তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দের ২৪ গণ্ডূষে বদন প্রক্ষালনপূর্বক স্মিত-কর্পূরে সুবাসিত অধরপঞ্চামৃত ধীরে ধীরে পান করাইয়া পাপমুক্ত করিবে।

ইন্দুলেখার মূল্যনির্ণয়সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমার শ্যামল বক্ষঃআকাশে ইনি নখরাঘাতে স্বমূর্ত্তি স্থাপনা করুন আর আমিও ইঁহার বক্ষোজযুগলে অর্দ্ধচন্দ্ররূপে উদিত হই।' **রঙ্গদেবীর** পণ-নিরূপণে তিনি বলিলেন—'নিকুঞ্জমন্দিরাভ্যন্তরে স্বীয়বক্ষোজরূপ কনককুম্ভদ্বয় আমার বক্ষে এমনভাবে নাচাও, যাহাতে আমি অধরামৃত-প্রসাদদানে তোমাকে আনন্দিত করিতে পারি।' **সুদেবীর** মুক্তামূল্যনির্ণয়ে তিনি বলিলেন—'পাশাখেলায় সুদেবী আমাকে পরাজয় করিলে বাম বক্ষোজে আমার বুকে আঘাত দিয়া অধররস দুইবার পান করুক, আর যদি আমি জয়ী হই, তবে আমার দক্ষিণ করদ্বারা ইঁহার দক্ষিণ বক্ষোজ পীড়ন করাইয়া দুইবার অধরামৃত পান করাইবে।' **অনঙ্গমঞ্জরীর** জন্য বলিলেন—'নির্জন নিকুঞ্জবেদিতে ইঁহার পঞ্চাশ অঙ্গে স্মরপঞ্চরাক্ষরসমূহ স্বহস্তে বিন্যাস করত স্বীয় অঙ্গে তদঙ্গ আলিঙ্গনপূর্বক মন্ত্রদ্বারা ব্যাপক-ন্যাসাদির বিধানে ইঁহাকে এমন সিদ্ধমন্ত্র দীক্ষা দিব যাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইয়া এই মন্ত্রগুরুকে বিলাসরত্নাবলি উপহার দিবেন।'

এই সময়ে মল্লী ও ভৃঙ্গী আসিয়া দুইখানি পত্র তুলসীর হস্তে দিলে ললিতা একখানি পড়িয়া সুবলের হাতে দিলেন। সুবল পত্র পড়িয়া জানাইলেন 'শ্রীরাধা মুক্তাকৃষির জন্য দেয় রাজকর দাবী করিতেছেন, সেই কর তিনি মথুরায় পাঠাইয়া ভাল ভাল মুক্তা আনাইয়া গুরুজনের ওলাহন হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। যদি মুক্তাক্ষেত্রের বহুতর রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়েন, তবে যেন অর্দ্ধেক মুক্তা সত্বর পাঠাইয়া দেন।' কুটীনাটীতে পণ্ডিত এই গোপীরা পররাজ্যকে নিজরাজ্য বলিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক করা পর্যন্তই বৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য হইয়াছে; বৃন্দা আসিয়া রাধাভিষেক-কাহিনী বিবৃত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'শ্রীরাধা বৃন্দাবন পুরন্দর আমারই রাজ্ঞীরূপে আমারই ইঙ্গিতে ভগবতী-কর্তৃক অভিষিক্তা হইয়াছেন!! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আমার বক্ষের চন্দনে তাঁহার তিলক রচনা হইল?' বাদবিবাদ যখন ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল, তখন মল্লী ও ভৃঙ্গী রাজকরের কথা স্মরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থ হইয়া সুবল ও নান্দীমুখী দাঁড়াইলেন। প্রথমতঃ ললিতাকে প্রশ্ন করিলেন—"বৃন্দাবনে শ্রীরাধার রাজ্য কিরূপে হইল?" বৃন্দা বলিলেন যে প্রত্যক্ষই ত দেখা যায় যে শ্রীরাধার সারূপ্য লাভ করিয়া বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরাণ বচনে আছে—'রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মধুমঙ্গল বলিলেন যে পুরাণ-শিরোমণি গোপালতাপনীতে আছে যে ইহা **'কৃষ্ণবনই'**। 'কৃষ্ণবন' শব্দের কর্মধারয় সমাসে 'কৃষ্ণ যে বন' এবং বহুব্রীহি সমাসে 'যেস্থলে

কৃষ্ণবর্ণ বন আছে' এই দুইরূপে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দে অর্থান্তর-প্রতীতি করিলেও কিন্তু 'কৃষ্ণের বন' এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইল দেখিয়া ললিতা 'ষষ্ঠীতৎপুরুষ' শব্দে ষষ্ঠী নামে দেবীর (চন্দ্রাবলীর) পদসেবা করিয়াছে যে পুরুষ, তাহাকেই বুঝাইলেন এবং চন্দ্রাবলীর ষষ্ঠীত্ব-সম্বন্ধেও বিবৃতি দিতেছেন—(১) কংসভৃত্য গোবর্দ্ধন—ভৈরব, (২) তাহার মাতা ভারুণ্ডা—চণ্ডী, (৩) চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালা—চর্চিকা (ঘাঁটুদেবী), (৪) শৈব্যা—কালী, (৫) পদ্মা—শঙ্খিনী এবং (৬) সখীস্থলী-বটবাসিনী চন্দ্রাবলী ষষ্ঠী, যেহেতু বটবনবাসিনীরই ষষ্ঠী হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এই সব বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক্ হইয়া স্বধার্ষ্ট্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলে ললিতা সক্রোধদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এক্ষণে সত্যভামার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন যে শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সখীগণ রাধার অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মধুমঙ্গল বলিলেন যে মৃগনাভি ও তাহার পরিমল যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, তদ্রূপ গান্ধর্বাগিরিধারীও পরস্পর সম্মিলিত আছেন বলিয়া শ্রীরাধার নর্মবাণীও শ্রীকৃষ্ণমানসে সঞ্চারিত হয়। মধুমঙ্গলের এই কথায় ব্রজবিলাসাদি স্মৃতিপটে উদিত হইয়া প্রবল বিরহ-জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণ প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সত্যভামার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন—'যূথেশ্বরী-পরাভবই এক্ষণে প্রয়োজন' এই বলিয়া কুঞ্জাভিমুখে দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া তিনি নান্দীমুখীকে বলিলেন—'ললিতাদি সখীগণের তারুণ্যধন হইতেও শ্রীরাধার ঐ ধন অনেক বেশী, জলকেলির পরে রাধাকুণ্ডতীরে তিনি কখনও ঐ ধন দেখিয়া অবধি লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেন না ধনলুণ্ঠন হইলেই রাজ্যাশা ছাড়িয়া সেনাপতি সহ শ্রীরাধা পলায়ন করিবে।'

এই রসাস্বাদন-বিষয়ে বিবিধ বাকোবাক্য হইতে হইতে অনন্তর কর লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। ললিতা বলিলেন যে শ্যামাক্ষেত্র হইতে ধান্যক্ষেত্রের কর অধিক, তাহা হইতে কার্পাস ক্ষেত্রের, তাহা হইতেও বাস্তুভূমির, আবার তাহা হইতেও অপূর্ব অমূল্য মুক্তাক্ষেত্রের কর পরার্দ্ধগুণ বেশী হইবে। আবার পরিমাণ-দণ্ড বৃন্দা বলিতেছেন—বাস্তুভূমি, ধান্যভূমি, তৃণভূমি, কার্পাসভূমি ও মুক্তাভূমি—ক্রমশঃ অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করত পঞ্চ অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিতে হয়। নান্দীমুখী বলিলেন যে মহাবন হইতে এই বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনেশ্বরীর আশ্রয় লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এই বিধানে মানদণ্ড ধরিলে তিনি কর দিতে অসমর্থ হইবেন। অতএব তাঁহারা মানদণ্ড-ত্যাগ করিয়া নিজের ভাগ গ্রহণ করুন। নান্দীমুখী অর্দ্ধেক ভাগ দিতে বলিলে রঙ্গণমালা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠভাগ পাইতে পারেন। নান্দীমুখী বিশাখা ও ললিতাকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সন্ধ্যাকালে দুইজনকে লইয়া আসিলে তিনি মনোঽভীষ্ট দান করিবেন; যদি অবিশ্বাস হয়, তবে নান্দীমুখীতেই উৎকোচ স্থাপন করিতেও তিনি রাজী হইলেন। উৎকোচের পরিমাণ ও প্রকার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে বৃন্দাবনরাজ কৃষ্ণের বনপালন ত্যাগ করিয়া বৃন্দা রাধার আনুগত্য স্বীকার করাতে প্রথমতঃ তাঁহাকেই উৎকোচ-প্রদানে আয়ত্ত করিবেন, তৎপরে ললিতাকে চুম্বকরত্ন এবং বিশাখাকে বিচিত্র অক্ষমালা দান করিবেন। তৎপরে মধুমঙ্গল সহ হাস্যরস আস্বাদন করত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ক্ষুদ্রগ্রামপতি নিজনিজ গ্রামের সীমার জন্য মধ্যস্থ বরণ করে, রাজাগণ নিজের ভুজবলেই রাজ্যদখল করে। আমার সহিত ইঁহারা যুদ্ধ করুন, যাহার জয় হয় তিনিই রাজ্যভাগী হইবেন।" এই বলিয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে নান্দীমুখী এবং চন্দ্রমুখী বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়পক্ষে যুক্তি দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুঞ্জপ্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া নান্দীমুখী বলিলেন—"শ্রীরাধাই সমর্থা-শিরোমণি, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়; এক্ষণে অলীক বিবাদ ত্যাগ করত অন্যান্য গোপীদের মুক্তামূল্য নির্ণয় করাই উচিত। ভগবতী পৌর্ণমাসী রাজ্যসম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করিবেন।

তৎপরে **চন্দ্রমুখীর** মুক্তামূল্য নিরূপিত হইতেছে—'আগামী কল্য বা পরশ্ব চন্দ্রমুখী নিভৃত স্থানে আসিয়া স্নাত ও পূত আমাকে কান্তদর্পাচার্য্য-কথিত মন্ত্র উপদেশ দিবে।' **কাঞ্চনলতা**-সম্বন্ধে বলিলেন—'মদীয় বক্ষে যদি পরমসুন্দরতারাধিকা (অত্যুত্তমা) ভবৎকণ্ঠ-সমীপবর্ত্তিনী একাবলী, শ্লেষে—পরমসুন্দরী তোমার নিকটবাসিনী রাধিকাকে—একাবলীরূপে মদীয় বক্ষে অর্পণ কর, তবে বিনামূল্যেই মুক্তাবলী পাইবে।' তুলসীর নয়নকটাক্ষে

ও হাস্যের সহিত বাক্যমকরন্দ-পানে আমি বিহ্বল হইলে **রঙ্গণমালিকা** স্নেহবিহ্বলা হইয়া মদীয় বক্ষে নিজ কুচকলিকাদ্বয় স্থাপন করত স্বাধরামৃতদানে আনন্দদান করুক।'

'**গান্ধর্বিকা ও বিশাখার** মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ এই যে ইহারা যখন একাত্মা, তখন উভয়ে আমার পৃষ্ঠরূপ তমালবৃক্ষ-সম্বলিত মসৃণতর দক্ষিণ ও বামবাহুরূপ স্বর্ণলতাসদৃশ—শ্রীরাধাকুণ্ডবর্তি কুঞ্জমন্দিরে ইহাদের সহিত বিলাসবিশেষই মদভিপ্রেত মূল্য।' বিশাখা শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কপটক্রোধপূর্বক গৃহ-গমনে উদ্যক্তা হইলে নান্দীমুখী তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'পরিহাস ত্যাগ করিয়া সুবর্ণাদি মূল্য দ্বারা মুক্তা দান কর।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তুইদিন মধ্যে সুবর্ণালঙ্কারাদি, রৌপ্যাদি, রঙ্গাদি, রসাদি ও প্রিয়গোআদি আমাতে ন্যস্ত করিয়া তদনুরূপ কয়েকটি মুক্তা লইয়া যাউক।' পুনরায় চিন্তা করত বলিলেন—'না, প্রস্তুত মূল্য ব্যতীত মুক্তা দিতে পারি না।' নান্দীমুখী বলিলেন—'মোহন! এইরূপ অপূর্ব মূল্য কোথাও ত দেখি শুনি নাই!!' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'এইরূপ অপূর্বমুক্তা কোথাও দেখিয়াছ; শুনিয়াছ কি? কাজেই অপূর্ব পদার্থের মূল্যও অপূর্বই হইবে।' নান্দীমুখী কৃষ্ণের হঠ দেখিয়া সখীগণকে বলিলেন—'স্বীয়াভিপ্রেত মূল্য না পাইলে হটী নাগর মুক্তা যখন দিবেই না, তখন ইহার কথিত মূল্যে কোনও ছলে কিঞ্চিন্মাত্র সম্মতি-প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলে কেই বা মূল্য দিবে আর কেই বা তা গ্রহণ করিবে?' তখন ললিতা সক্রোধ বচনে বলিলেন—

"অপূর্ব মুক্তা-কেদারিকা, অপূর্ব বীজগণ।
অপূর্ব মুকুতাফল ফলিল বিস্তর॥ অপূর্ব বিক্রয়, তাহে বণিক সুন্দর॥
বণিকের মুখেতে অপূর্ব মূল্য শুনি। নান্দীমুখীও অপূর্ব মধ্যস্থ আপনি॥
কেবল অপূর্ব তাহে নহিল আমরা। সুখেতে বাণিজ্য এবে করহ তোমরা॥" (শ্রীনারায়ণদাসের অনুবাদ)

"এই অপূর্ব ব্রহ্মচারী হইতে অপূর্ব ব্রহ্মচারিণী নান্দীমুখী এখন অপূর্ব তপস্যার বলে অপূর্ব মূল্য প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করুন—আমরা গৃহে চলিলাম—" এই বলিয়া গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া রাধাকুণ্ডে বকুলকুঞ্জে গমন করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র মৌক্তিক দ্বারা বিচিত্র হারাদি স্বয়ং গুম্ফন করত শ্রীরাধাদি প্রত্যেক গোপীর নামাঙ্কিত করিয়া করিয়া নান্দীমুখী ও সখাগণের সাহায্যে ঐ বকুলকুঞ্জে পাঠাইতে লাগিলেন। সখীগণ সেই আভরণ-সমূহে শ্রীরাধাকে ও পরস্পর বেশভূষাদি করিয়া গুরুজনকে সন্তোষিত করিয়া আবার রাধাকুণ্ডতীরে আগমন করিলেন এবং এই বার্তাবিনোদে আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে গোকুলে গমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নির্দিষ্ট শুভদিনে পৌর্ণমাসী, উদ্ধব ও রোহিণীর সহিত তিনি মধুমঙ্গলকে লইয়া দ্রুতগামী নন্দীঘোষ-রথে আরোহণ করত গোকুলের নিকটে আগমন পূর্বক গোপবেশ ধারণ করিয়া শুভপুরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণা সমঞ্জসার মুখে এই আখ্যান শুনিয়া ব্রজে যাইয়া শ্রীরাধার সখীত্ব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই গ্রন্থের কোনও টীকা নাই, কিন্তু সপ্তদশ শকাব্দায় পদামৃতসমুদ্র-সঙ্কলয়িতা শ্রীরাধামোহনের পিতা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল নারায়ণ দাস ইহার যে মর্মানুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতিসুন্দর ও সুরসাল হইয়াছে। মূলের ভাব-মাধুর্য্য ও রসবত্তা অনুবাদেও পরিদৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ

৪। **সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম**:—শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত প্রায়শঃ সকল লীলার সমন্বয়, সুসিদ্ধান্ত ও ভাষ্যরূপে শ্রীগোপালচম্পূ প্রণয়ন করত শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহারই অনুক্রমণিকাস্বরূপ * এই গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন। ইহা ভগবৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় সঙ্কল্পের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। ইহাতে চারিটি বিভাগ দেখা যাইতেছে—(১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি অপ্রকটপ্রকাশ-গমনান্ত লীলা ২৭৫ শ্লোক, (২) শ্রীরাধামাধবের (অপ্রকটপ্রকাশগত) নিত্যলীলা ৩১৫ শ্লোক, (৩)

* ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে শ্রীজীবপাদের গ্রন্থগণনায়—'সংকল্পকল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূভাবার্থসূচকঃ।'

সর্বঋতুলীলা ১৩১ শ্লোক এবং (৪) ফলনিষ্পত্তি ১০ শ্লোক। 'কল্পবৃক্ষ' সম্বন্ধেও শ্রীপাদ ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে জন্মাদিলীলা এই কল্পবৃক্ষের মূল, নিত্যলীলা—স্কন্ধ, ঋতুবর্ণনাত্মক শ্লোকাবলি উহার শাখা এবং প্রেমময়ী স্থিতিই ফল। স্বকীয় মনকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ এই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন—ইহাতে প্রতীকরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় (শ্লোক) শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়া তাহাদের সঙ্গতি বিবেচনা করাতেই এই গ্রন্থ-তাৎপর্য্য। এই গ্রন্থও শ্রীগোপালচম্পূর ন্যায় শ্রীপাদ স্বকীয়ার আবরণে সংরক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীগোপালচম্পূর আলোচনায় এ বিষয়টি বিশদরূপে বলা হইবে। এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগে—৫৮, ১৮৭, (১৯২), ২৪২-২৪৬; চতুর্থে ২, ৩ শ্লোকে নিত্যপ্রেয়সীগণেরও লীলাশক্তির ঘটনায় অন্যথা (পরভার্য্যাবৎ) প্রতীতির উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় বিভাগের নিত্যলীলা প্রায়শঃই অষ্টকালীয় স্মরণোপযোগী করিয়া রচনা হইলেও ইহাতে প্রকটলীলাগত রসবৈচিত্রী, ভাবমাধুরী এবং চিত্তচমকপ্রদ ঘটনাবলীর অভাবই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় বিভাগে বনবিহার-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ষড়্‌ঋতুশোভাদিও বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্তৎকালোচিত-বিলাস-নিমগ্ন যুগলকিশোরের অবস্থাবিশেষের স্মরণ করিবার জন্য ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ বিভাগে নিত্যদাম্পত্যে স্থিতির বর্ণনা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ শ্রীগোপালচম্পূদ্বয় রচনার (১৫১৪ শকাব্দার) পরে রচিত হইয়াছিল, যেহেতু (১।২৬৪; ২।১০) শ্লোকে গ্রন্থকার এইরূপই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

স্মরণোপযোগী লীলাকাব্য

শ্রীশ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ

৫। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরিত মহাজনদিগের প্রেমভক্তিরসময় গ্রন্থরাজির ভাবধারা—বিশুদ্ধ ভজনপন্থার নির্দেশে, একমাত্র প্রেমভক্তির উদ্দেশ্যে এবং মহাভাব-রসরাজমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহের প্রেমসেবা-পরিপাটীর দিগ্‌দর্শনে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যিকদের চিত্তক্ষেত্র সর্বদাই নদীয়ার 'প্রেমের ঠাকুর' 'সোণার মানুষের' প্রেমরসে অভিষিক্ত ছিল—সেইজন্যই তাঁহারা ভক্তিকেই মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করত জগতে প্রচার করিয়াছেন। এক কথায়—ইহাদের মতে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেমই চতুর্থ অনুবন্ধ বা 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। এই 'প্রেম' নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলেও শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে ইহার প্রাকট্য হয় বলিয়া ইহারা নববিধ ভক্তিযাজনরূপ 'অভিধেয়' স্বীকার করেন। 'স্মরণ' নববিধা ভক্তির অন্তর্গত, উপনিষদুক্ত 'নিদিধ্যাসন'—তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট ধ্যেয় বস্তুর অনুচিন্তনই—**স্মরণ**। এই স্মরণভক্তি-যাজনের জন্য ইঁহারা স্বীয় অনুভূত লীলারাজির যৎকিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন ন্যায়ে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। 'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণোঃ' এবং 'কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য'—ইত্যাদি ন্যায়াবলম্বনে দিবানিশির এক মুহূর্তও যাহাতে বৃথা ব্যয় না হয়, তজ্জন্য ইঁহারা অষ্টকালীন লীলাচিন্তার ব্যবস্থা করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থাদিও রচনা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা ইহাদের স্বকপোলকল্পিত আদৌ নহে; যেহেতু পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫২ তম অধ্যায়ে এবং সনৎকুমার-সংহিতা প্রভৃতিতে অষ্টকালীন লীলাসূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদ, শ্রীলকবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ এবং শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় মুখ্যভাবে অষ্টকালীন লীলা-পরিপাটী বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন।* এই শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী গ্রন্থরত্ন এই জাতীয় অষ্টকালীন লীলা-বিষয়ক—শ্রীলকবিকর্ণপূর কর্তৃক বিনির্মিত হইয়াছে। 'অলঙ্কার-কৌস্তুভে' ইনি যে উত্তমোত্তম কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন—তাহা এই গ্রন্থে ভূয়শঃ পরিদৃষ্ট হয়। ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্‌গারে মহাচমৎকারিতা—ইহার প্রতিগ্রন্থেই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিয়া সুরসিক, সদ্ভাবুক এবং সুকবিরও সমালোচ্য ও সমাস্বাদ্য হইয়াছে। শ্রীকবিকর্ণপূরের কাব্যামৃত যাঁহারা পান করিয়াছেন—তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে ইনি একমাত্র মাধুর্য্যলীলারই

* শ্রীমদ্‌গোপালগুরু, শ্রীলধ্যানচন্দ্রগোস্বামী, শ্রীমৎসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি-কৃত পদ্ধতিসমূহে, ভাবনাসারসংগ্রহে এবং গুটিকাদিতেও এই লীলারই বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

পরিবেষক। সাধকের হিতের প্রতি সর্বথা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নরতনু অভীষ্ট বস্তুর লীলারস-বিস্তারই ইঁহার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্যময়ী লীলাসংসূচক শব্দবিন্যাস ইঁহার গ্রন্থে বিরলপ্রচার; কুত্রাপি ঐশ্বর্য্যভাবের শব্দব্যবহার দৃষ্ট হইলেও আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থের অভ্যন্তরে কোনও নিগূঢ় রসময় ভাবের ব্যঞ্জনা আছে—বুঝিতে হইবে।

অষ্টকালীন লীলা বলিতে সাধারণতঃ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও নৈশভেদে অষ্টযামিক (দৈনন্দিন) ক্রিয়াকলাপই বোধ্য। মনে রাখিতে হইবে যে এই সব গ্রন্থ নিত্যলীলার সামান্যতঃ দিগ্‌দর্শন-মাত্র—অনন্ত লীলাসমুদ্রের এক কণা মাত্র। সেইজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মহাজন ভিন্ন ভিন্ন লীলার ইঙ্গিত দিয়াছেন—প্রতিগ্রন্থে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যও মহাজনদের স্ফূর্ত্তি-হিসাবেই ধর্ত্তব্য ও আলোচ্য। তবে পরিবেষণের পরিপাটী যে কবির নিজস্ব—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সাধক ইঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুগমন করিতে করিতে যদি মহাসৌভাগ্যে লীলাবিশেষে আকৃষ্ট হইয়া একই লীলাচিন্তনে দিবানিশি অতিবাহিত করেন—তাহাতে অনুমাত্রও ত্রুটি হয় না; প্রত্যুত এই জাতীয় আবেশই চির-বাঞ্ছনীয়। যে পরিমাণে এই আবেশের বৃদ্ধি হইবে, গাঢ়তা হইবে,—সাধকও সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভে অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা-স্মরণের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাচিন্তনও সম্প্রদায়ে দেখা যায়। রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনেও 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' কীর্ত্তন করিবার রীতি আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাসূত্র সংস্কৃতে ও বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় (১) শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ ও (২) শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বঙ্গভাষায় (১) শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত) ও শ্রীলনরহরি চক্রবর্ত্তী (শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি) রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-কৃত স্মরণ-মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণদাসকৃত অনুবাদ যথা—

(নিশান্তে) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে করি গাত্রোত্থান। সুবাসিত জলে কৈল মুখ-প্রক্ষালন॥
(প্রাতঃ) তৈলাদি মর্দ্দন করি গঙ্গাস্নান কৈল। শ্রীবিষ্ণু-অর্চনা করি ভোজন করিল॥
পূর্বাহ্ন সময়ে ভক্ত-মন্দিরে গমন। কৃষ্ণ-কথা রসানন্দ কভু ত কীর্ত্তন॥
মধ্যাহ্নে পরমানন্দ সুরধুনী-কূলে। নবদ্বীপ-ভ্রমণ পরাহ্নে কুতূহলে॥
সায়াহ্নে গমন করে আপনার ঘরে। প্রদোষে গণের সহ শ্রীবাসমন্দিরে॥
নিশাতে করেন তথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিশার্দ্ধে স্বগৃহে গিয়া করেন শয়ন॥ ২॥

শ্রীমন্নরহরিচক্রবর্ত্তী এই স্মরণমঙ্গলসূত্র অবলম্বনে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণিতে। বস্তুতঃ একান্ত গৌরভক্তগণ স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রীগৌরলীলা চিন্তা করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভাবাঢ্য শ্রীগৌরচন্দ্র-চিন্তনের পরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ লীলাপ্রবেশকথাই বহুশঃ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ একান্ত অভিন্নতত্ত্ব হইলেও যেমন রস-লীলাদিবৈশিষ্ট্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ স্বতন্ত্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাচিন্তনে কোনও বাধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। *

---

* বস্তুতঃ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের ভজন-সাধনাদি করিয়া আসিতেছেন। প্রথমতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরিত ছয় গোস্বামী এবং তদনুযায়ী বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরচরিত্রে সমাকৃষ্টচিত্ত হইয়াও তদাজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসেই অবগাহন করিতেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ-প্রকাশাদি এই ভাবধারারই ফল বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীখণ্ডবাসী সরকার ঠাকুরাদি, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসপণ্ডিতাদি, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপরসেই মজিয়াছিলেন—'গৌরচন্দ্র বিনা সেব্য নাহি জানে আন', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম' ইত্যাদি। ইঁহারা শ্রীগৌরোপাসনাকেই মুখ্য করিয়াছিলেন, এই ভাবধারাতেই মগ্ন থাকিয়াও সময়ে সময়ে ইচ্ছামত শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'পদাম্বুজ-সুধাম্বুরাশি' আস্বাদন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীঠাকুর মহাশয়, গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার যুগপৎ প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত দেখাইয়াছেন। আচার্য্যপ্রভু উভয় লীলাতেই নিমগ্ন হইয়া স্মরণলব্ধ প্রসাদ সর্বসমক্ষে নয়নগোচর করাইয়াছেন (ভক্তিরত্নাকর ৬।১২৮-১৬৫)। শ্রীঠাকুরমহাশয় শ্রীগৌরের প্রকট

আমাদের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে নিশান্তলীলায় শুক শারীর প্রবোধনের পরে যুগলকিশোরের রসালস-বর্ণনা চিত্ত-চমকপ্রদ। প্রাতর্লীলায় উভয়ের কেশদামের সপরিপাটি প্রসাধনাদি অতিস্বাভাবিক ও মনোরম। শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনাদির প্রকার ও পারিপাট্য অতিবিচিত্র। মধ্যাহ্নলীলায় গোপীগণের বাকোবাক্য, বনবিহার, প্রাণেশ্বর-কর্ত্তৃক গোপীদের এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রাণনাথের বিবিধ সাজসজ্জাদি, নাগকেশরপুষ্প-চয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার উত্তোলন ও পরে অধঃপাতন ইত্যাদি অভিনব কৌতুকপ্রদ। যমুনায় জলকেলি, পদ্মাপদ্মি যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন, সখীগণকর্ত্তৃক মণ্ডলীবন্ধনক্রমে তদন্বেষণ প্রভৃতি—জলচর পক্ষিগণের নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিলাষ প্রকাশে শ্রীরাধার ভাব-বৈকল্য, জলমণ্ডুকবাদ্য, বন্যভোজন এবং অক্ষক্রীড়ায় রসকন্দল ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র বিলাস পরম অদ্ভুত ও সমাস্বাদনীয়। অপরাহ্নলীলায় গোধূলি-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের শোভা, মুরলীধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গমের ভাববিকার, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক স্বাভিলাষ-সূচক কটাক্ষপাত, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রতিকটাক্ষেও শ্রীকৃষ্ণেরই মর্ম্মভেদ—অতিবিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ং লীলায় প্রদোষ-লক্ষ্মীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণবরণ এবং চন্দ্রোদয়-বর্ণনা মনোরম হইয়াছে। প্রদোষ লীলায় যোগমায়ার সাহায্যে গোপীদের জ্যোৎস্নাভিসার এবং নৈশলীলায় মধুপানোৎসব, ব্রীড়া ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবকদম্ব-কর্ত্তৃক যুগলের সেবা—স্ফটিকচষকে মধুপূর্ণ করিতে জ্যোৎস্নামধ্যে না দেখায় বৃন্দার আক্ষেপ, সখীগণের ভাববিহ্বলতা, কৌস্তভান্বেষণ ও অদ্ভুত উপায়ে তৎপ্রাপ্তি—গীত, অভিনয়াদি দ্বারা কামময় উৎসব-সম্পাদন অতীব রসাল, রমণীয় ও চিত্ত-চমকপ্রদই বটে।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু দশশ্লোকীভাষ্য-প্রণেতা শ্রীমদ্‌রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামির মতে শ্রীরূপপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকর্ত্তৃক বিরচিত স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রের 'শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ' ইত্যাদি দেখিয়া যে শ্রীলকবিকর্ণপূর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না; যেহেতু 'স্মরণমঙ্গল' হইতে এই গ্রন্থে স্থলবিশেষে অনৈক্য আছে। প্রাতর্লীলায় শ্রীকৃষ্ণভোজনের অব্যবহিত পরে শ্রীরাধাদি গোপীদের ভোজন-বর্ণনা নাই, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বনগমনের পরে ব্রজপতির ভোজনান্তে মা যশোদা ও রোহিণী প্রভৃতি সহ শ্রীরাধার ভোজনের ইঙ্গিত আছে (৩।১০-১৪)। দিবসভেদ স্বীকার করিলে সকল গ্রন্থের সমাধানও হয়, অথচ মধ্যাহ্ন লীলারও কোন ব্যাঘাত হয় না—যেহেতু ভোজনের পরেই মা যশোদা-কর্ত্তৃক অলঙ্কারাদির প্রদানে সংকৃতা শ্রীমতী যাবটে যাইয়া পুনরায় সূর্য্যপূজার উদ্দেশ্যে (৩।৭২) পুষ্পচয়নাদিচ্ছলে বৃন্দাবনে যাইতে পারেন। যাবট হইতে যে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অভিসার করেন—তাহারও ইঙ্গিত (৪।৩৫) আছে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যাহ্নলীলায় বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে মিলন ও জলকেলি ইত্যাদি, অন্যত্র শ্রীকুণ্ডে মিলন-বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ সায়ংলীলায় দ্বিতীয় গোদোহনের পূর্বে শ্রীনন্দবাবা সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দ্বিতীয়ভোজন, শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে সায়ংকালে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে প্রদোষলীলায় ভোজন। চতুর্থতঃ নৈশলীলায় নন্দগ্রামের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে শ্রীরাধাদির অভিসার ইত্যাদি। শ্রীগোস্বামিগণ প্রত্যেকেই যখন প্রত্যক্ষদর্শী, মহানুভবী এবং একই ব্রজলীলার পরিবেশক, তখন স্থূলদর্শী মাদৃশ অজ্ঞজনের মতানৈক্যের কারণ নির্দেশ করা মহাবাতুলতা। তবে মনে হয় যে ইঁহারা সকলেই একই অনন্ত-অসীম লীলাপারাবারের দিবসভেদে স্বস্বরুচি-অনুসারে দিগ্‌দর্শনমাত্র করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে (২।৩৫) শ্রীরাধাগোবিন্দের বহুবিধ প্রকাশের যুগপৎ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ২৩।৯৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। এক্ষণে সাধক স্বরুচি-অনুসারে অনুসরণীয় পন্থা ঠিক করিয়া লইবেন।

এই কৃষ্ণাহ্নিকে ছয়টি প্রকাশ (অধ্যায়) আছে ও (৪৫ + ১১৮ + ৭৩ + ২৯৮ + ৯৭ + ৭১ = ৭০২ এবং উপসংহারে ৩) মোট ৭০৫টি শ্লোক আছে।

ও অপ্রকট উভয় লীলাই সমবেত জনমণ্ডলীকেও দর্শন করাইয়াছেন এবং শ্রীব্রজলীলার আবেশে দুগ্ধ-উত্তারণ করিতে হস্তও দগ্ধ করিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর ৬।১৬৮-১৭৭)। শ্রীসিদ্ধবাবা গুটিকা ও ভাবনাসারসংগ্রহে শ্রীগৌরলীলাচিন্তনের পরে শ্রীকৃষ্ণচিন্তনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী কালেও এই প্রথাই সমাজে চলিয়া আসিতেছে। 'যেনেষ্টং তেন গম্যতাং' বলিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইতেছি।

(খ) মহাকাব্য শাখা—শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৬। **'শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত'** নামক মহাকাব্যেও অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ২৩টি সর্গে ২৫৮৮টি শ্লোক আছে। নিশান্তলীলা—প্রথম সর্গে, প্রাতর্লীলা—(২-৪), পূর্বাহ্নলীলা (৫-৭), মধ্যাহ্নলীলা—(৮-১৮), অপরাহ্নলীলা—(১৯), সায়ংলীলা (২০), প্রদোষলীলা (২১) এবং নৈশলীলা (২২-২৩) বর্ণিত হইয়াছে। 'কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে' ইত্যাদি স্মরণমঙ্গলীয় লীলাসূত্রের শ্লোকটি শ্রীযদুনন্দন দাস কৃত অনুবাদে—

"নিশা-অন্তে কুঞ্জ হইতে, প্রবেশয়ে গোষ্ঠ নিতে, গোদোহন ভোজনাদি লীলা।
প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা॥
মধ্যাহ্ন রজনীকালে, রাধাসঙ্গে সুবিহারে, যেই মহানন্দে।
অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃৎস্থান, সেই কৃষ্ণ রাখ রসকন্দে॥"

শ্রীরূপপাদের 'স্মরণমঙ্গল' একাদশ শ্লোক অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া টীকাকার ইঙ্গিত দিয়াছেন (১৩); কিন্তু দশশ্লোকীভাষ্যকার শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন যে ঐ স্মরণমঙ্গলও শ্রীমৎকৃষ্ণদাসেরই রচনা (১১পৃঃ)। ইহাতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের ভক্তবৃন্দের আস্বাদ্য ও উপভোগ্য শ্রীযশোদানন্দনের দৈনন্দিন লীলাবৃত্ত মধুর অক্ষরে ও অপূর্ব পরিপাটিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাহিত্যিকমাত্রেই এই কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এই অতিমর্ত্ত্য মহাকবি অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যে, অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তিতে, কবিতার মধ্যেও আবার একাধারে সুগভীর দার্শনিকতা ও কাব্যের সহজমধুর রসধারার পরিবেষণকৌশলে তাৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অতিগৌরবপাত্রই ছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, সূপবিদ্যা, রসতত্ত্ব ও সিদ্ধান্তাদির একত্র পরিবেষণ-চমৎকারিতা দেখিয়া তাৎকালীন সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের বিষয়-বিভাগ *

(১) **নিশান্তলীলা**—প্রথমতঃ স্বাভীষ্টদেবের বন্দনা, দৈন্যোক্তি, লীলাক্রম ইত্যাদি। তৎপরে শ্রীবৃন্দার নিদেশে বনচর পক্ষিগণের কাকলি (১১-৩৭), যুগলের শয়নদৃশ্য (৩৮-৪০), শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ (৪৫), সখীগণ কর্তৃক যুগলমাধুরী-দর্শন (৪৬), ময়ূর ও হরিণগণের দর্শনপ্রকার (৪৭-৫০), পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদন (৫১-৫৯), সখীগণের কুঞ্জে প্রবেশ (৬০-৬১), যুগলের রূপ ও কেলিশয্যা (৬২—৬৫), শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গারে শ্রীরাধার ভাবশাবল্য (৬৬-৭১), শারীর আলাপ (৭২-৭৮), কুঞ্জ হইতে নির্গমন (৭৯-৮৮), যুগলের বস্ত্রপরিবর্ত্তনে সখীগণের রঙ্গাদি (৮৮-৯১), অরুণের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন (৯২-৯৫), প্রভাতশোভা বর্ণনে সকলের গৃহগমন-বিস্মৃতি (৯৬-১০৬), কক্খটীর 'জটিলা' শব্দোচ্চারণে ভয়াদি ও গৃহে গমন-প্রকার (১০৭-১১৬)।

(২) **প্রাতর্লীলা—দ্বিতীয়সর্গে** নন্দালয়ের শোভা ও পৌর্ণমাসীর আগমন (২-৭), সখাগণের আগমন (৮), মধুমঙ্গলের কৃষ্ণপ্রবোধনাদি (৯-১১), রতিচিহ্ন-দর্শনে মা যশোদার ভ্রান্তি ও আক্ষেপাদি (১২-১৭), মধুমঙ্গলের শ্লিষ্টবাক্য-প্রয়োগ (১৮-১৯), শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব-প্রদর্শন ও শয্যোত্থান (২০-২৭), সখাগণসহ মিলনে আনন্দ ও গোশালে প্রবেশ (২৮-৩০), পথে মধুমঙ্গল-কর্তৃক পরিহাসরস-বিস্তার (৩১-৩৬), গোশালায় প্রবেশ ও ধেনুগণের আহ্বান (৩৬-৪০), গোদোহনলীলা (৪১)। শ্রীরাধার গৃহে মুখরা-গমন ও জটিলামিলন (৪২-৪৬), জটিলার বধূ-প্রবোধন (৪৭-৫০), মঞ্জরীদের সেবা (৫২), রাধাঙ্গে পীতবাস-দর্শনে মুখরার ত্রাস ও বিশাখার বঞ্চনা (৫৩-৫৬), সখীগণের রসোদ্গার (৫৭), শ্রীরাধার স্নানাদি (৫৮-৬৯), বেশভূষাদি (৭২-১০৫)। **তৃতীয়সর্গে**—মা যশোদার রন্ধনকার্য্যে পরিজন-নিয়োগাদি (১-১২), শ্রীরাধার আনয়নজন্য কুন্দলতাকে প্রেরণাদি (১৩-১৬), কুন্দলতা-কর্তৃক জটিলার প্রবোধাদি (১৭-২২), শ্রীরাধার গমনে বাম্যপ্রদর্শন ও জটিলার অনুরোধ (২৩-২৮), পথে পথে পরিহাসরস (২৯-৩৫), নন্দালয়ে গমন (৩৬), মা যশোদার স্নেহ ও রন্ধন-

* স্মরণোপযোগী নিগূঢ় রহোলীলাদির বর্ণনা থাকায় কেবল বিষয়বিভাগই এস্থলে সূচিত হইল।

বিষয়ে উপদেশ (৩৭-৫১), দাসীগণের কর্ত্তব্য-নির্দেশ (৫২-৬০), শ্রীরাধার রন্ধনগৃহে প্রবেশ (৬১-৬২)। শ্রীকৃষ্ণের স্নানীয়-দ্রব্যাহরণে দাসগণের নিয়োগ (৬৩-৭৭) তাম্বূলবীটিকানির্মাণে উপদেশ (৭৮-৮০), শ্রীকৃষ্ণের আগমনার্থে লোকপ্রেরণ (৮১-৮৩), রন্ধনগৃহে প্রবেশ করত মা যশোদার ব্যঞ্জনাদিদর্শন (৮৪-১১৩)। **চতুর্থসর্গ**—গোশালা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও যশোদাকৃত লালনাদি (১-৭), শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও বেশভূষা (৮-২০), ভোজনরঙ্গ (২৭-৬০), বিশ্রাম ও দাসগণের সেবা (৬১-৬৩)। শ্রীরাধার বিশ্রাম, ভোজন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-প্রাপ্তি (৬৪-৭১), বনগমনোচিত বেশধারণাদি (৭৫-৭৭)।

পূর্বাহ্নলীলা—পঞ্চমসর্গে গোশালার দৃশ্য (২-৯), গোপালসহ শ্রীকৃষ্ণের শোভা (১০-১২), ব্রজভূমির কৃষ্ণ-সেবানন্দ (১৩), ব্রজবাসিদের আগমন (১৪-১৭), ব্রজের তাৎকালিক নিরানন্দ (১৮), শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্থগিতগতি হইয়া প্রেয়সীগণের দর্শনাদি, (১৯-২২) সখাগণের মাতৃবর্গের শ্রীকৃষ্ণে স্নেহোৎকর্ষ, মা যশোদার লালন ও আক্ষেপাদি (২৩-২৭), গোচারণের নীতি ও স্বধর্ম্মপালনাদির কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান (২৮-২৯), বলদেবাদির হস্তে কৃষ্ণার্পণ ও রক্ষাবন্ধনাদি (৩০-৩৭), তরুণীগণের প্রতি প্রেমকটাক্ষাদি (৩৮-৪৩), পিতৃমাতৃপ্রবোধাদি (৪৪-৫০), কান্তাগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিপ্রদানপূর্বক বনপ্রবেশ (৫১-৫৯), জটিলার সমীপে কুন্দলতার রাধা-সমর্পণাদি (৬০-৬৩), সূর্য্যপূজা করাইবার জন্য জটিলার আদেশ (৬৪-৭৩), শ্রীরাধার বিশ্রাম, সখীগণের সেবা—বৈজয়ন্তী-মালা ও তাম্বূলবীটিকা দিয়া কস্তুরিকা ও তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণসবিধে প্রেরণ (৭৪-৭৮), পক্বান্ন ও অমৃতকেলি প্রভৃতি রচনান্তে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা (৭৯-৮০)। **ষষ্ঠসর্গে**—সখাগণের নৃত্য, গীত এবং হাস্য ও গোপীদের ব্যবহারানুকরণাদি (২-৮), বৃন্দাদেবীর সেবা (৯-১১), বংশীধ্বনি (১২-১৫), বনময় শ্রীরাধাস্ফূর্ত্তি (১৬-২৭), বৃক্ষলতাপশুপক্ষ্যাদির কুশলজিজ্ঞাসা, (২৮), গোবর্দ্ধনতটে বিবিধ খেলা (২৯-৩০), ধনিষ্ঠার খাদ্যদ্রব্যসহ আগমন (৩১-৩৪), জলক্রীড়া, ভোজন, বনবিহারছলে রাধামিলনে গমন (৩৫-৪২), কুসুমসরোবরতীরে পরামর্শাদি (৪৩—৪৯), তুলসীর আগমন ও শ্রীরাধার জটিলা-কর্ত্তৃক অবরোধাদি-ছলসূচনা (৫০-৫৭), ঐ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট বিরহব্যথা ও তুলসীর প্রকৃত সংবাদ দান (৫৮-৬৬), তুলসী-কর্ত্তৃক শৈব্যার বঞ্চনাদি (৬৬-৭৪), শৈব্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কপটালাপ, গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলী সহ গমনের ইঙ্গিতাদি বঞ্চনা (৭৫-৮৬)। **সপ্তমসর্গে**—শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট, মণ্ডপ, হিন্দোলা, রত্নসেতু, বৃক্ষ, কুট্টিম (২-৯), চতুঃশালা, পুষ্পকুঞ্জশ্রেণী, পুষ্পবন, উপবন, জলমধ্যস্থ মন্দির, তীরস্থ সেবাদ্রব্যগৃহাদি (১০-১৪), বৃন্দাকৃত সাজসজ্জা ও কেলি-উপকরণাদি (১৫-১৭), জলস্থলচর-পক্ষ্যাদির ধ্বনি, পুষ্পাদির শোভা, অষ্ট কুঞ্জ, শিল্পশালা, পথাদি, দ্বারাদির শোভা (১৮-৩০) **ললিতানন্দাখ্য** উত্তর দিকের **কুঞ্জবর্ণনা** (৩১) ঐ কর্ণিকার (৩২-৪০) শাখাকুঞ্জ (৪১-৪৩), পদ্মমন্দির (৪৪-৪৫), হিন্দোলকুট্টিম (৫৫-৬৪), শাখাকুঞ্জসমূহ (৬৫-৭২)। ঈশানে বিশাখার **মদনসুখদা কুঞ্জ** (৭৩-৭৮) পূর্ব্বে **চিত্রানন্দদ কুঞ্জ** (৭৯-৮০), অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাসুখদ **পূর্ণেন্দুকুঞ্জ** (৮১-৮৪), দক্ষিণে চম্পকলতার **হেমকুঞ্জ** (৮৫-৯২), নৈঋর্তে রঙ্গদেবীর **শ্যামকুঞ্জ** (৯৩-৯৫), পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যার **অরুণকুঞ্জ** (৯৬-৯৭), বায়ুকোণে সুদেবীর **হরিৎকুঞ্জ** (৯৮-৯৯), কুঞ্জমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর **পদ্মকুঞ্জ** (১০০-১০১), কুণ্ডমহিমা (১০২), শ্রীরাধাঙ্গসাম্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উৎপ্রেক্ষাদি (১০৩-১১০)। শ্যামকুণ্ড (১১১-৩) বায়ুকোণে **সুবলানন্দাখ্য** শ্রীরাধার শ্রীকুঞ্জ ও মানসপাবনঘাট (১১৪-৫), উত্তরে **মধুমঙ্গলানন্দাখ্য** ললিতাকুঞ্জ (১১৬), ঈশানে **উজ্জ্বলানন্দাখ্য** বিশাখাকুঞ্জ (১১৭), গোঘাট (১১৮), মদনসুখদাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও মিলনোৎকণ্ঠাদি (১২০-১৩২)।

(৪) **মধ্যাহ্নলীলা—অষ্টমসর্গে**—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা (২-৯), তুলসীর প্রত্যাগমনে আনন্দ (১০-১৫), ললিতার বাক্যে শ্রীমতীর পুনরুৎকণ্ঠা আক্ষেপ (১৬-১৯), ধনিষ্ঠার আগমন ও সংবাদ-দান (২০-৩৭), অভিসার (৩৮-৪৫), শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবেশধারণ (৪৬-৪৮), সখীগণের বনে রাধাসাম্যবিতর্ক (৪৯-৫১), অন্যযূথেশ্বরীর সহিত মিলনাশঙ্কা, তমালে হেমযূথী-মিলনদর্শনে ঈর্ষাদি (৫২-৬৫), সূর্য্য-মন্দিরে গমনাদি (৬৬-৭২), কৃষ্ণপ্রেরিত বৃন্দার সহিত কুঞ্জরায় সাক্ষাৎকার ও আলাপ (৭৩-৮১), তত্রত্য পরিহাসাদি (৮২-৯২), বৃন্দাকর্ত্তৃক মিলনের জন্য প্ররোচনাদান

(৯৩-১০৫), পরস্পর-দর্শনেও যুগলের স্ফূর্তিভ্রম (১০৬-১০৮) ও তৎপ্রকার (১০৯-১১২), সখীগণের উক্তিতে শ্রীমতীর বিস্ময়াপনোদন ও যুগলের স্তম্ভভাব (১১৩—৫)। **নবম সর্গে**—যুগলের ভাব-বিকার (১-১০), শ্রীরাধাঙ্গে বিলাস, ললিত, কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবোদ্গম ও পুষ্পচয়নলীলা (১১-২১), তত্র রসকন্দল (২২), শ্রীরাধার মৌনত্ব-দূরীকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টাদি (২৩-৩৮) শ্রীমতীর তাৎকালীন ভাবাদি (৩৯-৫৭), গমনচেষ্টা ও বাধাদানাদিতে বিবিধ রস (৫৮—৬৭), শ্রীরাধাঙ্গে পঞ্চদেবতা-পূজাদি (৬৮-৭৯) নবগ্রহ-পূজা (৮০-৯৩), দিক্‌পাল পূজাছলে সখীগণসহ রসলীলা (৯৪-১০৬)। **দশম সর্গে**—শ্রীকৃষ্ণের পশুপতিলীলা (১-৭), শ্রীরাধাবদনে ভ্রমর-গমনে চকিতভাবাদি (৮-১১), তাহাতে সখীদের আনন্দবিকারাদি (১২-১৯), শ্রীরাধার বাম্যাদি (২০-২২), ললিতার রঙ্গোক্তি, যুদ্ধ-সজ্জার আনন্দে কৃষ্ণহস্ত হইতে বংশীচ্যুতি (২৩-৩২), শ্রীকৃষ্ণের রাহুলীলা (৩২-৫১), বংশীর অন্বেষণ-কৌতুকাদি (৫২-১৪৩), নিকুঞ্জবিলাস (১৪৪-১৪৯)। **একাদশ সর্গে**—বৃন্দা ও নান্দীমুখীর আগমন, যুগলের পরস্পর বেশ-রচনাদি (১-৭), শ্রীরাধাঙ্গে রতিচিহ্নদর্শনে সখীগণসহ হাস্য-কৌতুকাদি (৮-১৭), সখীগণ-মুখে শ্রীরাধাঙ্গবর্ণনা-ভঙ্গির আস্বাদনবিশেষ (১৮-১৪৫)। **দ্বাদশ সর্গে**—ছয় ঋতুর শোভাদি ও বৃন্দাবন-দর্শন জন্য বৃন্দাদেবীর নিবেদন (১-৪), শ্রীরাধাকর্ত্তৃক নিজাঙ্গদ্বারা বৃন্দাবনীয় শোভাহরণের জন্য বটুর নালিশ (৫-৬), নান্দীমুখী-কর্ত্তৃক পৌর্ণমাসীর বাণী-প্রকাশাদি (৭-১১), কন্দর্পরাজ-কর্ত্তৃক বিচার-সম্বন্ধে কুন্দলতাসহ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তরাদি (১২-১৮), রাজার আজ্ঞাপত্র—'অপহৃত দ্রব্যাদি শ্রীরাধা প্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করুক'—তৎপরে বংশীচুরির বিচার ইত্যাদি (১৯-২৬), বনশোভা-দর্শনার্থ যাত্রা (২৭), রাধার অঙ্গচ্ছটায় বনের ঔজ্জ্বল্যাদি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত কান্তিতে পুনরায় মকরতবর্ণ-ধারণাদি (২৮-৩৩), বায়ুবেগে বৃন্দার হস্তে বংশীর শব্দ হওয়ায় তৎপ্রাপ্তি (৩৪-৩৮), বংশীবাদ্যাদি ও স্থিরচরের ধর্মবিপর্য্যয় (৩৯-৪২), যুগপৎ ছয়ঋতু-বিরাজিত বনশোভাদর্শন (৪৩-৫০), বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-পূজা (৫১-৬৭), বসন্তবনবিভাগ (৬৮-৭৮), গ্রীষ্মবন (৭৯-৯১), বর্ষাবন (৯২-১০৫)। **ত্রয়োদশ সর্গে**—শরদ্‌বর্ষার সীমান্ত বনদর্শন (১-৫), শরৎসুখদবন (৬-১১), শুকশারীর দ্বন্দ্ব (১২-৪৪), হেমন্তসুখদ-বনদর্শন (৪৫-৪৭), হিমঋতুর বন-বর্ণন (৪৮-৬৬), বৃন্দাদত্ত কুন্দমালার শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিবিধ বর্ণধারণে সখীগণের পরিহাস (৬৭-৭১), শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাকোবাক্যাদি (৭২-১১৪)। **চতুর্দ্দশ সর্গে**—শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য (১-২৬), শ্রীকুণ্ডতীরে বসন্তলীলা (২৭-৪৮), ঝুলন ও মধুপান (৪৯-৭৬)। **পঞ্চদশ সর্গে**—সরোজকুঞ্জে নিদ্রিতা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার-চেষ্টাদি (১-২৪), রাধাঙ্গে বেশ-রচনাদি ও বিভ্রম (২৬-২৯), দাসীগণের সেবা, রাধাজ্ঞায় কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি (৩০-৩৮), বিলাসান্তে সমাগতা সখীগণের সহিত শ্রীমতীর কৌতুক (৩৯-৪২), জলকেলি (৪৩-৯১), বেশরচনা (৯২-১১০), পদ্মমন্দিরে জলযোগ ও শয়নাদি (১১১-১৪৬)। **ষোড়শ সর্গে**—শারীশুক-মুখে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গবর্ণনা (১-১১০)। **সপ্তদশ সর্গে**—শুকের শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণনা (১-৪৯) ও শ্রীকৃষ্ণাষ্টক পাঠ (৫০-৫৮), শারীর শ্রীরাধাষ্টক-পাঠ (৫৯-৬৭)। **অষ্টাদশ সর্গে**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের শুকশারী-পাঠন (১-১৯), পাশাখেলা (২০-৫৩), সূর্য্যপূজাদি (৫৪-৭৩), শ্রীমতীর হস্তরেখা-বিচার (৭৪-৮৩), সখাগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গমন ও নিজগৃহে শ্রীরাধার প্রত্যাবর্ত্তন (৮৪-৯৮)।

(৫) **অপরাহ্নলীলা—ঊনবিংশ সর্গে**—সখাগণের আনন্দোৎসবাদি (১-২০), ধেনুবৃন্দসহ গৃহাভিমুখে যাত্রা (২১-৩৭), দেবস্তুতি-দর্শনে সখাগণের হাস্য-কৌতুকাদি (৩৮-৪৮); শ্রীরাধার বিবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকরণ, প্রেরণ ও বেশভূষাদিধারণ (৪৯-৬৩), নন্দালয়ে রন্ধনোদ্যোগ, সকলের কৃষ্ণদর্শনের জন্য আকুলতাদি (৬৪-৭৫), শ্রীকৃষ্ণের গোসন্তালনাদি ও গৃহগমনশোভা (৭৬-৮৩) ব্রজবাসিদের কৃষ্ণদর্শন-পরিপাটী, প্রেম ইত্যাদি (৮৪-১০৯)।

(৬) **সায়ংলীলা—বিংশ সর্গে**—শ্রীমতীর প্রেরিত দ্রব্যে জলযোগ, স্নানাদি (১-২২), গোশালায় দোহনাদি (২৩-৩৫), শালগ্রামের আরতিদর্শন ও রাত্রিভোজনের পরিপাটী (৩৬-৫৪), বিভিন্ন অট্টালিকা হইতে যুগলের পরস্পর দর্শন, মা যশোদা প্রেরিত অন্নাদির শ্রীমতীকর্ত্তৃক ভোজনাদি (৫৫-৭৮)।

(৭) **প্রদোষলীলা—একবিংশ সর্গে**—রঙ্গালয়ে গুণিকৃত নৃত্যগীত-বাদ্যাদির দর্শন (১-১৬), শ্রীকৃষ্ণের শয়ন (১৭-২২), শ্রীরাধার অভিসার (২৩-২৭), গোবিন্দস্থলীর শোভা, সংস্থান, মণিমন্দির ও কুঞ্জাদি (২৮-৯৩),

রত্নমন্দিরে শ্রীরাধার দশা (৯৪-১০১), শ্রীকৃষ্ণের অভিসার (১০২-১০৬), শ্রীমতীর প্রেমচেষ্টাদি (১০৭-৮), সখীগণের রঙ্গ ও যুগলমিলনাদি (১০৯-১২৮)।

(৮) **নৈশলীলা—দ্বাবিংশ সর্গে**—কাঞ্চনবেদিতে উপবেশন, বন-ভ্রমণাদি (১-৩০), গানে শ্রীকৃষ্ণের লতা-বর্ণন এবং সেই গানেই সখীগণকর্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণবর্ণনা (৩১-৪৫), বংশীবটে উপবেশন ও যমুনার দর্শনাদি (৪৬-৫৩), পুলিনে চক্রভ্রমণাদি (৫৪-৫৮), হল্লীশক নৃত্য (৫৯-৬৭), চক্র হইতে নামিয়া ভূমিতে রাস (৬৮-৭৬) ; গান, স্বর, গ্রাম, শ্রুতি, তান, মূর্চ্ছনাদি ও রাগরাগিণী প্রভৃতির লক্ষণ ও নামাদি (৭৭-৮৭), বাদ্যের ও যন্ত্রের নামপ্রকারাদি (৮৭-৯০), হস্তকভেদ (৯১-৯২), তাল ও মানাদি (৯৩-১০১)। **ত্রয়োবিংশ সর্গে**—গীত ও নৃত্যের প্রকার, প্রণালী ও কলাবিনোদ (১-৩৮), শ্রান্তি ও সেবার প্রচার (৩৯-৪৮), মধুপান (৪৯-৫১), রতিলীলা ও কান্তাগণের বেশ-বিন্যাসাদি (৫২-৫৫), পরিহাসাদি (৫৬-৬২), যমুনায় জলকেলি (৬৩-৭৪), স্বর্ণমণ্ডপে বেশরচনাদি (৭৫-৮২), জলযোগ ও শয়নলীলা (৮৩-৯১)।

এই গ্রন্থের **"সদানন্দবিধায়িনী"** টীকাটি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের অনুশিষ্য শ্রীমদ্ বৃন্দাবনচক্রবর্তিকৃত। পয়ারে অনুবাদটি শ্রীমদ্ যদুনন্দনঠাকুর-কর্তৃক বিরচিত—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল মেনাস্ক্রিপ্ট্ লাইব্রেরীতে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের 'বৈষ্ণবাহ্লাদিনী' নামক এক টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—ইহা শ্রীহরিসেবক কবিরত্ন-কৃত. [R. No. 3749] প্রতিসর্গে টীকার উপসংহারে প্রায় একরূপ শ্লোক দেখা যায়—

ভারদ্বাজকুলাম্বুধৌ মহতি যঃ সংপূর্ণশুভ্রাংশুবদ্ বিপ্রঃ শ্রীপরমেশ্বরাখ্য উদিতঃ সামন্তরায়ঃ সুধীঃ।
তৎসূনোঃ কবিরত্ন-নাম দধতো গোবিন্দলীলামৃত-ব্যাখ্যাভিখ্যকৃতৌ গতোঽয়মধুনা ষষ্ঠোঽপি সর্গঃ শুচিঃ॥

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগ (১৫০১—১৭৫০) *

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও (৭) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত

এই মহাকাব্যও স্মরণোপযোগী লীলামালা-গুম্ফিত—বিংশটি সর্গে সজ্জিত। ইহাতে সর্বসমেত ১৩২৬টি শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে শ্লিষ্টশব্দ প্রয়োগবাহুল্য থাকিলেও তদভ্যন্তরে নিগূঢ় শৃঙ্গার রসের ব্যঞ্জনা থাকায় মহাচমৎকারিত্ব সমর্পণ করিতেছে। মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগরস-পরিবেষণ-কৌশলে এই গ্রন্থখানি সুরসিক, সদ্ভাবুক ও সৎ সামাজিকেরই আস্বাদ্য, চর্বণীয় ও নিদিধ্যাসিতব্য। প্রায় প্রত্যেক লীলাতেই যুগলকিশোরের একবার মিলন-বর্ণনাও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। ১৬০১ শকে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থশেষে প্রকাশ।

(১) **নিশান্তলীলা**—নিশান্তকালোচিত সেবার জন্য দাসীদের মাল্যাদিনির্মাণ, জালরন্ধ্রে নয়নার্পণপূর্বক সখীদের যুগলশোভা দর্শন, রহোলীলার উচিত অঙ্গকান্তি ও মলয়বায়ুর বর্ণনা, শ্রীবৃন্দানিদেশে পক্ষিগণের কলরবে যুগলের জাগরণ, শয্যোপবেশন এবং রসালসে পুনঃ শয়ন—(প্রথম সর্গ)।

(২) **প্রাতলীলা**—নির্বসন ও নিরাভরণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সখীগণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি—শ্রীকৃষ্ণের চরণে কুচকুঙ্কুমচিহ্ন ও মস্তকে যাবকচিহ্নাদি—মঞ্জরীদের সেবা—বেশ-রচনার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীমতীর আদেশ—দাসীগণের বেশ-রচনাসামগ্রী আনয়ন, বেশ-রচনায় শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ—গবাক্ষ ছিদ্রে নয়ন দিয়া সখীমঞ্জরীদের ঐ লীলাদর্শন—প্রভাত হইয়া আসিল দেখিয়া বিধিকে নিন্দাবাদ—সখীগণের কেলিমন্দিরে প্রবেশ—শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃ হইতে বিযুক্তা রাধার আসনে উপবেশন—শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা, সখীগণের সংলাপ শুনিতে শুনিতে হাস্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্ববক্ষঃস্থলে নখচিহ্ন-প্রদর্শনকালে শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃআচ্ছাদন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসালাপ শ্রবণ করিয়া ঐ রস কিরূপ জানিতে প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উত্তরদানচ্ছলে সখীদের অধরদংশনাদি-লীলা—প্রভাতকাল দেখিয়া বৃন্দানির্দিষ্ট কক্খটীর 'জটিলা' শব্দোচ্চারণ শুনিয়া দ্রুতবেগে সকলের অঙ্গনে আগমন—পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া

* প্রকরণোচিত স্মরণসংক্রান্তলীলাগ্রন্থগুলি একত্র সমাবেশের অভিপ্রায়ে এইস্থলে শ্রীমাধব-মহোৎসব ও শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যাদির বর্ণনা না দিয়া পরেই লিখিত হইতেছে।

চলিতে চলিতে যুগলের জটিলাময় বন-দর্শন—ব্রজসীমায় আসিয়া শঙ্কাবশতঃ উভয়ের ভিন্ন পথে স্বস্বগৃহে গমন ও শয়নাদি—(দ্বিতীয় সর্গ)। কিঙ্করীগণের স্নান, অনুলেপন ও শ্রীরাধার নির্মাল্য বসনভূষণাদিধারণ—শ্রীরাধার অট্টালিকা বর্ণনা—কিঙ্করীগণকর্তৃক প্রস্তুত সেবাসামগ্রী—মুখরার—আগমন ও শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ—শ্যামলার আগমন ও রসোদ্গার—মধুরিকার নন্দালয় হইতে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান হইতে গোদোহনান্ত লীলাবর্ণনা—শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ অনুরাগ শ্রবণান্তে শ্যামলার স্বগৃহে গমন—(তৃতীয় সর্গ)। শ্রীরাধার স্নান ও ভূষণ-পরিধাপনাদি হইলে দর্পণে নিজ মধুর অঙ্গকান্তির দর্শনে চমৎকারিতা, কুন্দলতার আগমন—(চতুর্থ সর্গ)। শ্রীরাধিকার নন্দালয়ে গমনপথে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের স্কন্ধে বাহু দিয়া ত্রিভঙ্গ ললিতঠামে দাঁড়ান—সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনা শুনিয়া শ্রীমতীর সাত্ত্বিকবিকার—যুগলের পরস্পর দর্শনকালে বটুকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণগলে চম্পকমালার অর্পণ দেখিয়া সখীগণ-কর্তৃক শ্রীমতির প্রতি পরিহাসরঙ্গ নন্দমহলের শোভাবর্ণন—নন্দালয়ে প্রবেশ, যশোদাদির প্রণামানন্তর রন্ধনশালায় প্রবেশ—রন্ধনকালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীমতীর শোভা-সন্দর্শন—শ্রীরাধার কর্ণে মধুমঙ্গলের প্রতি ছলোক্তি প্রবেশ ও শ্রীরাধাকর্তৃক প্রিয়তম প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সখীগণের নিকটে অভিলষিত-প্রার্থনা—(পঞ্চমসর্গ)। রন্ধনশালায় শ্রীমতীর দর্শনে জাত ক্ষোভ নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শুকশাবকের অধ্যাপনচ্ছলে শ্রীরাধানামকীর্ত্তন। মধুমঙ্গলের সহিত ব্যায়ামকৌশলকথন, শ্রীকৃষ্ণসবিধে উজ্জ্বল জ্যোতির্বিদ্যা বলিয়া বটুর পারিতোষিক-প্রাপ্তি ও আশীর্বাদপ্রদান, দাসগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্নানাদি-সমাধান, সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন—মধুমঙ্গল-কর্তৃক ভোজ্যরসের সহিত রসতত্ত্ব বিচারাদি—সখীগণের শ্রীরাধার ভোজন—নন্দীশ্বর-গিরিগুহায় মিলন—(ষষ্ঠ সর্গ)।

(৩) **পূর্বাহ্নলীলা**—মাতৃকর্তৃক গোষ্ঠবেশভূষা-রচনায় বিলম্ব হইলে সখাগণের উৎকণ্ঠা, ব্রজেশ্বরীর অনুমতিতে মোদকাদিদ্রব্য-সহ দাসগণের বনগমন—নন্দীশ্বর গিরিগুহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন—নর্মসখাগণকর্তৃক পরিহাস—কৃষ্ণের গোষ্ঠবেশ—'মুকুন্দ বনে যাইতেছেন' এই বাক্যের নানাবিধ অর্থজ্ঞাপন—ব্রজগোপীদের তাৎকালিক দর্শন-লালসা—শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাকে প্রবোধ-দান—শ্রীরাধার নিকট নেত্রাঞ্চলে অভিসার-প্রার্থনা ও সম্মতিপ্রাপ্তি, বনগমন (সপ্তম সর্গ)। শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে সখী-প্রেরণ, সখীগণমুখে শ্রীরাধার বিরহবিধুর অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্রুদ্ধ হইলে মধুমঙ্গল-কর্তৃক শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার জন্য রূপমঞ্জরীর প্রতি ইঙ্গিত—রূপমঞ্জরীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী চম্পকমালা আনিয়া শ্রীরাধাহৃদয়ে অর্পণ—সূর্য্যপূজার আয়োজনে বিলম্ব হওয়ায় অধীর কৃষ্ণের মুরলীবাদন এবং শ্রীরাধার বিভ্রম, অভিসার—বেণুনাদে, 'গোগণ! আগমন কর' শব্দের নানা ধ্বন্যর্থবর্ণন, বেণুনাদে স্থাবরজঙ্গমের সাত্ত্বিক বিকার—সূর্য্যমন্দিরে গিয়া শ্রীরাধার প্রণাম ও স্তব—তৎপরে কুসুম-সরোবরে আগমন ও কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধে উল্লাস। মধুমঙ্গলসহ শ্রীকৃষ্ণের ছলক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন—শ্রীরাধারূপে পর্বত স্বর্ণময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিতর্ক—পরস্পর দর্শনে যুগলের ভ্রমাদি (অষ্টম সর্গ)। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার কপট ভয় হইলে সখীগণের ইঙ্গিতে কুঞ্জপ্রবেশ—সখীমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণাগমন দেখিয়া সখীগণের কপটক্রোধ—পরস্পরের সাটোপ-বাক্যাদি—শ্রীরাধার কুট্টমিতভাব—রাধার মুখ কি চন্দ্র?—এ বিষয়ে কৃষ্ণের বিতর্ক—কন্দর্পযজ্ঞ-কথন—বিশাখাকর্তৃক শ্রীমতীর প্রতি অবহিত্থাবলম্বনের উপদেশ—নান্দীমুখী-প্রদত্ত পত্রখানির শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পঠন ও রহঃস্থলে প্রবেশ—নান্দীমুখীসহ শ্রীরাধা ও ললিতার উত্তর প্রত্যুত্তর—নান্দীমুখীকর্তৃক পত্রের মর্মোদ্ঘাটন, বাম্যনাশক মন্ত্রজপ—শ্রীকৃষ্ণের আগমনশঙ্কায় অশোককুঞ্জে প্রবেশ—শ্রীকৃষ্ণের রমণীমণ্ডলে আগমন ও ললিতার ইঙ্গিতে কুঞ্জপ্রবেশ ও কেলিগৃহে যুগলের শয়ন (নবম সর্গ)। বৃন্দা-নিয়োজিত ছয় ঋতুর সেবা—অনঙ্গবিলাসান্তে অলঙ্কৃতা শ্রীরাধাকে স্ব-স্বরূপা করিয়া নিজ পার্শ্বে স্থাপন—রাধাকর্তৃক মন্ত্রজপের অভিনয়—সখীগণকর্তৃক দুই কৃষ্ণ-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাসীগণের নিকট জিজ্ঞাসা—পরে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা মনে করিয়া স্থানান্তরে গমন—শ্রীরাধা-কণ্ঠস্বরে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিন্যাস—সর্বাঙ্গস্পর্শ করিয়াও 'রাধা' বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান—ললিতাদিসহ শ্রীকৃষ্ণের ছলে রহস্যলীলা—মুকুন্দবেশী রাধার নিকট সখীগণের আগমন—কুন্দলতাদ্বারা রতিচিহ্ন-সূচনা—ললিতা, নান্দীমুখী, কুন্দলতা ও বৃন্দা প্রভৃতির পরস্পর পরিহাসবাক্যে সখীগণের হাস্য, মুকুন্দবেশী রাধার প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর প্রত্যুত্তর—

সখীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধার কৃষ্ণবেশের দূরীকরণ ও নিজবেশে সাজান—কৃষ্ণ আসিয়া সখীগণের সহিত পরিহাস—কুন্দলতা ও ললিতার উক্তি—সখীদের নিজমুখে কৃষ্ণকৃত সম্ভোগ-বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা ও নান্দীমুখীর হাস্য—(দশম সর্গ)। শ্রীরাধা-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু অর্পণের শোভা—পার্শ্বদ্বয় হইতে দুই সখীকর্ত্তৃক যুগলের হস্তে তাম্বুলবীটিকাপ্রদান—আচার্য্যত্রয় বর্ণনা—'বর্ষাহর্ষ'-বনভাগে গমন—বিদ্যুন্মেঘ, কদম্ববন, কুট্টিম ও হিন্দোলের বর্ণনা—রাধা-কৃষ্ণের হিন্দোল লীলা দেখিয়া দেবীগণের পুষ্প-বর্ষণকালে মেঘগণের জলকণা-বর্ষণ—বীণাদিযন্ত্র ব্যতীত সখীগণের গান—পরস্পরের অঙ্গ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কান্তি-আস্বাদন—দোলায় অতিবেগে ভীতা রাধাকর্ত্তৃক কৃষ্ণকণ্ঠ গ্রহণ—সখীদের দোলারোহণ—হিন্দোলার উপরে দুই দুই গোপীমধ্যে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি—কমলাকৃতি হিন্দোলায় আরোহণ—ফলাদিভোজন—নান্দীমুখী ও বৃন্দাকর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ দোলন—দোলা হইতে অবতরণ ও বনভ্রমণ—(একাদশ সর্গ)। 'শারদীয়' বনে প্রবেশ ও তত্রত্য শোভা বর্ণন করিতে করিতে শ্লিষ্টবাক্য-প্রয়োগে রাধার প্রতি পরিহাস—কৃষ্ণকর্ত্তৃক কমলকলিকার প্রশংসায় শ্রীরাধার ক্রোধ—বৃন্দাবনে আগমন ও তত্রত্য পশুপক্ষী, কুট্টিম, যমুনার ঘাট, তরুলতা, পুষ্প ফল ও কুঞ্জাদির বর্ণনা—কুসুমসমূহে পরস্পর হার-নির্মাণ ও পরস্পরকে সাজান, বরবর্ণিনী-বর্ণন—রাধা 'পুরুষজাতি নির্লজ্জ' এই কথা বলাতে কৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধাকে তমালে জড়িত হেমযূথিকা-প্রদর্শন—বিবিধ কৌতুকে যোগপীঠে আগমন—যোগপীঠে আরূঢ় কৃষ্ণের ললিত ত্রিভঙ্গী মূর্ত্তি ধারণে বামপার্শ্বস্থা শ্রীরাধাসহ অষ্টদলে বিরাজিত সখীগণের তাৎকালীন সেবাদি শুকমুখে বর্ণনা—রূপমাধুরী বর্ণন করিতে করিতে শুকের বৈবর্ণ্য ও বাক্‌রোধ হইলে ফল খাওয়াইয়া তাহার সন্তর্পণ—রাধাকৃষ্ণের বীণা ও বংশীবাদন—পরে রত্ন-মন্দিরে শয়নাদি—পরিজন-কর্ত্তৃক বন্য পুষ্পের বিবিধ হার নির্মাণ ও ফলমূলাদি ভোজন—(দ্বাদশ সর্গ)। 'হেমন্তেষ্ট'-বনভাগে প্রবেশ—হেমন্ত ঋতু বর্ণনা—রাধাকে বক্ষে গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণহস্ত হইতে মুরলীপতন ও ললিতাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেণী-মূলে তাহার গোপন—বৃন্দাকর্ত্তৃক সকলের গাত্রে শীতবস্ত্র দান—পুষ্পফলাদির ছলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনা। 'শিশিরসুখদ'-বনভাগে গমন—শিশির ঋতু বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুন্দপুষ্প চয়ন হইলে রাধাদির কুন্দলতাকে পরিহাস। 'বসন্তসুখদ' বনে আগমন—বসন্ত ঋতু ও গিরিরাজের বর্ণনা—রাসস্থলীতে বিশ্রাম—বৃন্দাকর্ত্তৃক মধু-আনয়ন—মধুপাত্রে নিপতিত প্রতিবিম্ব-মাধুরী-আস্বাদন—মধুসৃষ্টিকারী বিধাতার স্তুতি—মধুপানে ব্রজবালাদের উদ্‌ভ্রান্তি—কিঙ্করীগণকে মধুপান করাইয়া রহস্যলীলা—সখীগণ সহ বিলাসাদি—(ত্রয়োদশ সর্গ)। 'নিদাঘ-সুভগ' বনে আগমন—মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণের রসিকতা ও রসবিচার—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের বর্ণনা—সেতুবন্ধে দণ্ডায়মান প্রেয়সীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধা ও সরসীর তুলনা—জলবিহারোপযোগী বস্ত্র-পরিধান—জলযুদ্ধে পরাজিত রমণীগণের বসন-ভূষণাদিবলপূর্ব্বক গ্রহণ ও স্মরসমর, জলমণ্ডূক-বাদ্য, জলকেলি সমাপনান্তে তীরে আসিয়া বস্ত্রাদিধারণ, ফলভোজন, রতিলীলা, দাসীগণকর্ত্তৃক পরিচর্য্যা ও নিদ্রার আবেশ (চতুর্দশ সর্গ)। পাশাখেলার আয়োজন—মধ্যস্থ রাখিয়া খেলা আরম্ভ—পরাজয়ী কৃষ্ণের প্রতি সখীগণকৃত ভর্ৎসনায় মধুমঙ্গল নীরব—কৌস্তুভ-পণে খেলায় পরাজিত হইলে কুন্দলতাকর্ত্তৃক কৌস্তুভ লইয়া শ্রীরাধাবক্ষে সমর্পণ, কৌস্তুভে নিজ প্রতিবিম্বদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মোহ—ক্রমে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি পণপূর্ব্বক খেলা—বেণু ও বীণার পণে খেলা আরম্ভ হইলে বেণুর অন্বেষণ—মুরলীর জন্য প্রত্যেক সখীর নীবিবন্ধনাদি উন্মোচন—জটিলার সূর্য্যমন্দিরে আগমন—বিপ্রবেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সূর্য্যপূজাদি—প্রণামকালে শ্রীরাধার বেণী হইতে মুরলীপতন দেখিয়া জটিলার ক্রোধ ও বিপ্রবেশী কৃষ্ণহস্তে মুরলীর সমর্পণ—রমণীসকলের সহিত জটিলার গৃহে আগমন—কৃষ্ণেরও সখাগণের নিকট গমনাদি (পঞ্চদশ সর্গ)।

(৫) **অপরাহ্নলীলা**—শ্রীরাধার বিরহব্যাধি-প্রশমনের বিবিধ চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার অশান্তি—চন্দনকলার মুখে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-সুধাপানে শ্রীরাধার শান্তি ও মোদকাদি-নির্মাণ। ষোড়শ আকল্প ও দ্বাদশ-আভরণ-ধারণ—কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, ললিতাসহ অট্টালিকায় আরোহণ—গোধূলিদর্শনে শ্রীরাধার তাপশান্তি—কৃষ্ণস্পৃষ্ট বায়ুর অনুভব—বংশীধ্বনির শ্রবণে সখীগণসহ উদ্যানে গমন—ভূষণাপেক্ষা না করিয়া শ্যামলাকর্ত্তৃক রাধা-সকাশে আগমন—কৃষ্ণদর্শন—বলদেবের নন্দীশ্বরে প্রবেশ—যাবটে আসিয়া ব্রজসুন্দরীদের প্রতি কৃষ্ণের কটাক্ষ-নিক্ষেপ—শ্যামলা,

রাধা ও ললিতার সংলাপ—কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেওয়ায় বিধি ও লজ্জাদির প্রতি ধিক্কার, পরস্পরদর্শনে উভয়ের জাড্য—ব্রজেশ্বরীর নিকট তুলসীকে প্রেরণ—নিজ-মন্দিরে বিরহিণী রাধার কৃষ্ণস্ফূর্তি—কৃষ্ণের নিজগৃহে প্রবেশ (ষোড়শ সর্গ)

(৬) **সায়ংলীলা**—দেবাঙ্গনাদের কৃষ্ণ ও সূর্য্য-বিষয়ক বিচার—রমণীদের অশ্রুসিক্ত পুষ্পবর্ষণ—অস্তাচলাভিমুখী সূর্য্য-সম্পর্কে বিবিধ উৎপ্রেক্ষা—ব্রজেশ্বরীর নিকট হইতে আগতা তুলসীর মুখে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্নান-ভোজনাদি লীলা-শ্রবণ—রাধিকাকর্ত্তৃক ফেলামৃতাস্বাদন—পাবনসরোবরস্থ অট্টালিকায় আরূঢ়া শ্রীমতীর গো-দোহনব্যাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত-পান—মুখচন্দ্র বর্ণন ও লীলাদর্শন—কৃষ্ণের নিজালয়ে গমন—(সপ্তদশ সর্গ)।

(৭) **প্রদোষলীলা**—প্রদোষ-বর্ণনা, ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগতা ইন্দুপ্রভার মুখে ব্রজরাজ ও বন্ধুবর্গসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-শয়নাদিলীলা-শ্রবণ—সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাধাকথা—জটিলা-নির্দেশ শ্রীমতীর ভোজন—অভিসার ও বংশীধ্বনি-শ্রবণ—পথমধ্যে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-ভ্রম—ললিতার পরিহাস—রাধার ভূষণধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের তমালতরুবৎ অবস্থান—বিশাখার নির্দেশে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সেই তমাল-স্কন্ধে করন্যাস ও রহোলীলা—(অষ্টাদশ সর্গ)।

(৮) **নৈশলীলা**—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সখীগণের নিকট ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরণ—মঞ্জরীগণের শ্রীরাধা-পরিচর্য্যা—সখীগণের সহিত বাক্‌চাতুর্য্যাদি—শ্রীরাধার নটবরবেশ-ধারণ ও ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে মুরলীবাদন—শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গীবেশ—শারদীয় রাসের ন্যায় বংশীধ্বনিতে গোপীগণের আকর্ষণ—বৃন্দাকর্ত্তৃক রাধার হস্ত হইতে মুরলী লইয়া কৃষ্ণহস্তে অর্পণ ও ভ্রমনিরাকরণ—নিজ নিজ বেশ-ধারণ—প্রহেলিকা—যমুনাপুলিনবর্ণনা, তত্র আগমন, রাসবিলাসে বিবিধ নৃত্য গীত বাদ্য প্রবন্ধাদি—অবসানে সখীগণকৃত সেবা—(উনবিংশ সর্গ)। যমুনায় জলকেলি, নিজ নিজ বেশবিন্যাস, ভোজন, শয়ন—কৃষ্ণের অতনুতীর্থে স্নানা-ভিলাষ—প্রত্যেক সখীর কুঞ্জে বিহার—দাসীগণের রহোবিলাসদর্শন—প্রেমবৈচিত্ত্য-বর্ণনা—সমৃদ্ধিমান্ ও বিপরীত সম্ভোগাদি—রতিশ্রমে যুগলের নিদ্রা (বিংশ সর্গ)।

পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে এই মহাকাব্য রাগানুগীয় সাধনভক্তির পদ্ধতি। ইহাতে একদিনের লীলাক্রমে দিগ্‌দর্শন-মাত্র সূচিত হইয়াছে। শ্রীগৌরানুগ সাধকগণ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই কেবল এই জাতীয় সাধনে উন্মুখী হয়েন এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্যই এই প্রকার লীলাগ্রন্থ-প্রণয়ন। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সাধক না হইলে এই জাতীয় লীলার আস্বাদন করিতে পারে না—পক্ষান্তরে ঐ প্রকারের জ্ঞানহীন হইয়াও শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে লীলাশ্রবণাদি করিয়া ভাগ্যবান্ সাধক এতাদৃশ ভজনে লুব্ধ হইতে পারেন। বস্তুতঃ লোভই এই মার্গের পথ-প্রবর্ত্তক। লোভ না জন্মিলে এতাদৃশ গ্রন্থাস্বাদনের চেষ্টা বাতুলতা ও বিড়ম্বনামাত্র।

এই গ্রন্থের টীকাকার শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌম মূলের ব্যাখ্যানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্লিষ্ট শব্দগুলির যথাযথ পরিবেশন—অস্পষ্টাংশের বিশদ ব্যাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তিনি স্ব-গুরুদেবের হার্দ নিষ্কাসিত করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিপাদ কৃত অনুবাদটি সংস্কৃতের মতই দুর্বোধ্য, ও গুরুগম্য। ঢাকার শ্রীগোপীনাথ বসাক-কৃত পয়ারে অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রায়শঃই মূলানুগত। শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহোদয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতরস' নামকরণপূর্বক শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের পয়ারে অনুবাদসহ স্থলে স্থলে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের অতিরিক্ত লীলাবলীরও নির্দেশ দিয়া দিগ্‌দর্শিনী ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজি - ৮। (ভাবনাসারসংগ্রহ)

১৭৪৩ শকে এই ভাবনাসার-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ৪০ খানা গ্রন্থরত্ন হইতে প্রায় তিন হাজার শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এমন সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রীব্রজলীলার অষ্টকালিকী ধারা সুসজ্জিত হইয়াছে যে কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যেই তরুণসাধকগণও অনায়াসে স্মরণ মনন করিতে পারেন। (শ্রীমদ্ গুরুচরণ-দাস-মহোদয়-কৃত বঙ্গানুবাদসহ ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দে 'শ্রীহরিবোল-কুটীর' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

———

শ্রীচৈতন্যযুগে মহাকাব্য

শ্রীলকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ ও (৯) শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য

বিবিধছন্দোবদ্ধ বিশটি সর্গে ১৯১১ শ্লোকে শ্রীগোস্বামিপাদ এই মহাকাব্যের রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৬৪ শাকে এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। 'আশৈশব প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞ' মুরারিগুপ্ত বিরচিত করচা-অবলম্বনেই কবিকর্ণপূর এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন (২০।৪২, ৪৩) এবং গ্রন্থশেষে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের **নায়ক**—মহত্তম গুণনিধি ধীরোদাত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

প্রথমসর্গে—বন্দনা, দৈন্যোক্তি এবং শ্রীগৌরাঙ্গান্তর্ধানে ভক্তগণের অরুন্তুদ বিরহবর্ণনা। **দ্বিতীয়ে**—নবদ্বীপনগরী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরিণয়, গর্ভ, শ্রীচৈতন্যজন্ম, বাল্যলীলা, বিদ্যালাভ, মাতার প্রতি হরিবাসরদিনে ভোজন-নিষেধ—শ্রীমিশ্রপুরন্দরের অন্তর্ধান। **তৃতীয়ে**—লক্ষ্মীপ্রিয়ার দর্শনে স্বাভিলাষ-প্রকটন, বিবাহ, লক্ষ্মীবিজয়ে শচীর বিলাপ, পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়াদি। **চতুর্থে**—অধ্যাপন, গয়াযাত্রা, গৃহগমনাদি। **পঞ্চমে**—প্রেমচেষ্টা ও নবদ্বীপবিহার। **ষষ্ঠে**—নামমহিমা-প্রচার, নিত্যানন্দ-মিলন, মুরারিমুখে রামাষ্টক-শ্রবণাদি, ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রকটন। **সপ্তমে**—স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শন, নিত্যানন্দাদি-মিলন, ভক্তিশিক্ষাবিস্তারাদি। **অষ্টমে**—শ্রীবাসবিদ্বেষী ব্রাহ্মণপ্রতি ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকটন, বৃন্দাবনস্মরণাদি। **নবমে**—বৃন্দাবনে গোপীসহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদির স্মরণ। **দশমে**—গোপীদের প্রেমচেষ্টাদির আস্বাদন। **একাদশে**—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাসাদি স্মরণ করতঃ তদ্ভাবে বিহার—সন্ন্যাসলীলা—শচীহস্তে ভোজন—নীলাচলযাত্রা, কটকে শ্রীবিগ্রহদর্শনাদি। **দ্বাদশে**—সার্বভৌমগৃহে গমন ও বিচার—সার্বভৌমের পরিবর্ত্তন-সম্পাদন, রামানন্দ-বিবরণ, কূর্মক্ষেত্রে গমন—দাক্ষিণাত্যভ্রমণ। **ত্রয়োদশে**—ত্রিমল্লাদিতীর্থদর্শন, রামভক্তমিলন—গোদাবরীতটে রামানন্দ-মিলন ও ভক্তিপ্রসঙ্গাদি, নীলাচলে আগমন, ভক্তমেলনাদি। **চতুর্দশে**—সার্বভৌমের কাশীযাত্রা, ভক্তগণের নীলাচলগমন, স্নানযাত্রা। **পঞ্চদশে**—বৃন্দাবনবাসীদের নয়নে প্রভুর বিরহ, গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাবিহার। **ষোড়শে**—গুণ্ডিচামন্দিরে নৃত্যকীর্ত্তনাদি। **সপ্তদশে**—নৃত্যান্তে স্নানভোজনাদি, পুরুষোত্তমবিহার, উপবনবিলাসাদি। **অষ্টাদশে**—নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া, দ্বাদশযাত্রাদর্শন, মকরযাত্রায় গোপবেশধারণ—দোলযাত্রাবিলাসাদি। **ঊনবিংশে**—বৃন্দাবনে গমনাগমন, প্রেম-বিহ্বলতাদি, ভক্তমিলনাদি। **বিংশে**—গৌড়মণ্ডলে আগমন, রাঘবপণ্ডিতাশ্রমে, শ্রীবাসগৃহে, শান্তিপুরে ; শচীদেবীমিলন, নবদ্বীপের পারে (কুলিয়া) গ্রামে আগমন ও পাঁচ ছয় দিন অবস্থান, পুনরায় নীলাচলে আগমনাদি।

এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণযুক্ত ও বহুবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত। ঊনবিংশ সর্গে চিত্রকবিত্ব অতি প্রশংসনীয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ও (১০) শ্রীমাধবমহোৎসব মহাকাব্য

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-বিরচিত এই মহাকাব্যের নয়টি উল্লাসে (অধ্যায়ে) মোট ১১৫৬ শ্লোক আছে। প্রথম হইতে অষ্টম উল্লাস পর্য্যন্ত যথাক্রমে রথোদ্ধতা, ইন্দ্রবজ্রা (উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি), বসন্ততিলক, প্রহর্ষিণী, ইন্দ্রবংশা, দ্রুতবিলম্বিত, মালিনী, অনুষ্টুপ ছন্দঃ প্রায়শঃই ব্যবহৃত, কিন্তু নবম-উল্লাসে কবি বহুবিধ ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। এই মহাকাব্যে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত সুরসাল বর্ণনা আছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অভিষেক-বর্ণনায় গোস্বামিগণের প্রচুরতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ দানকেলিকৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধাষ্টকে ও প্রেমেন্দুসুধাসত্রে শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের স্পষ্টতঃ সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ দাসগোস্বামীও মুক্তাচরিতে, ব্রজবিলাসস্তবে (৬১), বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৮৭) শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী আনন্দবৃন্দাবনে ১৫শ স্তবকে শ্রীশ্রীগোবিন্দাভিষেক বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৭ অধ্যায়ে সংক্ষেপে শ্রীগোবিন্দাভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণীয় [পাতাল ৪৬।৩৮] কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে 'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা' এবং মৎস্যপুরাণে 'রাধা বৃন্দাবনে বনে'—এই সব

বচনেও রাধাভিষেক-সম্বন্ধে উট্টঙ্কিত হইয়াছে। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীরাধাকে তত্ত্বত্রয়রূপিণী কৃষ্ণময়ী বলা হইয়াছে এবং তিনিই সর্বেশ্বরী বলিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনাধীশ্বরী করা হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ এই সব প্রমাণমূলেই শ্রীরূপপ্রভুর আদেশে এই বিরাট কাব্য রচনা করিয়াছেন। শব্দঘটায়, অলঙ্কারচ্ছটায়, ছন্দোবৈচিত্র্যে, ভাবরস-প্রবাহে এই কাব্যখানি অতুলনীয়। শ্রীজীবপ্রভু ইহাকে দৈন্যবশতঃ 'কাব্যখণ্ড' বলিয়া নির্দেশ করিলেও (৯।৯৯,১০০) কিন্তু মহাকাব্যের সকল গুণ সমাবেশে আমরা ইংাকে 'মহাকাব্যই' বলিতেছি। শ্রীজীবচরণের শব্দবিন্যাস-প্রণালী কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রতিশব্দের অন্তরালে অফুরন্ত রসের নির্ঝর বর্তমান থাকায় এবং ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্গারে চমৎকারাতিশয়ত্ব সূচনা করায় ইহাকে উত্তমোত্তম কাব্য সংজ্ঞায় নির্দেশ করা যায়। শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য, শ্লিষ্টশব্দ-প্রয়োগবাহুল্যাদি এই মহাকাব্যেও বিরাজমান। ১৪৭৭ শকাব্দে ইহার রচনা শেষ হইয়াছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই মহাকাব্যে শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। উহা মধু (চৈত্র) মাসে পূর্ণিমাতিথিতে অনুষ্ঠিত বলিয়া অথবা স্বয়ং শ্রীমাধব-কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই গ্রন্থ 'মাধবমহোৎসব' আখ্যালাভ করিয়াছে; তৃতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে—(৪।৪) এই মহোৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাতৃগণের আগমনাদিতে লজ্জা হইবার সম্ভাবনায় বাহিরে মাধবের নাম সূচিত হইল বটে, কিন্তু শ্রীরাধাই অভিষিক্তা হইলেন, অথচ উভয়েরই সমান অধিকার সূচনা করা হইল। অধ্যায় সমূহেও লীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **প্রথম** উল্লাসে—শ্রীরাধা শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত মিলন-সঙ্কেত পাইয়া হৃষ্টা হইয়াছেন, অতএব ইহার নাম—**উৎসুকরাধিক। দ্বিতীয়ে**—মালতীর মুখে চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনরাজত্বপ্রাপ্তি কথা শুনিয়া ও বৃক্ষবাটিকার দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীরাধিকার দুর্জয় মান, ইহার নাম—**উন্মন্যুরাধিক। তৃতীয়ে**—বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর সহযোগে শ্রীরাধার মান-প্রশমন ও শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়ায় শ্রীরাধার প্রফুল্লতাবশতঃ ইহার নাম—**উৎফুল্লরাধিক। চতুর্থে**—অধিবাস ও অভিষেকের পূর্বকৃত্যাদি-সমাধান—ইহার নাম **উদ্যোত-রাধিক। পঞ্চমে**—অভিষেকের পূর্ণ আয়োজন, শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক-মণ্ডপে উদয়, অতএব ইহার নাম—**উদিত-রাধিক। ষষ্ঠে**—লতানিকুঞ্জরাজির সুষমা, সংস্থান ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, দেবীগণের আগমন, রাধাকৃষ্ণের পরস্পর মিলিত অঙ্গ-সুষমা ও শ্রীরাধার নেত্রলক্ষ্মীর উন্নতি-বর্ণনায় ইহার নাম—**উন্নত-রাধিক। সপ্তমে**—অভিষেকপর্বারম্ভ, গন্ধর্বকন্যাদের সঙ্গীত, নবনিধি-নির্মিত ঘটের জলে অভিষেক, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের অঙ্গশোভা দর্শন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্ণনায় ইহার নাম—**উৎসিক্তরাধিক। অষ্টমে**—শ্রীরাধার বেশভূষাদিদ্বারা উজ্জ্বলতা-সম্পাদন ইত্যাদি বর্ণনায় ইহার নাম—**উজ্জ্বলরাধিক। নবমে**—শ্রীরাধার রাজসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাতে উপবেশন—যথাযোগ্য অধিকারদান—সম্ভোগ ইত্যাদি শ্রীরাধার ভোগোন্মাদ-বর্ণনায় ইহার নাম—**উন্মদরাধিক।**

এই গ্রন্থে **পরকীয়া রস-পরিবেষণ**—(১।৬০) শ্রীযশোদাকর্তৃক শ্রীমতীতে পুত্রবধূত্ব-অভাবেও তদ্বৎপ্রতীতি, (১।৭১) পৌর্ণমাসীকর্তৃক শ্রীরাধার পতিম্মন্য গোপের সঙ্গ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানের সূচনা, (১।৬৫) শ্রীরাধা 'গুরুকুলে পরবর্তী' (৪।৮৩) দধিঘৃতকর্দমে বিক্রয্যমানা শ্বশ্রূ জটিলার দর্শনে শ্রীমতীর নম্রবক্ত্রে, সুন্দর হাস্য ইত্যাদি পঞ্চম উল্লাসে পদ্মাকর্তৃক উপদ্রুতা এবং ষষ্ঠোল্লাসে জটিলা ও অভিমন্যুর হস্ত হইতে বৃন্দাকর্তৃক সুরক্ষিতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া সামাজিকগণ পরকীয়াই অবধারণ করিবেন।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দদেব কবি (১০) শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় মহাকাব্য

অষ্টাদশ-সর্গাত্মক এই মহাকাব্যে এই কবি নানা ছন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীগৌরের ধ্যান-মন্ত্রাদিরও সমাবেশ আছে। চরিত-প্রধান বলিয়া ইহার বিস্তারিত বিবরণ চরিতশাখায় দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থলেই দ্রষ্টব্য। *

* শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান-মূলক, এবং অন্যান্য পৌরাণিক মহাকাব্য-বিষয়ক আলোচনাদি জিজ্ঞাস্য হইলে History of classical Skt. Litt. ৩০৪-৩০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) খণ্ডকাব্য

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত (১২) শ্রীরাধারসসুধানিধি

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে অবতীর্ণ এই শ্রীপাদ কাশীক্ষেত্রে বাস করিতেন। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি কাশীবাস ও বেদান্তচর্চ্চায় তিলাঞ্জলি দিয়া প্রেমসত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে পাঁচখানি অমূল্য গ্রন্থরত্নদান করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ ও শ্রীপ্রবোধানন্দ দুই ব্যক্তি বলিয়া আমার ধারণা—তাহা পূর্বে সম্পাদিত আশ্চর্য্যরাস-প্রবন্ধের অবতরণিকায় দ্রষ্টব্য। কাশীবাসী শ্রীপাদই যে এইসকল গ্রন্থরচনা করিয়াছেন—তাহাতে আমার সন্দেহলেশ নাই। তৎপ্রণীত গ্রন্থ-পঞ্চক—(১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, (২) শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, (৩) শ্রীরাধারসসুধানিধি, (৪) সঙ্গীতমাধব ও (৫) আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ। এই গ্রন্থের ভাবভাষা ও রসতন্ময়তাদির পর্য্যলোচনায় ইঁহারা যে একই সুনিপুণ কবির হস্তে নির্মিত হইয়াছে—তদ্বিষয়ে দ্বিধা থাকে না। দক্ষিণা নায়িকার স্বভাব ইঁহার প্রতিগ্রন্থে সুব্যক্ত; মায়াবাদের প্রতি ধিক্কার, ব্রহ্মবাদের প্রতি তিক্ততাবোধ প্রভৃতি সকল গ্রন্থে অল্পবিস্তর স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থখানি স্তোত্রকাব্য।* ইহাতে ২৭২টি শ্লোক আছে। প্রধানতঃ শ্রীরাধার পাদ-পদ্ম-ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধা-উপাসনার উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয় ইহাতে সুনিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্রীরাধা— প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎকারৈকসীমা সৌন্দর্য্যৈকসীমা কিমপি নববয়োরূপলাবণ্যসীমা।

লীলামাধুর্য্যসীমা নিজজন-পরমৌদার্য্যবাৎসল্যসীমা সা রাধা সৌখ্যসীমা জয়তি রতিকলাকেলিমাধুর্য্যসীমা॥ ১৩১

শুদ্ধপ্রেমবিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোরশোভানিধি বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিমনিধি র্লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ।

শ্রীরাধা জয়তান্মহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ সৌন্দর্য্যৈকসুধানিধি র্মধুপতেঃ সর্বস্বভূতো নিধিঃ॥ ২৪৫

এইরূপে শ্রীরাধার গাত্রে কোটিবিদ্যুতের ছবি, মুখে বিপুল আনন্দের ছবি, ওষ্ঠে নব বিদ্রুমের ছবি, করে সৎপল্লবের ছবি, স্তনমণ্ডলে স্বর্ণকমলকোরকের ছবি (৯৯)। তিনি লাবণ্যের সার, রসসার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখৈকসার, কারুণ্যসার, মধুরচ্ছবিরূপসার, বৈদগ্ধ্যসার, রতিকেলিবিলাসসার এবং অখিল সারাৎসার (২৬)। তাঁহার ভ্রূনর্ত্তনে চাতুরী, সুচারুনেত্রাঞ্চলে লীলাখেলন-চাতুরী, শ্যামের ন্যায় বাক্চাতুরী, সঙ্কেত-কুঞ্জে অভিলাষ-চাতুরী নবনবায়মান ক্রীড়াকলা-চাতুরী এবং সখীগণসহ পরিহাসোৎসবচাতুরী সর্বোপরি বিরাজিত। এই গ্রন্থের শ্রীরাধা কখনও অভিসারিকা (২০, ২১, ৩২, ১৫২) কখনও প্রেমবৈচিত্ত্যাপন্না (৪৭, ১২৮), কখনও উৎকণ্ঠিতা (৩৮) কখনও খণ্ডিতা (২৩১) রূপে বর্ণিতা। ১৭০ শ্লোকে মানের কেবল ইঙ্গিতমাত্র আছে এবং ২১৫ শ্লোকে শ্রীমতীর প্রেমবৈচিত্ত্য অবস্থা দেখিয়া সখীভাবে বিভাবিত কবির মূর্চ্ছা ও তৎপরে অনুশোচনার বর্ণনায় তাঁহার বিচ্ছেদভীরুতা ও সেবাত্রুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্বভাবটিও পরিব্যক্ত হইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থে শ্রীপ্রবোধানন্দের ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যা সখীর স্বভাব—দক্ষিণা প্রখরা নায়িকা, মাননির্বন্ধাসহা, নায়কভেত্তা ও লঘু প্রখরা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগলের বিচ্ছেদাভাসেও ইঁহার বাহ্য আভ্যন্তর জ্বালা হয়। সুধানিধির শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই অনন্যনিষ্ঠ (২৩৬); শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৫।৭৪-৬) ন্যায় এই গ্রন্থেও শ্রীরাধানামের প্রভাব-প্রতিপত্তি (৯৫-৯৭) এবং শ্রীরাধাদাস্য লাভের উপায় (১৪২) বর্ণিত হইয়াছে। শতক (১৭।১০৬), সঙ্গীতমাধব (২।৭) এবং এই এইগ্রন্থে ১০ম শ্লোকে কুট্টমিত-অলঙ্কারবতী শ্রীমতীকে উপস্থাপিত করত কবি এইভাবের প্রতি তাঁহার অতিপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

১৩। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ

শ্রীগৌরোদ্গান-সরস্বতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ এই গ্রন্থেরও নির্মাতা বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্রীমদ্-ভাগবতের রাসলীলা অবলম্বন করত এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব আছে বলিয়াই

* এলাচী-সংস্করণ-অবলম্বনে লিখিত। জয়পুরে দুইখানা পুঁথি আছে—একখানা আদ্যন্তশ্লোকদ্বয়হীন হইয়া 'শ্রীহরিবংশ' রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইহার নাম --আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ। শ্রীপাদ প্রথমতঃ (৩-২৪) শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা দিয়াছেন, ইহা প্রায়শঃই শতকের অনুযায়ী। (২৫-৩৩) শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসী স্বরূপের বর্ণনা, (৩৪) কদম্বতরুতলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে রাধানামে মোহন বাঁশী বাজাইলে (৩৫-৪৮) গোপীগণের বিপর্য্যস্ত বেশে অভিসার; (৫০-৫৭) শ্যামানুরাগে শ্রীরাধার ভাব-বিকৃতি; (৫৯) মুরলীনিনাদশ্রবণে অভিসারোদ্যতা হইলে সখীগণের নিবারণ, (৬০-৬১) শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা, (৬১-৬৯) গোপীগণের রসলালসাদর্শনে (৭০-৭১) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্ববিরহবিধুরতাখ্যাপন, (৭২) শ্রীরাধার সহিত মিলনজন্য গোপীদের পরামর্শে দূতীপ্রেরণ; (৭৩-৯২) দূতীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-তন্ময়তা, রাধানিষ্ঠা ও গোপীজনলাম্পট্য ইত্যাদির বর্ণনা, (৯৩-৯৬) স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন ও রসময় বাক্যালাপ-শ্রবণ, (৯৭-৯৯) রাধানামজপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধামিলনোদ্দেশে বেণুধ্বনি, (১০০-১০৩) শ্রীরাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, গোপীগণকে উপেক্ষা, (১০৪-১০৯) শ্রীকৃষ্ণবিলাপে বৃন্দাবনীয় স্থাবর-জঙ্গমের রোদনাদি, (১১১-১২০) ললিতাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার অভিসারে বাধা, (১২২—২৪) দূতীমুখে শ্রীরাধার নিরোধবার্ত্তা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশে অভিসার, (১২৫-১৩৭) তাঁহার মুখে শ্রীরাধার প্রশংসা ও শ্রীহরির নির্দোষত্ব-খ্যাপন, (১৩৮-১৪৮) রাধামিলনের জন্য শ্রীহরির তীব্রতর উৎকণ্ঠা-প্রতিপাদন, (১৫১-৫৫) শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাদৃশ্য দর্শনে ইঁহার প্রতি শ্রীরাধার পরম প্রীতি ও আলিঙ্গনদান, (১৫৬-১৫৯) এই পরিরম্ভণে পরিচয় পাইয়া শ্রীরাধার কুঞ্জগৃহে প্রবেশ ও অঙ্গসঙ্গদান, (১৬২-১৬৭) যুগলকিশোরের রাসোপযোগী পুনর্বেশধারণ, (১৬৮-৭২) নিখিলকলাবিৎ সখীগণসহ বৃন্দাবনে প্রবেশ, (১৭৩-১৮২) সখীগণের সেবাদি, (১৮৩-৯০) বহুমূর্ত্তিপ্রকটনে নিজকায়ব্যূহরূপা সখীগণসহ রসোপভোগে শ্রীমতীর প্রেরণা, (১৯১-২০২) ও বিবিধ রসাস্বাদন; (২০৩-৪) সখীগণের অভিমান-প্রশমনজন্য শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, (২০৫-১২) গোপীগণের সর্বত্র কৃষ্ণান্বেষণ ও জিজ্ঞাসা, (২১৩-১৪) হরিপদাঙ্ক ও (২১৫) রাধা-পদচিহ্নের দর্শনে (২১৬-২৪) তাঁহাদের বিলাসানুমান, (২২৫-৬) শ্রীরাধার সখীগণজন্য খেদ ও চলনে অসম্মতি, (২২৭) শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন, (২২৮-৩০) শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ও সখীসমাগম, (২৩২) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও (২৩৩-৬) গোপীদের ভাববিহ্বলতা, (২৩৭-৬৮) ব্রজাঙ্গনাসহ রাসোৎসব, (২৬৯-৭৬) শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগপৎ ও ক্রমনৃত্য, গোপীদের গানবাদ্য প্রভৃতি রসময় ও কামময় উৎসব, (২৭৭—৮) জলকেলি, (২৭৯) বাসভূষাদির পরিধান ও কুঞ্জমধ্যে শয়ন। এইরূপে—

পরমরসসমুদ্রোজ্জৃম্ভণখ্যাতিকাষ্ঠা পরমপুরুষলীলারূপশোভাতিকাষ্ঠা।
পরমবিলসদাত্মপ্রেমসৌভাগ্যভূমা জয়তি পরপুমর্থোৎকর্ষসীমা স রাসঃ ॥২৮১

(২৮২—৮৩) শ্রীপাদ স্বকীয় স্ফূর্ত্তি অনুসারে এই রাসপ্রবন্ধ প্রকট করিয়া (২৮৪) গ্রন্থফলও বলিয়াছেন—"যিনি এই রাসপ্রবন্ধ কৃষ্ণানুরাগভরে গান করিবেন, তাঁহার পদতলে সকল পুরুষার্থ লুণ্ঠিত হইবে।"

এই গ্রন্থরচনা-কৌশল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ একটি শ্লোকে বক্তব্য বিষয়টি বীজাকারে বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ তৎপরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে তাহারই সবিস্তারে বিবৃতি দিয়াছেন। বীজশ্লোকগুলি বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিবৃতিরূপে শ্লোকমালা সর্বত্রই পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীসরস্বতীপাদ প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধারাবাহিক লীলা বর্ণনা করিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে কিন্তু সম্পূর্ণ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্রীপাদের ভাষায় পুষ্পিত বৃন্দাবনের দৃশ্য—

কুসুমিত-পল্লবিত-দ্রুমবল্লি স্ফুটিত-কদম্বক-কিংশুক-মল্লি। স্মের-কুমুদকরবীর-বিরাজি প্রহসিত-কেতক-চম্পকরাজি ॥ ১০
বিকসিত-কুটজ-কুন্দ-মন্দারং সুফলিত-পনস-পূগ-সহকারং। হরিচরণপ্রিয়-তুলসীবিপিনৈঃ শোভমানমুরুপরিমল-মসৃণৈঃ ॥ ১১
বিলসজ্জাতীযূথিকমতুলং বিকচস্থলপঙ্কজ-বক-বঞ্জুলং। সন্তত-সন্তানক-সন্তানং বর-হরিচন্দন-চন্দনবিপিনং ॥ ১২
পারিজাতবন-পরমামোদং রাধাকৃষ্ণজনিতবহুমোদং। কুরুবক-মরুবক-মাধবিকাভি র্দমনক-দাড়িম-মালতিকাভিঃ ॥ ১৩
শেফালিকয়া নবমালিকয়া শোভিতমপি বহুবিধ-ঝিণ্টিকয়া। ললিতলবঙ্গবনৈরতিমধুরং নবপুন্নাগ-নাগরুচি-রুচিরম্ ॥ ১৪
স্তবকিত-নবকাশোকবনালি স্মেরশিরীষ-পরিস্ফুটপাটলি। বন্ধুরমভিনব-বন্ধুকবিপিনৈঃ শোভিতমভিতস্তিলকাম্রানৈঃ ॥ ১৫

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগ (১৫০১—১৬৫০)

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও খণ্ডকাব্যাবলি

১৪। **শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা**—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার অপ্রতিম সুচতুর চিত্রকর শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিয়া প্রেমভক্তির কোমল তুলিকায় এক অনির্বাচ্য মহামোহন অমিয়রস মাখাইয়া—এই গ্রন্থপটে চারিটি মনোজ্ঞ, অদ্ভুত ও সুচারু মিলনচিত্র অঙ্কিত করত ব্রজরসলোলুপ পাঠক ও সাধকদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। চিত্রচতুষ্টয়ই রস-পরিবেশনে, শব্দবিন্যাস-চাতুর্য্যে ও ভাবমাধুর্য্যে রসিকজনের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া থাকে, যুগল-কিশোরের ভজনানন্দী সাধকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তোলে; অলৌকিক হাস্যরসের ছটায় মন-প্রাণ মাতাইয়া এক অপার্থিব উজ্জ্বল জগতে উন্নীত করে। আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন 'রসে সার **শ্চমৎকারঃ**'; ফলতঃ এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রবন্ধে রসসার চমৎকারিত্বই প্রদর্শিত হইয়া 'চমৎকারচন্দ্রিকা' নামের সার্থকতা আনয়ন করিতেছে। আবার 'রম্যবস্তু-সমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলং' —এই উক্তির যাথার্থ্যও এই গ্রন্থপাঠেই সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা-বৈচিত্র্যও এমনই চমৎকার যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের যাঁহারা চির বিরোধী বলিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে সেই মহামিলনের মহাসহায়ক। প্রথম কুতূহলে—মঞ্জুষিকা-মিলন, দ্বিতীয়ে অভিমন্যুবেশে, তৃতীয়ে বৈদ্যবেশে ও চতুর্থে গায়িকাবেশে মিলন বর্ণিত হইয়াছে। মহাজনী পদাবলীতেও এতাদৃশ মিলনের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে শ্রীহরিবাসরে রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে চারিযামের জন্য চারিটি কৌতূহল লিখিত হইয়াছে এবং পূর্বকালে বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদন করিয়া বিবিধ ভাববিকারে রসোদ্গার ও স্বস্ব অনুভব-চমৎকারিতার আদানপ্রদানে ইষ্টগোষ্ঠীতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।

১৫। **প্রেমসম্পুটঃ**—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই গ্রন্থেও সরল ভাষা-বিন্যাসে প্রেমের স্বরূপটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের মৌনাবলম্বন দেখিয়া কোনও রোগ নিশ্চয় করত শ্রীমতী তাঁহার রোগ-নিরাকরণ জন্য বিবিধ প্রশ্ন করিলে কপট শ্রীকৃষ্ণ স্বমনোদুঃখের কারণ স্বরূপে শ্রীরাসলীলায় অন্তর্ধান-জনিত ব্যাপার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বহু দোষোদ্গার করিলেন এবং শ্রীমতীর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি পরম আসক্তিতে সন্দিহান হইয়াছেন। তখন শ্রীমতীর মুখে প্রেমের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয়। শ্রীমতী প্রেমসম্পুট খুলিয়া বলিলেন—

> একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে একাসু-সংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
> কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেকনালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্॥ ১০৮
> যৎস্নেহপূরভৃতভাজনরাজিতৈক-বর্ত্যগ্রবর্ত্ত্যমলদীপযুগং চকাস্তি।
> তচ্চেতরেতর-তমোঽপনুদৎ পরোক্ষমানন্দয়েদখিলপার্শ্বগতাঃ সদালীঃ॥ ১০৯

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য অবধারণ করিলে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে এই যুগলকিশোরের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপগত কোনই পার্থক্য নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ—স্বরূপে আনন্দ এবং শ্রীরাধাও হ্লাদিনীসার। শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদ—ইহা বৈদান্তিক সত্য। স্বরূপ ও শক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে উভয়ের অভেদ, কিন্তু পরস্পর আস্বাদনগত লীলাবিচারে উভয়ের প্রভেদ দেখা যায়—ইহাই তাৎপর্য্য।

১৭১ শ্লোকে ১৬০৬ শকাব্দে এই গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে। রসিক ভক্ত এই গ্রন্থেও শ্রীশ্রীরূপপাদের বাক্যমধুরিমামৃত পান করিয়া যে পুষ্টিলাভ করিবেন—তাহা গ্রন্থশেষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৬। **শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণিঃ**—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদই এই কাব্যগ্রন্থেরও নির্মাতা। শ্রীব্রজমণ্ডলে কোথায় কোন্ দিকে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের কোন্ লীলাস্থলী বিরাজমান—তাহারই ক্রমরীতি-পরিচয় সুললিত পদবিন্যাসে শব্দার্থালঙ্কারপূর্ণ এই খণ্ডকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। রাগানুগীয় সাধকগণ এই পুস্তিকার সাহায্যে স্বাভীষ্ট কুঞ্জের সংস্থানাদির পরিচয় করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে ব্রজস্থলী-পরিক্রমেরও একটা নমুনা পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থের তিনটী সর্গে ২৩৪টি শ্লোক বিবিধছন্দে রচিত হইয়াছে। **প্রথম** সর্গে—শ্রীবৃন্দাবনধামের তত্ত্বাদি,

নন্দীশ্বর-বর্ণনা, গোপীবৃত্তান্ত, বার্ষভানবী-তত্ত্ব, সখীবৃত্তান্ত ; ব্রাহ্মণ, তৈলিক, তাম্বূলী, মালী, গোশালা, গোধনাদি, বর্ষাণা-বিবরণ, সঙ্কেত, যাবট ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ে**—বনানী, ফলকিসলয়, পুষ্পাদি, বাপীতড়াগাদি, ভূমি, বৃক্ষাদি, কুঞ্জাদি—খেলনবন, ভাণ্ডীর, বৃন্দাবন, যমুনা, পুলিন, নিকুঞ্জ, ছয়ঋতুর সেবা, কল্পবৃক্ষ, মণিমন্দির, যোগপীঠ, গোবিন্দকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গোপীশ্বরশিব, বংশীবট, নিধুবন, বেণুকূপ, শৃঙ্গারবট, ধীরসমীর ইত্যাদি। **তৃতীয়ে**—গোবর্দ্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা, দাননির্বর্ত্তনকুণ্ড, সংকর্ষণানন্দ-সরোবর, গৌরীতীর্থ, দানঘাট, মানসগঙ্গা, কুসুমসরোবর, শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডযুগল, কুঞ্জসমূহ, কাম্যবন, শান্তনুবাস, শেষশায়ী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। **সংকল্পকল্পদ্রুম**—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ-রচিত স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত হইলেও ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডকাব্য বলা চলে। এই গ্রন্থ শ্রীজীবপাদের সংকল্পকল্পদ্রুমের ন্যায় হইলেও ইহাতে বিলক্ষণতাও যথেষ্ট আছে। ১০৪টি শ্লোকের প্রথম ৮৮ শ্লোকে শ্রীরাধার নিকট ব্যাকুলভাবে নিগূঢ়সেবার প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তি, তৎপরে গ্রন্থকারের স্বগুরুপরম্পরার সিদ্ধদেহগত নাম সম্বোধন পূর্বক দৈন্যবিজ্ঞপ্তি (৮৯-৯১) তৎপরে মঞ্জুলালি-গুণ-রস-ভানুমতী-লবঙ্গ-রূপমঞ্জরী প্রভৃতির নিকট আনুগত্য-প্রার্থনা, (৯২-৪) গিরিরাজ (৯৯), শ্রীরাধাকুণ্ড (১০০), যোগপীঠ (১০১), বৃন্দা (১০২), গোপীশ্বর (১০৩) প্রভৃতির নিকট স্বসংকল্পসিদ্ধিবিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌রসিকোত্তংস (১৮। প্রেমপত্তন)

ভক্তাবতংস শ্রীমদ্ রসিকোত্তংস প্রেমরস-পূরিত এই 'প্রেমপত্তন' নামক গ্রন্থরত্নের রচয়িতা। গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম-ধামাদি অজ্ঞাত। কথিত আছে যে একদা কবি 'রসিকোত্তংসো হরির্জয়তি' ইত্যাদি পদ্যরচনা করত ভগবানে সমর্পণ পূর্বক নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তিনি প্রিয়া-প্রিয়তমের নিকটে সমাগত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া প্রিয়া প্রিয়তমকে বলিতেছেন—"এই তোমার 'রসিকোত্তংস' আসিল!" এই কথা শ্রবণে জাগরিত হইয়া কবি প্রাতঃকালে খেদসহকারে প্রিয়াজিকে বলিলেন—"আমাকে দেখিয়া প্রিয়তমের নিকট যে তুমি 'হে প্রিয়! তোমার রসিকোত্তংস আসিল।' এই কথা বলিয়াছ, হে দেবি! তাহাতে আমি নিরন্তর মনোদুঃখ পাইতেছি।" বলা বাহুল্য তদবধি কবি রসিকোত্তংস নামেই পরিচিত হইলেন। এই গ্রন্থে ১০২টি পদ্য তাঁহারই নির্মিত। ১৬৯৫ বিক্রমাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বিবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-প্রয়োগে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকাকারও অজ্ঞাত—'অদ্ভুত' নামক মহাজন, ভূমিকায় এই গ্রন্থকারেরই টীকা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপানুগ ছিলেন—তাহা তদীয় 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে বন্দনা হইতেই জানা যায়। গ্রন্থে ও টীকায় শ্রীরূপচরণ ও শ্রীবিশ্বনাথ-প্রভৃতির সূক্তিসংগ্রহ হইয়াছে— তাহাও বিচার্য্য। পুরঞ্জনের উপাখ্যানবৎ এই গ্রন্থেও রূপকচ্ছলে বর্ণনা হইয়াছে।

কথাসার—গগনমণ্ডলে **'প্রেমপত্তন'** নামে এক নগর বিরাজ করিতেছে—তাহার অধিপতি প্রচুরতর আনন্দকন্দ ভগবান্ নন্দনন্দন **মুকুন্দ**। তাঁহার **মতি** ও **রতি** নামে দুই যুবতী ভার্য্যা আছেন। উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তমা অলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী হ্লাদিনীসাররূপা রতি—শ্রীরাধাই। ভগবান্ পরমপুরুষের ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানরূপা জ্ঞানবাচ্যা হইলেন—মতি। রতির লাবণ্যাতিশয়ে আকৃষ্টচিত্ত শৃঙ্গারমূর্ত্তি ভগবান্ মতিকে ত আদর করিতেনই না, বরং বাক্যেও অবমাননাই করিতেন। মাধুর্য্যরূপা রতি-কর্ত্তৃক নিত্যতৃপ্ত ভগবান্ ঐশ্বর্য্যরূপা মতিকে আদর করিবেনই বা কেন? ক্রমে ক্রমে রতিও তাঁহাকে যথেষ্ট কদর্থনা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞচূড়ামণি মতি তখন কান্তগৃহ এমন কি পঞ্চপ্রাণ হইতেও আদরণীয়া স্বীয় কন্যা **শান্তি**কেও ত্যাগ করত স্বপিত্রালয়ে গমন করিলেন। মতির জনক কিন্তু শাস্ত্রই, সেই শাস্ত্র আবার জন্মাবধিই ধনসম্পদাদিতে বৈরাগ্যই আনয়ন করে। কন্যাকে আসিতে দেখিয়া পিতা (শাস্ত্র) তাঁহাকে বেদাধ্যয়নপটু বটুগণের সহিত বনে বনে কায়ক্লেশে ভিক্ষাটন করিতে আজ্ঞা দিলেন। **শান্তস্বান্ত** নামক ঋষি শান্তিকে বিবাহ করিয়া নিজাশ্রমে লইয়া গেলেন।

এইরূপে সন্তুহিতা মতি '**প্রেমপত্তন**' নামক পত্তন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তত্রত্য গৃহ-নগর উপবনাদির যাবতীয় অধিকার শৃঙ্গারমূর্ত্তি ভগবান্ রতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। মতির যাবতীয় কার্য্যে অসূয়া-প্রকাশে রতি সকল ব্যবহারেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসীগণকে পর্য্যন্ত রতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। এখন মন্ত্রী হলেন—ভরত। পুরোহিত হইলেন—কামশাস্ত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়ন মুনি। নগর-নির্মাতা শিল্পিপ্রবর—অদ্ভুত। এই অদ্ভুত শিল্পী রাজার আদেশানুসারে অদ্ভুত কৌশলে এই প্রেমপত্তন নির্মাণ করিলেন। 'রাগানুগমন' নামক অদ্ভুত-রচিত গোপুরদ্বার দিয়া কোনও কোনও ভক্তপ্রবর ঐ পত্তনে প্রবেশ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। ঐ নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে গম্ভীরতোয়া মহাবিস্তার যে পরিখা আছে, তাহা কেবল ভগবদ্ভক্তি পরায়ণজনগণই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। পরিখামণ্ডলের চতুর্দিকে বহু উপবন আছে—তাহার অলৌকিক ছবি, মহিমাদি অবর্ণনীয়। পত্তনের অভ্যন্তর ভূমিকাভাগের যাবতীয় বস্তুই অরুণবর্ণ—পশু-পক্ষী মনুষ্যাদি সকলই ভিতরে বাহিরে অনুরাগরঞ্জিত। রতি ঐ নগরে উপমন্ত্রিরূপে যুদ্ধবীর, ধর্মবীর ও হাস নামক মহাজনদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ নগরে ঋতুসমুদয়ও যুগলের প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত হয়। রতির 'প্রেম প্রণয় স্নেহ মানাদি' ক্রমে উত্তরোত্তর জ্যেষ্ঠ দশটি পুত্র আছে। শৃঙ্গারমূর্ত্তি রাজার পরিপন্থী 'রৌদ্র, করুণ, বীভৎস, ভয়ানকাদি' নগরের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। মর্য্যাদাময় 'ভাগবত' রাজার শাসন স্থির করিয়া ঐ পুরীর পালন করেন। 'অভ্যস্তশাস্ত্র' নামক সেনাপতি নিরন্তর নগরের বাহিরেই পরিভ্রমণ করেন, নিকটে আসেন না। দৃগ্দর্শন ও বচনাভিজ্ঞ নামক পরীক্ষকদ্বয় রতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। "দুরদৃষ্ট, দুরাগ্রহ, দুর্বৈরাগ্য ও দুঃসংজ্ঞ"—নামক চারিজন প্রতীহারী গোপুরবহির্দেশে রতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পূর্বোক্ত পরীক্ষকদ্বয়-কর্তৃক পরীক্ষিত জনগণকেই নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। এইভাবে নগরাদির রচনাবিষয়ে বৈপরীত্য বিধান হইলে প্রথমতঃ মতিকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যবহারেও রতি বৈপরীত্য সংঘটন করাইলেন। মতির অধ্যক্ষতায় ধর্ম নিগমানুসারে নিয়মিত হইত। এক্ষণে রতির অধীনে সেই বিষয়েও বিপর্যয় ঘটিল—অধুনা অধর্মই ধর্ম, অনাচারই আচার, অসত্যই সত্য, অসন্তোষই সন্তোষ ইত্যাদি। কবি শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রনিচয়ের প্রমাণ-প্রয়োগপুরঃসর এই সব বিষয়ের যে সুন্দর পবিত্র রসতত্ত্বানুযায়ী বিপর্য্যয় বিন্যাস করিয়াছেন—তাহা একমাত্র রসিকজন সংবেদ্য।

এস্থলে '**প্রেমপত্তন**' বলিতে সর্বধামমূর্দ্ধন্য শ্রীবৃন্দাবনই বাচ্য, মধুরমেচক—নবজলধরকান্তি শৃঙ্গাররসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং রতি—মহাভাবাঙ্কুর-রূপা প্রেয়সী-মূর্দ্ধন্যা শ্রীরাধাই। ধর্মবিপর্য্যয়সম্পর্কে এই কথাই বিচার্য্য—'যে ধাম হইতে পূততর অন্যস্থান নাই, সেই পূর্ববর্ণিত আনন্দময় ভগবদনুগ্রহৈকলভ্য মহাসুকৃতিগণপ্রাপ্ত ধামে যে সকল গুণত্রয়-বর্জিত জনমণ্ডলী বাস করেন, তাঁহাদের আচার বা অনাচারাদি আমাদের ন্যায় হইতেই পারে না—এস্থানের 'মাপকাঠিতে' ওস্থানের রীতি-নীতি বুঝিতে যাওয়া মহা বাতুলতাই। মনে রাখিতে হইবে—যে ভগবৎপদ লাভ করিবার জন্য বিবিধ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সদাচার রক্ষা করা হয়, বিনয় সত্যবাক্য প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করিতে হয়—সেই পদ প্রাপ্তি করিলে তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে যাহার জন্য তাঁহারা আবার যত্ন করিবেন? 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (গীতা ২।৪৫) ইত্যাদি বচনদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে ভগবৎপ্রেম-পরিপ্লুত হৃদয়গণ ধর্মাধর্মবন্ধন হইতে সর্বথাই নির্মুক্ত। এই রাগভক্তিমার্গ ত্রিগুণাতীত ভগবৎপ্রিয়গণেরই সমাশ্রয়ণীয়, কিন্তু মাদৃশ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের এই পন্থা নহে।

'যে স্থলে অসত্যই সত্য'—এই রতিকৃত বিপরীত ভাবের পুরাণবাক্যে ও আত্মকৃত পদ্যে সমর্থন যথা—শ্রীগর্গ মহারাজ বলিয়াছেন (ভাগ ১০।৮) "তোমার এই আত্মজ পূর্বকালে কখন বসুদেব-গৃহেও জন্মিয়াছিল" এবং "অতএব হে নন্দ! তোমার এই আত্মজ গুণে নারায়ণসম, ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিবে।" এইস্থলে ঈশ্বর ও বাসুদেবাত্মজ বলিয়া জানিলেও গর্গমুনির 'পূর্বকালে', 'তোমার আত্মজ', 'গুণে নারায়ণ-তুল্য, কিন্তু নারায়ণ নহে,' 'সাবধানে পালন করিবে'—ইত্যাদি বাক্য সত্য নহে, তাহার কারণও কেবল শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই, [এস্থলে অসত্য-ভাষণেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠার পোষকতা হইয়াছে।] এইরূপ সর্বত্র—প্রেমের গতিই গহনা।

(ঘ) কড়চা (বা স্মারকলিপিজাতীয়)

১৯। শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা—দুষ্প্রাপ্য, কয়েকটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যচরিতমৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমন্ মুরারিগুপ্তের কড়চা—এই গ্রন্থখানি-সম্বন্ধে আলোচনাদি চরিত্-শাখায় দ্রষ্টব্য। কারণ ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিত্রই বেশীর ভাগে অঙ্কিত হইয়াছে।

(ঙ) শতক—কাব্য

২১। **শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত**—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত এই গ্রন্থখানি একশত শতকে সম্পূর্ণ ছিলেন বলিয়া জানা গেলেও মাত্র ১৭টি শতক পাওয়া গিয়াছে। পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকার যে লোকাতীত মহামহিমময় শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের মহাকবি—তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি ভাব-প্রাচুর্য্যে, ভাষামাধুর্য্যে, বর্ণনা-সৌন্দর্য্যে, বস্তুবৈভবে এবং কল্পনা-গৌরবে সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারে এক নিরুপম রত্নই বটে। এই গ্রন্থ সকল সাধকেরই নিরতিশয় কল্যাণ প্রসব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীপাদের লেখনীতে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা অতিচমকপ্রদ, অতিসুন্দর ও অতিমধুর। শ্রীবৃন্দাবনীয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুর প্রতি সম্মানজ্ঞাপন, চিদানন্দ বৃন্দাবনের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনবাসির নিকট অপরাধসত্ত্বে তত্ত্বের অস্ফূর্ত্তি, তাঁহাদের সেবা, বৃন্দাবন-বাসানুরোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বাসনিষ্ঠা, বাসফল, গুরুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্থূণানিখনন-ন্যায়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—তাহা অতি প্রগাঢ়, ভাবৈকগম্য, কৃপালভ্য এবং অনুরাগৈক-সংবেদ্য। এ সব বিষয়ের বিশেষ বিবৃতি জানিতে হইলে আশ্চার্য্যরাস-প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

স্থূল আলোচনা—(১) এই শতক সার্বজনীন গ্রন্থ, সম্প্রদায়সীমার অতীত; শ্রীসরস্বতীপাদের পন্থানুসরণে দৈন্য-বৈরাগ্যে নামগ্রহণ ও রূপচিন্তা ইত্যাদি করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার ও স্বকীয় সিদ্ধদেহের তত্ত্বস্ফুরণ হইবে এবং তাহাতেই রাগানুগীয় ভজনের পথ পরিষ্কার হইবে।

(২) এই গ্রন্থে লীলাবিলাস অপেক্ষা সম্প্রয়োগের প্রতি অধিকতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে (২০।২৬) শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের এবং শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবে স্বয়ং শ্রীরূপপাদেরও সম্প্রয়োগ-সম্ভোগ-বর্ণনায় আবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

(৩) শ্রীসরস্বতীপাদ হ্রদবৎ লীলারই পক্ষপাতী; স্রোতোবৎ লীলা এবং হ্রদবৎ লীলা উভয়ই আস্বাদ্য, উভয়ই উপাস্য। রুচিভেদে দুইই উত্তম। 'যেনেষ্টং তেন গম্যতাং।'

(৪) অজাততাদৃশরুচি সাধক রাগানুগা-মার্গে বৈধীসম্বলিতভাবে ভজন করিবেন—ইহাই শ্রীজীবপাদের নির্দেশ। পক্ষান্তরে জাততাদৃশরুচি সাধক কি ভাবে রাগানুগীয় ভজন করিবেন—তাহারই উন্নত উজ্জ্বল আদর্শ জ্বলন্ত অক্ষরে জীবন্তভাবে দেখাইয়াছেন—শ্রীপাদ সরস্বতীঠাকুর। তাঁহার প্রতিঅক্ষরে বৈদ্যুতিক শক্তি (fire) নিহিত আছে—তিনি যেন অগ্নিমন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন।

(৫) এইগ্রন্থ একবিষয়াত্মক কাব্য বলিয়া—অতীব বিস্তৃত আকারে গঠিত বলিয়া—ইহাতে আপাততঃ পুনরুক্তিদোষ দেখা গেলেও ভক্তিবিভাবিতচিত্তে কাব্যরস-পারদর্শী সাধক এই পুনরুক্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া ইহাতে স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য দেখেন। 'স্থূণানিখনন'ন্যায়ে কোনও বস্তুকে হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপ সংস্থাপিত করিতে হইলে এইরূপ বাক্যভঙ্গীতেই লিখিতে হয়।

(৬) এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে দুরাচারত্ব, দুষ্কার্য্যত্ব ও জঘন্য পাপানুষ্ঠানত্ব প্রভৃতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া শ্রীবৃন্দাবনেরই মহামহিমা কীর্ত্তিত হইলেও ভ্রমবশতঃ যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে কোনও ব্যক্তি শ্রীধামে বাসকালে যদি কু-প্রবৃত্তি ও দুঃস্বভাব-প্রণোদিত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়, তাহা মার্জনীয় বা সেই সকল দুষ্কর্মের চিন্তা বা কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তিতে ভগবদ্ভক্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না; ফলত মনে ঐরূপ কুধারণার স্থান দেওয়াও মহাপাপ। শ্রীগ্রন্থকার নিজেই স্বকীয় প্রৌঢ়িবাদের বিরুদ্ধে যে (১৭।৪৮) সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহাও সুধীগণের আলোচ্য ও দ্রষ্টব্য।

(৭) এই গ্রন্থের ধারাটি অষ্টকালীন নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুরাগের ধারা— যাহা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, উৎকলিকাবল্লরীতে ও বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-প্রভৃতিতে প্রকটিত হইয়াছে—ইহা সেই উৎকণ্ঠালালসাময়ী ধারা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীকারের মতে 'আসক্তি-ভূমিকালাভের পর সাধক আর বিধিবদ্ধভাবে চলিতে পারে না'—শ্রীজীবচরণ বলিয়াছেন—'রুচিঃ বুদ্ধিপূর্বিকা, আসক্তিস্তু স্বারসিকী'। আসক্তির পর হইতে ভজন স্বভাবে পরিণত হয়। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কপিলোপাখ্যানের টীকায় লিখিয়াছেন যে রাগানুগীয় সাধক প্রথম হইতেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভজন করেন, সুখপূর্বক, আনন্দের সহিত—স্বভাবের প্রেরণায় ভজন করেন। রোগীর মিছরী-আস্বাদনের দৃষ্টান্ত রাগানুগীয় সাধক সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে। যথার্থ রাগানুগীয় সাধক অতি বিরল—'রুচের্বিরলত্বাৎ' ভক্তিসন্দর্ভ। অতএব শ্রীসরস্বতীপাদের এই ভজন—বিশেষভাবে অনুরাগের ভজন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীরূপের আনুগত্যেই ভজন, শ্রীসরস্বতীপাদের আনুগত্যে নহে—শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে কিন্তু শ্রীতুঙ্গবিদ্যার আনুগত্যে নহে। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে তুঙ্গবিদ্যাদি দক্ষিণা প্রখরা—কাজেই পূর্বস্বভাবানুসরণে শ্রীসরস্বতীপাদকে 'দক্ষিণা' নায়িকা বলিতে হয়, যেহেতু তিনি মান, বাম্য ইত্যাদির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন, অথচ মিলন, অনুরাগ ইত্যাদির সবিশেষ পক্ষপাতী, কাজেই শতকগুলির ঝোঁক নিত্যবিহারের দিকে, নিত্য নিকুঞ্জমিলনের দিকে—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদির ন্যায় অষ্টকালীন ধারা নহে। সরল কথায় বলতে গেলে—শ্রীসরস্বতীপাদের ভাবধারায় ও ভজন-পদ্ধতিতে তীব্র অনুরাগ, তীব্র ভজন, তীব্র বৈরাগ্য ; নিরন্তর স্মরণ, নিরন্তর স্ফূর্ত্তি, নিরন্তর আবেশ ও আত্মহারা ব্যাকুলতা ইত্যাদি স্পষ্টই অনুভূত হয়। 'সাসঙ্গ ভজন'—আসক্তিযুক্ত ভজন—প্রাণের ভজন না হইলে—তীব্র ভক্তিযোগ না থাকিলে মৃদুমন্থর ভজনে কোন কালেও ফললাভের আশা নাই। বস্তুতঃ শতকের রসতন্ময়তা, আনন্দবিহ্বলতা ও অনুরাগোন্মাদনা প্রচুরতর আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

(ক) **শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্**—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীতে আরোপিত এই গ্রন্থখানি ১০২ শ্লোকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের মহামহিম-সূচক। এই শতকের ভাব ও ভাষা প্রায়ই শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের অনুরূপ, কোনও কোনও স্থলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন-সংঘটনে ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত একশত শতকে লিখিয়াও যাঁহার ভাষা বিরাম লাভ করে নাই—শ্রীনবদ্বীপশতকের একশত শ্লোক লিখিতে তিনি যে স্বকৃত গ্রন্থ হইতেই যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অভিপ্রেত কার্য্য সমাধান করিয়াছেন—এই কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মনে হয় কোনও মহাশয় ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপধামের গুণ-গরিমায় সমাকৃষ্ট হইয়াছেন—তিনি শ্রীবৃন্দাবনীয় মহামহিমসূচক এই শতকগুলি দেখিয়া সেই ভাবে ও ভাষায় সমতা বিধান করত এই গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা অনুমানমাত্র, দুই তিন খানা পাণ্ডুলিপি দেখিতে পাইলে সন্দেহ-নিরসনের অবকাশ ঘটে। রচনার আদর্শ—

নমামি তদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রলীলাং নমামি গৌরস্থলচিদ্বিভূতিম্।
নমামি গৌরাঙ্গপদাশ্রিতাংস্তান্ নমামি গৌরং করুণাবতারম্॥ ৮৩

শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপশতকের পয়ারে সরল বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ঐ রচনার আদর্শ—(৯৯-১০০)

অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। দেখিব সে মিশ্রাবাস অতুল জগতে॥
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্ বিভূতি। দুর্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি॥
নাহি চাই কাশীবাস, গয়াপিণ্ডদান। মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা স্বর্গ আন॥
রৌরবে কি ভয় মম কি ভয় সংসারে। শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥

আর্য্যাশতক—শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামি-বিরচিত এই গ্রন্থে 'আর্য্যা'-নামক মাত্রাবৃত্তে গ্রথিত ১১৯ শ্লোক (প্রথম দশটি বাদ দিয়া) পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ স্তুতিকাব্যের অন্তর্গত করাও চলে। বর্ণয়িতব্য বিষয়—শ্রীশ্যামসুন্দরের ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির পরিবেশন। প্রথমতঃ নমস্কার ও বস্তুনির্দেশ-রূপে 'শ্রবসোঃ কুবলয়ং' ইত্যাদি শ্লোক—তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সর্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যবত্তার বিনির্দেশপূর্বক সর্বনায়কশিরোমণিত্ব

প্রতিপাদনক্রমে ধীরললিত-নায়কোচিত গুণ, স্বভাব ও ব্যবহারাদির সূচনা, রূপমাধুরী ও প্রত্যঙ্গবর্ণনা, পৃথক্ পৃথক্ দিবসের বিবিধ কালের লীলাবিনোদ, নিশান্ত (প্রাতঃ) লীলার দৃশ্য, মধ্যাহ্নকালে জলকেলি ও শয়ন, অপরাহ্নলীলা, নৈশবিহার ও ষড়্ঋতুর সেবাদি সুবর্ণিত হইয়াছে।

২৩। **শ্রীচৈতন্যশতক**—শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নীলাচললীলার পার্ষদ এই সার্বভৌম। কোটিসূর্য্যময় অপূর্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিতে দ্রষ্টব্য। এই বাসুদেবই সর্বপ্রথম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া শ্রীধামনবদ্বীপে প্রবর্ত্তন করেন। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বহুসম্মানদানে নীলাচলে লইয়া যান। তদবধি তিনি নীলাচলেই বসতি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়—

সার্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জ্ঞান, এই লয় নাম॥ (চৈ, চ, মধ্য ৬।২৫৭-৮)
এবং—প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে॥ (ঐ মধ্য ৬।২০৫-৬)

এই শত শ্লোকই শ্রীচৈতন্যশতক বা সার্বভৌমশতক বলিয়া পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই শতকে প্রধানতঃ দৈন্য, প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি, শ্রীচৈতন্যরূপগুণাদি, তদ্ভক্ত-প্রশংসা ও অভক্তনিন্দা, নটেন্দ্র গৌরচন্দ্রের স্ফূর্ত্তি-প্রার্থনা (৫২-৬১), তৎকর্ত্তৃক হরিনামমন্ত্রদান (৬৪), নমস্কার (৬৬—৭৩), নাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগ (১৫০১—১৬৫০)

(২৪) **শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতক**—শ্রীমৎরসিকানন্দ-প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরে যাঁহারা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার-প্রসার-বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন—তাঁহাদের অগ্রণী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল-নরোত্তমঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুই ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরাদিতে ইঁহাদের বিস্তারিত প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমৎরসিকানন্দ প্রভু কিন্তু যেভাবে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে দর্শন, আস্বাদন ও অনুভব করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ অপূর্ব ও পৃথক্। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বটি তিনি স্ফুটতররূপে জগৎসমক্ষে দেখাইয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন হইয়াও লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—তাহা পূর্বাচার্য্যগণ ইঙ্গিত করিলেও ইতঃপূর্বে কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। এই গ্রন্থে কিন্তু তিনি স্বীয় ইষ্টদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মর্মবিজ্ঞা সেবাপরা সখীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিখিল কল্যাণগুণময় গুণ-গরিমরাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়া (১—২৪) তিনিই যে সর্বসেব্য, তাহার বিবৃতি দিতেছেন তৎপরে (২৫) তাঁহাকে শৃঙ্গার-রসময়-বিগ্রহধারী, শ্রীরাধার ভাব হাবাদির অনুভবী, শ্রীগোপীজনবল্লভের কামকলা-বিস্তারক এবং ভাবকদম্বে উজ্জ্বলীকৃত বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন। (২৬-৫৪) শ্রীমন্নন্দনন্দনের নিত্যপ্রেয়সীরূপ পরিকরই যে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জনগণের উদ্ধার-কল্পে শ্রীশ্যামানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার সখীদেহের বর্ণনা, প্রচুরতর সেবা-সৌষ্ঠব ও রাসলাস্যাদি-নৈপুণ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৫৫—৬৪) শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় প্রতি বস্তুর মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গাহিয়া গ্রন্থকার (৬৫—৭৭) শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মাধুর্য্যরসে ভজনোপদেশ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দের চরণেই শ্রীকৃষ্ণরতি ভিক্ষা করিতেছেন। অনন্তর (৭৮—৯৩) গ্রন্থকার শ্রীশ্যামানন্দের ধ্যানাবস্থ স্বরূপের যে বিবৃতি দিয়াছেন, অননুভূতপূর্ব ও মহা-উপভোগ্য। তিনি দেখিতেছেন কালিন্দীতটে বাসন্তীকুঞ্জে অশোকপুষ্প-বিরচিত সুকোমল শয্যায় মহাসুখে বিরাজিত যুগলকিশোর—এই নব-নাগরদ্বয় মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ও সর্বশোভা-সমৃদ্ধির সাগর। উভয়ই সাত্বিকাদি-ভাবভূষণে ভূষিত, অনঙ্গরঙ্গে বিভোর—দেহ হইতে হারমাল্যাদি বিচ্যুত হইয়াছে, স্বেদ-প্রবাহ ছুটিতেছে, তিলকাদি ধৌত হইয়াছে—রতিযুদ্ধে উভয়ই

পরিশ্রান্ত হইলেও কিন্তু তৃষ্ণাতিশয্যের বৃদ্ধিই হইতেছে—অতিসম্ভোগে উভয়ই উভয়ের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন—আনন্দ-মূর্চ্ছার পরে আবার সম্ভোগ—তাম্বুল-ভোজন নর্মালাপ পরিভ্রমণাদির বিবৃতি—রতিচিহ্নের অভিব্যক্তি, যুগলের মাধুরী-সন্দর্শন—বিভক্ত হইয়াও পুনঃ স্পর্শলাভেচ্ছায় সাতিশয় ব্যগ্রতা ও পুনঃ সম্ভোগাতিরেক—রতিচিহ্নরাজির সম্যক্ বিকাশাদি ধ্যান করিতে করিতে রসময় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সকলের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। অক্ষক্রীড়া, কুসুম-সমর এবং জলকেলি ইত্যাদিতে যুগলের ভাববৈচিত্র্যাদি আস্বাদনে ইঁহার স্তম্ভ, স্বেদ ও কম্পাদি—নামকীর্ত্তনে স্বরভঙ্গ, বিরহ-শ্রবণে বৈবর্ণ্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীতে অশ্রুপাত, রাসোৎসবলীলা-শ্রবণে অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবের যুগপৎ আবির্ভাব ইত্যাদি উদিত হয়। শ্রীগ্রন্থকার এ গ্রন্থে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শ্রীগুরুস্বরূপের যে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন—ইহাই যুগলোপাসনার মূর্ত্ত আদর্শ ও পূর্ণস্বরূপ। যুগলোপাসকগণ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর এই ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপের অনুধ্যানে যে পরমা প্রীতিলাভ করিবেন—এ বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকারও (১০১) ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই পুস্তিকা ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও কিন্তু বস্তুবৈভবে, ভাবগৌরবে, ভাষা লালিত্যে এবং সর্বোপরি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময়ী বর্ণনাচ্ছটায় সকলেরই মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ। এই গ্রন্থ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেই রচিত। শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার একটি বিস্তৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

(২৫) **শ্রীসুরতকথামৃত**—(আর্য্যাশতক) শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি কৃত উৎকলিকাবল্লরীর ৫২ তম শ্লোকটিকেই মাত্র উপজীব্য করত নিভৃত নিকুঞ্জরসরহস্য-পরিপূরিত এই গ্রন্থের অবতারণা। গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে উট্টঙ্কিত রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গোপীভাব বিভাবিত চিত্তে শ্রীযুগলকিশোরের যে মহারসময় সুরতসংলাপসুধা শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অপার্থিব শ্রুতিপটে পান করিয়াছেন—তাহাই শত শ্লোকে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিয়াছেন। শ্রীরাধামাধব নীরব নিঝুম নিশীথে নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়ে নিরাকুলচিত্তে নির্বৃত্তকুসুম শয্যায় সুখশয়ন করিয়া কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও বা অর্দ্ধ অর্দ্ধ উচ্চারিত বাণীতে পরস্পর রসোদ্‌গার করিতেছেন। ইহাই এই গ্রন্থরত্নের প্রতিপাদ্য বস্তু। সাধারণতঃ রসোদ্‌গার বলিতে রসগ্রন্থে বা পদাবলীতে দেখা যায় যে সখীজনসবিধে বা একাকী নিজ মনে শ্রীরাধা বা শ্রীশ্যাম প্রিয়তম বা প্রিয়তমার বিষয়ে রসোদ্‌গার করেন—এস্থলে কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাই পরস্পর রসোদ্‌গার করিতেছেন, অথচ এই সংলাপকালেই বর্ণনীয় বস্তুর রসাতিরেক-সংকৃত অফুরন্ত অবিশ্রান্ত সম্ভোগ বা অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে ব্রজরসলোলুপ সাধকের মানস-পটে যে কি এক অমৃত-মধুর রস-প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়, তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ যেরূপ একটি মাত্র শ্লোককেই কেন্দ্রীভূত করিয়া আস্বাদনমুখে বহু নিগূঢ় রসপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন—তদ্রূপ এই সুরতকথামৃতেরও প্রতি শ্লোক, প্রতি ছত্র ও প্রতি বাক্যই অতুলনীয় ও আস্বাদনীয় রসপ্রবাহ দান করিবে। শ্রীরূপের কাব্যামৃতলোভী ভক্তবৃন্দ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা, উন্মাদনা, ও সরসতা পাইবেন। ১৬০০ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে।

(চ) গীতকাব্য

(২৬) **সঙ্গীতমাধব**—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-বর্ণিত। ইহাতে ষোড়শসর্গে এবং কতিপয় সঙ্গীত (পদাবলী) আছে। **প্রথম** সর্গে—শ্রীরাধামাধব-দিদৃক্ষু সখী-কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবন-স্তুতি—দাস্যলুব্ধা মৃগাক্ষীর শ্রীরাধাসখীগণকর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গী ও তৎস্ফূর্ত্তির প্রার্থনা। **দ্বিতীয়ে**—নিজেশ্বরী সখীকে সম্মুখে দেখিয়া যুগলকিশোর-বিষয়ক প্রশ্ন—সখীমুখে (সঙ্গীতে) যুগলকিশোরের বৃন্দাবনবিহার-বর্ণনা—প্রিয়তমযুগলের বিলাস-দর্শনেচ্ছায় শ্রীরাধাচরণস্মরণের উপদেশ, শ্রীরাধার ধ্যান ও স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা। **তৃতীয়ে**—শ্রীরাধার সখীগণ তাঁহাকে মিলন মাধুরী দেখাইলে প্রেমসাগরে মগ্নচিত্তা সেই সখীকর্ত্তৃক গদ্‌গদবাক্যে শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থনা, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা সেই সখীর শ্রীগোবিন্দস্তুতি, এবং তচ্চরণে শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ও সেবাধিকার-লাভ। **চতুর্থে**—সেই সখী শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়াচাতুর্য্যদর্শনোৎসবে মগ্না হইলেন। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক ব্যাকুলিত চিত্তে ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমোৎসব-বর্ণনা—সখীগণসহ

শ্রীমতীর প্রিয়ান্বেষণে মদনজীবন-বনে কুসুমচয়নচ্ছলে প্রবেশ—শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা—শ্রীরাধার প্রিয়তম-পার্শ্বে গমন ও করস্পর্শদানে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন এবং অন্তর্ধান। লব্ধসংজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের সান্ত্বনাদান—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণন ও শ্রীরামের পুনঃ আশ্বাসদান। **পঞ্চমে**—গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীদামসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন ও বিরলে তৎসখীর নিকট শ্রীরাধা-সঙ্গপ্রার্থনা—সখীমুখে শ্রীরাধার পরপুরুষসঙ্গ-সাহিত্য-বর্ণনা, তৎপরে ললিতাকর্তৃক শ্রীরাধা-সমীপে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-বিজ্ঞাপন ও তৎসহ মিলন-প্রার্থনা। **ষষ্ঠে**—উৎসববিশেষে গমন-পরায়ণা শ্রীরাধার রূপদর্শনে অধীর শ্যামের আত্মনিবেদন—শ্রীরাধার উপেক্ষাসূচক বাক্যে ললিতার পরামর্শ। **সপ্তমে**—শ্রীরাধার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রবেশ, দারুণ বিরহপ্রকাশ, বৃন্দাবনীয় বস্তু সমূহে শ্রীরাধাদেহের কথঞ্চিৎ সাম্যদর্শনে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বৃন্দাবনে ভ্রমণ, পিককলতানে বিমুগ্ধতা, কদম্বতলে বিলাপ ও বিরহ জ্ঞাপন। **অষ্টমে**—বিবিধ ছদ্মবেশে শ্রীরাধাসঙ্গ-আস্বাদন—(১) যমুনাজলে পরিরম্ভণ, (২) নীলবসনাবৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহ-প্রদীপ-নির্ব্বাপণে শ্রীরাধার মুখ-চুম্বন ও পরিরম্ভণ, (৩) নবনিকুঞ্জে সখীগণসহ ক্রীড়াপরায়ণা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন; (৪) নব-যুবতীবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধাসমীপে গমন, শ্রীরাধাকর্তৃক তাঁহার প্রিয়সখীত্ব-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সন্তুষ্টা হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা ও তাঁহার নিবিড়ালিঙ্গন-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আলিঙ্গিতা শ্রীমতীর মহাসুখাস্বাদন। (৫) কদম্বতলে উত্তরীয় বিছাইয়া তৎপার্শ্বে মুরলী-স্থাপন, কদম্ব-চয়ন ও নিম্নে পাতন—সখীগণের পরামর্শে শ্রীরাধাকর্তৃক বংশীচুরি, বৃক্ষ হইতে অবতরণ-পূর্বক শ্রীরাধার অবরোধ, বক্ষোজদ্বয়ে কদম্বজ্ঞান, কঞ্চুলিকা উন্মোচন ও মর্দনাদি। (৬) পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীরাধার চক্ষুতে হস্তার্পণ—'ললিতে! ছাড়, ছাড়'—বলিয়া শ্রীরাধা কর্তৃক প্রিয়তমের হস্তধারণ। (৭) নিদ্রিতা শ্রীমতীর পার্শ্বে গমন, জঘন ও বক্ষের বসন অপহরণ, চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া আলিঙ্গন ও নখাঙ্ক-দান। (৮) ললিতার বেশে আগত প্রাণেশ্বরকর্তৃক কুচযুগলে পত্রাবলি-রচনা ও পুস্তাবে তীক্ষ্ণ নখরাঘাত। **নবমে**—রসনিমগ্ন শ্রীরাধাকর্তৃক সখীগণের সম্মুখে বিগতসম্ভোগ বর্ণনা। **দশমে**—মোহনবেণুনাদ-শ্রবণে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা—মুরলীমোহনের নিকট যাইতে সখীর নিকট প্রার্থনা—'হরি অভিমানী' বলিয়া একাকিনী সখীর শ্রীকৃষ্ণসবিধে গমন ও গতাদর শ্যামসকাশে শ্রীরাধার অনুরাগ-জ্ঞাপন। উদ্বোধিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে সখীর শ্রীরাধা-নিকটে শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্ত-নিবেদন। **একাদশে**—শ্রীরাধার আগমন-বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের বিষাদ এবং নিজ গৃহ-সমীপবর্ত্তী কদম্বখণ্ডীতে আগমন—এদিকে আবার সঙ্কেত-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও ভূষণত্যাগ, সখীর সান্ত্বনা, তৎপরে মিলন, বিলাস ইত্যাদি। **দ্বাদশে**—শ্রীরাধার অনুনয়ে মধুর মুরলীনাদে রাসলীলার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার সখীগণের আকর্ষণ, শ্রীরাধা-সখ্যহীনা জনৈক গোপীর সিদ্ধদেহে রাসে গমন ও তৎকর্ত্তৃক রাস-বর্ণনা। **ত্রয়োদশে**—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের গহন বনে প্রবেশ, নবসখীর পশ্চাৎ গমন ও অপরূপ লীলাবলির দর্শনলাভ—শুক-মুখে শ্রীরাধা-চরিত-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাবেশে নয়ন-নিমীলন ও শ্রীরাধার পলায়ন। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্যামের বিলাপ—প্রাণত্যাগের সংকল্প, শ্রীরাধার আবির্ভাব ও মিলন। **চতুর্দশে**—বিরহবিধুরা ব্রজবালাদের মুখে যুগলের গুণানুবাদ-পূর্বক অন্বেষণ ও দর্শনলাভ। নিজ নিজ সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া যুগলকিশোরকে নিভৃতনিকুঞ্জে পুষ্পশয্যায় আনয়ন—সুরত-সময়ের উদ্যোগ—কোনও সখীমুখে বিলাস-বর্ণনা। **পঞ্চদশে**—নিজোল্লাস-বর্ণনা এবং **ষোড়শে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশীর্বাদ-জ্ঞাপন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রীপাদের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও মান-বর্ণনা নাই। বেণুরব—'রাধামানগরল-পরিখণ্ডন', কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'রাধাবিরহ-দহনজাল-বিকল' এবং বৃন্দাবনীয় তরুলতাতে শ্রীরাধার অঙ্গসাদৃশ্য দেখিয়া বহুবার 'প্রতারিতমতি'। বিরহাতুর হরিকে বহুবিধ বিলাপ করাইয়া কবি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-পথে সর্বত্র রাধাময় জগৎ অঙ্কিত করিয়াছেন—'পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইতঃ' (৭৯) অহো! 'প্রেমোন্মদ-মদনলীলা-রসনিধি' (৮১) রাধা বিনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও ম্লান হইয়াছেন।

(২) এগ্রন্থে শ্রীরাধা কিন্তু অধিকতর বিরহবিধুরা—বিরহে তিনি 'সদ্যঃ প্রকোষ্ঠচ্যুত-কঙ্কণা' (১০৭) হইলেন দেখিয়া সখী কদম্বখণ্ডে শ্রীহরির নিকটে তাঁহার বিরহ-বিক্লব কাহিনী শুনাইতেছেন—শ্রীরাধার বিরহে—

"রুদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকশন্তি বল্লীক্রমাঃ শরদ্‌বিমলচন্দ্রমা মলিনভাবমালম্বতে।
বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলামোদিনঃ ক্ষণাদ্‌বিরহকাতরে নবরসপ্রদে ধামনি ॥ ১০৮

তখনই আবার কবি মাধবের সহিত মিলাইয়া বিহ্বলা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

(৩) ইহার রাসলীলা বর্ণনা অতি স্বাভাবিক (১১৩-১১৫)।

(৪) দক্ষিণা নায়িকার স্বভাবটি সর্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(৫) শ্রীমদ্‌জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলির অনুসরণে ইহা রচিত হইলেও ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনোপযোগী বহুবিধ সম্ভার দেদীপ্যমান এবং স্থলবিশেষের রচনা পরিপাট্য অধিকতর সুললিত ও চিত্তচমকপ্রদ।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে ১৭৬৯ শকাব্দে হুগলিজেলার সেনহাট গ্রামবাসী শ্রীবিশ্বম্ভরপাণি-কর্তৃক রচিত **'শ্রীসঙ্গীতমাধব'** নামে একখানি গীতকাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের অনুকরণে রচিত—ইহাতে শ্রীরাধামাধবের অষ্টকালীয়-লীলা বিবিধ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। আটটি বিভাগে নিশান্তাদি অষ্টলীলা কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীগুরু, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যবন্দনাদি আছে। ইহাকে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সংক্ষেপ বলিলেও হয় (৮।৮৬)। ইহাতে ৭৮৮ শ্লোক ও ৫০টি গীতাবলি সমাহৃত। গীতের আদর্শ যথা (৮।১১০ পৃঃ) মল্লাররাগেণ—

পরিতঃ কুসুমিত-কানন-পুলিনে। পতঙ্গজাতটভূমৌ বিজনে ॥
রাসে রাসরসিকবর-কৃষ্ণঃ। বিহরতি রাসবিলাস-সতৃষ্ণঃ ॥ ধ্রু ॥
গান্ধর্বিকাভির্দয়িতাভিঃ। ক্রীড়তি বল্লববর-বনিতাভিঃ ॥
সস্মিতলোকনকৌতুকরচনৈঃ। স্তন-নখরার্পণ-মনোজ্ঞবচনৈঃ ॥
মুহুরালিঙ্গনচুম্বনদানৈঃ। তাসামপ্যধরামৃতপানৈঃ ॥
তুষ্যতি পরিতোষয়তি চ রামাঃ। গোপ্যোঽপি চ তৎসুখৈককামাঃ ॥
সহবাম্য-স্মিতবিলোকনেন। মাদয়ন্তি তং মদনমদেন ॥
বিশ্বম্ভর-বর্ণিতমিতি গীতম্‌। সুখয়তু কেশব-পদোপনীতম্‌ ॥ ১

(ছ) বিরুদ কাব্য

আমরা এক্ষণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ বুকে ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাসৌভাগ্য ও মহাগৌরবের পরিচায়ক—শ্রীগোস্বামিগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ-কর্তৃক বিরচিত 'বিরুদ' কাব্যের যৎসামান্য আলোচনা করিতেছি। কাব্য প্রধানতঃ দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দ্বিবিধ—বিরুদ শ্রব্যকাব্যেরই অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণকার ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—'গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে।' যথা—বিরুদমণিমালা। গদ্যপদ্যাত্মক রাজস্তুতির নাম—বিরুদ। শ্রীগোস্বামিগণ ব্রজনবযুবরাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অথবা তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে এই কাব্যের নায়ক করিয়া তাঁহারই গুণ-গরিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্য বিরল। ইংরেজীতে এইরূপে লক্ষণ লিখিত হইতে পারে—'A Viruda is a little alliterative kavya consisting of prose and poetry written in praise of a king or a god or goddess.' এই জাতীয় কাব্য একাধারে অসাধারণ মনীষা ও কৃতিত্বের সহিত শব্দযোজন কৌশল ও অপূর্ব চমৎকারিত্ব-প্রদর্শনে সামাজিকের চিত্তে এক অভাবনীয় ও অননুভূত রস-প্রবাহের সৃষ্টি করে। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের যথেষ্ট পৌনঃপুন্য সংগঠন করিয়াও রস-মর্য্যাদা বা ভাবগাম্ভীর্য্য অক্ষুন্নভাবে সংরক্ষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অন্যবিধ কাব্য-রচনায় কবি সত্যই নিরঙ্কুশ, কিন্তু বিরুদ-রচনাকালে তিনি প্রতিপদেই শৃঙ্খলিত। প্রথমতঃ এই কাব্যের সর্বত্র নায়কের গুণোৎকর্ষই বর্ণিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ ইহার অক্ষর-যোজনাও লক্ষণানুসারে নিয়মিত করিতে হইবে। কাজেই খ্যাতনামা কবিগণও প্রায়শঃ এই বিরুদ-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিজির হস্তাক্ষরে

কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসন কাব্য

অন্যানি বস্ত্রাণি ধনানি লোকে ।
সাংসারিকানাঞ্চ প্রয়োজনানি ॥
যো তানি যাচেৎ সমবেক্ষ্য তানাং ।
মান ক্ষিতো দীন জনো হি কশ্চিৎ ॥

দ্বিধাং সতাং মধ্যসতাং সাধোশ ।
সন্তে হি ধনানাং মতি দুর্গতানাং ॥
সুখ প্রদানে পটুনিঃ সুধীনাঃ ।
ইমাং প্রযাচন্তি নবেন্দু দেবঃ ॥

গুপ্তিপাড়া নিবাসী কবিকুল তিলকঃ শ্রীজগদ্বন্ধুবীরঃ — ।
কাব্যালঙ্কার তন্ত্রে অতিশয় রসিকাংশুক বাণীশ সংজ্ঞঃ ॥
তৎপাদাম্ভোজ যুগ্মং নিরবধি নিদধতা তস্য শিষ্যাধমেন ।
দৃষ্ট্বা প্রেম্না কবেন স্বচপল মতিনা আহিতং বাতুলেন ॥

ইতি শ্রীবাতুল বিরচিত কৌতুকাঙ্কুরে প্রহসনে —
পুস্তক বর্ণন নাম প্রথমঃ সর্গঃ —

বৈষ্ণবগণ কতিপয় বিরুদাবলী রচনা করিয়া সুরসিক কাব্য-জগতে এক চিরস্মরণীয়, অতুলনীয় ও পরম সম্মাননীয় কীর্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিরুদ-রচনা সম্পর্কে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী-বিরচিত (২৭) **"সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণং"** নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপে দুই একটি কথা নিবেদন করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজনবযুবরাজের গদ্যপদ্যময় স্তুতিমালাই বিরুদ নামে অভিহিত। বিরুদাবলী বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত (১) কলিকা (২) শ্লোক এবং (৩) বিরুদযুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে নায়কের কীর্ত্তি, প্রতাপ, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বাদির বর্ণনা প্রাচুর্য্য থাকা চাই। কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া নির্দোষ পদ্য (শ্লোক) রচনা করিতে হয় এবং শব্দাড়ম্বর-পরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। আবার বিরুদাবলী-পাঠকেরও কতকগুলি গুণ থাকা চাই—তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণভক্ত হইবেন। যথোক্ত-লক্ষণযুক্ত রম্য বিরুদাবলী দ্বারা স্তুত হইলে বাসুদেব আশু তুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। পক্ষান্তরে সল্লক্ষণ রহিত বিরুদাবলীদ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ অঙ্গীকার করেন না।

(১) **কলিকা**—তালদ্বারা নিয়মিত পদ-সমূহকে 'কলা' বলে। কলা-সমষ্টি দ্বারাই এই কলিকা রচিত হয়। ইহার প্রধানতঃ ছয় প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যদি দুই বা তিনটি প্রভেদযুক্ত কলিকা দ্বারা ইহারা রচিত হয়, তবে ইহাদিগের নাম হয়—মহাকলিকা। সাধারণ কলিকা হইতে মহাকলিকার এইমাত্র বিশেষ যে মহাকলিকার পূর্বে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে এবং কাব্যের শেষাংশেও দুইটি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। ৬৪ কলার অধিক বা ১২ কলার কমে কলিকা রচনা হইবে না—ইহাই প্রাথমিক নিয়ম।

মহাকলিকা—(১) চণ্ডবৃত্ত, (২) দ্বিগাদিগণ-বৃত্তক, (৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্তক, (৪) মধ্যা (৫) মিশ্রা ও (৬) কেবলা। ইহাদের প্রত্যেকের বিভেদগুলি গণনা করিলে সর্বসমেত ৪৯ সংখ্যা হইবে। কিন্তু এই প্রকারে রচিত পাঁচ কলিকা হইতে ত্রিশ কলিকা মধ্যেই বিরুদাবলী রচিত হইবে, কলিকা-পরিমাণ এই সংখ্যার ন্যূন বা অধিক হইতে পারিবে না *

(২) **শ্লোক**—কলিকার আদি ও অন্তে গুণোৎকর্ষবর্ণনাত্মক পদ্যকেই শ্লোক বলা হয়। মহাকলিকার আরম্ভে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে। (৩) **বিরুদ**—ইহার রচনা প্রায়ই কলিকার তুল্য। তবে বিশেষ এই যে ইহার কলা-পরিমাণ দুই হইতে দশ সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। বিরুদ বা কলিকার অন্তে বীর, ধীর, শ্রীল, দেব, নাথ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিরুদ কাব্যেরও সামান্য নির্দেশ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'Natices of Sanskrit manuscripts' নামক পুস্তকে দুইখানা বিরুদ কাব্যের ও একখানা টীকার সন্ধান দিয়াছেন। 2305. বীরবিরুদম্ 2306. বীরবিরুদটীকা A poem in praise of Krisna as the supreme divinity by Chandra Dutta of Mithila. The commentary is also by the author of the poem. Beginning :—বিমলাজিনবসনে সুবিকটদশনে চঞ্চলরসনে ভীমরবে। করধৃত-করবালে রণবিকরালে নগবরবালে ললিতশিবে॥ জয় ঘনসুন্দর নমিত-পুরন্দর নন্দিত চরণতলাগত নিজ শরণাগত বন্দিত........ ইত্যাদি। End :—জয় জয় দিতিসুত লক্ষ যক্ষ বিক্ষেপ বিধায়ক পর জন * * * * ফলদানদায়ক শাম্বকান্ত-কলিকা......। Colophon :—ইতি বীরবিরুদং চন্দ্রদত্ত-নির্মিতং। শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্রব্যাখ্যান-রূপগণাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং॥

2361. শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—A hymn in praise of Krisna, describing in course of his form, his merits and his loveliness. By Chandra Dutta of Mithila. Beginning :—বিমলাজিত বসনে ইত্যাদি······End :—এষা মৈথিলচন্দ্র-রচিতা কৃষ্ণস্তুতি র্যদ্যপি কাব্যালঙ্কৃতি-বর্জিতাপি সুধিয়াং সৎকারমেবার্হতি।

* (ক) চণ্ডবৃত্ত (১) সামান্য—(অবান্তর ভেদ বহু) ও (২) সলক্ষণ—১ (অ) নথ ২০ (আ) বিশিখ—পদ্ম ৬ কুন্দ ১ চম্পক ১ বঞ্জুল ১ বকুল—ভাস্বর ১ মঙ্গল ১ তুঙ্গ ১ (খ) দ্বিগাদিগণবৃত্ত ৫ (গ) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত ৬ (ঘ) মধ্যা ১ (ঙ) মিশ্রা ২ (চ) গদ্য (কেবল) ২=৪৯

যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ্ভাষয়া হর্ষাশ্রুপ্রতিরুদ্ধগদ্গদগির স্তামেব সংকুর্বতে॥ Colophon :—ইতি মৈথিলচন্দ্র দত্ত-কৃতা শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী সম্পূর্ণা ॥

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে চারিখানা বিরুদ কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [Cal. Skt. College Cat. of Mss. Kavya] 128. বিরুদাবলী—Beginning :—শবশঙ্খশবাসন চক্রচকাসন ইত্যাদি। ইদং বীরনৃপতেঃ পদ্যং। 139. A different work in the same style and under the same name by Raghudev, a Maithila poet of the Harita family. * 140—141. Other works of the same name, the former being anonymous, the last one by Kalyan.

Bodlien Universityর catalogueএ বিরুদাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত extract পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থখানা কাশীতে ১৯৬০ সম্বতে বিবুধরাজিরঞ্জিনীবিবৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী ও অতিপ্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে বিবৃতিকার শ্রীচক্রধর শর্মা যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে এই গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ১৭শ শকাব্দে সাহাজানের রাজত্বকালে বিরাজমান ছিলেন। রাজাজ্ঞা পাইয়া এই বিরুদরচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হয় এবং মহেশঠক্কুরের অন্তেবাসী রঘুনন্দনসূরী হইতে ভিন্ন বলিয়া ইনি মৈথিলসম্প্রদায়ে গণিত হইয়াছেন। ২৯টি ত্রিকে (কলিকা, শ্লোক ও বিরুদে) এই গ্রন্থ-রচনা হইয়াছে ; বিবৃতিকার প্রথম ছয়টি ত্রিকের নামকরণ করিয়াছেন, তৎপরে অক্ষরময়ীর ইঙ্গিত দিয়াই গ্রন্থসমাপন হইয়াছে। এই গ্রন্থ রাজস্তুতিবিষয়ক বলিয়া ইহার বিশেষ আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম। Virudabali :—(Catalogus Codicum Sanskriticorum) By Raghudevas Viswesvar misrae et Kumudinis filius, Mithilae regem quendam celebravit. Incipit—কলকঙ্কণলম্বিত চন্দন চুম্বিত চারু চতুর্ভুজ ভীমবলে, হিমশৈলশিখণ্ডিনি বৈরবিখণ্ডিনি কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডতলে ॥ ১ ॥ দলদঞ্জন-গঞ্জিনি ভবভয়ভঞ্জনি মঞ্জুলমণিময়-মুকুটবরে, পঞ্চানন-চারিণি শশধর-ধারিণি জয় জয় জননি জয়ন্তি পরে ॥ ২ ॥ Auctor strophis antificiosis trifaries usus est 1. Kanta-kalika, 2. Surasloka, 3. Viraviruda. ‡ In fine hace leguntur :—শ্রীবিশ্বেশ্বরমিশ্রতঃ কুমুদিনী-দেবী-কুমারং কুলালঙ্কারং 'সুষুবে লসত্তরগুণং' (সমবাপ যং গণপতিং) গৌরী গিরিশাদিব। দৌহিত্রোঽচ্যুতঠক্কুরস্য কৃতিনঃ শ্রীহারিতাম্নায়ঃ শ্রেষ্ঠোঽসৌ রঘুদেব-বালককবি বৈদেহ-ভূমণ্ডনঃ ॥ ১৯২ ॥ বিদ্যাহৃদ্যমুখং মহীপতিমথ শ্রীবুদ্ধিনাথং ততো লক্ষ্মীদেব-কুলাধিদেব-মহিতং শ্রীমোহন-মোহনং। নত্বা শ্রীহরিদেব-দেবজমুখং জ্যেষ্ঠং বয়োভি গুণৈঃ কৃত্বেমাং বিরুদাবলীমিহ সদানন্দেঽমুজে ন্যস্তবান্ ॥ ১৯৩ ॥ ইতি মৈথিলশ্রীরঘুদেব-বিরচিতা বিরুদাবলী সমাপ্তা। Codex hujus secuti initio-exaratus ext. (Wilson 519) This book is refered to in the cat. of Mss. in Mithila edited by K. P. Jayswal, Vol. II. Patna, 1933.

এক্ষণে আমরা শ্রীগোস্বামিপাদগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ-কর্ত্তৃক বিরচিত বিরুদাবলীর আলোচনা করিব। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিজিউ যে এই কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন —তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(২৮) তিনি **'শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী'** নামে এক কাব্যরত্নও রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী জনৈক কবি-কর্ত্তৃক পঠিত 'দেব-বিরুদাবলীর' পদার্থ-লালিত্য-আস্বাদনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করিয়াছেন। 'দেববিরুদাবলীর' শ্রবণে শ্রীগোবিন্দজির প্রসন্নতার কারণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শয়ন করিয়াছেন—এমন সময় স্বপ্নযোগে শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন—'শ্রীরূপ !

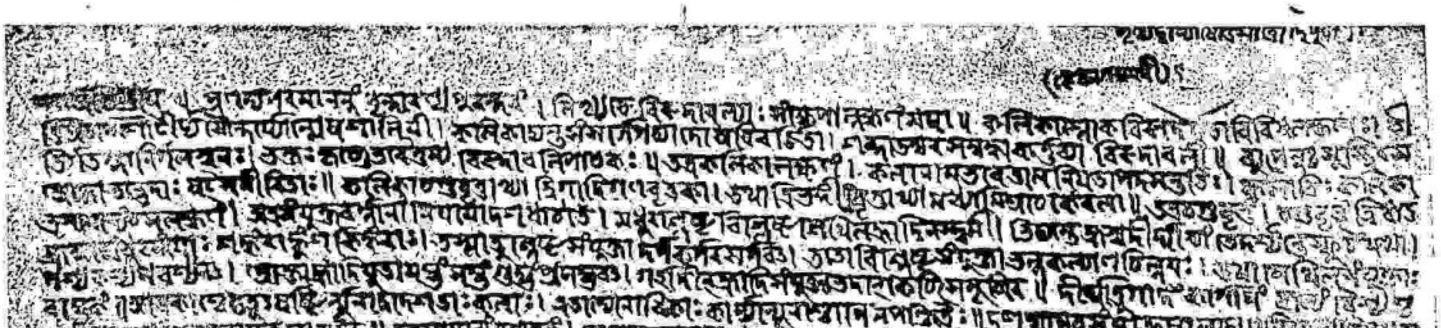
---

* It may be the same work as noticed in Aufrecht's Oxford Catalogue of Skt. mss. no. 224.

‡ Viruda vocabuls practer eam, quam supra dedi, significatinem, carmen laudatorium sive panegyricus intelligitur. cf অজাগরীস্বং বিরুদৈর্য এষ জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ। Kalyanraja stuti 11. 52 ; বন্দীরিতবিরুদাবলিরোচন in carmine nostro fol. 27a et supra. (p 117a)



শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের হস্তাক্ষরে **'লীলাস্তবের'** প্রথম পৃষ্ঠা।



শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের হস্তাক্ষরে **'সামান্যবিরুদলক্ষণ'** গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা।

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—১৪৭ পৃঃ]

তুমিও এই প্রকারে আমার বিরুদাবলী রচনা করিবে।' এই প্রত্যাদেশের ফলে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীল গোবিন্দদেবের জন্মাদি সকল লীলাই সংক্ষেপে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' নামক কাব্যসম্পুটে নিহিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'সামান্য বিরুদাবলীলক্ষণং' নামক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে অন্য কোনও লক্ষণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। যদিও সাহিত্যদর্পণ 'বিরুদমণিমালা' নামক গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছে, তাহা কিন্তু এখন লোকলোচনের অপরিচিতই আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সে যাহা হউক—এ সম্বন্ধে যখন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না, তখন আমরা শ্রীপাদ শ্রীরূপকেই এই জাতীয় কাব্যের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক না বলিলেও তিনি যে এ জাতীয় কাব্যে ভক্তিরস অন্তর্নিহিত করিয়া এই কঠিন কাব্যকেও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন—এ কথা বলিলে আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা দুই একটি বিরুদ উদ্ধৃত করিতেছি—

ক। চণ্ডবৃত্তকলিকার নখভেদের 'অচ্যুত' প্রভেদ—জয় জয় বীর, স্মররসধীর। দ্বিজজিতহীর প্রতিভট বীর। স্ফুরদুরুহার, প্রিয়পরিবার ইত্যাদি।

খ। চণ্ডবৃত্ত কলিকার বিশিখভেদের 'বঞ্জুল' প্রভেদ —জয় জয় সুন্দর, বিহসিতমন্দর, বিজিত-পুরন্দর নিজ গিরিকন্দর রতিরসশঙ্কর মণিযুতকন্দর গুণমণি-মন্দির হৃদি বলদিন্দির ইত্যাদি।

গ। ত্রিভঙ্গবৃত্ত কলিকার বিদগ্ধত্রিভঙ্গী—

চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবল রণ্ডীকৃতখল বল্লভ বল্লব পট্টাম্বরধর ভট্টারক বক-কুট্টাক ললিত পণ্ডিত মণ্ডিত। ইত্যাদি	২য়, ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে ভঙ্গ (একরূপ অক্ষর) এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে সুন্দর যমক।)
ঘ। অক্ষরময়ী—অচ্যুত জয় জয় আর্ত্তকৃপাময় ইন্দ্রমখার্দন ঈতিবিশাতন। ইত্যাদি	অ, আ ইতাদি ক্রমে প্রথম অক্ষর

ঙ। সাপ্তবিভক্তিকী—(১) যঃ স্থিরকরুণ শুর্জ্জিতবরুণ শুর্পিতজনকঃ সংমদজনকঃ। (২) প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং ঘনরুর্চিকায়ং সুকৃতিজনা যং। ইত্যাদি।

চ। সর্ব্বলঘু—চরণ-চলন-হত-জঠর-শকটক রজকদলন বশগত-পরকটক ইত্যাদি। এ জাতীয় কাব্যরচনায় কবির অসাধারণ প্রতিভা এবং শব্দশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকা চাই। অনেক সময় যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির শব্দ-সাম্য রক্ষণ করিতে কবিকে মহা বিপদেই পড়িতে হয়। যাহা হউক, ইহার শ্রুতি-মধুরত্ব গুণে কাব্যরসিক ব্যক্তিগণের হৃদয়াকর্ষিণী ক্ষমতাই প্রশংসনীয়। শ্রীরূপের সাহজিক পদ-লালিত্যগুণ এই বিরুদ বাক্যেও সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি॥

(২৯) শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিজিউ **'শ্রীশ্রীগোপাল-বিরুদাবলী'** রচনা করিয়াছেন। উহার রচনা শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলীর আনুগত্যে বলিয়া ধারণা করা যায়। শ্রীজীব চন্দবৃত্তেরই অবান্তর নখের আটটি কলিকাতেই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আট কলিকায় গ্রন্থ রচিত হইলে যদিও বিরুদকাব্যের লক্ষণ-বিপর্য্যয় ঘটে নাই, তথাপি এই কবিপ্রবর যে কেন পরমসুন্দর দ্বিগাদিগণ বৃত্ত বা ত্রিভঙ্গী বৃত্ত স্পর্শও করিলেন না—তাহা এখনও বুঝিতেছি না—শ্রীপাদ শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য ও শব্দশ্লেষাদিযুক্ত হইয়া এই কাব্যখণ্ডকে দ্বিগুণতর কঠিন করিয়াছে। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা বর্ণিত আছে।

ইহার আদিম শ্লোক--'গোপাল-সুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী। অর্থায় শ্রয়তাং কল্পবীরুদাবলি কল্পতাং॥' ১

অন্তিম শ্লোক—সুরারিহতি-শংসন-প্রথিত কংসবিধ্বংসনঃ সুধীভবহতৌ বিধির্বিবিধকীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ। বিধি-প্রভৃতি-বাঞ্ছিতং চরণ-লাঞ্ছিতং যস্য তদ্ ব্রজস্য নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশপ্রিয়ঃ॥ ৩৮

শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী তদীয় 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'তে ১৫শ স্তবকে (২২০—২৬৫) বিরুদ ছন্দে রচিত একটি স্তুতি রচনা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীপাদ শ্রীজীবপ্রভুও তদীয় শ্রীগোপালচম্পূর শেষ পূরণে বিরুদচ্ছন্দে রচিত দুইটি স্তুতি সংযোজনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগ (১৫০১ ১৭০০)

(৩০) তৎপরে ১৬০০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় '**শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী**' রচনা শেষ করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যরত্নে যে নিকুঞ্জকেলি-বিলাসাদির লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি রসাল ও চিত্তচমকপ্রদই হইয়াছে। স্বরূপ-পরিচায়ক স্তুতি দ্বারা এই স্তুতিবাক্যে কবি যে ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই সুরসিক কাব্যরসপিপাসুদেরই আস্বাদ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যাঁহারা রাগানুগামার্গে শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতেছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে, অনুশীলনে ও আস্বাদনে প্রতিপদেই পরম প্রেমানন্দ লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলীতে নানাজাতীয় পাঠকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূতনাবধাদি লীলারও সমবেশ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল নিভৃত নিকুঞ্জলীলার পরম মনোজ্ঞ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কাজেই কবি স্বয়ং নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের আলোচনায় বাহ্যান্তর-সাধনদ্বয়সম্পন্ন রসিক ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং ইহার সেবায় শ্রীশ্রীযুগলকিশোরেরও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

নিকুঞ্জকেলী-বিরুদাবলীয়ং নিকুঞ্জকেলী-রসিক-প্রসাদং।
স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্যজুষে প্রদত্তে স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্যপুষে জনায় ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্‌ রূপগোস্বামির কাব্যরসলুব্ধ সজ্জনগণ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা ও উন্মাদনা পাইবেন—সন্দেহ নাই। এই বিরুদের স্থলবিশেষের রচনা শ্রীপাদ শ্রীরূপ হইতেও সমধিক চিত্তাকর্ষক ও জাজ্বল্যমান হইয়াছে—তাহা ক্রমে ক্রমে নিবেদন করিতেছে।

ক। প্রিয়ায়া গচ্ছন্ত্যাঃ স্বয়মনুপলক্ষো বন-পথং পরিষ্কুর্ব্বন্ পুষ্পৈ র্ঘনবিটপ-বল্লী র্বিঘটয়ন্।
স্বপাণিভ্যাং লুম্পন্ নিজচরণ-চিহ্নং চলতি যস্তদগ্রে তং নৌমি প্রণয়-বিবশং ত্বাং গিরিধরং ॥ ১২ ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভাব-প্রকটনে প্রিয়তমার অলক্ষিতভাবে গমনের ঔৎসুক্য, বনপথের কুশকঙ্করাদির পরিষ্কৃতি, ঘন ঘন বল্লীবিটপাদির অপসারণ, বিশেষতঃ স্বকীয় চরণচিহ্নের বিলোপ-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার-পরম্পরা সহজ প্রীতিরই পরিচায়ক।

খ। উন্নীতবামকরপদ্মধৃতাগ্রশাখাং রাধাং বিলোক্য কুসুম-প্রচয়ৈকতানাং।
পশ্চাদ্ বিবর্ত্তিতমুখীং সহসা বিধিৎসু র্বংশীং স্বরন্ জয়তি গূঢ়তনুর্মুকুন্দঃ ॥ ৪২ ॥

এই শ্লোকেও শ্রীরাধার তাৎকালীন প্রিয়সঙ্গজ ভাববিকার-দর্শনের অভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিত নায়ক-যোগ্য পরিহাস-বিশারদত্ব, বিদগ্ধত্ব প্রভৃতি গুণই পরিবেশিত হইয়াছে।

গ। খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা দিতেছেন—

বলদ্‌ঘূর্ণাপূর্ণারুণনয়নমাকীর্ণচিকুরং নবালক্তারক্তালিকমধর-সক্তাঞ্জন-রসং।
প্রগে রাধা বাধাপ্রকুপিতসখীতর্জিতমলং হরিং যুঞ্জে কুঞ্জে হৃদি কমপি ভাবং দধতি তং ॥ ৫২ ॥

এইরূপে কবি ৫৩তম শ্লোকে শ্রীরাধার মানের ইঙ্গিত দিয়া পরবর্ত্তী বিরুদে মানের প্রকার ও তৎপ্রশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘ। সুরত-সমরে উৎসাহ সূচক বাদ্য বর্ণনা করিতেছেন—

ঝনজ্‌ঝনদিতি শ্রুতিপ্লুতিমিতা রতে কিঙ্কিণী সনৎসনদিতি স্বনাশ্বসিতি-সন্ততি বাং মুহুঃ।
ভ্রমদ্ভ্রমর-সংভ্রমা প্রচল-সৌরভালি র্বিভো ঝলজ্‌ঝলতি ভাতু মে হৃদয়-সম্পুটে রত্নবৎ ॥ ৫৮ ॥

ঙ। শ্রীল বিশ্বনাথের সাপ্তবিভক্তিকী কলিকাটী শ্রীপাদ শ্রীরূপের কলিকা হইতেও অধিকতর সহজ—

(১) মুখবিধুরিষ্টঃ সুদৃগভিমৃষ্টঃ স্মরমদধৃষ্টঃ স ভবতু দৃষ্টঃ। ইত্যাদি

(২) গুণমভিধেয়ং তমপরিমেয়ং জগতি সুগেয়ং রটতি বরেয়ম্॥ ইত্যাদি

চ। শ্রীকৃষ্ণহস্তে শ্রীরাধার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকা-রচনার সুন্দর চিত্র কবি অঙ্কিত করিতেছেন—

স্বীয়ং কৌশল-সূচকেন কুটিলালোকেন কীর্ণোৎপ্যলং কুর্বন্নেব কপোলয়ো র্মকরিকে গান্ধর্বিকায়াশ্চিরম্।
প্রস্বিন্নাঙ্গুলিরাদিশ প্রভুবর ত্বং মাং কৃপাবারিধে! যেন ত্বামভি বীজয়ানি বলিতানন্দাশ্রু সপ্রেয়সীম্॥ ৬৬॥

'বিশ্ববরেণ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর এই নিকুঞ্জকেলিরস-রহস্যপরিপূরিত 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী'র রচনা করিয়া বিরুদ কাব্যের কাঠিন্যবোধ স্থগিত করিয়া যে এক অপার্থিব বিমল আনন্দ-ধারায় সামাজিকগণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়াছেন—তাহা বস্তুতঃই অননুভূতপূর্ব এবং অতুলনীয়। এই কাব্যখানি আমাদের হস্তগত না হইলে হয়ত আমরাও অন্যান্য সমালোচকদের ন্যায় বলিতাম যে বিরুদ কাব্য সাধারণ অনুপ্রাসাত্মক শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্যবিশেষ। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের কৃপায় এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছি যে 'শালকাষ্ঠ নিংড়াইলেও মধুর রস পাওয়া যায়।'

(৩১) সপ্তদশ শকাব্দার শেষভাগে স্বনামধন্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদ **'শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী'** নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরঘুনন্দনের আসনই সর্বোচ্চে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার সুমধুর কবিত্ব ও রচনা-নৈপুণ্য সর্বজন-প্রশংসনীয়। শ্রীরূপগোস্বামিচরণের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর সহিত সর্বাংশে সমন্বয় রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং একথা বলিয়াছেন—

গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ। গোবিন্দবিরুদাবল্যা স্তথেয়ং বিরুদাবলী॥ ১২৩॥

ক। ইঁহার গৌরাঙ্গ-বর্ণনা অতি সুন্দর ও জাজল্যমান—সত্যপরম সুখ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল নিত্য রুচিরতর বিশ্বগপুদ্গল। সর্ববিবুধবরবুদ্ধি-সুদুর্গম সর্বহৃদয়গত নির্মল-বিভ্রম ইত্যাদি। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও মন্দর পর্বতের সহিত (৮), কখনও সিংহের সহিত (১৪ ও ২১), কখনও মেঘের সহিত (১৮ ও ২০), কখনও সরোবরের সহিত (২৬), কখনও হস্তিবরের সহিত (৫৮), কখনও চন্দ্রের সহিত (৭৭) রূপক করিয়া পরম চমৎকার রসপ্রবাহ দান করিয়াছেন।

খ। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন—দোর্দণ্ডদ্বয়-চণ্ডচালনভরাৎ পাপাণ্ডজান্ ডায়য়ন্ পাষণ্ডাবলিমুণ্ডমণ্ডলমতীবাখণ্ডয়ন্নঙ্ঘ্রিণা। কাণ্ডে দণ্ডমপি প্রমণ্ডয়তু মে মার্ত্তণ্ডকোটিচ্ছবি র্গৌরস্তাণ্ডব-পণ্ডিতোঽলিকলসৎপুণ্ড্রো মনোমণ্ডপং॥ ৪৮। এইরূপে কবি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবিন্দযুগল (৫১), তাঁহার লীলালিকল্লোলিনী (৬০), ভক্তসেনাগণসহ কীর্ত্তন-বর্ষণ (৬৬), কীর্ত্তন-গর্জন-প্রভাব (৭০) প্রভৃতির বর্ণনায় স্বীয় অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও অলৌকিক কাব্য-নির্মাণের পরিচয় দিয়াছেন।

গ। শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনাটিও কত মধুর—গৌরঃ সচ্চরিতামৃতাসবনিধি র্গৌরং সদৈব স্তবে, গৌরেণ প্রথিতং রহস্যভজনং গৌরায় সর্বং দদে। গৌরাদস্তি কৃপালুরত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যোঽভবং, গৌরে গৌরবমাচরামি ভগবন্! গৌর প্রভো রক্ষ মাং॥ ১১০।১১৫তম শ্লোকেও এই জাতীয় প্রার্থনা আছে।

(৩২) গত ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে জয়পুর শ্রীগোবিন্দদেবের গ্রন্থাগারে আর একখানা বিরুদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে; ইহার নাম—**'শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী'**। কিন্তু ইহা পূর্ব-কথিত মৈথিল কবি চন্দ্রদত্ত কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ হইতে সর্বাংশে পৃথক্। (Vide R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. 2361)। দুঃখের বিষয় গ্রন্থমধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য কোনও পরিচয় নাই। শেষ (১২৪) শ্লোকের 'শ্রীকৃষ্ণশরণোদিতা' এই উক্তি বলে শ্রীকৃষ্ণশরণ-নামক কোনও মহাজন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া কতকটা অনুমান করা যায়, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণশরণ কে বা কোন্ দেশের লোক জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপ গোস্বামির পরবর্ত্তী, তাহা তাঁহার প্রথম শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা-শ্লোকে এবং ১২২ শ্লোকে 'সত্তমরূপাম্বু-

সারিণী বাণী'—এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। ইনিও প্রায়শঃ শ্রীরূপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—রচনারও বেশ মাধুরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে ইনি তমাল (২৯), করীন্দ্র (৪১), সূর্য্য (২১), ও বিচিত্র দেবতরুর (৫৭) রূপকে নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ দৃষ্টি-সম্পাত (১৭), বাহুভঙ্গী (৮১, ১০৫), বক্ষঃ (৮৩) প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া ইঁহার মধুর মূর্ত্তিকে অপবর্গদাত্রীস্বরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন—

পদ্মং করাঙ্ঘ্রিচরণে ফণবান্নব লোমরাজির্বক্ত্রং বিধুর্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকান্তে।
মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে মূর্ত্তি স্তথাপি ভজতামপবর্গদাত্রী ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড (৭৯) ও রাসলীলার (২৭) সুন্দর বর্ণনা করিয়া ইনি বংশীকেই বহুবার বহুভাবে স্তুতিমাল্য দান করিয়াছেন—বংশী পুরন্ধ্রীবৎ উত্তমবংশোৎপন্না, স্বীকৃত-সংনাগরা, মধুরালাপা ও কৃষ্ণাধর-দংশিনীরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন (৪৯)। এই বংশীধ্বনি গোপ-ললনাদের মানহস্তি-নিরসনে সিংহ, বিশ্বপাপরূপ তুলারাশির দহনে দাবানল, বনসমূহে ঋতুরাজ বসন্ত, জগদ্বশীকরণে অনির্বাচ্য মন্ত্র এবং দৈত্যকুলের উচ্চাটন (৫৩)। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বরবংশজাতা বংশী কুলজাদেরই কুলধৈর্য্য-বংশকে লোপ করিতেছে (৭৭)!! এইরূপে ৮৫ ও ৮৯ শ্লোকেও এই মোহন মুরলীরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

অক্ষরময়ী কলিকার শেষ প্রার্থনাটিও অতি সুন্দর—

কর্ণে কম্পিত-কর্ণিকার-কলিকঃ কন্দর্পকেলিক্রিয়াকল্যাকল্যবিকল্পনাতিকুতুকী কৈশোরকালক্রমঃ।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-কোমলালককুলঃ কাদম্বিনী-কন্দলঃ কৃষ্ণঃ কেকি-কলাপ-কীলিতকচঃ কং বঃ ক্রিয়াৎ কামদঃ ॥ ১১৫

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরিত গোস্বামিগণের এই বিরুদ-পঞ্চক সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিলাম। মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিয়া পাঠকগণ আনন্দানুভব করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

[আগরতলা হইতে সংগৃহীত অজ্ঞাতনামা কবির **শ্রীগৌরবিরুদ**]

স্বভক্তহংসরোবরে	প্রফুল্লকঞ্জপাদ রে	বতীশসঙ্গ সপ্তলা	সুমাল্য সর্বমঙ্গলা
দ্ভুতপ্রভাবপদ্মজা	র্চিতাব্জপাদসদ্মজা	জ্বলন্মহো মহাকলা	বতীর্ণ শুদ্ধভাবলা
বিশুদ্ধগৌরটপ্রভো	দ্বিজেন্দ্রনন্দন প্রভো	পতঙ্গদুষ্টপাবক	প্রতাপরুদ্র-তারক
স্বভক্তকল্পপাদপ	স্বতন্ত্র সর্বলোকপ	প্রমেয়শূন্যবৈভবা	তিমান দেব কেশবা
জিতাজ নাথ নার বা	শচীতনূজ শৈশবা	নুকম্পিতাচরাচরা	খিলেশ সর্বসুন্দরা
রবিন্দনিন্দিলোচন	স্মিত-প্রশোকমোচন	স্বভীষ্টদাখিলেশ্বরী	গৃহে বিভাতি সুন্দরী
রমাস্যতে স্বসংবিদা	প্রপূর্ণদুঃখ-সম্বিদা	শ্রুতিস্মৃতিপ্রগোপিতা	স্বরংগুরো প্রকাশিতা
ত্বয়া স্বকীর্ত্তিরঞ্জসা	জনাস্তুতেতিসাধ্বসা	দ্বয়োইতিদূরগং হরে	স্বকীয়সৌখ্যসাগরে
জগন্নিমজ্জিতং দয়া	বিচিত্ৰদা রসোদয়াই	সতাং বিবাদহারিণী	হঠাদ্ভবাব্ধিতারিণী
সতাং সুধাতরঙ্গিণী	সদাপ্রমেয়রঙ্গিণী	গুণার্ণবেশ যস্য তে	বিদা গুণেষু মুহ্যতে
জগৎ প্রপঞ্চমিচ্ছয়া	কৃতং বিভো যদৃচ্ছয়া	হৃতং সতাং মনো ময়া	জগদ্ধ্রুবং যদন্বয়া-
দনীহ দীনবৎসল	স্বভক্তশীতলাচল	প্রবোধিতাত্মতত্ত্বসী	ম শাস্ত্রযোনিরপ্যসী
শ-শাসনো ব্রজে সদা	বিহারকারকো মুদা	স্বগৌড়পূর্বপর্বতে	নিরঙ্কচন্দ্রমা বতে

ড়িতোরুরশ্মিশীতল　প্রপূর্ণসর্বভূতল।　স্ফুরৎস্মুগণ্ডমণ্ডল　প্রলম্বিদিব্যকুণ্ডল
প্রশস্তকৃষ্ণকুন্তল　প্রগাঢ়ভাবপেশল　প্রভাবিড়ম্বিতারুণা　চ্যুতোরুদিব্যসদ্গুণা
হকলঙ্কচন্দ্রচন্দ্রিকা　সুহাস্যশুদ্ধমন্দ্রিকা　জিতাব্জকণ্ঠলোচনা　স্য কুন্দনিন্দিদন্তনা
বিকানুকম্পমালিনী　সুত স্বরঙ্গশালিনী　কৃতোরুসৌরত প্রালো　ভিতাখিলেন্দ্রিয়াবলো
কনেন কামমোহক　স্বরূপবেদ্য নায়ক　স্বয়ম্ভুবোভিভাবক　স্বহস্তশস্তদণ্ডকো
ভুবো বিরাগ-পালকো　বিহায় ভূতিদাসিকা　মরণ্যগো মরালিকা　গতিং রমাং চ শাশ্বতী-
মনন্তভা সরস্বতী　মুখে রমা চ বক্ষসী　শ্বরী স্বভঙ্গতাপসী
স্বসম্বিদা হৃদি স্থিরা　বিভাতি তে সদিন্দিরা　বিমোহমূর্ত্তিরচ্যুতো　দিবিষু সুন্দরীস্তুতো
মহালয়ে ঝসাকৃতি　রমেশ্বরো মহামতী　রঘূত্তমো বলাখ্যকো　নৃসিংহবুদ্ধনামকো
বরাহকূর্মরূপকো　বলীশ্বরোঽহরিতারকো　ঽসি কল্কিভার্গবাভিধো
ব্রজে মহোদধৌ বিধো　প্ররূঢ়ভাব-সঙ্কুলী　কৃতাঙ্গযষ্টিরাকুলী
কৃত-স্বভক্তচাতকো　হতান্যদেশপাতকো　ভ্রমন্ স্বনামজল্পকো
জগদ্ধিতায় ভাবকো　পনীতকৃষ্ণকীর্ত্তনো　মৃদঙ্গবাদ্যনর্ত্তনো　দৃগিঙ্গিতাভিনন্দিতাঽ
মরাধরাগতাঽন্তিতা　ঽসুরাদিতুষ্টভাবনোঽ　সতামপীহ পাবনো
মুনীন্দ্রবন্দিতাঙ্ঘ্রয়ে　স্বসম্বিদে ত্বঘারয়ে　মহাপ্রভো মহামতে　কৃপালবে নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভো গু ণৈরলঙ্কৃতং স্তোত্রবরং সুমঙ্গলং।
ক্ষুদ্রস্বরূপেণ হি কেন সেব্যতে জিহ্বা-নৃজন্মোঃ সফলায় শুদ্ধয়ে ॥
ইতি-কলিমঙ্গলস্তোত্রম্।

তাৎপর্য্য এই যে—'হে শ্রীগৌর! তুমি নিজভক্তের হৃদয়রূপপদ্মে প্রফুল্লকমলসদৃশ চরণ অর্পণ করিয়াছ, তুমি রেবতীরমণ বলদেবের (নিত্যানন্দের) সঙ্গী, তোমার কণ্ঠে নবমল্লিকার সুন্দর মাল্য, তুমি সর্ব্বমঙ্গল, তোমার প্রভাব অদ্ভুত, ব্রহ্মা তোমার চরণকমল অর্চনা করে, অথবা তোমার চরণপদ্মসম্ভবা গঙ্গাকেও ব্রহ্মা অর্চনা করে, অত্যুজ্জ্বল কিরণে তুমি উদ্ভাসিত, কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া তুমি শুদ্ধভাব (ভক্তি) দান করিতেছ, তোমার দেহকান্তির তুলনায় স্বর্ণপ্রভা অতিমলিন হয়; হে প্রভো! তুমি দ্বিজেন্দ্রনন্দন, পতঙ্গরূপ দুষ্টকে তুমি অগ্নিবৎ দগ্ধ কর, তুমি প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী, নিজভক্তগণের নিকট তুমি কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ; তুমি সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র; সর্বলোক-পালক, তোমার বৈভব দেশকালাদিসীমার অতীত, তুমি নিরহঙ্কার, দেব (দানাদিগুণযুক্ত, লীলাবিনোদী), কেশব (ব্রহ্মাশিবাদিরও বন্দিত), অজিত এবং অজ হইয়াও হে নাথ, তুমি নরলোকে শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত। শৈশবকাল হইতেই তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে অনুকম্পিত করিয়াছ, তুমি অখিলের পতি, সর্বসুন্দর, পদ্মপলাশবিনিন্দি-লোচন, তোমার মৃদুমধুর হাস্যে লোকের মহাশোকও নাশ হয়, তুমি পরমমঙ্গলপ্রদ, তোমার গৃহে অখিলেশ্বরী সুন্দরী রমাদেবী বিরাজমানা, এই তোমার স্ববিষয়ক জ্ঞানে মহাদুঃখও নাশ হয়। হে গুরো! তুমি শ্রুতিস্মৃতিতেও প্রগুপ্ত নিজকীর্ত্তি নিজেই সাক্ষাৎ প্রকাশ করিয়াছ। জনমণ্ডলী অতি ব্যাকুলতাভরে এই কীর্ত্তিমালা স্তব করিয়া থাকে। তোমার বয়স মানববুদ্ধির অগোচর অর্থাৎ কেহই নিরূপণ করিতে পারে না। হে হরে, তুমি স্বকীয় সুখসমুদ্রে জগৎকে নিমগ্ন করিয়াছ, তোমার রসময়ী দয়া বিচিত্র বিচিত্র বস্তু দান করে ও তাহা সজ্জনদের বিবাদ ভঞ্জন করায়, শীঘ্র ভবসমুদ্র পার করায়; তাহা সাধুদিগের নিকট সুধানদী এবং সদাকালের জন্য অসীম রঙ্গে

প্রবাহিত হয়। হে গুণার্ণব, হে ঈশ্বর! জ্ঞানলাভেই জগদ্বাসী তোমার গুণরাজিতে মুগ্ধ হয়। হে বিভো! তুমি ইচ্ছাবশতঃই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা কর এবং তোমার যাদৃচ্ছিক (লীলামণ্ডিত) শোভাদর্শনে সাধুদের মনোহরণ হয়। হে অনীহ (নিশ্চেষ্ট)! তোমার সত্ত্বাতেই জগৎ স্থির থাকে। হে দীনবৎসল, হে স্বভক্তগণের পক্ষে চন্দনতরু-সদৃশ শীতল! তুমি আত্মতত্ত্ব-সীমাবিষয়ক জাগ্রত জ্ঞান দিয়া থাক, তোমাকে 'শাস্ত্রযোনি' বলিয়া লোকে ঘোষণা করে। তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান আছ, অথবা তোমার শাসনে শিবাদি দেবতাগণ বিদ্যমান থাকেন। তুমি আনন্দে ব্রজে বিহার কর, তোমার গৌড়দেশরূপ পূর্বাচলে তুমিই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, তুমি প্রশংসনীয় স্বকান্তি-রশ্মিরাশিদ্বারা চতুর্দশ ভুবনকেই শীতল ও পরিপূর্ণ করিয়াছ। অত্যুত্তম গণ্ডমণ্ডল স্ফুরিত হইতেছে, তাহাতে আবার দিব্য কুণ্ডল লম্বমান, তোমার কুঞ্চিত কেশকলাপ অতিসুন্দর, তুমি গম্ভীরভাব্-প্রবণ, তোমার প্রভায় অরুণও বিলজ্জিত হয়; হে অচ্যুত! হে বহুদিব্যসদ্‌গুণনিধান! তোমার সুন্দর হাস্যে যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের জ্যোৎস্না ঝরে, তোমার ধ্বনি শুদ্ধ অথচ গম্ভীর, তোমার কণ্ঠ শঙ্খজয়ী; লোচন পদ্মবিজয়ী এবং মুখ চন্দ্র-বিনিন্দী, আর দন্তাবলিও কুন্দপুষ্প-তিরস্কারী। হে ভবকর্ণধার! হে মালিনীসুত! (পুত্রশোকাতুরা শ্রীবাসপণ্ডিতের স্ত্রীর নিকট পুত্ররূপে প্রতীয়মান), তোমায় অঙ্গই নৃত্যগীতাভিনয়াদির রঙ্গভূমি, অথবা হে স্বতঃবিনোদী! অথবা তোমার স্বরঙ্গবিনোদিনীর (বিষ্ণুপ্রিয়ার) সহিত তুমি বহুবিধ সুরতক্রীড়া কর, এবং নিখিল ইন্দ্রিয়কেই তুমি প্রলুব্ধ কর, দৃষ্টিদ্বারাই তুমি কামকেও মোহিত করিতে পার, স্বরূপতঃ তুমি নায়ক (চূড়ামণি) বলিয়াই ত বেদ্য (জ্ঞাতব্য), অথবা হে স্বরূপ (পণ্ডিত, সুন্দর), জগতে তুমিই বেদ্য তত্ত্ব ও নায়ক। তুমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও শিবের অভিভাবক, তোমার হস্তে দণ্ড শোভা পাইতেছে, তুমি বৈরাগ্য-আচরণে পৃথিবীর পালক (শিক্ষক), মরালগামিনী নিত্যসহচরী রমা (লক্ষ্মীকে) এবং বিভূতিরূপা দাসীকে পরিত্যাগ করত অরণ্যে গমন কর, কিন্তু বিরহভীতা হইয়া তাহারা তোমার মুখে অনন্ত প্রতিভাযুক্তা সরস্বতীরূপে এবং তোমার বুকে ঈশ্বরী রমাদেবী অবস্থান করিতেছেন। তোমার সম্বিৎশক্তির সহিত স্বয়ং লক্ষ্মী (শ্রীরাধা) কিন্তু হৃদয়ে স্থির হইয়া তোমার মনোমোহনই করিতেছেন। তুমি অচ্যুত, দেবলোকাদিতে সুন্দরীগণ তোমাকে স্তব করেন। মহাপ্রলয়ে তুমি মৎস্যাকার-প্রাপ্ত, লক্ষ্মীপতি, মহামতি রামচন্দ্রও তুমিই। বলদেব, নৃসিংহ ও বুদ্ধ তোমারই নাম। তুমিই বরাহ ও কূর্মরূপ ধারণ কর, বলিরাজার অভীষ্টদ বামন হইয়া তুমি দেবশত্রুরও ত্রাণকারী, কল্কি ও পরশুরাম তোমারই নাম। হে ব্রজমণ্ডলরূপ মহা-সমুদ্রোদ্ভূত চন্দ্রমা! তোমার প্রতি অঙ্গ প্ররূঢ় ভাবে অভিব্যাপ্ত, তাহাতে তোমার ভক্তচাতকগণ আকুলিত হইতেছে। তুমি নিজ নামকীর্ত্তন করিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করত সকলের পাতক নাশ করিয়াছ; জগতের মঙ্গল-চিন্তায় তুমি সদা বিভোর এবং তাহারই জন্য জগতে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ—তুমি মৃদঙ্গবাদ্যেই নৃত্য কর, তুমি নয়নের ইঙ্গিতেই অমর (দেব) গণকে অভিনন্দিত কর, হে অধর (দুর্জয়)! তুমি সমীপবর্ত্তী অসুরাদি দুষ্টগণকেও স্বরূপ ভাবনা করাও অথবা তাহাদের কথা চিন্তা কর। এই অবতারে তুমি অসজ্জনেরই পাবন হইয়াছ। তোমার চরণ মুনীন্দ্রগণ-বন্দিত, তুমি স্বয়ং জ্ঞানময় অঘারি (পাশনাশন), হে মহাপ্রভো! হে কৃপাময়! তোমার চরণে শতশত নমস্কার করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ-গরিমায় অলঙ্কৃত এই সুমঙ্গল স্তোত্রবর—জিহ্বা ও মনুষ্যজন্মের সফলতা ও শুদ্ধির জন্য কোনও ক্ষুদ্রজীব (পক্ষান্তরে 'স্বরূপ' নামক ক্ষুদ্রজীব) কর্ত্তৃক সেবিত (পঠিত) হইয়াছে।

ইতি কলিমঙ্গল স্তোত্র

(জ) কোষকাব্য

(৩৩) **পদ্যাবলি**—প্রাচীন ও গ্রন্থকারের সমসাময়িক বহু বহু ভক্তকবিগণের লীলা৺সভক্তিময় পদ্য এই (কোষকাব্য) গ্রন্থে সংগৃহীত। গ্রন্থকারেরও প্রায় ৩৪।৩৫টি পদ্য সমাহৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদ্য সংগ্রহ করিবার রীতি এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। (১) সুভাষিত-রত্নসন্দোহ (অমিতগতিনামক জৈনসাধুকর্ত্তৃক ৯১৬ শকাব্দ) (২) প্রসন্ন-সাহিত্য-রত্নাকর (নন্দন কবি-সঙ্কলিত দশম

শকাব্দা), (৩) কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় (একাদশ শকাব্দা), (৪) সদুক্তিকর্ণামৃত (শ্রীধরদাস সঙ্কলিত *, দ্বাদশ শকাব্দা) (৫) সুভাষিত-মুক্তাবলী (জহ্লনকবি-কৃত ১১৭০ শকাব্দা); (৬) শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি (১২৮৫ শকাব্দা) এবং (৭) সুভাষিতাবলী (কাশ্মীরক বল্লভদেব-সঙ্কলিত ত্রয়োদশ শকাব্দা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পদ্যসংগ্রহ গ্রন্থ। ‡

পদ্যাবলীতে প্রায় ১২৫ জন বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নকালীন ও বিভিন্ন মতাবলম্বী কবিদের শ্রীকৃষ্ণলীলাদি-সম্বন্ধীয় ৩৮৬টি পদ্য সমাহৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বৃহৎ না হইলেও কিন্তু ভক্তগণের সুখপাঠ্য, অতিপ্রিয় ও প্রেমভক্তি-বিবর্দ্ধক কণ্ঠহার। শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা, তথা বিভিন্নরসে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা যে সাধারণ ((অপ্রসিদ্ধ) কবিগণেরও কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া বিরাজমান ছিল, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই আছে। শ্রীরূপপাদ স্বেচ্ছাক্রমে পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছেন। শ্রীপাদ উপসংহারে জানাইয়াছেন যে তিনি জয়দেব বা বিল্বমঙ্গলাদির কবিতা সংগ্রহ করেন নাই, যেহেতু তাহা গ্রন্থাকারে প্রসিদ্ধই ছিল; কিন্তু যে সকল কবি ও মহাজনগণের শ্লোক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল না, অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা শ্রুতিধর ভক্তগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল—সেই সকলই কেবল একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীরূপপাদ এই সকল পদ্যে প্রেমভক্তিময় কাব্যরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া গৌড়ীয়ভক্তগণকে উপহার দিয়াছেন।

(ঝ) চম্পূকাব্য (৫৪) শ্রীগোপালচম্পূ।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ গদ্যপদ্যাত্মক এই বিরাট চম্পূকাব্য নির্মাণ করিয়াছেন। পূর্বচম্পূতে ৩৩ পূরণ (পরিচ্ছেদ), তাহাতে জন্মাদি কৈশোরলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং উত্তরচম্পূর ৩৭ পূরণে মথুরাগমন হইতে গোলোক-প্রবেশ-পর্য্যন্ত লীলাকদম্বের পরিবেষণ হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি শ্লোকে উভয় চম্পূর মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থ-সূচনা সম্পর্কে শ্রীজীব বলিয়াছেন (১।১।৪-৫)—আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, এই কাব্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা প্রজ্ঞাস্বরূপা রসনা দ্বারা সেই অমৃতেরই আস্বাদন করিব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লিখিত তত্ত্বমালাই এই গ্রন্থে কাব্যাকারে আলোচিত হইবে। পূর্বোত্তর এই চম্পূদ্বয় তিন তিন বিভাগে সূচিত হইয়াছে—পূর্বচম্পূর (১-২) গোলোকলীলা, (৩-১৩) বাল্যলীলা ও (১৪-৩৩) কৈশোরলীলাবিলাস বর্ণিত এবং উত্তর চম্পূর (১-১২) উদ্ধবকর্তৃক ব্রজের আনন্দবর্দ্ধন, (১৩-২১) বলদেবের আগমনে আনন্দপূর্ণ গোষ্ঠপ্রকাশ ও (২২-৩৭) শ্রীকৃষ্ণাগমনে আনন্দপূর্ণ-ব্রজবর্ণনা। প্রথমচম্পূ ১৫১০ শকাব্দায় এবং উত্তরচম্পূ ১৬১৪ শকাব্দায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পূর্বচম্পূর বিষয় বিভাগ—(১) গোলোকরূপ-নিরূপণ, (২) গোলোকবিলাসবিকাসন। (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্ম, মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপারম্ভ, (৪) জন্মোৎসব, (৫) পূতনাবধ, (৬) শকটভঞ্জনাদি, (৭) তৃণাবর্ত্তবধ ও মৃদ্‌ভক্ষণলীলা (৮) দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন-মোচন, (৯) গোপীগণ-সহিত শ্রীকৃষ্ণবলরামের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ, (১০) বিবিধ

---

* ১১২৭ শাকে শ্রীধর দাস-কর্তৃক সঙ্কলিত এই গ্রন্থে বহু পূর্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক মহাজনের পদ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবমধ্যে পাঁচটি প্রবাহ (অধ্যায়) সূচিত হইয়াছে। (১) অমর, (২) শৃঙ্গার, (৩) চাটু, (৪) অপদেশ ও (৫) উচ্চাবচ—এই পাঁচটি প্রবাহ বীচিরূপ অবান্তর বিভাগে সংগ্রথিত। প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। বীচি-সংখ্যা যথাক্রমে ৯৫, ১৭৯, ৫৪, ৭২ ও ৭৪। ইহাতে প্রায় ৪৯০ জন কবির ১৮৯৪টি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, ৪৭৬টি কবিতার রচনাকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত। এই সংগ্রহকার বঙ্গীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের অমাত্য ও অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আদর্শ যথা—(১) ইহ নিচুলনিকুঞ্জে মধ্যমধ্যেঽস্য রন্তুর্বিজনমজনি শয্যা কস্য বাল-প্রবালৈঃ।
ইতি কথয়তি বৃন্দে যোষিতাং পান্থ যুগ্মান্ স্মিত-শবলিত-রাধামাধবালোকিতানি॥ ১।৫৫।১ —শ্রীরূপদেবস্য।
(২) জয়শ্রীবিন্যস্তৈ র্মহিত ইব মন্দার-কুসুমৈঃ স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহত-কুবলয়াপীড়-করিণঃ প্রকীর্ণাসৃগ্‌বিন্দু র্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ॥ ১।৫৯।৪ —শ্রীজয়দেবস্য।

‡ অন্যান্য কোষকাব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকিলে '**বিদ্যাকর-সহস্রকম্**' নামক এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বাল্যলীলা ও বৎসাসুরবধ, (১১) অঘাসুরবধ ও ব্রহ্মমোহনলীলা, (১২) গোচারণলীলা, (১৩) কালিয়দমন ও দাবানল-পান; (১৪) গর্দভাসুর-বধ, (১৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, (১৬) প্রলাম্বাসুরবধ ও দাবানলনিবর্ত্তন, (১৭) বংশীশিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভিক্ষা, (১৮) ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গও শ্রীগিরিরাজ-পূজা-প্রবর্ত্তন, (১৯) ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ'-পদপ্রাপ্তি, (২০) শ্রীনন্দ মহারাজের বরুণলোকে গমন ও শ্রীগোলোক-দর্শন, (২১) গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও আকর্ষণ, (২২) যজ্ঞপত্নীদের নিকট অন্নভিক্ষা, (২৩) শ্রীরাসলীলারম্ভ, প্রথমসঙ্গজনিত বাকোবাক্য ও সঙ্গীতাদি, (২৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও শ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণন, (২৫) গোপীদের বিপ্রলম্ভ ও পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, (২৬) শ্রীরাসরসবিস্তার, (২৭) জলকেলি, বনভ্রমণ ও রাসলীলাপূর্ত্তি, (২৮) অম্বিকাবনগমন ও বিদ্যাধর-শাপমোচন, (২৯) রহোবিলাস-বর্ণন, (৩০) শঙ্খচূড়-বধ ও হোরিলীলা, (৩১) বৃষাসুর-নিধন, কুণ্ডদ্বয়-প্রকাশ ও বিবিধ বিচিত্রলীলা, (৩২) কেশি-বধ এবং (৩৩) শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌ভক্তগণের সর্ব-মনোরথ-পূর্ত্তি।

উত্তরচম্পূর বিষয়-বিভাগ—(১) ব্রজবাসিদের অনুরাগ-সাগর-বিস্তারণ, (২) অক্রূরের আগমনে গোপীবিলাপ, (৩) মথুরাগমন, (৪) মথুরাপ্রবেশ, (৫) হস্তিমল্লাদ্রি-বধ ও কংসনিধন, (৬) শ্রীনন্দ-বিদায়, (৭) ব্রজরাজের ব্রজ-প্রবেশ (৮) শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যয়নলীলা, (৯) যমালয় হইতে গুরুপুত্রানয়ন, (১০) উদ্ধবের ব্রজাগমন, (১১) ভ্রমরগীত, (১২) উদ্ধবের মুখে ব্রজবার্ত্তাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি। (১৩) জরাসন্ধ-বন্ধন, (১৪) কালযবন ও জরাসন্ধের জয়, (১৫) শ্রীবলরামের বিবাহ, (১৬) শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-পরিণয়, (১৭) সত্যভামাদি সপ্তকন্যাবিবাহ, (১৮) নরকবধ পারিজাত-হরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, (১৯) মহাদেব-বিজয় ও বাণাসুরযুদ্ধ, (২০) শ্রীবলদেবের ব্রজে গমন, (২১) পৌণ্ড্রকাদি-সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবার্ত্তা-শ্রবণে বলদেবের দ্বারকাগমন।

(২২) দ্বিবিধ বধ, (২৩) কুরুক্ষেত্রযাত্রা, (২৪) তত্রত্য মিলনান্তর ব্রজবাসিদের পুনঃ ব্রজে আগমন, (২৫) উদ্ধবের মন্ত্রণা, (২৬) জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজন্যদের মোচন, (২৭) রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপালবধ, (২৮) শাল্ববধ, (২৯) পূর্ণিমা ও বৃন্দার কথোপকথনচ্ছলে ভাবিঘটনার সূচনা, (৩০) দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন, (৩১) শ্রীপৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক গোপীদের বাধা-সমাধান, (৩২) বিবাহ-প্রসঙ্গ, (৩৩) শ্রীরাধামাধবের অধিবাস-মহোৎসব, (৩৪) অলঙ্কার-পরিধান, (৩৫) গোষ্ঠমধ্যে শুভ বিবাহ, (৩৬) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাদি গোপীগণের পরস্পর মিলনাদি ও (৩৭) সর্বসুখপূর্ণ গোলোকে প্রবেশ।

এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী (চৈ, চ, ২।১।৪৪) যে উক্তি করিয়াছেন—তাহাই সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীগোপালচম্পূনামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥

'নিত্যলীলা বলিতে অপ্রকটপ্রকাশ এবং 'ব্রজরসপুর' বলিতে গোকুল-প্রধানই বুঝিতে হইবে। স্বয়ং গ্রন্থকারও এবিষয়ে সর্বপ্রথমেই বলিয়াছেন—"প্রকটাপ্রকট-প্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য বহুবিধ-সংস্থানতয়া বহুবিধ-শাস্ত্র-শ্রুতস্যাপ্রকট-প্রকাশময়বৈভব-বিশেষ এবং সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ, স চ গোকুলপ্রধান এবেতি।" অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশময় বহুবিধ সংস্থান-বিষয়ে বিবিধ শাস্ত্রে সুবর্ণিত হইলেও সম্প্রতি অপ্রকটপ্রকাশময় বৈভব-বিশেষই বর্ণনা করিতেছি এবং তাহাও গোকুল-প্রধানই; নিষ্কর্ষ এই যে ইহাতে প্রকট ও অপ্রকট লীলা মিশ্রিত করিয়া বর্ণিত হইবে। সুতরাং ইহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ প্রকটলীলার সহিত ব্রহ্মসংহিতাদি-প্রোক্ত অপ্রকট লীলারও সমাবেশ বুঝিতে হইবে। গ্রন্থ-স্বারস্যবোধনে এই বাক্যটি **পরিভাষা**-স্বরূপ মনে রাখিতে হইবে, নতুবা প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধ স্থগিত হইয়া থাকিবে। পূর্বচম্পূর প্রথম পূরণে 'যত্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িতমৌপপত্যং, তৎ খলু অবাস্তবত্বাৎ পরস্তাদবধ্বস্তমিতি' অর্থাৎ অবতারকালে মায়াকর্ত্তৃক যে যে উপপতিভাবের প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু অবাস্তব (মিথ্যা) বলিয়া পরে (উত্তরচম্পূ ৩১।৩২ পূরণে) প্রতিপাদন করা হইবে ইত্যাদি কথা উট্টঙ্কন করত তিনি গ্রন্থের প্রায়শঃই প্রকট প্রকাশসম্পর্কীয় লীলাবিনোদই বিস্তার করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ীর প্রতি দৃষ্টি-নিবন্ধন কুত্রাপি স্বকীয়ালীলার বর্ণনা বা তৎপরিপোষক সমর্থনবাক্যাদি দেখিলেও কিন্তু তাহাতে তাঁহার হার্দ

বুঝিতে পারা যায় না। পরমগম্ভীরাশয় পণ্ডিতকুলনীরাজিতচরণ শ্রীজীবচরণের বাক্যভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম করা মহা সুকঠিন ব্যাপারই বটে। শ্রীরূপসনাতনাশ্রিত শ্রীজীবপ্রভু যে তাঁহাদের পারকীয়বাদের বিরুদ্ধে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিবেন—এ কথা সর্বথাই অযুক্তিসহ। শ্রীরূপসনাতনের মতে গোকুলে প্রকটিত লীলামাত্রই গোলোকে মায়াস্পর্শশূন্য হইয়া চির বিরাজমান। সুতরাং পরকীয়া ভাবও কোনওরূপে গোলোকে থাকিবেই। গোলোকে বিবাহবিধিবন্ধনরূপ ধর্মের অভাবে পতিত্ব অথচ স্বীয় স্বরূপাশ্রিতা গোপীদের অন্যত্র বিবাহ না থাকায় উপপত্নীত্বও পরিকল্পিত নহে, অর্থাৎ সেস্থলে অবিবিক্ত-স্বকীয়-পরকীয়া লীলা। প্রকট লীলায় গোকুলে কিন্তু বিবাহবিধিরূপ প্রাপঞ্চিক ধর্মের উল্লঙ্ঘনে যোগমায়া-কর্তৃক মাধুর্য্যরসনির্য্যাস-আস্বাদনার্থ স্বরূপশক্তিগণের সহিত যে বিলাস-রসের অবতারণা, তাহা দূষণ না হইয়া ভূষণই হইয়া থাকে। পরমমাধুর্য্যময় গোলোকে বাৎসল্যরসের মূল অভিমান আছে, কিন্তু জন্মব্যাপার না থাকায় শ্রীনন্দযশোদার পিতৃমাতৃত্বাদি অভিমানটিও * রসসিদ্ধির জন্য নিত্য বলিয়া স্বীকার্য্য। শৃঙ্গাররসেও তদ্রূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমানমাত্র নিত্য হইলে রসশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। গোকুলে গোলোকতত্ত্ব যখন প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিঞ্চিৎ স্থূলাকারে প্রতীয়মান হইয়া বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দযশোদার পিতৃত্বাদি অভিমান জন্মাদিলীলারূপে এবং শৃঙ্গাররসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্বব্যবহারও কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয় মাত্র; বস্তুতঃ গোপীদের পৃথক্ সত্তাগত পতি গোকুলে বা গোলোকে নাই—'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই উজ্জ্বলটীকাতে এবং বহুত্র শ্রীজীবপ্রভু গোলোকে ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভু তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়া স্বকীয় স্বরূপশক্তিগণের সহিত স্বয়ং শক্তিমানের যাদৃচ্ছিক লীলাবিনোদ যে দোষাবহ হইতে পারে না—ইহাই মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থেই উত্তর (৩৬।১৬৪—১৬৭) শ্রীজীবপাদ বিবাহের উত্তরকালীন সপরিকর শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস-সন্তোষের অসম্যক্‌ভাব প্রকটন পূর্বক সুবুদ্ধিজনের নিকট পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে এই শ্রীরাধাশ্যামের স্বকীয়া লীলায় রসপুষ্টি হয় না—তাহা যদি হইতে পারিত, তবে সর্ববাধা-প্রশমনপূর্বক পরমানন্দকন্দলময় ঐ সময়েও শ্রীরাধাহৃদয়ে কেন উৎকণ্ঠা-প্রাবল্য আসিয়া তাঁহাকে আকুলিত করিল? কেনই বা বিশাখা তাঁহার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়া শ্রীরাধামুখে 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি উচ্চারণ করাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মুখে নির্জন স্থল হইতে ঐ শ্লোক শুনিয়া চতুর্থ চরণের পাঠ পরিবর্তন করিয়া বলিলেন "কৃষ্ণারোধসি তত্র কুঞ্জসদনে" এই পাঠই এক্ষণে সঙ্গত? যদি স্বকীয়া লীলাতেই রসের পর্য্যাপ্তি সম্যক্ হইত, তবে কখনও এই প্রসঙ্গটী শ্রীজীবপাদ গ্রন্থের উপসংহারে প্রকাশিত করিয়া সমগ্র গ্রন্থের বিচার-ধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেন না। সুতরাং শ্রীজীবপাদ অপ্রকট প্রকাশ অবলম্বনে এই গ্রন্থের তাত্ত্বিকাংশ এবং প্রকট প্রকাশ অবলম্বনে লীলাংশ প্রতিপন্ন করিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদিগের প্রচুরতর কল্যাণই সাধন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের ভাষাটি অতি কঠিন, দার্শনিক এবং স্থলে স্থলে সমাস-বহুল। দুঃখের বিষয় এই বিপুলায়তন গ্রন্থরত্নের কোনও প্রাচীন টীকা নাই—১৮০০ শাকে মাওগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র গোস্বামী 'শব্দার্থবোধিকা' নাম্নী যে চূর্ণিকা করিয়াছেন, তাহাও অপর্য্যাপ্ত এবং মূলের স্বারস্যবোধনে সম্যক্ সহায় নহে। ৪২৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে (১৮৩৩ শাকে) শ্রীমদ্ রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহাও সুখজনক নহে।

৩৫। শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ

(শ্রী) চৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিত-বাগ্‌বিভূতিঃ (২২।৬৩) শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ ২২ স্তবকে এই মহাগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে নন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া রাসলীলা পর্য্যন্ত এবং অধিকন্তু হোরিকা ও ও ঝুলনাদি সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম স্তবকে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা, দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত

* 'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ' ইত্যাদি ভাগ ১০।৯০।৪৮

জন্মাদি বাল্যলীলা এবং অষ্টম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দুই শ্লোকে তিনি কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলের বন্দনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ও তদ্‌ভক্তবৃন্দের বন্দনা, পঞ্চম শ্লোকে স্বগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের বন্দনা করিয়াছেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বাণীর স্তব করত তদনন্তর কাব্যের দোষ গুণাদি-বর্ণনপ্রসঙ্গে সাধু অসাধুর কৃতিত্ব প্রখ্যাপনপূর্ব্বক কাব্যপ্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় দশমস্কন্ধসম্বন্ধি কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইলেও ইহাতে **কবির** গুম্ফন-কৌশলে অপূর্ব রমণীয়তা ও আনন্দোন্মাদনাদি সৎকাব্যামোদিদেরও সমাস্বাদ্য। ইহার **প্রথম স্তবকে**—কবিকর্ণপূর শ্রীবৃন্দাবনের অতিমর্ত্ত্য শোভাসমৃদ্ধি, বর্ষাহর্ষাদি ছয় বিভাগ, যমুনা, লতামন্দিরমণ্ডল, গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীকৃষ্ণবয়স্যগণ, গোপীগণ, শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি, তৈলিক তাম্বূলিকাদিরও যথাযথ বিবৃতি এবং বৃহদ্বনে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকটন প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। **দ্বিতীয় স্তবকে**—শুভক্ষণে শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোদার নিকটে মথুরায় ও বৃহদ্বনে বাসুদেব ও গোবিন্দরূপে আবির্ভাব, কংসভয়ে বাসুদেব-কর্ত্তৃক আনীত শ্রীগোবিন্দে বাসুদেবের মিলন, সূতিকাগারের শোভাদি ও নন্দোৎসব। **তৃতীয় স্তবকে**—পূতনাবধ, মা যশোদার অবস্থা ও নিদারুণ ক্রন্দন এবং মথুরা হইতে নন্দবাবার আগমনাদি বর্ণিত। **চতুর্থে**—শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্ত-নিধনাদি। **পঞ্চমে**—জৃম্ভণ, রিঙ্গণ, নামকরণ, মাখনচৌর্য্য, মৃত্তিকাভোজন ও বিশ্বরূপদর্শনাদি। **ষষ্ঠে**—ভাণ্ড-ভঞ্জন, দামবন্ধন, যমলার্জুন-মোচন, ফলক্রয় ও বৃন্দাবনে গমনাদি। **সপ্তমে**—বৎস, অঘ ও বকাসুরবধ, পুলিন-ভোজন, বৎসবালকচোর ব্রহ্মার মোহ ও স্তবাদি। **অষ্টমে**—শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলার যুগপৎ আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের গুরুগণ ও প্রেয়সীগণকর্ত্তৃক ঐ দুই লীলার আস্বাদন প্রকার, ব্রজবালাদের পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম-যাত্রোৎসব, কন্দুকক্রীড়া ও ধেনুকবধাদি। **নবমে**—কালিয়দমনাদি। **দশমে**—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রথিত পুষ্পমালা-প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধাহস্তপাচিত অন্নভোজনাদি। **একাদশে**—প্রলম্ববধ, দাবাগ্নিমোচন, সায়াহ্নকালে অভিসার, সুখবিলাস, পরস্পর বাকোবাক্য এবং শ্রীরাধারতিশরণে বেণুগীতাদি প্রকটন। **দ্বাদশে**—কুমারীগণকৃত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে কাত্যায়নীর আরাধনা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদের বসন-চৌর্য্যাদি। **ত্রয়োদশে**—যজ্ঞপত্নীদের অন্নভিক্ষা, তাঁহাদের প্রতি প্রসাদবিস্তার এবং সায়ংকালে ব্রজে প্রবেশপূর্ব্বক গোপীগণের আনন্দবিধানাদি। **চতুর্দশে**—কুসুমাসব সখার দৈবজ্ঞরূপে বৃদ্ধা-গোপীসভায় গমন ও তরুণী গোপীদের স্বপতির প্রতি আসক্ত্যভাব নিরাকরণছলে ত্রিসন্ধ্যা কুঞ্জসমূহে কালকুমার পূজনার্থ প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বসন্তোৎসবলীলাদি। **পঞ্চদশে**—ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ, গিরিরাজ পূজাপ্রবর্ত্তন, গোবর্দ্ধনধারণ, সিদ্ধগণকৃত স্তব ও অভিষেকাদি। **ষোড়শে**—বরুণচরকর্ত্তৃক নন্দমহারাজের বরুণলোকে নয়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনরায় ব্রজে আনয়ন এবং ব্রজবাসিদের ব্রহ্মলোকদর্শন। **সপ্তদশে** – চন্দ্রোদয়, বেণুনিনাদ, গোপীদের অভিসার, অপেক্ষা-উপেক্ষাময় বাক্যভঙ্গী, উপেক্ষাময় অর্থ-স্বীকারে তাঁহাদের বিরহ-বিধুরতা ও বিষাদোক্তি, কান্তপ্রসাদন, বিহার ও শ্রীরাধাসহ তিরোধানাদি। **অষ্টাদশে**—গোপীদের দারুণ বিরহার্ত্তনাদ, বৃক্ষবল্লরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাজিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণলীলানুকৃতি, পাদাঙ্কানুসরণ, প্রিয়বিরহিতা শ্রীরাধার তীব্রতম বিরহব্যথা ও নিখিল গোপীমণ্ডলীর বিলাপাদি। **ঊনবিংশে**—গোপীগণের বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণদর্শন, নানাভাব প্রকটন, সংপ্রশ্ন ও উত্তর কৌতুকাদি। **বিংশে**—হল্লীশকনৃত্য, হস্তকাভিনয়; চঞ্চৎপুটাদিতাল, মালব মল্লারাদি রাগ, মৃদঙ্গাদিবাদ্য, ষড়্‌জাদি স্বরোদ্ঘাটন, নৃত্য ও বিশ্রাম, সহভোজন, পুনর্নৃত্যোৎসব, রতিবিলাস, জলকেলি মধুপান এবং শয়নাদি। **একবিংশে**—বাসন্তিক হোলিলীলা, গীতবাদ্যাদি বিবিধ বিলাস, বংশীচৌর্য্য, শঙ্খচূড়বধাদি। **দ্বাবিংশে**—হিন্দোলন-লীলাস্বাদ ও উপসংহার।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহার কাব্যে ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্‌গারে মহাচমৎকারিত্ব সমর্পণ করায় ইহার গ্রন্থ সুরসিক, সুভাবুক ও সুকবিগণেরই সমাস্বাদ্য। ইনি মাধুর্য্যলীলার পরিবেষণে সিদ্ধহস্ত এবং সাধকের হিতের দিকে সর্বথা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অতিমর্ত্ত্য লীলাগুলিকেও নরলীলাবৎ প্রতিপন্ন করাইতেছেন। কুত্রাপি ঐশ্বর্য্য ভাবদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করিলেও তদন্তরে নিগূঢ় কোনও ভাবের ব্যঞ্জনাই বুঝাইতেছে। শ্রীগোপালচম্পূর ন্যায় ইহাতে কঠিন শব্দবিন্যাস নাই এবং অর্থগ্রহণেও তত কষ্ট হয় না। অধিকন্তু শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত 'সুখবর্ত্তনী,

টীকার সাহায্যে অতি সহজেই ইহার তাৎপর্য্য বিনির্ণয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়—এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী যুগ (১৫০১-১৭০০)

৩৬। **শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ**—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মাণ্ড-গ্রামবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদ-বিরচিত এই বিপুলায়তন চম্পূকাব্য বত্রিশটি আস্বাদে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমন্নবদ্বীপ-সুধাকরের নবদ্বীপলীলাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-বলদেবের উত্তরকালে যাঁহারা গৌড়ীয়-সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারই আসন সর্বোচ্চে—ইহাতে সংশয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরুদাবলী, শ্রীরামরসায়ন, শ্রীরাধামাধবোদয়ে কাব্য, গীতমালা, দেশিকনির্ণয়, বৈষ্ণবব্রতনির্ণয়, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া ইনি চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের পরিচয় যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। অষ্টাদশ শকাব্দার শেষভাগে এই চম্পূ রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের **বিষয়সূচী**—(১) শ্রীগৌরাবতার-কথনং, (২) শ্রীগৌরাবির্ভাব-নিশ্চয়ঃ, (৩) শ্রীগৌর-গর্ভবাসঃ, (৪) শ্রীগৌরজন্মমহোৎসবঃ, (৫) প্রথমবাল্যবিলাসঃ, (৬) মধ্যমবাল্যবিলাসঃ, (৭) শেষবাল্যবিলাসঃ, (৮) প্রথমপৌগণ্ডবিলাসঃ, (৯) মধ্যমপৌগণ্ডবিলাসঃ, (১০) শেষপৌগণ্ডবিলাসঃ, (১১) কৈশোরলীলাবর্ণনে উপনয়নাদি বিলাসঃ, (১২) লক্ষ্মীপূর্বরাগাঙ্কুরঃ, (১৩) লক্ষ্মীসন্দর্শনং (১৪) লক্ষ্মীপূর্বরাগঃ, (১৫) বিবাহ-পূর্বকৃত্যং, (১৬) কন্যাগৃহ-প্রবেশঃ, (১৭) লক্ষ্মীপরিণয়োৎসবঃ, (১৮) লক্ষ্মী-সমাগমঃ, (১৯) বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়োৎসবঃ, (২০) দিগ্‌বিজয়ি-জয়ঃ, (২১) গয়া-প্রস্থানং, (২২) গয়া-প্রত্যাগমনং, (২৩) স্বরূপ-প্রকাশারম্ভঃ, (২৪) শ্রীনিত্যানন্দ-সমাগমঃ, (২৫) বহুপাষণ্ডি-নিস্তারঃ, (২৬) চপলগোপালোদ্ধারঃ, (২৭) জগন্নাথমাধবানুগ্রহঃ, (২৮) স্বানন্দাবেশঃ, (২৯) হেমন্তশিশিরবিলাসঃ, (৩০) বসন্ত-গ্রীষ্ম-বিলাসঃ, (৩১) বর্ষাশরদ্‌বিলাসঃ এবং (৩২) নিত্যবিলাসঃ।

গ্রন্থারম্ভে ও উপসংহারে গ্রন্থকারের ভ্রাতৃদ্বয় ও তাতপাদের বন্দনায় স্ববংশের গৌরব সূচিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণে যথারীতি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দের বন্দনা করত তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আজ্ঞাবলে গ্রন্থকরণে প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। স্বদৈন্যখ্যাপন ও ভক্তশ্রোতৃ-প্রশংসা করত দ্বাপরের শেষে অধর্মরাজ কলিযুগের প্রবেশ ও তাৎকালীন অবস্থার বর্ণনা। দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক পৃথিবীর অবস্থাদর্শনে উহার কল্যাণ-চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে মথুরায় গমনেচ্ছা এবং নারদকুণ্ডে আশ্রয়-সংকল্প—ইহাই **প্রথম** আস্বাদের বিষয়। **দ্বিতীয়** আস্বাদে—নারদের শ্রীবৃন্দাবন-প্রবেশ, বীণাযন্ত্রে সঙ্গীতশ্রবণে আকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ও নারদের নিকট বিনয়বচনে বাসনা-পূর্ত্তিপ্রকার-জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে নারদ-কর্ত্তৃক পৃথিবীর দুরবস্থাবর্ণনা এবং তৎপ্রতীকারের জন্য প্রার্থনা, ভগবানের ভক্তস্বরূপে শ্রীরাধার ভাবাশ্রয়ে অবতার-গ্রহণ-প্রতিজ্ঞা, নামসংকীর্ত্তন-প্রচারের মুখ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে অবতরণের চেষ্টা—পার্ষদগণের অবতারে ইঙ্গিত ইত্যাদি। **তৃতীয়** আস্বাদে—জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর আটটি সন্তানের জন্মমাত্র তিরোধান, নবদ্বীপে বিশ্বরূপের আবির্ভাব ও একচক্রায় মুকুন্দপণ্ডিত ও পদ্মাবতীর গৃহে নিত্যানন্দের আবির্ভাব—পার্ষদগণের ইতস্ততঃ আবির্ভাব—শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণের জাগতিক দুঃখদুর্দশা-নিবেদন—শ্রীঅদ্বৈতের সঘন হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মিশ্রপুরন্দরের হৃৎপদ্মে ও তৎপরে শচীদেবীর জঠরাকাশে প্রবেশলাভ—শচীদেবীর মনে সুখসন্ততি ও দেহে শোভা—গর্ভলক্ষণ প্রকাশে গঙ্গাতটে শচীদর্শনে অদ্বৈতের অনুমান—দেবগণের গর্ভস্তুতি—তৎশ্রবণে শচী-জগন্নাথের কথোপকথন—দশম মাসের পরেও চারি মাস যাবৎ গর্ভে স্থিতি। **চতুর্থ** আস্বাদে—শুভক্ষণে ১৪০৭ শকে ঋতুরাজ বসন্তে শণিবারে পূর্ণিমাতিথিতে পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্রে গ্রহণকালে শ্রীভগবানের আবির্ভাব - জগতে হরিনাম-প্রচার—সূতিকামন্দিরে নারীগণের মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা—ভক্তগণের আনন্দোন্মাদ—অদ্বৈতের প্রেরণায় সীতাদেবীর উপায়নহস্তে মিশ্রভবনে গমন—নৃত্যগীতবাদ্য স্তুতি ইত্যাদি—মিশ্রচন্দ্রের দানাদি। **পঞ্চমে**—বাল্যলীলা, শচীদেবীর লালনপ্রকার—বালকের ক্রন্দন-স্থগনে হরি-

নাম-সঙ্কেত, নামকরণ, গৃহদ্রব্যের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ পূর্ব্বক বালকসুলভ চাঞ্চল্যপ্রকাশ—ভৌতিক ব্যাপারজ্ঞানে বালকের অঙ্গরক্ষা, পঞ্চমমাসে বালকহিতার্থে ব্রাহ্মণভোজন, তৎপরে অন্নপ্রাশনলীলা, জানুচংক্রমণাদি। **ষষ্ঠে**—গমনলীলা অনন্তশয্যায় শয়ন, বাক্যোচ্চারণ, তাৎকালীন অঙ্গমাধুরী, 'হরিবোল' নামোচ্চারণ, প্রতিবেশিগৃহে গমন ও চাঞ্চল্য-প্রকাশ, ওলাহন-লীলা, চৌরদ্বয়ের স্কন্ধারোহণাদি, মাতার সহিত চন্দ্রসম্পর্কে বিতর্ক। **সপ্তমে** চূড়াকরণ, তৈর্থিকবিপ্র-প্রসঙ্গ। **অষ্টমে**—পৌগণ্ডবয়সের শোভা—সমবয়স্ক বালকগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক—অদ্বৈতমন্দির হইতে বিশ্বরূপের আনয়নজন্য গমনাদি। **নবমে**—বালকগণের আগ্রহে একাদশীতিথিতে হিরণ্যজগদীশের নৈবেদ্য-স্বীকার এবং ব্রজবালক শ্রীশ্যামসুন্দরের ভোজনলীলার অনুভব-প্রদান—দেবতাদের স্তব-শ্রবণ, নৃত্যভঙ্গী—অপূর্ব নূপুর-ধ্বনির শ্রবণে শচী-জগন্নাথের বিস্ময়—বিদ্যারম্ভ -অঙ্গমাধুরী—বিদ্যাভাস—বিবিধক্রীড়া নামকীর্ত্তন। **দশমে**—মুরারি গুপ্তের সহিত বাকোবাক্য—মুরারির ভোজনস্থালীতে মূত্রত্যাগ—শ্রীরামরূপে সপার্ষদে আত্মপ্রকাশ—মুরারিকে ভাগবতের তাৎপর্য্য-কথন। গঙ্গাসৈকতে বালিকাদের সহিত রসচাঞ্চল্য—শচীর তর্জনগর্জনে ত্যক্তহাণ্ডীর আসনে বিশ্বম্ভরের উপবেশন ও অদ্বয়বাদ-কথনাদি। বালকগণকে যূথদ্বয়ে বিভক্ত করত জলকেলি—মিশ্র পুরন্দরের স্বপ্নে বালকশাসন-সম্পর্কে কোনও পুরুষের সহিত আলোচনা—বিবাহ-প্রস্তাবে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাদি। **একাদশে**—উপনয়নলীলায় শ্রীধরের হস্ত হইতে গুবাক-গ্রহণ, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাগ্রহণ—গুরুর আজ্ঞায় তীরস্থিত তিলপাত্রের আনয়ন-সময়ে জাহ্নবীসলিলে কমলপ্রকাশ ও তদুপরি শ্রীগৌরের চরণ-চালনদর্শনে গঙ্গাদাসের বিস্ময়; মাতার প্রতি শ্রীহরিবাসরে অন্নভোজন-নিষেধাজ্ঞ; অধ্যাপনারম্ভ, মিশ্রপুরন্দরের স্বধাম-গমনে শ্রীগৌরের বিলাপ—ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি। **দ্বাদশে**—নবকিশোর গৌরাঙ্গের শোভাসমৃদ্ধি—সখীমুখে গৌরগুণশ্রবণে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অনুরাগ—বনমালী আচার্য্যের সহিত ভ্রমণকালে লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎকার ও সখীসবিধে স্বাভিলাষ-প্রকাশ। **ত্রয়োদশে**—লক্ষ্মীপ্রিয়ার দর্শনে গৌরেরও চিত্তে রসচাঞ্চল্য দেখিয়া বনমালী আচার্য্য উভয়ের বিবাহ-বিধানে সংকল্প করিলেন। **চতুর্দ্দশে**—লক্ষ্মীর তীব্র গৌরানুরাগ—সখীদের বিবিধ পরিচর্য্যাতেও তাঁহার ভাববিহ্বলতা—মনোবেদনা-প্রকাশ—সখীদের আশ্বাসদানাদি। **পঞ্চদশে**—শচীর নিকট বনমালী-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর রূপগুণাদি-বর্ণনা—বিবাহে শচীর অমত—পুনরায় প্রভুর ই বিবাহোদ্যোগঙ্গিতে—শুভাধিবাস-কৃত্যাদি। **ষোড়শে**—প্রদোষ-বর্ণনা, বিশ্বম্ভরের বিবাহোপযোগী বেশভূষাদি—লক্ষ্মীপ্রিয়ার শৃঙ্গার—বল্লভ-ভবনে শুভযাত্রা—দোলা, বাদ্যযন্ত্র, গীত নৃত্যাদি—দেবগণের যোগদান—রমণীদের শুভকার্য্যে সম্বর্দ্ধনা—তাঁহাদের ভূষাদি-বিপর্য্যয়—বল্লভ-মন্দিরে আগমন। **সপ্তদশে**—বিবাহপ্রাঙ্গণে সমবেতা নারীগণের ভাববিকার-সহকৃত বিতর্ক—নরনারীকর্তৃক শ্রীগৌরের নীরাজন—মুখচন্দ্রিকা-কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রিদের রসকন্দল—কন্যাসম্প্রদান—বর-কন্যামিলনে তত্রত্য জনতার উক্তি—বন্দিস্তুতি—লোকাচারাদি-সম্পাদন—বাসরঘরের প্রবেশ। **অষ্টাদশে**—বাসরগৃহে গৌরকান্তির প্রশংসাদি—তত্রত্য বিনোদ—বরযাত্রিগণের ভোজনকালে রসকন্দল—বরকন্যার শয়নলীলা—গাত্রোত্থান—লক্ষ্মীর পিতৃগৃহ হইতে বিদায়কালীন দৃশ্য—বরকন্যার আগমনে শচীমাতার নীরাজনাদি কৃত্য—গার্হস্থ্যলীলাদি। **ঊনবিংশে**—বঙ্গদেশে যাত্রা—পদ্মাবতীর তীরে অবস্থান ও অধ্যাপনা—তপন প্রতিমিশ্রের সাধ্যসাধন বিষয়ে উপদেশ—বিরহিণী লক্ষ্মীর গঙ্গাবিজয় শ্রীগৌরের গৃহাগমন ও শচীমাতার সান্ত্বনা—পুনর্বিবাহের জন্য কাশীনাথকে ঘটকরূপে নিয়োগ—বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপগুণাদি-বর্ণনা—বিবাহ-প্রস্তাব-শ্রবণে সখীসহ বিষ্ণুপ্রিয়ার সংলাপ—বুদ্ধিমন্ত খানের আনুকূল্যে বিবাহের সর্বপ্রকার প্রবন্ধ—শুভ পরিণয়োৎসব। **বিংশে**—বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নকক্ষায় গৌরসহ সখীজন-সংলাপ—বিলাসাদি—দিগ্‌বিজয়ির পরাজয়-প্রসঙ্গ—সরস্বতী-মুখে গৌরস্বরূপজ্ঞান ও আত্মসমর্পণাদি। **একবিংশে**—মুকুন্দের সহিত সাঙ্খ্যবাদ-বিচার, গদাধরের সহিত ন্যায়-শাস্ত্রালোচনা, ঈশ্বরপুরীকে স্বগৃহে ভিক্ষানিমন্ত্রণ, সর্বজ্ঞের সহিত স্বপূর্বজন্মবিষয়ক প্রসঙ্গ, শ্রীধরের সহিত দারিদ্র্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরাদি ও প্রেমকলহ—শ্রীবাসের সহিত ভক্তিবিষয়ক আলাপ, গয়াপ্রস্থান। **দ্বাবিংশে**—মন্দারে মধুসূদনদর্শন ও তত্রত্য দৃশ্য, সঙ্গিগণকে শিক্ষাদানজন্য দেহে জ্বরপ্রকাশ ও বিপ্র-পাদোদক পানে তাহার শান্তিব্যবস্থা—গয়াতীর্থে প্রবেশ ও বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্য বর্ণনা, ঈশ্বরপুরীসহ সাক্ষাৎকার মন্ত্রদীক্ষাদি—বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার

অবস্থা—প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনাদি। **ত্রয়োবিংশে**—গৌরের বিবিধ ভাবপ্রবণতায় শচীমাতার আশঙ্কা ও শ্রীবাসমুখে আশ্বাসপ্রাপ্তি—মাতার সহিত কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক প্রসঙ্গ—ব্যাকরণব্যাখ্যানে হরিনাম—নামপ্রচার-আরম্ভ—ভাগবতশ্লোক-শ্রবণে গৌরের অপূর্ব ভাবাবেশ—সীতানাথের স্বপ্নানুভূতি, শ্রীবাসমন্দিরে অদ্বৈত-সমক্ষে প্রথম প্রকাশ—শ্রীবাসের স্তবামৃত—স্বরূপদর্শনাদি। **চতুর্বিংশে**—মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহাবেশ—প্রকাশানন্দের প্রতি তীব্রকটাক্ষ-প্রকাশ—নিত্যানন্দ-জন্য আক্ষেপ—নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন—নন্দনাচার্য্যগৃহে মিলন—উভয়ের প্রেমোদ্দাম ভাবাদি—শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দ-গমন ও বাস—ষড়ভুজমূর্ত্তির প্রকাশ—শ্রীবাসাঙ্গনে নৃত্যগীতাদি-শচীমাতার সহিত নিত্যানন্দের মিলনাদি। **পঞ্চবিংশে**—কাজির কীর্ত্তন-নিষেধে ভীত শ্রীবাসের সম্মুখে নৃসিংহমূর্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ—বালিকা নারায়ণীর কৃষ্ণপ্রেম—প্রতিনিশায় কীর্ত্তনারম্ভ—কাজীর অত্যাচার দেখিয়া কাজিদলনে যাত্রা ও বিরাট নগরসংকীর্ত্তন—বিভিন্ন সংপ্রদায়-রচনা—গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি—কাজিদলনপ্রকার—কাজি ও পাষণ্ডিগণের প্রতি হরিনামোপদেশাদি। **ষড়্বিংশে**—'হরের্নাম'-শ্লোকের শ্রীমুখে ব্যাখ্যা—শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপা—নামে অর্থবাদ শ্রবণে সচেলে গঙ্গাস্নান—চপলগোপালের কাণ্ড, কুষ্ঠব্যাধি এবং তাহার খণ্ডন-প্রকারাদি। **সপ্তবিংশে**-নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি নগরে টহল-আজ্ঞা—মদ্যপ জগাইমাধাইর সাক্ষাৎকার—তাহাদের প্রতি নামোপদেশে বিপরীত ফল—মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত-নিবেদন—তাহাদের উদ্ধার-সাধনে সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গের যাত্রা—নিত্যানন্দের অঙ্গে মাধাইর প্রহার—শ্রীগৌরের চক্রস্মরণ—নিত্যানন্দের দয়া—জগাইমাধাইর উদ্ধারাদি—স্তবপাঠ বরদান ইত্যাদি। **অষ্টাবিংশে**—বিশ্বম্ভরের অভিষেক—ভোজনলীলা—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি, শুক্লাম্বর, শ্রীধরাদি ভক্তগণের প্রতি কৃপাবৈভব—স্বানন্দাবেশ। **উনত্রিংশে**—হেমন্ত ঋতু বর্ণনা—শ্রীবাসের মুখে ব্রজগোপীগণের ভদ্রকালী-উপাসনার আস্বাদন-প্রকার—শীতঋতুর বর্ণনা—হোলিকা উৎসব—গন্ধচূর্ণ-বিকীরণ—গানাদি। **ত্রিংশে**—বসন্তঋতুর বর্ণনা—শ্রীবাসের মুখে (ব্রজরস) বাসন্তরাস-শ্রবণ; গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনা—কালীয়দমনলীলাস্বাদনচ্ছলে নাট্যরসবিস্তার। **একত্রিংশে**—বর্ষাকাল-বর্ণনা—নৌকাবিলাস (দানলীলাদি) আস্বাদন—শরৎকাল-বর্ণনা, রাসলীলাভিনয়—গোপীগীত-সঙ্গীতাদি। **দ্বাত্রিংশে**—নিশান্তকালে সখীগণ-কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রবোধন—রসোদ্গার—গঙ্গাস্নান—নারায়ণসেবা—ভোজন—শয়ন—বহির্বাটীতে ভক্তগণকে কৃষ্ণোপদেশ—সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয়—নামভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন—গঙ্গাতীরে ধেনুবৃন্দদর্শনে অপূর্বভাবাবেশ—মন্দিরে হরিনাম-কীর্ত্তন—নৈশভোজন—প্রভু-প্রিয়াজির রসকন্দল কন্দর্পক্রীড়াদি—শয়নলীলাদি।

এই গ্রন্থের টিপ্পনী করিয়াছেন—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রীমহোদয় এবং অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমদ্ গুরুচরণ দাস। গ্রন্থখানি সুখবোধ্য, প্রীতিপ্রদ ও সমাস্বাদ্য। দুঃখের বিষয় এখনও মুদ্রিত হয় নাই। *

পরিশিষ্ট † ৩৭। মধুকেলিবল্লী

শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টগোস্বামি-বিরচিতা মধুকেলিবল্লী আনুমানিক সপ্তদশ শকাব্দায় রচিত, যেহেতু ইহার যে আদর্শ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—তাহার লিপিকাল সম্বৎ ১৮৪৪ (১৭০৯ শকাব্দা)। ইহাতে হোরিকালীলাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে।

---

* **ভাগবতীয় চম্পূকাব্য** সমূহের তালিকা—(১) রামভদ্র-কৃত ভাগবতচম্পূ, (২) শেষশুদ্ধি এবং (৩) পরশুরাম-কৃত কৃষ্ণচম্পূ, (৪) ভুবনেশ্বর-কৃত আনন্দদামোদর, (৫) গোপালকৃষ্ণকৃত বসুদেবনন্দিনী, (৬) মাধবভট্টকৃত প্রণয়িমাধব, (৭) শ্রীনিবাস-কৃত মুকুন্দচরিত, (৮) মিত্র মিশ্র-কৃত কৃষ্ণানন্দকন্দ, (৯) কেশব ও (১০) মাধবানন্দ-কৃত আনন্দবৃন্দাবন, (১১) জীবনজিশর্মা-কৃত বালকৃষ্ণচরিত, (১২) চিরঞ্জীব-কৃত মাধবচম্পূ, (১৩) শ্রীকৃষ্ণকৃত মন্দারমরন্দ, (১৪) জীবরাজ ও (১৫) কিশোর-বিলাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণচম্পূ, (১৬) লক্ষ্মণকৃত কৃষ্ণবিলাস, (১৭) বীরেশ্বর-কৃত যাদবচম্পূ ও (১৮) কৃষ্ণবিজয়, (১৯) গোবর্দ্ধন-কৃত রুক্মিণীচম্পূ, (২০) সন্তানগোপালপ্রবন্ধ, (২১) কালিন্দীমুকুন্দ এবং (২২) জয়রাম পাণ্ডেকৃত—রাধামাধববিলাস। এতদ্ব্যতীত মহাভারত ও পুরাণ-প্রভৃতি মূলক চম্পূগ্রন্থতালিকা প্রভৃতি History of classical Skt. Litt. গ্রন্থে ৫১৯—২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† হরিচরিত-কাব্যং করঞ্জগ্রামীন ব্রাহ্মণ **চতুর্ভুজ** ভাগীরথী-পরিসরে বহুশিষ্টজুষ্ট শ্রীরামকেলি-নগরে বাস্তব্য

প্রথমপল্লবে ৫২ শ্লোকে 'কুসুমাসব-কৌতুক', দ্বিতীয়ে ৬৮ শ্লোকে 'গোবিন্দজয়োত্তম', তৃতীয়ে ৩৯ শ্লোকে 'গোবিন্দনির্জয়', চতুর্থে ৪৫ শ্লোকে 'যোগিবেষাবৃত-জ্ঞাতমাধব' এবং পঞ্চমে ১৯ শ্লোকে 'শ্রীরাধাগোবিন্দসমাগম' বর্ণিত হইয়াছে। পুষ্পিকা বাক্য—ইতি শ্রীবৃন্দাবিপিনেশ্বরী-চরণারবিন্দ-মিলিন্দেন গোবর্দ্ধনভট্টেন বিরচিতা মধুকেলিবল্লী সমাপ্তা। গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমদ্‌গদাধর ভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী। ভাবনাসারসংগ্রহে এই গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলি বিবিধছন্দে সুললিত ভাষায় রচিত।

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী (৩৮) শ্রীরামরসায়ন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশ্য শ্রীরঘুনন্দন সপ্তদশ শকাব্দার মধ্যভাগে এই **'রামরসায়ন'** প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সাত কাণ্ডে ও প্রতি কাণ্ড কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। এই কাব্যটি বাঙ্গালাভাষায় এক বৃহত্তম বস্তু—ভাষা-মাধুর্য্যে ও ছন্দোবৈভবে কবি অদ্বিতীয়। করুণরস-পূরিত এই কাব্যখানি সকল পাঠকেরই বিস্ময় ও আনন্দোন্মাদনা দান করে।

তৎপ্রণীত (৩৯) **'শ্রীরাধামাধবোদয়'** গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। রচনাকাল ১৭৭১ শকাব্দ। ইহাতে ৩৪টি উল্লাস আছে—গ্রন্থশেষে অনুবাদে সকল উল্লাসের বিষয়বস্তুর নির্দেশও আছে। প্রতি উল্লাসের প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণয়িতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধামাধবের প্রায় লীলাই ইহাতে ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, পয়ার, ললিতা, একাবলী, কাঞ্চীযমক (পৃ ৬৩), তেটিক (পৃ ৬৫), মালঝাঁপ (পৃ ২৬৯) ইত্যাদি ছন্দে এবং ছেকানুপ্রাস (পৃ ১১) প্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়াছে। ভাষাটিও প্রাঞ্জল এবং আড়ম্বরহীন। তৎপ্রণীত **'গীতমালা'** পদাবলী-শাখায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী ও তৎপ্রণীত কাব্যাদি

বংশের পূর্ব কথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথদাস ঠাকুরের নবম অধস্তনরূপে শ্রীপাদ শিরোমণি প্রভু ১৭৬৮ শকাব্দায় ২০শে পৌষ অমাবস্যায় আবির্ভূত হন এবং ১৮৫৩ শকাব্দার ২১শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় অপ্রকট হন। এই জীবাধমের অভীষ্টদেব বলিয়া ইঁহার বংশধারার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে। কাঠকাটা গ্রামটি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায়। এক্ষণে এই গ্রাম 'কাঠাদিয়া' বলিয়া কথিত। ১৪০৯ শকাব্দার বৈশাখমাসে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীতে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ আচার্য্য মহারাজ আদিশূর-কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্বেদী দক্ষ মহর্ষির ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাটা গ্রামে অবতীর্ণ হন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশমতে ঠাকুর জগন্নাথ সুচিত্রা সখীর যূথে দ্বিতীয়া সখী তিলকিনীর অবতার, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ছিলেন।

পূর্বকালে মহারাজ বল্লাল সেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনও পরে ঐ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—হলায়ুধ; তিনি রাজধানীর মধ্যেই কাঠকাটা গ্রামে বসতি নির্মাণ করত যাবজ্জীবন বাস করেন। হলায়ুধের পুত্র—চন্দ্রশেখর বাচস্পতি; তৎপুত্র রত্নাকর মিশ্র,

---

করিয়া ১৪১৫ শকাব্দে এই 'হরিচরিত'-নামক কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি মাত্রাবৃত্তে রচিত ও অন্ত্যমিলযুক্ত গ্রন্থে ১৩টি সর্গ ও ১৩০০ শ্লোক। কাহিনীতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। প্রথমশ্লোক—

সুরসমূহ-সমীহিত-সিদ্ধয়ে ধরণিধারণগোদ্বিজবৃদ্ধয়ে।
যদুকুলেঽবততার য এষ নঃ সততমস্তু মুদে মধুসূদনঃ॥

এই গ্রন্থ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মানুগত নহে, অথচ সমসাময়িক কাব্য বলিয়া পরিশিষ্টরূপে সূচিত হইল। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নেপাল হইতে এই গ্রন্থখানার প্রতিলিপি আনাইয়াছেন। [Vdie History of Skt. Litt. by M. krishnamachariar p. 297.]



কাষ্ঠকাটা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামিপাদের সেবিত

শ্রীশ্রীযশোমাধব

তাঁহার দুই পুত্র—সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ আচার্য্য। ঠাকুর জগন্নাথ অল্পবয়সেই মাতাপিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের আনুগত্যে লালিত পালিত হন এবং কিয়ৎকালমধ্যে ভক্তিমান্ ও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও ইনি তৎকালে স্বতঃস্ফূরিত শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ তত্ত্বোপদেশ ও হরিকথার প্রচারে পণ্ডিতগণেরও হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও কিন্তু তাঁহার চিত্তকাননের একদেশ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিরহদাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত করিতেছিল। সুতরাং তিনি দেহদৈহিক নিত্য কর্মাদি ভুলিয়া 'হা নাথ! হা রমণ! হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেন। একদা ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া শ্রীজগন্নাথকে বলিলেন—'ওহে জগন্নাথ! তুমি আমার তিলকিনী সখীর অবতার, আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, এক্ষণে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি, সন্ন্যাসলীলা অঙ্গীকার করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে যাইতেছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া তথায় আমার পরিকরগণের সহিত মিলিত হও।' প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি মাত্রই ঠাকুর জগন্নাথ—"ওহে প্রভো! দাঁড়াও, দাঁড়াও হে রমণ! হা প্রাণ কৃষ্ণ!!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে করিতে শান্তিপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কথিত আছে—ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরহে তদীয় পিতৃব্য প্রকাশানন্দও দুই একদিনের ব্যবধানে শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শ্রীজগন্নাথ শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর অনুমত্যনুসারে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির নিকট দীক্ষিত হন এবং তদীয় পিতৃব্য প্রকাশানন্দও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্র কামবীজে দীক্ষিত হন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে প্রকাশানন্দ কামবীজের 'ল'কারের পরিবর্ত্তে রকার শুনিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেও শ্রীশ্যামসুন্দরের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্যামাসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমূল ঘটনা জানিয়া বলিলেন "তুমি এখনও শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধ হও নাই—বাজেই দেশে গিয়া এই মন্ত্রেই মহামায়ার আরাধনা করিতে থাক, তাহাতেই তোমার অভীষ্টপূর্ত্তি হইবে।' কিয়দ্দিন পরে শ্রীপ্রভুর আদেশানুসারে ঠাকুর জগন্নাথ পিতৃব্যসহ কাষ্ঠকাটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন যে তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে সেবিত শ্রীবাসুদেব শালগ্রাম অন্তর্হিত হইয়াছেন। উভয়েই বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া সেই কাষ্ঠকাটায় ঘাসীপুকুরের সমীপে হত্যা (ধন্না) দিলেন। ঠাকুর জগন্নাথ আদেশ পাইলেন "ঘাসীপুকুরে ডুবিয়া যাহা পাইবে, তাঁহারই সেবা কর।" এই আদেশে ঠাকুর জলমগ্ন হইয়া **'শ্রীশ্রীযশোমাধব'**-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। এই শ্রীবিগ্রহ অতি মনোরম—দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, মধ্যে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। প্রকাশানন্দের প্রতিও আদেশ হয় যে তখন হইতে পাঁচ পুরুষের পরে আবার বাসুদেব তাঁহার বংশধরের সেবা অঙ্গীকার করিবেন। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ বাসুদেব স্থানীয় মুসলমান-গৃহে শিলাপুত্রের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া অক্ষয় অব্যয় দেহে বিরাজমান থাকিয়া পাঁচ পুরুষ পরে আবার স্বপ্নাদেশ দিয়া আসিয়াছেন—এখনও ইনি আড়িয়াল গ্রামে ৺প্রকাশানন্দেরই বংশধরগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীযশোমাধবও কাঠাদিয়া (কাষ্ঠকাটা) হইতে স্বপ্নাদেশ দিয়া নিকটবর্ত্তী আড়িয়াল গ্রামে নবাব সরকার হইতে এক জায়গীর তালুক পাইয়া বাস করিতেছেন। এই ঠাকুর জগন্নাথের বংশধর গোস্বামিবৃন্দই এক্ষণে পালাক্রমে শ্রীযশোমাধবের দৈনন্দিন সেবা চালাইতেছেন এবং প্রকাশানন্দের বংশধরেরাও শান্তিপুরের চাকফেরা গোস্বামিদের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্যাবধি বাসুদেবের সেবা করিতেছেন। ঠাকুর জগন্নাথের সন্তানগণ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া এক্ষণে আড়িয়াল, কামারখাড়া ও পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীদক্ষ হইতে বংশধারা যথা—

(১) শ্রীদক্ষ—(২) শ্রীজটাধর (ইনি 'পুষল' গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়া পুষলীগ্রামী হন)—(৩) শ্রীমাধব ও জটাধর [জটাধর কৃত অভিধান প্রসিদ্ধ]—(৪) শ্রীযাদব—(৫) শ্রীবিষ্ণু—(৬) শ্রীপুরুষোত্তম—(৭) শ্রীপশুপতি—[যজুর্ব্বেদীয় কর্মকাণ্ডবহুল গ্রন্থ-প্রণেতা]—(৮) শ্রীমহাদেব—(৯) শ্রীহলায়ুধ—[ইনি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা এবং বিমাতৃ-গমনের উদ্যমে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন] রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু—(১০) চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—(১১) রত্নাকর মিশ্র—(১২) সর্বানন্দ—(১৩) শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথের শাখার গুরুপ্রণালিকা (আংশিক)

(১) শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ, (২) শ্রীরাম নরসিংহ, (৩) শ্রীরামগোপাল, (৪) শ্রীরামচন্দ্র (৫) শ্রীসনাতন, (৬) শ্রীমুক্তারাম, (৭) শ্রীগোপীনাথ, (৮) শ্রীগোলোকচন্দ্র, (৯) ১০৮ **শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী** * (১০) শ্রীগোপালরাজ, শ্রীরাখালরাজ, শ্রীগোষ্ঠজীবন, শ্রীযদুজীবন ও শ্রীরসরাজ।

[শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভুপাদের জীবনী-সম্বন্ধে অনেকেরই জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাঁহার নিষেধহেতু আমি ধারাবাহিক জীবনী লিখিতে পারিলাম না ; তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ-বিগলিত যে সব কাহিনীসুধা পান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখনই বিস্মৃত হইয়াছি—তাঁহার ভাগবত-জীবনের যৎকিঞ্চিৎমাত্র দিগ্‌দর্শন-ন্যায়ে এস্থলে সংক্ষেপে সূচিত হইল ; যদি কোনও ভাগ্যবান্ এতদ্দৃষ্টে তাঁহার পরমপূত চরিতকথা গ্রন্থন করেন, তবে আমার চিরাভিলষিত বস্তু সিদ্ধ হয়।]

১৭৬৮ শকাব্দায় ২০শে পৌষ অমাবস্যাতিথিতে প্রকট—মহা দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত—পুরাপাড়ায় শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ-কাব্যাদির অধ্যয়ন ও অশেষ কৃতিত্বের সহিত 'শিরোমণি' উপাধিলাভ—পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃদেবের অন্তর্ধানে 'শ্রীগৌরতত্ত্ব'-জিজ্ঞাসায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণসেবাইত স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীসখালাল গোপীলাল গোস্বামিদের নিকট গমন—শ্রীবৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে সান্ধ্যকালে গৌরবর্ণা নীলাম্বর-পরিধানা বালিকার দর্শনে শ্রীশ্রীমতীর স্ফূর্ত্তিতে মূর্চ্ছা—উক্ত গোস্বামিদের প্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয়ের নিকট গমন—শ্রীগৌরশিরোমণি-কর্ত্তৃক পঞ্চদশ দিন যাবৎ আচার্য্য-সন্তান-বুদ্ধিতে সসম্ভ্রম দণ্ডবৎ আলাপ—শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব না বুঝিয়া প্রাণের পিপাসার অপূর্ত্তিতে ষোড়শ দিবসে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সনির্বেদ উক্তি, দণ্ডবৎ করিবার জন্য স্বচরণ-প্রসারণ ও প্রার্থনা—"গুরুবুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তোমার নিকট আসি, কিন্তু আচার্য্য-সন্তান বুদ্ধিতে তুমি দণ্ডবৎ ভক্তি কর—আচ্ছা যদি তোমার তৃপ্তি হয়, এই চরণে যত পার দণ্ডবৎ কর—আমি না হয় নরকগামী হইব—তবু শ্রীশ্রীগৌর-কথা শুনাও"—এই প্রৌঢ়োক্তিশ্রবণে শিরোমণি মহাশয়ের অদ্ভুত প্রেমাবেশে শ্রীপ্রভুকে আলিঙ্গনদান, উভয়ের অশ্রুস্নাত-মূর্ত্তি—তদবধি শ্রীশ্রীগৌরলীলায় শ্রীপ্রভুর মনোনিবেশ এবং অভূতপূর্ব স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি। বহুদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয় ও শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিপ্রমুখ বৈষ্ণব মহামনস্বিদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীসিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সমীপে আগমন—শ্রীশ্রীসিদ্ধ বাবার চরণে প্রণত হইলে পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বাবা তাঁহার জীবনের আনুপূর্বিক সকল ঘটনা এবং শ্রীবৃন্দাবন গমনের কারণ ইত্যাদি বলিয়া 'শ্রীগৌরতত্ত্ব' হৃদয়ে গোপন রাখিবার জন্য বাহিক উপদেশ করেন—'রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া'—শ্রীপ্রভু প্রৌঢ়ির সহিত সিদ্ধবাবাকে বলিলেন—'আমি শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রচার করিতেই আসিয়াছি—তাহাই করিব'; বালকের মুখে এতবড় কথা শুনিয়া সিদ্ধবাবা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত ধরিয়া আশীর্বাদ করেন এবং বলেন—'তুমিই পারিবে।' তৎপরদিন দ্বাদশীতে মহাপ্রভুর ভোগরাগের জন্য সিদ্ধবাবার আশ্রমে আয়োজন—বেলা দশটার সময় পংক্তিভোজনে বসিয়া 'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই শ্রীসিদ্ধবাবার বেলা চারটা পর্য্যন্ত আবেশ ইত্যাদি। গৃহে আসিয়া অধ্যাপনারম্ভ ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতাদান—বহু প্রতিপক্ষের নিকট অযথা অপমান লাভ—স্মার্ত্ত-প্রধান বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে বৈষ্ণব সদাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস, তিরস্কার, সামাজিক গ্লানি প্রভৃতি অর্জন—দারিদ্র্যের ঘোরতর পীড়নেও স্বধর্মনিষ্ঠা হইতে অবিচ্যুতি—কাব্য-রচনা—কবিওয়ালাদের জন্য গান-রচনা, (দধিমঙ্গল) যাত্রাপালা রচনা ইত্যাদি—দেশে বিদেশে সুনাম-অর্জন—ফরিদপুর-নিবাসী জনৈক কুষ্ঠরোগী রজকের স্ববন্ধুবান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যাগে মনের দুঃখে নীলাচলযাত্রা—পথে স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভুর গৃহে কাঙ্গালের ন্যায় অবস্থান পূর্বক প্রভুর উচ্ছিষ্টভোজনে রোগমুক্তি ও তৎপরে নীলাচলে গঙ্গামাতার মঠে সেবাপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

* জীবাধম সঙ্কলয়িতার শ্রীশ্রীগুরুদেব।

ফরিদপুর জিলায় ছয়গাঁওনিবাসী এবং নোয়াখালীর প্রবাসী উচ্চশিক্ষিত (B. A.) জ্ঞান মুখার্জির শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াই মদ-বেশ্যাদির আসক্তিজনিত দুর্দান্ত স্বভাবের অপূর্ব পরিবর্ত্তন। ১২৯৪ সনে আনন্দ কবিরাজ, ভগবান্ দাস বাবাজি, জ্ঞান মুখার্জি, দ্বিতীয়া পত্নী, এক পুত্র (?) ও জনৈক শিষ্যসহ নীলাচলে যাত্রা—কীর্ত্তনানন্দে শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান দিয়া পদব্রজে গমন—ক্রমশঃ লোক-সমাবেশ, পথে শিষ্যটির জ্বর, মহানদী পার হওয়ার কালে শ্রীপ্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যকে স্কন্ধে বহন—নীলাচলে প্রবেশ—সন্ধ্যার পরে আনন্দবাজারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ক্রয়কালে আবৃতদেহ দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ। পূর্বসিদ্ধ স্ব-গুরুগণের স্ব স্ব সেবাদ্রব্যসহ শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথের সম্মিলনে যাত্রার স্বপ্নদর্শন অথচ তাঁহাদের পশ্চাতে নিজ সিদ্ধদেহেরও অদর্শনে নীলাচলে অবস্থানকালে অভিমানবশতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অপ্রবেশ। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—১৩১২ সালে (৪২০ গৌরাব্দে) শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তাৎকালীন পূর্বদিকস্থ মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরতত্ত্বসূচক গ্রন্থাদির তালিকা জানিবার জন্য 'ধন্না'—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-কর্ত্তৃক বহু বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ ও গ্রন্থ-প্রণয়নে আদেশদান—গ্রন্থনির্মাণের উপাদান-সংগ্রহ ও নির্ভীকভাবে অনর্গল শ্রীগৌরমন্ত্রপ্রচার। ১৩১৫ সালে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌড়েশ্বর সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের তৃতীয়-দিবসে ইনি সভাপতি হইয়া শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দান করেন, তাহা প্রবন্ধাকারে বৃন্দাবন হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩২১ সালে বৈশাখ মাসে তদীয় মাতৃদেবীর অপ্রকটলীলায় প্রবেশ—প্রাপ্তির পূর্বদিন রাত্রিযোগে নিকটে উপবিষ্টা সেবাপরায়ণা পুত্রবধূ (শ্রীপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী) দেখিলেন দুইজন ব্রজবাসী বাহির হইতে ঘরের মধ্যে শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইয়া কি যেন দেখিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালরাজ তাঁহার ইঙ্গিতে সমস্ত বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরদিন শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের মাতৃদেবীর নিকট শ্রীপ্রভুর জননী রহস্যটি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে (শ্রীপ্রভুর মাতৃদেবীকে) নেওয়ার জন্য গতরাত্রে একটি ভগ্ননৌকা আসিয়াছিল, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই দিন তাঁহার জন্য রথ আসিবে। 'কোথায় যাইবেন, বৃন্দাবন ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রৌঢ়ির সহিত বলিলেন—'আমি বৃন্দাবন যাইব কেন ? আমি যাইব শ্রীক্ষেত্রধাম।' আশ্চর্য্যের বিষয় ঐদিনই রাত্রি চারিটায় তিনি অভিলষিত ধামে গমন করিলেন। ১৩২১ সালে পৌষমাসে দ্বাদশীতিথিতে দ্বিতীয়া পত্নীর অন্তর্ধান এবং তৎসমকালেই বিক্রমপুর পরগণায় রাজাবাড়ী নিবাসী, তৎকালে শ্রীবৃন্দাবন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ভবানন্দ কুণ্ডের সম্মুখে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে গোপীবেশে দর্শনদান। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ঢাকার (?) হরিমতি-নামিকা মুখরা বেশ্যার উদ্ধার—বৈষ্ণব-সদাচার বা বৈষ্ণবপন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও হরিমতির শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীবৃন্দারাণীর পরিক্রমাকালে 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি সঙ্কীর্ত্তনের আবেশে স্বচ্ছন্দে দেহত্যাগ—বাখরগঞ্জ ঝালকাটিনিবাসী বেশ্যার উদ্ধার*। শ্রীহট্টে ইটাপরগণার গয়সর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু-পরিবার শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত কর্ত্তৃক তৎপার্শ্ব গ্রামে জনৈক শিষ্যগৃহে শ্রীশ্রীশিরোমণি প্রভুর অবস্থান, তাঁহার আকৃতি, বেশবিন্যাসাদির সহিত স্বপ্নে দর্শন ও শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রের প্রাপ্তি এবং তৎপরে যথারীতি দীক্ষাদি। আসাম-বেঙ্গল রেইলওয়ে বহুস্থলে ষ্টেসনমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধামাধব ঘোষ-কর্ত্তৃক খোয়াই ষ্টেসনে অবস্থানকালে স্বপ্নে শ্রীপ্রভুর মুখে শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র-শ্রবণ ও তৎপরে দীক্ষালাভ। কলিকাতা বদরী নারায়ণটেম্পল ষ্ট্রীটে কুণ্ড-উপাধিধারী জনৈক ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীপ্রভুর অবস্থানের সময় নোয়াখালীজিলার অধিবাসী, তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ক্লাসের ছাত্র ও সারকুলার রোডে কোনও বোর্ডিংএ অবস্থানকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্য্য-কর্ত্তৃক ১০৪।৫ ডিগ্রী জ্বরের অসহ্য যন্ত্রণায় মরণোন্মুখী অবস্থায় স্বপ্নে শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনলাভ, শ্রীপ্রভুকর্ত্তৃক সাদরাহ্বান-শ্রবণ, শ্রীগৌরমন্ত্রলাভ ও স্বপ্নভঙ্গের পরেই উঠিয়া যথানির্দিষ্ট স্থানে যথাদৃষ্ট অবস্থায়, বেশে ও ভূষায় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের দর্শন ও দীক্ষালাভ। স্বগৃহে 'শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-প্রতিষ্ঠাদি। কাশীমবাজারাধিপতি বদান্যবর শ্রীযুক্ত রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-কর্ত্তৃক উদ্বোধিত কুমিল্লা হরিসভায় নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া শ্রীপ্রভুর তত্র গমন এবং বিনাপরিচয়ে তত্রত্য মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষ্ণুপুরের বাসায় গমন—উভয়ের প্রেমালাপ, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সপরিবারে শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণাদি। ১৯২৬ ইং সালে কলিকাতা বেলগাছিয়া হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসাকালে

* ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত তরনীকান্ত দাস-কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকায় ও তৎপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাত্রিবেলা শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শনলাভ এবং তাঁহাদের শ্রীচরণে স্বগণের সমর্পণাদি। **১৯২৯-৩১ ইং সালে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসন্দর্ভ ও শ্রীশ্রীগদাধর সন্দর্ভ এবং বৈষ্ণবব্রতদিন-নির্ণয়াদি গ্রন্থ-প্রকাশন।** ১৮৫৩ শকাব্দায় (১৩৩৮ সাল) ২১শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যা তিথিতে **'গদাধরের প্রাণগৌর'** নাম বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-চরণে বিশ্রামলাভ।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অমায়িক সহজ সরল ব্যবহার, যথালাভে সন্তুষ্ট, অমানীমানদ, রন্ধনে সুনিপুণ শাস্ত্র-বিচারে বিচক্ষণ, নারীজনোচিত সলজ্জ মৃদু চরিত্র, আহারে বিহারে সুসংযত, কষ্টসহিষ্ণু, বাৎসল্যঘনমূর্ত্তি, "গৌর বলিতে ঠৌরহারা" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (খণ্ডিত)

(৪০) **'কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসনম্'** নামক শ্রীপাদ-রচিত গ্রন্থের মুখবন্ধে কাব্যাস্বাদে মোক্ষপ্রাপ্তির উদাহরণ—

(৪) যৎপাদং মুনিভিঃ কঠোরতপসা লব্ধং ন দেবৈরপি তৎপাদং রসিকো রসেন রসবৎ কাব্যং বিরচ্যাপ্তবান্।
কিং ক্রমঃ সুকবেঃ সুখাৎ শুভতমং ভাগ্যং ভবে ভাব্যতাং তস্মাৎ সর্বজনো মুদা সুকবিতাস্বাদঃ সদা স্বাদ্যতাম্॥

অন্তিমে (৫)—শ্রুত্বৈতাং কবিতাং রসৈর্বিরহিতাং সংবর্দ্ধিতাং ভূষণৈ বিদ্যাহীনজনস্য মে নবকৃতাং হাস্যো ভবেন্নিশ্চিতম্।
তস্মাদ্ধাস্যরসো ধ্রুবং বিলসিত শুস্যাং জুগুপ্সা যদি বীভৎসঃ স রসো বিভাতি সুতরাং কাব্যত্বমত্রাগতম্॥

(৪১) **শৃঙ্গারহারাবলী**—শ্রীপাদ-প্রণীত এই গ্রন্থের প্রথমসর্গ মাত্র হস্তগত হইয়াছে।

প্রারম্ভশ্লোক—অজ্ঞানান্ধতমে কুচিত্তগহনে সন্নেবমাতিষ্ঠে মে যস্মাত্ত্বং বিপিনপ্রিয়ো মুহুরিতো রাধাধরং চুম্বয়ন্।
সব্যাঙ্ঘ্রেরুপরি প্রদায় চরণং বঙ্কেন ভুব্যঙ্গুলং রাধাংসে চ ভুজং নিধায় সরসো দণ্ডায়মানো হরিঃ॥

সপ্তম শ্লোক—কৃতান্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমত স্ততো দ্বিত্রির্মাসৈর্মনুজ ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম্।
ততোঽসৌ মৎপ্রেয়ানহমপি তদীয়া সহচরী ততো যাতে বর্ষে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলং॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭-১৫০০) ৩। নাটক শাখা

শ্রীল রামানন্দ রায়

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক' নামে নাটকগীতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার আদেশে শ্রীল রামানন্দ রায়কর্ত্তৃক আনুমানিক ১৪২৬ হইতে ১৪৩২ শাকের মধ্যে রচিত। পুরীতে প্রচলিত মাদলা পঞ্জী অনুসারে ১৪২৬ হইতে ১৪৫৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্র রাজত্ব করিয়াছেন, ১৪৩২ শকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে বিজয় করিলে শ্রীরামানন্দের সহিত প্রথম মিলন হইতে পারে। নাটকের প্রথমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা নাই বলিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে ইহা তৎপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথ দিনযামিনী যে নাটক-গীতির রসমাধুর্য্য-আস্বাদনে বিভোর থাকিতেন, তাহা যে শ্রীবৃন্দাবন-রসমাধুর্য্যের নির্ঝর, তাহা কি বলিতে হইবে ?

এই নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত—প্রথম অঙ্কে পূর্ব্বরাগ, দ্বিতীয়ে ভাব-পরীক্ষা, তৃতীয়ে ভাব-প্রকাশ, চতুর্থে শ্রীরাধাভিসার এবং পঞ্চমে শ্রীরাধাসঙ্গম বর্ণিত হইয়াছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-লীলা স্ফুটতররূপে দেখান হইয়াছে। গদ্যে, পদ্যে, প্রাকৃত-ভাষায় ও গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গানগুলি (২১) সরস ও সুললিত, শ্রীজয়দেবের অনুকরণে রচিত। ইহাতে ২০টি বিভিন্ন রাগ (আভীর কর্ণাট প্রভৃতি) সূচিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ নান্দীশ্লোকে আনন্দলীলারস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যভঙ্গিমাধুর্য্য বর্ণিত। তৎপরে 'মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত-চিকুরপরিগত-কলাপ' শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমুখকান্তি— অনন্তর অপ্রাকৃত কাব্যের নিত্য নিকেতন, চির-সরস, চির নবীন, চির-মধুর—স্বীয়সৌন্দর্য্য-গৌরবে চিরগৌরবাস্পদ শ্রীবৃন্দাবিপিনের অতুলনীয় শোভাসমৃদ্ধির বর্ণনা হইয়াছে। 'যুবতীমনোহরবেশ' মুররিপুর রূপবর্ণনাটি অতিস্বাভাবিক, শব্দ-সম্পদে ও ভাববৈভবে মনোমদ। কুসুমহাস্য, চন্দ্রমাচন্দ্রিকা, মলয়জ-পবন, কোকিল-কূজন, শ্যামল-কানন, আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্যামলসুন্দর আর আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিত আহ্লাদিনী শক্তিগণের আনন্দলীলা —ইহাই এই নাটকের কবিতা-সম্পদ্। শ্রীবৃন্দাবনের মৃদুল-পবনাহত চঞ্চল পল্লবের নৃত্য কিরূপে ব্রজরাখালগণের হৃদয় ও অঙ্গ নাচাইয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করে—প্রেমিক কবি সুদূর গোদাবরীতটের নিভৃত আবাসে থাকিয়াও তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার মদনিকা-সখীকে তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি পরিচয় দিলেন যে ইনি 'যুবতিচিত্ত-বিহঙ্গশাখী' এবং ইঁহার দর্শনে সুন্দরীদের নীবী-বন্ধন সদ্যই শিথিল হইয়া যায়।

দ্বিতীয়াঙ্কে—শ্রীমতীর নিসৃষ্টার্থা দূতী শশিমুখী অনঙ্গপত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলে তিনি অবহিত্থাপূর্ব্বক 'কুলবধূদের পরপুরুষে প্রসক্তি অতিগর্হিত, শ্রীমতীর মদনাতুর নিদারুণ অবস্থা ভাল নয়,' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছেন।

তৃতীয়াঙ্কে—মাধবীকুঞ্জে বিষণ্ণভাবে শ্রীরাধা উপবিষ্টা, প্রত্যাখ্যান-সূচক অশুভ সংবাদে তাঁহার মুখটি ম্লান হইয়াছে, মদনিকা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। এমন সময় অশোকমঞ্জরী দূর হইতে তাঁহাদিগকে রহস্যালাপ করিতে দেখিয়া অন্যত্র চলিলেন। শ্রীরাধার আক্ষেপ—'সামবেদের ন্যায় মনোহর বংশীনাদ-শ্রবণে, ত্রিলোকসুন্দর মদনমনোহর লাবণ্যসার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে এবং যুগপদুদিত সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ শোভানিধান ভুবনমোহন রূপ-ধ্যানে শ্রীরাধার মন সততই তাঁহাকে তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে !!' শশিমুখী বলিলেন—"সখি হে! অস্থানে অনুরাগ করিও না, তোমার পক্ষে কৃষ্ণধ্যানটি যে 'উৎকলিকা-কুসুম-বিগলিত-মধুমিশ্রিত বিষ,' সুতরাং অন্যত্র মনোনিবেশই শ্রেয়ঃ। অশ্রুনির্ঝর-প্রবাহ ছুটাইয়া শ্রীমতী মদনিকাকে বলিলেন—(শ্রীলোচনঠাকুরের ভাষায়)

সখি হে! কি কহব সে সব দুখ।

আমার অন্তর হয় জরজর, বিদরিয়া যায় বুক ॥
প্রেমের বেদন না জানে কখন নিদয় নিঠুর হরি।
কুলিশ-সমান তাহার পরাণ বধিতে অবলা নারী ॥
প্রেম দুরাচার না করে বিচার স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশি দিশি পড়ে মনে ॥
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী কানুর পিরীতি কাল।
তাহাতে মদন হইয়া দারুণ হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥
আনের বেদন আনে নাহি জানে শুনলো পরাণসখি!
মোর মনোদুখ তুমি নাহি দেখ আনজনে কাঁহা লখি ॥
কি দোষ তোমার পরাণ আমার সেহ মোর বশ নয়।
কানু-বিরহেতে বলিলে যাইতে তথাপি প্রাণ না যায় ॥
নারীর যৌবন দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল।
বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করমফল ॥ (৩/৯)

মদনিকা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'মাধবের নিকট মাধবীকে তোমার চিত্রফলক লইয়া পাঠাইয়াছি।' মাধবী আসিয়া চিত্রফলক দেখাইলেন—চিত্রফলকে একটি শ্লোক লিখিত আছে—তাহার ভাব মদনিকা ব্যক্ত করিলেন—'তোমার ভাব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে অনুরক্ত।' শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমিলনের জন্য অধীরা হইয়া আকুল প্রাণে গাহিলেন—**'মঞ্জুতরগুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং'**। মদনিকা শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাময়ী গীতিকা-শ্রবণে ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণসবিধে গমন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে 'এই বকুলবৃক্ষতলেই আমাকে দেখিবে।

চতুর্থাঙ্কে—শ্রীরাধাপ্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রবল উৎকণ্ঠা, মদনিকামুখে শ্রীরাধার উৎকট বিরহবিধুর অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবপরীক্ষার যথেষ্ট নিদর্শন পাইলেন এবং শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করাইবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধিকা অভিসার করত সঙ্কেতকুঞ্জে আসিলেও মদনিকার অনুপস্থিতিতে নানাবিধ আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময় মদনিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিকার বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে কুঞ্জে প্রেরণ করিলেন। এদিকে আবার শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে হইতে ঘোরতর নৈরাশ্য ও আশঙ্কা হইতেছে, এমন সময় নূপুরধ্বনি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ চমকিত হইয়া দেখেন যে সম্মুখে শ্রীরাধাচন্দ্রিকার উদয় হইয়াছে—

রাধা মাধব-বিহারা। হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লঘু তরলিতহারা ॥ শঙ্কিতলজ্জিত-রসভরচঞ্চল-মধুরদৃগন্তলবেন। মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন ॥ ইত্যাদি। শ্রীরাধার প্রবেশমাত্রই বিদূষক ও মদনিকার প্রস্থান হইল।

পঞ্চমাঙ্কে—শ্রীরাধামাধবের সম্ভোগকেলি ও তৎপরে অরিষ্টাসুরবধের বিষয় বর্ণিত হইয়া নাটক সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে মঙ্গলাচরণ হইতে ফলসিদ্ধি প্রভৃতি পর্য্যন্ত সর্বসাধুসম্মত প্রণালী ও প্রক্রিয়া দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলনের পূর্বেই ইহা রচিত হইলেও কিন্তু উহার ভাবরস যে মহাপ্রভুর সম্মত—এ বিষয়ে সন্দেহলেশও নাই। এই নাটকে শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, ভয়ানক ও রৌদ্ররসের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। কবিবর শ্রীরাধাগোবিন্দের সঙ্গমে অতিনিপুণতার সহিত অদ্ভুতরসেরও অবতারণা করিয়াছেন—

রাধামাধব-কেলিভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি।
মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।
বিষমশরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিত-চিরন্তন-খেদম্ ॥

দুইতনু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল—ইহা হইতে অদ্ভুত আর কি আছে বা হইতে পারে?' 'নারী

পুরুখ কোই লখই না পারয়ে, ঐছে পরিরম্ভণকি ভাতি,'—পদকর্ত্তার এই উক্তিও এস্থলেই প্রমাণীকৃত হইল। এই মিলন বাস্তবিকই অতি অদ্ভুত, মহাপ্রেমের ব্যাপার, মরজগতে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নাটকে শশিমুখী ও মদনিকার চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) এই নাটকে মদনিকা নামে অভিহিতা ; সুতরাং সর্বত্র তাঁহার কর্তৃত্ব ও কার্য্যকুশলতা সুস্পষ্ট। উভয়ের অনুরাগের বিকসনে ও বিবর্দ্ধনে মদনিকাই পরমসহায়। মিলনবাধক অন্তরায় সকল নিরসনপূর্বক সঙ্গমসুখসাধনব্যাপার সম্পন্ন করিয়াই মদনিকার মহা আনন্দ। মদনিকা, বিদূষক ও শশিমুখীর চরিত্র-চিত্রণ এই নাটকে 'প্রকরী' স্থানাভিষিক্ত হইয়াছে। এই নাটকে ললিতা সখীর অভাব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়। শশিমুখী শ্রীরাধাসখী হইলেও কিন্তু মৃদুস্বভাবা পরিচারিকার ন্যায়। এই নিসৃষ্টার্থা দূতীর চরিত্রে বাগ্‌বিন্যাস-চাতুর্য্য না থাকিলেও কিন্তু ইনি সত্যংবদ এবং মিষ্টভাষিণী। শশিমুখীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বকীয় কার্য্যভারগ্রহণের উপযোগিতা ও কার্য্যসম্পাদনের কৃতিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মদনিকার অত্যুত্তম ধারণা ছিল। মদনমঞ্জরী প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদনে নাটকীয় রস-পোষণের সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। বিদূষক সর্বত্রই সরস, সজীব ও হাস্যরসের প্রফুল্লতাময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমান। নাটকীয় চরিত্রাঙ্কণে ও নাটকরচনা-প্রণালীর বিশুদ্ধিরক্ষণে শ্রীরামানন্দের প্রগাঢ় নৈপুণ্যের পরিচয় এই নাটকে সর্বত্র দেখা যায়। চরিতামৃতোক্ত 'ভাবপ্রকটনলাস্য'-ব্যাপারটি অতিসূক্ষ্ম মনস্তত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাহার বিবরণ ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। জগন্নাথবল্লভ আকার-প্রকারে (পদসংখ্যা ২১) ক্ষুদ্র হইলেও ভাবে ও ভাষায় অতিসুন্দর ; গীতগুলি ক্ষুদ্র হইলেও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে ও রসে ভাবে ভক্তগণের পরম প্রীতিকর। এই নাটকের সর্বত্রই শৃঙ্গার রস, উপসংহারে অরিষ্টাসুরবধে বীররস ; বিদূষকের উক্তিতে হাস্যরস এবং অন্যান্য রসগুলি অঙ্গী রসেরই অনুগত বা অঙ্গ।

শ্রীজগন্নাথবল্লভের অন্যান্য অনুবাদ থাকিলেও কিন্তু শ্রীলোচন দাসের পদ্যানুবাদেই মূলের মর্ম যথাযথ অনূদিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে স্ফুটতরও হইয়াছে।

শ্রীনারায়ণ কবি স্বকৃত সঙ্গীতসারে **'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ'** নামক শ্রীরামানন্দরায় কৃত এক গ্রন্থ হইতে 'চিত্রপদ' উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার ভণিতা এই—"জয়তু রুদ্রগজেশ-মুদিতরামানন্দ-কবিরায়-কবিগীতম্।"

শ্রীপাদরূপগোস্বামিপ্রভু

(২) **বিদগ্ধমাধব নাটক** ঃ—**১৪৫৫** শকে এই নাটক-রচনা সমাপ্ত হয়। প্রাপ্তিকী ও কাদাচিৎকী লীলার সমাবেশে * একখানা নাটক করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও শ্রীসত্যভামাদেবী এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ দুইখানি নাটকই করিয়াছেন।

---

* **প্রাপ্তিকী** লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর ও পুর-পরিকর ভিন্ন ভিন্ন। পরিকরগণ ভিন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে যখন পুরে গমন করেন, তখন ব্রজবাসীদের যে বিরহ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন ভিন্ন সেই বিরহের অবসান না হওয়ায় রসের পুষ্টি হয় না। এই জন্যই ভাগবতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ না করিয়া সদাই ব্রজে ক্রীড়া করেন এবং প্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া পুরে গমন ও পুর হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করেন। ব্রজ হইতে পুরে গমন করিলে ব্রজে তিনমাস ব্যাপী বিরহ হয়। ঐ বিরহ-জনিত ক্লান্তির উদ্রেকে ব্রজবাসিদের চিত্ত যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদিদ্বারা নিজ সমাচার প্রেরণের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হন। তাঁহার **আবির্ভাব** হইলে ব্রজবাসিগণ তাঁহার পুরগমন-বৃত্তান্ত **স্বপ্ন** বলিয়া অনুভব করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমনানন্তর মাসদ্বয় প্রকট বিহার পূর্বক নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। তৎকালে অর্থাৎ যখন শ্রীবৃন্দাবন লীলা অপ্রকট হয়, তখন পুরলীলা প্রকট থাকে ; কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা না থাকায় ব্রজোপাসকের নিরতিশয় কষ্ট হয়। ঐ কষ্টের বারণার্থই শ্রীগোস্বামী **কদাচিৎকী** লীলাবলম্বনে নাটক রচনা করিতেছিলেন। কদাচিৎকী লীলায় ব্রজপরিকর ও পুরপরিকর একই, অতএব ঐ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে পুরে আগমন করিলেও ব্রজবাসিরা পুরেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া বিরহ-সন্তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে রসেরও যথেষ্ট পোষণ হয়। কিন্তু সত্যভামা দেবী ব্রজলীলার ব্রজেই এবং পুরলীলার পুরেই পরিসমাপ্তি করিতে আদেশ করিলেন। প্রাপ্তিকী লীলার অনুসরণ ভিন্ন ব্রজলীলার ব্রজে পরিসমাপ্তি হয় না।

প্রেমাতিশয্যনিবন্ধন ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, আর মথুরায় বাসুদেব পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। যদি বিরহাপনোদনের জন্য নিত্য বৃন্দাবনে অবস্থানই স্বীকার্য্য হয়, তাহাতেও লীলাশক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে বিরহ সম্ভাবিত হয়, কিন্তু যদি বলি এই ব্রজেন্দ্রনন্দনই কার্য্যবিশেষে বা লীলাবিশেষ-সাধনার্থ মথুরাদিতে গমন করিয়াছেন, তাহাতেই বা হানি কি? এ সম্বন্ধেও নৈষ্ঠিক ভক্তগণের বিচিত্র সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেমমাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ নিত্য বিদ্যমান। অন্যত্র এই আকার, এই বেশ ও এই ভাব অতীব অস্বাভাবিক। এক স্থানের বস্তুকে অন্যত্র রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাববিরোধ ও রসবিরোধ অনিবার্য্য। এই যুক্তিতেই শ্রীরূপের নাটক-বর্ণনার ঘটনা পরিবর্ত্তিত হইল। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর অপূর্ব ভাবাবেশ এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আনন্দোচ্ছ্বাসের পর হইতেই ইঁহার গ্রন্থের শ্লোকমাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিতে এবং রামানন্দসার্বভৌমাদি স্বগণকেও আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভুর যে তীব্র বাসনা হয় এবং তাহা কিরূপে ফলবতী হয়, সেই সব বৃত্তান্ত চরিতামৃত (অন্ত্য ১ম) হইতে জানা যায়।

এই নাটকে ধীরোদাত্ত ও লালিত্যগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নায়ক। শ্রীপাদ সাতটি অঙ্কে বিবিধ কল্পনা-কুশলতায় নাটকখানিকে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন। প্রথমাঙ্কে—বেণুনাদবিলাস, দ্বিতীয়ে মন্মথলেখ, তৃতীয়ে শ্রীরাধাসঙ্গম, চতুর্থে বেণুহরণ, পঞ্চমে শ্রীরাধা-প্রসাদন, ষষ্ঠে শরদ্‌বিহার এবং সপ্তমে গৌরীতীর্থবিহার বর্ণিত হইয়াছে। একেত শ্রীরূপের কবিত্ব-ম্যধুর্য্য, তাহাতে আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-ময় রসসিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গ, কাজেই বহুল অপূর্ব চিত্তচমক-প্রদ উপভোগ্য বস্তু এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমাঙ্কে—নাটকীয় লক্ষণানুসারে যথারীতি নান্দী, প্ররোচনাদি; নান্দীমুখী ও পৌর্ণমাসীর কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রগাঢ় অনুরাগসূচনা, শ্রীকৃষ্ণনামের অপূর্ব্ব মহিমা-উট্টঙ্কন (তুণ্ডে তাণ্ডবিনী), পদ্মপলাশ-লোচন পীতাম্বর বনমালী শ্যামসুন্দরের গোষ্ঠপ্রবেশ, নন্দযশোদার বাৎসল্যাদি-বর্ণনপূর্বক অপরূপ বৃন্দাবনশোভা-সমৃদ্ধি-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীবাদনে বৃন্দাবনীয় বস্তুনিচয়ের স্বভাবব্যত্যয়—(রুন্ধন্নম্বুভৃতঃ) জলধরের গতিরোধ, তুম্বুরুর চমৎকারিতা, সনকাদির সমাধিভঙ্গ, ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদন, বলিরাজের অস্থিরতা, নাগরাজের মস্তকঘূর্ণন এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভেদপূর্বক অপূর্ব মুরলীধ্বনি উত্থিত হইল। বৃন্দাবনে বাসন্তী সুষমা (ক্বচিদ্ ভৃঙ্গী-গীতং), পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-পরীক্ষা, 'রাধানাম'-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের ভাববিকার; এদিকে শ্রীরাধার সখীগণ সহ কাননে প্রবেশ, এমন সময় মুরলীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার অপূর্ব আনন্দবেদনা, বিশাখার হস্তে চিত্রপট দেখিয়া ঐ বেদনার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়াঙ্কে—নিদারুণ চিন্তা দেখিয়া বিশাখার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বলিতেছেন—'সেই মরকতরুচি-বিনিন্দি শিখিশিখণ্ডধারী নবীনযুবা' চিত্রপট হইতে বাহির হইয়া আমাকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিয়াছে। শ্রীরাধা স্বপ্ন কি জাগরণ, দিবা কি রাত্রি—সেই বোধও এক্ষণে হারাইয়া বলিতেছেন—'কদম্বতরুমূলে সেই কামুকচূড়ামণি আসিয়া নিষেধ-সত্ত্বেও আমার হস্তধারণ করিয়াছে—তাহার স্পর্শে আমার মহা বিক্লবতা আসিয়াছে !! সখি! আমার এক্ষণে মূর্চ্ছাই দুঃখমোচন করুক, আমার এই ব্যাধি-মোচনের জন্য তোমরা কোনও চেষ্টা করিও না—এক্ষণে মরণই মঙ্গল।' তৎপরে বলিতেছেন—"লজ্জার কথা। আমার তিন পুরুষে রতি হইয়াছে !! (একস্য শ্রুতিমেব) 'কৃষ্ণ' এই নামধারীতে, বংশীবাদকে এবং চিত্রপটে অঙ্কিত পুরুষে এককালে রতি, কি সর্বনাশ !!!" 'এই তিন পুরুষই এক শ্রীকৃষ্ণই' এই কথা শ্রবণেই শ্রীমতীর সুস্থতালাভ। নান্দীমুখী আসিয়া শ্রীরাধার আন্তর ভাব দেখিয়া পৌর্ণমাসীকে নিবেদন করিতে প্রস্থান করিলেন; অনন্তর পৌর্ণমাসী ও মুখরার কথোপকথনে **শ্রীরাধার পূর্বরাগ**-জনিত হৃদয়ের ভাব ও দৈহিক চেষ্টা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীরাধার চিত্তভূমিতে কোনও এক নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে; ইহাই নবানুরাগ-বীরের অতি দুর্গম কোনও গভীর বিক্রম-বৈচিত্র্য।

অতএব প্রায়িকী লীলার অনুসারে ব্রজলীলাময় নাটক ও কাদাচিৎকী লীলার অনুসরণে পুরলীলাময় নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। [শ্রীগৌরসুন্দর—৪৬১ পৃষ্ঠা]

এই প্রগাঢ় অনুরাগ-বিবর্ত্ত সত্যসত্যই বুদ্ধির অগোচর, কেননা (পীড়াভির্নবকালকূট) নন্দনন্দন-নিষ্ঠ প্রেমের এমনই স্বভাব যে উহা একাধারে বক্র ও মধুর !! পৌর্ণমাসীকর্তৃক শ্রীরাধার উৎকট ভাবদর্শনে 'অনঙ্গলেখ' প্রস্তুত করিতে নির্দেশদান। ইহার পরে **শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ**—ললিতাকর্তৃক শ্রীরাধারচিত কর্ণিকাকুসুমকোরকপত্র-সমর্পণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ করত প্রতিকূলে উদাসীনতা অবলম্বন করিলে ললিতা ক্রোধে ও দুঃখে শ্রীরাধাসমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে নিরাশ করিয়া স্বদুর্ব্বুদ্ধিতা-বোধে পশ্চাত্তাপ করিতেছেন—(শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং) তৎপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও নিদারুণ খেদ—বিশাখার বিবিধ সান্ত্বনাদানেও শ্রীমতী বলিলেন (যস্তোৎসঙ্গসুখাশয়া) 'যাহার সঙ্গ-প্রাপ্তিকামনায় ধর্মনাশ করিয়াও গুরুজন-লজ্জা প্রভৃতি সব ত্যাগ করিয়াছি, সেই যখন নিরাশ করিল, তখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ' এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পৃষ্ট বিলেপন, মাল্যাদি ও নাম দ্বারা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। অতঃপর শ্রীরাধা কালীদহে প্রবেশ পূর্বক প্রাণত্যাগ করাই স্থির করত বিশাখাকে লইয়া দ্বাদশাদিত্য তীর্থের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গলসহ ভানুতীর্থে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহার প্রাণসর্বস্বা শ্রীমতী সখীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, (গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো) শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—'যাহার জন্য আমরা গৃহখেলাদি ত্যাগ করিয়া কুপথচারিণী হইয়াছি, অহো ! তাহার কি এক্ষণে উদাসীন হওয়াই উচিত ?' বিশাখাকে বলিলেন—(অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি) "সখি ! কৃষ্ণ অকরুণ থাকুন ; তাহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। পরন্তু আমার এই অন্তিম অনুরোধটি রক্ষা করিও—আমি মরিলে আমার মৃতদেহটি বৃন্দাবনের তমালতরুতে বাঁধিয়া রাখিও।" শ্রীরাধার এই অন্তিম দশার ব্যাপারটি সকলেরই হৃদ্‌বিদারক !!! মরণ নিশ্চয় করিয়া শ্রীমতী বিশাখাকে পুষ্পচয়নচ্ছলে পাঠাইয়া ভাবিতেছেন–'মরিব ত নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্বে আর একবার সেই ত্রৈলোক্যমোহন মুখখানি দেখিয়া তবে মরিব।' এই ভাবিয়া বিশাখাকে বলিলেন—'সখি ! সেই চিত্রপটখানি আবার ভাল করিয়া দেখাও ত !' চিত্রপট সেখানে নাই শুনিয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করিতে বসিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিশাখা বলিলেন 'সখি ! একবার দেখ দেখি—এই যে তোমার ধ্যান-ফল সাক্ষাতেই।' শ্রীমতী নয়ন উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে জাগ্রৎস্বপ্নের অন্তরালেই অবস্থান করিলেন। শ্রীরূপ অতি নিপুণতার সহিত শ্রীরাধাকে আসন্ন মরণ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু প্রেমলীলার দুর্দৈবস্বরূপা জরতী জটিলা আসিয়া অন্তরায় ঘটাইলেন। অমাপ্রতিপদী চাঁদের রেখা উদয়মাত্রেই আঁধারে ডুবিয়া গেল !!

তৃতীয়াঙ্কে—খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধার বিলাসমঞ্জরী-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্তভ্রমরের মুগ্ধতাপাদন দেখিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাবিষয়ক কথার উট্টঙ্কন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবহিত্থা—মধুমঙ্গলের মুখে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জাগর্য্যা প্রভৃতির শ্রবণে পৌর্ণ-মাসী আশ্বস্ত হইয়া শ্রীরাধার মূর্চ্ছান্ত বিবিধ ভাববিকারের বিবরণ দিলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি সূচক দক্ষিণ নয়নের নিমীলন দেখিয়া পৌর্ণমাসী সঙ্কেতস্থান নির্দ্দেশ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। এদিকে শ্রীরাধা বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকিলে পৌর্ণমাসী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বহুচেষ্টাতেও শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য দূর করিতে পারিলাম না, অতএব অন্য উপায় অবলম্বন কর।' পৌর্ণমাসীর এই বাক্যে শ্রীরাধার উত্তাননয়ন দেখিয়া পুনরায় আশ্বাসদানে শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি করত ললিতাকে বলিলেন, 'তুমি সঙ্কেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে শ্রীরাধাকে অভিসার করাও।' শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যথানির্দিষ্ট মাকন্দকুঞ্জে আসিয়াও বিশাখাকে না দেখিয়া ব্যগ্র হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বিশাখা আসিয়া বলিলেন, 'অভিমন্যু শ্রীরাধাকে মথুরায় পাঠাইয়া দিয়াছে।' একথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হইলে বিশাখা আবার শ্রীরাধার অপূর্ব অনুরাগ প্রকটনে (দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সঙ্কেত কুঞ্জের দিকে লইয়া গেলেন। এদিকে আবার বিশাখার বিলম্বে শ্রীরাধার নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ, খেদ ইত্যাদি। সঙ্কেত কুঞ্জে উভয়ের সাক্ষাৎকার, সখীদের রঙ্গরস, নবসঙ্গমে শ্রীরাধার লজ্জা-ভয়াদি পরিহারজন্য সখীদের চেষ্টাদি—এমন সময়ে মুখরার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বনান্তরালে প্রবেশ, মুখরার নিদ্রাবেশে গৃহমধ্যে গমন, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় কুঞ্জে

আগমন, ললিতা বিশাখার পুষ্পচয়নচ্ছলে বহির্দেশে গমন, নিকুঞ্জচন্দ্রশালিকায় উভয়ের গমনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থাঙ্কে—পূর্বরাগ ও সম্ভোগাদি দ্বারা স্বপক্ষীয় রস বিবৃত করত এক্ষণে রসপুষ্টির জন্য বিপক্ষভেদ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারি রাত্রির বর্ণনা করিতেছেন। নান্দীমুখীর সহিত বিপক্ষ পদ্মাসখীর কথোপকথনে প্রকাশ পাইল—'এক্ষণে নাগরীগুরু নয়নানন্দ নন্দনন্দন গোবর্দ্ধনকন্দরা মন্দিরে গমন করিয়াছেন।' সুবলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী-দর্শনলালসা জ্ঞাপন এবং মুরলী-নিনাদ। মুরলী-শ্রবণে চন্দ্রাবলীর আক্ষেপ—চন্দ্রাবলীকে সম্মুখে দেখিয়া স্তুতি—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বহুনিষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীরাধাবিষয়ক এত প্রগাঢ় প্রেমোৎকণ্ঠা বহন করিয়াও তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন পূর্বকও সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা শঠতা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেন না, তিনি বলিতেছেন—'হে লোচনেন্দীবরচন্দ্রিকা চন্দ্রাবলি! তোমার বিরহে আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইতেছিলাম; অকস্মাৎ বনমধ্যে মধুর-রসা, শীতলস্পর্শা, অমৃতময়ী 'রাধা' মিলিত হইয়া আমার তাপনির্বাণ করিয়াছে।' এই কথা বলিতে না বলিতেই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন—'ধারা, ধারা'। গোত্রস্খলন হইল দেখিয়া চন্দ্রাবলীর অসূয়াপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ও পদ্মার বিদগ্ধতাপূর্ণ প্রণয়-কলহ আরম্ভ হইল। তৎপরে ভদ্রকালী-দর্শনের ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান, কেশরকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনয়নজন্য সুবলকে প্রেরণ, শ্রীরাধার কেশরকুঞ্জে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের চতুরতাপূর্বক বনমধ্যে আত্মগোপন, ক্রীড়াকুঞ্জে শ্রীরাধার বাসকসজ্জা-নির্মাণ; কিন্তু রাত্রি ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকিলে শ্রীমতীর হৃদয়ে উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুগপৎ নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, মূর্চ্ছা ও নিঃশ্বাসত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলব্ধা নায়িকার লক্ষণ শ্রীরাধাতে প্রকাশিত হইল। শ্রীরাধিকা ভাবিলেন—'পদ্মা বোধহয় তাঁহাকে কোথাও অবরোধ করিয়াছে।' বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধা তখন ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে কিয়দ্দূর গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন—তখন উভয় পক্ষে বিবিধ পরিহাস বাক্য আরম্ভ হইল; অতঃপরে চন্দ্রাবলীর কথার উত্থাপনে শ্রীরাধার অসূয়া হইল, কিন্তু তাঁহার কটাক্ষবাণে সম্মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পপুটিকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চলে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণগাত্রে রতি-চিহ্নাদির দর্শনে শ্রীরাধার খণ্ডিতাভাব হইলে তাঁহার সন্তোষার্থ শ্রীরাধার রূপবর্ণনাছলে দশাবতারের সহিত সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, ললিতাও আবার তৎপ্রত্যুত্তর দান করিলে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের হস্ত হইতে মল্লীমাল্যটি লইয়া বিশাখাকে ভ্রূসঙ্কেতে অনুকূল করিলেন। বিশাখা মানপরিহারের চেষ্টা করিলেও যখন শ্রীরাধার মান গেল না, তখন স্বয়ং মস্তকস্থ ময়ূরপুচ্ছচূড়াটিকেও ধূলি-ধূসরিত করত প্রণামপূর্বক শ্রীরাধার কটাক্ষ-মাধুরী ভিক্ষা করিতেছেন। এমন সময় মুখরা আসিয়া রসোল্লাসে বাধা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-অন্বেষণ, শ্রীরাধায় চৌর্য্যাপবাদ দিলে মুখরার শ্রীরাধাকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্কে—পৌর্ণমাসীর মুখে শ্রীরাধামাধবের নৈসর্গিক প্রেমের লক্ষণ প্রকটিত হইল। (স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং) যেস্থানে প্রশংসায় ঔদাসীন্য-পূর্বক মনোবেদনা এবং নিন্দায় পরিহাস মনে করাইয়া আনন্দ উৎপাদন করে, অপরন্তু দোষেও অল্পতা পায় না বা গুণেও বৃদ্ধি হয় না—তাহাই নৈসর্গিক প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের শঠতায় কিয়ৎক্ষণের জন্য যদিও ললিতার বাক্যকৌশলে শ্রীরাধার হৃদয়ে মানের ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমের বন্যায় তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না, তিনি কলহান্তরিতার ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণবিভ্রম হইতে লাগিল, মনে হইল কৃষ্ণ যেন বলাৎকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। নান্দীমুখী স্বভাবতঃ মৃদুলা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি কাঠিন্যপ্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নান্দীমুখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের যোগিবৎ ভোগবিলাসত্যাগের বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীরাধা সখীদের কারুণ্য ভিক্ষা করিলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধা বংশীটিকে হাতে নিয়া প্রশংসা ও নিন্দা করিলে বিশাখা বলিলেন যে উহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে বায়ুমুখে ধরিলে উহা আপনিই বাজে; এই কথায় শ্রীরাধা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিলেন—বংশীনাদ-শ্রবণে জটিলা আসিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। ললিতা ও সুবলের বাক্‌চাতুর্য্যে জটিলা মুরলী নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীরাধাকে পৌর্ণমাসী অভিসার করাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের তীব্রতায় সর্বত্রই রাধাময় দেখিতেছেন। জটিলার ভগিনীপুত্রী সারঙ্গী অভিসারিতা রাধাকে

দেখিয়া জটিলাকে বলিয়া দিলে জটিলা ভীষণ ক্রোধে শ্রীরাধাকে ভৎর্সনা করিতে করিতে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অভিমন্যু-হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনার আশঙ্কায় বিষণ্ণচিত্তে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় মধুমঙ্গল আসিয়া বলিলেন—'যখন জটিলা রাধিকাকে তাড়ন করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধা ঘোমটা খুলিয়া সর্বসমক্ষে সুবল হইয়া গেলেন এবং ললিতাও বৃন্দা হইয়া গেলেন। জটিলা লজ্জায় পলায়ন করিল।' সখীদের চিত্তসংকারি-নৈপুণ্যে ব্রজলীলা বাস্তবিকই সময়ে সময়ে এইরূপ অদ্ভুতরসের লীলাস্থলী হইয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণপরে ললিতা ও রাধা আসিলে শ্রীকৃষ্ণ-মধুমঙ্গল তাঁহাদিগকে বৃন্দা ও সুবল মনে করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। আবার কতক্ষণ পরে প্রকৃত বৃন্দা আসিলেও ভ্রম অপনোদন হইতেছে না দেখিয়া বৃন্দা বলিয়া দিলেন যে ইনিই প্রকৃত রাধা। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম ভাঙ্গিল, শ্রীরাধা মানিনী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক অনুনয় বিনয় করিতেছেন—ললিতা বলিলেন (ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং) 'যে ব্যক্তি নন্দনন্দন-নিষ্ঠ প্রেম ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কখনও অশ্রুধারার বিরতি হয় না।' শ্রীরাধা প্রসন্না হইলে যেমন মিলনের আনন্দোল্লাসময় বনবিহারের কথোপকথন হইতেছে, তখনই আবার জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া শ্রী রাধা, ললিতা ও বৃন্দা ভয়ে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু জটিলা রাধাকে সুবল বলিয়াই মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল গোকুলে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠাঙ্কে—জটিলা-কর্তৃক শ্রীরাধাঙ্গে পীতবসনদর্শনে মহাগোলযোগ এবং বিশাখাকর্তৃক তাহার সমাধান। ললিতা, বিশাখা ও পদ্মার আপন আপন যূথেশ্বরী-দ্বয়ের গৌরবকলহ—বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি—সখীদ্বয় সহ শ্রীরাধার তত্র প্রবেশ এবং অপাঙ্গভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণরূপ-পান ; এস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথোপকথন-বিলাসাদি অতি সুনিপুণতার সহিত শ্রীপাদ অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রণয়িনীর কথায় কথায় অভিমান, বনান্তরে পলায়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অন্বেষণ, ললিতাবিশাখার সুন্দর, সরস, সজীব ও মধুময় বাগ্‌বিন্যাস এবং স্বার্থশূন্য ব্যবহার ইত্যাদি এই অঙ্কের বৈশিষ্ট্য।

সপ্তমাঙ্কে—পৌর্ণমাসীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অভিমন্যু-কর্তৃক শ্রীরাধার মথুরায় প্রেরণ স্থগিত হইল। সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে গোপীরা উৎসবে মত্ত হইয়াছেন। চন্দাবলীর সহিত কৃষ্ণ ও পদ্মা-শৈব্যার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ললিতা ও বৃন্দার উপস্থিতি, উভয়পক্ষে বাক্‌কলহ, হঠাৎ করালা আসিয়া চন্দ্রাবলীকে লইয়া প্রস্থান করিলে শ্রীরাধা অভিসারিতা হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে 'চন্দ্রে' বলিয়া সম্বোধন শুনিয়া শ্রীরাধার কোপ, ললিতা ও বিশাখার আত্যন্তিক চেষ্টাতেও মানের অনুপশম—শ্রীকৃষ্ণ 'নিকুঞ্জবিদ্যাদেবী' সাজিয়া গৌরীগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন—ললিতাবিশাখার সাহচর্য্যে শ্রীরাধার সহিত নিকুঞ্জবিদ্যাদেবীর মিলন—হঠাৎ গৌরীগৃহে জটিলা ও অভিমন্যু প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে সাক্ষাৎ মহেশমহিষীকে শ্রীরাধা আরাধনা করিতেছেন। অভিমন্যুর জীবনসংকট জানাইয়া গৌরী ও বৃন্দার বাক্‌চাতুরীতে শ্রীরাধার মথুরায় যাওয়া স্থগিত হইল। পৌর্ণমাসীর আগমন ও অখণ্ড নিকুঞ্জবিলাসের ইঙ্গিত।

বিদগ্ধমাধব—প্রেমানন্দরসের উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর, শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদে চিহ্নিত; এই ৬৪ কলাধারী শ্রীবিদগ্ধমাধবকে সজ্জনগণই অনুশীলন করিবেন।

এই নাটকের একটি টীকা আছে, তাহা শ্রীবিশ্বনাথের নামে আরোপিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তদীয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব-সার্বভৌম-কৃত। শ্রীযদুনন্দনঠাকুর '**রসকদম্ব**' নামে ইহার একটি পদ্যানুবাদও করিয়াছেন।

(৩) **ললিতমাধব নাটক** ঃ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পুরলীলাকে ব্রজলীলার আবরণে রাখাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নাটকীয় সম্পূর্ণাঙ্গতায় কি তত্ত্ববৈশিষ্ট্যে, কাব্যমাধুর্য্যে কি রসবত্তায় এই নাটকখানি সংস্কৃতসাহিত্যে অতুলনীয় রত্নই বটে। আয়তনে ও ঘটনাসন্নিবেশে ললিতমাধব বিদগ্ধমাধব হইতেও বৃহত্তর, পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও ইহাতে অধিকতর।

প্রথমাঙ্কে—(সায়মুৎসব) সুবিখ্যাত কলানিধি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-ব্যাপার-সম্পর্কে অশ্রুতচর পৌরাণিক গুহ্যতত্ত্ব

লইয়া এ নাটকের আরম্ভ। গৌরীজনক হিমালয়ের কন্যাসৌভাগ্যে বিন্ধ্যপর্বত দুঃখিত হইয়া কন্যাসৌভাগ্যলাভের জন্যই ব্রহ্মার আরাধনা করত ধূর্জটিবিজয়ী নিখিলসৌভাগ্যশালিনী দুইটি কন্যারত্ন লাভ করেন। এদিকে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী—বৃষভানু ও চন্দ্রভানু নামক গোপদ্বয়ের স্ত্রীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের স্ত্রীর গর্ভে স্থাপিত হয়। কন্যা প্রসূতী হইলে পূতনা শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করে—শ্রীরাধার নাম ছিল তারা। বিন্ধ্যাচলের কনিষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলে ভয়সন্ত্রস্তা পূতনার হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদর্ভদেশগামিনী নদীজলে পতিত হয়েন। ভীষ্মক এই চন্দ্রাবলীকে নদীস্রোতে প্রাপ্ত হইয়া নিজগৃহে লালন পালন করেন। চন্দ্রাবলীই পরে গোকুলে আনীতা হইয়া চন্দ্রভানুর কন্যারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পৌর্ণমাসী পূতনার ক্রোড় হইতে ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামাকে প্রাপ্ত হন। বিশাখার জন্ম গোকুলে নয়—বিশাখা যমুনা-জলে ভাসিতেছিলেন—জটিলা তাঁহাকে তুলিয়া আনেন। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কংসবঞ্চনার্থ যোগমায়ার ছলনামাত্র, বাস্তব নহে।

মধুমঙ্গলের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের গুণাবলি-আস্বাদন, চন্দ্রাবলী সহ মিলন, কুন্দলতা ও চন্দ্রাবলী সহ রসরঙ্গবিস্তারে বাধা দিয়া ভারুণ্ডার আগমনে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির পলায়ন, যশোদার নিকট বাৎসল্য-ভাবপ্রকাশ; বাণীরকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলন।

দ্বিতীয়াঙ্কে—(শঙ্খচূড়বধ) বৃন্দা দধিমন্থন-বর্ণনা করিলেন, সূর্য্যপূজা করাইবার জন্য বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের আগমনে জটিলার সম্মুখে সূর্য্যপূজানির্বাহ, রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধার উপবেশন, শঙ্খচূড়কর্তৃক সিংহাসনসহ শ্রীরাধার অপহরণে শঙ্খচূড়বধ ও স্যমন্তকমণি-আহরণ।

তৃতীয় ও চতুর্থাঙ্কের পূর্বাভাষ—শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে শ্রীরাধা প্রবল বিরহে দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে যমুনাজলে প্রবেশ করিলে ললিতা তাঁহার অনুগমন করেন। যমুনা এই রাধাকে স্বপিত্রালয়ে (সূর্য্যমন্দিরে) লইয়া রাখেন, সত্রাজিতের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণিসহ যে কন্যারত্ন দান করেন—তিনিই (ব্রজের রাধা) দ্বারকায় সত্যভামা। এই সময়ে ভীষ্মক স্বপুত্র দ্বারা নিজ কন্যা (ব্রজের চন্দ্রাবলীকে) আনয়ন করত শ্রীকৃষ্ণসহিত বিবাহ দেন—ইনি রুক্মিণী। প্রবল বিরহে ভৃগুপাত-কালে ললিতাকে জাম্ববান প্রাপ্ত হন এবং ইনি 'জাম্ববতী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করত পরে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে সমর্পিত হন। ব্রজের কাত্যায়নী-ব্রতপরা কুমারীদিগকে নরকাসুর চুরি করিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া এই কুমারীদিগকে বিবাহ করেন—ইহারাই ১৬১০০ মহিষী। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ, বিরহবিভ্রমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায়।

তৃতীয়াঙ্কে—(উন্মত্তরাধিক) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহ, শ্রীরাধার সহিত সখীগণের বিরহ, সখীগণের পরস্পর বিরহ—অহো! এই অঙ্কে শ্রীপাদ কি নিদারুণ—কি অরুন্তুদ বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন!! উপসংহারটি বিয়োগান্ত ব্যাপার—বৃন্দাবনের রসময়ী গোপকিশোরীগণ যেন প্রবল-বিরহে প্রকট লীলা হইতে অপ্রকট হইলেন!!

চতুর্থাঙ্কে—(শ্রীরাধাভিসার) উদ্ধব ও পৌর্ণমাসীর প্রযত্নে মথুরায় ব্রজলীলা নাটক অভিনীত হইতেছে। উদ্ধব ও গার্গীর কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে পৌর্ণমাসী ভরত মুনির নিকট প্রার্থনা করত এক অপূর্ব 'রূপক' নাটকের সৃষ্টি করেন। নারদ উহা তুম্বুরুকে দান করিলে তুম্বুরু গন্ধর্বগণকে শিখাইয়াছিলেন—গন্ধর্বগণ লীলাভিনয় করিতেছেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নাটকের দর্শক, তিনি স্বীয় রূপমাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া উহা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধাস্বারূপ্য বাঞ্ছা করিয়াছেন। বৃন্দার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণে কামুকত্ব-দোষারোপ-পরিহার, জটিলা স্বপুত্র অভিমন্যুকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যে বিড়ম্বনা আনয়ন করিয়াছে এবং অভিমন্যু তাহাতে যে অপদস্থ হইয়াছে—তাহা সকলেরই হাস্যোদ্দীপক, ভারুণ্ডা বলিলেন যে জটিলাকে ভূতে পাইয়াছে, অভিমন্যু লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। সকলের হাস্য দেখিয়া জটিলা ব্যাপার বুঝিলেন এবং অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। এদিকে স্বয়ং মাধব আসিলে তিনি তাঁহাকে অভিমন্যু মনে করিয়া বধূসহ মিলনের সহায়কারিণী হইলেন। এইরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের কল্পিত ব্রজলীলা-নাটক শেষ হইল।

পঞ্চমাঙ্কে—(চন্দ্রাবলীলাভ) দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্মিণীরূপে এবং শ্রীরাধা সত্যভামারূপে প্রকাশিতা ; নারদের মুখে ব্রজপুর-ললনা-সম্বন্ধে একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। (৫।৫) "এই সকল পুররমণী ও ব্রজরমণীগণ তত্ত্বাংশে অভিন্ন হইলেও দেহাদিতে ভিন্নাই ; মধ্যকালে ইঁহারা মায়া-কর্ত্তৃক অভিন্ন হন, সম্প্রতি ব্রজে সেই রমণীগণ প্রেমমূর্চ্ছিত হইয়া আছেন, কিন্তু বিরহবেলায়ও যাহাতে প্রিয়সঙ্গ-সুখলাভ হইতে পারে, এইজন্য যোগমায়া ব্রজ আচ্ছাদন করত পুরলীলার রমণীগণ মধ্যে স্বীয় স্বীয় অভেদ-অভিমানে আবিষ্ট করিয়া দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় প্রতীতি করাইতেছেন।" পঞ্চমাঙ্কের দৃশ্যস্থান—বিদর্ভনগর, প্রধান ঘটনা—রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত ঘটনার সহিত নাটকের মূল ঘটনারও মিল আছে।

ষষ্ঠাঙ্কে—(ললিতা-উপলব্ধি) রুক্মিণীরূপা চন্দ্রাবলীর বিবাহ। শেষভাগে শ্রীরাধা তীব্রবিরহ-বিধুরা, তীব্র ঔদাসীন্যে ও বিয়োগযাতনায় তাঁহার হৃদয় বিষাদপূর্ণ, নির্জনস্থানে বাসের প্রার্থনা করায় বিশ্বকর্মা-রচিত (দ্বারকায়) নববৃন্দাবন শ্রীরাধার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুমঙ্গল কৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তকমণি দেখিয়া নানা প্রশ্নের অবতারণা করিলে কৃষ্ণ জাম্ববতীরূপী ললিতার প্রাপ্তি বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিরহে প্রবল ব্যাকুলতা।

সপ্তমাঙ্কে—(নববৃন্দাবনসঙ্গম) শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার নববৃন্দাবনে প্রবেশ, তত্রত্য দৃশ্য তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণকেই মুহুর্মুহু স্মরণ করাইয়া অধিকতর বিরহবিধুরতা দান করিল। বকুলার মুখে দ্বারকার রাজেন্দ্রই যে ব্রজেন্দ্র এই কথাটি প্রকাশিত হইলেও পূর্বশপথের কথা স্মরণ হইলে বকুলা কথাটা চাপা দিলেন। বিরহিণী রাধা কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। তিনি বকুলাকে বলিলেন যে তাঁহার একটা 'নিত্যকর্ম' আছে—তিনি নিত্য কোনও শ্যামলকিশোর দেবতার আরাধনা করেন। বকুলা বিশ্বকর্মার সাহায্যে ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত গোবিন্দমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন—'তোমার ইষ্টদেবের পূজা কর।' প্রতিমাদর্শনেই শ্রীরাধার চিত্তবিভ্রম হইল। মনের অন্তস্থলে লুক্কায়িত শত শত সাধ জাগিয়া আলিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল করিয়া ফেলিল—তিনি যেই স্পর্শ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল !! মাধবী আসিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা সজল নয়নে মূর্ত্তিটীকে সাজাইতেছেন। নববৃন্দা ও বকুলা শ্রীরাধাকে স্নানার্থ লইয়া গেলেন। এদিকে মধুমঙ্গলকে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া প্রতিমাখানি সরাইয়া স্বয়ং প্রতিমারূপে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সখীদ্বয়সহ শ্রীরাধা এইবার প্রতিমা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উভয়ের দর্শনে উভয়েই স্তম্ভিত, বিস্মিত ও নিস্পন্দ হইলেন !! পরস্পর মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাসত্ত্বেও হঠাৎ চন্দ্রাবলীর আগমনে এবং তাঁহার অসূয়াসূচক কথায় নৈরাশ্য-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলসহ প্রস্থান করিলেন।

অষ্টমাঙ্কে—(নববৃন্দাবন-বিহার) অভিমানবতী চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের পুনর্বার নববৃন্দাবনে প্রবেশ, শ্রীরাধার সহিত কথোপকথন, বিশাখার জন্য শ্রীরাধার ব্যাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বিশাখার বার্ত্তা-জ্ঞাপন, নববৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নৈসর্গিকশোভা-বর্ণন—নববৃন্দাবনে পূর্বানুভব-সংস্মরণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধার শৃঙ্গারার্থ মাধবী ও মালতী পুষ্পচয়নের জন্য অগ্রসর শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখবর্ত্তী মণিময় ভিত্তিতে স্বমূর্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন ! (অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী)—এই সময়ে চন্দ্রাবলী আসিয়া শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন এবং অসূয়া প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীরাধার সবিনয় উক্তি।

নবমাঙ্কে—(চিত্র দর্শন) শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধার কথোপকথনের মধ্যে ব্রজলীলার চিত্রপট-দর্শন—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা হইতে মথুরালীলা পর্য্যন্ত বহুবহু লীলাস্মৃতি অঙ্কিত আছে। রাত্রি প্রহরাতীত হইলে সকলের প্রস্থান। অতঃপরে নববৃন্দা, চন্দ্রাবলী, মাধবী ও কৃষ্ণের কথোপকথন, চন্দ্রাবলীর কথায় অসূয়ারই উদ্গার—এবং তৎপরে প্রস্থান।

দশমাঙ্কে—(পূর্ণমনোরথ) ব্রজপরিকর ও দ্বারকাপরিকরগণের মিলন-মাধুরী বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল, মুখরা, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি নববৃন্দাবনে সমাগত হইয়া সুদীর্ঘ বিরহের পরে আনন্দোচ্ছ্বাস-বহুল আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলীর অনুমোদনে নন্দযশোদাদির সমক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ

সম্পাদিত হইল। এই বিবাহে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্বস্বপত্নীর সহিত যোগদান করিয়াছেন। নাটকান্তে চটুলচপল স্বচ্ছন্দ-লীলাভিলাষবতী গোপীদের সহিত মিলন, বংশীবাদন প্রভৃতি পূর্বক বৃন্দাবনে নিত্য বিহারাদির জন্য শ্রীরাধা প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে আবার বিন্ধ্যবাসিনীও বলিলেন—'তোমরা ব্রজের ধন ব্রজেই আছ, আমি কেবল কালক্ষেপের * জন্য তোমাদের এই লীলাব্যাপার অন্যথা প্রপঞ্চিত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই ছিলেন।' সকল ভ্রম ঘুচিয়া গেল। ষোল আনা নাটকখানি একটি দীর্ঘ স্বপ্নের মত সামাজিকদের চিত্তক্ষেত্রে স্বর্ণরেখা অঙ্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পরিসমাপ্ত হইল।

এই নাটক দুইখানি স্থূলতঃ নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমক্ষে সার্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি ভাগবতগণের সভায় আলোচিত হইয়াছিল। ইঁহারা চমৎকারিতায় ও রসমাধুর্য্যবর্ষিতায় শ্রীরায় রামানন্দের মুখে বলাইয়াছিলেন—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥ ইত্যাদি

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাসগোস্বামীতে ললিতমাধবের বিরহ-পরম্পরার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল—তাহাও ইঁহার উজ্জ্বলতা ও লিখন-চাতুরীরই প্রকট দৃষ্টান্ত।

ইহার রচনাকাল ১৪৫৯ শকাব্দা। পদ্যানুবাদ—১৭০৯ শাকে নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকৃত **প্রেমকদম্ব।** টীকাকার—শ্রীজীবপাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস বলিয়া প্রকাশ।

(৪) **দানকেলিকৌমুদী ঃ**—উপরূপক-ভেদের অন্তর্গত **'ভাণিকা'** নামক একাঙ্ক নাটক। ইহা চাতুর্য্যপূর্ণ শ্রবণরসায়ন গ্রন্থ। ভাণিকার নায়ক ধূর্ত্তচরিত্র, বিট এবং ইহাতে বসনাদি বেশের সূক্ষ্মতা থাকা চাই। নায়িকাও উদাত্ত-গুণবিশিষ্টা হওয়া চাই। আলোচ্য ভাণিকায় ঘট্টপাল শ্রীকৃষ্ণদ্বারা শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীদের রসময়ী বিড়ম্বনার হর্ষময় ব্যাপারই বর্ণিত হইয়াছে। স্থান—গোবর্দ্ধন-গিরিপ্রান্তবাহিনী মানসগঙ্গার তট। **বিষয়**—শ্রীবসুদেব নিজপুত্র বলদেব এবং মিত্রপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করত গর্গের জামাতা ভাগুরিকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া গোবিন্দকুণ্ডের তটে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণসহ গুরুগণের আদেশানুসারে সেই যজ্ঞমণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন বিক্রয় করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদ নান্দী-মুখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাহ্নে অবগত হইয়া গোবর্দ্ধনে দানঘাটের রক্ষকরূপে শ্রীরাধিকা ও সখীগণের নিকট শুল্ক দাবী করেন—এই ঘটনা লইয়া উভয়পক্ষে বাদবিসম্বাদ হইতে লাগিল—অবশেষে পৌর্ণমাসীর মধ্যস্থতায় চরমসীমাপন্ন বাদবিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

এই ভণিকা-রচনার হেতু এই—'শ্রীরাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতি' শ্রীদাসগোস্বামিপাদের ললিতমাধবের পাঠজনিত মহাবিপ্রলম্ভময় ঘটনাপারম্পর্য্য হইতে সমুদ্ভূত প্রবল বিরহবিধুরতার উপশম। শ্রীরঘুনাথ স্বয়ং বিপ্রলম্ভরসের প্রকট মূর্ত্তি, তদুপরি নাটকের মহাবিপ্রলম্ভাত্মক কাহিনী-পাঠে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল। শ্রীরূপ তখনই এই সম্ভোগরসনিধান 'দানকেলিকৌমুদী' রচনা করত রঘুনাথকে দিয়া শোধনব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। শ্রীরঘুনাথও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং স্বয়ংও 'মুক্তাচরিত' ও 'দানকেলি-চিন্তামণি' নামক সম্ভোগরসপ্রচুর হাস্যপরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচনা করিলেন।

এই গ্রন্থ ১৪৭১ শাকে (মনুশতে চন্দ্রস্বর-সমন্বিতে) রচিত হইয়াছে ‡। বহরমপুর সংস্করণে টীকাটি শ্রীজীবপাদ-রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও সংস্কৃত কলেজের, এসিয়াটিক সোসাইটির এবং পুণা ভাণ্ডারকার অনুসন্ধান সমিতির

* অনুরূপ ঘটনা—শ্রীগোপালচম্পূ উত্তর ১৭।১৮৭—৮ ও ১৮।৭৬ দ্রষ্টব্য।

‡ ১৪৬৩ শাকে সমাপ্ত ভক্তিরসামৃতে (২।৪।১০, ২৭০ ; ৩।৩।৯৯ ; ৩।৫।১৮) দানকেলিকৌমুদীর শ্লোকচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে দানকেলি তৎপূর্বেই রচিত—কিন্তু (মনুশত চন্দ্র-স্বর-সমন্বিতে) ১৪৭১ শাকে দানকেলিকৌমুদীর রচনা-সমাপ্তির তারিখ—১৪৬৩ শাকের পূর্বে বা তৎসমকালে আরব্ধ দানকেলির কিয়দংশ রচনার পরে শ্রীপাদ ভক্তিরসামৃত আরম্ভ করিয়া ঐ দানকেলির কিয়দংশ হইতেই মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। দানকেলির ৪১৪ অনুচ্ছেদের মধ্যে ৭, ৫৫, ৭৯ ও ১১৭ অনুচ্ছেদ হইতেই পূর্বোক্ত শ্লোকমালা উদ্ধৃত হওয়াতে আমাদের এই যুক্তি নিতান্ত উপেক্ষিত নহে।

গ্রন্থতালিকায় এই টীকাটি (মহতী) শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদেরই নামাঙ্কিত দেখা যায়। শ্রীযদুনন্দন ঠাকুর পয়ারাদিছন্দে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

(৫) **নাটকচন্দ্রিকা**—শ্রীপাদশ্রীরূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়ের লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্যবিষয়ের সমন্বয়-জন্য 'নাটকচন্দ্রিকা' নামে এই নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ললিতমাধবে নাটকের প্রায় প্রত্যেক লক্ষণই সুব্যক্ত থাকায় শ্রীরূপচরণ এই নাটকচন্দ্রিকার উদাহরণে প্রায়শঃই ললিতমাধবের উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং শিঙ্গভূপালের রসার্ণব সুধাকর বিচারপূর্বক সাহিত্যদর্পণীয় প্রক্রিয়া ভরতের সহিত মতানৈক্যে পরিত্যাগ করত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে নাটকলক্ষণ, দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য—নায়ক তিন প্রকার; খ্যাত, মিশ্র ও কৢপ্ত ভেদে ত্রিবিধ ইতিবৃত্ত, প্রস্তাবনা; আশীর্বাদ, নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দেশভেদে ত্রিবিধ নান্দী, প্ররোচনা; কথোদ্ঘাত, প্রবর্ত্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্ঘাত্যক ও অবলগিতভেদে পঞ্চবিধ আমুখ; সন্ধি; বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং প্রধান কার্য্য ও অঙ্গকার্য্য—এই পঞ্চ প্রকৃতি; আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম—এই পঞ্চবিধা অবস্থা; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি ভেদে পঞ্চ সন্ধ্যঙ্গ, দ্বাদশ-বীজভেদ, ত্রয়োদশ প্রতিমুখসন্ধিভেদ, চতুর্দ্দশ নির্বহণ-সন্ধিভেদ, একবিংশতি সন্ধ্যন্তর, ৩৬ ভূষণভেদ, ৪ পতাকাস্থান, বিষ্কম্ভক, চূলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, প্রবেশকাদি অর্থোপক্ষেপক সমূহ; স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক প্রভৃতি নাট্যোক্তিসমূহ, অঙ্কের স্বরূপ, গর্ভাঙ্ক-স্বরূপ, অঙ্ক-সংখ্যা, নাটকের রস, সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদি ভাষা-বিধান—ভারতী প্রভৃতি বৃত্তি চতুষ্টয়, নর্ম ও তদ্‌বিভেদ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে লক্ষণ ও উদাহরণ সহ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীপাদরঘুনাথ দাসগোস্বামী

(৬) **দানকেলিচিন্তামণি**ঃ—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ললিতমাধবের বিরহস্রোতে পড়িয়া শ্রীদাসগোস্বামীর জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দানকেলিকৌমুদীর হাস্যপরিহাসময় নিত্যসম্ভোগাত্মক ঘটনাবলির পাঠ করিয়া তিনি রসান্তরে মনোনিবেশ করত সুস্থ হইয়া এই কাব্যপ্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—এই গ্রন্থেও নৈমিত্তিক দানলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। কুন্দলতা ইহার শ্রোত্রী এবং সুমুখী সখী বক্ত্রী। গোবিন্দকুণ্ডে মহর্ষি ভাগুরি যজ্ঞ করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকুণ্ড হইতে নব্যগব্যাদি মস্তকে বহন করিয়া তথায় যাইতেছেন—গিরিরাজের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণও সখাগণ-বেষ্টিত হইয়া অপরূপ দানঘাটী সাজাইয়া দণ্ডায়মান—নাগর-নাগরী উভয়ে উভয়ের রূপ-মাধুরী-পানে সাতিশয় তৃপ্ত হইতেছেন—মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি গোপীগণকে অবরোধ করিলেন—তখন বাদবিবাদরূপ পরিহাসাত্মক বাক্যভঙ্গিবিন্যাসে দানগ্রহণচ্ছলে শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনা ও তত্তদঙ্গ-বিশেষের সম্ভোগ-প্রার্থনা আরম্ভ হইল। যখন এই বাদবিবাদ চরম সীমায় উঠিল এবং ব্রজসুন্দরীগণ ঘৃতঘটীসমূহ মস্তক হইতে উত্তারণ পূর্বক গিরিরাজের পাদদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন হঠাৎ নান্দীমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখেও শ্রীকৃষ্ণ রসচাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে এবং শ্রীরাধাও কপটক্রোধভরে কটাক্ষবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিলে নানাবিধ সান্ত্বনাদানে নান্দীমুখী উভয়পক্ষের শান্তি বিধান করিলেন, নির্জন গিরিগুহায় মিলনান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলেন এবং সগণ শ্রীরাধাও গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীদাসগোস্বামী এই গ্রন্থ শ্রীরূপচরণের কৃপাপ্রসূত বলিয়া ২, ১৭৪ ও ১৭৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপচারুচরণাব্জমূলে স্বীয় বিনয়গর্ভ বাক্যপুষ্পাঞ্জলিও বহুশঃ সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার রচনা দানকেলিকৌমুদী রচনার (১৪৭১ শাকের) পরেই বলিতে হয়।

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ

(৭) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক**—১৪৯৪ শাকে রচিত এই নাটকখানি দশ অঙ্কে পরিপূর্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাবর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য। নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাতে লীলাবলির পারম্পর্য্য রক্ষিত না হইলেও কুত্রাপি

সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসরীতি প্রভৃতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হয় নাই। বস্তুতঃ এই নাটকে বহু বহু অপূর্ব সিদ্ধান্ত নিহিত থাকায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহা পরম আদরণীয় ও নিত্য আলোচনীয় গ্রন্থই হইয়াছে।

প্রথমাঙ্কে—প্রচুরতর আনন্দকন্দলময় রথযাত্রার প্রাক্‌কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটে রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে এই নাটকের অভিনয় হইতেছে। সূত্রধার-মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ-**স্বরূপের বৈশিষ্ট্য**-প্রতিপাদন, [শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণাখ্য লীলাময় বিহঙ্গম-যুগলের অভিন্নভাবে বাসনির্মাণ !!] শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত উদার মতে সকল লোকের প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ—বিবিধ বাসনাবদ্ধ জীবের লোকোত্তর পথে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, রুচি-বিভিন্নতাই জ্ঞানভেদ জন্মায়। ভক্তিই মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা, শ্রীগৌরাবতারে কলিও কৃতার্থ, যেহেতু শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারযুক্ত কলিযুগের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবনার পরে কলি ও অধর্মের কথোপকথনচ্ছলে বহু গৌরতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। 'কুমারক' হইতে কলির মহাভীতি, কুমারক কুৎসিৎ মারক বা পৃথিবীর মারক নহে, কিন্তু শচীনন্দনই, যেহেতু হরিই জগৎ পবিত্র করিতে হরিভক্তিযোগ-শিক্ষাদানে রসালচিত্ত হইয়া বাল্য (জন্ম) লীলা আবিষ্কার-ছলেই নিখিল লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন। এই হইল **নামতঃ বৈশিষ্ট্য**। তাঁহার অবতারের পূর্ব্বেই লীলাসহায়ক শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদিরূপে শম্ভু, বলদেব প্রভৃতিরও আবির্ভাব হইয়াছে—ইহা দ্বারা **লীলাবৈশিষ্ট্য** সূচিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ এই যে ইনি বালক-লীলাতেই আনন্দদানে সকলজনের চিত্তচমৎকারকারক হইয়াছেন, সাক্ষাৎ শ্রী-(লক্ষ্মীপ্রিয়া) ও ভূশক্তি (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) ইনি বিবাহক্রমে স্বীকার করিয়াও জগতে বৈরাগ্য-শিক্ষাদানার্থ ত্যাগ করিবেন। ইঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপও স্বীয়তেজ পুরীশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক তিরোহিত হইয়াছেন। অধর্মকর্ত্তৃক কামক্রোধাদি অমাত্য ছয়জনকে যুগপৎ চৈতন্যবিরুদ্ধে অভিযান করাইবার প্রস্তাবেও কিন্তু কলির বৈমনস্য, প্রসঙ্গতঃ কলির মুখে নারায়ণ-কর্ত্তৃক কামজয়ের কথা, জগাইমাধাই-উদ্ধারে অহৈতুকী কৃপাবিস্তারে **গুণবৈশিষ্ট্য,** অভিষেকাবসরে ঈশ্বরাবেশ প্রভৃতিও অতি সুন্দরভাবে উট্টঙ্কিত হইয়াছে। এই বিষ্কম্ভকের পরে—ভগবদাদেশে শ্রীবাসের পূর্ব্বজীবনবৃত্তান্ত-সূচনা, মুরারির জ্ঞানচর্চ্চায় আক্ষেপ, মুকুন্দের চতুর্ভুজরূপে রুচিতে অসম্মতি, শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালন ইত্যাদি স্বানন্দাবেশ।

দ্বিতীয়াঙ্কে—চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম, তার্কিকাদি পাশুপত পর্য্যন্ত স্বস্বমতপ্রাধান্যবাদিগণ, উদরভরণজন্য সাধুর অভিনয়কারী, তৈর্থিকাদি বহু বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়া স্বজনগণকে (শমদমাদি, ধর্ম, মৈত্রী প্রভৃতিকে) না দেখিয়া বিরাগের 'মনে মুখে সমানভাবাপন্ন' বৈষ্ণবগণকে দেখিবার জন্য নিদারুণ রোদন ও আর্ত্তি—দৈববাণীতে **ধামবৈশিষ্ট্য** কথন-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে গমনের ইঙ্গিত। ভক্তির সহিত সাক্ষাৎকার, বিরাগের প্রশ্নত্রয়—(১) এক্ষণে ভক্তির কি কি কার্য্য চলিতেছে ? (২) শ্রীচৈতন্যদেব কি কি লীলা প্রকট করিতেছেন ? (৩) নিরাশ্রয় বিরাগকে তিনি আশ্রয় দিবেন কি ? ভক্তিদেবীর উত্তর—(১) আচণ্ডাল সকলের চিত্তবৃত্তির শোধনপূর্ব্বক তাহাতে অপূর্ব রসভাব বিস্তার করাই আমাদের কার্য্য। (২) শ্রীগৌরাঙ্গ আবাল্য সংকীর্ত্তন-নটনমুখ্য স্বরসাল হরিসেবা প্রতিগৃহে সংস্থাপনা করিয়াছেন—শ্রীবাসাদির গৃহে নৃত্যবিনোদ, কখনও বা যবন সূচীকরের প্রতি ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, মুরারিভবনে সংকর্ষণ-রূপাবিষ্কার, এইরূপে বুদ্ধবরাহাদি অবতারাবলির লীলাপ্রকটন, নিত্যানন্দপ্রতি ষড়্‌ভুজ প্রকাশ, ভগবন্নামশ্রবণে প্রেমাবেশ, আচার্য্যরত্নের মন্দিরে নর্ত্তন করিয়া আসিবার কালে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের রোগনিদান অপরাধ-ক্ষালনের উপায়-কথন ইত্যাদি। (৩) শ্রীগৌরে সর্ববিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ থাকায় তিনি নিত্যবিলাসী হইলেও বৈরাগ্যাশ্রয়ই বটেন।

শ্রীঅদ্বৈতসহিত পরিহাসচ্ছলে শান্তিপুর-ত্যাগের কারণ-নির্ণয়, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণীত্ব নির্দ্ধার ইত্যাদি, 'অদ্বৈতপ্রেমপাত্র এই (গৌর) স্বরূপই ত আমার স্বরূপ' এই ভগবৎকথার উত্তরে অদ্বৈতের চিন্তা—যদি এই স্বরূপই লক্ষীভূত হয়, তবে শ্যামসুন্দর-দর্শনাভিলাষ নিবৃত্ত হয়, আর যদি এই স্বরূপ অস্বীকৃত হইয়া শ্যাম-স্বরূপকেই গৌরের প্রকৃত স্বরূপ বলা হয়, তবে এই গৌর-স্বরূপে প্রেমহানি হয়—এই উভয় দিকের সমস্যা-নিরাকরণে শ্রীবাসের উত্তর এবং অদ্বৈতের হৃদয়ে শ্যাম-সুন্দর-রূপের আবির্ভাব—অদ্বৈত-কর্ত্তৃক গ্রহগ্রস্তন্যায়ে অনুভূত স্বরূপের বর্ণনা—এই গৌর-শরীর হইতে অকস্মাৎ নীল জ্যোতি বাহির হইয়া অদ্বৈতের হৃদয়ে প্রবেশ করত ক্ষণমধ্যে

আবার এই গৌরদেহেই প্রবেশ করিয়াছে—এস্থলেও আশ্রয়াশ্রয়িভাবে **স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য** সূচিত হইল। কিন্তু দুই স্বরূপ এইভাবে (লীলায়) ভিন্ন হইয়াও তত্বতঃ অভিন্ন।

তৃতীয়াঙ্কে—মৈত্রী ও প্রেমভক্তির সম্বন্ধ-নিরূপণ, আচার্য্যরত্নের মন্দিরে স্ত্রীভাবে গৌরনটনের তাৎপর্য্য এই—বিরলপ্রচার কতিপয় ভাগবতের চিত্তে স্ত্রীভাব-সংক্রমণ ; ভূমিকা-পরিগ্রহের বিবরণ ইত্যাদি। প্রবেশকের পরে শ্রীনারদের মুখে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর দানলীলা-অভিনয়ের প্রস্তাবনা, বৃন্দাবনে মুরলীধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ, 'গোপীশ্বর-সমীপে গোপবালাগণ পূজাচ্ছলে যাইতেছেন' সূচনা করত মধুমঙ্গলের দান-গ্রহণে ইঙ্গিত, প্রসঙ্গতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে তিনমূর্ত্তির (স্বয়ং হরি, সখী ও রাধিকার) আবিষ্কার-বর্ণন, শ্রীরাধাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উৎপ্রেক্ষা, শ্রীরাধার লবঙ্গকুসুমচয়নে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বাধাপ্রদান এবং উভয়পক্ষের বাদানুবাদ, বিবাদ চরমসীমায় উঠিলে নিত্যানন্দপ্রভুর আবেশে যোগমায়া-ভূমিকাত্যাগ এবং 'সাবশেষ রস সুরস হয়' এই ন্যায়ে নাট্যের যবনিকা-পতন।

চতুর্থাঙ্কে—শ্রীগৌরাঙ্গের **সন্ন্যাসলীলাবিষ্কার**, ভক্তগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, গঙ্গাদাস-মুখে তৎকাহিনীশ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামের যাথার্থ্য-নিরূপণ।

পঞ্চমাঙ্কে—শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে পরিকরসহ মিলনাদি।

ষষ্ঠাঙ্কে—নীলাচলযাত্রা, রেমুনায় গোপীনাথদর্শন, কটকে সাক্ষিগোপালদর্শন, নীলাচলে প্রবেশ, ভগবত্তাসম্বন্ধে গোপীনাথাচার্য্যসহ সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণের বিচার, জগন্নাথদর্শনের পরে শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বভৌমগৃহে আগমন, এবং ভিক্ষা, পরদিন প্রভাতে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ অঞ্চলে লইয়া সার্ব্বভৌমগৃহে প্রবেশ ও 'মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর' বলাতেই সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক প্রসাদভোজন ; ভট্টাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-ব্যাখ্যা-পরিহার ও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি।

সপ্তমাঙ্কে—দাক্ষিণাত্যযাত্রা, রামানন্দমিলন, বৌদ্ধদেব অনাচার, রামনামজপপরায়ণ ব্রাহ্মণের কৃষ্ণনাম জপ-কারণ, গীতাপাঠক-বৃত্তান্ত, নীলাচলে পুনরাগমন।

অষ্টমাঙ্কে—'ভক্তগণসহ মিলন, পুরীপরমানন্দের ও স্বরূপের আগমন, গোবিন্দের সেবা-স্বীকার, ব্রহ্মানন্দমিলন, প্রতাপরুদ্র-মিলন-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর বাক্য—'ভগবদ্ভজনোম্মুখ, ভবপারে জিগমিষু ও নিষ্কিঞ্চন জনের পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গ বিষভক্ষণ হইতেও গর্হিত।' রাজারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সার্ব্বভৌম-মন্ত্রণায় আশ্বাস, গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন ও ভক্তসম্মিলনী। প্রতাপরুদ্রের প্রতি অলক্ষিতে কৃপা।

নবমাঙ্কে--লোকানুগ্রহ-প্রকারত্রয়—(১) সাক্ষাৎ, (২) পরহৃদয়-প্রবেশ ও (৩) আবির্ভাব। (২) নকুল-ব্রহ্মচারিদেহে আবেশ ও শিবানন্দসেনের পরীক্ষা। (৩) নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারির রচিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনে আবির্ভাব ইত্যাদি—গৌড়ে গমন ও জনমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাস, নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন ও বনপথে মথুরাগমন, প্রয়াগে শ্রীরূপমিলন ও শিক্ষাদান, কাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা ইত্যাদি।

দশমাঙ্কে—নীলাচলে ভক্তসমাগম, স্নানযাত্রা-দর্শন, আনন্দকীর্ত্তন, মূর্চ্ছাদি, গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাদি, হেরাপঞ্চমী-প্রসঙ্গ ; ভরতবাক্যে শ্রীমহাপ্রভুকর্ত্তৃক দাস্যাদি সকল রসের ভক্তগণকেই বৃন্দাবনসঙ্গী করিতে প্রস্তাব ; শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক প্রার্থনা—'তোমার ইচ্ছায় ধামান্তর বা দেহান্তরই প্রাপ্তি হইলেও আমরা যেন জাতিস্মর হইয়া তোমার এই **গৌরলীলা-বিচিত্রতাই** চিরকাল স্মরণ করি। কবিগণ আকল্প এই গৌরবিলাসাবলি রচনা করুক, নর্ত্তকগণ এই গৌরলীলাই অভিনয় করুক, সাধুসজ্জনগণ মাৎসর্য্য-বিহীন হইয়া এই গৌরলীলাই শ্রবণ দর্শন করুক' ইত্যাদি।

পরবর্ত্তীযুগ (১৫০১—১৬৫০) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ

প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ **'সঙ্গীতমাধব নাটক'** নামে একখানি সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বরাগ-বর্ণনাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকর (১।২৪০, ২৭০, ২৭৭, ২৭৯, ৪৭২—৪৭৮) হইতে জানা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু অন্বেষণেও এই গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেল না। *

* অন্যান্য দৃশ্য কাব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় Classical Skt. Litt. pp 525-706 দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৪। রসগ্রন্থ—অলঙ্কার—ছন্দঃ—ব্যাকরণ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র

অলঙ্কার-শাস্ত্রকে 'কাব্যমীমাংসা' নামেও অভিহিত করা হয় এবং ইহাতেই এই শাস্ত্রের স্বরূপ-পরিচয় হয়। এই শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান হইলে কাব্যরচনায় এবং কাব্যস্থিত দোষ গুণ রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতির অবধারণে শক্তি হয়। বৈদ্যকে নিদানের আবশ্যকতার ন্যায়, ভাষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনের ন্যায়—কাব্যেও এই অলঙ্কার শাস্ত্রের সবিশেষ উপযোগিতা ও অপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। এই শাস্ত্রে দোষ গুণ রীতি ও রসাদির সমাবেশ থাকিলেও কেন ইহাকে 'অলঙ্কারশাস্ত্র' বলা হয় —তাহাই বিবেচ্য বটে। ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট ও বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ গুণ ও অলঙ্কারের প্রায়শঃ সাম্য স্বীকার করিয়া * 'অলঙ্কারা এব কাব্যে প্রধানম্' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কাজেই অলঙ্কার-প্রধান বলিয়া এই শাস্ত্রও তৎকালে 'অলঙ্কার' আখ্যালাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীকে **অলঙ্কার প্রস্থান** বলা যায়।

দণ্ডী কাব্যাদর্শে অলঙ্কারের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও গুণই কাব্যের প্রাণ বলিয়া গৌড়ীয়া ও বৈদর্ভীরীতির ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। "শ্লেষঃ প্রসাদ সমতা" ইত্যাদি দশবিধ গুণই বৈদর্ভীমার্গের প্রাণ এবং ইহার বিপরীত ভাবই গৌড়ীয়া রীতিতে সমাদৃত বলিয়াছেন। বামনও কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তিতে গুণকে কাব্যশোভা-বিধায়ক এবং অলঙ্কারকে গুণকৃত কাব্যশোভার উৎকর্ষ-সম্পাদক বলিয়া গুণেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাদের মতে **রীতিই** কাব্যের আত্মা; বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও গৌড়ীয়া নামক রীতিত্রয়ের মধ্যে বৈদর্ভীকেই সর্বোচ্চস্থান দিয়াছেন। ইহারাও ধ্বন্যমান অর্থকে বাচ্যোপস্কারক বলিয়া অলঙ্কার-পক্ষেই নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কাজেই তখনও এই শাস্ত্র 'অলঙ্কার' নামেই অভিহিত রহিল। এই শ্রেণীকে **'রীতি-প্রস্থান'** আখ্যা দেওয়া যায়।

ভামহ ও উদ্ভট অলঙ্কারেরই সর্বথা প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তদতিরিক্ত কোনও ধর্মের অস্তিত্ব মানেন নাই, বিশেষ ধর্ম কিছু পরিব্যক্ত হইলেও তাহা অলঙ্কার-পর্য্যায়েই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন +। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অলঙ্কারের দোষ ও গুণের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। বামনাচার্য্য শব্দগুণ ও অর্থগুণের পার্থক্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভোজরাজ-কৃত সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে গুণদোষের বিস্তৃত বিবরণ, বিভাগ-নিরূপণ ইত্যাদি দেখা যায়। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারে গুণ, অলঙ্কার, দোষ ও রীতির আসন সমান। তিনি 'লাটীয়া' নামক রীতির স্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত রীতির চাতুর্বিধ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। লঘুসমাসনিবদ্ধা রচনা—পাঞ্চালী, মধ্যসমাসবহুলা—লাটীয়া, অতিবিস্তৃত-সমাস-ভূয়িষ্ঠা গৌড়ীয়া এবং সমাস-রহিতা রচনাই বৈদর্ভী। ইনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন; রুদ্রটের গ্রন্থে রসের অবতারণা হইয়াছে। তিনি শৃঙ্গার, বীর, করুণ, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য, রৌদ্র, শান্ত ও প্রেয়ান—এই দশবিধ রসের উল্লেখ করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদ, নায়ক-নায়িকার ভেদ এবং বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে প্রথমানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ এই চারি প্রকার অবান্তর ভেদস্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে ইনিই রসের প্রাধান্য ও মহিমা ঘোষণা করেন। অগ্নিপুরাণের ৩৩৭ অধ্যায় হইতে ৩৪৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত অলঙ্কার-প্রকরণ আছে। পুরাণমতে নীরস বাক্য কাব্যই হইতে পারে না **। চিন্ময় ব্রহ্মের স্বাভাবিক আনন্দের অভিব্যক্তি হইলে 'চমৎকার রস' হয়, এই রসের আদ্যধিকার অহঙ্কার, তাহা হইতে

---

* রুয্যক-কৃত 'অলঙ্কার-সর্বস্বে'—"উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালঙ্কারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতং, বিষয়মাত্রেণ ভেদ-প্রতিপাদনাৎ। *** তদেবমলঙ্কারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্।"

\+ "তত্র কাব্যালঙ্কারা বক্রোক্তিবাস্তবাদয়ঃ অস্য প্রাধান্যেন অভিধেয়াঃ। অভিধেয়-ব্যপদেশেন হি শাস্ত্রং ব্যপদিশন্তি স্ম পূর্বকবয়ঃ, যথা কুমারসম্ভবঃ কাব্যমিতি। দোষা রসাশ্চেহ প্রাসঙ্গিকা ন তু প্রধানাঃ।" নমিসাধুঃ...

** লক্ষ্মীরিব বিনা ত্যাগান্ন বাণী ভাতি নীরসা (৩৩৯।৯) এবং ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রস-বর্জিতঃ। (৩৩৯।১২)।

অভিমান এবং তৎপরে রতির উদ্রেক হয়। এই রতি ব্যভিচারী ও অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করিলে শৃঙ্গাররস হয়। (৩৩৯।১-৩) রাগ বা রতি হইতে শৃঙ্গার, তৈক্ষ্ণ্য হইতে রৌদ্র, অবষ্টম্ভ হইতে বীর এবং সঙ্কোচ হইতে বীভৎসরসের উদ্ভব হয়। আবার শৃঙ্গার হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক রসেরও সৃষ্টি হয়। (৩৩৯।৫-৮) ইহার অলঙ্কারলক্ষণ হইতেছে—'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।' * এই পুরাণে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার ও উভয়ালঙ্কার † ভেদে অলঙ্কারের ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হইয়াছে। রুদ্রট ও অগ্নিপুরাণ রসের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও রস যে গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথক্ এবং উপকার্য্য—একথা পরিস্ফুট করেন নাই ইঁহারা রসকে অন্যপ্রকার গুণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে ধ্বনি উভয়ালঙ্কারের অবান্তর ভেদমধ্যে গণিত হইয়াছে এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে [ধ্বনিমত্তা তু গাম্ভীর্য্যম্] গাম্ভীর্য্যনামক অভিনব গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রেণীকে **'রস-প্রস্থান'** বলা যায়। তৎপরবর্তী আলঙ্কারিকগণ রসকে আত্মস্থানীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও কিন্তু পূর্বপ্রচলিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র'রূপে ইহার নাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে 'কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ' (১।৫) বলিয়া ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা নিরূপণ করিয়াছেন। ইঁহার মতে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতিপাদনা দ্বারাই কাব্যের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য্য সংস্থাপিত হয়। ব্যঞ্জনা ‡ (suggestiveness) রূপ ব্যাপারান্তরের দ্বারা বস্তু, অলঙ্কার বা রসভাবাদি বস্তুর প্রতীতি হইলেই কাব্যের উত্তমত্ব স্বীকৃত হয়। আবার যদি ধ্বনি ধ্বন্যন্তরোদ্গার করে, তবে তাহা উত্তমোত্তম কাব্যরূপে পরি-গণিত হয়—এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। ব্যঞ্জনা বৃত্তির বিপক্ষে পূর্বতন বহু মতবাদ খণ্ডন করিয়া আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিবাদের স্থাপনা করিয়াছেন এবং অভিনব গুপ্ত ঐ গ্রন্থের টীকা 'লোচনে' অর্বাচীন বিপক্ষদের মত নিরসন করিয়া ধ্বনিমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তীকালে মম্মটভট্ট স্বকৃত 'কাব্যপ্রকাশে' ব্যঞ্জনার সর্বাতিশায়ী মহামহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের রীতি অবলম্বনে বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণ' রচনা করেন। তৎপরে জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধর' নামক প্রামাণিক গ্রন্থের প্রণয়ন পূর্বক পূর্বাচার্য্যগণ-কৃত অস্পষ্ট ও সংশয়াবৃত প্রমেয়-সমূহকে সুস্পষ্ট ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ এবং অবান্তর ভেদ বিচার পূর্বক রুয্যক 'অলঙ্কার-সর্বস্ব' প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণ, রসগঙ্গাধর, একাবলী ও চিত্রমীমাংসাদি গ্রন্থে রুয্যকের মতই গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মত সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা রস কাব্যের আত্মা এবং ঐরস ব্যঞ্জনাব্যাপারেই আবির্ভূত হয়—বলিয়াছেন তাঁহাদিগকেই নব্য আলঙ্কারিকগণ পরম সম্মান দান করিয়াছেন। ধ্বনিমতের মধ্যে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সকল পদার্থই যথাযথ সমাবেশ হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও অসন্দিগ্ধতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এই মত সুবহুল সমর্থন পাইয়াছে। কাব্যের আত্মা রস, শব্দ ও অর্থ তাহার শরীর, গুণ রসের ধর্ম এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যাহাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন—সেই অলঙ্কার কাব্যের শরীর শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদন করিয়া কাব্যাত্মভূত রসের অভিব্যক্তির কারণ হয়—ইহাই এই **'ধ্বনি-প্রস্থান'** নামক চতুর্থশ্রেণীর সিদ্ধান্ত। এই মতে শব্দ ও অর্থের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ নিরূপণ করায় শব্দগত বা অর্থগত গুণ, দোষ বা অলঙ্কার উভয়েরই ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কাব্যের আত্মা রস ধ্বনির অভিব্যক্তিতে প্রত্যে-কেরই উপযোগিতা আছে। ** ঈদৃশ সর্বতোমুখতাই ধ্বনি-প্রস্থানকে সর্বহৃদয় সমাদরণীয় করিয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে অন্যান্য গ্রন্থকার বা গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল না। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে Prof. S. K. De M. A, D. Litt. কৃত History of Sanskrit Poetics' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

---

* অলঙ্করণমর্থানামর্থালঙ্কার ইষ্যতে। তং বিনা শব্দ-সৌন্দর্য্যমপি নাস্তি মনোহরম্॥ অর্থালঙ্কার-রহিতা বিধবেব সরস্বতী। (৩৪৩।১-২)

† শব্দার্থয়োরলঙ্কারো দ্বাবলঙ্কুরুতে সমম্। একত্র নিহিতো হারঃ স্তনং গ্রীবামিব প্রিয়ং॥ (৩৪৫।১)

‡ বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ। সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ।

** শব্দকোষের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ঋগ্বেদে কি ভাবে অলঙ্কার নিরূপিত হইয়াছে—তাহারই সংক্ষেপতঃ অনুসরণ করিতেছি।

উপমালঙ্কারের বৈদিক-পর্য্যায় নিরূপণ-প্রসঙ্গে যাস্ককৃত নিঘণ্টুর তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বিভাগে—

ইদমিব (১) ইদং যথা (২) অগ্নি র্ন যে (৩) চতুর শ্চিদ্দমানাৎ (৪) ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ (৫) বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূতবয়াঃ (৬) জার আ ভগম্ (৭) মেষোভূতোঽভী যন্নয়ঃ (৮) তদ্রূপঃ (৯) তদ্বর্ণঃ (১০) তদ্বৎ (১১) তথা (১২) ইতি দ্বাদশোপমাঃ। [শ্রীজীবানন্দ সংস্করণ ২৭ পৃষ্ঠা]

ইহার নৈঘণ্টুক কাণ্ডে (ঐ ৪৪৬ পৃঃ) বিবৃতি দিয়াছেন। 'অথ নিপাতা উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি '**উপমার্থেঽপি**' ইত্যাদি বলিয়া বেদেও উপমার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। 'উপমা' কাহাকে বলে ? উপমা নাম—কস্মিংশ্চিদেবার্থে যঃ প্রসিদ্ধো গুণঃ, তদন্যস্মিন্নপ্রসিদ্ধ গুণেঽর্থে শব্দমাত্রেণ যদুপসংযোজ্য তদ্‌গুণ-প্রকাশনং ক্রিয়তে—সোপমা। উদাহরণ দিতেছেন—'দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাৎ উপচার স্তস্য যেনোপমিমীতে। এই ঋগ্বেদীয় (৫।৭।১৯) মন্ত্রে 'ন' শব্দটি উপমার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'ন' শব্দটি নিষেধার্থে ব্যবহৃত, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে উহা নিষেধ ও উপমা-দ্যোতক। এইরূপে 'ব' ও 'বা' শব্দ উপমাবাচক *।

পুনরায় (ঐ ৬৭৬ পৃষ্ঠায়) উপমালক্ষণ কথনে বলিতেছেন—'সামান্যলক্ষণমাসাং ব্রবীতি—যদতত্তৎসদৃশমিতি গার্গ্যঃ।' যৎকিঞ্চিদর্থজাতমতদ্ ভবতি, তৎসরূপঞ্চ, যথা অনগ্নিঃ খদ্যোতঃ অগ্নিসরূপশ্চ সোঽগ্নিনো পমীয়তে—অগ্নিরিব খদ্যোত ইতি। এবমতৎসরূপেণ গুণেন গুণ-সামান্যাদুপমীয়তে—ইত্যেবং গার্গ্যঃ আচার্য্যো মন্যতে। 'তদাসাং কর্ম' স আসামুপমানানামর্থঃ যদ-প্রসিদ্ধতরগুণস্য কস্যচিৎ প্রসিদ্ধতর গুণেনান্যেন গুণ-প্রকাশনম্—ইত্যাদি। * * * জ্যায়সা বা গুণেন, প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতং বোপমিমীতে। তদ্ যথা—সিংহো মানবকঃ। চন্দ্র ইব কান্তো মানবকঃ ইত্যাদি।

(১) 'তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ' (ঋ—৭।৫।৩২।৬), এই স্থলে 'ইব' শব্দ উপমাবাচক। তদ্রূপ সক্তুমিব তিতউনা (ঋ—৮।২৩।২)। (২) যথা ইতি এষা **কর্ম্মোপমা**, 'যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি', (ঋ— ৪।৪।২০।৪), এই স্থলে যথা = ইব। (৩) 'অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা'—(ঋ—৮।৩।১২।২), এই স্থলে ন = ইব। (৪) 'চতুরশ্চিদ্দমানাৎ' এস্থলে চিৎ = উপমার্থে ব্যবহৃত। (৫) 'ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ' (ঋ ৫।৭।৩।১), 'ব্রাহ্মণা ইব ব্রত-চারিণঃ' ইতি লুপ্তোপমা। (৬) 'বৃক্ষস্য নু তে' (ঋ—৪।৬।১৭।৩), নু উপমার্থে। (৭) 'জার আ ভগম্' (ঋ— ৭।৬।১০।১), আ = ইব। (৮) 'মেষোভূতো ভি যন্নয়ঃ' (ঋ—৫।৭।২৪।৫), মেষ ইত্যেষা ভূতশব্দেনোপমা। (৯) (১০) অগ্নিরতি—এষা **রূপোপমা** 'হিরণ্যরূপো হিরণ্যবর্ণ' (ঋ—২।৭।২৩।৫)। (১১) বদিতি—এষা **সিদ্ধোপমা**; ব্রাহ্মণবদধীতে, বৃষলবচ্চাক্রোশতি। (১২) থা ইত্যয়ং চোপমাশব্দঃ, তৎ প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা (ঋ—৪।২।২৩।১)।

অথ **লুপ্তোপমা**ন্যর্থোপমানীত্যাচক্ষতে—সিংহো ব্যাঘ্র ইতি পূজায়াং, শ্বা কাক ইতি কুৎসায়াং, কাক ইতি শব্দানুকৃতি স্তদিদং শকুনিষু বহুলং ন শব্দানুকৃতির্বিদ্যত ইত্যৌপমন্যবঃ। (৬৯৫ পৃঃ), পূর্বোদাহৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহে উপমার চাতুর্বিধ্য স্বীকৃত হইয়াছে—(১) কর্ম্মোপমা, (২) রূপোপমা, (৩) সিদ্ধোপমা ও (৪) লুপ্তোপমা।

যাস্ক '**উপমান**' শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন। 'যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকম্' ইত্যাদি (ঋ—৮।৪।১২।৩) মন্ত্রের ব্যাখ্যায়—* * * বাস্ত্যুপমানস্য সম্প্রত্যর্থে প্রয়োগঃ। পাণিনির ব্যাকরণে **উপমান**, **উপমিতি** ও **সামান্য** প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (১) উপমান—উপমানানি সামান্যবচনৈঃ (২।১।৫৫), উপমানাদপ্রাণিষু (৫।৪। ৯৭), উপমানাচ্চ (৫।৪।১৩৭) ইত্যাদি। (২) উপমিত—উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে (২।১।৫৬) (৩) সামান্য - (২।১।৫৫, ৫৬) কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকে ১।৩।২১, ২।১।৫৫ ইত্যাদিতে এবং মহাভাষ্য ২।১।৫৫ প্রভৃতিতে উপমানের লক্ষণও নিরূপিত হইয়াছে।

---

* এই শব্দদ্বয় লৌকিক সংস্কৃতে উপমার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) জাতং মন্যে তুহিনমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ (মেঘদূত ৮৩) (২) মণীবোষ্ট্রস্য লম্বেতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী) (৩) হৃষ্টো গর্জতি চাতিদর্পিতবলো দুর্যোধনো বা শিখী (মৃচ্ছকটিক ৫।৬)

এক্ষণে আমরা ধ্বনি-প্রস্থানেরই মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য-সমূহে কি ভাবে অলঙ্কারের আলোচনা হইয়াছে, তাহারই দিগ্‌দর্শন করিব। ১৪৬৩ শাকে গৌড়ীয়ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তৎপরে ১৪৭১ শাকের পরে 'উজ্জ্বলনীলমণি' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলকে রসামৃতেরই পরিশিষ্ট বলা চলে ; এ বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকার (ভক্তিরসামৃত পশ্চিমবিভাগে ৫।২) বলিয়াছেন যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসে ভক্তিবুদ্ধিতে উন্মুখ অথচ উজ্জলরসের স্থূলদর্শনে কামবুদ্ধি স্থাপন করত তাহাতে অরুচিসম্পন্ন জনগণের অনুপযোগী ও তাহাদের নিকট এই রসটি দুর্লভ বলিয়া এবং দেশকালপাত্র-বিশেষে ইহা রহস্য বলিয়া ভক্তিরসামৃতে সুবিশাল উজ্জলরস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে (উজ্জ্বল নায়কভেদ ২)। উজ্জ্বলের অধিকাংশই শ্রীসিংহভূপালকৃত 'রসার্ণবসুধাকর' নামক গ্রন্থরত্নের ছায়াবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে ভক্তিরসেরই সম্যক্ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা ভক্তিকেই মুখ্য অভিধেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তিরসের অভিনব ব্যাখ্যান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ রসামৃতে (২।১।৩) ভক্তিরসের এই লক্ষণ দিতেছেন—বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৫।৬ ॥

ভক্তিরসাস্বাদনের ভাগ্য সকলের হয় না, তাই শ্রীপাদ অধিকারী-নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥ ৭ ॥

'রস' ব্রহ্মবৎ অবাঙ্‌মনসগোচর হইলেও (Though it is something mystical, metaphysical and transcendental, yet it can be realised by the excepted few that have a sympathetic heart to receive it as an audiance.) ভাগ্যবান দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের রসাস্বাদন হইতে পারে। দৃশ্য কাব্যে দ্রষ্টা এবং শ্রব্যকাব্যে শ্রোতাকে 'সামাজিক' বলা হয়। দৃশ্যকাব্যের অনুকার্য্য, অভিনেতা ও দর্শক, আর শ্রব্যকাব্যের বর্ণনীয় নায়কাদি, পাঠক ও শ্রোতা—ইহাদের মধ্যে দর্শক ও শ্রোতার রসাস্বাদন হয়—ইহাই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। "তস্মাদলৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্"—(সাহিত্যদর্পণ ৩) ভক্তিরসামৃত **রসের লক্ষণ** দিতেছেন—(২।৫।১১৪) ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকৃতিভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিতেছেন—বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং নীয়মানাসৌ স্থায়ী ভাবো রসো মতঃ ॥

আবার অলঙ্কার-কৌস্তুভে (৫ম) বহিরন্তঃকরণয়ো র্ব্যাপারান্তর-বোধকম্। স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ।

এস্থলে 'কারণাদি' বলিতে রসের নিমিত্ত কারণ—বিভাব, সমবায়ী—স্থায়ী ভাব, অসমবায়ী—সঞ্চারীভাব এবং রসের নিয়ত কার্য—অনুভাব ও সাত্ত্বিক প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ফলকথা—সামাজিকের চিত্তস্থ স্থায়ীভাব কাব্যগত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাবের সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

রসশাস্ত্র (১) সাধারণ বা প্রাকৃত এবং (২) অপ্রাকৃত ভক্তিরসশাস্ত্রভেদে দ্বিবিধ। ভক্তিবাদিমতে প্রাকৃত পার্থিব নায়ক-নায়িকাদির রসাস্বাদন হয় না—কেবল শ্রীরামসীতা প্রভৃতি দিব্য নায়ক-নায়িকারই রসাস্বাদ হয়। সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যশাস্ত্রবিনোদন ব্যতিরেকে সামাজিকের রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। অনুকার্য্যের রসাস্বাদনই যদি না হয়, তবে সামাজিকেরও রসাস্বাদন হইতে পারে না। প্রাকৃত অনুকার্য্যাদির রসানুভব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং লৌকিক কাব্যনাট্যাদির আলোচনায় সামাজিকের রসাস্বাদন নিষ্পন্ন নহে। সাধারণ রসশাস্ত্র-কারেরা বলেন যে 'পারিমিত্য, লৌকিকত্ব, অন্তরায়যুক্ত বলিয়া' (সাহিত্যদর্পণ-তৃতীয়) অনুকার্য্যের রসাস্বাদন না হইলেও কিন্তু মহাকবিদের লেখনীনৈপুণ্যে কাব্যনাটকাদিতেও এবম্বিধ রস সঞ্চারিত হইতে পারে, যাহাকে সৎসামাজিকেরও রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

ভক্তিরসায়নে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলেন—অতস্তদাবির্ভাবিত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে। কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্যবিমিশ্রণাৎ ॥ (১।১৩)

স্বকৃতটীকায়াঞ্চ—বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব দ্রবাবস্থমনোবৃত্ত্যারূঢ়তয়াঽবির্ভাবিত্বং প্রাপ্য রসতাং প্রাপ্নোতীতি ন লৌকিক-রসস্যাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তিঃ, অতএবানবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্‌ভক্তিরসেঽত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য, লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব, তস্মাদ্‌ ভক্তিরস এব লৌকিকরসামুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই দ্রবীভূত মনোবৃত্তিতে আরোহণ করিয়া—আবির্ভূত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, অতএব লৌকিক রসেও পরমানন্দ লাভ হইতে পারে। ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দঘন ভগবানের স্ফুরণ হওয়ায় আনন্দাতিরেক লাভ হয়, কিন্তু লৌকিকরসে বিষয়াবচ্ছিন্ন চিদানন্দাংশের স্ফুরণে আনন্দেরও ন্যূনতা হয়; সুতরাং লৌকিকরস ত্যাগকরত ভক্তিরসেরই অনুশীলন কর্ত্তব্য।

রস-লক্ষণে ভক্তিরসামৃতে যে 'সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের' কথা বলা হইয়াছে—তত্রত্য 'সত্ত্ব' শব্দের বিবৃতি সাহিত্যদর্পণ (তৃতীয়) করিতেছেন যে রজস্তমোগুণে অস্পৃষ্ট মনকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। 'রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে।' 'বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্মঃ সত্ত্বমিতি চ।' কাব্য বা নাট্য শ্রবণ বা দর্শনকারিরই যে রসাস্বাদন হইবে—এমত নহে, ভাগ্যবান সহৃদয় সামাজিকেরই তাহা হয়। সাধারণ রসশাস্ত্রে এই সত্ত্বকেই সামাজিকের স্থায়ীভাব বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সামাজিকের রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। আবার কিরূপে এই সত্ত্বোদ্রেক হইতে পারে—তৎসম্বন্ধেও সাহিত্যদর্পণ নির্দেশ দিয়াছেন—'অত্র চ হেতুস্তথাবিধালৌকিক-কাব্যার্থ-পরিশীলনম্‌'। অর্থাৎ অলৌকিক কাব্যার্থের (বিভাবাদির) সম্যক্‌ অনুশীলন করিতে করিতেই—তাহাতে অত্যন্ত অভিনিবেশ হইলে সত্ত্বোদ্রেক হয়। সুতরাং পূর্বকথিত উক্তিই যুক্তিযুক্ত হইল যে সামাজিকের চিত্তস্থ স্থায়ীভাব (সত্ত্বোদ্রেক) কাব্যনাট্যগত বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব রস হয়—এই চারি মিলি॥ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩।

শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুর **রসসাক্ষাৎকারের এই ক্রম** জানাইতেছেন—(১) প্রথমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশতঃ আনন্দরূপা রতির আবির্ভাব—(২) তৎপরে বিভাবাদির সহিত চিত্তসংযোগ হইলে রতি-সাক্ষাৎকার—(৩) তারপরে রতিই রসরূপে পরিণত হয়—(৪) তারপরে সেই বিভাবাদির সাহচর্য্যে রস-সাক্ষাৎকার বা আস্বাদন হয়।

ভাব—রস ও ভাবের প্রায়শঃ সাম্য হইলেও উভয়ের কিঞ্চিৎ ভেদ স্বীকার করা হয়। রসামৃতে বলিতেছেন (২।৫।১১৫) ভাবনায়াঃ পদং যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা। ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥ [পাশ্চাত্য-দেশে রসশাস্ত্র নাই বলিলেই হয়। ভাবকে ইংরেজীতে Feeling বা Emotion বলিলেও সঠিক তাৎপর্য্য-গ্রহণ হয় না। 'রসকুসুমাকর' গ্রন্থের সমালোচনায় রসকে যদিও Flavour ও Ralish বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও পূর্ববৎ তাৎপর্য্য-ক্ষুণ্ণতাই বর্ত্তমান থাকে।]

ভরতমুনি বলিয়াছেন 'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং সত্ত্বাদ্‌ ভাবাঃ সমুত্থিতাঃ।' রসানুভবের পক্ষে জন্মান্তরীণ সংস্কার সূক্ষ্ম ও সুপ্তভাবে বাল্যকালে থাকিলেও তাহার বিকাশ হওয়ার জন্য সামাজিকের (এবং অনুকার্য্যের) বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি বয়স ও অবস্থা-বিশেষের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভানুদত্ত 'রসতরঙ্গিণী' নামক স্বকৃত গ্রন্থেও বলিয়াছেন যে চিত্তের রসানুকূল কোনও বিকার বা অবস্থাবিশেষের নামই ভাব। এই বিকার দ্বিবিধ, (১) আন্তর ও (২) শারীর। স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব—শারীর বিকার। স্থায়ী ভাব মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকার এবং গৌণতঃ সাত প্রকার। সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্ত্বিক আট প্রকার। সামাজিকের (এবং অনুকার্য্যের) চিত্তে স্থায়ী ভাবের পরিপুষ্টতা অনুসারে অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের তরঙ্গ-প্রাবল্যের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

'স্থায়িভাব-সম্বন্ধে অলঙ্কার-কৌস্তুভে (৫ম) বলিয়াছেন—

আস্বাদাঙ্কুর-কন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ। রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া মতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্য পৃথক্তয়া। পৃথগ্‌বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাং॥

পূর্বোক্ত ১২টি ভাব অনুকূল উপকরণযোগে রসরূপে পরিণত হয় বলিয়া এবং সুস্থির অনবচ্ছিন্নভাবে শেয়

পর্য্যন্ত সেই সেই রসে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহাদিগকে স্থায়ী ভাব বলা হয়। এই দ্বাদশটি ব্যতীত অন্য কোনও ভাবই স্থায়ি-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে না। আবার ইহাদের মধ্যে স্থলবিশেষে একে অন্যের সঞ্চারীও হইতে পারে, যেমন মধুর রসে হাসাদি। 'রত্যাদয়োঽপ্যনিয়তে রসে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।' সাহিত্যদর্পণ (৩)। আলঙ্কারিকগণের মতে প্রবলভাবে অভিব্যক্ত সঞ্চারী, সামান্যভাবে ব্যক্ত স্থায়ী এবং দেবাদিবিষয়া রতিকে আপাততঃ '**ভাব**' বলে। *

সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। উদ্বুদ্ধমাত্রস্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ সাহিত্যদর্পণ (৩)

টীকা চ—পরমবিশ্রান্তিস্থানেন রসেন সহৈব বর্ত্তমানা অপি রাজানুগত-বিবাহপ্রবৃত্তভৃত্যবৎ আপাততঃ প্রাধান্যেনাভিব্যক্তা ব্যভিচারিণঃ, দেবগুরুনৃপাদিবিষয়া চ রতিঃ উদ্বুদ্ধমাত্রা বিভাবাদিভিরপরিপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাশ্চ স্থায়িনো ভাবা ভাবশব্দবাচ্যাঃ। আবার এইভাব যখন রসানুকূল কোনও অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্থায়ী ভাব। 'রসাবস্থঃ পরং ভাবঃ স্থায়িতাং প্রতিপদ্যতে।' রসাবস্থ ভাবের নামই স্থায়ী ভাব। ইহাই বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রস-রূপে পরিণত হয়। 'ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসরূপতাম্।' দধি যেমন খণ্ড মরীচাদির মিলনে রসালা হয়, ভাবও তদ্রূপ বিভাবাদিযোগে রস হয়। ইহা আংশিক সত্য বটে—কেননা

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রস-বর্জিতঃ। পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরুভয়ো রসভাবয়োঃ॥

এই ভাব ও রস উভয়ই মৃগমদ ও তদ্‌গন্ধবৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত। আলঙ্কারিকেরা ভাবকেও 'রসবিধ' বলেন—

রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ। সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ॥ রসনধর্ম্মযোগিত্বাদ্ভাবাদিষ্বপি রসত্বমুপচারাদিত্যভিপ্রায়ঃ—দর্পণ; 'ভাবা বিভাবজনিতা শ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ' রসামৃত। বিভাবেনোদ্ধতো যোঽর্থঃ……স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ—নাট্যশাস্ত্রে।

(১) **বিভাব**—কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ। রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ। বিভাবাঃ অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ ৪র্থ) লৌকিক জগতে রসের কারণ নায়কনায়িকাদি কাব্যে নাট্যে বর্ণিত হইলেই ইহাদিগকে বিভাব বলে, যথা নলদময়ন্তী। সামাজিকের স্থায়ী ভাবকে বিভাবিত করে বলিয়া ইহারা বিভাব। নায়ক নায়িকাদি আলম্বন; কৈশোর, বসন্ত, মলয়ানিল ইত্যাদি উদ্দীপন। 'তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ' রসামৃত (২।১।১৫)। তদুক্তমগ্নিপুরাণে—"বিভাবাতে হি রত্যাদি র্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধাঽঽলম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।" বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুর-প্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে—সাহিত্যদর্পণ। বিষয় ও আশ্রয়ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ।

(২) **অনুভাব**—অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ [রসামৃত ২।২।১]। অন্তরের ভাব বাহ্যদেশে প্রকটিত হইলে তাহাকে অনুভাব বলে। ইহা অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিকভেদে ত্রিবিধ। উজ্জ্বলনীলমণি অনুভাব-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) **সাত্ত্বিক**—কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ [রসামৃত ২।৩।১]॥ ইহা একপ্রকার অনুভাব-বিশেষ হইলেও শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া গোবলীবর্দ্দন্যায়ে ইহাদিগকে সাত্ত্বিক বলা হয়। স্তম্ভ, কম্পাদি অষ্ট প্রকার।

(৪) **ব্যভিচারী**—বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়া স্তে ব্যভিচারিণঃ॥ সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে [রসামৃত ২।৪।১-২]॥ যাহা বিশেষভাবে স্থায়ী ভাবের আনুকূল্য করে এবং স্থায়ী ভাব হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই নিমজ্জিত হয়—তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। সামাজিকের স্থায়ী ভাবকে সঞ্চারিত অর্থাৎ বৈচিত্রী প্রাপ্ত করাতে ইহার নামান্তর—সঞ্চারী। নির্বেদ, বিষাদ, গ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার।

* সাহিত্যকৌমুদ্যাঃ টীকায়াং কিঞ্চ—হাসাদয়ঃ কচিদ্ ব্যভিচারিণশ্চ স্যুঃ। যদুক্তং—শৃঙ্গার-বীরয়ো র্হাসো বীরে ক্রোধস্তথা মতঃ। শান্তে জুগুপ্‌সা কথিতা ব্যভিচারিতয়া পুনঃ॥ (৪।১৩) মূলে চ—রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ৪।১২। ভাবঃ প্রোক্ত, অঞ্জিতঃ প্রধানীভূতঃ।

বিভাবের দ্বারা যাহা সামাজিকের চিত্তে ভাবিত হয়—তাহা ভাব। ইহা সামাজিকগত; পক্ষান্তরে যাহাদ্বারা সামাজিকের চিত্তে ভাবের উন্মেষ ও আবির্ভাব হয়, তাহাকেও ভাব বলে—ইহা অনুকার্য্য বা মূল নায়ক-নায়িকাদিগত। এইরূপে অনুকার্য্য ও সামাজিক উভয়ের মধ্যে অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ বিদ্যমান আছে।

সামাজিকের স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বিভাবাদির মিলন-ব্যাপার সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণের টীকায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র-তর্কবাগীশ বলেন— তৃতীয়) (১) প্রথমতঃ কাব্যনাট্য-শ্রবণদর্শনাদি দ্বারা সামাজিকের চিত্তে বিভাব এবং অনুভাবের উপস্থিতি—(২) আক্ষেপে (ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ হেতু) সামাজিকের চিত্তে সত্বর সঞ্চারী ও স্থায়ী ভাবের আবির্ভাব। (৩) **সাধারণী-করণাখ্য** ব্যাপার-বলে দময়ন্তী নল রাজার বা আমার—এই ভাবে বিভাবাদি-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে সামাজিকের সাধারণ্য-প্রত্যয়। (৪) তৎপরে ব্যঞ্জনাদ্বারা অনুকার্য্যের সহিত সামাজিকের রস-সমানাকার-প্রত্যয়। (৫) স্বাদনাখ্য-ব্যাপার দ্বারা 'আমিই দময়ন্তী-বিষয়ক রতিমান্ নলরাজা' ইত্যাকার স্বীয় রসবাসিত চিত্তে রত্যাদি অভেদাত্মক এবং নিজেতে নায়কাভেদাত্মক রস-সাক্ষাৎকার সহৃদয় সামাজিকের ঘটিয়া থাকে। এই সাধারণ্য-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতে ও সাহিত্যকৌমুদীতে নাট্যশাস্ত্রের প্রমাণ ধৃত হইয়াছে।

শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণীকৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে॥

সাধারণ্যং চ স্বপর-সম্বন্ধনিয়মানির্ণয়ঃ। ভাবাদির স্বপরসম্বন্ধনিয়মের অনির্ণয়কে সাধারণ্য বলে *। নাট্যশাস্ত্রের (রসামৃত ২।৫।৮৪) টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন—"মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেব ইত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ॥" ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে যে নাট্যরসের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহার আস্বাদক প্রমাতা বা সামাজিক বিশেষভাবে দৃশ্য কাব্যের দর্শক বা প্রেক্ষক। দৃশ্যকাব্যের দর্শকমাত্রই যে প্রেক্ষক বা সামাজিক, তাহা নহে। ইহার মতে—

য স্তুষ্টে তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমুপৈতি চ। ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধে ভয়ে ভীতঃ স নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

এইরূপ শ্রব্যকাব্যেও হৃদয়বান্ শ্রোতা বা পাঠকই সামাজিক—

সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্ম-সন্নিভাঃ॥ (ধর্মদত্তঃ)

যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, তে হৃদয়-সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ (অভিনব গুপ্ত)। রসজ্ঞতৈব সহৃদয়ত্বমিতি (আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যঃ)।

যদি তু বিগলিতবেদ্যান্তরত্বমনুকর্ত্তৄণামপি দৃশ্যতে, তদা তেষামপি সামাজিকত্বমেব, অনুকরণন্তু সংস্কারবশাদেব জীবন্মুক্তানামাহার-বিহারাদিবৎ। তেন সামাজিকানামেব রসঃ (অলঙ্কারকৌস্তুভ—৫ম) অর্থাৎ অনুকর্ত্তা শিক্ষা ও অভ্যাসাদিবশতঃ নাট্যে কুশলতা প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাতে রসাস্বাদন হয় না—ইহাই প্রাথমিক নিয়ম। অনুকর্ত্তৃগণেরও কদাচিৎ বাহ্যবৃত্তিলোপ হয়, তখন তাহারাও সামাজিক হইতে পারে, তাদৃশ ভাবাপন্ন নটের ঐরূপ অনুকরণ কিন্তু জীবন্মুক্তের আহারবিহারবৎ সংস্কারবশতঃই সম্পন্ন হয়, বলিতে হইবে। এতদ্দ্বারা **সামাজিকগণেরই রসাস্বাদন** হয়—ইহাই প্রমাণীকৃত হইল।

অলঙ্কারকৌস্তুভ—(৫ম) ভক্তিরসের উদাহরণ দিতেছেন—

জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন-মদন নন্দাত্মজ বিভো প্রিয়াভীরীবৃন্দারিক-নিখিলবৃন্দারকমণে!
চিদানন্দস্যন্দাধিকপদারবিন্দাসব নমো নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্দায় মহতে॥

অত্র দেববিষয়ত্বাচ্চেতোরঞ্জকতা রতিরেব ভাবঃ। স এব স্থায়ী, আলম্বনং শ্রীকৃষ্ণঃ, উদ্দীপনং তন্মহিমাদি, অনুভাবো হৃদয়দ্রবাদিঃ, ব্যভিচারী নির্বেদ-দৈন্যাদিঃ, পরোক্ষো ভক্তানাং, সামাজিকানাস্তু প্রত্যক্ষঃ। এই উপক্রমণিকার পরে এক্ষণে আমরা ভক্তিরসনির্ণায়ক গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের বিভাগক্রমে স্থূল পরিচয় দিতেছি। +

---

* সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎপ্রতীয়তে। পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ॥ সাহিত্যদর্পণ (৩)।

+ অলঙ্কার শাস্ত্রের গবেষণা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় Dr. M. Krishnamachariar-কর্ত্তৃক বিরচিত Classical Sanskrit Litt. pp 723-809 এবং History of Skt. Poetics by Dr. S. K. De দ্রষ্টব্য।

(ক—রসগ্রন্থ) শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭-১৫০০ শকাব্দা)

১। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী

(১) **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু** ঃ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপায়-প্রদর্শক, ইহার মর্ম্মানুসারে জীবনের কার্য্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দবৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাতে ভক্তিরূপা উচ্চতমা চিদ্‌বৃত্তির ধর্ম কর্মাদি বিশেষ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ভক্তিরূপা চিদ্‌বৃত্তির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস বিরলপ্রচার। বিষয় বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কবিত্ব, সূক্ষ্ম দার্শনিকত্ব, শ্রেষ্ঠতম সাধনভজনের উপায়-প্রদর্শকত্বাদি একধারে দেখিতে ইচ্ছা হইলে গ্রন্থানুশীলনই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা বৈষ্ণবীয় ভজনের বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধন যে অতীব সরস ও পবিত্রতার সুদৃঢ়তম ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই গ্রন্থপাঠে তাহাই বিনিশ্চিত হইবে। সাধনার প্রথমে কি প্রকারে অসংযত চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া বৈধী ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবচ্চরণে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কিপ্রকারে চিত্ত সুনির্মল হইয়া শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতিই বা কিপ্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনকেই একমাত্র সুখকররূপে প্রতিভাত করায়- এই গ্রন্থরত্নে তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি কিপ্রকারে ভাবভক্ত্যাদিতে সঞ্চারিত হয়, কিপ্রকারে সাধক ব্রজভাব-লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়; ভাব, অনুভাব, বিভাবাদির স্বরূপ,—এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কিপ্রকারে আমরা স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের ভজন-পথে এই সকল রসশাস্ত্রের বিষয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, সেই আনন্দলীলাময় বিগ্রহের স্বরূপ, গুণাদি বহু বহু বিষয় আমরা এই গ্রন্থে জানিতে পারি। এক কথায় ইহাকে শ্রীগৌড়ীয়রসসাহিত্যকল্পতরুর সর্বোৎকৃষ্ট 'গলিত ফল' ও ভক্তিরসের বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও ভক্তিরস-সম্বন্ধি এই বিরাট গ্রন্থে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ আছে। 'স্থায়িভাবোৎপাদন'-নামক পূর্ববিভাগে সামান্য, সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিবিভেদে চারিটী লহরী বর্ত্তমান। 'ভক্তিরসসামান্য-নিরূপণ, নামক দক্ষিণবিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়িভাব ভেদে পাঁচ লহরী। 'মুখ্যভক্তিরস-নিরূপণ' নামক পশ্চিম বিভাগে শান্ত, প্রীতিভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্যভক্তিরস ও মধুরভক্তিরস—এই পাঁচ লহরী এবং 'গৌণভক্তিরসাদি-নিরূপণ' নামক উত্তর বিভাগে ক্রমশঃ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎসভক্তিরস, মৈত্র-বৈরস্থিতি এবং রসাভাস—এই নয়টি লহরী বর্ত্তমান আছে।

এই গ্রন্থে মোট ২১৪১ শ্লোক আছে, ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত। এই গ্রন্থের তিনটী টীকা আছে (১) শ্রীপাদ শ্রীজীব-কৃতা **'দুর্গমসঙ্গমনী'**, (২) শ্রীমন্ মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃতা **'অর্থরত্নাল্পদীপিকা'** এবং (৩) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা **'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী'**।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত যেন বীজরূপে নিহিত আছে। **ভক্তির লক্ষণ**—গৌড়ীয় ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতে বলিয়াছেন—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে'॥ ইহার প্রমাণস্বরূপে পাঞ্চরাত্রশ্লোক—"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" তৎপরে ভাগবতের (৩।২৯।১৩-১৪) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈক্যমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি

প্রেমের লক্ষণ ভক্তিরসামৃতে—(১।৪।১)

'সম্যঙ্‌ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥'

প্রমাণ-স্বরূপে নারদপঞ্চরাত্র—

'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥'

গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ—শ্রীরূপের ভক্তিলক্ষণ যে সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝা যায়। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নারদীয়ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্য্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে শ্রীরূপের লক্ষণই অপেক্ষাকৃত উত্তম। নারদীয়ভক্তিসূত্রের ভক্তিলক্ষণ—'স কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা।' 'সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা' [৪র্থ-অনু] শাণ্ডিল্যসূত্রে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' তুলনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীরূপের 'কৃষ্ণ' শব্দ—পাঞ্চরাত্রের 'হৃষীকেশ' শব্দ এবং ভাগবতের 'পুরুষোত্তম' শব্দ হইতে উত্তমভাবের ব্যঞ্জক। প্রেমলক্ষণে তাঁহার 'সম্যক্‌ মসৃণিত' এবং 'অতিশয়াঙ্কিত' শব্দদ্বয় পাঞ্চরাত্রের 'অনন্যমমতা' এবং 'সঙ্গতা মমতা' শব্দদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত হৃদয়গ্রাহী। নারদসূত্রের 'কস্মৈ' শব্দ এবং শাণ্ডিল্যসূত্রের 'ঈশ্বর' শব্দ হইতে শ্রীগোস্বামিপ্রভুর 'কৃষ্ণ' শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরস-ব্যঞ্জক। পুনরায় ভক্তিলক্ষণে পাঞ্চরাত্রের 'সেবন' শব্দে কেবল সেবার কথা আছে, কিন্তু শ্রীরূপ সেই স্থলে 'আনুকূল্য' শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটিকে আরও উত্তম করিয়াছেন। এইরূপে যত নিষ্পেষণ করা যাইবে, ততই শ্রীগোস্বামিপাদের লক্ষণে মাধুর্য্যাধিক্য অনুভূত হইবে।

গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী ভাব :—রামানুজাচার্য্য 'বেদার্থসার-সংগ্রহে' মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। বিষ্ণুরারাধ্যতে যেন নান্যত্তত্তোষকারণং ॥' বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ইহাকে 'বাহ্য' বলিয়াছেন—গৌড়ীয় ভক্তির তুলনায় মোক্ষোপায়রূপে রামানুজের অনুমোদিত ভক্তি— নিতান্ত বাইরের কথা বা সর্বপ্রথম সোপান।" *

"গৌড়ীয়মতে ভক্তির বিশেষ পরিচয় :—শ্রীরূপ ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহার পরও আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবান্তর বিভাগের সাধ্যসাধন-ভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে এই সিদ্ধান্তের কোনদিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে—তাহা বুঝা যায় না।" +

"শান্তাদি পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ-প্রভৃতির জন্য শ্রীগোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন যে ইহার সম্বন্ধে আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা ভক্তি সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ত্রুটি রাখেন নাই—এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়।" ‡

বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে **হিন্দী ভক্তমাল**—যো ভাব ঔর প্রেম উস্‌ দেশ কে রহনেবালোঁ কা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা শকতা। অব্‌ ভী বৃন্দাবনমে আধে বেহী লোক হৈঁ। ভগবৎ-ভজন ঔর কীর্ত্তনমে রহতে হৈঁ॥

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ :—[দর্শন-শাখায় শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভে ৪৮-৬৬ পৃষ্ঠায় অভিধেয়-ভক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এস্থলে কেবল বিষয়-বিভাগ দেখাইব ; বিচারাদি প্রায় একরূপই বলিয়া এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।]

অখিলরসামৃতসিন্ধু **শ্রীকৃষ্ণকে** কেন্দ্র করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশভেদসমূহেও নিখিল অপ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং শ্রীরাধিকাই পরদেবতা। শ্রীচৈতন্যদেবই গ্রন্থরচনায় প্রয়োজক কর্ত্তা। **অধিকারী**—মুক্তি-স্পৃহাবর্জিত কর্মজ্ঞানবিচারশূন্য ভক্তগণই এ গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। **পূর্ববিভাগে—(প্রথম লহরী)** অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম-যোগাদিদ্বারা অনাবৃত, অনুকূলতাময় শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তি দ্বিধা—শুদ্ধা ও অশুদ্ধা। উত্তমা ভক্তিই শুদ্ধা, অশুদ্ধা—অন্যাভিলাষ-যুক্তা,

---

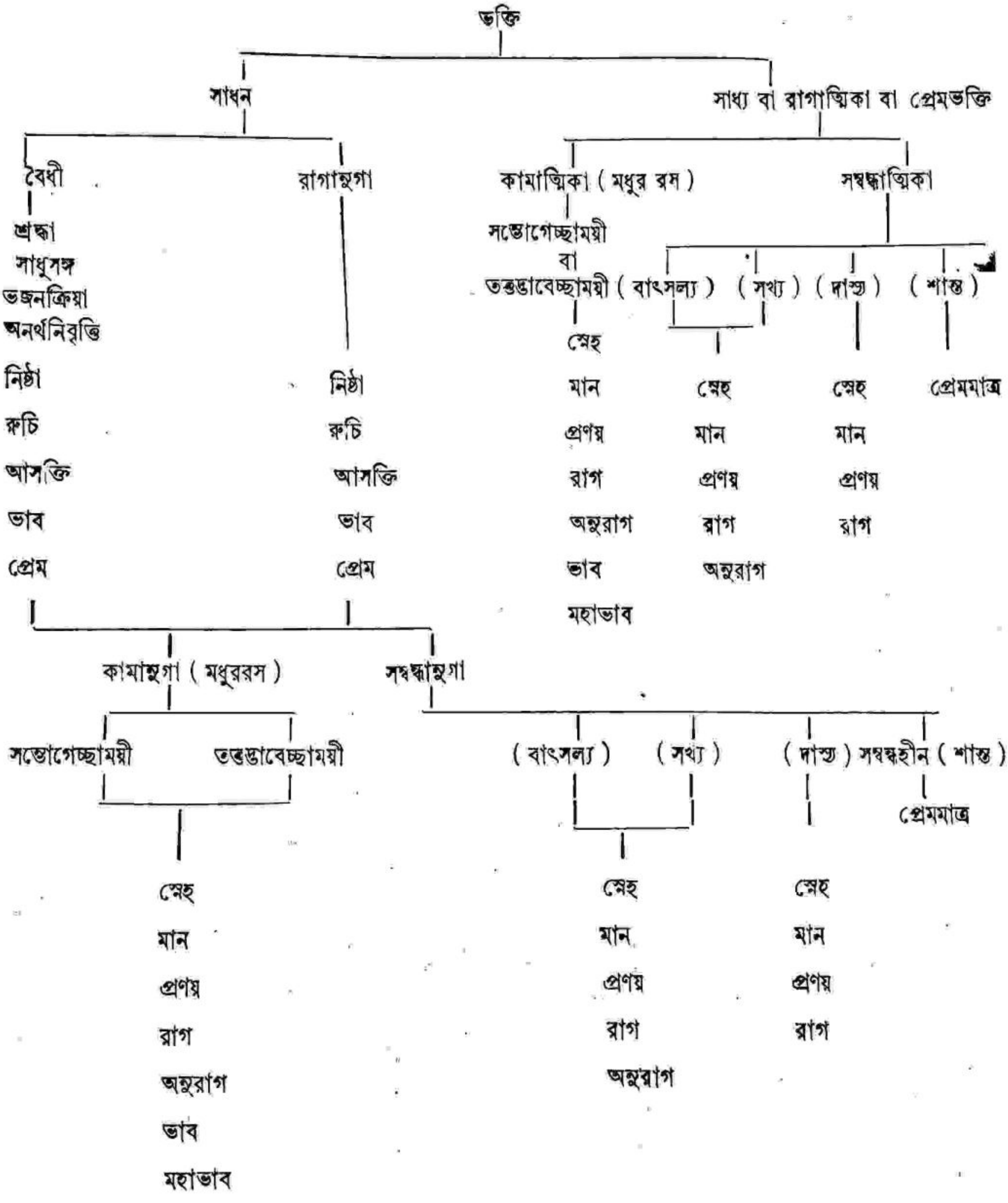
* আচার্য্যশঙ্কর ও রামানুজ—(৮৯৩-৮৯৭ পৃঃ) + আচার্য্যশঙ্কর ও রামানুজ—(৮৯৮ পৃঃ) ‡ ঐ (৯০৩ পৃঃ)

কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগতপস্যাদিমিশ্রা। শুদ্ধা ভক্তি ত্রিবিধা, (১) সাধনভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। সাধনভক্তির উদ্‌গমে ইহা ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তির উদয়ে মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা এবং প্রেমভক্তির উদয়ে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। (**দ্বিতীয় লহরী**)-কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়জব্যাপারদ্বারা উহার আবির্ভাব হয় বলিয়া প্রথমাবস্থাকে **সাধন ভক্তি** বলা হয়। ইহা দ্বিবিধা—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। অধিকারী-অনুসারে বৈধী সাধনভক্তিও তিনপ্রকার—(ক) উত্তম, (খ) মধ্যম ও (গ) কনিষ্ঠ। এই সাধনভক্তির ৬৪ অঙ্গ। অন্বয়ভাবে ১০—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষা, (৩) বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরুসেবা, (৪) সাধুমার্গানুগমন, (৫) সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, (৬) কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগাদিত্যাগ, (৭) ভক্তিতীর্থে বাস, (৮) যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ, (৯) হরিবাসর সম্মান এবং (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্রপ্রভৃতির সম্মানদান। ব্যতিরেক-ভাবে ১০—(১) বহির্মুখ-সঙ্গত্যাগ, (২) অনধিকারী শিষ্যকরণ-ত্যাগ, (৩) ভক্তিগ্রন্থব্যতীত অন্য বহু শাস্ত্রাভ্যাস-বর্জন, (৪) বহ্বাড়ম্বর-ত্যাগ, (৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (শোকাদির অবশীভূততা), (৭) অন্যদেবাদির নিন্দাপরিহার, (৮) অন্যজীবের উদ্বেগ না দেওয়া, (৯) সেবা ও নামাপরাধ-বর্জন এবং (১০) কৃষ্ণ ও ভক্তগণের নিন্দাবিদ্বেষাদি শ্রবণ না করা। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণাদি ভগবদ্ধামে বাসান্ত ৪৪টি অঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা। [এই ৪৪টি অঙ্গের বিবৃতি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না]। বৈরাগ্য দুই প্রকার—যুক্ত ও ফল্গু। একাঙ্গা ও অনেকাঙ্গা হিসাবে ভক্তির দুই ভাবে অনুষ্ঠান-প্রথা আছে। সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ ৬৩ ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ নয়টি বিভাগ—(১) **শ্রবণ**—পরীক্ষিতে, (২) **কীর্ত্তন**—শুকদেবে, (৩) **স্মরণ**—প্রহ্লাদে, (৪) **পাদসেবন**—লক্ষ্মীতে, (৫) **অর্চন**—পৃথুতে, (৬) **বন্দন**—অক্রূরে, (৭) **দাস্য**—হনূমানে, (৮) **সখ্য**—অর্জ্জুনে এবং (৯) **আত্ম-নিবেদন**—বলিতে দৃষ্ট। অনেকাঙ্গা ভক্তির যাজন—শ্রীভরতে লক্ষিত। সেবাপরাধ—আগমশাস্ত্রমতে ৩২, আবার বরাহপুরাণাদিমতে—৪০। **নামাপরাধ**—দশ (১) সাধুনিন্দা, (২) শিবকে বৈষ্ণবোত্তম না জানিয়া স্বতন্ত্র দেবতাবুদ্ধি, (৩) শ্রীগুরুতে প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা, (৫) নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনা, (৬) নামে কল্পিতত্ব-বুদ্ধি, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) ধর্ম্মব্রতাদির সহিত নামের সাম্যমনন, (৯) অশ্রদ্ধালু, বিমুখকে নামোপদেশ এবং (১০) নামমাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে অনুরাগাভাব। রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা-ভেদে দ্বিবিধা। কামরূপা—ব্রজদেবীগণে, কামপ্রায়া কিন্তু কুব্জাতে। সম্বন্ধরূপা—শ্রীনন্দযশোদাদিতে। রাগানুগা সাধনভক্তিও সুতরাং কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা-ভেদে দ্বিবিধা। কামানুগা দ্বিবিধা—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ী। সম্বন্ধানুগা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে চতুর্বিধা। (**তৃতীয় লহরীতে**)—ভাবভক্তি তিনপ্রকারে আবির্ভূত হয়—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদজ ও (৩) ভক্তপ্রসাদজ। প্রথমটিতে বৈধ ও রাগানুগ দুই ভেদ। দ্বিতীয়টি তিন প্রকারে হয়—বাচিক, দর্শনজ ও হার্দ। ভাবোদয়ের লক্ষণ—(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি ও (৯) কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি। ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা থাকিলে বাহিক ভাবের আকৃতি-প্রদর্শনেও প্রকৃত রতি হয় না—উহাকে **রত্যাভাস** বলে। উহা প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে দুই প্রকার। (**চতুর্থ লহরীতে**)—প্রেমভক্তি দ্বিবিধ—ভাবোত্থ ও শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রসাদোত্থ। প্রথমটির দুইভেদ—বৈধ ও রাগানুগা এবং দ্বিতীয়টিও মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল মাধুর্য্যময়-হিসাবে দুই প্রকার। প্রেমোদয়ের **প্রাপ্তিকক্রম**—(১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজন ক্রিয়া, (৪) অনর্থনিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮) ভাব ও (৯) প্রেম।

দক্ষিণবিভাগ (**প্রথমলহরীতে**) বিভাব প্রথমতঃ আলম্বন ও উদ্দীপনরূপে দ্বিবিধ, আলম্বন—বিষয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও আশ্রয় (কৃষ্ণভক্ত), **শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বৈশিষ্ট্য**—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসুলক্ষণযুক্ত, (৩) রুচির, (৪) মহাতেজা, (৫) বলীয়ান্, (৬) কিশোরবয়স্ক, (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ,

(১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) সরল, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভঙ্কর, (৪২), প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) সকলের অনুরাগভাজন, (৪৫) সাধুপক্ষাশ্রিত, (৪৬) নারীগণমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্, ও (৫০) ঐশ্বর্য্যশালী। এই পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপেই আছে। অন্য পাঁচটি গুণ শিবাদি দেবতায় অংশতঃ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভাবেই বিরাজমান—(১) সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) স্বচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও (৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিত। নারায়ণাদি স্বরূপেই কেবল বর্ত্তমান পাঁচটি গুণ—(১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ, (৩) অবতারাবলীবীজ, (৪) হতশত্রুদের গতিদায়ক এবং (৫) আত্মারামগণাকর্ষী। এতদতিরিক্ত চারিটী গুণ অন্য কোনও স্বরূপেই নাই—(১) সর্বলোক চমৎকারকারী **লীলা**কল্লোল-সমুদ্র, (২) অতুলনীয় শৃঙ্গার-**প্রেমের** শোভাবিশিষ্ট-প্রেষ্ঠগণযুক্ত, (৩) ত্রিজগতের মনোমোহিনী মুরলী গীতকারী ও (৪) অসমোর্দ্ধ্ব-**রূপ**-মাধুর্য্যশালী। আশ্রয়াবলম্বন শ্রীরাধার ২৫ গুণ—[উজ্জ্বলে ৪।১১-১৮ শ্লোকে বর্ণিত হইলেও এস্থলে সূচিত হইতেছে] (১) মধুরা, (২) নববয়াঃ, (৩) চঞ্চলকটাক্ষা, (৪) উজ্জ্বলস্মিতযুক্তা, (৫) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, (৮) রম্যবাক্, (৯) নর্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যশালিনী, (১৭) গাম্ভীর্য্যযুক্তা, (১৮) সুবিলাসময়ী, (১৯) মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, (২০) গোকুলপ্রেমবসতি, (২১) নিখিল জগতে উদ্দীপ্তযশোমণ্ডিতা, (২২) গুরুগণের পরম স্নেহপাত্রী, (২৩) সখীপ্রণয়াধীনা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা। গুণ-প্রকটনের তারতম্যে শ্রীহরিও (১) পূর্ণ, (২) পূর্ণতর ও (৩) পূর্ণতম ত্রিবিধ আখ্যাপ্রাপ্ত হন। লীলাভেদে তিনি (১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত, (৩) ধীরশান্ত ও (৪) ধীরোদ্ধত—এই চতুর্ভেদবিশিষ্ট হন। শ্রীহরিতে সত্ত্বভেদ অষ্ট গুণ—(১) শোভা, (২) বিলাস, (৩) মাধুর্য্য, (৪) মাঙ্গল্য, (৫) স্থৈর্য্য, (৬) তেজঃ, (৭) ললিত ও (৮) ঔদার্য্য। **সহায়**-মধ্যে কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ—সাধক ও সিদ্ধ। সিদ্ধগণের দুই ভেদ—(১) সম্প্রাপ্তসিদ্ধ ও (২) নিত্যসিদ্ধ। প্রথমটি আবার—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। **উদ্দীপন**—গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধনভেদে ত্রিবিধ। গুণও ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। চেষ্টা—রাসাদি লীলা ও অসুরবধাদি। প্রসাধন—বসন, আকল্প ও মণ্ডনাদি। (**দ্বিতীয় লহরীতে**) অনুভাব—চিত্তস্থ ভাবের অববোধক বাহিক ক্রিয়াবিশেষ। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, ক্রোশন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘ নিশ্বাস, লালাস্রাব, অট্টহাস্য ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। রক্তোদ্গম অতি বিরল। (**তৃতীয়**)—সাত্ত্বিক ভাবাবলী—(১) স্নিগ্ধা, (২) দিগ্ধা ও (৩) রুক্ষা। (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয়ভেদে অষ্ট সাত্ত্বিক। সত্ত্বমূলক এই ভাবাবলি বৃদ্ধির তারতম্যে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই সূদ্দীপ্ত হয়। চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাস—(১) রত্যাভাসভব, (২) সত্ত্বাভাসজ, (৩) নিঃসত্ত্ব ও (৪) প্রতীপ। (**চতুর্থ**)—ব্যভিচারী (১) নির্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জড়তা, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধ। ভাবলীলার ৪ দশা (১) ভাবসন্ধি, (২) ভাবশাবল্য, (৩) ভাব-শান্তি ও (৪) ভাবোৎপত্তি। (**পঞ্চম**)—স্থায়িভাব—রস মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ—মুখ্য পঞ্চপ্রকার—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। গৌণ সপ্ত প্রকার—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাব-কদম্ব যথাযথ মিশ্রিত হইয়া রসহয়।

সপরিকর ভক্তি-বৈশিষ্ট্য (১৮৯ পৃঃ)



পশ্চিম বিভাগে—প্রথম হইতে পঞ্চম লহরীতে শান্তাদি মুখ্য পঞ্চরসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগের সন্নিবেশ-প্রণালী প্রায়ই সমান বলিয়া চিত্রে তাহা নিবদ্ধ হইতেছে।

রস	স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিকবিকার	সঞ্চারিভাব	মন্তব্য
শান্ত	শান্তি	শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধি	চতুর্ভুর্জ নারায়ণমূর্ত্তি	আত্মারাম তাপস	উপনিষৎশ্রবণ, নির্জনস্থানে বাস, বিষয়-ক্ষয়কামনা বিশ্বরূপদর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র-ভক্তগণের সঙ্গ ইত্যাদি	নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূত-চেষ্টা, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, মৌন, নিরহঙ্কার, দ্বেষ-রাহিত্য, জৃম্ভা ও অঙ্গমোটনাদি	প্রলয় (ভূপতন) ব্যতীত স্তম্ভাদি	নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্কাদি	শান্তরতি সমা ও সান্দ্রা-ভেদে দুই প্রকার, প্রথমটী অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে এবং দ্বিতীয়টি নির্বিকল্প সমাধিতে
দাস্য বা প্রীতি (১) সম্ভ্রমপ্রীতি	দাস্য	সেবা	গোকুলে দ্বিভুজকৃষ্ণ অন্যত্র কখনও দ্বিভুজ কখনও চতুর্ভুর্জ	(১) অধিকৃত ব্রহ্মাশিবাদি (২) আশ্রিত কালিয়াদি (৩) পার্ষদ উদ্ধবাদি (৪) অনুগত	মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন গুণশ্রবণাদি	নির্দিষ্ট স্বকার্য্যকরণ, আজ্ঞা-পালন, কৃষ্ণ-প্রণত জনের প্রতি মৈত্রী, নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর, সুহৃদ্ বর্গের প্রতি আদর, অন্যত্র বিরাগ	স্তম্ভাদি অষ্ট	হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা প্রভৃতি	(২) আশ্রিত দাস—শরণাগত, জ্ঞানিচর, ও সেবানিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। (৪) অনুগত দাস—পুরস্থিত সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্বাদি এবং ব্রজস্থিত—রক্তক পত্রকাদি
(২ গৌরবপ্রীতি	গৌরবপ্রীতি	সেবা	মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও পালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ	লাল্যবর্গ	শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি	নীচাসনে উপবেশন, স্বেচ্ছাচার-ত্যাগ, প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, নিজ প্রাণব্যয়েও আজ্ঞাপালন, অধোবদনতা, স্থিরতা, কাস-হাসাদি-বর্জন ইত্যাদি	স্তম্ভাদি অষ্ট	পূর্ববৎ	লাল্যবর্গ—(১) কনিষ্ঠলাল্য সারণ, গদ প্রভৃতি এবং পুত্রাভিমানী প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি
সখ্য রস বা প্রেয়োভক্তিরস	সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ-রতি	সম্ভ্রম-রাহিত্য	দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীনন্দ-নন্দন	কৃষ্ণবয়স্যগণ (১) পুরস্থ অর্জ্জুনাদি (২) ব্রজস্থ শ্রীদামাদি	কৃষ্ণবয়স, রূপ, বেণু, পরিহাস, পরাক্রমাদি	বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, আসন, দোলা, জলকেলি, বানরাদি সহ খেলা নৃত্যগীতাদি	স্তম্ভাদি অষ্ট দাস্য হইতে অধিকতর স্ফুরিত	দাস্য হইতে অধিকতর	(১) ব্রজসখাগণ—সুহৃদ, বলভদ্রাদি। সখা—দেবপ্রস্থাদি প্রিয়সখা—শ্রীদামাদি প্রিয়নর্মসখা—উজ্জ্বল সুবলাদি
বৎসল	বাৎসল্য	স্নেহ	নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ	কৃষ্ণের গুরুবর্গ শ্রীনন্দ যশোদা রোহিণী, মান্যা গোপীগণ, দেবকীবসুদেব, কুন্তী, সান্দীপনি	কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, চাপল্য হাস্য প্রভৃতি	মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন পালন হিতোপদেশদান চুম্বন, আলিঙ্গন, তিরস্কার প্রভৃতি	স্তম্ভনাদি অষ্ট দুগ্ধক্ষরণ সহিত নয়টি	বাৎসল্যোচিত সমস্ত ব্যভিচারী ও তৎসহ অপস্মার	
মধুর	প্রিয়তা	অঙ্গসঙ্গদান	নাগর শ্রীকৃষ্ণ	ব্রজদেবীগণ (শ্রীরাধা)	মুরলীধ্বনি প্রভৃতি	কটাক্ষাদি, হাস্যাদি	সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই উদ্দীপ্ত	আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারী ভাব সকল	

উত্তর বিভাগে--প্রথম হইতে সপ্তম লহরী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস প্রভৃতি গৌণ সপ্ত রসের বিচার-বিশ্লেষণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। **অষ্টম** লহরীতে রসসমূহের মৈত্রী, বৈর ও স্থিতি-বিষয়ক বিচার করা হইয়াছে। তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

রসের নাম	মিত্র	শত্রু	তটস্থ	মন্তব্য
১। শান্ত	দাস্য, বীভৎস, ধর্ম-বীর ও অদ্ভুত	মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক	মিত্র ও শত্রুভাবে উদাহৃত রস ব্যতীত অন্যত্র	
২। দাস্য	বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর	মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র	...	...
৩। সখ্য	মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর	বৎসল, বীভৎস রৌদ্র ও ভয়ানক	...	...
৪। বাৎসল্য	হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক	মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র	...	...
৫। মধুর	হাস্য ও সখ্য	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক	...	কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও দানবীরকে মিত্র, কেহ বা শত্রু মনে করেন।
৬। হাস্য	বীভৎস, মধুর সখ্য ও বৎসল	করুণ ও ভয়ানক	...	
৭। অদ্ভুত	বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর	রৌদ্র ও বীভৎস	...	
৮। বীর	অদ্ভুত, হাস্য দাস্য ও সখ্য	ভয়ানক ও শান্ত	...	কোনও কোনও মতেই মাত্র শান্তকে বিপক্ষ বলে।
৯। করুণ	রৌদ্র ও বৎসল	হাস্য, শৃঙ্গার ও অদ্ভুত	...	
১০। রৌদ্র	করুণ ও বীর	হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক	...	
১১। ভয়ানক	বীভৎস ও করুণ	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র	...	
১২। বীভৎস	শান্ত, হাস্য ও দাস্য	শৃঙ্গার ও সখ্য	...	

রসমিশ্রণ—শ্রীবলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য তিনটি মিশ্রিত ; যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমের সখ্য ও বাৎসল্য, অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য, নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য। উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য, অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য, অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। অঙ্গী রস মুখ্য বা গৌণ হইলেও অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান এবং অঙ্গরস অঙ্গী রসেরই পোষণকারী। মন্তব্য এই যে অঙ্গী রসে অঙ্গরস অধিক আস্বাদের হেতু হইলেই তাহা অঙ্গ হইবে, নচেৎ তাহার মিলনে কোনই ফল হয় না। রসের সহিত বিপরীত রস মিলিলে বিরসতাই আনয়ন করে। এরূপ রসবিরোধই **রসাভাস।** তবে কোনও স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ শিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস-সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতাই সমর্পণ করে। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ-ভাবসমূহের মিলনে বিরোধ হয়ই না।

নবম লহরীতে—রসাভাস তিন প্রকার (১) উপরস, (২) অনুরস ও (৩) অপরস ; (১) উপরস—স্থায়িবৈরূপ্য

বিভাব-বৈরূপ্য ও অনুভাব-বৈপরীত্যেই সম্ভবপর। (২) অনুরস—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জিত হইলে হাস্যাদি সপ্তগৌণ রস অনুরস হয়। (৩) অপরস—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হয়, তবে অপরস হয়। স্থায়িবিরূপত্বে শান্তরসাভাস—শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্ম হইতেও চমৎকারাতিশয় না হইলে, দাস্য-রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে কোনও দাসের অতিধৃষ্টতা প্রকট হইলে, সখ্যরসাভাস—সখাদ্বয়ের মধ্যে একের সখ্য ও অন্যের দাস্যভাব হইলে, বাৎসল্য-রসাভাস—পুত্রাদির বলাধিক্যবোধে লালনাদি না করিলে, এবং মধুর-রসাভাস—নায়ক-নায়িকামধ্যে একের রতি-সম্পাদনে ইচ্ছা, অথচ অন্যের তাহা না থাকিলে। এইরূপ হাস্যাদি গৌণরস সমূহও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধহীন হইয়া উপরস হয়।

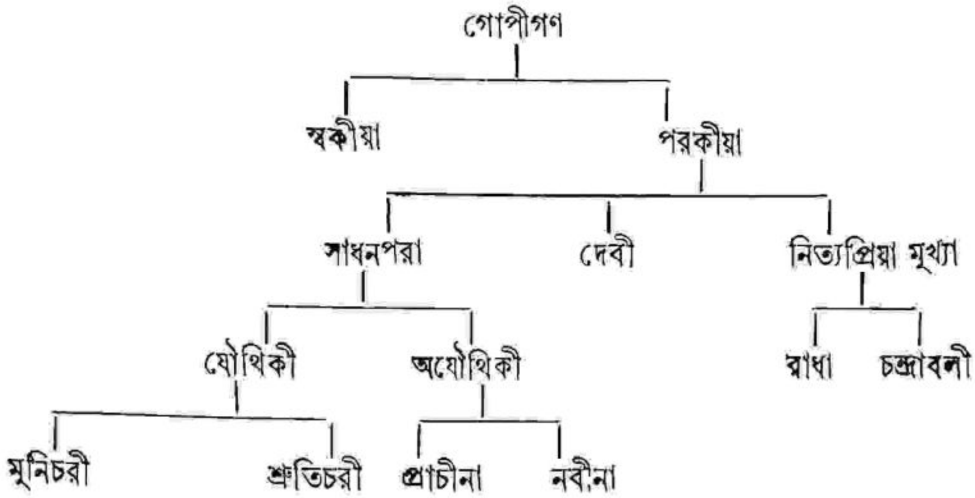
(২) **উজ্জ্বলনীলমণিঃ**—শ্রীপাদ-শ্রীরূপ-বিরচিত অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুররসের বিজ্ঞান শাস্ত্র। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃতেরই উত্তরাংশ, গোপীভজনের বিশালভাবে পরিপূর্ণ। প্রেমরসময় শ্রীগোবিন্দের ভজন করিতে হইলে গোপীআনুগত্যে আদর, সোহাগ ও মাধুর্য্যাদি লইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হয়। গোপীদের প্রেমানুরাগ বা প্রেমমাধুরী ইহলোকে সুদুর্লভ হইলেও, তাঁহাদের প্রীতির কথা ভাষায় প্রস্ফুটিত না হইলেও, পূজ্যপাদ শ্রীরূপচরণ ইহাতে সেই অত্যুজ্জ্বল ব্রজরসের যে আভাসচ্ছায়া প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়াও চরিতার্থ হইতে পারি। করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মাদৃশ নারকীয় জীবের জন্য শ্রীরূপপাদের লেখনী-ফলকে যে অতুলনীয় অমূল্য সুধাভাণ্ডার নিহিত করিয়াছেন—আমরা সেই পীযূষসমুদ্রের কণামাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও ত্রিতাপজ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য গোপীগণের হৃদয়ের ভীষণ বেগ, প্রগাঢ় প্রবল আকর্ষণ, এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে অতিসুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় তাঁহাদের হৃদয়ে অনুরাগ-স্রোত কি প্রকারে শত শত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া উচ্ছলিত হয়—এই গ্রন্থে তাহারই সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের হাব-ভাব-হেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি-কিলকিঞ্চিতাদি, উদ্ভাস্বর-আলাপ-বিলাপাদি, স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি, নির্বেদ-বিষাদ-দৈন্যাদি, ভাবসন্ধি-ভাবশাবল্যাদি, নিমেষাসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতাহৃদ্‌বিলোড়ন-কল্পক্ষণত্বাদি, অধিরূঢ়-মাদন-মোদন-মোহনাদি, দিব্যোন্মাদ-উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি, বিপ্রলম্ভ-পূর্বরাগ-লালসা-উদ্বেগাদি, প্রেমবৈচিত্ত্য-মান-সম্ভোগ-রাস প্রভৃতি বিষয় **পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে** বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও পরিবেশিত হইয়াছে। উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা প্রেমভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রের **বেদ** বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ

নায়কভেদ-প্রকরণে—উজ্জ্বলরসে নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার বা নারায়ণ এই উজ্জ্বলরসের নায়ক হইতে পারেন না। প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার—(১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীর-ললিত, (৩) ধীরোদ্ধত ও (৪) ধীরশান্ত। ইহারা প্রত্যেকেই পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণভেদে বার প্রকার। ইহারাও আবার পতি ও উপপতিভেদে চব্বিশ প্রকার, ইহারাও পুনঃ অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে ছিয়ানব্বই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই ৯৬ প্রকার নায়কগুণ ব্রজলীলায় বিরাজমান।

(২) **সহায়ভেদ-প্রকরণে**—নায়ক-সহায় পাঁচ প্রকার—(১) চেট, (২) বিট, (৩) বিদূষক, (৪) পীঠমর্দ ও (৫) প্রিয়নর্ম সখা। দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং (বংশী), ও আপ্তদূতী (বীরাবৃন্দাদি)।

(৩) **শ্রীহরিপ্রিয়া-প্রকরণে**—প্রথমতঃ নায়িকার দ্বিবিধ ভেদ (১) স্বকীয়া ও (২) পরকীয়া; কাত্যায়নী-ব্রতপরা যে সকল গোপকন্যার সহিত গান্ধর্ববরীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাই স্বকীয়া। তদ্‌ব্যতীত ধন্যাদি গোপকন্যাগণই পরকীয়া। এই অনূঢ়া কন্যারা পিতৃপালিতা হইলেও শ্রীহরির বল্লভাই। পরোঢ়া গোপীগণ ত্রিবিধ—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। সাধনপরাও আবার দুই প্রকার—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীগণ মুনিচরী ও শ্রুতিচরী হিসাবে দ্বিবিধ। নিত্যপ্রিয়াগণ রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি।



(৪) **শ্রীরাধা-প্রকরণে**—চন্দ্রাবলী হইতেও শ্রীরাধার সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যেহেতু শ্রীরাধা সর্বশক্তিবরীয়সী ও হ্লাদিনীসার-ভাবরূপা। তিনি সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা এবং দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান ২৫টি গুণ—মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গী, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা প্রভৃতি পূর্বে ভক্তিরসামৃতে (১৯০ পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইয়াছে। ইঁহার সখীগণ পঞ্চবিধ—(১) সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি, (২) নিত্যসখী—কস্তুরী ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি; (৩) প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি; (৪) প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা ও মদনালসা প্রভৃতি এবং (৫) পরমপ্রেষ্ঠসখী—ললিতা বিশাখাদি অষ্ট।

(৫) **নায়িকাভেদ-প্রকরণে**—প্রাকৃত পরোঢ়া রমণীর হেয়ত্ব, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী গোপীগণের পরোঢ়াত্ব শ্রেষ্ঠ। দ্বিভুজ মুরলীধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র গোপীদের প্রেমসঙ্কোচ হয়। স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণীভেদে তিন প্রকার নায়িকা রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও সাধারণী নায়িকার বহুনায়কনিষ্ঠত্বহেতু রসাভাস-প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু কুব্জা সাধারণী হইলেও অন্য নায়কে তাঁহার প্রীতি সঞ্চরিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে পরকীয়া মধ্যেই গণনা করা হয়। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভাভেদে ত্রিবিধ। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা আবার ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা হইয়া প্রত্যেকের তিন প্রভেদ হয়। মুগ্ধার কোনও ভেদ নাই। স্বীয়া ও পরকীয়াভেদে ইঁহারা মোট ১৪ প্রকার এবং কন্যা একপ্রকার মিলিয়া ১৫ ভেদ হইল। এই ১৫ প্রকার নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকেই আটপ্রকার বিভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা ও (৮) স্বাধীনভর্তৃকা। সুতরাং নায়িকাগণ ১২০ প্রকার হইলেন, ইঁহারাই আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমের তারতম্যবশতঃ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬০ প্রকার হইতেছেন। এক শ্রীরাধাতেই এই ৩৬০ প্রকার নায়িকাগুণ সমাহৃত হইতে পারে।

(৬) **যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণে**—যূথেশ্বরীগণের বিভাগ-বিচার হইয়াছে। প্রথমতঃ সৌভাগ্যাদির আধিক্যে ইঁহাদের অধিকা, সাম্যে সমা এবং লাঘবে লঘুভেদ হইয়া থাকে। আবার ইঁহারা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীহিসাবে প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। অধিকা ও লঘু আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী দুইপ্রকার। সর্বসমেত বারভেদ—(১) আত্যন্তিকাধিকা (শ্রীরাধা), (২) আত্যন্তিক লঘু, (৩) সমলঘু, (৪) অধিকমধ্যা, (৫) সমমধ্যা, (৬) লঘুমধ্যা, (৭) অধিকপ্রখরা, (৮) সমপ্রখরা, (৯) লঘুপ্রখরা, (১০) অধিকমৃদ্বী, (১১) সমমৃদ্বী ও (১২) লঘুমৃদ্বী।

(৭) **দূতীভেদ-প্রকরণে**—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতীভেদে দুই প্রকার। স্বয়ং দূতীর স্বাভিযোগপ্রকাশ তিন প্রকারে প্রকটিত হয়—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক ও (৩) চাক্ষুষ। বাচিক শব্দোত্থ ও অর্থোত্থ ব্যঙ্গহিসাবে দ্বিবিধ—ইঁহারাও আবার কৃষ্ণবিষয়ক ও পুরঃস্থবিষয়ক হিসাবে দ্বিপ্রকার। কৃষ্ণবিষয়ক হইলে সাক্ষাৎ (গর্ব, আক্ষেপ, যাচ্‌-ঞাদি) ও ব্যপদেশভেদে আবার তাহার দুইভেদ স্বীকার্য্য। আঙ্গিক—অঙ্গুলিস্ফোটন, ছলে বা সম্ভ্রমে অঙ্গাবরণ, চরণে ভূমিলেখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশক্রিয়া, ভ্রূধুনন, সখীকে আলিঙ্গন বা তাড়ন, অধরদংশন, হারাদি-

গ্রন্থন, ভূষণধ্বনি, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনামলেখন এবং বৃক্ষে লতার সংযোগ। চাক্ষুষ—নয়নের হাস্য, অর্দ্ধনিমীলন, প্রান্তঘূর্ণন, প্রান্তসঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামনয়নে দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষ প্রভৃতি। আপ্তদূতী—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণীরূপে ত্রিবিধা।

(৮) **সখী-প্রকরণে**—প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যাদিবশতঃ এই সখীগণেও অধিকাভেদত্রয়ে পূর্ববৎ দ্বাদশভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে লঘুপ্রখরা বামা ও দক্ষিণা—এই দুই প্রভেদ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা কখনও দূতীর কার্য্যও করেন। নিত্যনায়িকা (নায়িকাপ্রায়া), দ্বিসমা ও সখীপ্রায়া হিসাবে ইহারা ত্রিবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত হন। দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও প্রাখর্য্যাদি স্বভাবেরও ব্যত্যয় হইতে পারে। সখীদের গুণাবলী—শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রেমাতিরেক-বর্ণনা ও শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা, পরস্পরের আসক্তিকারিতা, উভয়ের অভিসার, কৃষ্ণের হস্তে স্বসখীর সমর্পণ, নর্ম, আশ্বাসদান, নেপথ্য-রচনা, হৃদয়োদ্ঘাটনে পটুতা, দোষাবরণ, পত্যাদির বঞ্চনা, শিক্ষা, কালে সঙ্গমন, ব্যজনাদিসেবা, উভয়ের তিরস্কার, সন্দেশপ্রেরণ এবং নায়িকার প্রাণ-সংরক্ষণে প্রযত্নাদি। সখীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সমস্নেহা ও কেহ কেহ অসমস্নেহা। সখীগণ সমস্নেহা হইলেও কিন্তু 'রাধার দাসী আমরা'—এই অভিমান সর্বথা থাকে।

৯। **হরিবল্লভা-প্রকরণে**—গোপীদের চতুর্ভেদ—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ। স্বপক্ষের বৈশিষ্ট্য পূর্বেই সূচিত হইয়াছে। 'সুহৃৎপক্ষ' ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে 'তটস্থ' এবং পরস্পর বিদ্বেষী ইষ্টবাধক ও অনিষ্টসাধক হইলে 'বিপক্ষ' বলা হয়। প্রতিপক্ষ সখীগণের বাক্য ও চেষ্টাদিতে ছদ্ম, ঈর্ষা, চাঞ্চল্য, অসূয়া, মাৎসর্য্য, অমর্ষ ও গর্বাদি অভিব্যক্ত হয়। যূথেশ্বরীগণ কিন্তু গাম্ভীর্য্য-মর্য্যাদাদি গুণবশতঃ বিপক্ষকে সাক্ষাৎভাবে ঈর্ষা করেন না এবং বিপক্ষ যূথেশ্বরীকে লঘুপ্রখরাগণও সাক্ষাতে ঈর্ষাদি প্রকটিত করিয়া বাক্যবিন্যাস করেন না। হরিপ্রিয়জনগণের এইরূপ দ্বেষাদি ভাব অনুচিত বলিয়া যাহারা বলে—তাহারা অপূর্বরসিক (অরসিক)। প্রিয়তমের তুষ্টিবিধানজন্যই উভয়পক্ষে এই বিজাতীয় ভাবটি শৃঙ্গার-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই জন্যই বিরহাবসরে বিপক্ষগণেও ইহাদের স্নেহই প্রকটিত হয়।

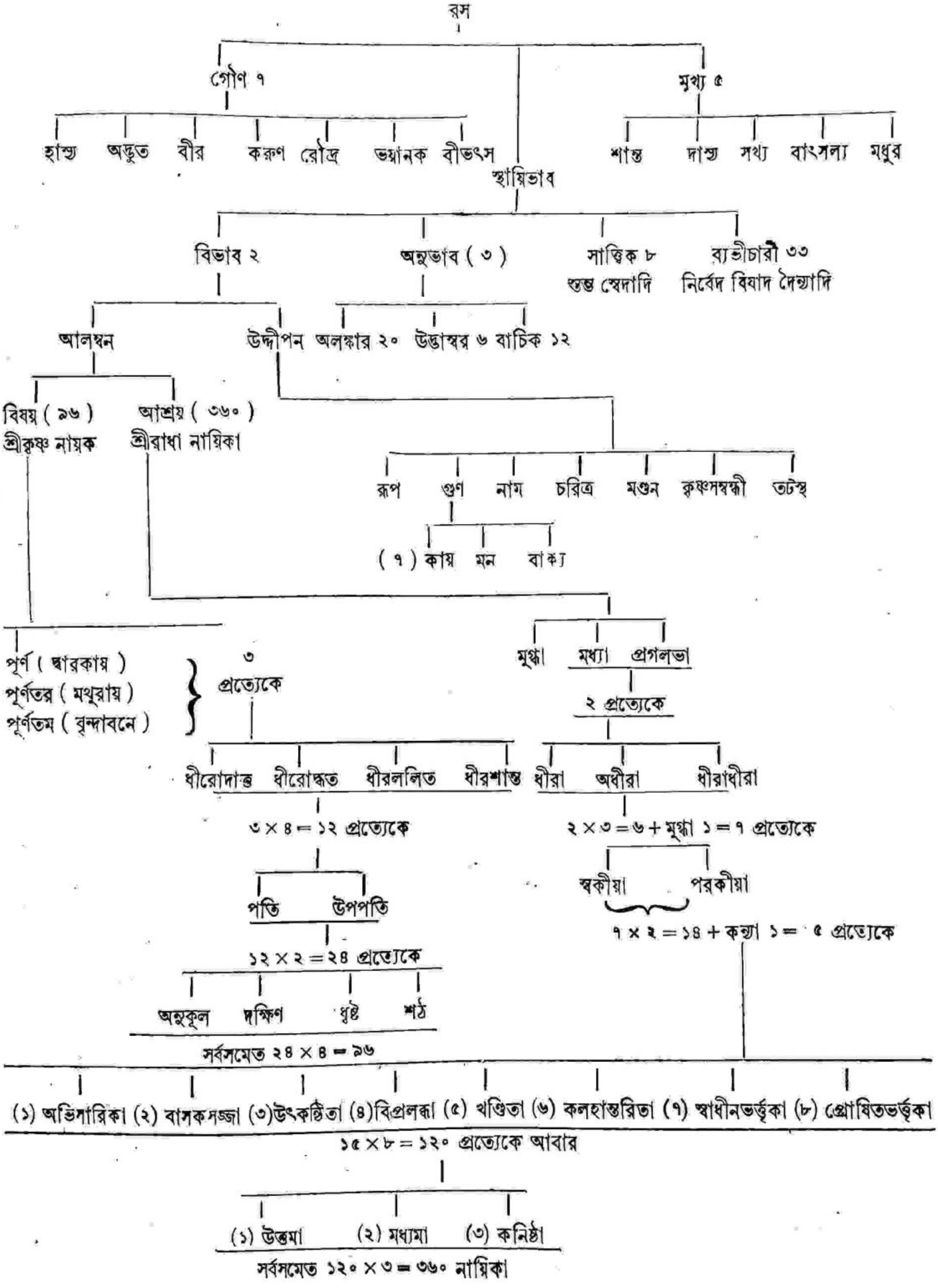
১০। **উদ্দীপনবিভাব-প্রকরণে**—হরি ও হরিপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, তৎসম্বন্ধী ও তটস্থ প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হইয়াছে। গুণ—ত্রিনপ্রকার, মানসিক, বাচিক ও কায়িক। মানসগুণ—কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি, করুণাদি। বাচিকগুণ—কর্ণরসায়নতাদি এবং কায়িকগুণ—বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মার্দবাদি। মধুর রসে বয়স চারিপ্রকার—বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ। ইহাদের বিশেষ সংজ্ঞা ও উদাহরণাদি মূল গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য। তৎসম্বন্ধি বস্তু—বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ-শিঞ্জিত, পদাঙ্ক, বিপঞ্চিকা-নিকাণ এবং নির্মাল্যাদি, বর্হা, গুঞ্জা, অদ্রিধাতু, লগুড়ী, ধেনুবৃন্দ, বেণু, শৃঙ্গ, গোধূলি, বৃন্দাবন প্রভৃতি ; তদাশ্রিত—খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতাদি, কর্ণিকার, কদম্ব, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলী প্রভৃতি। তটস্থ—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, খগ।

১১। **অনুভাব-প্রকরণে**—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে অনুভাব ত্রিবিধ। অলঙ্কার ২০টি। অঙ্গজ—ভাব, হাব ও হেলা। অযত্নজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাত। স্বভাবজ—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশ। সংজ্ঞা উদাহরণাদি আকরে দ্রষ্টব্য। উদ্ভাস্বর—নীবিস্রংসন, উত্তরীয়-স্রংসন, ধম্মিল-সংস্রন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণফুল্লতাদি। বাচিক—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশভেদে ১২টি।

১২। **সাত্ত্বিক-প্রকরণে**—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়ভেদে অষ্ট সাত্ত্বিক। ইহারা আবার ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

১৩। **ব্যভিচারি-প্রকরণে**—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ; মধুররসে ঔগ্র্য ও আলস্যের অসম্ভাব। এই রসে ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য এবং ভাবশান্তি—এই চারিটী দশা কথিত হয়।

চিত্রে উজ্জ্বলনীলমণি



১৪। **স্থায়িভাব প্রকরণে**—যথাযথ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবকদম্ব স্থায়িভাব রতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া অপ্রাকৃত 'রস' হয়। এই রসে মধুরা রতিই স্থায়িভাব। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির উদয় হয়। এই কারণগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুরা রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রিপ্রকার। কুব্জাতে সাধারণী, পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা এবং গোপীগণে সমর্থা রতি। নাতিগাঢ়, প্রায়শঃ হরির দর্শন-জ এবং সম্ভোগেচ্ছামূলক হইলে রতি 'সাধারণী' আখ্যা লাভ করে। পত্নীত্বাভিমানক, গুণাদিশ্রবণোত্থ এবং কদাচিৎ ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছ সান্দ্র রতিকে 'সমঞ্জসা' বলে। অনির্বাচ্যবৈশিষ্ট্য-প্রাপ্তা যে রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটি সর্বথা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি করে, তাহাই 'সমর্থা', ইহাতে কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যই অশেষবিশেষে বর্ত্তমান থাকে। বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলের ন্যায় সমর্থারতিই উত্তরোত্তর গাঢ়তা (পরিপুষ্টি) লাভ করত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবাদিতে পর্য্যবসিত হয়। প্রেমের তিন ভেদ—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। স্নেহের দুই বিভাগ—ঘৃতস্নেহ (চন্দ্রাবলীর) ও মধুস্নেহ (শ্রীরাধার)। মানেরও দুইভেদ—উদাত্ত ও ললিত, উদাত্ত দাক্ষিণ্যোদাত্ত ও বাম্যগন্ধোদাত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, কৌটিল্য ও নর্মভেদে ললিতমানও দ্বিবিধ। প্রণয়ও মৈত্র ও সখ্যভেদে দ্বিবিধ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ, প্রথমটি নীলী ও শ্যামা এবং দ্বিতীয়টি কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাভেদে দুই প্রকার। অনুরাগের চারিটি লক্ষণ—পরস্পরবশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণিতে জন্মলাভের অত্যুৎকট বাসনা এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্ত্তি। ভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিপ্রকার—রূঢ়ভাবের ছয়টি চিহ্ন—নিমিষের অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, তৎসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা, মোহাদ্যভাবেও সর্ববিস্মরণ এবং ক্ষণকল্পত্ব। অধিরূঢ় ভাবের মোদন ও মাদন দুই ভেদ। যাহাতে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রেয়সীগণের বিক্ষোভ জন্মায়, তাহার নাম—মোদন। এই মোদন ভাব কেবল শ্রীরাধাযূথেই বর্ত্তমান। মোদনই বিরহকালে 'মাদন' (মোহন) হয়; ইহার অনুভাব ছয়টি—(১) মহিষীগণে আলিঙ্গিত কৃষ্ণেরও মূর্চ্ছাকারিতা, (২) অসহ্য দুঃখস্বীকারেও প্রিয়তমের সুখকামিতা, (৩) ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকরতা, (৪) পশুপক্ষিরও রোদন, (৫) মৃত্যুস্বীকারেও স্বভূতদ্বারাও তৎসঙ্গতৃষ্ণা এবং (৬) দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদ—উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পভেদে প্রধানতঃ দুইপ্রকার। চিত্রজল্পের দশ প্রকার—(১) প্রজল্প, (২) পরিজল্পিত, (৩) বিজল্প, (৪) উজ্জল্প, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প, (৭) অভিজল্প, (৮) আজল্প, (৯) প্রতিজল্প এবং (১০) সুজল্প। সাধারণী রতির প্রেম পর্য্যন্তই সীমা, সমঞ্জসা অনুরাগ পর্য্যন্ত কিন্তু ব্রজদেবীদের মহাভাবপর্য্যন্ত সীমা। মাদনাখ্য মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হয়।

১৫। **শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে**—উজ্জ্বল রস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভও আবার পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে চারিপ্রকার। **পূর্বরাগ** বলিতে যুবক-যুবতীর সঙ্গমের পূর্বে দর্শনশ্রবণাদিজা রতিই বাচ্য। দর্শন—সাক্ষাৎ, চিত্রে ও স্বপ্নে। শ্রবণ—বন্দী, দূতী ও সখীমুখে এবং গীতে। প্রৌঢ় পূর্বরাগে দশ দশা যথা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। সমঞ্জস পূর্বরাগে—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু—এই দশ দশা। সাধারণ পূর্বরাগে—অভিলাষাদি বিলাপান্ত ছয় দশা। পূর্বরাগে কামলেখ ও মাল্যাদিপ্রেষণের ব্যবস্থা আছে; কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর দুই প্রকারই হয়। **মান**—সহেতুক ও নির্হেতুক ভেদে দ্বিবিধ। প্রিয়তমকৃত বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্যেই ঈর্ষ্যাবশতঃ প্রণয়মুখ্য সহেতুক মান হয়। এই বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারে অনুভূতি হয়—(১) প্রিয়সখী বা শুকের মুখে শ্রবণে, (২) ভোগচিহ্ন, গোত্রস্খলন ও স্বপ্নে অনুমানে এবং (৩) দর্শনে। নির্হেতুক মান অকারণে বা কারণাভাস হইতে সঞ্জাত হয়। নির্হেতুক মান স্বয়ংগ্রাহ (আলিঙ্গন) ও স্মিতপ্রভৃতিতে এবং সহেতুক মান—সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা বা রসান্তরাদিদ্বারা প্রশমিত হয়। মান-প্রশমের চিহ্ন—অশ্রুত্যাগ ও মৃদুমন্দ হাস্যাদি। মানকালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতবেন্দ্র, কঠোর, নিরপত্রপ ইত্যাদি প্রণয়োক্তিতে সম্বোধন করেন। **প্রেম-বৈচিত্ত্য**—প্রিয়তমের সন্নিকর্ষে থাকিয়াও প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ বিরহবোধে যে আর্ত্তি—তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

প্রবাস—দূরগমনের নামই প্রবাস—ইহা কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ ও সুদূরনিষ্ঠভেদে দ্বিবিধ। প্রাত্যহিক বনগমন প্রথম এবং মাথুর-গমন দ্বিতীয়। ইহাকে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা হয়। প্রকটকালেই এই মাথুরবিয়োগ তিন মাসের জন্য সংঘটিত হয়, এইকালে দূতপ্রেরণ ও 'আবির্ভাব' প্রভৃতিতে ব্রজবাসিদের সহিত অপ্রকট প্রকাশে নিত্য বিহার ; তদনন্তর দন্তবক্রাদির বধের পর পুনরায় ব্রজে আগমন, প্রকট বিহার ও লীলা-সঙ্গোপন।

'সম্ভোগ' বলিতে ব্রজনবযুবক-যুবতীর উল্লাসভরে দর্শনালিঙ্গনাদি-সেবাত্মক ভাব-বিশেষই বাচ্য। ইহা মুখ্য (জাগ্রৎকালীন) ও গৌণ (স্বপ্নে) ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য সম্ভোগ পূর্বরাগাদির পরে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্‌ভেদে চারি প্রকার। সম্ভোগ-বিশেষ—সন্দর্শন, জল্প (পরস্পর গোষ্ঠী ও বিতথোক্তি), স্পর্শ, বর্ত্মরোধ, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌবিহার, লীলাচৌর্য্য (বংশী, বসন ও পুষ্পাদি চুরি), দানলীলা, কুঞ্জাদিলীনতা, মধুপান, বধূবেশধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পটাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঙ্কদান, বিম্বাধরসুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি। সম্প্রয়োগ হইতেও লীলাবিলাসেই অধিকতর সুখচমৎকারিতা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

উপসংহার—গোকুলানন্দ ! গোবিন্দ ! গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমঃ। প্রাণেশ ! সুন্দরোত্তংশ ! নাগরাণাং শিখামণে !
বৃন্দাবনবিধো ! গোষ্ঠযুবরাজ ! মনোহর ! ইত্যাছা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সি প্রণয়োক্তয়ঃ ॥
অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্। স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া ॥

মোট শ্লোকসংখ্যা—১৪৫৩। ইহার দুইটী টীকা আছে—শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত টীকা—**'লোচনরোচনী'** এবং শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা—**'আনন্দচন্দ্রিকা'**। দুইখানাতেই পাণ্ডিত্যের ও ব্যাখ্যান-বৈভবের পরমপ্রকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দুই টীকার সাহায্যে উজ্জ্বলনীলমণি পঠিত হইলে ব্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হৃদ্‌গম্য হইতে পারে। শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি "উজ্জ্বলচন্দ্রিকা" নামে ইহার এক পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। *

[অধুনা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র শারীরক্রিয়াবিজ্ঞানশাস্ত্রের উপরেই অধিক পরিমাণে স্থাপিত। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শারীরক্রিয়াবিজ্ঞান (Physiology) অবলম্বন করত মনস্তত্ত্বশাস্ত্র (Psychology) লিখিয়াছেন। প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ যে শ্রেণীর ক্রিয়াকে 'Emotion' নামে অভিহিত করেন—ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলনীলমণিতে সেই বিষয়ে এমন বিশদ, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মতর আলোচনা আছে যে মনস্তত্ত্ববিৎ পাঠকগণই এই দুই গ্রন্থের পাঠে প্রভূত উপকার পাইয়া থাকেন। কোন্ ভাব দেহে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয়; দেহের কোন্ স্থান কোন্ ভাবের প্রভাবে কিরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য কোথায় কি কি চিহ্ন সঞ্চারিত হয়, তৎসকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুনা ইংলণ্ডের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত। প্রফেসার বেন্ তাঁহার মনোবিজ্ঞানগ্রন্থে ডাক্তার বেলের গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতে ও উজ্জ্বলে যেরূপে সুস্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা তদ্রূপ ভূয়োদর্শনের ফল নহে ; বিশেষতঃ ভাবশাবল্য প্রভৃতিতে বহুভাবের একত্র সমাগমে এবং কিলকিঞ্চিতাদিতে যুগপৎ ভাবকদম্বের চমৎকারিত্ব ও মহাবৈচিত্র্য সহসা যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপীয় কোনও গ্রন্থেই তাহার আলোচনা হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে রস-ব্যাপার যে কি বস্তু, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার বেশী সন্ধান জানিতেন না। রস মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি। সুতরাং ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদিতে রসের অঙ্গবিশেষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইলেও ভারত-বাসিরা স্বীয় রচনায় উহার যেরূপ উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, জগতের আর কোথাও তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার ভারতবাসিদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরা এই রসের চরমতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যেও পুনরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম-প্রবর্ত্তকগণই এ সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয়। রসদ্বারা রসরাজকে বা 'রসো বৈ সঃ' পদার্থকে কিরূপে ভজন করিতে হয়, বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই জগতে প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহারই

* বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক (২৫৮ পৃঃ) ঠাকুরদাস বৈষ্ণবকেও ইঁহার মূলের পদ্যানুবাদক বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত।

প্রামাণিক গ্রন্থ।] * বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন-প্রণালীতে বিপ্রলম্ভেরই সমধিক চমৎকারিত্ব দেখা যায়। বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরচরিতে যে রস রূপোৎসব লাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীরূপপ্রভু এই গ্রন্থে আলঙ্কারিক বিচার, বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উদাহরণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং বৈচিত্রীস্থলেও পৃথক্ দৃষ্টান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে এগ্রন্থে সংগৃহীত ও সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে।

স্বকীয়া ও পরকীয়া +

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ব্রজের ঔপপত্য একটি অসাধারণ ভাব, ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই ঔপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পৃশ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিন্ত্য আলোক-সামান্য ভাব বিদ্যমান। শ্রীভগবানের কোনও লীলারই নিয়ামক নাই, উহা কর্মপরতন্ত্র নহে। মানবসমাজের আচরণের ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত নহে, কিন্তু উহা রসোৎকর্ষবর্দ্ধনের জন্য চিন্ময় জগতের এক মহাশক্তিশালী ভাববিশেষ। জাগতিক পরকীয়াতে রসাভাস দোষ ঘটে বলিয়া ব্রজগোপীতেও তাহার আশঙ্কা-লেশ হইতে পারে না কেন তদুত্তরে উজ্জলনীলমণিতে উপপতির লক্ষণ বলিতেছেন—'পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগবশতঃ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি সেই পরকীয়া নারীর প্রেমসর্বস্ব হইয়া থাকেন—তাঁহাকে উপপতি বলা হয়।' এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গার রসের পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইবার হেতু তিনটী—বহুবার্য্য-মানতা, প্রচ্ছন্নকামুকতা ও পরস্পর দুর্লভতা। 'লঘুত্বমিতি' শ্লোকে আবার শ্রীপাদ বলিতেছেন যে ঔপপত্য সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা আছে, তাহা প্রাকৃতনায়ক-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু মধুর রস আস্বাদনের জন্যই যাঁহার অবতার, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঔপপত্যের হেয়ত্ব হইতে পারে না। এই কয়েকটি পদ্যের টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীজীবচরণ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় যেরূপ বিচার ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ সজ্জনদের নিমিত্ত দিগ্‌দর্শনন্যায়ে আমরা ঐ টীকাদ্বয়ের সারমর্ম প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীশ্রীজীবপাদের বিচারধারা

(১) সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে আদৌ সে লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। নিত্যলীলায় পরকীয়া-ভাব হয় না। তবে মায়াদ্বারা রসবিশেষের পরিপোষণের জন্য প্রকটলীলায় ঔপপত্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্মমোহনেও মায়িকলীলা পরিলক্ষিত হয়।

(২) শৃঙ্গাররসে ঔপপত্য রসাভাসজনক। শৃঙ্গাররস অতি পবিত্র, যথা—শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥

এই স্থলের 'উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—'শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ' অমরকোষের এই পর্য্যায়-নিরূপণে শুচিপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং এই শুচি ও উজ্জ্বল রসে অধর্মময় ঔপপত্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ত্রিকাণ্ডশেষে 'জার' শব্দটি 'পাপপতি' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

(৩) নাট্যালঙ্কার শাস্ত্রেও ঔপপত্যের নিন্দাগর্ভ বাক্য দৃষ্ট হয়, তদ্ যথা সাহিত্যদর্পণে—"উপনায়কসংস্থায়াং

* শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কৃত 'শ্রীরূপশিক্ষা' (৪৯—৫০ পৃঃ)

+ শ্রীস্বরূপদামোদরের ছায়াবলম্বনে (১৩৬—১৪৭)

মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ চ তথাঽনুভবনিষ্ঠায়াং॥ প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্যগাদিগতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যমিতি।"

(৪) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ঔপপত্যের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন—অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ (১০।২৯।২৬)

(৫) পরীক্ষিতও বলেন—আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং। (১০।৩৩।২৮)

(৬) এই সকল বচন দ্বারা ঔপপত্যের যে দোষ কীর্ত্তিত হইল, শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অপর নায়ক-সম্বন্ধেই তাহা ধর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এই সকল দোষের আশঙ্কা নাই, কেন না মধুররস-বিশেষের আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতার।

(৭) বিশেষতঃ গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ' শ্লোকের 'নিজরূপতয়া' অর্থ স্বদারত্বেনৈব, নতু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। অর্থাৎ প্রকটলীলায় যেমন আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাগণ পরদারত্বরূপে লীলার পোষণ করেন, নিত্যলীলায় সেরূপ নহে। পরমলক্ষ্মীদের নিত্যদাম্পত্য ভিন্ন অপর ভাব নাই। অতএব প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় গোপীদের পরদারত্ব মায়াবিজৃম্ভিতমাত্র।

(৮) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের 'পতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন—গৌতমীয়তন্ত্রে—অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনম্॥ ভাগ (১০।৩৩।৩৫)—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্॥

(৯) শ্রীগোপালতাপনীতেও শ্রীকৃষ্ণকে ইঁহাদের 'স্বামী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১০) লক্ষ্মীগণের পরকীয়াত্ব সম্ভবে না, শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ লক্ষ্মী। ব্রহ্মসংহিতায় 'লক্ষ্মীসহস্রশত' বাক্যে গোপীশব্দে লক্ষ্মীই বাচ্য। পাণ্ডব শব্দের প্রচুর প্রয়োগহেতু যেমন পাণ্ডব বলিলে কৌরবেরও বোধ হয়, তদ্রূপ গোপীশব্দের প্রয়োগে লক্ষ্মী বুঝায়। সুতরাং গোপীদের পরকীয়াত্ব অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীমতীকে 'অখিললোকলক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রকটলীলায় উপপতিবৎ প্রতীয়মান হওয়াতেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

(১১) বহুবারণতা, প্রচ্ছন্নকামুকতা ও পরস্পর সঙ্গমদুর্লভতা যে রতিসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া রসশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক রসশাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

(১২) সমর্থা রতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গাররসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। তাহাতেও মাদনাখ্য মহা-ভাবের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঔপপত্যের সর্বতোভাবেই অপ্রয়োজন। প্রকটলীলায় ঔপপত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা মায়াবিজৃম্ভিত-মাত্র। উপসংহারে—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাপর-সম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরং॥

অর্থাৎ এই বিচারে স্বেচ্ছাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্বাপর-সম্বন্ধযুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্রমে এবং ঐরূপ সম্বন্ধশূন্য হইলেই পরেচ্ছাক্রমে লিখিত হইল, বুঝিতে হইবে। [কাহারও ধারণা এই শ্লোকটি অধুনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, জয়পুরে শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে একখানা পুঁথি ১৬৭৩ শাকে লিখিত দেখিয়াছি, তাহাতেও ঐ শ্লোকটি বিদ্যমান, সুতরাং ঈর্ষা-প্রণোদিত ব্যক্তিবিশেষের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলা যুক্তি-যুক্ত নহে]।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বিচারধারা—

স্বকীয়াপক্ষে ব্যাখ্যা করা শ্রীশ্রীজীবপাদের অভিপ্রেত আদৌ হইতে পারে না, উহা পরেচ্ছায় লিখিত এবং ব্যাখ্যাশেষেও স্বয়ংই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্নরুচি লোকদের নিকট যাহাতে এই দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য লীলা নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাঁহারাও এই লীলার অনুধ্যান করিতে প্রস্তুত হয়েন—এইরূপ মনে

করিয়াই তিনি স্বকীয়াপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণানুজীবী অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পক্ষে ঐরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না—

(১) ঔপপত্য অধর্মস্পর্শি ও নরকজনক; ইহা প্রাকৃত নায়কের পক্ষে, কিন্তু ধর্মাধর্ম-নিয়ামক-চূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে সে আশঙ্কার স্থান কোথায়? প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাতে অধর্মস্পর্শ হয়, কিন্তু যিনি ভ্রূজৃম্ভণমাত্র এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ এবম্বিধ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার মহাশক্তিসমূহের মুখ্যতমা হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীগণে আদৌ এ দোষ নাই। সেইজন্য শ্রীরূপপ্রভু নাটকচন্দ্রিকাতে লিখিয়াছেন—'পরোঢ়া ঔপপত্য গৌণ বলিয়া যে পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ ব্যতীতই বোদ্ধব্য।' অলঙ্কার-কৌস্তুভেরও এই অভিপ্রায়। আলৌকিকসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ঔপপত্য ও গোপীগণের পরকীয়াত্ব দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়া থাকে।

(২) শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা মায়িক নহে। বস্তুতঃ প্রকট লীলায় ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ বা বৈলক্ষণ্য নাই।* তাঁহার লীলামাধুর্য্য তিনি যখন কৃপা করিয়া প্রপঞ্চ জগতের গোচরীভূত করান, তখনই উহা প্রকট লীলা নামে অভিহিত হয়; অপর পক্ষে সেই লীলা প্রপঞ্চ জগচ্চক্ষুর অন্তর্হিত হইলেই উহা অপ্রকট আখ্যায় কথিত হয়। লঘুভাগবতামৃতে (১।২৪৪) বলেন—

অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাং। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥

(৩) অপ্রকটলীলা নিত্য-দাম্পত্যময়ী এবং প্রকটলীলা মায়িক ও পরোঢ়া-উপপতিভাবময়ী—এরূপ মনে করা অসঙ্গত, কেন না সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার আদি, অন্ত্য ও মধ্যে পরোঢ়া-উপপতিভাব বিরাজমান। রাসলীলার মায়িকত্ব মনে করাও নিষিদ্ধ। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়েই পরকীয়াত্ব-উপপতিত্ব-প্রতিপাদক বচনপ্রমাণ আছে—যথা—'তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ' (২৯।৮), 'ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ' (২৯।২০) ও 'যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ' (২৯।৩২); 'তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ' (৩০।৪৪); 'পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্' (৩১।১৬) 'এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং' (৩১।২১); 'কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ' (৩৩।১৯), 'মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ' (৩৩।৩৭) ইত্যাদি। শ্রীশুকদেব, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের শ্রীমুখনিঃসৃত এই সকল বাক্যে পরোঢ়াতত্ত্ব ও উপপতিত্বভাব স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে।

(৪) রাসলীলা মায়িকত্ব-বিজৃম্ভিত হইলে লক্ষ্মীগণের তুলনায় গোপীদের উৎকর্ষই বা কিসে সপ্রমাণ হয়? শ্রীভাগবত বলেন—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (১০।৪৭।৬০), এই বচনে ত লক্ষ্মীগণ হইতেও ব্রজদেবী-গণেরই উৎকর্ষ সংসূচিত হইতেছে। রাসলীলা মায়িক হইলে এই উৎকর্ষস্থাপন অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

(৫) কেহ কুত্রাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণন করে নাই।

(৬) ঔপপত্য-প্রতিপাদক অংশগুলি ভ্রমক্লিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলে রাসলীলার আদৌ কোন উপাদেয়ত্ব থাকে না। এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য এই—(১০।৩২।২২) 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং' —রাসলীলা মায়িক হইলে এই পদ্যাংশের পরমপ্রেমোৎকর্ষপ্রমাপকত্ব অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

(৭) উদ্ধৃত শ্লোকের 'যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ' পদও পরোঢ়াত্ব ও উপপতিত্ব-প্রতিপাদক—গোপীগণ দুর্জর গৃহশৃঙ্খল সংছেদন করত যে শ্রীকৃষ্ণকে একনিষ্ঠভাবে ভজন করিয়াছেন—তাহার প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ অশক্ত, অতএব 'গোপীপ্রেমে তিনি বশীভূত' এই যে নিত্য সত্য, রাসলীলা মায়িক হইলে ইহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

(৮) শ্রীকৃষ্ণকে পরম মায়াবী ধরিয়া গোপীগণের প্রতি ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ তাঁহাদের মনোরঞ্জনমাত্রেই তাৎপর্য্য বলিলেও কিন্তু পরমসাধুবর্গ-মুকুটমণি মহাবিজ্ঞ শ্রীউদ্ধব এই অবাস্তব ও অনিত্য মায়িক বিষয়ে ভজনার পরাকাষ্ঠাত্ব স্থাপন করিলেন কেন? তাঁহার 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং' বাক্যটিতে ত পট্টমহিষী প্রভৃতি হইতেও গোপীদের প্রেমোৎকর্ষই স্বীকৃত হইয়াছে? এই অতুলনীয় প্রেমোৎকর্ষের

* ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪৩) টীকায় শ্রীজীবপ্রভুর মন্তব্য দ্রষ্টব্য ও অনুধ্যেয়।

কারণ এই যে গোপীরা স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিণী। স্বজন ও আর্য্যপথত্যাগ যদি মায়িক ব্যাপারই হয়, তবে প্রেমোৎকর্ষের হেতুটিও অবাস্তব হয়। তবে একান্ত ভক্ত উদ্ধবের বাক্যও ভ্রমপূর্ণ, অতএব বলিতে হইবে যে আপ্তবাক্যেও অনাস্থাদোষ আপতিত হয়।

(৯) দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থও পরোঢ়াত্ব-উপপতিত্বভাবময়। শব্দশক্তির অদ্ভুত শক্তিসম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহাদের নিকট ইহা অবিদিত নহে।

(১০) শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ধ্যান এবং মন্ত্রেও উক্তভাবই প্রকটিত হইতেছে।

(১১) সাধকগণ ধ্যান-পাকদশাতেও প্রকটলীলার ভাবসমূহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা অনিত্য বা মায়িক নহে।

'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' শ্লোক-ব্যাখ্যায় রামানুজ জন্ম কর্ম-পরিকরাদির নিত্যত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও 'দিব্য' শব্দের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা' ইতি পিপ্পলাদশাখীয়া পুরুষবোধনী শ্রুতিঃ। শ্রীবিঠ্ঠলনাথ স্বরচিত 'বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থে জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৃহদ্বামন পুরাণেও প্রকটলীলার নিত্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবদুক্তিতে লিখিত আছে—'জার ধর্ম্মে আমার সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অধিক সুদৃঢ় সুস্নেহ প্রাপ্ত হইয়া তোমরা সকলেই কৃতকৃত্য হইবে।'

(১২) শ্রীভগবানের নাম নিত্য, এক এক লীলায় তাঁহার এক এক নাম নির্দিষ্ট আছেন। লীলা অনিত্য হইলে শ্রীনামও অনিত্য হইয়া যান; সুতরাং ভজনের যাহা সার, তাহাও মায়িক হইয়া পড়েন। নাম অনিত্য মনে করিলেও নামাপরাধ ঘটে।

(১৩) শ্রীজীবপ্রভু স্বয়ংই শ্রীভগবৎসন্দর্ভে নাম, জন্ম ও কর্মাদির নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাঁহার আকার, প্রকাশ, জন্মকর্মলক্ষণ-লীলা ও তৎপরিকর সকলই অনন্ত এবং তদীয় স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি। সুতরাং এই সকলই নিত্য —ইহা শ্রীজীবপাদেরই যুক্তি, তবে পরোঢ়া-উপপতিভাবময়ী রাসলীলা মায়িক হইবেন কেন?

(১৪) শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কোনও আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ শুনা যায় না; যদি কেহ কখন সেরূপ বলেন, তাহা শুকদেবসম্মত হইবে কি? পরীক্ষিত, ধর্মসংস্থাপক ও আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যে সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শ্রীশুকদেব স্পষ্টতঃই ত বলিতে পারিতেন যে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা, পরদারা নহেন; তজ্জন্য তিনি কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরীক্ষিতকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস করিলেন কেন?

(১৫) ক্বচিৎ ক্বচিৎ 'পতি' শব্দের যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ 'গতি' বুঝিতে হইবে। কেবল বিবাহিত ব্যক্তিই যে নায়িকার পতি বলিয়া উক্ত হয়েন তাহা নহে; নায়িকা-প্রকরণে পরকীয়াতে 'স্বাধীনপতিকা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে তিনি কোন কোন নায়িকার পতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু অপরাপর নায়িকাগণের সহিত তাঁহার দাম্পত্য-সম্বন্ধ নাই। তিনি সকলের পতি হইলে শ্রীভাগবতে 'পরদারাভিমর্ষণ' প্রসঙ্গই উঠিত না। নায়িকাদের স্বস্ব গৃহপতির কথারও উল্লেখ আছে। ইহাও লিখিত আছে যে—'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ'—উজ্জ্বলে। *

(১৬) গোপালতাপনীতে 'স বো হি স্বামী ভবতি' এই বাক্যে 'স্বামী' শব্দ পরিণেতৃ বাচক নহে। স্বামী ঐশ্বর্য্যবোধক শব্দ। পাণিনি বলেন—'স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে।' এরূপ প্রয়োগও দেখা যায়—'লোকে হি যস্য হি যঃ স্বামী ভবতি, স তস্য ভোক্তা ভবতীতি'; সুতরাং স্বামী বলিলেই বিবাহকর্ত্তা বুঝায় না।

(১৭) ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধই চিন্ময়। যে যে স্থলে মায়া শব্দের উল্লেখ আছে, উহা যোগমায়া বলিয়া বুঝিতে

* ঋগ্বেদে (১০।১২।২৭) অবিবাহিতা কন্যারও প্রেমিকের কথা শুনা যায়—জারঃ কনীন ইব, ঐ (১।৬৬।৪) জারঃ কনীনাং পতি র্জনীনাম্।

হইবে, সুতরাং অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার যে পতিভাব বর্ণিত আছে, উহা চিন্ময় বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের লীলাতন্ত্র-মধ্যবর্ত্তিত্ব হওয়া প্রযুক্ত ঐ সম্বন্ধও মায়িক নহে, শ্রীযোগমায়াই ঐ সম্বন্ধের হেতু।

(১৮) শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনী শক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা এই যে লীলাবিশিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলাবিরহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমাদের ধারণা ও ভজনের অতীত।

(১৯) আপত্তি হইতে পারে যে গোপীদের দুর্যশ, মনোদুঃখ ও শ্বশ্রূননান্দাদির নিবারণ-যাতনাদি রুক্মিণী প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আপাততঃ মনে হইতে পারে যে রুক্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ গোপীদের অপকর্ষ আছে ; কিন্তু রাগানুগা মহাভাববতী গোপীদের যে সকল লৌকিক দুঃখ দৃষ্ট হয়, আবার সেইরূপ তাঁহাদের সুখের আতিশয্যও অপর হইতে অনেক অধিক।

(২০) অনুরাগিণী মহাভাবময়ী শ্রীব্রজসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—অচিন্ত্য অনুরাগের ফল। এই সম্বন্ধস্থাপনে তাঁহাদিগকে স্বজন-ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আর্য্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছে ; কিন্তু এত ক্লেশ, এত দুঃখও তাঁহাদের পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অনুরাগের চরমোৎকর্ষের আর দৃষ্টান্ত কোথায় ? মহাভাববতীগণের এই অনন্যসাধারণ অলৌকিক অনুরাগ পূজ্যপাদ শ্রীজীবপ্রভুরও যে একান্ত অভিপ্রেত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই পরম কৃপালু শ্রীজীবপাদ পূর্বলিখিত 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' শ্লোকটি লিখিয়াছেন। সুতরাং ঔপপত্য-সম্বন্ধ শ্রীজীবচরণেরও অভিপ্রেত। যদি গুরু-অগ্নি-বিপ্রসাক্ষী রাখিয়া ব্রজবালাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইত, তবে উজ্জলনীলমণির আদ্যোপান্ত সকল কথাই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং শ্রীজীবপাদের দাম্পত্য-সূচক উক্তিসমূহ পরেচ্ছা-প্রণোদিত।

এতক্ষণে উভয়ের বিচারের সারাংশ উদ্ধৃত হইল। আমাদের ধারণা শ্রীজীবপাদ অনধিকারী বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করত তত্ত্বাংশের প্রতি জোর দিয়া লীলা স্থাপনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানই শক্তিমান্, তদ্ব্যতিরিক্ত সকলই যে তাঁহার শক্তি—ইহাই তত্ত্ব কথা ; এই তত্ত্ব ভুলিয়া অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঔপপত্যের সরস অন্তর্নিগূঢ় ভাব না বুঝিয়া—এই ভাবের অপব্যবহারে পাছে দুষ্ট মতের প্রচার হইয়া ধর্মের নামে জঘন্য নরকজনক অধর্মের অনুষ্ঠান হয়—এইভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নিগূঢ়াশয় শ্রীজীবপ্রভু তাত্ত্বিকাংশকে প্রবল করিয়া সর্বসাধারণের নয়নসম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীজীবের মর্মজ্ঞ শ্রীবিশ্বনাথ পুনরায় শ্রীরূপপাদেরই পদাঙ্কানুসরণে লীলাংশে জোর দিয়া পরকীয়া-বাদ সুস্থাপিত করিয়াছেন।

এবিষয়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য **শ্রীমদ্ বলদেবের উক্তি :—**

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণের উপপতিভাবে লীলা পরমেশ্বরত্বনিবন্ধন জানিতে হইবে, যেহেতু তাঁহাদের কেহ নিয়ামক নাই, যাহার ভয়ে ইঁহারা দাম্পত্যে অবস্থান করিবেন ; মনুষ্যের ন্যায় এই লীলা কর্মপরতন্ত্র নহে, যেহেতু সকল শাস্ত্র ইঁহাদিগকে কর্মপরতন্ত্র নহেন, বলিতেছে ; জনমনোনিবেশের জন্যও এই লীলা নহে, যেহেতু তাঁহাদের সৌন্দর্য্যই জনমনোনিবেশের হেতু। উৎকণ্ঠাপোষণের জন্য এই লীলা নহে, যেহেতু তাঁহাদের উৎকণ্ঠা নিত্যপুষ্টই আছে। এই সকল কারণে এবং পরমেশ্বরত্বনিবন্ধন শক্তি ও শক্তিমান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের **নির্গীর্ণ দাম্পত্য ঔপপত্যভাব** সুধীগণ সাবধানে বিচার করিবেন" (স্তবমালাটীকা ৫৯৪ পৃঃ)। এবং "সর্বেশ্বর, আত্মারাম, শৃঙ্গারোৎকর্ষরসিক এবং সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরির অনাদিকাল হইতেই পরোঢ়া-উপপতিভাবে আবির্ভূত তাঁহারই আত্মভূত (স্বরূপশক্তি) তদন্যাস্পৃষ্ট স্বকান্তিসমা গোপীগণসহ লীলাবিনোদে তাঁহার আত্মারামত্বের হানিই হয় না।" * ঐ (১৩২-৩ পৃঃ)

---

* **নরোত্তমবিলাসে** (২০২ পৃঃ) 'শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন।'

কর্ণানন্দ (৮৮ পৃঃ) 'হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপালচম্পূ নাম। সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥ বাহার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া। ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া॥ শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ গ্রন্থের মর্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥ চম্পূগ্রন্থমর্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ। 'নিত্যলীলাস্থাপন' লিখিলা গ্রন্থমাঝ॥ 'শ্রীগোপালচম্পূ' নামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥ রসপূর শব্দে কহে নিত্য পরকীয়া। হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া॥' ইত্যাদি।

৩। পরকীয়াত্বনিরূপণং

জয়পুর শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত একখানা ২৯ পত্রাত্মক পুঁথিতে এবং শ্রীবৃন্দাবনে পুরাণাশহরে শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টজি মহাশয়ের গ্রন্থশালায় রক্ষিত (৩৫।১৪৭) ২২ পত্রাত্মক পুঁথিতে 'পরকীয়াত্বনিরূপণ'-প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সংগ্রহ বিদ্যমান। তাহার আদ্যোপান্তের অবিকল প্রতিলিপি দিতেছি—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলাপাথোধি-নিমজ্জিতমনোদ্বিপান্। বন্দে তদ্বিপরীতাস্তু নৈব বিদন্তু মে মনঃ॥১॥ শ্রীমজ্জীবপদদ্বন্দ্বং বন্দে স্বৈরাশয়ো নিজঃ। লঘুত্বমত্রেত্যেতস্য (১।১৫) + ব্যাখ্যান্তে খ্যাপিতঃ খলু॥২॥ স যথা—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাপর-সম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরম্ ইতি।" রাগেণৈবার্পিতাত্মান ইত্যত্র ব্যাখ্যয়া তথা। পত্নীভাবাভিমানাত্মেত্যত্রাপি (১০।৪৮) চ তথা ত্বয়া। মহাভাবস্য সদ্ভাবাভাবয়োর্হেতুযুক্তিতঃ (১৪।৮)। নিশ্চিত্য লক্ষণে তস্য বিবৃত্যাভ্যাসতা মুহুঃ॥ রসস্য তু পরীপাকঃ পরমক্রমলীলয়া। ভবেদ্ ব্যাসশুকাদীনামত্রৈবাবেশ-দর্শনাৎ। বিদগ্ধমাধবাদীনাং কর্ত্তুর্ণাঞ্চাত্র নির্ভরং। বর্ণনে চিত্তসংরম্ভাত্তথাদ্যোপান্তমেব হি। অস্যা নির্বহণাদেবেত্যুজ্জ্বলস্য বিবেচনং। সমৃদ্ধিমত আখ্যানে সপ্তপত্রীলিপেঃ পরং (১৫।২০৮ অনুচ্ছেদ)॥ স্বান্তস্য সর্বসংরম্ভঃ সর্বান্তে দর্শিতো যতঃ। অতঃ পরেচ্ছালিখনে বিচারঃ ক্রিয়তে ময়া। যেন পূর্বাপরালোকে লোক্যতে তদ্বিগীততা॥ অথ সোঽয়ং গ্রন্থকৃন্মহাকারুণিকো রসিকমণ্ডলাখণ্ডলঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বয়ংভগবতা হৃদি প্রবর্ত্তনাপরবশতয়া স্বসুহৃদ্বর্গহৃদয়ানন্দনায় বিশেষতোঽর্বাচীন-জগজ্জনানামনায়াসেনৈব বাঙ্‌মনসয়োঃ কৃতার্থীভাবভাবনয়া চ পূর্বস্মিন্ গ্রন্থে সংক্ষেপতো বর্ণিতমপি শ্রীকৃষ্ণৈকালম্বনত্বেনৈব শৃঙ্গাররসং বিবৃতবান্। তত্র তাবন্নায়কশিরোরত্নস্য যথা কথঞ্চিৎ পরিশীলয়িতু র্মনোনয়নাদেঃ সম্যক্ কর্ষকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখ্যনায়কত্বে ধীরোদাত্ত-ধীরললিত-ধীরশান্ত-ধীরোদ্ধতৈঃ সহ পূর্ণতম-পূর্ণতর-পূর্ণৈ স্ত্রিভির্গুণিতে দ্বাদশ, পত্যুপপতিভ্যাং গুণনে চতুর্বিংশতিঃ। পুনশ্চানুকূল-দক্ষিণ-শঠ-ধৃষ্টৈ শ্চতুর্ভির্গুণনে ষণ্ণবতিঃ প্রভেদা নিরূপিতাঃ।......

এইরূপে ৩৬০ প্রকার নায়িকা-নিরূপণান্তর পরোঢ়া-উপপতিভাবের (১।১৫) টীকানুসারে প্রায়শঃ বিচার করিয়াছেন। তৎপরে (গ্রন্থান্তে)—

তস্মাৎ পরমধীরেষু তাদৃশেষু অজ্ঞৈরেব স্বকীয়াপক্ষপাতীতি দোষ আসজ্যতে। ভক্তিসন্দর্ভে রাগানুগাপ্রকরণে (৩২১ অনুচ্ছেদে) ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৮৮—৯) গোপালচম্পূমধ্যে (২৩ পৃষ্ঠে) চ পরকীয়াত্বেনৈব প্রকটাপ্রকটয়োরপি মুহুর্মুহু স্তৈরের সুনিশ্চিতত্বাৎ। দন্তবক্রবধানন্তর-প্রসঙ্গে শ্রীদশমটিপ্পন্যাং (৭৮।১০) প্রকটাপ্রকটয়োরৈক্যেনৈব সুপ্রথিতত্বাচ্চ। অতএবোজ্জ্বলনীলমণি-টীকায়াং লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তমিত্যত্র যৎ স্বেচ্ছাপরেচ্ছালিখনয়োঃ পূর্বাপরসম্বন্ধাসম্বন্ধত্বে স্বাশয়ঃ প্রকটীকৃতঃ সোঽপ্যুপলক্ষণত্বে সর্বেষ্বেব গ্রন্থেষু বোদ্ধব্যঃ। অতঃ পূর্বাপরসম্বন্ধানি ব্যাখ্যানানি স্বদীয়-স্বেচ্ছাকৃতানি, অন্যানি তু পরেচ্ছাকৃতানীত্যবধেয়ং। অস্মাভিস্তু ভয়থা নির্দোষত্বে এব প্রাচীন-সম্মতত্বে চ গ্রহীতব্যানীত্যপি ধ্যেয়মিতি। তত্র কারিকা পূর্বং লিখিতৈব। শ্রীগোপালচম্পূমহু চ গ্রন্থান্তে (পূর্ব ৩৩।১০০) কারিকা—(যথা) প্রায়ঃ সর্বা হরে র্লীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া। যথাস্বং লব্ধরুচিভিরাস্বাদ্যন্তাং মহাত্মভিরিতি। উজ্জ্বলব্যাখ্যানানি যথা—(১) রাগেণৈবার্পিতাত্মন ইত্যত্র (২।১১)—অন্তরঙ্গেণ রাগেণৈবার্পিতাত্মানো, নতু বহিরঙ্গেণ বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মকেন ধর্মেণ। তদেবং মিথুনীভাবে তাসাং রীতিমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্যাহ—ধর্মেণ বিবাহাত্মকেনৈবাস্বীকৃতা রাগেণ তু স্বীকৃতা ইত্যর্থ ইতি। (২) রতিপ্রকরণে 'সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ। কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমঃ (১৪।৩৩) ইত্যত্র - তথাহি সমর্থা খলু সৈব স্যাৎ, যা লোকং ধর্মং চাতিক্রম্য পরমকাষ্ঠামাপন্না পুষ্টিমাপ্নোতি। তদুক্তং পরকীয়ালক্ষণে 'রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণেতি।' বক্ষ্যতে চ (১৪।৫৭) 'ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেদিতি।' অথ যান্যা রতিঃ সমঞ্জসাখ্যা, সা খলু লোকধর্মাপেক্ষয়া তথোচ্যতে। অতএব নাতিসমর্থা, ততএব চ নিবারণাদিনাপি ভাবান্তিমাং সীমাং ন প্রপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ (৩) সমঞ্জসা-লক্ষণে

+ গৌড়ীয় সংস্করণ উজ্জ্বলের প্রকরণ ও কারিকার সংখ্যাদ্যোতক।

(১৪।৪৮) পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা। পত্নীভাবেতি—লোকধর্ম্মাপেক্ষিতা দর্শিতা। পত্নীভাবাভিমান এবাত্মেবাত্মা যস্যা ইতি তদভিমানস্য তিরস্কারে সমর্থায়া ইব স্থিতাভাবশ্চ ব্যক্ত ইত্যাদি। গুণাদিশ্রবণাদিজা তৎপ্রাদুর্ভূতেত্যেবার্থঃ। নতুৎপদ্যমানেতি 'জনী প্রাদুর্ভাব' ইতি ধাতুপাঠাদিতি। (৪) মহাভাবত্বং—(১৪।১৫৪) 'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে।' এতদ্ব্যাখ্যায়াং—"অয়ং ভাবঃ, 'রাগঃ খলু দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে' ইত্যুক্তলক্ষণঃ। দুঃখস্য চ পরাকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি সুমর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব। নাগ্ন্যাদি র্ন চ মরণং। ততশ্চ তত্তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেত্তর্হে'ব রাগস্য পরমেয়ত্তা। ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽনুরাগো ভাবায় কল্পতে। সা চারন্তত এব ব্রজদেবীষ্বেব দৃশ্যতে, পট্টমহিষীষু তু সম্ভাবয়িতুমপি ন শক্যতে; আরন্তত এবেতি ব্যঞ্জয়িতুং নবরাগহিঙ্গুলভরৈরিত্যত্র নবশব্দো দাস্যতে। তদেবমেতা এবোদ্দিশ্য উদ্ধবঃ সচমৎকারমাহ—'যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা' (১০।৪৭।৬১) ইতি। ঈদৃশোক্ত্যা চ যদ্যপি তাসাং তত্ত্যাগো ন ভবতি, তথাপি কৃত ইতি কুলাঙ্গনাত্বং পরমমর্য্যাদাত্বং চ দর্শিতং। তস্মাৎ সমর্থায়্যৈব রতিরনুরাগদশামারূঢ়া সতী মহাভাবদশামাপ্নোতীত্যেতানি। অনেন 'মহাভাব-স্বরূপেয়ং' (৪।৩) ইতি গ্রন্থকৃতাং হার্দমেব স্বহার্দং বিধায় ব্যাখ্যানাজ্ জ্ঞাপিতং। শ্রীরাধিকাত্র রসে আলম্বনরূপা, সা চেদীদৃশত্বেন নিশ্চিত্যোপাস্যা স্যাত্তর্হে'ব রসঃ সালম্বঃ, নোচেদালম্বনবৈরূপ্যাদ্বৈরস্যাদন্যেষাং মূলোৎখাত এব। কিঞ্চ গোপালচম্পূমধ্যে চ সর্বত্রৈব পরকীয়াত্বস্যৈব বর্ণনং; বিশেষতঃ ষড়্বিংশতিমে পূরণে রাসমারভ্য ত্রিংশৎ-পূরণ-পর্য্যন্তম্ অশেষতয়া তস্যৈব শ্রীভাগবতরীত্যা বিস্তারত এবেবাস্তীতি। (৫) বিশেষতঃ সমৃদ্ধিমতঃ প্রঘট্টকে সপ্তপত্রীলিপেঃ শেষে তু (১৫।২০৮) অতীব সুব্যক্ততয়া সর্বোপমর্দকঃ সমগ্রগ্রন্থস্য নির্গলিতার্থঃ স্বাশয়সারঃ সিদ্ধলেখঃ কৃতোঽস্তি। যথা—"**পরমরসপরীপাকস্য ক্রমলীলায়ামেব,** শ্রীভাগবতাদি-প্রকাশকপ্রাচীনভক্তানাং বিদগ্ধমাধবাদি-প্রকাশকতাদৃশগ্রন্থকৃতাঞ্চাত্রৈবাবেশ-দর্শনাৎ।" অত্রৈব গ্রন্থে অস্যা এব নির্বহণাদিতি। তস্মাদ্ যে রাগানুগীয়ানুগামিনো বুভূষন্তি, তৈরন্তরঙ্গব্যাখ্যানুগতৈর্ভবিতব্যং। তৈঃ সহৈবালাপঃ সমুচিতো নোচেদন্যৈরলং সংলাপেন। **মাধবমহোৎসব**-নাম-স্বকৃতগ্রন্থে দানকেলিকৌমুদ্যনুসারিণি উপক্রমোপসংহার-পরকীয়াত্বেনৈব সর্বং বর্ণিতং। দিগ্দর্শনং যথা—(৪।৮৩) "কাভিশ্চিৎ পটু জটিলাং বিক্রুশ্যমাণাং নর্দন্তীং দধিযুত-কর্দমেষু রাধা। শ্বশ্রূং সা মহসি নিশাম্য নম্রবক্ত্রা স্মেরত্বং জনহসবিশ্বমাপ দধ্রে॥" ইত্যাদ্যা বহব এব। তস্মাৎ সর্বথা তেষামাশয় এষ এব জ্ঞাতব্যো নান্যঃ কদাচিদপীত্যলং বিস্তরেণেতি দিক্॥ (গ্রন্থসংখ্যা—১০০)

(৪) স্বকীয়াত্বনিরাসবিচারঃ

জয়পুরের গ্রন্থাগারে ১০ পত্রাত্মক একখানা খণ্ডিত পুঁথি এবং পূর্বোক্ত শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টজির গৃহ-সংরক্ষিত (৩৫।১৪৭) ৬ পত্রাত্মক পুঁথিতে স্বকীয়াবাদ নিরাস করিয়া পরকীয়াত্ব স্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে ইহার বিচার-বিশ্লেষণাদি দেওয়া হইল না।

(৫) পরকীয়ারসস্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ

শ্রীমন্নরহরি সরকার শিষ্য শ্রীমদ্ গিরিধর দাস-কৃত এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীবচরণেরই 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং' ইত্যাদি (১।১৫) শ্লোকটীকায় স্বেচ্ছাপরেচ্ছা-প্রণোদিতত্বের নিদর্শন পূর্বক তদীয় গ্রন্থমধ্যেই পৌর্বাপর্য্য বিচার করত এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও শ্রীজীবপ্রভুর আশয় বিনিশ্চয় করিয়া পরকীয়াত্বেই স্বারস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীমদ্ রাখালানন্দঠাকুরের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ বিরাজমান। ইনি যে শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য তাহাও মঙ্গলাচরণ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে—

যঃ শ্রীখণ্ডাচল ইব ভুবি ব্যাহৃতঃ শ্রীলখণ্ড-স্তত্রান্তে শ্রীনরহরিরিব প্রেমদো যঃ স্বপাল্যে।
যস্য স্বান্তে বিলসতি সদা শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রঃ সোঽয়ং শ্রীমান্নরহরিরিহ প্রেমমূর্ত্তি র্গতির্নঃ॥ ১৩

ইহাতে চারিটী বিরচন আছে। প্রতিবিরচনের শেষে এই ভাবের উক্তি আছে—'ইতি শ্রীমন্নরহরিগদাধরগৌরাঙ্গ-চরণনখেন্দু-কিরণ-স্বত্যনুভব-প্রসাদমানসেন কেনাপি ক্ষুদ্রতরেণ গিরিধরদাসেন লোচনরোচনী-দুর্গমসঙ্গমনী-সন্দর্ভাদ্যুক্ত-বাক্যান্যাহৃত্য কৃতে রসিকভক্তজনানন্দসন্দোহদ-পরকীয়াস্থাপনসিদ্ধান্তসংগ্রহে 'সূত্র-কথনং নাম প্রথমং বিরচনম্॥' এইরূপে 'অসাম্যাতিশয়সাধন-সাধ্যকথনং' নাম দ্বিতীয়ং বিরচনং, 'স্বজনার্য্যপথত্যাগো বাস্তবত্বেন সংস্তুত' ইতি পূর্বাপর-সম্বন্ধো নাম তৃতীয়ং…ইত্যাদি।

(৬) ভক্তিরসায়নম্ (?)

শ্রীমন্ মধুসূদন-সরস্বতীযতিবর-বিরচিত এই গ্রন্থে তিনটী উল্লাস আছে। গ্রন্থকার ষোড়শ শকাব্দায় বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। (ভূমিকা ১১ পৃঃ)। ইনি পূর্বে জ্ঞানবাদী ছিলেন, পরে ভক্তিবাদী হয়েন। পূর্ববঙ্গ ফরিদপুরে কোটালিপাড়া গ্রামে বৈদিক শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বংশে পুরন্দরমিশ্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে ইনি নবদ্বীপের হরিরাম তর্কবাগীশ হইতে তর্কশাস্ত্র বিদ্যা, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী হইতে সন্ন্যাস এবং মাধব সরস্বতী হইতে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়া কাশীতেই বাস্তব্য করিতেন। তৎপ্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্তকল্পলতা প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ-নিরূপক গ্রন্থাবলি অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কিন্তু শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার 'গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা' টীকায় ইনি ভক্তিবাদপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে কেবল ভক্তিবাদেরই মাহাত্ম্য নিরূপণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও শ্রীগোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী বলিয়া এস্থলে আলোচিত হইতেছে। **প্রথমোল্লাসে** ভক্তিসামান্যনির্দেশ, যথা—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা। সর্বেশে মনসো বৃত্তি র্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩

ভগবদ্গুণাদির শ্রবণে কামক্রোধাদি উদ্দীপনদ্বারা দ্রবাবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তের যে সর্বেশ্বরবিষয়িণী ধারাবাহিকা বৃত্তি, তাহাকেই ভক্তি কহে। দ্রুতচিত্তে প্রবিষ্টভাবেরই স্থায়িত্ব হয়, স্থায়িভাবেরই পরমানন্দরূপতা স্বীকৃত হইয়াছে। চিত্তের বিষয়াকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মতি—বিষয়াকারতা নিরসনপূর্বক চিত্তের ভগবদাকারতা-সম্পাদনেই সকলশাস্ত্রের রহস্যভূত তাৎপর্য্য। শাস্ত্রীয় উপায়াবলম্বনেই ভগবদ্বিষয়কতা সম্পাদিত হইতে পারে। উপায়সমূহ—(১) মহৎসেবা, (২) মহতের দয়াপাত্রতা [কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদি (১১।১১) ভাগবতোক্ত গুণসম্পন্নতা], (৩) মহাজনের ধর্মে শ্রদ্ধা, (৪) শ্রীহরিগুণশ্রবণ, (৫) রত্যঙ্কুরোৎপত্তি, (৬) স্বরূপাধিগতি [স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াতিরিক্ত প্রত্যগাত্মসাক্ষাৎকার], (৭) প্রেমবৃদ্ধি—(৮) প্রেমাস্পদীভূত ভগবানের সাক্ষাৎকার, (৯) ভগবদ্ধর্মনিষ্ঠা, (১০) অবিনশ্বর-ভগবত্তুল্যগুণশালিতা ও (১১) প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

ভক্তিবিশেষ-প্রতিপাদক **দ্বিতীয়োল্লাসে**—চিত্তদ্রুতিকারণভেদে ভক্তির বিভেদ ; কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ (পরানন্দময়, হাস, বিস্ময়, উৎসাহ), শোক, দয়া, শমাদিই চিত্তদ্রুতিকারক ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাবে চিত্তদ্রব হয় না ; ধর্মোৎসাহ, দয়োৎসাহ, জুগুপ্সাত্রয় ও শম—এই ছয়টিতে লৌকিক রস নিষ্পন্ন হইলেও ভগবদ্বিষয়ক রস-নিষ্পত্তি হইতে পারে না—শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি ভক্তিরস, রসের চাতুর্বিধ্য, প্রকারান্তর—ভগবদ্ভক্তির রসত্বস্থাপনা।

ভক্তিরস-প্রতিপাদক **তৃতীয়োল্লাসে**—রসস্বরূপ, রত্যাদির সামাজিক-নিষ্ঠতা, প্রসঙ্গক্রমে সংলক্ষ্যক্রম ও অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিদ্বয়, ব্যঞ্জনাবৃত্তির রসপরিচায়কত্ব, স্বপ্রকাশ রসের বিগলিত-বেদ্যান্তরা সুখাত্মিকা প্রতীতি হয়। এই ভক্তিরসায়নে (৩৫+৮০+৩০) ১৪৫টি কারিকা আছে, প্রথমোল্লাসে গ্রন্থকারই টীকা করিয়াছেন, শেষ উল্লাসদ্বয়ে শ্রীমদ্ দামোদরলাল গোস্বামিশাস্ত্রী মহাশয় 'প্রেমপ্রপা' নাম্নী টীকা সংযোজনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কিন্তু সনকাদির অনুভূতিকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ (১৫০১—১৬৫০)

(৭) **ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ।** (৮) **উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণম্।** (৯) **রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা।** (১০) **মাধুর্য্যকাদম্বিনী।**

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয়-কর্ত্তৃক বিরচিত এই গ্রন্থচতুষ্টয়ে পূর্ব্বলিখিত রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্ত সার বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দুইটির শেষে তিনি জানাইয়াছেন যে এই গ্রন্থদ্বয় তাঁহারাই পাঠ করিবেন, যাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরিচরণে উন্মুখ হইয়াছেন।

(৭) ভক্তিলক্ষণ, ভেদ, ভজনের চতুঃষষ্টি অঙ্গ, বর্জ্জনীয় ৩২ অপরাধ, ১০ নামাপরাধ, বৈধী ও রাগানুগা লক্ষণ, প্রীত্যঙ্কুর নয়টি, প্রেমচিহ্নাদি। রস, বিভাব, অনুভাবাদি, ৮ সাত্ত্বিক, ৩৩ ব্যভিচারী, স্থায়ী প্রভৃতি। শান্তাদিরস-বিবৃতি, রসসমূহের মৈত্রি-বৈর-স্থিতি ও রসাভাস প্রভৃতি।

(৮) নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ৯৬ প্রকার ভেদ। আশ্রয়ালম্বন নায়িকার ৩৬০ প্রকার ভেদ। নায়িকার স্বভাব, দূতীভেদ, সখীভেদ, বয়স, উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী; রতিত্রয়—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—স্নেহাদি মহাভাবান্ত অবস্থা। ভাবাবলির আশ্রয়নির্ণয়, স্থায়ী ভাব—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চাতুর্বিধ্য।

(৯) সিন্ধুবিন্দুতে সংক্ষেপে বর্ণিত রাগানুগামার্গের এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইহাতে দুইটি প্রকাশ আছে, **প্রথম প্রকাশে**—বৈধী ও রাগানুগা মার্গের নির্ণয়, বৈধীতে শাস্ত্রশাসনাপেক্ষা, রাগানুগায় কিন্তু লোভই প্রবর্ত্তক। লোভ জন্মিলেও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা আছে—লোভপ্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবনই রাগমার্গ এবং বিধি-প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবাই বিধিমার্গ—ইহাই বাস্তব তথ্য। বিধিশূন্য সেবায় উৎপাত হয়। রাগানুগাভজনের পঞ্চবিধ অঙ্গ—(১) স্বাভীষ্টভাবময় (দাস্যসখ্যাদি), (২) ভাবসম্বন্ধী (নাম, রূপ, গুণলীলাদির কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণাদি এবং একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত ও শ্রীভাগবতশ্রবণাদি), (৩) ভাবানুকুল (তুলসীকাষ্ঠমালা, তিলক, নামমুদ্রা ও চরণচিহ্নাদিধারণ), (৪) ভাবাবিরুদ্ধ (গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী ও ব্রাহ্মণাদিসেবা)। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সেবা উক্ত সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট। (৫) ভাববিরুদ্ধ (অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান এবং মহিষীধ্যান প্রভৃতি)।

দ্বিতীয় প্রকাশে—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-সম্বন্ধে বিচার ; মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অনুরূপ ভাব বজায় থাকে—তবেই **মাধুর্য্য** ; আর নরলীলার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণেই **ঐশ্বর্য্য**। ভক্তজননিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—বসুদেব ও অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাৎসল্য ও সখ্যভাবের শিথিলতা। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবুদ্ধি হইলেও হৃৎকম্পাদি না হইয়া যদি তাহাতে স্বীয়ভাবেরই অতিদৃঢ়তা জন্মায়—তাহাকেই মাধুর্য্যজ্ঞান বলে, যেমন যুগলগীতে ব্রজদেবী-গণের, গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ব্রহ্মাদির স্তবাদি দেখিলে সখাগণের এবং ব্রজরাজকৃত গোপগণের আশ্বাসন-বাক্যেও মা যশোদার ভাবশৈথিল্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মৌগ্ধ্যাদির বিচার—স্বকীয়া ও পরকীয়ার তত্ত্ব। রাগানুগীয় ভক্তের প্রেমভূমিকায় আরোহণের পরে সাক্ষাৎ স্বাভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিপ্রকার—যোগমায়ার কর্ত্তৃত্বাদি।

(১০) **মাধুর্য্যকাদম্বিনীতে** আটটি 'অমৃতবৃষ্টি' আছে। শ্রীরূপচরণের আনুগত্যে গ্রন্থকার ইহাতে শ্রদ্ধাদি প্রেমান্ত ক্রমের সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনুসন্ধেয়। **প্রথমামৃতবৃষ্টিতে**—স্বেচ্ছায় ভগবদবতার বা তৎপ্রকাশের ন্যায় ভক্তিদেবীও স্বয়ং প্রকাশিত হন। ভাগ (১১। ২০।৮) 'যদৃচ্ছা' শব্দে 'ভাগ্য' বলিলে ভগবৎকৃপা বা ভক্তকৃপা ভক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ভক্তির অহৈতুকীত্ব-সাধনবিচার, কর্ম্মযোগজ্ঞানাদির ভক্তিজনকত্বনিরসন, ভক্তিই পুরুষার্থশিরোমণি। **দ্বিতীয়ে**—ভক্তিকল্পলতার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া সাধনভক্তির—'ক্লেশঘ্নী ও শুভদা' নামে দুইটি পত্র উদ্গত হয়, ক্লেশ—অবিদ্যাদি পঞ্চ। শুভ বলিতে বিষয়-বিতৃষ্ণা, ভগবদুন্মুখতা, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমাদি। ভক্ত্যধিকারির সর্ব্বপ্রথম **শ্রদ্ধার** উদয়ে **সাধুসঙ্গ**-লাভ, তৎপরে **ভজনক্রিয়া** হইয়া থাকে। এই ভজনক্রিয়া দ্বিবিধ—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। অনিষ্ঠিতা ক্রমশঃ (১) উৎসাহময়ী,

(২) ঘনতরলা, (৩) ব্যূঢ়বিকল্পা, (৪) বিষয়সঙ্গরা, (৫) নিয়মাক্ষমা ও (৬) তরঙ্গরঙ্গিণী-রূপে পরিণত হইয়া থাকে—ইহাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয়ে--(অনর্থনিবৃত্তি) অনর্থ চতুর্বিধ—দুষ্কৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। দুষ্কৃতোত্থ—দুরভিনিবেশ, দ্বেষ বা আসক্তি প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ। সুকৃতোত্থ—বিবিধ ভোগে অভিনিবেশ। অপরাধোত্থ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ—নাম, স্তোত্রাদি ও সেবাদিতে নিবর্ত্তন হয়, কিন্তু নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তিতে পাপের গাঢ়তাই বাড়ে। নামের দশবিধ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি। ভক্ত্যুত্থ—ভক্তিদ্বারা ধনাদি লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি। চতুর্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি পঞ্চপ্রকার—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী- প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। নামারম্ভেই অনর্থসকল নিবৃত্ত হইলে তবে আর ক্রমব্যবস্থা কেন? নামাপরাধির প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু নাম নিজ শক্তি প্রকাশ করেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতি অকপটে সেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নামেরই কৃপায় ধীরে ধীরে অনর্থাদিও নাশ হয়। নামাদি সদ্য ফলপ্রদ হয় না কেন? নামাপরাধের প্রবলতা বহুদিন ভোগের পর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইলে ভগবদ্ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মে, বারংবার শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতে হইতে কালে ক্রমশঃ স্বপ্রভাব বিস্তার করেন। ভক্তজীবনে দৃশ্যমান পূর্বাভ্যাসজনিত পাপ বা রোগশোকাদি প্রারব্ধফল নহে, কিন্তু দৈন্য ও উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনের নিমিত্ত ঐ সকল শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক প্রদত্ত কৃপারই প্রকারান্তর বলিতে হইবে।

চতুর্থে—লয়, বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদরূপ পাঁচটি অন্তরায় দুর্বার হইয়া ভক্তিতে নিষ্ঠার বাধা আনয়ন করে। নিষ্ঠিতা ভক্তিতে ইহাদের অভাবই সংসূচিত হয়। **নিষ্ঠা** দুই প্রকার—সাক্ষাদ্ ভক্তিবর্ত্তিনী ও তদনুকুল-বস্তুবর্ত্তিনী। প্রথমটি আবার কায়িকী, বাচিকী ও মানসীভেদে ত্রিপ্রকার। তদনুকূলবস্তু হইতেছে—অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী-দয়াদি।

পঞ্চমে—(রুচি) —অবিদ্যাদি-বিদূষিত জীবের অন্তঃকরণে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বারা অবিদ্যাদিদোষ প্রশমিত হইলে ভক্তিতে রুচি জন্মে। রুচি বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণীরূপে দ্বিবিধ। প্রথমটিতে অন্তঃকরণে দোষলেশের সূচনা করে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে শ্রীভগবানের নামগুণাদির শ্রবণারম্ভেই প্রবলা হয়, বস্তুবৈশিষ্ট্য হইলে প্রৌঢ়া বা উল্লাসময়ী হয়, ইহাতে অন্তঃকরণের বৈগুণ্যলেশও থাকে না।

ষষ্ঠে—(আসক্তি) ভজনবিষয়া রুচি পরমপ্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয়-বিষয়া হয়, তখন তাহার নাম—আসক্তি। এই অবস্থায় চিত্তমুকুরে ভগবৎপ্রতিবিম্ব পতিত হইতে থাকে এবং ভজন স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায়। রুচিতে ধ্যানবিচ্ছেদ সম্ভব হয়, কিন্তু আসক্তিতে ধ্যানের গাঢ়তাই হয়। আসক্তিযুক্ত ভক্তের চরিত্র-বর্ণনা।

সপ্তমে—(ভাব) ইহাকে রতিও বলা হয়। ইহা ভক্তিলতিকার প্রস্ফুটিত কুসুম। ইহাতে সর্বজন-সুদুর্লভতা ও মোক্ষলঘুতাকরত্ব বর্ত্তমান। এই অবস্থায় প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ হয়—তখন সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবদনুশীলন চলিতে থাকে, স্ফূর্ত্তিতে দর্শন হয়—ভাব গোপন করিলেও সাধুসমক্ষে ধরা পড়েন। এই ভাব রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থরূপে দ্বিবিধ, ভক্তগণও শান্তাদিরসভেদে পঞ্চবিধ।

অষ্টমে—(প্রেম) ইহাই ভক্তিলতার ফল—এই অবস্থায় রস সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মক ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক হয়। এই অবস্থায় ভক্তের দিনযামিনী অপূর্ব ভগবদানন্দেই অতিবাহিত হয়; ক্রমশঃ ভগবানের সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরস্য প্রভৃতি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এবং তাঁহার ঔদার্য্যও অনুভূত হয়। এই সময়ে সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবদানন্দ-প্রাচুর্য্য আস্বাদন হয় এবং সর্বেন্দ্রিয় সর্বেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে প্রবল ইচ্ছুক হয় এবং উন্মত্তবৎ বিলাপ ও লুণ্ঠন করত মূর্চ্ছাদি প্রাপ্ত হইতে হইতে অলৌকিক চেষ্টায় আয়ুঃক্ষয় করিতে থাকেন, সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তির উৎকট লালসা বহন করিয়া কৃতকৃত্যও হইয়া থাকেন। * ভক্তিঃ পূর্বৈঃ শ্রিতা তান্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ। তং নৌমি শ্রীরূপং নাম প্রিয়পরিজনং হরেঃ। অথবা—তং নৌমি সততং রূপনাম প্রিয়জনং হরেঃ ॥

* 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণলেশঃ' বলিয়া যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও প্রায়শঃই উজ্জ্বলনীলমণিকিরণবৎ বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। কেহ কেহ কিরণকেই 'কিরণলেশঃ' বলিয়াছেন।

(খ—অলঙ্কারশাস্ত্র) শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭—১৫০০)

১। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ও ভক্তিরসামৃতশেষ

পূর্ববর্ণিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তগণের কাব্যরসাস্বাদনোপযোগী কাব্যালঙ্কার, গুণদোষ বা রীতি প্রভৃতির সমাবেশ না থাকায় শ্রীজীবপ্রভু এই গ্রন্থে সাহিত্যদর্পণোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমাত্র প্রকৃতানুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য পরিচ্ছেদের কারিকাদি যথাযথ স্বীকার করিয়াও উদাহরণগুলি ভক্তিপক্ষে দিয়াছেন। ইহাতে সাতটি প্রকাশ (অধ্যায়) আছে—প্রথম প্রকাশে—কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয়ে—কাব্যস্বরূপ, তৃতীয়ে—ধ্বনিভেদ, চতুর্থে—শব্দার্থালঙ্কার, পঞ্চমে—দোষ, ষষ্ঠে—রীতি এবং সপ্তমে—গুণ-নির্ণয় হইয়াছে। যুক্তি ও উদাহরণাদি সর্বত্রই বিদ্যমান। *

২। শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামী ও অলঙ্কার-কৌস্তুভ

এই গ্রন্থ দশটি কিরণে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। **প্রথম** কিরণে—'ধ্বনি নাদব্রহ্ম' নির্ণয় করত 'পরা পশ্যন্তী' প্রভৃতি যোগশাস্ত্রমতে নাদের সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধ্বনির কাব্যপ্রাণতা প্রতিপন্ন করিয়া তৎপরে রসাপকর্ষদোষরহিত যথাসম্ভব গুণালঙ্কার ও রসাত্মক শব্দার্থদ্বয়ই কাব্য—ইহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কবির লক্ষণ—যিনি সবীজ তিনিই কবি, অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস ও প্রতিভাশালী। 'বীজ' শব্দে প্রাক্তন সংস্কার-বিশেষই বাচ্য, যাহাতে কাব্য-নির্মাণ ও কাব্যাস্বাদন-বিষয়ে সামর্থ্য আসে। কাব্যও ত্রিবিধ—উত্তম (বিশিষ্ট ধ্বনিযুক্ত), মধ্যম (মধ্যমধ্বনিযুক্ত) ও অধম (অস্পষ্ট-ধ্বনিযুক্ত); ধ্বনি ধ্বন্যন্তর সমর্পণ করিলে সেই কাব্য উত্তমোত্তম হয়।

দ্বিতীয়ে—স্ফোটবাদ-স্বীকারে আন্তর ও বহিস্ফোটদ্বয়ের নির্ণয়—বর্ণাত্মক শব্দের সাধু ও অসাধুভেদ ; জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যভেদে পুনরায় তাহাদের চাতুর্বিধ্য—মুখ্য, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জকভেদে শব্দও ত্রিবিধ—তাহারাও আবার রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিকভেদে ত্রিবিধ। সমাসশক্তির বহুবিধত্ব নিরূপণপূর্বক অভিধাদিবৃত্তিত্রয়ের প্রতিপাদন হইয়াছে। নানাবিধ অর্থ-বিশিষ্টশব্দের প্রকৃতার্থবোধের নির্দ্ধারক হইতেছে—সংযোগ, বিয়োগ, বিরোধ, সহচারিতা, অন্যশব্দের সান্নিধ্য, দেশ, কাল, সামর্থ্য, ঔচিত্য, লিঙ্গ, অর্থ, প্রকরণ, ব্যক্তি প্রভৃতি। আবার অর্থেরও ব্যঞ্জকত্বনির্দ্ধারক হইতেছে—বোদ্ধব্য, বক্তা, প্রকৃতি, কাকু, প্রকরণ, দেশ ও কালাদির বৈশিষ্ট্য।

ধ্বনি-নির্ণয়াত্মক **তৃতীয়** কিরণে—রসাখ্যধ্বনি ব্যতীত অন্য ধ্বনি কাব্যের প্রাণ, কিন্তু রসাখ্যধ্বনিই আত্মা। ধ্বনি-ভেদ—লক্ষণামূলক ধ্বনি অবিবক্ষিত-বাচ্য হয়, ইহা দুই প্রকার—(১) অর্থান্তরোপসংক্রান্ত ও (২) অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য। অভিধামূলক ধ্বনিতে বিবক্ষিতবাচ্যও (১) লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ও (২) অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের ৫১ প্রকার ভেদ লক্ষণ ও উদাহরণ সহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-জনিত বস্তলঙ্কারাদিব্যঙ্গ্য বাচ্যের উদাহরণ দেখাইয়া শব্দ-ত্রৈবিধ্য দৃষ্টান্তসহ প্রদর্শনপূর্বক সিদ্ধান্ত হইয়াছে—"ধ্বনন ও অনুধ্বননরূপে ধ্বনির ব্যাপারদ্বয় আছে ; যেস্থলে কেবল ধ্বনন আছে, তাহা উত্তম কাব্য, কিন্তু যেস্থলে ধ্বনন ও অনুধ্বনন আছে, তাহাই উত্তমোত্তম কাব্য।"

গুণীভূতব্যঙ্গ্যনির্ণয়াত্মক **চতুর্থ** কিরণে—ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে আটপ্রকার ভেদ সূচিত হইয়াছে—(১) স্ফুট, (২) অপরাঙ্গ, (৩) বাচ্যপ্রপোষক, (৪) কষ্টগম্য, (৫) সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, (৬) তুল্যপ্রাধান্য, (৭) কাকুগম্য ও (৮) অমনোজ্ঞ।

* আলোয়ারের মহারাজার গ্রন্থাগারে রসামৃতশেষের একখানি পুথি আছে।

রসভাব-তদ্‌ভেদ-নিরূপণাত্মক **পঞ্চম** কিরণে—ভরতমুনির মতে বিভাবানুভাবাদি রসনিষ্পত্তির জ্ঞাপক। রতি, রস, রসাভাসাদি—সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতি, 'রসের সার হইতেছে চমৎকার'—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত, বাৎসল্য, প্রেমাই—দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের একাদশ রস। শ্রীপাদের মতে প্রেমরসেই সকল রসের অন্তর্ভাব আছে, ভক্তিরস-শৃঙ্গারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদদ্বয়, পূর্বরাগের অভিলাষ, চিন্তাদি দশ অবস্থা ; ভাবী, ভবন্ ও ভূতভেদে বিরহ তিন প্রকার ; মানও দ্বিবিধ—ঈর্ষ্যাসম্ভূত ও প্রণয়সম্ভূত। পরস্পর অবলোকনাদি মধুপানান্ত সম্ভোগের বিবৃতি। সপ্রপঞ্চ বিরহ ও মানাদি ; নায়কভেদ ও তদ্‌গুণাবলি, নায়িকাভেদ, অভিসারিকাদি অষ্ট অবস্থা, ভাবহাবাদি অলঙ্কারসমূহ ; সখীদূতীপ্রভৃতি, উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি এবং ভাবোদয় ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট নিরূপণ।

গুণবিবেচনাত্মক **ষষ্ঠ**-কিরণে-মাধুর্য্যাদি গুণত্রয়-নিরূপণ, অর্থব্যক্তি, উদারতাদি সপ্ত অতিরিক্ত গুণের উদাহরণাদি।

শব্দালঙ্কার-নির্ণয়াত্মক **সপ্তম** কিরণে—বক্রোক্তি, শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমক, ভাষাশ্লেষাদি এবং চিত্রকাব্য।

অর্থালঙ্কার-নিরূপণাত্মক **অষ্টম** কিরণে—উপমাদি সকল অলঙ্কারের বিস্তারিত উদাহরণ। অন্তে শব্দার্থালঙ্কারের দোষাদি।

রীতিনিরূপণাত্মক **নবম** কিরণে—বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিচতুষ্টয়। দোষনির্ণয়াত্মক **দশম** কিরণে—পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ ও রসগতদোষের নির্দ্ধারণ হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা '**সুবোধনী**' নামে এক টীকা আছে।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যকৌমুদী

অগ্নিপুরাণ (৩১৭-৩৪৭ অধ্যায়) প্রভৃতিতে দৃষ্ট অলঙ্কারপ্রক্রিয়া ভরত সংক্ষিপ্ত কারিকাসমূহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কারিকাসংখ্যা ১৫৩। ঐ সকল কারিকারই ব্যাখ্যাস্বরূপ এই গ্রন্থ। ইহাতে একাদশ পরিচ্ছেদ। ইহার টীকাটির নাম—কৃষ্ণানন্দিনী। বোম্বাই কাব্যমালায় মুদ্রিত সাহিত্যকৌমুদীর টীকা-প্রারম্ভে * দ্বিতীয় শ্লোকটি যদি লিপিকরের মঙ্গলাচরণ হয়, তবে এই টীকাটিও শ্রীমদ্ বলদেবের রচিত বলিতে বাধা থাকে না। (ঐ সংস্করণে গ্রন্থকৃৎপরিচয় ২য় পৃষ্ঠায় এই কৃষ্ণানন্দিনী ইঁহারই নামে আরোপিত হইয়াছে)। জয়পুরপ্রান্তবর্ত্তী গলতার শ্রীরামানন্দী আশ্রমে সাহিত্যকৌমুদীর পুঁথিতে এই পাঠ আছে কিনা, স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

সাহিত্যকৌমুদীর **প্রথম** পরিচ্ছেদে—কাব্যপ্রয়োজনাদি, তৎস্বরূপ, উত্তমাদি-কাব্যভেদ। **দ্বিতীয়ে**—শব্দার্থভেদ, বাচকাদির স্বরূপবিভেদ। **তৃতীয়ে**—অর্থব্যঞ্জকতাদি। **চতুর্থে**—ধ্বনিভেদ, রসস্বরূপ, রসবিশেষ স্থায়িভাব, ব্যভিচারী, রসাভাসাদি, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমবিভাগ। **পঞ্চমে**—গুণীভূতব্যঙ্গ্যভেদ। **ষষ্ঠে**—শব্দার্থচিত্রকাব্য। **সপ্তমে**—দোষনিরূপণ। **অষ্টমে**—গুণবিচার। **নবমে**—শব্দালঙ্কার। **দশমে**—অর্থালঙ্কার। **একাদশে**—ভরতকর্তৃক অনুক্ত কতিপয় শব্দার্থালঙ্কার।

(৪) কাব্যকৌস্তুভঃ

নব-প্রভাত্মক এই অলঙ্কারগ্রন্থে শ্রীমদ্‌বলদেব সাহিত্যকৌমুদীবৎ সর্ববিষয়ই নিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বাধীনভাবে সকলপ্রমেয়ই তিনি যথাযথ বিচারও করিয়াছেন। বিযাদন, প্রমাণ প্রভৃতি কতিপয় নবীন অলঙ্কারও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণাবলি প্রায়শঃই পূর্বাচার্য্যগণের গ্রন্থরাজি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীজয়দেব-কৃত '**চন্দ্রালোক**' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রেরও একটীকা শ্রীমদ্‌বলদেবের নামে আরোপিত হইয়াছে। এই টীকা এখনও দুষ্প্রাপ্য।

* স্বস্তিঃ পদ্যৈঃ কারিকাভারতী যঃ শুদ্ধিং নিন্যে তুচ্ছপদ্যৈরনচ্ছাঃ। সাহিত্যাম্ভোজন্ম-সচ্চঞ্চরীকঃ সোঽয়ং বিদ্যাভূষণোঽস্মান্ পুনীতাম্।

(গছ – ন্দঃশাস্ত্র) *

১। ছন্দঃকৌস্তুভঃ

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে কান্যকুব্জবিপ্রবংশাবতংস শ্রীরাধাদামোদরপ্রভু এই 'ছন্দঃকৌস্তুভ' প্রণয়ন করত সর্বশাস্ত্রে অভিনব ও স্বসম্প্রদায়োপযোগী গ্রন্থরচনাকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বহুদিনের এক অভাব পূর্ত্তি করিয়াছেন। ইনি শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণের দীক্ষাগুরু বলিয়া এই গ্রন্থের ভাষ্যের প্রারম্ভেও বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দঃকৌস্তুভের নয়টি প্রভা। ইহাতে যেসকল ছন্দঃ (সংখ্যা—২৬৪) নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণও সেই ছন্দেই নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থকার পৃথক্‌ভাবে উদাহরণ দেন নাই। ছন্দোমঞ্জরীর আনুগত্যে ইনি চলিলেও ইহার সপ্তম প্রভায় রোলাদি ১৫টি ছন্দের, অষ্টমে বর্ণপ্রস্তারাদি ও নবমে মাত্রাপ্রস্তারাদির অতিরিক্ত সন্নিবেশ বিদ্যমান। প্রথমপ্রভায়—সংজ্ঞানিবন্ধ, দ্বিতীয়ে—সমবৃত্তভেদ, তৃতীয়ে—অর্দ্ধসমবৃত্তভেদ, চতুর্থে—বিষমবৃত্তভেদ, পঞ্চমে—বক্ত্র নিরূপণ, ষষ্ঠে—মাত্রাবৃত্তে আর্য্যা ও বৈতালীয়, সপ্তমে—পজ্ঝটিকাদি ও রোলাদি পঞ্চদশ ছন্দঃ, অষ্টমে—বর্ণপ্রস্তার এবং নবমে—মাত্রাপ্রস্তার।

শ্রীমদ্ বলদেব-কৃত ভাষ্যে মূল গ্রন্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যে অনুকূল, ইন্দিরা, কলগীত, কলিতভৃঙ্গ, কান্তিডম্বর, কুসুমালী, কোরক, গুচ্ছক, দ্বিপদী, ভৃঙ্গার, মুখদেব, মুগ্ধসৌরভ, সংফুল্লক, হারিহরিণ প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণাবলী প্রকটিত হইয়াছে। আপীড়, কলিকাদি কতিপয় কঠিন ছন্দের লক্ষণানুযায়ী উদাহরণও ভাষ্যে দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার ছন্দঃশাস্ত্র—†

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র মধ্যে পিঙ্গল-কৃত ছন্দঃসূত্র ও ছন্দোমঞ্জরী সমধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত। এতদ্ব্যতীত শ্রুতবোধ, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতিও প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ছন্দঃশাস্ত্র রচনার প্রতি যেন সপ্তদশ শকাব্দার শেষ পর্য্যন্ত কাহারও আগ্রহ দেখা যায় নাই। পিঙ্গলকৃত ছন্দঃসূত্রের টীকাকার ও 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' রচয়িতা যদি একই ব্যক্তি হলায়ুধ হন, তবে তাঁহাকে জয়দেবের সমকালীন (দ্বাদশ শতাব্দীর) বাঙ্গালী বলা যায়। আর ছন্দোমঞ্জরী-রচয়িতা বৈদ্য গঙ্গাদাসও বাঙ্গালী বলিয়াই অনেকের ধারণা। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ইহাদের যথেষ্ট দান এবং কৃতিত্ব থাকিলেও বাঙ্গালা ছন্দঃশাস্ত্র কেন যে এতকাল উপেক্ষিত ছিল, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।

কিন্তু বাঙ্গলার ছন্দঃশাস্ত্র রচনার সর্বপ্রথম ও ধারাবাহিক সূচনা শ্রীমন্নরহরিকৃত **'ছন্দঃসমুদ্র'** গ্রন্থে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই পাওয়া যাইতেছে। পোর্ত্তুগীজ পাদ্রি মানো এল দা আসসুম্পসাঁও-প্রণীত প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৩৪ সালে রচিত এবং ১৭৪৩ সালে লিস্‌বনে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ সালে ওয়ারেন হেস্‌টিংসের শাসন সময়ে হালহেড্ সাহেব হুগলি সহরে বাঙ্গালায় ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ইহাতেই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ছন্দের স্থান-নির্দেশ হয়। ইহাতে সংস্কৃত অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একপদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ সালে কেরি সাহেব, ১৮২০ সালে কীথ সাহেব যে বাংলা ব্যাকরণ লিখেন, তাহাতেও ব্যাকরণের অধ্যায়-হিসাবে কয়েকটি বাংলা ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপরে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' মুদ্রিত করেন, তাহাতে বাংলায় ছন্দঃ প্রকরণের আবশ্যকতা নাই বলিয়াই ছন্দঃবিষয়ে পৃথক্ পরিচ্ছেদ যোজনা করেন নাই। তাহাতে পয়ার, দুই রকম ত্রিপদী ও তোটক ছন্দের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন—তাহাতে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকটি বিশ্লেষণ দিয়াছেন।

* ছন্দঃশাস্ত্র-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইলে Dr. N. Krishnamachariar's Classical Sanskrit Litt pp 897-912, 'Sanskrit Prosody' by charles Philip Brow n, এবং 'Chandorachana' by Dr. M. T. Patwardhan দ্রষ্টব্য।

† অগ্নিপুরাণের ৩২৮-৩৫৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত ছন্দঃসার বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২১।৪১ শ্লোকে ছন্দের নামকরণ আছে।

১২৬৯ সাল কার্ত্তিক মাসে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্বকৃত 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থের একটা পরিচ্ছেদে তৎকাল-প্রচলিত ছন্দঃসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করেন ; কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রাপ্ত মাত্রাবর্গীয় বহু ছন্দ ও লোকসাহিত্যের স্বরবৃত্ত-বর্গীয় ছন্দের উল্লেখ নাই। ইহাতে গৌরবিণী, হংসমালা, কুসুমমালিকা, মালতী প্রভৃতি নূতন ছন্দের নাম দেখা যায়। ১৮৬৪ সালে ভুবনমোহন রায় চৌধুরী যে 'ছন্দঃকুসুম' নামে ছন্দঃশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালায় সংস্কৃত ছন্দের প্রচলন করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গ্রন্থশেষে ১৩টি ফারসি ছন্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছেন, যথা—অপূর্ব্বশ্রী, মহানন্দা, সন্তোষিণী, মনোহারী প্রভৃতি। গীতগোবিন্দের 'চন্দনচর্চিত' গীতটির ছন্দঃ সংস্কৃতে 'গাথা', কিন্তু ছন্দঃকুসুমে ইহাকে 'করকাগতি' বলা হইয়াছে। ১৮৬৮ সালে মধুসূদন বাচস্পতি 'ছন্দোমালা' প্রকাশ করেন—ইহাতে ৭৫টি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দের বিবরণ আছে এবং প্রত্যেক ছন্দের বিবরণও সেই ছন্দেই রচিত হইয়াছে। *

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থমালা—(১) ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ) ১৩৪৩ ; (২) বাঙ্গালা ছন্দের মূলসূত্র (অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়) ১৩৪৬ ; (৩) ছান্দসিকী (দিলীপকুমার রায়) ১৩৩৭ ; (৪) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (প্রবোধচন্দ্র সেন) ১৩৫২ আষাঢ় ; (৫) বাংলা কবিতার ছন্দ (মোহিতলাল মজুমদার) ১৩৫২ শ্রাবণ।

শ্রীমন্নরহরি-চক্রবর্ত্তি-প্রণীত ছন্দঃসমুদ্র

[শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং—২৫৪ ছ]

শ্রীগৌরাঙ্গপদারবিন্দমমলং বিঘ্নান্ধকারাপহং, নিত্যানন্দপদং পদার্থপরমাহ্লাদাস্পদং পারদং।
নত্বাদ্বৈতপদঞ্চ পঙ্ককলুষোল্লাসাপহং প্রেমদং, শ্রীচৈতন্যগণস্য পাদরজসং ধৃত্বোত্তমাঙ্গে মুদা ॥ ১
শ্রীগোবিন্দ-পদং প্রণম্য নিতরাং মোদায় বিদ্যাবতাং, দৃষ্ট্বা শাস্ত্রমনেকমুজ্জ্বলধিয়াং সদ্বৃত্তিছন্দোবিদাং।
নানালক্ষণ-লক্ষ্যযুক্তিকলিতৈস্তত্তৎপ্রমাণৈঃ সমং, ভাষায়াং পরিভণ্যতেঽতিললিতং **ছন্দঃসমুদ্রং** ময়া ॥ ২

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবতা যার চরণ-কিঙ্কর ॥
জয় জয় নিত্যানন্দদেব বলরাম। ভুবনমঙ্গল মহা করুণার ধাম ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু অবতার। কে বর্ণিতে পারে গুণ চরিত্র অপার ॥
জয় গৌর-গোবিন্দের পরিকরগণ। পতিতপাবন সর্ব জীবের জীবন ॥
জয় কৃষ্ণ-রসে মগ্না দেবী সরস্বতী। মোর কণ্ঠে স্ফুর, গুণ গাই যেন নিতি ॥
জয় শ্রীগণেশদেব পার্ব্বতী-তনয়। বিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥
জয় শ্রীপিঙ্গল, কে বুঝয়ে তার খেলা। ছন্দ প্রকাশিল যে বর্ণিতে কৃষ্ণলীলা ॥
ছন্দঃশাস্ত্রে আচার্য্য পিঙ্গল ফণীশ্বর। যার কৃপা হৈলে স্ফুরে বৃত্ত মনোহর ॥
রচিল অপূর্ব গ্রন্থ অশেষ কৌতুকে। বুঝয়ে পণ্ডিত, না বুঝয়ে অজ্ঞ লোকে ॥
তার কৃপা ধরি শিরে করিয়া যতন। নিজ-বোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন ॥
রচিল অপূর্ব গ্রন্থ বহু শাস্ত্রমতে। সুলক্ষ লক্ষণযুক্ত প্রমাণ-সহিতে ॥
অত্যন্ত সুগম ইথে সর্বপ্রাপ্তি দেখি। তে কারণে শ্রীছন্দঃসমুদ্র নাম রাখি ॥
পাইবে আনন্দ চিত্তে চিন্ত অনুক্ষণ। সংক্ষেপে কহিয়ে এবে গ্রন্থ-প্রয়োজন ॥
বিপ্র নিষ্কারণ ধর্ম বেদাধ্যয়ন জ্ঞান। ষড়ঙ্গসহিত ইহা কহে বিদ্যাবান্ ॥
সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গ অধ্যয়নে। ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ॥

* শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন-কর্তৃক ১৩৫২ সালের আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় সংখ্যায় লিখিত প্রবন্ধের ছায়াবলম্বনে।

তথাহি—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ঃ জ্ঞেয়শ্চেতি। সাঙ্গমধীত্য স্বর্গে-লোকে মহীয়ত ইতি চ"॥

ষড়ঙ্গের নাম—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ। নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃ শাস্ত্র যে গণন॥

তথাহি—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং জ্যোতিষং ছন্দ এব চ। নিরুক্তঞ্চ নিরুক্তানি ষড়ঙ্গানি মনীষিভিঃ॥

বেদঅধ্যয়ন অর্থগ্রহণ পর্য্যন্ত। এই হেতু ধ্যেয় জ্ঞেয় কহে বুদ্ধিমন্ত॥

অন্যত্রাপি—যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥ ইতি

অস্যার্থ—কার্য্যসিদ্ধি নহে অর্থহীন অধ্যয়নে। যেন শুষ্ক কাষ্ঠ না জলয়ে অগ্নি বিনে॥

অধ্যয়ন জ্ঞান-অভাবেতে দোষ হয়। নিশ্চয় জানিহ ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কয়॥

তথাহি—আর্ষং ছন্দো দৈবতঞ্চ বিনিয়োগস্তথৈব চ। বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥

অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাজ্‌জনাধ্যাপনং জপং। হোমমন্তর্জলে দানং তস্য চাল্পফলং ভবেদিতি॥

ছন্দোগ-ব্রাহ্মণেঽপি তথা—যো হ বা অবিদিত্বার্ষেয়ছন্দো-দৈবত-ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি, স স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যতীত্যাদি।

তাহে বলি চিন্ত বেদ অধ্যয়ন-মতে। তদর্থক এই শাস্ত্র দৃঢ় কর চিতে॥

তথাহি—কার্য্যং ত্রৈবর্ণিকৈ শ্ছন্দঃপরিজ্ঞানং প্রযত্নতঃ। বেদাধ্যয়নবন্নিত্যমেতৎ শাস্ত্রং তদর্থকম্॥

অন্যের কা কথা লোকশিক্ষার কারণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৈল অধ্যয়ন॥

তথাহি—আম্নায়প্রথিতা ত্বয়া স্মৃতিমতী বাঢ়ং ষড়ঙ্গোজ্জ্বলা, ন্যায়েনানুগতা পুরাণসুহৃদা মীমাংসয়া মণ্ডিতা।

ত্বাং লব্ধাবসরে চিরাদ্‌গুরুকুলে প্রেক্ষ্য স্বসঙ্গার্থিনং, বিদ্যানাম বধূ শ্চতুর্দশগুণা গোবিন্দ শুশ্রূষতে॥

বৈদিক লৌকিক ছন্দ দুইত প্রকার। বৈদিক প্রয়োগ গ্রন্থে বৈদিক বিস্তার॥

পিঙ্গলাদি গ্রন্থে এ লৌকিক বিস্তারিল। মহা মহা কবিগণে মহাসুখ দিল॥

লোকে বহু প্রয়োগ, লৌকিক এই হেতু। বচনসমুদ্র তাহে বুঝি ছন্দঃসেতু॥

স্মৃতি-পুরাণাদি মধ্যে দেখ বিদ্যমান। আর্য্যা আদি নানা ছন্দ রচিল সুঠান॥

ছন্দ-মূল কাব্যে কীর্ত্ত্যানন্দ পুরুষার্থ। নিয়মবিশিষ্ট বর্ণ ছন্দের এ অর্থ॥

বর্ণ শব্দ অত্র মাত্রা বর্ণ সাধারণ। বর্ণ মাত্রা ছন্দ ইথে অশেষ লক্ষণ॥

'চদি' আহ্লাদনে ধাতু অসুন্ প্রকরণে। 'চন্দ আদেশ্চ ছ' উণাদিক সূত্রে ভণে॥

এই প্রকারে 'ছন্দঃ' শব্দ সিদ্ধি হয়। অতি আহ্লাদক ছন্দ—সর্বশাস্ত্রে কয়॥

ছন্দ-জ্ঞান বিনা কাব্য রচে যেই জন। পণ্ডিত-সভায় সেই লজ্জার ভাজন॥

তথাহি পিঙ্গলে—অবুহ বুহাণং মজ্ঝে কব্বং যো পঢ়ই লক্‌খণং বিহুণং।

ভুঅগ্‌গ খগ্‌গল গ্‌গহিং সিসংখুণিঅং ন জাণেই॥

অস্যার্থ—বুধ মধ্যে লক্ষণ-বিহীন কাব্য লৈয়া। যে পড়ে অবুধ সেই কহি বিবরিয়া॥

ভুজঅগ্রে লগ্ন খড়্গ খণ্ডে নিজ শীর্ষ। তাহা না জানয়ে শ্লাঘাহেতু মানে হর্ষ॥

অন্যেঽপি—ছন্দোলক্ষণহীনং সভাসু কাব্যং পঠন্তি যে মনুজাঃ। কুর্বন্তোঽপি স্বেন স্বশিরশ্ছেদং ন তে বিদ্যুঃ।

অথ গুরু-লঘু-বিচারঃ—

দুই মাত্রা দীর্ঘ, একমাত্রা হ্রস্ব হয়। দীর্ঘ গুরুসংজ্ঞা হ্রস্ব লঘুসংজ্ঞা কয়॥

তিন মাত্রা প্লুত-সংজ্ঞা মাত্রার্দ্ধ ব্যঞ্জন। প্লুত কার্য্যগানাদিকে কহে বুধগণ॥

তথাহি—একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।

মাত্রা কলা এক সংজ্ঞা যৈছে ছন্দ বৃত্ত। এ সঙ্কেত জানো, পুন কহি দেহ চিত্ত॥

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

অকারাদি ষোড়শেতে পঞ্চ লঘু লেহ। একাদশ গুরু সংযোগাদি পদান্তেহ॥

এ দুই মিলিত ত্রয়োদশ গুরু হন। পুন বিস্তারিয়ে ইহা সুদৃঢ় কারণ ॥
দীর্ঘযুক্ত পরবর্ণ বিন্দুযুক্ত মানো। পদান্তের লঘু বিকল্পেতে গুরু জানো ॥
সে গুরু দ্বিমাত্র বক্র অন্যত্র একমাত্রা। লঘু ঋজু সঙ্কেত কহয়ে গ্রন্থকর্ত্তা ॥
তথাহি পিঙ্গলে—দীহো সংযুত্তপরো বিন্দুযুত্ত পাড়িও চরণান্তে। স গুরু বক্ক দুমত্তো অন্ন লঘু হোই সুদ্ধ এক অগ্নো ॥
বিন্দু-শব্দে জানো এথা বিসর্গানুস্বার। প্রাকৃতে বিসর্গহীন এহেতু নির্দ্ধার ॥
প্রাকৃত-বর্ণনে নিষেধ দশ কহি। ঐ ঔ বিসর্গ য ব শ ষ ঞ ঙ ন হি ॥
পিঙ্গলে—এ ও অং মন পুরুও স আরু পূর্ব্বে হি বেবি বগ্গাউ। কচ্চতবগ্গো অন্তা দহবগ্গা পাউরেণ হু অস্থি ॥
অস্যার্থঃ—এ ও অং মন অগ্রে স-কার পশ্চাৎ। তালব্য মূর্দ্ধন্য দুই মিলি এক সাথ ॥
ক চ ত বর্গান্ত তিন সপ্তের সহিত। দশবর্ণ প্রাকৃতে না হয় কদাচিৎ ॥
শ্লোক পূর্ব সুগমার্থ জানিবে নিতান্ত। দীর্ঘযুক্ত পরবিন্দুযুক্ত চরণান্ত ॥
পুন গুরু কহি জিহ্বামূলীয় জানিবে। উপধ্মানীয়-প্রমাণ বিশেষে মানিবে ॥
তথাহি বাণীভূষণে—
সংযোগপূর্বং সবিসর্গকং চ দীর্ঘস্বরৈঃ সঙ্গতমন্ত্যগং বা। বিন্দ্যাদনুস্বার-সমন্বিতঞ্চ গুর্বক্ষরং বক্রমিহ দ্বিমাত্রং ॥
বৃত্তরত্নাকরে—অনুস্বারো বিসর্গান্তো দীর্ঘো যুক্তপরশ্চ যঃ। বা পাদান্তস্বসৌগ্ বক্রো জ্ঞেয়োঽন্যো মাত্রিকোনৃজু ॥
ছন্দোমঞ্জর্য্যাং—অনুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ॥
ছন্দোদীপকে—ন একমাত্রো গোঽপি স্যাৎ পাদান্তে স স্থিতঃ ক্বচিৎ।
সংযোগাদি-পরো গঃ স্যাৎ দ্বিমাত্রঃ সোঽপি গঃ ক্বচিৎ ॥
আদিশব্দাৎ জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়-বিসর্গানুস্বার-গ্রহণং। আগ্নেয়ে—হ্রস্বোনৃজুগ্ বা পাদান্তে বর্ণযোগাদ্ বিসর্গতঃ।
অনুস্বারাদ্ ব্যঞ্জনান্তো জিহ্বামূলীয়ত স্তথা ॥ উপধ্মানীয়তো দীর্ঘো গুরুরিতি। এবং ত্রিমাত্রোঽপি ॥
মাত্রাগ্রহণাদ্ ব্যঞ্জনস্য ন লঘুগুরুত্বং।
পূর্বমতে বিচারয়ে শ্লোকার্থ সুগম। গ গুরু ল লঘু এ সঙ্কেত গ গুরুসম ॥
বৃত্তরত্নমালায়ং—গুর্গশ্চ গুরুরেকস্যান্ল স্তেকো লঘুরুচ্যতে। রেখাভ্যাং ঋজুবক্রাভ্যাং জ্ঞেয়ো লঘুগুরু ক্রমাৎ।
ছন্দোমঞ্জর্য্যাং—গুরুরেকো গ-কারঃ স্যাৎ……*

(ঘ—ব্যাকরণশাখা) শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭—১৫০০)

১। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ ও প্রযুক্ত্যাখ্যতচন্দ্রিকা।

শ্রীজীবপাদকৃত শ্রীরূপগ্রন্থতালিকায় প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকার নাম দেখা যায় (লঘুতোষণীর উপসংহার)। ভক্তি-রত্নাকরে (১৷৮১১—৮২১ পয়ারে). শ্রীরূপপ্রভুর গ্রন্থতালিকায়ও এই গ্রন্থের নাম আছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার দর্শন পাওয়া গেল না। নামকরণে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায় যে ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ-বিষয়ক কথাই বিবেচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে শ্রীভট্টমল্লবিরচিত 'আখ্যাতচন্দ্রিকা' নামক ক্রিয়াকোশবৎ হইতেও পারে।

২। শ্রীমৎ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-রচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণং ❃।

গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সূত্র বৃত্তি ও টীকায় কেবল হরিনামই ব্যাখ্যা করিতেন—

* অতঃপর খণ্ডিত

❃ টীকাকার শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম দ্বারা "লঘুহরিনামামৃত" নামে এক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্যাকরণ-পাঠার্থীদের বিশেষ কল্যাণ

এই কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবত (মধ্য ১।১৪৭) হইতে জানা যায়। এই বিচার-ধারায় অনুপ্রাণিত শ্রীজীবপ্রভু জীবের পরম হিতৈষণায় এই হরিনামযুক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্যও তিনি মঙ্গলাচরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য যেমন ভক্তগণ তুলসীমালিকা-সহযোগে শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামাবলি সূত্র-সাহায্যে গ্রন্থন করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে সদ্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজনিত আনন্দ বিতরণ করিবে অথবা শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্বক ব্যাকরণ-পরিজ্ঞানের জন্য (অপ্রাকৃত) জ্ঞানবিশেষ উৎপাদন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অপ্রাকৃত সাহিত্যানুশীলনে অধিকার দান করিবে। কলাপাদি ব্যাকরণ নিরর্থক (শুভাদৃষ্টজনকতাশূন্য) বাগাড়ম্বরপূর্ণ দেখিয়া বৈষ্ণবদের জন্য শ্রীহরিনামাবলি-সম্পুটিত এই ব্যাকরণ রচনা করিতেছি। ইতর ব্যাকরণরূপ মরুপ্রদেশে যাহারা প্রকৃত জীবনরূপ জল-লাভের জন্য লুব্ধ হইয়া সতত নানা ক্লেশে পতিত হইতেছেন, তাঁহারা এই হরিনামামৃত ব্যাকরণরূপ সুধা পান করুন এবং শত শত বার অবগাহন করুন অর্থাৎ পরমাদরে অনুশীলন করতঃ ইহাতে সর্বথা অত্যাসক্ত হউন।

এই ব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি নিবদ্ধ হইয়াছে। (১) সংজ্ঞাপ্রকরণ, (২) সন্ধি-প্রকরণে—সর্বেশ্বর, বিষ্ণুজন ও বিষ্ণুসর্গ-সন্ধি। (৩) বিষ্ণুপদ-প্রকরণে—সর্বেশ্বরান্ত ও বিষ্ণুজনান্ত, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলিঙ্গ, (৪) বিশেষণ লিঙ্গ, (৫) কৃষ্ণনাম-প্রকরণ, (৬) আখ্যাতপ্রকরণ, (৭) অচ্যুতাদি অর্থ, (৮) আত্মপদ-পরপদপ্রক্রিয়া, (৯) কৃদন্তপ্রকরণ, (১০) সমাসপ্রকরণ ও (১১) তদ্ধিতপ্রকরণ।

ইহাতে বৈদিক প্রক্রিয়া বা অপ্রচলিত রূঢ় শব্দ বিষয়ে কিছু লিখিত হয় নাই; শ্রীগোপাল দাস নামক জনৈক মিত্রের শিক্ষার্থেই এই ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে বলিয়া সাধনদীপিকার ২৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। এই ব্যাকরণের টীকাকার দুইজন। প্রথম শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য্য বাঁকুড়া জিলায় সোণামুখী গ্রাম-নিবাসী ছিলেন বলিয়া তৎসমসাময়িক দ্বিতীয় টীকাকার শ্রীগোপীচরণ দাস বেদান্ত-ভূষণ তদীয় টীকাপ্রারম্ভে [সমাস প্রকরণে ৩৫৯ সূত্রের পরে] ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমটীকাকারও কৃদন্তপ্রকরণের শেষে লিখিয়াছেন—'শ্রীপাট সোনামুখীগ্রামে ইয়ং টীকাভূৎ'। দ্বিতীয় টীকাকার বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্বে এই টীকা শেষ করেন; তাঁহার সময়—(সমাস-প্রকরণের শেষে আত্মবংশ পরিচয়-প্রসঙ্গে) ১২৫৩ সন (১৭৬৮ শকাব্দ)।

জয়পুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের গ্রন্থাগারে শ্রীরাধাবল্লভ দাস-কৃতটীকার সহিত একখানা শ্রীহরিনামামৃতের বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি আছে। ভরতমল্লিক-রচিত **'কারকোল্লাস'** শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের কারক-প্রকরণের আদর্শে লিখিত বলিয়া কাহারও ধারণা—এই গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে প্রায় দুইশত কারিকা ইহাতে বর্ত্তমান।

শ্রীহরিনামামৃতের বৈশিষ্ট্য—পণ্ডিত-সমাজে ব্যাকরণ 'বালশাস্ত্র' নামে কথিত, কিন্তু এই নামামৃতের গ্রন্থন-কৌশল ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কেহ ইহাকে 'বালশাস্ত্র' বলিতে পারে না। সঙ্কেতাদিক্রমে হরিনাম-গ্রহণের সহিত শব্দশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি লাভ হয় বলিয়া অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে ইহার মহাবৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন ফলে প্রাকৃত কাব্যাদিতে ব্যুৎপন্ন হইলেও কিন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু দূরেই থাকে, কিন্তু ইহার পঠনপাঠনে শ্রীভগবন্নামেরই অসকৃৎ আবৃত্তিহেতু ভাগবত-সাহিত্যসুখই আস্বাদিত হয়। বেদান্তশাস্ত্রে সকল শব্দেরই বিষ্ণুপরতা সাধিত হইয়াছে (মধ্বভাষ্য ১।৪।৯, ১০, ১৬, ১৭, ও ২৪ দ্রষ্টব্য)। বর্ণক্রম—পাণিনি শিব হইতে ডমরুবাদ্যে উদ্‌ঘোষিত চতুর্দশ সূত্রাধার অ ই উ ণ্‌ ইত্যাদি পাইয়াছিলেন—এইভাবে অক্ষরগুলি কিন্তু মাতৃকাক্রমে বা উচ্চারণ-স্থানানুসারে উদিত না হইয়া সূত্র গঠনে বা প্রত্যাহার-নির্দেশে গঠিত হওয়ায় আরোহমার্গে শিক্ষাদান করিয়া স্বভাবকে বিপরীত দিকেই চালনা দিতেছে। কিন্তু এই নামামৃতে "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ।" মাতৃকাক্রমে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ

হইবে না, অথচ অন্য ব্যাকরণের অপেক্ষা রহিতেছে বুঝিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব এই সূত্রকে অবলম্বন করত এই বৃহদায়তন ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। সংপ্রতি গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে এই লঘু (সংক্ষেপ) হরিনামামৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছে, (১-৪৪ পৃষ্ঠা) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শ্রীনারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্য্যায়ে নির্দিষ্ট হইতেছে। 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে' (ভা ১।১।১) ও 'প্রচোদিতা যেন' (ভা ২।৪।২২) ইত্যাদি বচনে জানা যায় যে নারায়ণই স্বনাভিকমলজ ব্রহ্মার মুখ হইতে শব্দব্রহ্ম প্রকটিত করিয়াছেন। নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত নাদব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা যে অন্তঃস্থ, উষ্মাদি অক্ষরসমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও ভাগ ১২।৬।৪৩ হইতে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মা হইতে নারদ ব্যাসাদিক্রমে এই শব্দব্রহ্ম বহুভাবে (অস্তব্যস্তরূপেও) আজকাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। প্রাকৃত ভাষায় 'স্বরবর্ণ', নামামৃতের 'সর্ব্বেশ্বর'—নিখিল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশক ঈশ্বর বস্তুই সর্বেশ্বর, অন্যান্য বস্তুই তদধীন। তদ্রূপ ব্যঞ্জনবর্ণমাত্রই স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে উচ্চারণীয় নয় বলিয়া স্বরবর্ণেরই সর্বেশ্বরত্ব স্থিরীকৃত হইল। ব্যঞ্জনবর্ণ নামামৃতের 'বিষ্ণুজন'—ব্যঞ্জনবর্ণ যেরূপ স্বরবর্ণের অধীনতায় বর্ত্তমান থাকিয়া বিভিন্নার্থক শব্দাদির উৎপাদনে সহায়ক, তদ্রূপ বিষ্ণুজন (ভক্ত) গণও বিষ্ণুর অধিনায়কত্বে তাঁহার সর্ববৈভব-প্রকটনের সহায়তা করেন—অতএব ব্যঞ্জনবর্ণই বিষ্ণুজন। পাণিনির 'বিভক্তি' ও 'পদ' এস্থলে 'বিষ্ণুভক্তি' ও 'বিষ্ণুপদ' নামে অভিহিত; পুং, স্ত্রী প্রভৃতি লিঙ্গ পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলিঙ্গ নামে, লট্ লোটাদি অচ্যুত, অধোক্ষজ ইত্যাদি অপ্রাকৃতভাষায় যথার্থক কথিত হইয়াছে। সমাস প্রকরণেও 'রামকৃষ্ণ (দ্বন্দ্ব), ত্রিরামী (দ্বিগু), অব্যয়ীভাব কৃষ্ণপুরুষ (তৎপুরুষ), পীতাম্বর (বহুব্রীহি) ইত্যাদি ভগবন্নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। ফলকথা এই যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভই যখন মুখ্যতর উদ্দেশ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদনেই বিদ্যার চরম ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন যাহাতে প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদি বিষয়ে চিত্ত-প্রবণতা আসে, সেই শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণই আলোচ্য, যেহেতু ব্যাকরণে লব্ধব্যুৎপত্তি না হইলে দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রবেশাধিকারই হয় না।

সম্প্রতি (জুলাই, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমৎ-পুরীদাস-মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গাক্ষরে সবৃত্তিক শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পুষ্টাক্ষরে শ্রীশ্রীলশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রণীত শ্রীশ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের মূল ব্যতীত দুইটি পরিশিষ্টে শ্রীশ্রীসংক্ষেপ-হরিনামামৃত-ব্যাকরণ ও শ্রীজীবপাদ কৃত 'ধাতুসংগ্রহ', বঙ্গীয়-সংস্কৃত-সমিতি-পরিগৃহীত শ্রীশ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ-পরীক্ষার বিগত দশবৎসরের প্রশ্নাবলী ও উত্তরমালা এবং ছাত্র ও অধ্যাপকগণের পঠন-পাঠন-সৌকর্য্যার্থ নিম্নলিখিত বহুপ্রকার সূচী মুদ্রিত হইয়াছে :— (১) বিষয়-সূচী, (২) শ্লোক-সূচী, (৩) শ্লোকসূত্রসমষ্টিনির্ণয়, (৪) সূত্রসূচী, (৫) সংজ্ঞাসূচী, (৬) পরিভাষা-সূচী (৭) ন্যায়-সূচী, (৮) গ্রন্থাদিনাম-সূচী, (৯) গ্রন্থকৃন্নামসূচী, (১০) কারিকা-সূচী, (১১) উদ্ধৃত পদ্যপদ্যাংশ-সূচী, (১২) নামসূচী, (১৩) কৃষ্ণনাম-(সর্ব্বনাম)-সূচী, (১৪) ধাতুসূচী, (১৫) বিশেষ-শব্দ-সূচী, (১৬) গণ-সূচী, (১৭) স্ত্রীপ্রত্যয়-সূচী, (১৮) ণত্ববিধান-সূচী, (১৯) ষত্ববিধান-সূচী, (২০) আদেশ-সূচী, (২১) আগম-সূচী, (২২) ধাত্ববয়ব-সূচী, (২৩) ধাত্বনুবন্ধ-সূচী, (২৪) কৃৎপ্রত্যয়-সূচী, (২৫) উণাদি-শব্দসূচী, (২৬) সমাসান্ত-সূচী, (২৭) তদ্ধিতপ্রত্যয়-সূচী, (২৮) ইতরব্যাকরণাদি-স্থিত-সংজ্ঞা-প্রত্যয়াদি-সূচী, (২৯) শ্রীশ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণস্থ-সংজ্ঞাশব্দসমূহের ও পাণিনীয়াদি-ব্যাকরণোক্ত-সংজ্ঞাশব্দসমূহের তারতম্যপ্রদর্শক সূচীপত্র, (৩০) লক্ষ্যসূচী, (৩১) গণপাঠ, (৩২) অব্যয়শব্দসংগ্রহ, (৩৩) স্বাদি-তিবাদি-বিষ্ণুভক্তিরূপ (৩৪) লিঙ্গানুশাসন, (৩৫) সংগ্রহশ্লোক ইত্যাদি। বহুদিন পরে প্রকাশিত শ্রীশ্রীহরিনামামৃতের এই সংস্করণখানা পাঠার্থিগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

(৩।৪) ধাতুসংগ্রহ ও সূত্রমালিকা

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুই এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা। সূত্রমালিকায় শ্রীহরিনামামৃতোক্ত সূত্রগুলিই বিন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশ হয় নাই। ধাতুসংগ্রহে ভ্বাদিধাতুর স্থূল সংগ্রহ এবং অর্থ-নির্দেশ হইয়াছে।

প্রথম শ্লোক—কৃষ্ণলীলাকথাবীজরূপধাতুগণো ময়া। সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যতে তেন কৃষ্ণো মহ্যং প্রসীদতু ॥

শেষ শ্লোক—হরিনামামৃতস্যৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ। ময়া কৃতা প্রযুক্তান্যধাতুংস্ত্যক্ত্বা ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগ (১৫০১—১৬৫০)

(৫।৬) ব্যাকরণকৌমুদী ও পদকৌস্তুভঃ

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত এই গ্রন্থে পাণিনির ব্যাকরণ হইতে সূত্র সংগৃহীত হইয়া বৃত্তি-আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে। শ্রীরাধারমণ-সেবাইত শ্রীদামোদর লাল গোস্বামিজির নিকট এই গ্রন্থদ্বয় আছে। ব্যাকরণকৌমুদীর একখানা পুঁথি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে।

(৭) শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে আনন্দি-কৃত **'শীঘ্রবোধব্যাকরণের'** এক পুঁথি আছে। ইহা কোন্ আনন্দি-কৃত—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার কি ? ১৬৪০ শকাব্দায় রচিত। প্রারম্ভ—

প্রণিপত্য হরেঃ কোঽপি গৌরাঙ্গস্য পদাম্বুজম্। শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং করোতি কারিকাময়ম্॥ ১

অন্তে—কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। শাকে কলাবেদশূন্যে নীলাদ্রৌ বটসাগরে॥ ২

ইতি শীঘ্রবোধ ব্যাকরণে সপ্তমঃ সমাস-পরিচ্ছেদঃ॥

(Vide Descriptive Cat. of Skt. Mss in the Bangiya Sahitya Parishat, Introduction)

পরিশিষ্ট * (ক)

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার-প্রণীত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসে' প্রথমখণ্ডে (৪৫৬—৯ পৃষ্ঠায়) কয়েকখানি বৈষ্ণব ব্যাকরণের উদ্দেশ আছে—তাহাদের নাম ও পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে—

(১) শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা শ্রীকুবেরোপাধ্যায় বা কুবের তর্কপঞ্চাননে আরোপিত **সূত্রসার** ব্যাকরণ—স্থানীয় বিদ্যার্থীগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাতন্ত্রের সারাংশ লইয়া বর্দ্ধমান-কৃত সূত্রসার-প্রক্রিয়ার আদর্শানুসারে রচিত হইয়াছে।

(২) নবদ্বীপে কাশীনাথ বিদ্যানিবাস-কর্ত্তৃক **'শিশুবোধ'** ব্যাকরণ প্রণীত হয়। ইনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই কাশীনাথ মুগ্ধবোধের টীকাকার এবং সারস্বতসূত্রের ভাষ্যকার।

(৩) নবদ্বীপে কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য **'শব্দরত্নাকর'** নামে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন—ইহাতে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা ও কাতন্ত্রের পরিভাষাদি গৃহীত হইয়াছে। ইনি মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পূর্ববর্ত্তী।

(৪) **'ভ্রমর-কৌমুদী'** পুঁথি মাদ্রাস আডিয়ার গ্রন্থালয়ে সুরক্ষিত আছে। গ্রন্থকারের মতে ইনিই শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদক।

(৫) কবিকর্ণপূরে **শ্রীচৈতন্যামৃত**-ব্যাকরণ আরোপিত হইয়াছে। ‡

(৬) বিঠ্ঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র গোবিন্দনাথ **'গোবিন্দ'** ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

শৈব ব্যাকরণ—(১) বলরাম পঞ্চানন-কৃত 'প্রবোধপ্রকাশ'। ইহাতে শিবশক্তির নামানুসারে সংজ্ঞাদি পরিভাষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে শ্রীবিল্বমঙ্গল 'পুরুষকার'-নামে এক 'দৈব' ব্যাকরণ নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক History of Classical skt. Litt pp 335—36 দেখিতে পারেন।

---

* এই সব গ্রন্থ অধুনা অপ্রচলিত, অপ্রকাশিত ; ইহাদের প্রামাণিকতায়ও অল্পবিস্তর সন্দেহ আছে। কাহারও জিজ্ঞাসা থাকিলে 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

‡ A Third Vaishnava Grammar called Chaitanyamrita is likewise mentioned by Colebrooke [Miscellaneous Essays vol. II. p. 48] Systems of Sanskrit Grammar by S. K. Belvalkar. p. 114.

পরিশিষ্ট (খ)

শ্রীমদ্ ভাগবতের ছন্দোবৈচিত্র্য ঃ—বহুস্থলে অধুনা-প্রচলিত ছন্দের নিয়মব্যত্যয় দেখা যাইতেছে—নিম্নে দিগ্দর্শন করিতেছি।

১। (১।২।৩) শ্লোকটী—যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।

ইহার প্রথম চরণটি—বসন্ততিলকছন্দে রচিত 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌগঃ' এই লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি—'চেলাঞ্চল' বৃত্তঘটিত —'চেলাঞ্চলং' 'তভসজগা গুরু যদা স্যাৎ' [বাগ্বল্লভে ২০৬ পৃষ্ঠা]।

২। (১।৩।৩৭) শ্লোকে আদ্যপাদদ্বয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', তৃতীয়পাদে 'ইন্দ্রবজ্রা' এবং চতুর্থপাদে 'ঈহামৃগী' বৃত্ত—'ঈহামৃগী কিল চেন্তো ভ্তৌ গৌ'—এই লক্ষণাক্রান্ত (বাগ্বল্লভ ১৬২ পৃষ্ঠা)।

৩। (১।৭।৪২) শ্লোকে আদ্যপাদদ্বয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', তৃতীয়ে 'বংশস্থবিলং' এবং চতুর্থে 'ইন্দ্রবংশা'।

৪। (১।১২।১৮) শ্লোকটি অনুষ্টুপে রচিত হইলেও তৃতীয়পাদে অক্ষর নয়টি।

৫। (২।৩।২৫) শ্লোকে আদ্যচরণত্রয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', চতুর্থটি কোন্ বৃত্ত? এইরূপ ২।৪।১৪ প্রথমপাদ অজ্ঞাতবৃত্ত।

৬। (১।১৩।২৯) 'এবং রাজা বিদুরেণানুজেন' ৫ম গুরু হইলে 'শালিনী' হইত, এস্থলে 'বাতোর্মী' হইয়া উপজাতি।

৭। (১।১৩।৩০) প্রথম দুই চরণ ইন্দ্রবজ্রা হইলেও তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের ছন্দ অজ্ঞাত।

৮। (১০।৩৫।৯) 'বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং'—ছন্দঃ অজ্ঞাত।

হ্রস্বদীর্ঘব্যতিক্রমে—৯। (১।২।৩) "অধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধং"—এইস্থলে ৮ম ও ৯ম যথাক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হইলে বসন্ততিলক হইত।

১০। (১০।২।২৬) 'সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং'—এই চরণে ৫ম অক্ষর লঘু হইয়াছে; ঐ ২৭ শ্লোকের তৃতীয় চরণে ৫ম লঘু এবং চতুর্থ চরণ অন্য ছন্দ।

এইরূপে দেখা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতে ছন্দোবিষয়ে বহু ব্যতিক্রম আছে; তাহাতে দুইটি সমাধান মনে হয়—আর্ষপ্রয়োগ ত আছেই; ছন্দের পূর্বকালীন প্রচলন এবং প্রস্তারের নিয়মে নূতন রচনাও হইতে পারে। এক শ্লোকে অনেক ছন্দের মিলনে বিবিধ উপজাতির প্রয়োগও আছে। একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে 'ইন্দিরা' ছন্দঃ সর্বপ্রথম শ্রীভাগবত (১০।৩১।১) হইতেই প্রবৃত্ত। "জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ, শ্রয়ত **ইন্দিরা** শশ্বদত্রহি।"

[আদি সংস্কৃত-কাব্য রামায়ণ হইতে আরম্ভ করত মাঘ-সময় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কি প্রকারে ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার বোধের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামতারণ শিরোমণি-কর্তৃক বিরচিত সূচীপত্র এস্থলে শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত ছন্দোমঞ্জরীর ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।]

	রামায়ণে	মহাভারতে	ভাগবতে	শিশুপালবধে*
১। অনুষ্টুপ্	বাল ২।১৫	দ্রোণ ৮৪০৮	১০।১।১	২ সর্গ
২। ইন্দ্রবজ্রা	উত্তর ৬৩।১৯	আদি ২১১২	১০।২।২১	৩
৩। উপেন্দ্রবজ্রা	" ৭৯।১৭	" ৭০১৮	১০।১।৪	৪।২৭
৪। বংশস্থবিল	বাল ২।৪২	" ৭৩৩৬	১০।১।১৮	১
৫। ইন্দ্রবংশা	সুন্দরা ৮ সর্গ	" ৩২৪১	১০।২।২৬	১২
৬। বৈশ্বদেবী	" ৬৫।২৮	০	০	০
৭। প্রহর্ষিণী	অযোধ্যা ১০৭।১৭	" ৬৬০	১০।৮৭।১০	৮
৮। রুচিরা	" ২১।৬৫	" ১১৭৯	১০।১৮।১৬	১৭

*শিশুপালবধে দোধকাদি আরও ২০ প্রকার ছন্দের উল্লেখ আছে।

৯।	বসন্ততিলক	উত্তরা ১০৯।২৩	" ৬৫৬	১০।১।১৩	৫
১০।	পুষ্পিতাগ্রা	বাল ২।৪৩	শান্তি ৬৬৭৬	১০।৭।২১	৭
১১।	অপরবক্ত্র	অযোধ্যা ৮১।১৬	" ৭১২৫	০	০
১২।	ঔপচ্ছন্দসিক	উত্তরা ৬৭।২১	০	০	২০
১৩।	সুন্দরী	" ৭৩।২৫	০	১০।৯০।১৪	০
১৪।	রথোদ্ধতা	০	শান্তি ৭১২৬	০	১৪
১৫।	প্রমাণিকা	০	" ১২০২৬	৭।৮।৪৮	০
১৬।	শালিনী	০	আদি ২১৮৬	১০।৩।২২	১৮
১৭।	ভুজঙ্গপ্রয়াত	০	শল্য ২৩৫৭	৪।৭।৩২	০
১৮।	দ্রুতবিলম্বিত	০	দ্রোণ ৮৪০৯	১।১।৩	৬
১৯।	পঞ্চচামর	০	শান্তি ১২০৩৬	০	০
২০।	মালিনী	০	কর্ণ ৪৩০৫	১০।৪৬।৯	১১
২১।	শার্দূলবিক্রীড়িত	০	" ৪৬৬৯	১।১।১	১।৭৫
২২।	**ইন্দিরা**	০	০	১০।৩১।১	০
২৩।	মন্দাক্রান্তা	০	০	১০।৮।২১	৭।৭৪
২৪।	শিখরিণী	০	০	৪।৭।৪০	৫।৬৯
২৫।	নর্দটক	০	০	১০।৮৭।১১	০
২৬।	স্বাগতা	০	০	১০।৩৫।১	১০
২৭।	মঞ্জুভাষিণী	০	০	৭।৮।৭৫	১৩
২৮।	মৃগেন্দ্রমুখ	০	০	১২।১২।৫০	০
২৯।	স্রগ্বিণী	০	০	৭।৩৪।৪৩	৪।৭২
৩০।	স্রগ্ধরা	০	০	১০।৯০।২৪	১৪।৯৬

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য

১। (১।১০।২) সংরোহয়িত্বা, নিবেশয়িত্বা—'ক্তাচ্' স্থানে যপ্ হইত।

২। (১০।৮৭।১৪) 'গৃভীত'গুণাং 'গৃভীত' শব্দ বৈদিক প্রয়োগ।

৩। (১০।৬।৯) 'জননী হ্যতিষ্ঠতাং' দ্বিবচনে 'জননী'পদ আর্ষ।

৪। (১৪।২৯।৪০) 'পুলকাঙ্গ্যবিভ্রন্' 'অবিভরুঃ' স্থলে আর্ষ।

৫। (১০।১৪।৬) 'মহিমা গুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ' এস্থলে কর্মবাচ্যে 'অর্হতি' ক্রিয়ার প্রয়োগ।

৬। (১০।২৪।৩৬) 'সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে'—'আত্মনা' শব্দের আকার লোপ কেন ?

৭। (১০।২৪।৩৭) 'শর্মণে আত্মনো' বিসন্ধি হইয়াছে, অথচ সন্ধি করিলেও ছন্দঃপাত হয় না।

৮। (১০।২৬।২৫) 'বজ্রাশ্মপর্শানিলৈঃ'—'পর্শ' অর্থ কি ? 'সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং'—বিসন্ধি, এইরূপ (১০।৩২।১৫) 'সংস্তত্য ঈষৎ' বিসন্ধি।

৯। (১০।৮৭।২২) 'রমন্ত্যহো', পলায়ন্ (১০।৩।২৭), ঈক্ষতী (১০।৯।৫) ইত্যাদির ক্রিয়াপদগুলি পরস্মৈপদে প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ ভোক্ষ্যন্ (১০।৮।২৯)।

১০। সম্প্রসারণ—(১।১০।১) কিমকারষীৎ, (১০।১৬।৩৬) রেণুস্পরশাধিকারঃ, (১০।১৪।৪০) আকল্পমার্কমরহন্, (৭।৯।৩৯) 'কামাতুরং হরষশোকভয়ৈষণার্ত্তং' (১০।১৬।২৬), (১০।৮।২৪), (১০।১০।৩৮) 'বরহস্তবক' (১০।২১।৮) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সপ্তম পরিচ্ছেদ (৫) স্মৃতিশাখা

[শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭—১৫০০]

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।৩১৯ পয়ার হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতনপ্রভুকে 'বৈষ্ণবস্মৃতি' প্রণয়ন করিতে আজ্ঞা দেন এবং তিনিও দৈন্য-বিনয়-সহকারে শ্রীপ্রভুচরণ হইতে তদ্‌বিষয়ক 'সূত্র' প্রাপ্ত হন (২৪।৩২৪—৩৩৯)। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপাদ সনাতন স্বয়ং অন্যান্য গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকায় শ্রীমদ্ গোপালভট্ট প্রভুকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক সূচিত সূত্রানুসারে একখানি বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করিতে ইঙ্গিত করেন। শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীও তাঁহার কৃপাদেশে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা 'লঘু হরিভক্তিবিলাস' নামে কথিত হয়েন এবং অদ্যাবধি জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগারে এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-সেবাইত গোস্বামিদের গৃহে ও রাজসাহী বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতিতে বর্ত্তমান আছেন। এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীপাদ সনাতন পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন সহকারে বর্ত্তমান আকারে 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা সহ বৃহদায়তন 'হরিভক্তিবিলাস' প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেক বিলাসের শেষে লিখিত আছে —ইতি 'শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে' ইত্যাদি।

এই বিপুল স্মৃতিগ্রন্থ বিংশ বিলাসে (অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ। **প্রধান প্রধান বিষয়**—(১) গুরু, শিষ্য ও মন্ত্রবিচার, (২) দীক্ষা-প্রকরণ, (৩) সদাচার, স্মরণ ও স্নান-সন্ধ্যা ইত্যাদি। (৪) সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা, গুরুপূজাদি। (৫) আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ ও মাহাত্ম্যাদি। (৬) শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি। (৭) পূজাযোগ্য পুষ্পবিবরণ, (৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্যগীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার ও অপরাধমার্জনাদি। (৯) তুলসী, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য। (১০) সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য, (১১) অর্চনা; হরিনাম; নামমাহাত্ম্য, জপ, কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচনাদি, ভক্তিমাহাত্ম্য, শরণাপত্তি। (১২) একাদশী-নির্ণয়, (১৩) উপবাসবিধি ও মহাদ্বাদশীব্রত, (১৪) মাসিক কৃত্যাদি, (১৫) নির্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রাধারণ, চাতুর্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খল, রামনবমী, বিজয়াদশমী ইত্যাদি। (১৬) কার্ত্তিককৃত্য, দীপদান গোবর্দ্ধন-পূজা, রথযাত্রাদি। (১৭) পুরশ্চরণ, জপ ও মালাদি। (১৮) শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাব, প্রকারভেদ ইত্যাদি (১৯) শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও স্নপনাদিকৃত্য ; (২০) শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণাদি ও একান্তিকৃত্য ;

ভক্তিরসামৃতে (পূ, বি, ২।৭২, ২০১) হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হওয়ায় বলিতে হইবে যে ইহা তৎপূর্বে রচিত। ভক্তিরসামৃত ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪৬১ শকে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়। বর্দ্ধমানের নিকট রায়ণগ্রাম-নিবাসী দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ বঙ্গভাষায় "বৈষ্ণবব্রতবিধান" নামে ইহার এক সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিশালায় কানাইদাস রচিত 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ' নামে ইহার এক সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ আছে (পুঁথি সংখ্যা ১২৩১)। (গৌড়ীয় ২১।২-৪)। মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুরে গ্রন্থানুসন্ধানকালে আমিও একটা পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি—তাহা কাহার রচনা মনে নাই।

২। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর নামে আরোপিত 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' নামে একখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ['*Notices of Sanskrit Mss.*' *Vol. I No.* 395, *Vol. II No.* 235] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ১৫—১৭শ খণ্ডে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামিপাদ হরিভক্তিবিলাসে প্রায়শঃ ধনী বৈষ্ণব গৃহস্থদের ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহাদি সংস্কারের কথা নাই। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত এবং অন্ত্যজ বর্ণে আবির্ভূত ভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও ম্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বিচারপূর্বক পিতৃদেবার্চনাদি বর্জন করত এই পদ্ধতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিতান্নেই পিতৃকৃত্য ও দেবতান্তর-কৃত্যাদির সমাপন-বিধিই বরং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ গ্রন্থে সাধারণতঃ গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসের অর্থ, বিবাহের পূর্বকৃত্যসমূহ, স্মার্ত্তনান্দীমুখশ্রাদ্ধ-নিষেধ, মহাব্যাহৃতি হোম, উত্তরবিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, হোম, ব্রহ্মচারিকৃত্য, সমাবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌড়ীয় ২১।২-৪)

সংস্কারদীপিকা—পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই অন্তর্গত। উপাসক দ্বিবিধ—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব দ্বিবিধ—সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক; সম্প্রদায়ীও দ্বিবিধ—গৃহী ও সন্ন্যাসী। দশনামী ব্রহ্মসন্ন্যাসী, তোতাদ্রি উড়ুপীকৃষ্ণ ইত্যাদিতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। সত্যাদিযুগত্রয়ে সামান্য বৈষ্ণব, কিন্তু কলিযুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব। পরমহংস অবধূতের মহিমা, বৈষ্ণবী দীক্ষায় বিপ্রত্বলাভ, স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, একান্ত শূদ্রাদিকুলোৎপন্ন ব্যক্তিরও বৈষ্ণবসন্ন্যাস-ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের দশবিধ সংস্কার—(১) ক্ষৌরসংস্কার, (২) তীর্থস্নান, (৩) তিলকধারণ, (৪) নামমুদ্রাধারণ, (৫) কৌপীনশুদ্ধি, (৬) প্রাণপ্রতিষ্ঠা, (৭) নামকরণ, (৮) বিষ্ণুমন্ত্রধারণ, (৯) অচ্যুতগোত্রস্বীকার এবং (১০) শালগ্রামার্চনা ও সমাধিমন্ত্র ইত্যাদি।

এই গ্রন্থখানি ত উপাদেয়ই বটে, কিন্তু জয়পুরে ও শ্রীবৃন্দাবনের চারি পাঁচ খানি পুঁথিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে আচার্য্যপূজাপ্রকরণের তৃতীয় পক্ষে "পঞ্চতত্ত্বাত্মকান্ 'ষড়্‌গোস্বামি-সহিতান্' পাদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈঃ বিধিবৎ সংপূজ্য" ইত্যাদি এবং "শ্রীল সনাতনরূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথকং। ভট্টগোপাল-সংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘুনাথকং" ইত্যাদিতে শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর স্বকৃত গ্রন্থে স্বনাম-পূজানির্দেশ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে এই গ্রন্থ ষড়্‌গোস্বামির অন্যতম শ্রীগোপালভট্টপাদ-বিরচিত নহে। শ্রীরাধারমণ-সেবাধিকারী শ্রীল বনমালীলাল গোস্বামিপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এই গ্রন্থ শ্রীহরিবংশের শিষ্য কোনও গোপালভট্টকৃত। এবিষয়ে আবার হরিমন্দির-তিলক বিধিতেও একখানা পুঁথিতে 'রাধাবল্লভীয়মেতৎ সূরিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং' এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া সন্দেহটা দৃঢ়তরই হইল। এ শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিলেও পূজাপ্রকরণে স্বনামের নির্দেশ কিন্তু শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ। অতএব গ্রন্থকার শ্রীহরিবংশশিষ্য শ্রীগোপালভট্ট বলিয়াই আমার ধারণা—কিন্তু তাহাতেও আমাদের কোনও হানি নাই, কেন না ইহাতে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়গত বৃত্তান্তই উট্টঙ্কিত হইয়াছে।

৩। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদ-সঙ্কলিত এই শ্রীকৃষ্ণাভিষেকে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীব্রত-ব্যবস্থাদি বৈদিক মন্ত্রে সমাহৃত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ শ্রীপাদ শ্রীসনাতনপ্রভুর আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার প্রথমতঃই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৫।২৪৭-৫৭২ গৌড়ীয় সংস্করণ) জন্মাষ্টমী প্রকরণের সহিত এই গ্রন্থের তুলনা করিলে বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে স্নানবিধিই কেবল ইহাতে বিস্তারিতভাবে লিখিত। শ্রীবৃন্দাবনে, জয়পুরে এবং অন্যান্য বহুস্থলে ইহারই অনুসরণে অভিষেক হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের উপযোগিতা শ্রীকৃষ্ণাভিষেকেই স্বীকৃত হইলেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহকারে অন্যান্য দেবতার অভিষেকও সম্যক্‌প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে।

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়—(১) সপ্তমীর পূর্বাহ্ণকালে স্নানবেদি-পরিক্রিয়া, (২) মঙ্গলবাদ্যগীতপূর্বক অঙ্গনে খাত-খনন, চতুষ্কোণে কদলীস্তম্ভরোপণ, চন্দ্রাতপ ও পতাকারোপণ, মাঙ্গলিক দ্রব্যস্থাপন, (৩) জয়ন্তীদিন প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণসহ বাদ্যনৃত্য-গীতসহকারে দীপ ও মঙ্গলঘটাদিতে সুশোভিত স্নানবেদিকায় ছত্রচামরাদিদ্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন, (৪) স্বস্তিবাচক, প্রার্থনাদি, (৫) ভূতশুদ্ধি, (৬) ঘটস্থাপন, (৭) মহাভিষেক-সম্পর্কে সঙ্কল্প ও প্রার্থনা, (৮) আসনাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চন, (৯) পাদ্যাদি দীপান্ত বৈদিকমন্ত্র, (১০) বিবিধ-বিধানে স্নান-প্রক্রিয়া ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র, (১১) অঙ্গমার্জন, বস্ত্রপরিধান ও যজ্ঞসূত্র-নিবেদন, (১২) নির্মঞ্ছন, নয়নাঞ্জন, তিলকরচনা, (১৩) পুষ্পমাল্যাদি-নিবেদন, (১৪) মহানীরাজন, (১৫) আরাত্রিকমন্ত্র, (১৬) শ্রীকৃষ্ণস্তব, (১৭) নন্দোৎসব।

৪। শ্রীভক্তিচন্দ্রিকাপটল

অখণ্ডকীর্ত্তি খণ্ডবাসী শ্রীমন্নরহরিমুখচন্দ্র-নির্গলিত শ্রীললোকাচার্য্য সঙ্কলিত এই নিবন্ধগ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভজনপদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ আটটি পটলে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। প্রথম হইতে তৃতীয় পটল পর্য্যন্ত শ্রীগৌর-মন্ত্রোদ্ধারপূর্বক নিত্যকৃত্যের সবিশেষ বিবৃতি, চতুর্থে—দীক্ষা-প্রণালী; পঞ্চমে—অদ্বৈতাচার্য্য-রচিত প্রত্যঙ্গবর্ণনস্তোত্র; ষষ্ঠে—দ্ব্যক্ষরাদি মন্ত্রোদ্ধার ও সাধনবিধি, সপ্তমে—প্রণব-পুটিত ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য, নামভেদ, সংখ্যানিয়ম, অর্চন-প্রকার ও পুরশ্চরণাদি বর্ণিত হইয়াছে। উপসংহারে দ্বিবিধ সাধ্য-সাধন-ভক্তির সাধনোপায়। এই গ্রন্থের পুষ্পিকাবাক্য এইরূপ—পূর্বং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যমন্ত্রমুত্তমং তস্মাদ্ দশার্ণমাদ্যন্তু লব্ধবান্ রঘুনন্দনঃ॥—ইতি শ্রীমন্নরহরি-মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত-শ্রীচৈতন্যমন্ত্রসুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্য্যেণ যৎকিঞ্চিদাস্বাদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথসাক্ষাচ্ছ্রীভাগবতোত্তমসভায়াং প্রকাশিতাঃ। পূজ্যপাদ শ্রীরাখালানন্দঠাকুর মহাশয়কৃত বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদসহ এই গ্রন্থ ১৯২০ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। সাধনদীপিকা

শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু স্বকৃত **দশশ্লোকীভাষ্যে** স্বারসিকী ভজন-পরিপাটি অশেষ বিশেষে দেখাইয়াছেন; মন্ত্রময়ী উপাসনা সম্বন্ধে তাহাতে কোনও অবকাশ না পাইয়া 'সাধনদীপিকা' নামক গ্রন্থে বিশেষতঃ এই বিষয়েই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দজীউর সেবাধিকারী শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামিপাদের অনুশিষ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীলহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যরূপে গ্রন্থকার তত্রত্য প্রাত্যহিক ও বার্ষিক সেবার রীতিনীতি সাক্ষাদ্ভাবে দেখিয়া ও আচরণ করিয়া যে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্ত্রোপাসনায় বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার এবং স্তবকবচাদির সমাবেশে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীগৌরলীলার উপাসনাতেও শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপাদের আনুগত্যে ভজনেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন দ্বারা এই গ্রন্থের স্বারস্যও সুপ্রকাশিত হইয়াছে। রাগানুগা ভজনেও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্বক শ্রীরূপানুগামিদের হার্দ বিস্তার করিয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রীজীবপাদের স্বকীয়াবর্ণনে পরেচ্ছাপ্রণোদিতত্বেরই হেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থের আলোচনায় শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসকদের সবিশেষ উপকার হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সাধনদীপিকা দশটি কক্ষায় (অধ্যায়ে) বিভক্ত। (১) গুর্বাদিবন্দনা, গ্রন্থসূচী, সেবাপ্রকাশন ইত্যাদি। (২) ব্রজেন্দ্রনন্দনের মৌনমুদ্রারূপত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলা, মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী লীলা, যোগপীঠ-প্রকাশন, সদাচারবিধি, মুখপ্রক্ষালনাদি সেবাপ্রসঙ্গ, মঙ্গলারাত্রিকাদি নিত্যসেবা ও বসন্তোৎসবাদি বার্ষিকীসেবা শ্রীকৃষ্ণের ৩২ লক্ষণ, করধ্যানাদি। (৩) শ্রীকৃষ্ণের মধ্যকৈশোরস্থিতিবর্ণনা। (৪) শ্রীগোপালমন্ত্রোদ্ধার, মাহাত্ম্য, ন্যাসাদি-বিধি, ত্রৈলোক্য-মঙ্গলকবচ, ধ্যানাদি, স্মরণমঙ্গল। (৫) শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য, বৃহদ্ধ্যান, পদ্মপুরাণীয় বৃন্দাবন-বর্ণনা,

পুরুষবোধনীমতে বৃন্দাবন-বর্ণনা। (৬) শ্রীরাধার প্রাকট্য-কথা, তাঁহার প্রেমোৎকর্ষাদি, অষ্টোত্তর শতনাম মন্ত্রাদি, গোপেশ্বরীসাধন, পঞ্চবাণেশ্বরী মন্ত্রাদি, দীপদানবিধি, কৃপাকটাক্ষস্তোত্র, ত্রৈলোক্যবিক্রম কবচ, করচরণ-চিহ্নাদি, আভরণাদি। (৭) শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরভজনের সর্বোৎকৃষ্টতা-প্রতিপাদন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার তত্ত্বাদি-নিরূপণ; শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্বকথা, গৌরগণোদ্দেশ। (৮) শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের বৃত্তান্ত, মহিমা ও অষ্টকাদি। (৯) রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তি নিরূপণ, প্রসঙ্গক্রমে পরকীয়ার রসোৎকর্ষস্থাপন, পরকীয়াস্থাপনের প্রমাণরূপে শ্রীস্বরূপরামানন্দাদি-ভাগবতগণের গ্রন্থরত্নের উল্লেখ, শ্রীজীবপাদের পরেচ্ছাপ্রণোদনের হেতু। (১০) সাধনভক্তি-প্রভৃতি নিরূপণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচকদের গবেষণার উপযোগী কয়েকটি বিষয় ইহাতে অন্তর্নিহিত আছে এবং *Anthology* হিসাবেও ইহার কতকটা মূল্য আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

৬—৮ পদ্ধতি

শ্রীশ্রীগৌরেশ্বর বৈষ্ণবগণ সাধকগণকে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থানপূর্বক রাত্রিতে শয়নাবধি নিরন্তর ভগবদর্চ্চনা, স্মরণ মননাদি অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যে গ্রন্থে এই আষ্টযামিক অর্চন, স্মরণ মননাদির নিয়ম-প্রণালী লিখিত থাকে, তাহাকে **'পদ্ধতি'** বলা হয়। এই সম্প্রদায়ে বহু পদ্ধতির প্রচলন থাকিলেও তিনখানি মুখ্য বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও আদৃত হইয়া থাকে।

(১) **প্রথম পদ্ধতি**—শ্রীশ্রীগৌরেশ্বর পণ্ডিতগোস্বামিপ্রভুর প্রধানশিষ্য শ্রীমদ্ গোপালগুরুগোস্বামিজির পদ্ধতি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত (ক) **প্রণামস্মরণপদ্ধতি ও সেবাস্মরণপদ্ধতি**' এই পুস্তক খানি মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে। (*Vide Triennial Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Vol. IV. Part I Sanskrit A No. 3050)*

শ্রীগোপালগুরুকৃত স্মরণ-পদ্ধতির **বর্ণয়িতব্য বিষয়**:—(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, (২) ব্রজে মাধুর্য্যসেবার প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণলীলায় মানুষের ন্যায় হৃৎকম্পনাদি, জীবের সহিত ভেদ-বিচার। (৩) প্রকটাপ্রকট লীলা, পারকীয়ত্ব, ব্রজে তিনমাস বিরহ, দন্তবক্রবধের পরে ব্রজাগমন, ধামত্রয়ে লীলানিত্যতা, গোপলীলার অসমোর্দ্ধতা, শ্রীবৃন্দাবনের গোলোকত্ব; (৪) রাগানুগাভজন—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তি, (৫) অধিকারিবিচার; (৬) সাধকদেহে সেবাপ্রণালী, শ্রীকৃষ্ণের বয়স, বেশ ইত্যাদি। (৭) মহামন্ত্রোদ্ধার তন্ত্রোক্তধ্যান; (৮) শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর মন্ত্র, অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র, (৯) কামগায়ত্রী, ধ্যান; (১০) শ্রীরাধাতত্ত্ব, মন্ত্রোদ্ধার; (১১) শ্রীগুরুস্মরণক্রম, শ্রীগুরুগায়ত্রী, শ্রীগুরুবর্গের স্মরণবিধি, (১২) শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাদির মন্ত্রাদি; (১৩) শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় সেবাবিধি; (১৪) সিদ্ধদেহে শ্রীগুরুরূপাসখীর পার্শ্বে ললিতাদিসখীবৃন্দের সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরীর সহিত সেবাপ্রণালী; (১৫) যুগল মন্ত্রধ্যান, যুগল ধ্যান, (১৬) যোগপীঠপদ্ম; (১৭) অষ্টসখীর পরিচয় ও তন্ত্রাদি হইতে মন্ত্রোদ্ধার, (১৮) সখীদের যূথ, (১৯) মঞ্জরীদের ধ্যান মন্ত্রাদি; (২০) অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণবিধি; (২১) মন্ত্রজপক্রম। উপসংহার শ্লোক—

কাষায়াম্ন চ ভোজনাদিনিয়মান্নো বা বনে বাসতো ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাৎ চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো গোবিন্দস্য পদারবিন্দ-ভজনারম্ভস্য লেশাদপি॥

সেবাস্মরণপদ্ধতিতে শ্রীগোপালগুরু নিজ শ্রীগুরুদেব শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুকে ব্রজলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যথা—বক্রেশ্বর-পণ্ডিতঞ্চ বন্দে শ্রীতুঙ্গবিদ্যকাং। শ্রীচৈতন্যং শচীপুত্রং বন্দে শ্রীনন্দনন্দনম্॥

(২) **দ্বিতীয় পদ্ধতি**—শ্রীমদ্ ধ্যানচন্দ্রগোস্বামির পদ্ধতি। ইনি শ্রীগোপালগুরু প্রভুরই শিষ্য এবং তদীয় পদ্ধতির অনুসরণে এই গ্রন্থ রচনা করিলেও ইহাই স্থলবিশেষে স্ফুটতর, এবং ইহার অতিরিক্ত সন্নিবেশও

সাধকগণের যথেষ্ট হিতকর। উভয় গ্রন্থ প্রায়শঃ অভিন্ন হইলেও প্রথম পদ্ধতিতে সর্বাগ্রে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, পঞ্চতত্ত্ব ও ভক্তবৃন্দের প্রণাম ও ধ্যানাদি, তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন, যমুনা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভানুকুমারী, সখীবৃন্দ, মঞ্জরীগণ ও কিঙ্করগণের বন্দনা নামক 'প্রণাম পদ্ধতি' আছে; কিন্তু দ্বিতীয়ে তাহার কিছুই নাই; দ্বিতীয়ে ক্রম-বৈপরীত্যও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই পদ্ধতিই বৈষ্ণব-সমাজে সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে, যেহেতু গোবর্দ্ধনের শ্রীসিদ্ধবাবার পদ্ধতিও এই পদ্ধতি হইতেই যথেষ্ট সহায়তা ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। উভয় পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দের মন্ত্রোদ্ধার, গায়ত্রী, প্রণাম ও পূজা-প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উভয়েরই অষ্টকালীয় লীলাস্মরণসূত্র সনৎকুমার-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী যুগ, ১৬০০ – ১৭৫০ শাক)

(৩) **তৃতীয় পদ্ধতি**—শ্রীগোবর্দ্ধননিবাসী দ্বিতীয় সিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাসবাবাজি মহারাজ কর্ত্তৃক-বিরচিত। এই পদ্ধতিও দুইভাগে বিভক্ত—(ক) **'শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্বরূপনিরূপণ'** নামক প্রথম বিভাগে শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, পদ্মপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ ও শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, বর্ণনা, বেশ, বয়সাদির যাবতীয় তথ্য যথাক্রমে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। (খ) **'সাধনামৃতচন্দ্রিকা'**—নামক দ্বিতীয় বিভাগে সাধকোচিত অষ্টযামিক পূজাপদ্ধতি ও স্মরণপ্রণালী সংসূচিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে যুগপৎ স্বারসিকী ও মন্ত্রময়ী উপাসনার ইঙ্গিত দেখা যায়। যদ্যপি মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ এবং স্বারসিকী উপাসনা স্রোতোবৎ, তথাপি স্বারসিকীর অন্তর্ভূত করিয়া মন্ত্রময়ী উপাসনা করিতেও শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার ইঙ্গিত আছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা-কর্ত্তৃক শ্রীহস্তে তদীয় শিষ্য সূর্য্যকুণ্ডবাসী শ্রীশ্রীমধুসূদনদাস বাবাজি মহারাজের নিকট লিখিত পত্রখানি 'সাধনদীপিকা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী স্বকীয় 'সাধনদীপিকার' দ্বিতীয় কক্ষায় ২৪—২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অথ মন্ত্রময্যাং সদাচারবিধি র্লিখ্যতে। মন্ত্রময়ী দ্বিধা, তত্র শ্রীভাগবতাদিবর্ণিত-জন্মকর্মগোচারণাদিলীলা একবিধা, সা তু স্মরণমঙ্গল-শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদ্যনুসারেণ কর্ত্তব্যা। দ্বিতীয়া তু অর্চায়মানবিশেষ-মৌনমুদ্রাঢ্য-শ্রীবিগ্রহ-বিশেষসেবা। সা চ সর্বস্মৃতিসম্মতা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিতাস্তি। তদনুসারেণ প্রেমযুক্তয়া ভক্ত্যা কর্ত্তব্যা।… ……যথা সাধকঃ সিদ্ধরূপেণ মানসীং দণ্ডাত্মিকাং ভাবয়েৎ, তথা তেনৈব গুরুপরম্পরয়া রাগানুগামতেন মৌনমুদ্রাঢ্যং, দণ্ডাত্মিকালীলা সেবা চৈকা, নাম্না ভেদঃ পৃথগ্‌ভবেৎ। অত স্তয়োরৈক্যবুদ্ধ্যা সেবনঞ্চ॥" বস্তুতঃ লীলাস্মরণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও কিন্তু শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলানুধ্যান অধিকতর সুখকর ও সহজসাধ্য বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের ধারণা। যেহেতু মাদৃশ সর্বতোবিক্ষিপ্ত কলিকলুষহত জীবের মনোনিবেশের পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলাচিন্তা চলিলে দুরূহ ভগবদ্‌ভজনও ক্রমশঃ আয়ত্তাধীন হইতে পারে। লীলাচিন্তনে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলাচিন্তনে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই ব্যাপৃত থাকে।

এই সাধনামৃতচন্দ্রিকা ১৭৫০ শাকে রচিত হইয়াছে বলিয়া অন্তিমবাক্য হইতে জানা যায়। শ্রীসিদ্ধবাবা ইহার পয়ারে বঙ্গানুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধকগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

সম্প্রতি **'সিদ্ধসেবা'** নামে শ্রীনবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ দেখিলাম। ইহা শ্রীচৈতন্যদাস-বিরচিত অতি আধুনিক। ইহাতে বিশেষ ভাবে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়ংকালীন লীলার সেবাপূজাদিতে বস্তুবিশেষের সমর্পণ মন্ত্রাদি স্বরচিত সংস্কৃত পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

৯। ভোগনির্ণয়-পদ্ধতিঃ

শ্রীমৎ সূর্য্যদাস-সরখেল প্রণীত এই গ্রন্থে শ্রীগৌরগোবিন্দের ভোগারাধনার পংক্তি বসিবার ক্রম নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্যদাস শ্রীমন্‌নিত্যানন্দপ্রভুর শাখাগণনায় পঠিত হইয়াছেন। (ভক্তিরত্নাকরে ১২।৩৮৭৫—৩৯৯৩) ইনি শ্রীনিত্যানন্দকরে আপন কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বসুধা, জাহ্নবা ও বীরভদ্রের ভোগসমর্পণেরও ইঙ্গিত আছে। তাহাতে মনে হয় যে শ্রীসূর্য্যদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং বীরভদ্রের আবির্ভাবেরও অনেক পরে বর্ত্তমান থাকিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। **ভোগমালা** বা এতজ্জাতীয় দুই তিন খানা পুস্তক পাওয়া যায়—প্রত্যেকেরই পংক্তিক্রম-বিষয়ে মতভেদও দেখা যায়। এই পুস্তক গোকর্ণবাসী ৺রামপ্রসন্ন ঘোষকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১০। পদ্ধতিপ্রদীপঃ

শ্রীমদ্ ঘনশ্যামদাস-বিরচিত এই পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত শ্রীগোপালগুরু-পদ্ধতি ও শ্রীধ্যানচন্দ্রপদ্ধতিবৎ প্রণাম-স্মরণেরই আধিক্য দেখা যায়। অধিকন্তু ইহাতে শ্রীনবদ্বীপ ও নবদ্বীপচন্দ্রের সপরিকর প্রণামাদি বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। ভক্তিরত্নাকরে (১২।৩৩৬৬, ১২।৫৪) যে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ ও শ্রীনবদ্বীপের ধ্যানের উল্লেখ আছে, তাহা ইহাতেও স্থান পাইয়াছে। মঙ্গলাচরণে—

সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমদ্‌গুরুদেব দয়ানিধে ! নানবিঘ্নভয়াগ্নিত্যং পাহি মাং মঙ্গলালয় !! ১
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-বিভূষণ ! শ্রীল শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তপ্রিয় জয় প্রভো !! ২

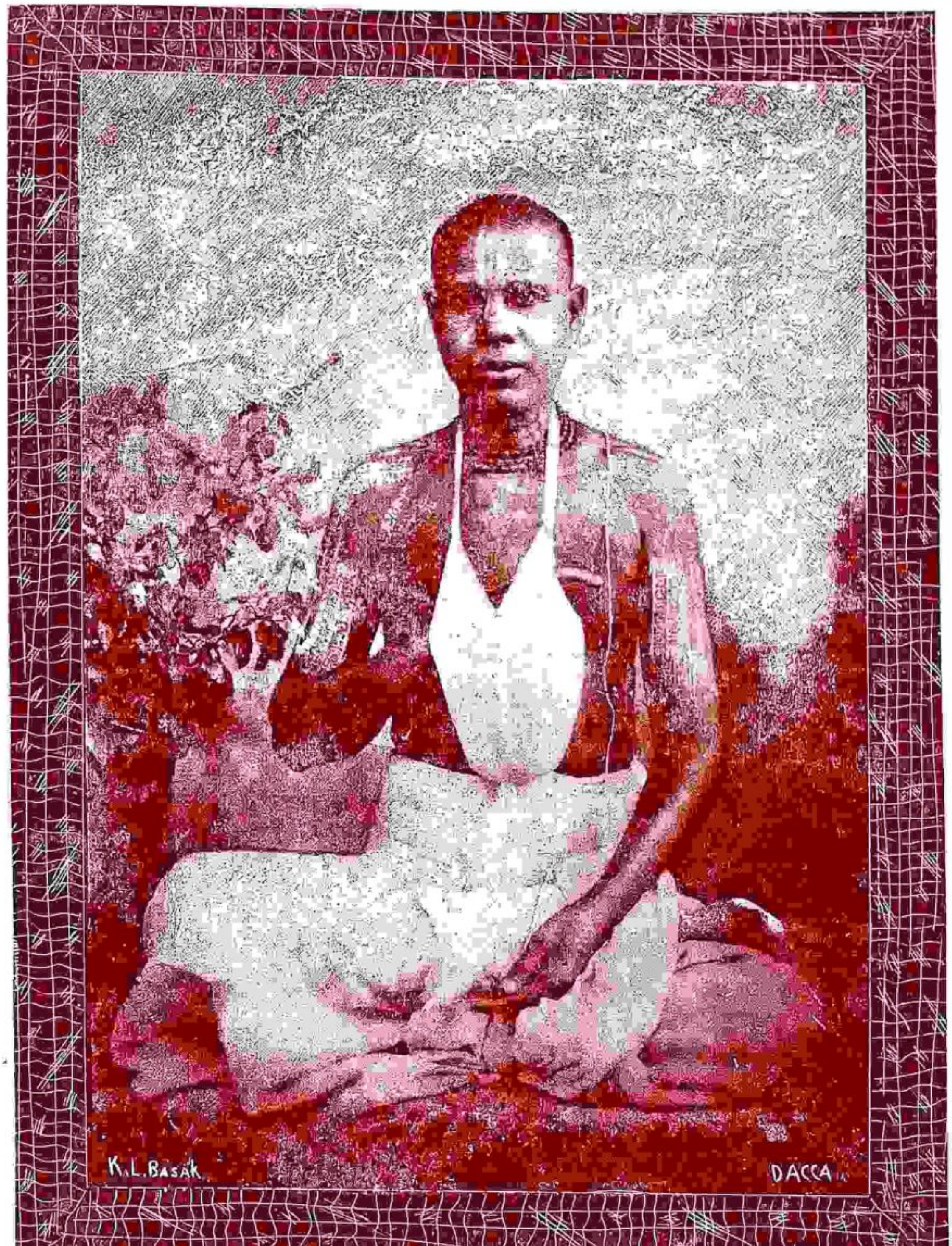
উপসংহারে—শ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্য-ভজনক্রমপদ্ধতিং। সাধকানাং প্রমোদায় সংক্ষেপাদ্ গৃহ্যতে ময়া ॥
দীনে ময়ি ঘনশ্যামে কৃপামেতৎ কুরু প্রভো ! শ্রীপদ্ধতিপ্রদীপস্তদ্ গ্রন্থো ভবতু জীবনম্॥

এই ঘনশ্যামদাস কি ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরিচক্রবর্ত্তী ?

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী [(১১) দেশিকনির্ণয় ও (১২) শ্রীবৈষ্ণবব্রতনির্ণয়]

অষ্টাদশ শকাব্দার মধ্যভাগে এই প্রসিদ্ধ গোস্বামিপাদ (১১) **'দেশিকনির্ণয়** ও (১২) **বৈষ্ণবব্রতনির্ণয়'** নামে দুইখানা স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথমখানা পঞ্চ-পত্রাত্মক, ইহাতে উপদেষ্টা (গুরু)-নির্বাচন-প্রসঙ্গে গুরুশিষ্যের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবিধ শাস্ত্র-সঙ্কলনপূর্বক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়খানা—৭৯ পত্রাত্মক, ইহার দুইটি খণ্ড, প্রথম খণ্ডে শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত ব্রতনির্ণয়—একাদশীব্রত, শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী, শ্রীরামনবমী, দোলোৎসব, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, শয়নৈকাদশী, বামনদ্বাদশী, এবং কার্ত্তিককৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস সম্মত ব্যবস্থা, ক্কচিৎ ক্কচিৎ পুরাণান্তর-সংগৃহীত বচনাদিও উহার পোষকরূপে উদ্ধৃত করত ব্রতদিনের সুন্দর নির্ণয়াদি। দ্বিতীয় খণ্ডে—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অনুক্ত দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দোলা ও রাসযাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের লিপিকাল ১৭৮৯ শাক।

শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপাদ (তারুণ্যে)



আবির্ভাব—১৭৬৮ শকে গৌণী পৌষী অমাবস্যা (২০শে পৌষ)

তিরোভাব—১৮৫৩ শকে গৌণী অগ্রহায়ণী অমাবস্যা (২১শে অগ্রহায়ণ)

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—২/৭ পৃষ্ঠা]

শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী [(১৩) শ্রীবৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয় (১৪) শ্রীগৌরার্চনপ্রয়োগঃ]

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামি-বিলিখিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের সারমর্ম্ম অবলম্বনে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যাবতীয় ব্রতদিন-নির্ণয়ের সুগম পন্থারূপে শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভু (১৩) **শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রতদিন-ব্যবস্থা** নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে জন্মবাসর-ব্যবস্থা, তিথির ক্ষয়-পূর্ণাদি সংজ্ঞা, বিদ্ধা তিথি নির্ণয়, জন্মবাসরের পারণ, রামনবমী প্রভৃতি জন্মবাসর-নির্ণয় হরিবাসর, পারণ, মহাদ্বাদশী ও বিজয়ামহাদ্বাদশীর বিশেষ কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ কিন্তু বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই ভাষা জানেন না, বিশেষতঃ এই গ্রন্থখানি দার্শনিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃত-ভাষাবিদ্‌দেরও সময়ে সময়ে অর্থবোধে কষ্ট হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই শ্রীপাদ বঙ্গভাষায় সূত্রগুলির অনুবাদ দিয়া অঙ্কপাতপূর্বক স্থল-নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থখানিকে উপাদেয় ও সুখবোধ্য করিয়াছেন। (১৪) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাজ্ঞায় ৪২০ গৌরাব্দে শ্রীপাদ **'শ্রীশ্রীগৌরার্চনপ্রয়োগ'** নামক পুস্তকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপাসনাদি শ্রুতি স্মৃতি হইতে প্রমাণাদি উদ্ধার পূর্বক স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীগৌরগোবিন্দের অর্চনপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। মূল সূত্র যথা—

প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা স্নানঞ্চ তিলকাদিকং।　　প্রাতঃসন্ধ্যা ততঃ কার্য্যা শ্রীগুরুং পূজয়েত্ততঃ॥
দ্বারপূজাং ততঃ কৃত্বা দেবগেহং প্রবেশয়েৎ।　　ভূতশুদ্ধ্যাদিকং প্রাণায়ামাদি ন্যাসকানি চ॥
কৃত্বা শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।　　মনসা পূজয়িত্বা তু শঙ্খঞ্চ স্থাপয়েত্ততঃ॥
পুনর্ধ্যাত্বা বহিঃ পূজাং পাদ্যাদিভিঃ প্রকল্পয়েৎ।　　অঙ্গোপাঙ্গাদ্যাবরণং শ্রীমন্নামাষ্টকং যজেৎ॥
মহামন্ত্রং শতং জপ্ত্বা জুহুয়াৎ শতসংখ্যকম্॥ ইতি

এই সূত্রেরই বিবৃতি স্বরূপে সমগ্র পুস্তক লিখা হইয়াছে। ভোগনিবেদন প্রণালীটি বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞদেরও প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ-কর্তৃক সঙ্কলিত **'পুরুষার্থ-তত্ত্বনিরূপণ'** নামক বিরাট গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম অংশ-বিশেষ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিপুলায়তন গ্রন্থখানি রচিত না হইতেই শ্রীপাদ শিরোমণি প্রভু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (৬) পদাবলী শাখা

[শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭ — ১৫০০ শকাব্দ]

১। শ্রীপাদ শ্রীরূপ ও পদাবলী-সাহিত্য

[গ্রন্থকারের নামে নামে এই শাখার নিবন্ধ সজ্জিত]

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদকর্তৃক সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার মধ্যে **'গীতাবলী'**ও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মোট ৪১টি পদ আছে। নন্দোৎসবের ২টি, বসন্তপঞ্চমীর ১টি, দোলোৎসবের ১২টি, রাসের ৯টি, অভিসারিকাদি অষ্ট নায়িকার ৯টি (যেহেতু খণ্ডিতার ২টি), শ্রীরাধাজন্য শ্রীকৃষ্ণখেদের ৩টি, বসন্তবিহারে ৩টি ও জলকেলির ২টি পদ আছে। এই সব পদের ভণিতায় সর্বত্র 'সনাতন' নাম আছে দেখিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে শ্রীসনাতনপ্রভুর রচনা বলেন এবং অপর কেহ বা ইহাদিগকে 'লীলাস্তব' বলিয়া অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লীলাস্তব বা দশমচরিত কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তাহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। যদি ইহারাই শ্রীসনাতন-রচিত হইত, তবে শ্রীজীবপাদ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াই "শ্রীমদীশ্বর-রূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা'—এই বাক্য লিখিলেন কেন? আবার 'স্তবমালাবিভূষণভাষ্যে' শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ 'সনাতন' শব্দে তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিবেন কেন? গীতাবলিভাষ্যারম্ভে শ্রীরূপপাদকেই বা মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকবৎ শুকদেবের সাম্য করিয়া বন্দনা করিলেন কেন? * এই গীতাবলীতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তিতে অপরূপ সঙ্গীত-কলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গীতাবলী চারিটী প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনোৎসব (নন্দোৎসব, বসন্তপঞ্চমী, দোল ও রাস) এবং অষ্টনায়িকা-স্বভাবযুক্ত শ্রীরাধাকে উপস্থাপিত করিতেছে; জয়দেবের তালে ও ভাবে এই সব গীত রচিত হইলেও ইহাদের আনন্দদায়িনী শক্তি অতুলনীয় এবং সময়ে সময়ে গীতগোবিন্দ হইতেও অধিকতর মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহাদের ধ্বনি ও ছন্দ গানগুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়াছে।

২। শ্রীপাদ রায় রামানন্দ ও গীতাবলী

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার নিত্যসঙ্গী অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকে **২১টি** গীত আছে। এই পদাবলী শ্রীমদ্ গৌরবিধু বিরহবিধুর অবস্থায় আস্বাদন করিতেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বারংবার উক্ত হইয়াছে; গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হইলেও এই গীতাবলিতে অধিকতর আস্বাদনীয়তা বিদ্যমান আছে—শ্রীরামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' পদটি 'ব্রজবুলি' সাহিত্যের সর্বপ্রথম রচনা বলিয়াই সাহিত্যিকদিগের মত। এই পদে প্রেমের সর্বোর্দ্ধতনী যে অবস্থাটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রায় রামানন্দের মুখপিধান করিয়াছেন।

গীতের দৃষ্টান্ত—(১)

বিদলিত সরসিজ-দলচয়-শয়নে। বারিত-সকল-সখীজন-নয়নে ॥
বলতি মনো মম সত্বরবচনে। পূরয় কামমিমং শশিবদনে ॥
অভিনব-বিষকিশলয়চয়বলয়ে। মলয়জ-রসপরিষেবিত-নিলয়ে ॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং। রামানন্দরায়-কবি-ভণিতম্ ॥ (২।২৪)

---

* ভাষ্যারম্ভে ২য় শ্লোকে—'শৃঙ্গারার্থব্যঞ্জনে ব্যাসসূনুং'। ব্যাখ্যাত্রয়ং—কৃষ্ণঃ, স্বাগ্রজ স্তৃতীয়ো ব্রহ্মপুত্রশ্চ।

(২) মঞ্জুতর-গুঞ্জদলি-কুঞ্জমতিভীষণং। মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধকৃত-দূষণং ॥
সকলমেতদীরিতং। কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতম্ ॥ ধ্রু ॥
মত্তপিক-দত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনং। সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়-ভাজনং ॥
রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং। রামপদ-ধাম-কবিরায়কৃতমুজ্জ্বলম্ ॥ (৩।৩৪).

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের অধিকাংশ পদ্যাংশের ও গীতাবলির যে অনুবাদ করিয়াছেন— তাহার দৃষ্টান্তও নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, পুরাও মোর মনকাম।
শয়ন-মন্দিরে, আনহ সত্বরে, প্রফুল্ল নলিনীদাম।
গোপত করিয়া, শেজ বিছাইয়া, দেহ না সুন্দরি মোরে।
যেন অন্যজনে, না হেরে নয়নে, বিরলে বলিল তোরে ॥
মন্দির-মাঝারে, মলয়জ-নীরে, সেচন করলো ধনি !
না কর বিলম্ব, কুসুম কদম্ব, শীঘ্র দেহ মোরে আনি ॥ (২।২৪)

(২) গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহুকুঞ্জে মন মাতিয়া। মত্তপিক-দত্তরবে ফাটে মঝু ছাতিয়া।
বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধ-সহ মারুতা। কুন্দকলি-শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা ॥
সখি ! মন্দ মঝু ভাগিয়া। কান্তবিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাঁহে রহু বাঁচিয়া ॥ ধ্রু ॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু-সঙ্গে রস পূরিয়া। অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া ॥
পন্থ মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখীরে। বল্লী নবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গভয় ভাজিরে ॥
গচ্ছ সখি ! পুচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহরে। স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে ॥ ৩।৩৪

এই অনুবাদসম্বন্ধে 'ব্যাখ্যা ও অনুবাদ শাখায়' পরে আলোচনা হইবে। পদকল্পতরুতে রামরায়-ভণিতাযুক্ত একটি মঙ্গল আরতির পদ আছে (২৮৪৫)। 'রামানন্দ'-ভণিতাযুক্ত সব পদই যে ইহার রচিত—এ বিষয়ে নিশ্চয় করিবার উপায় নাই।

এ তুহুঁ মঙ্গল আরতি কী জে। মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নী জে ॥
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল। মঙ্গল রাধা-মদনগোপাল ॥
শ্যাম গোরী তুহুঁ মঙ্গল রাশি। মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি ॥
মঙ্গল শঙ্খহি মঙ্গল নিসান। সহচরীগণ করু মঙ্গল গান ॥
মঙ্গল চামর মঙ্গল উদগার। মঙ্গল শবদে করয়ে জয়কার ॥
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান। কহ রামরায় তহিঁ ভগবান্ ॥ (২৮৪৫ পদকল্প)

৩। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও সঙ্গীতমাধব

শ্রীশ্রীসরস্বতীপাদ তদীয় সঙ্গীতমাধব-নামক গীতিকাব্যে ২৯টি গীতের রচনা করিয়াছেন। এই গীতিকামালা গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হইলেও স্থলবিশেষের রচনা-পারিপাট্য ও শব্দবিন্যাস-প্রণালী অধিকতর সুললিত ও চিত্তচমকপ্রদই হইয়াছে। ইহাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের সাধনোপযোগী বহুবিধ সম্ভার দেদীপ্যমান আছে—এই গীতিকাব্যের সাধন-সঙ্কেতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক ব্রজভাবে ব্রজগোপীর আনুগত্য-লাভে চরমাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন—ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণন—(১) [বসন্ত রাগেণ]

অদ্ভুত-সুরভিসময়-সহজোদয়-মধুরলতা-তরুজালং। নব-মকরন্দ-মহাদ্ভুত-পরিমল-মত্তবিচলদলিমালং॥
বন্দে বৃন্দাবিপিনমমন্দং। প্রেম-মহারস-বেগবিজৃম্ভিত-মদনমহোৎসবকন্দম্॥ ধ্রু॥
বিকশদশোক-বকুলকুল-চম্পক-মাধবিকাভিরনূনং। সহ নিজবল্লভয়া ব্রজনাগর-লুনবিচিত্র-বিসূনম্॥
ললিত-কলিন্দসুতা-লহরীকৃত-মুহুমুহু শীকরবর্ষং। তুমুলরতিশ্রমিতালস-তমুবর-রসিকমিথুনকৃতহর্ষং॥
অদ্ভুতরস-সরসি লসদুপদল-মুকুলিত-কনকসরোজং। প্রাণসমা-কুচলোচন-সংস্মৃতিকৃতহরি-তীব্রমনোজম্॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহার-বর্ণনা—(৩) [মালবগৌড়রাগেণ]

মৃগমদলিপ্তরুচিরবপুষা পরিরঞ্জিত-নবঘনসারং। বেণীভুজঙ্গীবিরাজিতয়া শিখিচন্দ্রকচূড়মুদারং॥
সখি হে! গোকুলরাজকুমারং। রাধিকয়া সহ কলয় মনোজ্ঞ-রসাধিকয়া সুকুমারং॥ ধ্রু॥
নবচপলাচপলাঙ্গরুচা রসবর্ষণ-বারিদজালং। কাঞ্চন-বল্লরিকোজ্জ্বলয়া দ্যুতিনির্জিত-নীলতমালম্॥
অনিল-তরল-নলিনীসুললিতয়া মদকল-মধুকরলীলং। অভিনবসঙ্গমভয়-কম্পিতয়া বহুবিধমনুনয়শীলম্॥

নাগরীবেশে সুসজ্জিত-শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধা—(৮) [রামকিরী রাগেণ]

নীলনলিনদল-কোমলমুজ্জ্বলমঙ্গমধিকসুকুমারং। মোহনরূপমিদং তব বল্লবি! হরতি মমান্তরসারং॥
বিধুমুখি! কা ত্বমহো মধুরে! প্রিয়সখী ভব মম চারুতরে॥ ধ্রু॥
কেয়মহো তব বিশ্ববিমোহন-ললিতাপাঙ্গবিভঙ্গী। জনয়তি খঞ্জন-গর্ববিভঞ্জনমতিভয়মেতি কুরঙ্গী॥
হাস্যমহো তব লাস্যমহো তব বচনমহো মধুধারং। স্নান-শয়ন-ভোজন-গমনাদিষু বিহর ময়া ত্বমুদারম্॥
মা কুরু বঞ্চনমিহ সখি! কিঞ্চন তব পৃচ্ছামি রহস্যং। ত্বামপি-চকিতমুদৈক্ষত কিমু হরিরিতি মম বাচ্যমবশ্যং॥

রাস—(১২) [বসন্তরাগেণ]

বাদয়তে মণিবেণুমুদারং। গলিত-মধুররব-নবরসসারং॥
নৃত্যতি হরিরিহ মোহনরাসে। রসিকযুবতিততি-রচিতবিলাসে॥
দর্শয়তে বহুহস্তকভেদং। চলতি ললিতগতি চিত্রমখেদং॥
মধ্যবিলম্বিতদ্রুতপদচালং। কলয়তি গীতপদোচিত-তালং॥
গীতবাদিত্রকলাগতপারং। কিমপি প্রশংসতি বরতনু-বারং॥ ইত্যাদি

শ্রীরাধাসখীগণের সঙ্গীত—(১) [মঙ্গল গুর্জ্জরীরাগেণ]

প্রণত-সকল সুখদায়ক ব্রজনায়ক হে বল্লবরাজকুমার।
স্ফুটসরসিরুহলোচন ভয়মোচন হে পালিত-নিজপরিবার॥
জয় জয় প্রাণসখে! ধ্রু॥
ব্রজতরুণী-নবনাগর রসসাগর হে রচিত-মহারতিরঙ্গ।
রসিকযুবতি-পরিহাসক কৃতরাসক হে ললিতানঙ্গতরঙ্গ॥
মণিময়বেণু-লসন্মুখ নত-সম্মুখ হে মৃদুমৃদুহাসবিলাস।
কুলবনিতা-ব্রতভঞ্জন রিপুগঞ্জন হে নবরতিকেলিনিবাস॥
মধুরমধুররসনূতন হতপূতন হে নবঘন-নীলশরীর।
তপনসুতা-তট-সন্নট রতিলম্পট হে ধৃতবর-মণিগণহীর॥
স্ফুরদরুণাধর-পল্লব বজ্রবল্লভ হে রাধামানস-হংস।
শ্রীল সরস্বতী গীতকং হরিভাবকং মঙ্গলমিহ বিদধাতু॥

এইভাবে লোকাতীত-মহামহিমময় শ্রীবৃন্দাবনীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের মহাকবি-সরস্বতীর পদ-লালিত্য ও ভাষামাধুর্য্যের অন্তঃস্থলে যে রস প্রবাহ খেলিয়া যাইতেছে—তাহা কেবল সদ্ভাবুক ও সুরসিকগণেরই আস্বাদ্য ও অনুভাব্য।

৪। শ্রীমুরারি গুপ্ত ও পদাবলী।

শ্রীচৈতন্যবিষয়ক গীতিরচনার প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন। আদিনিবাস শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া ইনি শ্রীজগন্নাথমিশ্রের প্রতিবেশিরূপে নবদ্বীপেই বসবাস করিতেন। শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাল্য লীলাবলি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বকীয় কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কড়চা বিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইনি যেসকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক। গৌরপদতরঙ্গিণীতে (১।৩।৭১, ২।২।৪৭, ৪৮, ৩।২।৫৭, ৪৮, ৪।৩।৮, ৫।৩।৪০, ৪২, ৫৬) ৯টি পদ উদ্ধৃত।

(১) নাগরীভাবের পদ--(৩।২।৫৭) [সুহই]—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি, লইনু মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুনি জ্বালি, সকলই পুড়াইয়াছি, জাতিকুলশীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
স্রোতবিথার-জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে, পীরিতি এমতি হৈলে, তার গুণ তিন লোকে গায়। (৭৫৩)

(২) শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুরে (৫।৩।৪২) ধানশী

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥
'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ'—সবাকার মুখে। নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া। নিতাই-বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ। শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী। সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

এই দুইটি পদেই স্বাভাবিক প্রেমের আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ভাষার সহিত ভাবেরও সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান। এইরূপ (৩।২।৪৮) পদেও 'গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা' সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (২৪।১০) উদ্ধৃত পদটি মানিনী শ্রীরাধার প্রতি মিনতি-সূচক—

তপন-কিরণে যদি, অঙ্কুর দগধল, কি করব জল-অভিষেকে।
দুখভরে প্রাণ, বাহিরে যদি নিকসব কি করব ঔষধ-বিশেখে॥
মানিনি! অতএ সমাপহ মান।
মৃদু মৃদু ভাষে সম্ভাষহ বরতনু! একবের দেহ জীউ দান
সুন্দর বদনে বিহসি বরভামিনি! রচহ মনোহর বাণী।
কুচ-কনয়াগিরি মধি গহি রাখহ— নিজভুজে আপনা জানি॥
অধর সুধারস পান দেহ সখি! হৃদয় জুড়াওহ মোর।
তুয়া মুখ-ইন্দু উদয় হেরি বিলসও তিরখিত নয়ন-চকোর॥
নিজ গুণ হেরি পরক দোখ পরিহরি, তেজহ হৃদয়ক রোখ।
ভণই মুরারি প্রাণপতি-সঙ্গিনি! পুরুষ-বধ বহু দুখ॥

পদকল্পতরুতে (৪।৬।১৭০১) উদ্ধৃত পদটিও রাধার উৎকট বিরহব্যাধিসূচক।

কি ছার পিরীতি কৈলা, জীয়ন্তে বধিয়া আইলা বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
শফরী সলিল বিন, গোঙাইব কত দিন, শুন শুন নিঠুর মাধাই।
ঘৃত দিয়া এক রতি জালি আইলা যুগবাতি সে কেমনে রহে অযোগানে।
শুন মোর নিবেদন শীঘ্র কর আগমন, ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ ইত্যাদি

৫। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও পদাবলী

শ্রীশ্রীগৌরলীলার ব্যাস শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় স্বকীয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে কতিপয় **'গৌরপদ'** রচনা করিয়াছেন। আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগৌরাবতার-সূচক ৫টী পদ, মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে হরিবাসর কীর্ত্তনে ৪০টী পদ-সমবায়, ঐ ১৪শ অধ্যায়ে দেবগণ-নৃত্য এবং ১৮শ অধ্যায়ে দেবীস্তুতি ২৬শ অধ্যায়ে শচীমার ক্রন্দন ; ঐ অন্ত্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে শ্রীগৌরকীর্ত্তনের একটি পদই সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে শ্রীবৃন্দাবনদাসের ভণিতায় ৬৩টি পদ আছে ; তদ্ব্যতীত পদকল্পতরু প্রভৃতিতে উক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর সবগুলি এই কবির কৃত কিনা—এই সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌দের বিষম সন্দেহ আছে।*

৬। শ্রীমৎকৃষ্ণদাসকবিরাজ ও পদাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীর নামেও অনেক গৌরপদ দেখা যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীর চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত পাঁচটি পদ ব্যতীত অন্যান্য পদাবলী ইঁহারই রচিত কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ঐ তরঙ্গিণীতে কৃষ্ণদাস ভণিতায় যে ১১টি পদ আছে, তাহার অধিকাংশই ইঁহার রচিত বলিয়া মনে হয়। দীন বা দীনহীন কৃষ্ণদাস, দুঃখী বা দীনদুঃখী কৃষ্ণদাস অন্যব্যক্তি বলিয়া সাহিত্যিকদের মত। পদকল্পতরুর ২৮৬০, ৬১ ও ৬২ পদ ইঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে এই পদদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রাতঃকালে নিত্য গীত হইয়া থাকে।

সোঙর নব গৌরচন্দ্র নাগর বনয়ারী। নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু ভকত-বৎসলকারী।।
বদন চন্দ্র, অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ। চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখ শোভা নিছয়ারী॥
কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর ললাটে তিলক নাসিকা উজোর, দশন মোতিম অমিয়া হাস দামিনী ঘনয়ারী॥
মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তভ-দীপ্ত কণ্ঠ, অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতিভারী।
মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ, চন্দন বলয়া রতন নূপুর যজ্ঞসূত্রধারী॥
ছত্র ধরত ধরণীধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকতবৃন্দ, কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব, বলি যাঙ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ, পতিতপাবন নিতাইচাঁদ প্রেমদানকারী॥

[রসালসে গৌরচন্দ্র, কল্পতরু ১০৮৭]

(২) জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ শ্রীরাধে জয় রাধে। নন্দনন্দন বৃষভানু-দুলারী সকল-গুণ-অগাধে॥
নবঘনসুন্দর নওল কিশোর নিজগুণ হীতম সাধে। চাঁচর কেশে ময়ূর শিখণ্ডক কুঞ্চিত কেশিনী জাদে॥
পীতাম্বরধর ওড়ে নীল সাড়ী ঘন সৌদামিনী রাজে। কানু-গলে বনমালা বিরাজিত রাই-গলে মতি সাজে॥
অরুণিত চরণে মঞ্জীর-রঞ্জিত খঞ্জ-গঞ্জন লাজে। কৃষ্ণদাস ভণে (মধুর) শ্রীবৃন্দাবনে যুগল কিশোর বিরাজে॥ (২৮৬০)

* ডাক্তার সুকুমার সেন 'ব্রজবুলির সাহিত্য' নামক পুস্তকে তিনজন এবং ৺শিবরতন মিত্র মহাশয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' পুস্তকে বিভিন্ন পুঁথি ও পদাবলী দেখিয়া কোনও পরিচয় না পাইয়া ১৮ জন 'বৃন্দাবনদাস' নামাঙ্কিত বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকের উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও পদাবলী

অখণ্ডভাগ্য (চন্দ্রোদয় ৯।১)—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরাঙ্গভাবে বিভাবিতান্তর (মুরারি কড়চা ৫।১।৫) শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল ও শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' গ্রন্থের প্রণয়িতারূপে প্রকাশ। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় বহু নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ৩৮৩টি পদ নরহরি-ভণিতাযুক্ত আছে, তন্মধ্যে ১০০টি শ্রীমৎসরকার ঠাকুরের রচনা, ১৭১টি শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম দাস) মহাশয়ের এবং ১১২টি পদ 'নরহরি দাস' ভণিতায় আছে; অন্য কোনও নরহরি না থাকিলে এই পদগুলি কোন্ নরহরির রচিত—এবিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। সরকার ঠাকুরের বাংলা ভাষাটি অতি সরল এবং সুখবোধ্য, কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ভাষা জটিল, শব্দাড়ম্বরযুক্ত (অতি বিস্তীর্ণ) অথচ নাতিসুখদ। সরকার ঠাকুরের এই পদটি আত্যন্তিক গৌরানুরাগেই বিরচিত হইয়াছে—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা। জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা ॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে বিরলে বসিয়া রব। মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদেরে নয়ানে নয়ানে থোব ॥
সই! কহ না গৌর কথা। গৌর নাম অমিয় ধাম পীরিতি মূরতি দাতা।
গৌর শবদ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে। নরহরিদাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে ॥

সরলতা ও সুস্পষ্টতা হিসাবে সরকার ঠাকুরের গীতিকামালা সকল ভক্তসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরও তাঁহার এই গুণ লাভ করিয়া তাঁহার পদাবলী গুম্ফন করিয়াছেন। ইনি এবং শ্রীমন্ মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্য বিষয়ক গীতি রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়াই জানা যাইতেছে।

৮। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ও ধামালী

শ্রীসরকারঠাকুরের শিষ্য শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—প্রণেতা শ্রীলোচনদাস স্বভাবসিদ্ধ কবি ছিলেন। সরল সুন্দর সজীব ও মধুর পদ-বিন্যাস তাঁহার লেখনীফলকে সর্বদাই যেন স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়, পদাবলীতে ললিতলাবণ্যময়ী সরস্বতী যেন তালে তালে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, পদলালিত্যের সহিত ছন্দোমাধুর্য্য, ভাববৈভব ও অর্থগৌরবই ইঁহার পদাবলীকে সমধিক প্রসিদ্ধ ও চিত্তরঞ্জক করিয়াছে। পদসাহিত্যে তাঁহার ধামালী অপূর্ব ও অতুলনীয় বস্তুই বটে। সরল স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় রচিত হইলেও এই কাব্য ভাবে ও মাধুর্য্যে পাঠকের মনপ্রাণ কাড়িয়া লয়। ইঁহার রচিত পদাবলীর অধিকাংশই শ্রীগৌরলীলাবিষয়ক। ব্রজলীলাবিষয়ক পদাবলীও (যথা ৯১০, ৯১৭ ইত্যাদি) সামান্য আছে। প্রায় শতাধিক ধামালী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। পদকল্পতরুতে (১৭৭৮-১৭৮৯) 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা' লোচনের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীতে লোচনদাস ভণিতায় ৬৮টি, ত্রিলোচন ভণিতায় ৩টি ও সুলোচন ভণিতায় ১টি—মোট ৭২টি পদ আছে। জগন্নাথবল্লভ নাটকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহার নমুনা পূর্বেই শ্রীরায় রামানন্দ-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। [পৃঃ ৮-৯]

শ্রীগৌর-পারতম্যবাদী শ্রীলোচনের একটি পদ ঃ—

অবতারসার গোরা অবতার, কেন না ভজিলি তারে। করি নীরে বাস গেল না তিয়াস, আপন করম-ফেরে ॥
কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে। প্রেমকল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট। ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি কেমনে লাগিবে মিট ॥
হার বলিয়া গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর সাপ। শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা। ইহ-পরকাল উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা ॥

নাগরীভাবে বিভাবিত লোচনের গোরা 'রূপের নাগর,' 'রসের সাগর,' 'কামের কোঁড়া,' 'রসবস সরবস সাধের স্বরূপখান', 'রসের নেটো', 'চিতচোরা মনোহরা' ইত্যাদি—গোরার 'রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নবযুবতীর ঘটা.' 'গোরা অনুরাগের ডুরি দিয়ে প্রাণকে ধৈরে টানে।' 'গৌরচাঁদ রসের ফাঁদ পেতেছে ঘরে ঘরে', 'নবকিশোর গাখানি তার কাঁচা ননী হেন।' 'গৌর রূপের ঠমক দেখে চমক লাগে গায়।' 'টার ঠমকা, কাঁকাল বাঁকা, মধুরমাখা হাসি।' অধিক কি 'ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হইল পারা।' তাহারই জন্য তিনি শ্রীগৌর-কলঙ্কিনীর আশাটি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই। তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই ॥
মনে করি নৈদে যুড়ি হৌক্ মোর হিয়া। বেড়ান্ গৌরাঙ্গ তাহে পদ পসারিয়া ॥"

তাই তিনি মনের সাধে আকুল প্রাণে গাহিয়াছেন :—

গৌররতন করে যতন, রাখব হিয়ার মাঝে। গৌর বরণ ভূষণ পরব, যেখানে যেমন সাজে ॥
গৌর বরণ ফুলের ঝাঁপায় লোটন বাঁধব চুলে। গৌর বৈলে গরব কৈরে, পথে যাব চলে ॥
গৌর বরণ গোরোচনায়, গৌর লিখব গায়। গৌর বৈলে রূপ-যৌবন, সমর্পিব পায় ॥
কুলের মূল উপাড়িয়ে ভাসাব গঙ্গার জলে। লাজের মুখে আগুণ দিয়ে বেড়াব গৌর বলে ॥ ইত্যাদি

বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, মুকুন্দ, "লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত,", কখনও বা 'গোকুলনাথ' স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ এই ভক্তির উপরে দার্শনিক প্রণালীর অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গকে 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' বা 'শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ' করিয়াছেন; আর শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে শৃঙ্গাররসরাজ-স্বরূপে দেখাইয়াছেন, আস্বাদন করিয়াছেন এবং স্বকণ্ঠে গৌর-কলঙ্কের হার পরিয়াছেন। এ বিষয়ে চরিত-শাখায় বিশেষ আলোচনা হইবে।

৯। শ্রীরামানন্দ বসু ও পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু গুণরাজখাঁর পৌত্র রামানন্দ বসু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। ইঁহার বংশ একান্ত গৌরভক্ত। প্রতিবৎসর নীলাচলে পট্টডোরী লইয়া যাইবার জন্য ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবের তারতম্যও প্রভু ইঁহাদিগকে শিখাইয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে বসুরামানন্দের ভণিতায় মাত্র তিনটী পদ আছে (৬০ ও ১৭৩ পৃষ্ঠায়) 'নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি' পদটি দুইবার আছে।

শ্রীগৌরের বিরহাবেশের একটি পদ—

আরে মোর গৌরকিশোর।

সহচর-স্কন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া, নবমী দশায় ভেল ভোর ॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি তন্তক দোসর ভেল দেহ ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝিনু কিসের লাগিয়া ॥

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৫।৫) 'এনা কথা তোমারে শুনাই' পদটি ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রকাশ। পদকল্পতরুর (৬৫৪) 'মলয়জ-মিলিত, যমুনাজল শীতল' পদটি মধুর। ৬৬১ রসালসের পদটি অতিস্বাভাবিক বর্ণনা। ৭৮৮ সংখ্যক রূপানুরাগের পদটিও অতি সুন্দর।

১০। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও পদাবলী

শ্রীগোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—তিন ভাই মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় পার্ষদ ও সুকণ্ঠগায়ক। তিনভাই পদকর্ত্তা হইলেও বাসুঘোষের পদই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাসুঘোষ স্বচক্ষে গৌরলীলা দর্শন করিয়া পদরচনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী উচ্চকণ্ঠে ইঁহার কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, 'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥' বাসুঘোষের পদাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, যেহেতু ইনি অধিককাল শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গেই অতিবাহিত করিয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ১৩৭টি পদ ইঁহার রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সরকার ঠাকুরের আনুগত্যে ইনি পদ রচনা করিয়াছেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন "শ্রীসরকার ঠাকুরের-পদামৃত-পানে। পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥" বাসুঘোষের পদাবলী অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা, নাগরীভাব, সন্ন্যাসলীলা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপগীতিকায় ইনি যে জাজ্বল্যমান ছবি পাঠকের নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতেই ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ক্ষণদায় ইঁহার ৬টি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি বিশেষভাবে আস্বাদ্য—(১) নিরমল গোরাতনু কষিত কাঞ্চন জনু (পদকল্পতরু ২৮), (২) দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচাঁদ না দেখিলে (তরঙ্গিণী ৪।১।১৪)। (৩) নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে (তরঙ্গিণী ৩।২।১৭)।

১১। মাধব ঘোষ—তিন ভাইর মধ্যে ইনিই সর্বোত্তম গায়ক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে (৩।৫।২৫৭-৮) 'সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥ যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা প্রিয়তম॥' ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছেন—গৌরপদতরঙ্গিণীতে ৫টি গৌরপদ আছে।

১২। গোবিন্দঘোষ—ইনিও গৌর-বিষয়ে ১৭টী পদ রচনা করিয়াছেন। গৌরবিরহে নদীয়াবাসিদের আক্ষেপ সূচক নিম্নলিখিত পদটি খুবই সুন্দর ও জাজ্বল্যমান।

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।　　বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।　　কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়!　　নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।　　আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।　　পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥ (পদকল্প ১৬২৪)

১৩। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর ও পদাবলী

শ্রীবংশীঠাকুর শ্রীছকড়ি চট্টের পুত্র, কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রামে জন্ম হয়। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থানুসারে ১৪১৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইনি প্রকট হইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা—গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত ছয়টি পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি তাঁহার অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচায়ক—

আর না হেরিব প্রসর কপোলে অলকা তিলকা কাচ।　　আর না হেরিব সোণার কমলে, নয়ন-খঞ্জননাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাসমন্দিরে, সকল ভকত লইয়া।　　আরকি নাচিবে আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চা'য়া॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।　　নিমাই বলিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।　　গৌরাঙ্গসুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌরাঙ্গ রায়॥　　শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥ (১৮৫৬)

এতদ্ব্যতীত পদকল্পতরুতে ইঁহার ভণিতায় দশ বারটি পদ আছে। উহার (১১৫৬) 'ধাতুপ্রবালদল নবগুঞ্জাফল, ব্রজবালক সঙ্গে সাজে' এই বাৎসল্যলীলার পদটীও মনোরম। বংশীবদনের প্রপৌত্র রাজবল্লভরচিত 'ছকড়িচট্টের আবাস সুন্দর' এই তরঙ্গিণীর (৬।৩।২৪) পদটি বংশীর জন্মলীলা-প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গের সেই গৃহে নর্তনলীলার বর্ণনা হইয়াছে।

১৪। শ্রীনয়নানন্দ ও পদাবলী

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র নয়নানন্দ। ইনি পণ্ডিতগোস্বামির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইঁহার উপরে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবাভার দিয়া শ্রীগদাধর নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত বাস করিতে গিয়াছিলেন। ভরতপুরের শ্রীপাটে ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বিরাজমান। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধেই ইনি পদাবলি রচনা করিয়া পদসাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। নামযজ্ঞের অধিবাসে ইঁহারই রচিত 'জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন'—পদটিই সর্বাগ্রে গীত হয়। শব্দবিন্যাসে, শ্রুতি-মধুরতায় এবং ভাব-মাধুর্য্যে তাঁহার পদাবলী বাস্তবিকই অতুলনীয়। তরঙ্গিণীতে ৩০টি পদ ইঁহার নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'গোরা মোর গুণের সাগর' (১।৩।১৫), 'কলি ঘোর তিমিরে' (১।৩।১৮), 'ও রূপ সুন্দর গৌরকিশোর' (৩।১।৭৪) 'সই চল দেখি গিয়া' (৩।২।২৮), 'গৌরাঙ্গ লাবণ্যরূপে' (৩।২।৩০), 'হুঁহুঁ হুঁহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে', (৪।২।৯), 'দেখ দেখ গোরা নটরঙ্গ' (৪।২।৩৩) 'নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধরমুখ চাঞ,' (৪।২।৩৫), 'গদাধর মুখ হেরি কি উঠে মনে' (৪।৩।১), 'কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে' (৪।৩।১৭) প্রভৃতি পদগুলি আস্বাদ্য। ইনি গৌরের রূপ, নাগরীভাব, নৃত্যকীর্ত্তন, ভাবাবেশ, ফুলদোল, বাসন্ত রাস এবং গৌরগদাধরের মিলন সম্বন্ধে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সব পদের ভাষা ও সুর ঝঙ্কার অনবদ্য ও সর্বজন-সমাদৃত।

১৫। শ্রীদেবকীনন্দন দাস ও পদাবলী

'বৈষ্ণববন্দনা'-রচয়িতা দেবকীনন্দন শ্রীপুরুষোত্তমদাসের শিষ্য। পুরুষোত্তম শ্রীগৌর-পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের তনয়। ইনি ৬৪টি পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতে **'শ্রীবৈষ্ণবাভিধান'** এবং বাংলায় **'শ্রীবৈষ্ণববন্দনা'** ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে, যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও তৎপূর্ববর্ত্তী ২০২ জন মহাজনের নামকরণ দ্বারা উহার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণববন্দনায় শ্রীজীব, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-প্রণীত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতির নাম থাকিলেও শ্রীল লোচনের নামকরণ নাই। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ইঁহাকেই 'চাপাল গোপাল' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। দেবকীনন্দন-রচিত পাঁচটি গৌরপদ তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—সবগুলিই অতিসুন্দর ও প্রাঞ্জল। পদকল্পতরুর (২০১১) পদটি 'বিপরীত রতি-অবসানে কমলমুখী' সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ প্রকরণে ধৃত হইয়াছে। তরঙ্গিণীর (৩।২।৫১) 'ভুবনমোহন গোরারূপ' ইত্যাদি নাগরীভাবের পদটি অতি রসাল, অতিমধুর।

১৬। শ্রীশিবানন্দের পদাবলী

শ্রীশিবানন্দ-রচিত ৬টি পদ 'তরঙ্গিণীতে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে উহারা প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত। পদগুলি চিত্তাকর্ষক ও সুমধুর (৫।৩।৫২) 'দয়াময় শ্রীগৌর হরি, নৈদালীলা সাঙ্গ করি'—ইত্যাদি পদটি করুণরসে পরিপূরিত। কিন্তু (৬।৩।৩) 'জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি', (৫।১।৬১) 'হোলি খেলত গৌরকিশোর', (৪।৩।১৪) 'সোণার বরণ গোরা', এই তিনটি পদে 'পঁহু' শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং (৬।৩।৫) 'জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত' এই পদের ভণিতায় 'দাস শিবাই' নামে চিহ্নিত পদের ভাবের সহিত সাম্য থাকায় ঐ পদগুলি শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী-কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে

হয়। কেননা ইনি শ্রীগৌরগদাধরের একতান ভক্ত ছিলেন এবং বিলাস-রসটি ইহার সমধিক প্রীতিপদ ছিল। শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিতের 'শাখানির্ণয়ামৃতে' ইহার বর্ণনা আছে—

শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকং। 'রসোজ্জ্বলযুতং' স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনং ॥ ২৮ ॥

এই চক্রবর্ত্তিপাদ-রচিত শ্রীগদাধরপ্রভুর অষ্টকটিও স্থলে স্থলে শ্রীগৌরগদাধরের বিলাস-মহত্ত্ব-সংসূচক এবং তরঙ্গিণীর (৬।৩।৫) পদের সহিত প্রায়শঃ অভিন্ন। সুতরাং পদকল্পতরুর ১৮৫২ সংখ্যক পদ 'দূতীমুখে শুনইতে ঐছন ভাষ' এই শিবানন্দ-ভণিতাযুক্ত পদটি এবং শিবাই-ভণিতাযুক্ত অপর পাঁচটি পদও এই চক্রবর্ত্তিপাদেরই রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

১৭—১৮। শ্রীযদুনন্দন, যদুনাথদাস ও পদাবলী

কাটোয়াবাসী শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তি শ্রীশ্রীদাস গদাধরের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। পদকল্পতরুতে ইহার রচিত প্রায় ১২টি পদ ধৃত হইয়াছে। ইনি সুকবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন—ভক্তিরত্নাকরে ইহার রচিত (৭।৪৬৬) গৌরপদের ইঙ্গিত এবং দ্বাদশ তরঙ্গে প্রায় ১৩।১৫টি পদ ধৃত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্যও একজন যদুনন্দন আচার্য্য নামে ছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১০।১১৯, ১২।৫৬ এবং ৩।৬।১৬০-৯) বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কোনও গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে যদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য এবং যাঁহার কন্যাদ্বয়কে বীরচন্দ্রপ্রভু বিবাহ করেন, তিনিই বাসুদেব দত্তের 'কৃপার ভাজন' বা অনুগৃহীত, তিনিই শ্রীরঘুনাথ দাসের গুরু, বাড়ী রাজবলহাটির নিকটে ঝামটপুর। যদুনাথ রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে যদুনন্দন-ভণিতায় ৮, যদুনাথ-ভণিতায় ৯ এবং যদু-ভণিতায় ১৭টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। যদু-ভণিতার পদগুলি যদুনন্দন বা যদুনাথ-কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে। আবার যদুনন্দনও যদুনাথ-ভণিতা দিয়া 'গোবিন্দ-লীলামৃতে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। কাজেই যদুনন্দন ও যদুনাথের পদাবলী ঠিক ঠিকভাবে বাছিয়া নির্দেশ করা কঠিন সমস্যা। যদুনন্দন ভণিতায় ১২টি পদ পদকল্পতরুতে আছে; ১৯৬ সংখ্যক পদটিও ইহারই রচিত, গৌড়ীয় সংস্করণ ভক্তিরত্নাকর (১২।২৮০৭) (১।৩।৩৩) দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌরগদাধর-বিহার-বিষয়ক একটি পদ—

গৌরগদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর, অপরূপ প্রেমবিথার।
দুঁহু দুহুঁ হরযে পরশে যব বিলসয়ে, অমিয়া বরিখে অনিবার ॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁজন লেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চাতুরালী, নিমজিয়া পাওব থেহ ॥
করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরী সে সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত অখিলভুবনে অনুপাম ॥
অমিয়া-পুতলী কিয়ে রসময় মূরতি কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগ জন তনুমন ভুলয়ে যদু কিয়ে পাওব পার ॥

১৯—২০। শ্রীযদুনন্দনদাস (২য়) যদু ও পদাবলী

এই যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবল চন্দ্রের শিষ্য। ১৬০৭ খৃঃ সমাপ্ত তদীয় 'কর্ণানন্দ' নামক আচার্য্য প্রভুর জীবনীমূলক গ্রন্থে (২৭—২৮ পৃঃ) তাঁহার সংক্ষেপ-পরিচয় দেওয়া আছে। ইনি পদাবলী-সাহিত্যেও যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বিদগ্ধমাধবনাটকের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস-কদম্ব' বা 'রসকদম্ব' নামে এবং গোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদ করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন।

অদ্বিতীয় অনুবাদক-হিসাবেই যে তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার ভাষায় সরলতার সহিত সুরুচিতাও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে সুরসিক কাব্যজগতে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। 'রসকদম্বে' ৬৪টি পদরত্ন আছে। গোবিন্দলীলামৃতের তাৎপর্যানুবাদে প্রায়ই পয়ার দেখা যায়, কেবলমাত্র ২৩টি পদ্য ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহাকে প্রকৃত পক্ষে অনুবাদ বলা চলে না, বরং মূলগ্রন্থের পরিপোষক সংযোজনা বলিতে পারা যায়। কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদে তিনি মূলের সহিত শ্রীকবিরাজ গোস্বামির টীকারও সাহায্য লইয়াছেন। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য, গোস্বামি-গ্রন্থে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি তাঁহার প্রতি গ্রন্থে দেদীপ্যমান। সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদে মূল হইতেও অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী, (বিদগ্ধমাধব ১।৩৩) পদ্যের অনুবাদ—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাঢ়ায় অতিশয়
নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া, কেহ জানি গড়িল ইহা 'কৃষ্ণ' এই দুই আঁখর করি ॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম- মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
'কৃষ্ণ' দুআঁখর দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হইতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্যস্থান, সবরস কৃষ্ণ নাম, এ যদুনন্দন দাস কয় ॥

এইরূপে (১।৬৯), (২।১৯), (২।৭৪), (৩।১৭, ১৮, ২২), (৪।৩২, ৩৩), (৫।২৭, ৩৭, ৪৮), (৬।২৭), (৭।৫৯) প্রভৃতি পদ্যগুলি বাস্তবিকই সুরসাল, সুমধুর ও সুকৃতি-জনমাত্রৈকসংবেদ্য।

যদুনন্দন, যদুনাথ ও যদু-ভণিতাযুক্ত বহুপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়, তাহারা কাহার রচিত এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর থাকিলেও আমরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্দের * উপর সেই বিচার ও গবেষণার ভার দিয়া পদমাধুর্য্য ও শব্দলালিত্য-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আকর দেখিলেই যৎপরোনাস্তি সুখ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

২১। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও পদাবলী

ষড়্‌গোস্বামির অন্যতম শ্রীপাদ গোপালভট্টও ব্রজভাষায় তিনটি পদ রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুর ১০৯০, ২৮৩৪, ২৯৬৭ সংখ্যক পদ ইঁহারই রচিত। কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত গোপাল ও গোপালদাসের ভণিতায় ৯টি পদের মধ্যে বোধ হয় কোনটিই ইঁহার রচিত নহে, যেহেতু পূর্ব্বাশ্রমে দাক্ষিণাত্যবাসী পরে বৃন্দাবনবাসী হইয়া তিনি যে বাঙ্গলা বা ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে না। তাঁহার পদরচনার আদর্শ—

---

*শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (২৩১—৩৩ পৃঃ) এবং ডক্টর সুকুমার সেন-কর্ত্তৃক প্রতীচ্য ভাষায় লিখিত 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ৫২—৫৪, ১৮০—১৮৩ এবং ২২৯—২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেখরি সখি ! কণ্ডল নয়ন কুঞ্জমে বিরাজ হেঁ ॥ ধ্রু

বামেতে কিশোরী গোরী, অলস অঙ্গ অতি বিভোরী, হেরি শ্যাম-বয়ানচন্দ, মন্দ মন্দ হাঁস হেঁ ॥
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়, পুছত বাত অতি নিবিড়, প্রেমতরঙ্গে চরকি পড়ত কণ্ডল মধুপ সঙ্গ হেঁ ॥
শারী-শুক পিকু করত গান, ভমরা ভমরী ধরত তান, শুনি ধ্বনি ধনী উঠি বৈঠত, চোর চপল যাত হেঁ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস, শয়ন স্বপন নয়ন হেরি ভুলল মন আপ হেঁ ॥ (১০৯০)

২২। শ্রীল পরমানন্দ (কবি কর্ণপূর ?) ও পদাবলী

শ্রীসেন শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর গোস্বামীর নামে আরোপিত কয়েকটি পদ-রচনা দেখা যায়। অধিকতর পদই শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধেই রচিত। পদকল্পতরুর ১৮৩, ১৫৮৭, ২৮৫৯, ২৮৭২, ২৯০৭, এবং ২৯৭৫ সংখ্যক পদগুলি সবই শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও ব্রজবুলিতে রচিত। এতদ্‌ভিন্ন তরঙ্গিণীর পরমানন্দ-ভণিতায় রচিত ১০টি পদ শ্রীগৌরবিষয়ক এবং প্রায়ই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। ডক্টর সুকুমার সেন এই পদগুলিকে শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত কর্তৃক রচিত বলিয়াছেন, যেহেতু গৌরগণোদ্দেশে (১৯৯) এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (৩ পৃঃ) এই গুপ্তকে গীতিকাব্য-রচয়িতা বলা হইয়াছে। ইহাতে রচনাগত বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

২৩। শ্রীল জ্ঞানদাস ও পদাবলী

মা জাহ্নবার শিষ্য জ্ঞানদাস কাঁদরায় বাস করিতেন। তিনি ব্রজবুলিতে ও বাংলায় বহু পদাবলী রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাস-ভণিতায় প্রায় ১০৫টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত দেখা যায়। শ্রীগোবিন্দদাস ব্যতীত অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে ইঁহাকেই ব্রজবুলিভাষায় অতি সতর্ক লেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কল্পতরুর ২৩২ সংখ্যক পদটি [লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি ইত্যাদি।] শুদ্ধ ব্রজবুলি রচনার আদর্শ। মহাপ্রভুবিষয়ক পদাবলীতে শ্রীমন্নরহরি, যদুনন্দন বা বাসুদেব ঘোষের ন্যায় ইহার রচনায় প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি সূচিত না হইলেও কিন্তু ভাষা-মাধুর্য্যে ও শব্দ-সম্পদে সমুজ্জ্বল বলিতে হইবে। নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমাসূচক পাঁচটি পদ ইহার রচিত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলীতে ইনি ভাবে ও রীতিতে চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন। দান, নৌকাবিলাস প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁহার রচনা সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও কিন্তু মুরলীশিক্ষা, অনুরাগ, রসোদ্‌গার ও মাথুর-বিরহ বর্ণনায় তিনি অধিকতর কৌশলসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আস্বাদন দিয়াছেন।

তাঁহার পদাবলীর নমুনা :—(১)

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি। ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি ॥
অব বিপরিত ভেল সো সব কাল। বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল ?
না বোলহ সজনি না বোলহ আন। কি ফল আছয়ে ভেটব কান ॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত। পাণি তৈল নহ গাঢ় পিরীত ॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপরে দুধ-উপহার ॥
চাতুরী বেচহ গাহক-ঠাম। গোপত প্রেমসুখ ইহ পরিণাম ॥
তুহুঁ কিয়ে শঠী নিকপটে কহ মোয়। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয় ॥ (কল্পতরু ৪৯৬)

(২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে। পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে ॥
সই কি আর বলিব ? যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব ॥—ইত্যাদি

(আক্ষেপানুরাগে, কল্পতরু ৭৫০)

গৌরপদতরঙ্গিণীতে জ্ঞানদাস-ভণিতায় ১৬টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত গৌরপদগুলি সবিশেষ আস্বাদ্য— **'হেমবরণ বর সুন্দর'**, 'সই দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।' 'গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম গৌরাঙ্গ আমার জাতি।' 'সই আমার গোরাচাঁদ', 'অপরূপ গোরাচাঁদে', 'সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।' 'পূরবে গোবর্দ্ধন ধরিল অনুজ ঘায়' ইত্যাদি। (৪।৪।১) পদটি ভক্তবিশেষের মতে গদাধরের নাগর ভাব-সূচক—সর্বত্র কিন্তু গদাধর নাগরীভাবেই বর্ণিত—

সোণার গৌরাঙ্গচাঁদে। উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি হা নাথ বলিয়া কাঁদে ॥
গদাধর মুখে ছলছল আঁখে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি। ঘামে তিতি গেল সব কলেবর থির নয়নে নেহারি ॥
বিরহ-অনলে দহয়ে অন্তর ভসম না হয় দেহ। কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব কিছু না বোলয়ে কেহ ॥
কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ, কেনে হেন হৈল গোরা। জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরীতে সতত যে রসে ভোরা ॥

(কল্পতরু ১৮৯১)

ইনি অনেক **'প্রশ্নদূতিকা'** পদ রচনা করিয়াছেন, এভাবের পদ-রচনা আজকাল বিরল। জ্ঞানদাসের **'ষোড়শ গোপালের রূপ'**-বর্ণনা অতি চমৎকার।'

২৪। শ্রীবলরামদাস ও পদাবলী

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীবলরাম দাসই পদকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু প্রেমবিলাস-রচয়িতা কিম্বা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য বলরাম দাস পদকর্ত্তা হইলেও দেবকীনন্দন-বিরচিত বৈষ্ণববন্দনায় উল্লিখিত বলরাম নহেন বলিয়া ধারণা হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

সঙ্গীতরচক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।৩৪) ইঁহারই সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী। নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥

ইনি দোগাছিয়া-নিবাসী দ্বিজ বলরাম দাস নামে প্রসিদ্ধ। পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত ব্রজবুলিপদ ৮০ হইবে। কিন্তু জ্ঞানদাসের ন্যায় ইনিও ব্রজবুলি হইতে বঙ্গভাষার পদ-রচনাতেই সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৫৩টি পদ বলরামের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (১।৩।১) পদটিতে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দ্যোতনা করিতেছে—

কলিযুগমত্তমতঙ্গজ মরদনে কুমতি-করিণী দূরে গেল। পামর দুরগত নাম মোতিশত দাম কণ্ঠভরি গেল ॥
অপরূপ গৌর বিরাজ। শ্রীনবদ্বীপনগর-গিরিকন্দরে উয়ল কেশরিরাজ ॥ ধ্রু ॥
সঙ্কীর্ত্তনঘনহুঙ্কৃতি শুনইতে দুরিত-দ্বীপিগণ ভাগি। ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল পুণবত গরব তেয়াগি ॥
ত্যাগ যাগযম তিরিথি বরত সম শশ জম্বুকী জরি যাতি। বলরামদাস কহ অতএ সে জগমাহ হরি হরি শবদ খেয়াতি ॥

অনুরাগ ও বিরহ-বর্ণনায় বলরাম অদ্বিতীয়, এমন কি জ্ঞানদাসও বলরামের পদ-লালিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তৎসম পদ-রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরুর ৬৭০ ও ৬৮৪ সংখ্যক পদদ্বয় তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে বলরামের ভাবে ও ভাষায় জ্ঞানদাস প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। আবার গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় বলরাম দাসও শব্দালঙ্কার-সমুজ্জ্বল পদ-রচনা করিয়াছেন—(পদমঞ্জরী ৪৬)

বিরহ-বেয়াধি-বেয়াকুল সো পহুঁ বরজল ধৈরজ লাজ।
বাসর যামিনী বিলপি গোঙায়ই বসি বসি বিপিনক মাঝ ॥
বিধুমুখি বেদনা কি কহব আজ।
বিষম বিশিখশর বরিখণে জর জর বিকল বরজ-যুবরাজ ॥

বহু বৈদগধি　　বিবিধ গুণ চাতুরী　　বিছুরল-সবহুঁ মুরারি।
বরিখক ঠামে　　বোল তোহে পাবই　　বাউর ভেল বনমালী ॥
বেশ বিলাস　　বিশেষহি বিরমল,　　বিরমল ভোজন পান।
বোলইতে বদনে　　বচন নাহি নিকসই　　বলরাম কি কহব জান ॥

পদকল্পতরুর নিম্নলিখিত পদগুলি কত সুরসাল, কত সুমধুর এবং কত লালিত্যপূর্ণ !! 'কিশোর বয়স কত বৈদগধিঠাম' (১৪৬), 'মধুর সময় রজনি শেষ' (২৪৯৮), 'অধরহু রদন মদনশর জরজর' (২৪৯৪), 'দলিত নলিনসম মলিন বদন ছবি' (২৪৯৫), 'পদ আধ চলত খলত পুন বেরি' (২৫১০), এইরূপ ২৪৬৩, ২৪৭৭, ২৪৭৮। ইনি বাৎসল্যরস-বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত—১২১২, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৯, ১২২০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ২২৬১ ও ২২৬২ পদদ্বয়ে নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেরণসূচক কারুণ্যরসের ছবিটি মনোরম ও তৃপ্তিপদ।

২৫। কানুরাম দাস ও পদাবলী

ইনি শ্রীসদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণীতে ১৩।১৪টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার অধিকাংশ রচনাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিষয়ক। পদকল্পতরুতে ৪টি ব্রজবুলির পদ আছে (৩৩২, ৩৩৪, ৬৬৫, ২০৩৫)।

বাসকসজ্জায় একটি পদ (৩৩২)

পবনক পরশহি　　বিচলিত পল্লব　　শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে　　নয়নে ধনী নিরখয়ে　　জানল আওল কান ॥
মাধব ! সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে　　আপন তনু ছাপসি　　অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥
পুনহিঁ বিলম্বে　　ফিরয়ে সব কাননে　　পুন অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পন্থ-　　অন্ত নাহি পাওল　　না বুঝিয়ে নাগর-রীতে ॥
নূপুর-রণিত　　কলিত নব মাধুরী　　শুনইতে শ্রবণ-উল্লাস
আগুসরি রাই　　কাননে অবলোকই　　কহতহিঁ কানুরামদাস

কানু, কানুদাস, কানুরামদাস-ভণিতায় যে সব পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কোন্ কানুরামের রচিত—এবিষয়েও মহাসন্দেহ আছে। কারণ ৪ জন কানুর পরিচয় চৈতন্যচরিতামৃত, রসিকমঙ্গল প্রভৃতির অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে (তরঙ্গিণীর ভূমিকায় ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পদাবলীসাহিত্য-বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ

এই শ্রীচৈতন্যযুগে (১৪০৭—১৫০০ শকাব্দা) আরও বহু বহু পদকর্তা আবির্ভূত হইলেও, তাঁহাদের পদাবলীতেও আকর্ষণ এবং সর্বজনপ্রিয়তা থাকিলেও কিন্তু দিগ্‌দর্শনন্যায়ে কতিপয় প্রসিদ্ধ পদকর্তার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী-মুখে দুই একটি পদের নমুনা বা আস্বাদন দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে পদাবলী-সাহিত্য এক বিরাট সাম্রাজ্য—রসরত্নাকর। ইহাদের বিস্তারিত ভাবে আস্বাদন দেওয়া বা সমালোচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। এই পদাবলীতে একাধারে রসভাবের স্রোতস্বতী, কুলুকুলুনাদে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমিতুল্য বহু পাষাণহৃদয়েও আনন্দোন্মাদনা-সহকারে প্রেমধারার প্রপাত করাইয়াছে, করাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যুগযুগান্তর ধরিয়া করাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' পদাবলী-সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য; পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ, অভিসার, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তী লীলা, বিরহ, পুনর্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস, ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে—মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় কতকগুলি অপ্রাকৃত ভাবাপন্ন পাগল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন—পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।" বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক অপার্থিব উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে। পাঠকগণ পদাবলী-বর্ণিত শ্রীরাধার ভাবগুলির সহিত শ্রীচৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন এবং তদ্দ্বারা পদাবলী যে ধর্ম্মসাহিত্যের অন্তর্গত করা যায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, শ্রীরাধার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—শ্রীগৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবগীতিসমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান।.........চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিত দ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয়। পদাবলীর সঙ্গে শ্রীগৌরচরিত্রের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

"পদকর্ত্তৃগণ—প্রেমিক ভক্ত। তাঁহারা কেবল কর্ণবিনোদি-কাব্য রচনা করেন নাই, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রীতিরস-বর্ণনও এই সকল পদকাব্যের কবিগণের উদ্দেশ্য নহে। প্রীতিরসে শ্রীভগবানের সাধন-প্রণালী-প্রদর্শন ও রসাস্বাদ—এই দুই উদ্দেশ্য অতিস্পষ্টভাবেই পদাবলী-সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ প্রীতিরসের কাব্য হইতে পদকাব্যের এক মহাবিশিষ্টতা এই যে ইহা মানুষের চিত্তে অতিমধুরভাবে ভজনপদ্ধতির-শিক্ষা সঞ্চার করে। শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মহাপ্রভাব পদকাব্যে মধুরভাবে বর্ণিত থাকায় ইহার শ্রবণে ও স্মরণে যে আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে, তাহা অন্যপ্রকারে বাস্তবিকই অসম্ভব।" "শ্রীলচণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে ভাবকল্পদ্রুমের বীজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—শ্রীপাদ রামরায়ের গীতিকাব্যে যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল,—শ্রীললোচনদাসের বঙ্গানুবাদে যাহা সরল সুন্দর সজীব সবুজ পত্রাবলীতে লোচনবিনোদিনী শ্রীমূর্ত্তিতে পাঠকগণের লোচনগোচর হইয়াছিল,—ভাবগম্ভীর প্রেমিক ভক্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশ্লেষণপূর্ণ বিচার-ব্যাখ্যায় তাহা ফলেফুলে সমাবৃত হইয়া সুবিলাস ভাবকল্পদ্রুমরূপে ভক্ত-পাঠকগণের মানস-নেত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এই শ্রেণীরই কবিগণের মধ্যে একটি সরস সুন্দর একতানতা ও একপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়।" "শ্রীল চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তরালে কাব্যের যে যমুনা-জাহ্নবী প্রবাহ দেখিয়া সাহিত্যিকগণ বিমুগ্ধ হন, বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকট তাহা বহিরঙ্গ ব্যাপার। ইহারা উহার অন্তরালে প্রেমভক্তির সাগরতরঙ্গের রঙ্গভঙ্গী-সন্দর্শনে মধুময়ী ভক্তিময়ী উপাসনার সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং উহা আস্বাদন করিতে ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন।"*

সুতরাং সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই, শ্রীগৌরগোবিন্দলীলার স্মরণ, মনন ও আস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা। এই জন্যই সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের পদাবলীতে অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্মস্পর্শিতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এই ভাবগাম্ভীর্য্য আনন্দোন্মাদনা ও রসতন্ময়তা আছে বলিয়াই পদাবলীসাহিত্যের এত সুবহুল প্রচার, প্রসার ও প্রতিপত্তি সংলক্ষিত হইতেছে। এই প্রবন্ধ-শেষে আমরা পদাবলীর ভাষা, ছন্দঃ, রস ও অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ও আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব।

* "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি"তে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী যুগ (১৫০০—১৭৫০ শকাব্দা)

১। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জীবনী ও লীলাবলী ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী এবং নরোত্তমবিলাসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহামহোপদেশক, আধ্যাত্মিক শিক্ষক, বৈষ্ণব, বেদান্ত ও সাহিত্যপ্রভৃতির মহাপ্রচারক এবং বৈষ্ণব-পদাবলীর উন্নতিসাধনে উৎসাহদাতা আচার্য্যপ্রভু যে কতভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একশক্তি প্রকটনে শ্রীরূপসনাতনাদি দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন এবং অন্য শক্তিপ্রকটনে শ্রীনিবাস আচার্য্যদ্বারা তাহার প্রচার করাইয়াছেন (১।২৩২-৪)।

আচার্য্যপ্রভু মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ ; কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্য্যাসের (১) 'বদনচাঁদ কোন্ কুন্দরে কুন্দিল গো', (২) "প্রেমক মঞ্জরী, শুন গুণমঞ্জরী, তুহুঁ সে সকল শুভদাই", (৩) 'তুহুঁ গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী' এই তিনটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি-'**মনোহরসাহী**' সুরের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকাশ। শ্রীআচার্য্য-প্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতের **চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য** করিয়াছেন বলিয়া 'সাধনদীপিকা' গ্রন্থের ৯ম কক্ষায় প্রকাশ। পত্রত্রয়াত্মক চতুঃশ্লোকীর খণ্ডিত একটি ভাষ্য আমার সংগ্রহে আছে, কিন্তু ইহা কাহার রচনা বলিবার উপায় নাই, অথচ ভাব, ভাষা ও পদ-ব্যাখ্যান-কৌশল অতিসুন্দর।

২। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়

খেতরীর রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে ঠাকুর মহাশয় আবির্ভূত হইয়াছেন ; শিশুকাল হইতে সংসারে ইঁহার বিরক্তি হয় ; পিতার লোকান্তরে ইনি স্বকীয় সম্পত্তি পিতৃব্য সন্তোষদত্তের উপর ন্যস্ত করিয়া ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং অবসরমত গৃহত্যাগপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। ১৫০৪ কি ১৫০৫ শকে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত প্রভৃতি ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহামহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তদানীন্তন বহু বৈষ্ণব যোগদান করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় '**গরাণহাটী**' নামক সুরের প্রবর্ত্তন করিয়া এমনভাবে সঙ্গীতবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট ও অপ্রকট লীলার সকল পার্ষদগণই একত্র সমবেত হইয়া সকল দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দের সমধিক আনন্দরস বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহার চিরসঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইঁহার জীবনী, কার্য্যকলাপ প্রভৃতি ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর নরোত্তমের সাধারণ 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী' ছন্দে যে সকল '**প্রার্থনা**'-রচনা দেখা যায়, তাহারা আপাততঃ দৃষ্টিতে কবিত্বশক্তি-রহিত বলিয়া কাহারও মনে হইলেও কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ে ভগবদ্-ভজন-বিষয়ে যে এক অভিনব জাগরণ, উন্মাদনা, লালসা ও অভিলাষ জন্মায়—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রার্থনা-সমূহের অন্তস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা তথ্য নিহিত আছে—ইহা সাধারণের ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও তাহাদের মধ্যে যে সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং ভগবদেকতানতা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে—তাহাতেই সকলকে মোহিত হইতে হয়।

চিরসখা রামচন্দ্রের শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রাপ্তি হইলে ঠাকুর মহাশয় মহাব্যাকুল হইয়া 'প্রেমতলির' নিকটবর্ত্তী ভজনস্থলীতে নিরন্তর একাকী অবস্থানপূর্বক শ্রীভগবানের ও তদীয় পার্ষদগণের দুঃসহ বিরহ-জ্বালায় দন্দহ্যমান

হইতেছেন—সেই সময়েই দৈন্য, আবেগ ও মানসিক দারুণ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যে প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর উচ্ছ্বাস বাহির হইয়াছে—তাহা তাহাই আমাদের নিকট **'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'*** প্রভৃতির আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনীয়-গোস্বামিগণের বিবিধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া ঠাকুর মহাশয় আপামর সর্বসাধারণের জন্য এই অমৃত পরিবেষণ করিয়াছেন—তাঁহার **'প্রার্থনা'** সাধারণতঃ (১) সংপ্রার্থনাত্মিকা, (২) স্বদৈন্যবোধিকা, (৩) সাধকদেহের লালসা-সূচিকা, (৪) মনঃশিক্ষা, (৫) বিলাপাত্মিকা, (৬) বৈষ্ণব-মহিমাপ্রকাশিকা, (৭) শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিরূপা, (৮) শ্রীধামবাসে লিপ্সাত্মিকা, (৯) সিদ্ধদেহের লালসাময়ী এবং (১০) আক্ষেপবোধিকা-ভেদে দশ প্রকার বলা যায়।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—উপাদেয়, সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ এবং শাক্তবৈষ্ণবনির্বিশেষে উপাসকমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। এরূপ সদুক্তিপূরিত, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধকের পরম হিতকর গ্রন্থ জগতে বিরলপ্রচার। **'হাটপত্তন'** নামক ক্ষুদ্রপ্রবন্ধটি তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু রূপকের মধ্যে নিহিত তথ্যগুলি শ্রীগৌরগণের লীলায় যথোচিতভাবে সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে অন্য কাহারও রচনা বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন হস্তলিপিতে আমিও দেখিয়াছি যে উহার রচয়িতা জনৈক রামচন্দ্রদাস। যে 'নরোত্তমদাস' হাটপত্তন রচনা করিয়া 'চৈতন্যের হাটে ঝাড়ুগিরি করিয়া ফিরেন', তিনিই যে আবার 'অলঙ্কার ঝালাইয়া প্রকাশ' করিবার মহত্ত্বটুকু স্বয়ং বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌরগণোচিত দৈন্যের লাঘব করিবেন, ইহাত মনে করা যায় না। কাহারও মতে ইনি সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেরও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা প্রকাশিতও নহে, যে দুই একখানা হস্তলিপি দেখা গিয়াছে, তাহার ভাবভাষা অন্যপ্রকার। বলিতে কি, ঠাকুরমহাশয় সঙ্গীতদ্বারা বঙ্গদেশে অভিনবপ্রকারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভীপ্সিত প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া চিরঞ্জীবী হইয়াছেন।

সংকীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতিত-দশ-দিঙ্‌ মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

৩। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু (দুঃখী কৃষ্ণদাস)

উৎকলদেশে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে দুঃখী কৃষ্ণদাস ১৪৫৭ শকে চৈত্রী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হইয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ কাব্যাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন এবং অম্বিকাকালনায় আসিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠার ফলে শ্রীহৃদয়চৈতন্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত তথায় ইনি শ্রীশ্রীজীবপাদের নিকট গোস্বামি-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। রাসমণ্ডলে ঝাড়ু করিতে করিতে একদিন রাত্রিশেষে তিনি শ্রীরাধারাণীর পরিত্যক্ত নূপুর প্রাপ্ত হন এবং উহা ললাটে স্পর্শ হওয়া মাত্র নূপুরাকৃতি তিলক রচনা হয়। **'বিন্দুপ্রকাশ'** গ্রন্থে এবিষয়ে বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইঁহার জীবনী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। আধ্যাত্মিকলীলা বিষয়ে শ্রীরসিকানন্দ-বর্ণিত 'শ্যামানন্দ শতক' আলোচনীয়। ইনি **'রেনেটী'** সুরের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানা যাইতেছে। পদকল্পতরুতে শ্যামানন্দ-ভণিতায় তিনটি পদ, দুঃখী কৃষ্ণদাস-ভণিতায় তিনটি পদ আছে। উহা গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমাসূচক। প্রাভাতিক কীর্ত্তন 'ঘরেরে নব গৌরচন্দ্র' পদটি দীনকৃষ্ণদাস-ভণিতাযুক্ত, আমি নির্ধারণ করিতে না পারিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পদ বলিয়া ধরিয়াছি। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' নামক শ্রীমুকুন্দদাসে আরোপিত গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় শ্যামানন্দ-ভণিতায় একটি পদ দেখা যায়—

---

*মোহনমাধুরীদাস 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ' নামে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গীতাদি হইতে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২৩৫ পৃঃ)

(অথ রাধিকাভিসার)— রাই কনক মুকুর কাঁতি। শ্যাম বিলসিতে সুন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাঁতি ॥
নীল বসন, রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে। চাঁচর চিকুর, বিচিত্র বেণী দুলিছে পৃষ্ঠের মাঝে ॥
নয়নে কাজর, সিঁথায় সিন্দুর, তাহে চন্দনের রেখা। নবজলধরে অরুণ কোণে, নবীন চাঁদের দেখা ॥
রসের আবেশে গমন মন্থর, ঢুলি ঢুলি চলি যায়। আধ উড়নী ঈষত হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায় ॥
সখীর সমাজে ভাল সে বিরাজে কলপতরুর মূলে। শ্যামানন্দের পহুঁ আনন্দ-মন্দিরে প্রাণবঁধুয়ার কোলে ॥ ১০

৪। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ও পদাবলী

শ্রীলচিরঞ্জীব সেন খণ্ডবাসী দামোদর কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তদবধি শ্রীখণ্ডে বসতি করেন। তথায় তাঁহার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় পিত্রালয় কুমারনগরে চলিয়া আসেন, পরে তেলিয়াবুধরীতে আসিয়া বহুদিন বাস্তব্য করেন। বরবেশে সজ্জিত সুপুরুষ রামচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভু বিবাহের লৌকিক মঙ্গলাচারের মধ্যে পারলৌকিক অমঙ্গল নিহিত আছে বলিয়া বিবাহে তীব্র দোষোদ্‌ঘাটন করেন, তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র তৎপরদিনই আসিয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভুর চরণে চিরদিনের জন্য শরণ লইলেন। উত্তর কালে ইনিই শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রিয়তম সুহৃৎ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসবকালে মাতার নিদারুণ পীড়া হইলে দামোদর-সেবিত শক্তিযন্ত্রের প্রক্ষালিত বারি-পানানন্তর সুখে প্রসব হইয়া শাক্ত মাতামহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হওয়ার জন্য গোবিন্দ শাক্তই হইয়া পড়িলেন। বারংবার মাতৃকৃপা বিজৃম্ভিত শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াও যখন গোবিন্দ শক্তির উপাসনা ছাড়িলেন না, তখন দৈবক্রমে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া অধীর হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট ব্যাধির বিষয় নিবেদনপূর্বক শেষকালে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর চরণদর্শন জন্য উৎকট লালসা জানাইলেন। রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুর সঙ্গে বুধরী আসিয়া একেবারে গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, শ্রীআচার্য্যপ্রভু গোবিন্দের মস্তকে চরণ দিলে গোবিন্দ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরদিবস গোবিন্দের দীক্ষা হইল—মৃত্যুশয্যাশায়ী গোবিন্দ পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন ভাগবতজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার তৎকালীন প্রথম পদটি কত মধুর, কত রসাল !! গোবিন্দ যে স্বভাবকবি ছিলেন—তাহা এই পদ দেখিলে সহজেই বুঝা যায়—

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দরে। দুলহ মানুষ-জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধুরে ॥
শীত আতপ বাত বরিখণ, এ দিন যামিনী জাগিরে। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগিরে ॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীতরে। নলিনীদল জল জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতরে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন, পদ-সেবন দাসীরে। পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষীরে ॥

গোবিন্দ ত দেহব্যাধি-মুক্ত হইলেনই, পরন্তু স্বয়ং ভবব্যাধি-মুক্ত হইয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভুর কৃপায় শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে ইঁহার কবিত্বশক্তি বঙ্গদেশের ইতস্ততঃ বিস্তারিত হইতে লাগিল—ভক্তি-রত্নাকরে প্রকাশ যে ইনি হরিনারায়ণ রাজার আদেশে 'শ্রীরামচরিত্রগীত' বর্ণনা করিয়াছেন —খেতরির রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে **'সঙ্গীতমাধব নাটক'** বর্ণন করিয়া অতুলনীয় কাব্যশক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্টকালীয় **'একান্নপদ'**ও ইঁহার রচিত। ইঁহার কবিত্ব শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না—ক্রমশঃ শ্রীবৃন্দাবন বাস্তব্য শ্রীজীবপাদপ্রমুখ বৈষ্ণব-মণ্ডলীও ইঁহার অসাধারণ কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া পত্র প্রেরণ করিতেন, এমন কি বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে গৌরবান্বিত করেন এবং নিম্ন শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র চন্দনগিরে শশ্বদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রি‌পাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিত্য স্মরণীয়, বন্দনীয় ও অর্চ্চনীয় অষ্ট কবিরাজের মধ্যে গোবিন্দও একতম—যথা—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে। উত্তমাভক্তি-সদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস-ভণিতায় প্রায় ৪৩০টি ব্রজবুলি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্রেও আরো কতকগুলি আছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ৭৫টি পদ দেখা যায়। ২০।২১টি পদে বিদ্যাপতি, রায়বসন্ত, সন্তোষ, ভূপতি রূপনারায়ণ প্রভৃতির সহিত মিশ্র-ভণিতা দেওয়া হইয়াছে, যেমন কল্পতরুর ২৬১, ১০৫২, ২৪১৫, ২৪১৬, ২৪২০ ইত্যাদি। আবার কতকগুলি পদে ভণিতা নাই, যেমন ৪২৮, ১২৯৮, ১৩৮৪ প্রভৃতি। ক্ষণদায় ৭৯টি গীত আছে। গোবিন্দদাস যে '**গীতাবলী**' রচনা করিয়াছেন, তাহা পদামৃতসমুদ্রের টীকার (১৭ পৃঃ) 'তৎকৃতে গ্রন্থে' এই অংশ হইতে জানা যায়। ব্রজবুলি কবিদের মধ্যে গোবিন্দই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি যে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলী হইতেই বেশ বুঝা যায়, যেহেতু শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার প্রভৃতিতে ইহার পদাবলী প্রায়শঃই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ছন্দোমাধুর্য্যের সহিত যতি, তাল ও তানমাধুরী মিলিয়া তাঁহার পদাবলীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। যদিও তিনি প্রায়শঃই অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহার রচনাকে বিসদৃশ না করিয়া বরং অতিসুন্দরই করিয়া তুলিয়াছে। নায়ক-নায়িকার বিলাস-বর্ণনায় তাঁহার অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসনীয়ই বটে। পদাবলীর শ্রুতিমধুরতা ও তালে তালে শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতি ব্রজবুলির কৃত্রিমতাকে ঢাকিয়া মহামধুরত্বই সমর্পণ করিয়াছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অসমাপ্ত কয়েকটি পদকে তিনি পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অদ্যাপি রসকীর্তন-বিষয়ে তাঁহারই প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত শৃঙ্গার-রস-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ অবলম্বনে যাবতীয় মানস ব্যাপারের বিশ্লেষণ ও অনুশীলনপূর্বক গীতামৃত রচনা করায় জনমণ্ডলীর এত সমাদর লাভ করিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্যিকদের ধারণা।

গীতামৃতের আদর্শ—শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ **রূপমাধুরী**—

(১) অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥
ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া ॥ ধ্রু ॥
মাঝহি ক্ষীণ পীন-উর-অম্বর প্রাতর অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ-করহি কর-বন্ধন মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
অধর-সুধা-ঝর মুরলী-তরঙ্গিণী বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল ফুল ॥
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক বেঢ়ল রমণী-মন মধুকরমাল।
গোবিন্দ দাস চিতে নিতি নিতি বিহরই ইহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥ (কল্পতরু ২৪২৪)

এইরূপ ২৪১৪-১৬, ২৪১৯-২০, ২৪২২-২৩, ২৪২৫-২৬, ২৪২৮-২৯, ২৪৩১-৩২ প্রভৃতি পদগুলিও শ্রুতিমধুর ;

শ্রীরাধা রূপ-বর্ণনা—শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন-খণ্ডন বদন বিকাশ।
অধরে মিলাওত শ্যাম মনোহর চিত চোরায়নি হাস ॥
আজু বনি শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু-যূথ-শত-সেবিত লাবণি বরণি ন যাই ॥ ধ্রু ॥

কবরী বকুল ফুল　আকুল অলিকুল　মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি　কনক ঝঙ্কৃতি　কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদপঙ্কজ পরি　মণিময় নূপুর　রণঝন খঞ্জন ভাষ।
মদন-মকর জনু　নখমণি দরপণ　নিছনি গোবিন্দ দাস॥ (২৫৬৪)

এইরূপ ২৪৬৫—৬৭, ২৪৬৯ প্রভৃতিও আস্বাদ্য।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ (জাগর্য্যা)—লোচন শ্যামর　বচনহি শ্যামর　শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার　হৃদয়মণি শ্যামর　শ্যামর সখী করু কোর॥
মাধব! ইথে জানি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী　মতি উমতায়লি　কিয়ে তহুঁ মোহিনী জান॥
মরমহি শ্যামর　পরিজন পামর　বামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝরঝর লোরহিঁ　লোলিত কাজর　বিগলিত লোচন নিন্দ॥
মনমথ সাগর　রজনী উজাগর　নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস　কতহুঁ আশোয়াসল　মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ (৪০)

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণদর্শন—ঢল ঢল সজল　জলদ তনু শোহন　মোহন আভরণ সাজ,
অরুণ নয়ন-গতি,　বিজুরি চমক জিতি,　দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি! যাইতে পেখলু কান।
তব ধরি জগ ভরি　ভরল কসুমশর,　নয়ানে না হেরিয়ে আন॥
মঝু মুখ দরশি　বিহসি তনু মোড়ই,　বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন　মনোরথে আকুল　কিশলয় দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মঝুমন　জলতহি অনুখন　দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস　মিছাই আশোয়াসল　অবহুঁ না মিলল কান॥ (৭৩)

এই প্রসঙ্গে ৭৪, ৭৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে ৮৫, ৮৬, ৮৯—৯১, ৯৩, ১০০, ১০১, ২০৪-এর পরে—(দূতী-সংবাদ)—
মঞ্জুল বঞ্জুল　নিকুঞ্জ মন্দিরে　সোঙরি সো গুণ গাম।
মরম অন্তরে　জপয়ে মন্তর　একলি তোহারি নাম॥
রামাহে! তেজহ কপট ছন্দ।
মদন-হিলোলে　তো বিনু দোলত　নন্দনন্দন চন্দ॥ ধ্রু॥
হিম হিমকর　সলিল-শীকর　নিন্দই কালিন্দী তীর।
সরস চন্দন　পরশে মূরছই　সজল জলত চীর॥
কবহুঁ উঠত　কবহুঁ বৈঠত　পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল　নয়ন-যুগল　সঘন গলয়ে লোর॥
এতহুঁ যতনে　পুরুষ-রতনে　চিতে নাহি বিশোয়াস
গহন বিরহ　দহনে দহই　কহই গোবিন্দ দাস॥ (২১৭)

২১৮-২১৯ পদদ্বয়ও দ্রষ্টব্য এবং আস্বাদ্য। তৎপরে শ্রীরাধার অভিসারে সখীমুখে রসোদ্গার—
চৌদিকে চকিত　নয়ানে ঘন হেরসি　ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি　বুঝই নাহি পারিয়ে　কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥

সুন্দরি ! কি ফল পরিজনে বাঁচি ।
শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি ॥ ধ্রু ॥
এ তুয়া হাস মরম প্রকাশই প্রতিঅঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী ।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি ॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি জিতলি মনমথরাজ ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ মৌনহি সমুঝলুঁ কাজ ॥

এই সম্পর্কে ২৩৩—২৩৬ ; **শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার** - ২৬৩--২৬৫ দ্রষ্টব্য । **রূপাভিসারে**—২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৮৭, ৩০২, **বাসকসজ্জায় গৌরচন্দ্র**—৩০৪ এবং ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০—১৫, ৩১৭—১৯, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৬ ; **খণ্ডিতায়** ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৫—৭, ৪০৯, ৪২৩—২৫, ৪৩০, ৪৩১ ; **কলহান্তরিতায়** ৪৩৩—৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩—৪৫, ৪৫৩—৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২ ; **মানে** ৪৮৯, ৪৯০, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৯, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪৮, ৫৫৩, ৫৭৪,৫৭৮,৫৮০, ৫৮২,৫৮৮, ৫৯৩, ৬০২, ৬০৫, **সঙ্কীর্ণরসোদ্গারে**—৬১১, **স্বয়ংদৌত্যে**—৬২১, ৬২৩—২৫, ৬৩০,৬৩১,৬৪৮,৬৫০, ৬৫১ ; **রসোদ্গারানুরাগে** —৬৮৩, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৪ ৬৯৫, ৬৯৭, ৭০৬—১২, ৭১৮ ; **আক্ষেপানুরাগে**—৭৫১, ৭৫২, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৬১, ৭৬২ ; **প্রেমবৈচিত্ত্যে**—৭৬৭—৭০, ৭৭৩—৭৭৫ ; **রূপানুরাগে**—৭৮১, ৭৯৬, ৯০২—৪, ৯৪০, ৯৪২ ; **অভিসারানুরাগে**— ৯৮১, ৯৮৩, ৯৮৮—৯৯৬, ৯৯৮, ১০০১—৫, ১০১০, ১০১৬, ১০২৫ ; **রূপোল্লাসে**—১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৯—৪০, ১০৪৩, ১০৫২—৭ ; **নিত্যরাসে**—১০৬৭, ১০৭৫, ১০৭৮, ১০৯৩, **বিপরীতরসোদ্গারে**—১১০৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ।

গোবিন্দদাস ভণিতায় পদকল্পতরুতে ৩০।৩২টি শ্রীগৌরপদ দেখা যায়, তাহাতেও তাঁহার সমান কৃতিত্ব ও রচনা-পরিপাটীর যথেষ্ট পরিচয় আছে—

(১) চম্পক শোন কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণিরে ।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব জগ-মনমোহন ভাঙনিরে ॥
জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন-বন্দন, কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়খণ্ডন ॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেমভরে ।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত কত ভকতহি মেলি ।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥ ৩

(২) দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত-নখত বৃন্দ
অখিল ভুবন-উজোরকারী কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া ।
অগতি-পতিত-কুমুদবন্ধু হেরি উছলঁ রসক সিন্ধু
হৃদয় কুহর তিমিরহারী উদিত দিনহুঁ রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত মত্ত করিবর ভাতিয়া ।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত শোহত পুলক-পাঁতিয়া ॥
অসীম মহিমা কো কহু ওর নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেম-অমিয়া হরখি বরখি তরখিত মহী মাতিয়া ।
যো রসে উত্তম অধম ভাস বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস
কো জানে কি খেণে কোন গঢ়ল কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥ (১০৬৫)

গৌরপদতরঙ্গিণীর নাগরীভাবের পদগুলিতেও তাঁহার অপূর্ব কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

(৩) জয় জগতারণ-কারণ ধাম। 　　আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দ-নাম ॥
ডগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত　　সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই,　　গৌর-প্রেমভরে চলই ন পার ॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত　　লহু লহু হাস-বিকসিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন-শ্রীভুজমণ্ডন　　কনয়াখচিত অবলম্বন দণ্ড ॥
কলিযুগকাল ভুজঙ্গম সঙ্গম　　দগধল থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম সুধারস জগভরি বরিখল　　গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি ॥ ৪ ॥

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া তদ্‌বিষয়ে দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন—পদকল্পতরু (১২ ও ২৩৮৬ সংখ্যক পদ) দ্রষ্টব্য। অনুপ্রাস ও যমকের প্রতি ইহার অতিপ্রিয়তা বহুপদাবলীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে—তাহার আদর্শ যথা—

কাদি— { কাননে কামিনী কোই না যায়। 　　কালিন্দীকূল কলপতরু-ছায় ॥
　　　 { কুঞ্জকুটীর-মাহা কান্দই কোই। 　　করে শির হানই কুন্তল ফোই ॥
নাদি— { নলিনী নারীগণ নাশল নেহ　　নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ ॥
　　　 { নবীন নিন্দিত নব নব বালা। 　　নাগল বিরহ হুতাশন জালা ॥
গাদি— { গলত গাত গিরত মহীমাহ। 　　গুরুতর গিরীষ অধিক ভেল দাহ ॥
　　　 { গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল। 　　গরল-গরাসনে গোবিন্দ গেল ॥ ১৭৩০

পদকল্পতরুর ৩৭৯ সংখ্যক 'ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-কলিতং' পদটি সংস্কৃতভাষায় ইহারই রচনা। বাৎসল্য ও সখ্যরস ব্যতীত তিনি অন্যান্য রসের বর্ণনায় অদ্ভুত বিশ্লেষণ-সহকারে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এবিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পদাবলী গীত হইলে যে কি মাধুরী বর্ষণ করে, তাহা কেবল অনুভববেদ্যই বটে। কবি যথার্থ ই গাহিয়াছেন—

রসনারোচন শ্রবণ বিলাস। 　　রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীও গোবিন্দদাস-ভণিতায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীও কবিরাজের গীতামৃতসহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কাজেই পদসংগ্রহকর্ত্তাগণ যে যে স্থলে ইঙ্গিত দিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তির পদ বলিয়া জানিবার উপায় আছে। যেমন পদকল্পতরুর ১৮০৮—১৮১৪ পর্য্যন্ত শ্রীবৈষ্ণবদাস, ১৭০৬ সংখ্যক পদটিও রসবল্লীকারের মতে এবং পদামৃতসমুদ্রকার আরো কতকগুলি পদ ইহার রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (কল্পতরুর ১৩৩, ২৬৭, ২৭৭ ও ১৯৫৬) বাঙ্গালা পদগুলি চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যায়, যেহেতু কবিরাজ বাঙ্গালা পদ রচনা করেন নাই। ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যেও যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেইগুলি কবিরাজের রচিত। আকস্মিক ভাবোল্লাসের—'উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া' (১৭০৬) পদটি—দিব্যোন্মাদ-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। (২১৩১) বাঙ্গালা পদটি শ্রীগৌররূপ-বর্ণনা, (১৬৫৭) পদটি মাথুর বিরহ-রচনা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

(ভূতবিরহ)—পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা। 　　পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা।
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে যে ছাড়িয়া। 　　পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া ॥
কোন্ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। 　　এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল ॥

মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ। নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগররাজ। কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী। এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া। মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥ (১৬৫৭)

৬। শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য

বৈষ্ণব-বন্দনায় ও গৌরগণোদ্দেশে উক্ত শ্রীগোবিন্দ আচার্য্যও সঙ্গীত-পণ্ডিত ছিলেন এবং কতিপয় পদ-রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু উপরি বর্ণিত গোবিন্দদাসদ্বয়ের পদাবলীর সহিত ইঁহার রচনা মিশিয়া থাকিবে, কাজেই পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না।

৭। রাজা বীরহাম্বীর

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক দুইটি পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইঁহার বেশী রচনা আছে কিনা, জানা যায় না। কর্ণানন্দ ১৯ পৃষ্ঠায়—

(১) প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলে মনের আশ, তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয়-কীট, তাহাই লাগিত মিঠ, ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার ॥
করিতুঁ গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার ॥
পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন, এমতি তোমার ব্যবহার ॥
রাধাপদ-সুধারাশি, সে পদে করিলে দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমণসহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ, জানাইলা দুহুঁ প্রেমরীত ॥
কালিন্দীর কূলে যাই, সখীগণে ধাওয়াধাই, রাইকানু বিহরয়ে সুখে!
এ বীরহাম্বীর-হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ (২০৭৮)

(২) শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল-আঁখি, কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়ানু পরাণি ॥
শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জালা, নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিভায় হিয়ার-আগুনি ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লৈয়া যায় যমুনার তীরে ॥
কি করিতে কিনা করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি থিরে ॥
শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বীররচিত, শ্রীনিবাস-অনুগত, মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

ইঁহার শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি-প্রদত্ত নাম—শ্রীচৈতন্য দাস। কোন সাহিত্যিকের মতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত (গৌরপদে ৭টি) পদ ইঁহার রচিত। কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে কোনও কোনও পদের ভাবে বুঝা যায় যে উহা শ্রীচৈতন্যদাস নামে মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাহারও রচিত।

৮। রায় বসন্ত

রায় বসন্ত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু ও শিষ্য। পদকল্পতরুতে ইঁহার ৩২টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত হইয়াছে দেখা যায়। তন্মধ্যে ১০৫২, ১৭২২ ও ২৪২২ সংখ্যক পদে গোবিন্দদাসের সহিত মিশ্র-ভণিতা আছে, ইহা পূর্ব্বেও সূচিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে (১।৪১৭—৪২০) ইঁহার রচিত একটি গীতে ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়, ব্রজ ও উৎকলে

গমনাগমন বর্ণিত হইয়াছে। ২৪৪৬—২৪৫৩ আটটি পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। ২৯১৬—২৯২২ ২৯২৪—২৯২৭, ২০২৭—২৯৫৭ পর্য্যন্ত নিত্যরাসবর্ণনাটি বেশ মধুর ও স্বাভাবিক।

৯। কবিশেখর (রায় শেখর)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পরে যাঁহারা ব্রজবুলি-কবিতায় প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রায়শেখরের আসনই সর্বোচ্চে। ইনি খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং তাঁহার নামে দুইটি পদও রচনা করিয়াছেন (২০৭৩—৭৪)। রায়শেখর, কবিশেখর, শেখর, কবিশেখর, নৃপকবিশেখর প্রভৃতি ভণিতায় পদকল্পতরুতে প্রায় ৯১।৯২টি ব্রজবুলি কবিতা আছে। ইনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পূর্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী – এই লইয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। ডাক্তার সুকুমার সেনের সহিত একমত হইয়া আমি ইঁহাকে পরবর্ত্তী মহাজনই বলিলাম। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' নামক পুস্তকের ১৪৭পৃঃ—১৪৯পৃঃ এবং বিপক্ষে যুক্তি গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা ২৫১—৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য, রচনার আদর্শ—(২৭০৮) ব্রজবুলিতে—

কাজর-রুচিহর রয়নী বিশলা।　　তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা ॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।　　নিশব্দ পথ গতি চললিহু থোর ॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।　　গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥
কমলিনী মাঝা খিনী উচ কুচজোর।　　ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা।　　নব অনুরাগিণী নব রসে ভোরা ॥
অঙ্গকি আভরণ বাসয়ে ভার।　　নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার ॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।　　মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা ॥
যতনহিঁ নিঃসঙ্ক নগর দুরন্তা।　　শেখর আভরণ ভেল বহন্তা ॥

২৫৫৮ হইতে ২৫৬৬ পর্য্যন্ত পদগুলি প্রায়শঃই আখ্যায়িকা-জাতীয়। ২৭২৪—২৭৩০ এবং ২৭৯৮—২৮০৩ পর্য্যন্ত ধামালীরীতিতে রচিত। কবিশেখরের **দণ্ডাত্মিকা** লীলাগ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ। ডাঃ সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' (৪০৪পৃঃ) কবিশেখরের নামে ৪ খানা গ্রন্থ আরোপ করিয়াছেন। (১) গোপাল চরিত-মহাকাব্য, (২) গোপাল-কীর্ত্তনামৃত, (৩) গোপীনাথবিজয় নাটক ও (৪) গোপাল বিজয়। (ঐ ৪০৫ হইতে ৪১৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১০। রাজা নৃসিংহ দেব

মানভূম জেলার জনৈক রাজা, ইনি রাজা বীর হাম্বীরের অন্তরঙ্গবন্ধু ও শিষ্যভ্রাতা ছিলেন। 'সারাবলী' গ্রন্থে লিখিত আছে—"আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন। পরম পণ্ডিত হয় ভক্তিপরায়ণ। পূর্বপুরুষ হৈতে মানভূমে স্থিতি। পদকর্ত্তা বলিয়া সর্বত্র যাঁর খ্যাতি।" একাবলী ছন্দে রচিত একটি পদ—

ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি।　　হেরি চন্দন তিলক ভালে বনি ॥
শিখি পুচ্ছকি বন্ধনী বামে টলি।　　ফুল দাম নেহারিতে কাম ঢলি ॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বী চলি।　　মুখ নীল সরোরুহ বেঢ়ি অলি ॥
ভুজদণ্ডে বিমণ্ডিত হেম মণি।　　নব বাম্বিদ বিদ্যুত স্থির জনি ॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।　　কলকিঙ্কিণী-সংযুত পীতকটি ॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চসরে।　　করবাদন নর্ত্তন গীত বরে ॥

*　　*　　*　　*

সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।　　পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥

১১। চম্পতি (ভূপতি)

পদকল্পতরুতে চম্পতি-ভণিতায় ১০টি পদ, রায় চম্পতি-ভণিতায় (২০২৫) একটি পদ, এবং (৪৮০, ৪৮২, ৫৩২, ৭২৭, ১৬৬০, ১৬৬৬, ১৬৭৬, ১৭৪৫ সংখ্যক) ৮টি পদ চম্পতিপতি-ভণিতাযুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই ব্রজবুলিতে রচিত। এই কল্পতরুতে ভূপতি-ভণিতাযুক্ত ১২টি ব্রজবুলি পদ দেখা যায়। (৪৮৩, ৫৩৯, ১৭২৮, ১৮৭৯ এই চারিটি ভূপতি-ভণিতায়, ৪৭৮ ও ৪৭৯ এই দুইটি ভূপতিনাথ এবং ১১৪, ৪৭৭, ১০৮২, ১৭০০, ১৭৩৮, ১৯৮৩ এই ছয়টি সিংহভূপতি-ভণিতাযুক্ত)। ৫৩১ ও ৫৩৮ সংখ্যক পদদ্বয় গোবিন্দদাস ও রায় চম্পতির নামে মিশ্র ভণিতাযুক্ত। কোন কোন সাহিত্যিকের মতে চম্পতি ও ভূপতি একই ব্যক্তি। (ডাঃ সুকুমার সেন কৃত 'ব্রজবুলি ইতিহাস' ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রচনার আদর্শ—

(১) অখিললোচন-তম তাপ-বিমোচন উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিনমুখ মলিন করয়ে যদি ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি! বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোস এক ঘোষসি অন্তর আহিরিণী জাতি॥
সকল জীবজন জীব-সমীরণ মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেনে খেন সকল কুসুম-মন তোষয়ে নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদ্যপি নাহি চুম্বই ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিনু বিষাদ না পায়সি লাজে॥ (৪৮০)

(২) প্রেমক আগুনি মানহিঁ গুণিগুণি এ দিন যামিনী জাগি।
মদন পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই তোহারি রসকণ লাগি॥
কি ফল মানিনি! মান মানসি কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর- অঙ্গে শোভিত যৈছন দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয় বলয় মলয়জ- পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছটফট লুঠই মহীতলে তো বিনু দহই গাত॥
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরীখণ সোই পূজে পাঁচবাণ।
রায়চম্পতি ও রস গাহক দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৫৩৮॥

১২। মোহনদাস

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বৈদ্য মোহন দাস-বিরচিত ২৩টি ব্রজবুলি পদকল্পতরুতে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায়—(১) কানুক শেষ দশা শুনি রাই। কাতর বদনে সখীমুখ চাই॥
ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই। আনন্দে নিমগন বেশ বনাই॥
সুখময় কুঞ্জহি করল পয়ান। পন্থহি কতবিধ করু অনুমান॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত। না জানি রভসরস পহিল পিরীত॥
ঐছন ভাবিতে মিলল আয়। ধাই কহল দূতী নাগর-পায়॥

দূর কর বিরহ আওল ধনী রাই। চমকি উঠল জন্থ জীবন পাই॥
আনন্দে আগুসরি আওল কান। কুঞ্জ-মাঝে সবে করল পয়ান॥
সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই। সহচরী আঁচর ধরি তাঁহা রহই॥
পহিল সমাগম রাধা কান। মোহন দূরহিঁ তুহুঁক গুণ গান॥ ৯৯॥

(২) শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ-বর্ণনায়—

সখীগণে বিভোর হইয়া। কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া॥
ললিতা প্রবোধ করয়ে তায়। বহুমত রচিয়া উপায়॥
হাম অব করব পয়ান। যৈছে মিলয়ে তোরে কান॥
ঐছন কহি পুন তায়। নহে বা ধরব তছু পায়॥
ইথে সকরুণ হোই শ্যাম। আপে মিলব তুয়া ঠাম॥
এত কহি চলে তছু পাশ। কহতহিঁ মোহন দাস॥ (১৮৬)

খণ্ডিতায় ৩৯৬-৯৭, ৪১৮; মানে ৫৭২, ৬০০; গোষ্ঠলীলায় ১২০৩-৪, ১২১১, ১২১৩; দানলীলায় ১৩৮৫-৬; বসন্তবিহারে ১৪৯৩; শ্রীরাধাভিষেকে ১৫৮৩—৫; শ্রীকৃষ্ণবিলাপে ১৭৬২; দশমী দশায় ১৯৬১; সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে ২০১৭ ২০২৯; শ্রীনিত্যানন্দমহিমা-বর্ণনে ২৩১৭ এবং অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় ২৬৮০ সংখ্যক পদ ইঁহারই সুন্দর কবিত্বের-পরিচায়ক।

১৩। শ্রীবল্লভদাস

বল্লভদাস ও শ্রীবল্লভদাস ভণিতায় পদকল্পতরুতে মোট ১৮টি পদ আছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ১৬টি পদ ইঁহার রচিত; তন্মধ্যে প্রার্থনার ৭টি, গৌরলীলার ৩টি এবং সায়াহ্ন আরতির ১টি পদ। শচীবিলাপ (৫।৪।৫) পদটি হৃদয়গ্রাহী ও সুকরুণ। ৬।৩।৭০ সংখ্যক পদটি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মাহাত্ম্য-সূচক। পদকল্পতরু ২২৫ ও ২৩৪ সংখ্যক পদে শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীবল্লভের নাম করিয়াছেন—ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে উভয়ে পরম সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যে ৪।৫ জন বল্লভদাস আছেন, কে বা কাহারা যে প্রকৃত পদকর্ত্তা—তাহার নির্দ্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার; আমরা সাহিত্যিকদের উপর সেই ভার দিয়া * কয়েকটি পদের নমুনা লিখিতেছি—

(১) **শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—(পদকল্প—৯৭)**

সুন্দরি! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমী দশা হেরি সহচরী ধরই না পারই পরাণ॥
কতয়ে ক্ষীণতনু কহই না পারিয়ে তেজত তাহে ঘন শ্বাসে।
তেজব পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে রহত তোহারি আশোয়াসে॥
কি জানিয়ে কি খেণে নেহারল তুয়া রূপ তব্‌ ধরি আকুল ভেলি।
খেণে খেণে চমকি চমকি অব মূরুছয়ে হেরি রোয়ত সখী মেলি॥
কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ তবহিঁ নয়ন-পরকাশ।
এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি! পামরি বল্লভ দাস॥

(২) **গৌরপদতরঙ্গিণী (৬।৩।৬৭)**

নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধকশ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার॥

---

* জিজ্ঞাসা থাকিলে 'ব্রজবুলির ইতিহাস' এবং মৃণালবাবুর গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা ২০৬—৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রিকা পঞ্চম সার*	তিন মণিঃ সারাৎসার	গুরু শিষ্য সংবাদ পটল+।
ত্রিভুবনে অনুপাম	প্রার্থনা গ্রন্থের নাম	হাটপত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্য পদ	হৈয়া ভাবে গদ গদ	কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যে বা শুনে যে বা পড়ে,	যে বা তাহা গান করে	সেই জানে পদের গৌরব ॥
সদা সাধু মুখে শুনি	শ্রীচৈতন্য আসি পুনি	নরোত্তম-রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার	বল্লভে করহ পার	জলেতে ভাসাও পুন শিলা ॥

শ্রীযদুনন্দন দাস (২য়)

১৭ পৃষ্ঠায় ১৯—২০ সংখ্যক পদকর্ত্তাদ্বয়ের পদগুলি শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে এই স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত হইলেও কিন্তু ১৭—১৮ সংখ্যক পদকর্ত্তাদ্বয়ের পদাবলীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, ঠিক ঠিক বাছিয়া নেওয়ার উপায় নাই বলিয়া পূর্বে সংযোজনা হইয়াছে।

১৪। শ্রীকবিবল্লভ

পদকল্পতরুতে (৯৩৯) একটিমাত্র পদ ইঁহার রচিত পাওয়া যায়। 'রসকদম্ব' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা কবিবল্লভ রাজবল্লভের পুত্র এবং উদ্ধবদাসের শিষ্য। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের অনুরোধে ইনি রসকদম্ব প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। নিম্নলিখিত পদটি কাহারও মতে বিদ্যাপতি-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া জানা গেলেও কিন্তু তদ্‌বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। বরং ইহার উচ্চ দার্শনিকতা দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে ইহা উজ্জ্বলনীলমণির পরে রচিত। রসকদম্বের রচনাকাল ১৫২০ শক। ২২শ অধ্যায়যুক্ত এই গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্রে অনুক্ত বহু রসের অবতারণা দেখা যায়। যথা শিক্ষারস, স্তুতি বা ভেদরস ইত্যাদি।

আক্ষেপানুরাগ—(৯৩৯) সখি হে! কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরীতি	অনুরাগ বাখানিতে	তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম	রূপ নেহারনু	নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ	হিয়ে হিয়ে রাখনু	তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ॥
বচন-অমিয়ারস	অনুখণ শুনলু	শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী	রভসে গোঙাইলুঁ	না বুঝনু কৈছন কেলি ॥
কত বিদগধ জন	রস অনুমোদই	অনুভব কাঁহু না পেখি।
কহ কবিবল্লভ	হৃদয় জুড়াইতে	মিলয়ে কোটিমে একি ॥

১৫। শ্রীরাধাবল্লভ দাস

রাধাবল্লভ নামে তিন জন মহাজনের নাম পাওয়া যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য। পদকল্পতরুতে ৭টি ব্রজবুলি পদ আছে, (১৯৬, ২২০, ৭৭৬, ১৩৯৪, ১৭২৭, ২০৩৭ ও ২৩২৪) গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোট ১৮টি পদ ইঁহার রচিত। মনমোহনিয়া গোরা ভুবন-মোহনিয়া (৩।১।৮৮) এবং 'গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর গোরা' (৩।৩।৫২) এই পদদ্বয় লোচনের ধামালীর অনুকরণে রচিত হইলেও পরম সুন্দর; শ্রীরূপসনাতন সম্বন্ধে তিন, ভট্টরঘুনাথ এক, দাস রঘুনাথ বিষয়ে দুই এবং জ্ঞানদাস সম্বন্ধে একটি পদে

---

* প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা ও চমৎকার-চন্দ্রিকা—এই পঞ্চ চন্দ্রিকা। ঃ সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তি চিন্তামণি—এই তিন মণি।

+ উপাসনা-পটল। [গৌরপদতরঙ্গিণীর পাদটীকা] এই পদটি এবং ইহার গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বহু সংশয় আছে।

অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়ক পদদ্বয় সহজ-পাঠ্য ও সুখবোধ্য। আচার্য্য-প্রভু-বিষয়ক পদদ্বয়ও (কল্পতরু ২৩৭৯—৮০) অতিকরুণ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় (১৯৬)

সজনি ! অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকর মদন- মিলিত মুখমণ্ডল তা'পর জলধরমালা ॥
চঞ্চল নয়ানে হেরি মুখে সুন্দরী মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখণে মরমে মদন জর উপজল জীবইতে সংশয় ভেল ॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে অনুখণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরীতিকি রীতি নাহি সমুঝিয়ে আকুল অথির পরাণ ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল তুঁহু অতি চতুরী সুজান।
সো পুন মধুর মূরতি দরশাওবি রাধাবল্লভ গান ॥

১৬। শ্রীহরিবল্লভ (বল্লভ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি ও গীতাবলি

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে প্রায় ৩৬টি পদ হরিবল্লভ ভণিতায় এবং ১৫টি পদ বল্লভ-ভণিতায় বর্ত্তমান। স্তবামৃত লহরীর অন্তর্গত **গীতাবলিতেও** (সংখ্যা ১১) বল্লভ ও হরিবল্লভ ভণিতা দেওয়া আছে, সুতরাং এই দুই নামই যে একই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বেশাশ্রয়ের নাম বা সংসারাসক্তিত্যাগসূচক নামান্তর—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকাব্দায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা-প্রণয়নান্তে দেহ ত্যাগ করেন বলিয়া জানা যায়। গীতচিন্তামণি এই সময়েই রচিত হইয়া থাকিবে, কেননা তিনি প্রতি ক্ষণদার সমাপ্তিতে 'ইতি গীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে' বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে 'উত্তর বিভাগ' লিখিবারও সংকল্প ছিল কিন্তু তাহা না করিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন।* ইঁহার সংগৃহীত ক্ষণদায় ৩০৯টি পদ প্রায় ৪৫ জন বিভিন্ন কবির পদাবলী সমাহৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে চণ্ডীদাসের একটি পদও সমাহৃত হয় নাই। তন্মধ্যে স্বকৃত ৫১টি পদও আছে—স্বকৃত গীতাবলি হইতেও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার গীতগুলি প্রায়ই পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গীতদ্বয়ের সম্বন্ধ নির্দেশক এবং 'এত কহি দূতী চললি' ইত্যাদি বর্ণনাদ্বারা কোথাও বা ক্ষণদায় বর্ণিত লীলার সংলগ্নতা রক্ষিত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীভাগবতটীকা বা উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন—এই গীতাবলিতে সেই ভাবভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই গীতচিন্তামণিই প্রাচীনতম পদসংগ্রহ-গ্রন্থ। হরিবল্লভের ব্রজবুলি পদগুলি সাহিত্যিকদের মতে তত উৎকৃষ্ট নহে—তাহারা প্রায়ই সাধারণ। যেমন—(কল্পতরু ২১৪)

এ সখি ! বিহি কি পুরায়ব সাধা ? হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা ?
যদি মোহে না মিলব সো বর রামা। তব জীউ ছার ধরব কোন্ কামা ?
তুহুঁ ভেলি দূতী পাশ ভেল আশা। জীববান্ধব কিয়ে করব উদাসা ॥
শুনইতে বচন দূতী অবিলম্বে। আওলি চলি যাঁহা রমণীকদম্বে ॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা। হরি জপয়ে তুয়া গুণমণিমালা ॥ (১৭।৫)

* শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীঅদ্বৈতচরণ গোস্বামির নিকট উত্তরার্দ্ধের সপ্তদশ ক্ষণদা পর্য্যন্ত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ক্ষণদায় বহুগীত ভণিতাশূন্য, যেমন (১৬, ৪১৭, ৬১৭ ইত্যাদি)। সমগ্র গীতচিন্তামণি ৩০ বিভাগে (ক্ষণদায়) বিভক্ত, ইহাতে কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত প্রতি ক্ষণদার (রাত্রির) বিশেষ বিশেষ বর্ণনা ও আস্বাদন দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ব্রজরসের সাধকদিগের হিতাভিলাষে রাগানুগীয় ভজন-পন্থার বিনির্দেশ-সহকারে ব্রজনবদম্পতির রসলীলা বর্ণণাপ্রসঙ্গে সখী-ভাবে সাধকের ব্রজরসে লোভ সম্পাদন জন্য সখীগণের স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, সুখদুঃখ, অধিকার ও চাতুর্য্যাদি প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ১ম ক্ষণদার গৌরচন্দ্র—

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।

কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম, নয়ন-চষক-ভরি লেহ॥
শ্যামল বরণ, মধুর রস ঔষধি, পূরব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত- যুবতী উমতাওল, যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ- গোরী কুচমণ্ডল মণ্ডনবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌর অব আওল, প্রকট প্রেম-সুরশাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন-সম্পদ মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন? কোন কলিকল্মষ? যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

১৭। শ্রীবলদেব দাস (বিদ্যাভূষণ)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত একটি মাত্র ব্রজবুলিপদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২৮৪৩)।

জয়জয় মঙ্গল-আরতি দুহুঁ কি। শ্যামগৌরী ছবি উঠই ঝলকি॥
নবঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে। তায়ে মণি-আভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লই দীপাবলি হেম-থারী। আরতি করতহিঁ ললিতা আলী।
সবহুঁ সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে। কোই করতালি দেই, কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরী মনহিঁ হরিখে। দুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে।
ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে। দুহুঁরূপ-মাধুরী হেরইতে আশে॥

১৮। শ্রীপ্রেমদাস ও প্রেমানন্দ দাস

বংশীশিক্ষা গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন. তাহাতে জানা যায় যে প্রেমদাসের পূর্বনাম ছিল—শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। ১৬৩৪শকে চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের পদ্যানুবাদ এবং ১৬৩৮শকে বংশীশিক্ষা প্রণয়ন করেন। ইনি ষোলবর্ষ বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করত নানাতীর্থ পর্য্যটন পূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকারী কৃষ্ণশরণ গোস্বামিজির কৃপায় শ্রীগোবিন্দের সুপকার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরাইয়া আনেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া তদবধি শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিতে থাকেন। বাসুঘোষের ন্যায় তাঁহার লীলাবর্ণনা, ও ঠাকুরমহাশয়ের ন্যায় তাঁহার প্রার্থনা দেখিয়া তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বংশীশিক্ষায় তিনি শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়ার ইতিবৃত্ত কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে ৩১টি পদ আছে, তন্মধ্যে ৪৭৫, ৫৫৮, ৫৬১, ৫৯২, ৫৯৬ এবং ৮০৯ সংখ্যক ছয়টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। ইহার ব্রজবুলির রচনা তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া সাহিত্যিকদের মত। কিন্তু বাঙ্গালা রচনা অতি উৎকৃষ্ট।

(১) মাধব, মোহে কহসি চাঁদমুখ।

চাঁদক গুণ কহয়ে সব সুশীতল, চাঁদে জনম ভরি দুখ॥

জলনিধি উদর   উয়ল শশধর,   গরল সঙ্গে উপনীত।
সেবল শঙ্কর   শিরসি রহল যব   তাহা ফণী হেরি অসম্বিত ॥
পুন যাই গগনে   করল আরোহণ   তাহে গরাসে রাহু মন্দ।
দৈবে কলঙ্কিত   হোওত মৃগধরি,   অসিতপক্ষে তনু অন্ত ॥
কাহে মিনতি করু   কপটহিঁ নাগর,   হেরি বিরস মন হোয়।
প্রেমদাস কহ,   চাঁদবদন চাহ   চকোরে পীযূষ দেই সোয় ॥

(২)   সই! কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি   সরল হইলুঁ   সে পুনি আপন দোষ ॥
বাতাস বুঝিয়া   পেলাইথু, পা   বাঢ়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া   কথা সে কহিয়ে   রসিক বুঝিয়া নেহ ॥
মড়ক বুঝিয়া   ধরিয়ে ডাল   ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া   গুণ প্রকাশিয়ে   বেথিত দেখিয়া বেথা ॥
অবিচারে সই   করিলু পিরীতি   কেন কৈলু হেন কাজে।
প্রেমদাস কহে   ধীর হ সুন্দরি!   কহিলে পাইবা লাজে ॥ (পদকল্পতরু ৯৫৬)

প্রেমদাসের অধিকাংশ বাংলা পদই শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে, গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রেমদাস-ভণিতায় যে ২৯টি পদ আছে, তাহার ১।৩।২৩ পদটি প্রেমানন্দ-বিরচিত মনঃশিক্ষার প্রথম পদের প্রায় অনুরূপ (১।৩৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

সুকুমারবাবু চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীর কয়েকটি স্থানে প্রেমানন্দ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া প্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাসকে একই ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু মৃণাল বাবু তরঙ্গিণীর ভূমিকা ২০২ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রেমানন্দদাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি ধরিলেও তাঁহার রচিত মনঃশিক্ষাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইনি সরল সুললিত পদ্যে ১০৮টি কবিতার প্রণয়নে বৈষ্ণব-জগতে এক অমূল্য নিধি দান করিয়াছেন। একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপন করিতে সর্বসাধারণের সুপাঠ্য, সহজবোধ্য অথচ হৃদয়গ্রাহী বাংলা কবিতা অতি বিরল-প্রচার। এই গ্রন্থ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মনোযোগসহকারে নিত্য পাঠ্য ও গেয়। এই মনঃশিক্ষায় প্রধানতঃ কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা, মনুষ্যজন্মের দুর্লভতা ও ভারতবর্ষে জন্মের প্রশংসা, নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য ইত্যাদি পুনঃপুনঃ স্থূণানিখননন্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রেমানন্দের একটি পদ (৯৯)

এ মন! ভাবিয়া দেখনা ভাই।
বল কি সাধনে   কোথা বা পাইবে   সিদ্ধের কোন্ বা ঠাঁই ॥
নন্দের নন্দন   ভজন করিতে   শচীর নন্দন সে।
যত গোপীগণ   মহান্ত হইল   সেখানে আর বা কে ?
ব্রজলীলাপর   কোথা এতদিনে   কেবল প্রকট এথা।
বিচার করিয়া   বুঝিয়া দেখনা   এমন আর বা কোথা ?
যদি বল পুনঃ   ব্রজেই চলিলা   কহ কে দেখয়ে যাই।
ব্রহ্মার দিবসে   তেঁহ একবার   আর কি তেমন পাই ?
তবে যদি বল   নিত্যভাবে স্থিতি   নিত্য বা বলিব কারে।
ব্রজ নবদ্বীপ   এ দুই বিহার   কি ভজ ইহার পরে ?
নিত্য লীলা যত   আছয়ে বেকত   বিচারি কেন না চাও।

এখানে সাধন সিদ্ধিও এখানে ভাবের গোচর সে।
এখানে তা যদি দেখিতে না পাও মরিয়া দেখিবে কে ?
রহিতে জীবন এখনি সাধহ এ দেহ গেলে কি পা'র ?
কহে প্রেমানন্দ মানুষ নহিলে এ ভাব বুঝিতে নার ?

১৯। শ্রীদিব্যসিংহ

দিব্যসিংহ গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য। সংকীর্ত্তনামৃতের ১৯১ সংখ্যক পদটি ইহার ব্রজবুলি রচনার আদর্শ।

যব্ধরি পেখলুঁ কালিন্দী তীর। নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথির ॥
কাহে কহব সখি ! মরমক খেদ। চিতহিঁ না ভায়ে কুসুমিত শেজ ॥
নবজলধর জিতি বরণ উজোর। হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর ॥
তব্ধরি মনসিজ হানল বাণ। নয়নে কাহু বিনু না হেরিয়ে আন ॥
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা। রাই কানু একতনু দুহুঁ একঠামা ॥

২০। শ্রীগতি গোবিন্দ (গোবিন্দগতি)

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ-কর্ত্তৃক বিরচিত দুইটি পদ ক্ষণদায় উদ্ধৃত হইয়াছে। (১৫।২ এবং ২০।২) গৌরপদতরঙ্গিণীতেও এই দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষণদায় ১৫।২ পদটির প্রারম্ভ অন্যরূপ এবং গৌরপদ-তরঙ্গিণীর সহিত পাঠ মিল নাই। গতিগোবিন্দপ্রভু বীরচন্দ্র-চরিত অবলম্বনে 'বীররত্নাবলী' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—ইহা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং শেষ পয়ারটি এই রূপ—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে। শ্রীনিবাস সুত কহে এ গতিগোবিন্দে ॥

২১। শ্রীঘনশ্যাম দাস কবিরাজ ও গোবিন্দরতিমঞ্জরী

দিব্যসিংহের পুত্র ও গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য ঘনশ্যামদাস সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে ও তরঙ্গিণীতে ইহার অধিকাংশ পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অনেকে নরহরি-চক্রবর্ত্তীর নামান্তর ঘনশ্যাম দাসের সহিত ইহার পদাবলীকে মিশাইয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গোবিন্দরতিমঞ্জরী একাধারে কাব্য ও অলঙ্কারের গ্রন্থ বলিলেই হয়। [নরহরি-ঘনশ্যাম সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।] গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে পাঁচটি স্তবক আছে—'গোবিন্দরত্যঙ্কুর' নামক প্রথম স্তবকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদিবন্দনা, স্ববংশ-পরিচয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। 'গোবিন্দরতিপল্লব' নামক দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, স্বয়ংদৌত্য, অভিসার, সংক্ষিপ্তসম্ভোগ ; 'গোবিন্দরতিকোরক' নামক তৃতীয় স্তবকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ; গোবিন্দরতি-প্রসূন'-নামক চতুর্থ স্তবকে সম্পন্ন সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এবং 'গোবিন্দরত্যামোদ'-নামক পঞ্চম স্তবকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, বিরহ, রতিমঞ্জরী-নামক দূতীর সাহায্যে শ্রীগোবিন্দ ও গোপীদের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান, গোপীদের 'বারমাস্যা', বিরহাবসানে পুনর্মিলন ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকারের বিরহলীলায় প্রচুরতর আবেশ দৃষ্ট হইতেছে। পঞ্চম স্তবকে ৯২।৯৩ শ্লোকে তিনি যে বিপরীত বিলাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন—তাহাতেই তিনি সুরসিক কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ হইলেও রচনা-পরিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্য্যে ইহাকে অতুলনীয় কাব্য বলিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না। সংস্কৃত শ্লোকাবলীর ভাব প্রায়শঃই পদাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রের পদ—কো কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি কো হি কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ সোই কলপতরু মঝু মনে হোত সন্দেহ ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম ॥
যো এক সিন্ধু সো বিন্দু ন যাচই পরবশ জলদ-সঞ্চার।
মানস-অবধি রহত কলপতরু কো অছু করুণ অপার ॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবরপূর।
উমড়ই অধম নয়ন-মরুভূমহি হোওত পুলক-অঙ্কুর ॥
নামহিঁ যাক তাপ সব মেটই তাহে কি চাঁদ উপাম ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোওত কোটি কোটি একুঠাম ॥

প্রথম স্তবকে ২টি, দ্বিতীয়ে ৯টি, তৃতীয়ে ৮টি, চতুর্থে ৭টি এবং পঞ্চমে ৩১টি পদ আছে; মোট ৫৭টি পদ আছে। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণ ইঁহার সমধিক প্রশংসা করিয়া কবিবর গোবিন্দদাসের সহিত তুলনাও করিয়াছেন, যথা—

১। গৌরসুন্দরের পদে—দাস ঘনশ্যাম, কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাস-স্বরূপ।
২। কমলাকান্তের পদে—শ্রীঘনশ্যামদাস কবিশশধর, গোবিন্দ-কবিসম ভায।
৩। গোপীকান্তের পদে—শ্রীঘনশ্যাম কবিরাজ-রাজবর, অদ্‌ভুত বর্ণন বন্ধ ॥
৪। বৈষ্ণবদাসের পদে—কবিনৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত যশ ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ, গৌরপ্রেমময়ধাম ॥ (কল্পতরু ১৮)

২২। শ্রীজগদানন্দ ও পদাবলী

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনবংশ্য জগদানন্দ ঠাকুর স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া 'দামিনীদাম' (তরঙ্গিণী ১০১ পৃঃ) ও 'গৌরকলেবর' (ঐ ১০২ পৃঃ) এই সুবিখ্যাত পদদ্বয় রচনা করেন। ইনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা সিদ্ধপুরুষ এবং গম্ভীরার্থক ও নানাভাব-প্রকাশক শ্রবণ-রসায়ন পদাবলি-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তরঙ্গিণীতে ২৩টি পদের মধ্যে ২২টি ব্রজবুলিতে রচিত। শব্দশাস্ত্রে ও ছন্দের বিন্যাসেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন—'মঞ্জুবিকচকুসুমপুঞ্জ' পদটি কালিদাস নাথ মহাশয়ের 'জগদানন্দ-পদাবলীতে' আছে, তাহাতে শ্রুতিমধুরতা বর্ত্তমান। গৌরনাগরীভাবের পদগুলিও অতি চমৎকার। সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ৮৮, ১০, ১১, সংখ্যাতে "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলি' শীর্ষক কতকগুলি সঙ্গীত প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে এই পদটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে নাই—'শশধর যশোহর নলিন-মলিনকর' ইত্যাদি। ইনি 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে ককারাদি-অনুপ্রাসযুক্ত কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইঁহার চিত্রপদরচনা অতি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর।

২৩। শ্রীরাধামোহন ঠাকুর (১৬২১—১৭০০) পদামৃতসমুদ্র

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর **'পদামৃতসমুদ্র'** নামক গ্রন্থরত্নের সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহাতে 'মহাভাবানুসারিণী' টীকাও সংযোজনা করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্রে প্রায় ৭৫০টি পদ আছে, তাহাতে ২২৮টি পদ স্বরচনা বলিয়া জানা যায়। রাধামোহন তাৎকালীন পণ্ডিত-সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন। কথিত আছে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া যখন তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ছয়মাস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন এবং সকল পণ্ডিত সমাজের দস্তখতযুক্ত এক জয়পত্র মুর্শিদকুলিখাঁর

দরবারে ১১২৫ বাং ১৭ই ফাল্গুন রেজেষ্টারী করা হয়। তিনি মালিহাটিতে বাস করিতেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

শ্রীরাধামোহন ব্রজভাষা, হিন্দী, মৈথিলী ও বাংলা গানের সংস্কৃত ভাষায় টীকা করিয়া সর্বপ্রথম বাঙ্গালাভাষাকে গৌরবান্বিত করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য। তিনি যে মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাহা তান, লয়, রাগ, মান, ভাব, ছন্দঃ অলঙ্কার এবং প্রসাদগুণ-গুম্ফিত তদীয় গীতাবলিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। টীকামধ্যে যে সকল রাগ-রাগিণীর ধ্যান বা মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতিসুন্দর এবং তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। রাধামোহন এই গ্রন্থে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ৩৮ জন পদকর্ত্তার পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ২৩টি বাংলায় ও ৫টি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের প্রায়শঃই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন। চিত্রগীত-রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য দেখা যায়—যেমন (১) যদবধি যদুপুর তুহুঁ যাই ভোর (৩২৭ পৃঃ), (২) কালিন্দীকানন কুঞ্জকুটীরহিঁ (৩৮০ পৃঃ), (৩) মরকত মঞ্জুল কান্তি মনোহর (২০১ পৃঃ), (৪) কালিন্দী সলিল কান্তিকলেবর (৩৭৬ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

পূর্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রের পদ (১৫)

মধুকর-রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত জিতঘন-কুঞ্চিত কেশং।
তিলক-বিনিন্দিত শশধর-রূপক যুবতি-মনোহর-বেশং॥
সখি! কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিত-হাটক কান্তি-কলেবর গর্বিত-মারক-মারং॥
মধু মধুরস্মিত লোভিত-তনুভৃত মনুপমভাববিলাসং।
নিজ নব রাগ- বিমোহিত মানস বিকথিত গদগদভাষং॥
পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ করুণা-বিতরণ শীলং।
ক্ষোভিত দুর্মতি রাধামোহন নামক নিরুপমলীলম্॥

এই গ্রন্থে ৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীগোবিন্দদাস-কৃত 'শচীর কোঙর' পদটির টীকায় শ্রীগৌরাঙ্গের পরপ্রকৃতি-সন্দর্শনাদি বিষয়ে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন যে ঐ জাতীয় পদগুলি নাগরীদের ভাব-বিতর্কমূলক।

শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনা (৭৯ পৃঃ)

অভিনব জলধর-রুচির সুদেহ। পীতাম্বর বরতড়িত থীর রেহ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি। ব্রজ নব রমণী যাক মন লাগি॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ। যাকর দরশনে মিটই সব দুখ॥
নিরুপম জলধিরূপ অবতার। রাধামোহন মুরুতি শিঙ্গার॥

রাধামোহন-ভণিতাযুক্ত ১৮২টি পদ পদামৃতসমুদ্র হইতে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৬৯টি পদ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে দেখা যায়।

২৪। শ্রীবৈষ্ণবদাস ও পদকল্পতরু

টেঁঞা বৈদ্যপুর নিবাসী গোকুলানন্দ সেন (বৈদ্য) শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। স্বকীয়া-পরকীয়াবিচারকালে ইনিও বিচারসভায় তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বৈষ্ণব ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াও ছিলেন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সুরকে 'টেঞার ছপ'

কহে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে বৈষ্ণবদাসের মাত্র ২৯টি পদ আছে [বৈষ্ণবচরণ-ভণিতায় ১টি ও বৈষ্ণব-ভণিতায় ২টি সহ]। তাঁহার সঙ্কলিত পদকল্পতরুতেও ২৬টি পদ ইহার রচনা বলিয়া জানা যায়। পদামৃত-সমুদ্র দেখিয়া এবং তাহার প্রায় অধিকাংশ পদাবলি সংগ্রহ করিয়া পদকল্পতরু সজ্জিত হইয়াছে—একথা তিনি উপসংহারে স্বীকার করিয়াছেন। (২৫৭৮ পৃঃ)

আচার্য্য প্রভুর বংশ্য শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া ॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥
এই 'গীতকল্পতরু' নাম কৈল সার। পূর্ব্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার ॥

এই পদকল্পতরুতে ৩১০৩টি পদ আছে, প্রায় ১৩০ জন কবির পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত, প্রথম শাখায় ১১টি, দ্বিতীয়ে ২০টি, তৃতীয়ে ৩১টি, এবং চতুর্থে ২৬টি পল্লব আছে। বৈষ্ণব পদাবলি সংগ্রহের যাবতীয় গ্রন্থ মধ্যে ইহাই বিস্তারিত এবং বৈষ্ণবদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ *; বৈষ্ণবজগতের পরম আদরের সামগ্রী এবং এতজ্জাতীয় গ্রন্থসমূহের শীর্ষস্থানীয়।

শ্রীবৈষ্ণবদাসের ভজন-গুরু-পরম্পরা—[শ্রীবৃন্দাবনবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজি মহারাজের মুখে শুনিয়াছি] শ্রীসনাতন—শ্রীরূপ—শ্রীজীব—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীমুকুন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী (বৃন্দাবনলীলামৃতকার)—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম)—শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস (ব্রহ্মকুণ্ডবাসী ও পদকল্পতরুকৃৎ) —শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণ দাস বাবাজি (গোবর্দ্ধন)—শ্রীসিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবাজি (মদনমোহন ঠৌর, শ্রীবৃন্দাবন) ইত্যাদি……। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে ইহা কিন্তু গুরুপ্রণালী নহে—ভজন শিক্ষার ধারামাত্র।

২৫। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যামদাস) গীতচন্দ্রোদয় ইত্যাদি

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার পুত্র নরহরি, নামান্তর ঘনশ্যাম। তিনি একাধারে সুনিপুণ গায়ক, বাদক, পাচক, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সকল ভক্তের জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীলোকনাথ, শ্রীপ্রবোধানন্দ বা শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতির কথা এবং পরবর্ত্তী মহাজনত্রয়—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়ের কথা কুত্রাপি নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্ত্তী যুগে গৌড়ীয় আচার্য্যদের এবং তৎকালীয় ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিতপূর্ব জীবনবৃত্তান্ত ইনি ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে ৫ম তরঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডলের এবং দ্বাদশ তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্থান বিলুপ্ত হইলেও সহৃদয় ভক্তচিত্তে ও কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ঐতিহাসিক হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অত্যল্প হইলেও কিন্তু স্থানসূচক বিবরণে ইহাকে অমূল্যই বলিতে হয়। এই দুইখানা ব্যতীত তিনিই শ্রীনিবাসচরিত্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত-চিন্তামণি, ছন্দঃসমুদ্র এবং পদ্ধতিপ্রদীপ +

* *Dr. Sukumar Sen remarks in his History of Brajabuli Litt.*—(*P* 5)

This work can be said to be the most representative and exhaustive anthology of Vaisnava lyrics—a veritable Veda of Bangali Vaisnava religious poetry.

\+ শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক গৌড়ভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত 'পদ্ধতিপ্রদীপ' ইঁহার রচিত কিনা বুঝা যায় না। তাহার রচয়িতা 'ঘনশ্যামদাস' বলিয়া পুষ্পিকাবাক্য হইতে জানা যায়।

প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। নরহরি-ঘনশ্যাম বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পদ রচনাও করিয়াছেন। শ্রীনিবাসচরিত্রে আচার্য্যপ্রভুর জীবনী লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া ভক্তিরত্নাকর (বহরমপুর সংস্করণ ১০০৪, ১০৪৭ পৃঃ) হইতে জানা যায়। নরোত্তমবিলাস ভক্তিরত্নাকরের পরে রচিত। গৌরচরিতচিন্তামণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলাকদম্বে গুম্ফিত এবং ভক্তিরত্নাকরের পূর্বে রচিত, যেহেতু ভক্তিরত্নাকরে ৫।৩৫০২-১৫ পর্য্যন্ত (গৌড়ীয় সংস্করণ) গৌরচরিতচিন্তামণির দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরে ২৭ জন বিভিন্ন কবির প্রায় ৩১৪টি সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৩৫টি ইঁহার স্বরচিত পদ। পদকল্পতরুতে, ক্ষণদায় বা পদামৃতসমুদ্রে ইহার কোনও পদের উল্লেখ নাই। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের 'আজু হাম পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র' (পদকল্পতরু ৬৮) পদটি গীতচন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতচন্দ্রোদয়ে আটটি বিভাগ আছে এবং প্রতিবিভাগ কতিপয় 'আস্বাদে' বিভক্ত। আটটি প্রধান বিভাগ যথা—(১।৫৪)

প্রথমেতে **গৌরকৃষ্ণরসামৃত** গীতক্রম কিছু উজ্জ্বলমতে।
তা'পরে **গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত** অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে॥
তা'পরে **গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত** জন্মাদিকক্রম সুচারু রীতি।
তা'পরে **গৌরকৃষ্ণবিলাসামৃত** রাগার্ণব গ্রন্থ সঙ্গতি॥
তা'পরে **গৌরকৃষ্ণলীলামৃত** তালার্ণব তাহে সঙ্গতি ক্রমে।
নিত্যসেবামৃত নামামৃত গীত **প্রার্থনামৃত** ভণে ঘনশ্যামে॥

প্রকৃতপক্ষে গীতচন্দ্রোদয় আকারে পদকল্পতরু হইতেও বৃহত্তর। ৪৩ জন বিভিন্ন কবির গীতাবলি ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে যেমন প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও অনেক পয়ার উদ্ধার করিয়া ইনি স্বোক্তির যথার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন—ফলতঃ ইনিই সর্বপ্রথমে ভাষা গ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মান দিয়াছেন। "এই অপরিসীম কর্মঠতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাট রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমের জয়পতাকাদ্বারা স্থায়ী যশের স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে। নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া পাষাণে কুসুমসৌরভ দান করিয়াছেন।" "নরহরির রচনা সাদাসিদা গদ্যের ন্যায় আড়ম্বর-বিহীন। গৌর-চরিতচিন্তামণি নানা মধুরালাপ-সম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত। বৈষ্ণবযুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত। বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ স্রোত শ্রীচৈতন্যপ্রভুর শ্রীচরণস্পর্শে নবজীবনের আহ্লাদ-সহকারে প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতাখ্যানে স্বাধীনতার অপূর্ব প্রভাব দেখা যায়।" [দীনেশ বাবু]

নরহরির পদগুলি সর্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে, গৌরাঙ্গবিষয়ক নাগরীভাবের পদগুলি লোচনের ধামালীর অনুকরণে রচিত। এইসব পদে কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই। কাজেই কবিহিসাবে ইনি তত সমাদৃত না হইলেও কিন্তু তিনি যে অত্যুত্তম ছন্দোবিৎ ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তৎকৃত ছন্দঃসমুদ্র এবং গৌরচরিতচিন্তামণিতে উল্লিখিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ পদাবলীই প্রমাণ। সঙ্গীতবিদ্যায়ও যে তিনি ধুরন্ধর ছিলেন, তাহাও ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চমতরঙ্গ এবং গীতচন্দ্রোদয়ের প্রথম **তালার্ণব** ও **রাগার্ণব** প্রমাণ দিতেছে। পদাবলীর নমুনা **ভক্তিরত্নাকরে** (১২।১১৫৭-৬০)

আহা মরি মরি সুরনারীগণ নদীয়াচাঁদের বিবাহ দেখি।
সে শোভা-সায়রে সাঁতরিয়া সভে, তিরপিত করে তৃষিত আঁখি॥
কেহো কারু প্রতি কহে দেখ মিশ্র, সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
কৃষ্ণে কন্যাদান করি' কত সাধে কহে কত নানা যৌতুক দিয়া॥

কেহো কহে জামাতার　বামে কন্যা,　বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোমক্রিয়া　তাহে নাহি মন,　চাহি রহে চাঁদমুখের পানে ॥
কেহো কহে দেখ　মিশ্রের ঘরণী　উনমতপারা বিবাহ-ধূমে।
নরহরিনাথে　দেখে কত ছলে　উলসিত পদ না পড়ে ভূমে ।

গীতচন্দ্রোদয় (২।৪৩)—কামিনীমোহন　তনুখানি থির　দামিনী-দমন ছটা।
শিরিষ-কুসুম　জিনি সুকোমল　ঝলকে পুলকঘটা ॥
গোরা উলস রসের ভরে।
লোচন-চালনি　চারু চাতুরীতে　কেবা বা ধৈরয ধরে ॥
বদনে মদন　মুরুছয়ে মৃদু　বচন ভণয়ে হাসি।
ওহে প্রাণপিয়া　হিয়া কি করয়ে　শুনাহ মোহন বাঁশী ॥
এত কহি চারু　শ্রুতি পাতে গানে　বনের হরিণী যেন।
জানিনু নিচয়　নরহরি পহুঁ　সে নব রঙ্গিণী মেন ॥

শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি—(চারুমালা ছন্দঃ) ২।১৬—

দুগ্ধসায়র মধ্যচারু সুমেরুশৃঙ্গ-সমান গৌরকিশোর দেহ সুলেহমণ্ডিত চণ্ডকর-মদভঞ্জনা।
শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত হেরি অনিমিথ অক্ষি রঞ্জিত লক্ষ স্মরকৃতগঞ্জনা ॥
মঞ্জু চরণ-সরোজ-সেবন, করত লঘু লঘু জাগি কিঞ্চিত গাত্রমোটন বিরমি পহুঁ পুন শয়ন কর উতানহি।
ভণত নরহরি সুষ্ঠু পুষ্ঠ, অতর্ক্য বক্র কনক লতা জনু, পবন-পরশ-সুচলিত মৃদু থির থির সুজন কৃত প্রাণহি ॥

এই গ্রন্থে ছন্দঃসমূহের নামাবলি যথা—ললিত, শ্যামা, যামিনী, তারা, কুমারী, সুবিলা, মঙ্গল, রঙ্গিণী, উজ্জ্বল, সুচিত্রা, কাদম্বিনী, বিচিত্রা, রসবর্দ্ধিনী, রঙ্গমালা, রমণী, হেমবতী, বিলাপ, শোভা, কান্তা, দ্রুতগতি, বিলাস, পার্বতী, রেবতী, সুবদনী, দ্বিপ, সাবিত্রী, দ্বিপদী, কোমলা, করুণাবতী, তরুণী, ভদ্রাবতী, কলাবতী, আনন্দবর্দ্ধনী, পদ্মাবতী, হেমদণ্ডক, বৃহদ্দ্বিপদী, দ্বিপথা, ললিতগতি, ত্বরিতগতি, কুন্দবরী, মধুমতী, বল্লরী, মালতী, সুভঙ্গী. ভারতী, তরঙ্গিণী, চতুষ্পদী, চারুমালা, মালা, মোদক, প্রভাকর, চতুর্ভঙ্গী, ত্রিবিক্রম, সুধামুখী, বেলাবলী, রসিকা, রূপ, সুরঙ্গ, মুক্তা, কেশরী, মাত্রাবৃত্তে চঞ্চলা প্রভৃতি।

২৬। শ্রীরামগোপাল দাস (রসকল্পবল্লী)

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশ্য শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল রায় চৌধুরী (শ্রীগোপাল দাস) এই রসকল্পবল্লী **১৫৯৫** শকে রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বাদশ কোরকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথমকোরকে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়ে নায়ক-বর্ণন, তৃতীয়ে নায়িকা-প্রকরণ, চতুর্থে ভাব বিচার, পঞ্চমে নায়িকা-বর্ণন, ষষ্ঠে বিপ্রলম্ভ, সপ্তমে ভাব অনুরাগ, অষ্টমে অষ্টনায়িকার ভাব, নবমে বিরহ-উদ্দীপন, দশমে সম্ভোগ-বিবরণ, একাদশে বিবিধলীলা ও দ্বাদশে গ্রন্থ-সমাপ্তি। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর অষ্টমকোরক-অবলম্বনে রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রচনার আদর্শ—(খণ্ডিতা নায়িকা)—

দূরে কর মাধব ! কপট সোহাগ।　হাম সব বুঝলু তুয়া অনুরাগ।
ভাল ভেল অব সোই মিটল দ্বন্দ্ব।　কবহি ভাল নহে আশা পরিবন্ধ ॥
তুহুঁ গুণ আগর সেহ গুণ জান।　গুণে গুণে বাঁধল মদন পাঁচ বাণ ॥
আগুসর সোই পুর না কর বেয়াজ।　ভ্রমর কি যাএ নলিনী-সমাজ ॥

হাম সব কিতব কৈতব নাহি তায়ে। তুঁহারি বিলম্ব আর নাহি জুয়ায়ে ॥
বিমুখ চলল কান গদ গদ ভাষ। পন্থে আশোয়াসল গোপালদাস ॥ (রসমঞ্জরী ৩৪ পৃষ্ঠা)

২৭। শ্রীরাধামুকুন্দদাস ও মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর প্রিয়শিষ্য পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশধর শ্রীরাধামুকুন্দ দাস—এই মুকুন্দানন্দগ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত ও পদকল্পতরুর মতাবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মুকুন্দানন্দগ্রন্থ পূর্ব ও উত্তর বিভাগে ও ষোড়শ স্তবকে গুম্ফিত—পদসংখ্যা ৬৫৯। স্বরচিত পদসংখ্যা মাত্র—১৫। সিউড়ী রতন লাইব্রেরীতে পুঁথি আছে।

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমণিকা। ভক্তরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা ॥
পূর্বোত্তর ভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন। কৃপা করি শুধিবেন রাধাকৃষ্ণ-জন ॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ—রাধামুকুন্দ-পদদাতা। পূর্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তিকল্পলতা ॥
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা-পুষ্পচয়। ষট্ শত নব পঞ্চাশৎ পদ ফল প্রেমময় ॥
সুভক্ত-কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়। অভক্ত কু-কাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয় ॥

২৮। শ্রীপীতাম্বরদাস (রসমঞ্জরী)

রসকল্পবল্লী-প্রণেতা গোপাল দাসের পুত্র এবং শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী' নামক পদাবলী গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। অন্যান্য পদাবলী সহ তিনি তাঁহার পিতার রচিত ১৮টি পদ এবং স্বরচিত একটিমাত্র ব্রজবুলি পদ সংযোজনা করিয়াছেন। ইনি যশোরাজখাঁ বিরচিত যে ব্রজবুলি পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন - তাহাই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বাদ্য রচনা বলিয়া সাহিত্যিকদের মত। পদটি এই—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক-ভূধর কোলে মিলল জোর ॥
মাধব! তুয়া দরশন-কাজে।
আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধরল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশোরাজ খাঁন ॥ [রসমঞ্জরী ৮ পৃষ্ঠা]

পীতাম্বর-বিরচিত পদটি—ছটপট কুসুম-শয়নে। হরি হরি করয়ে স্মরণে ॥
কাহে করু অভরণ বেশ। দরশন ভেল সন্দেশ ॥
বিহি মোরে দুরমতি দেল। মনমথ হানল শেল ॥
লোরে লোচন ঘন পূরে। পীতাম্বর দাস রহু দূরে ॥ (রসমঞ্জরী ১৭ পৃষ্ঠা)

এই গ্রন্থে কাব্যসন্তোষ, রসকদম্ব ও সঙ্গীতশেখর-নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণনিচয় এবং পুরন্দর খাঁ (যশোরাজ) ও রাধিকাদাসের পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে খণ্ডিতাদি অষ্ট নায়িকার প্রত্যেকের ৮টি করিয়া বিভাগ রচনায় ৬৪ রসের বিস্তার করা হইয়াছে। ফলতঃ রসকল্পবল্লীর অষ্টম কোরকের আনুগত্যে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে (১ম পৃঃ)। ইহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল কবিদের পদাবলীও যথাযথ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৯। শ্রীমুকুন্দদাস (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ?)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া আখ্যাত মুকুন্দদাসের বিরচিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের অষ্টম প্রকরণে ৬১টি পদ আছে। গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, শ্যামানন্দ, তরুণীরমণ, জগন্নাথ দাস, লোচন, জ্ঞানদাস এবং শেখর রায় প্রভৃতি বিরচিত পদাবলির মধ্যে তরুণীরমণেরই ৪৩টি পদ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তরুণীরমণ-ভণিতায় ৬টি পদ বঙ্গভাষায় এবং ৩৭টি ব্রজবুলিতে পাওয়া যাইতেছে। পদকল্পতরুতে ৩৫৩ সংখ্যক গীতটি ইঁহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ডাঃ সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রত্নসার' নামক (১১১১ নং) পুঁথিতে দেখিয়াছেন—

ইহা জানি চণ্ডীদাস-তরুণীরমণ।　　গীতছন্দে গাহিলেন প্রীতি সে ধন ॥

কাজেই তিনি অনুমান করেন যে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস ভণিতা দিয়াও বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়াছেন।

বিপরীত বিলাস—ভূতলে সুতলি মেঘের কোড়া।　　উপরে কামিনী দামিনী মোড়া ॥
ঘনের উপরে শিখির নাচ।　　অরুণতা রুক তমিছে কাছ ? ॥
চাঁদ কমলে সঘনে মেলি।　　ভ্রমর-চকোর করয়ে কেলি ॥
উলটা সুমেরু ফণির মুখে।　　কখন চাপয়ে মেঘের বুকে ॥
একি অপরূপ রসের কথা।　　তরুণীরমণে জানিবে কোথা ॥ (৮।৫৯)

৩০—৩১। শ্রীচন্দ্রশেখর ও শশিশেখর (নায়িকারত্নমালা)

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে ৬৪ প্রকার নায়িকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ৭ জন কবিকৃত মোট ৬৪টি পদ ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে। ইহাতে চন্দ্রশেখর-কৃত ৪৫টি পদ, শশিশেখর-কৃত ১৩টি, মনোহর দাসের ২টি এবং বাকী ৪ জনের এক একটি পদ আছে। ইহাতে সংস্কৃত ৩টি পদও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অভিসারিকাদি অষ্টনায়িকার প্রত্যেকেরই আবার অষ্ট বিভেদ করিয়া উদাহরণ-স্বরূপ এক একটি পদ দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বরদাসের রস-মঞ্জরীর অনুযায়ী অষ্টনায়িকার বিভেদ বর্ণিত হইলেও ইহাতে নূতনত্ব যথেষ্ট আছে। কেবল রসশাস্ত্রের অষ্ট বিভেদযুক্ত অষ্টনায়িকার পরিচয় নহে, ইহাতে বহু অপ্রকাশিত পদাবলিরও সমাবেশে গ্রন্থটি সাহিত্য-সেবকদের খুবই আস্বাদ্য ও প্রয়োজনীয়। অভিসারিকার অষ্ট বিভেদ যথা—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তা ও সঞ্চরা (অসমঞ্জসা)। এই সঙ্কলয়িতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল বন্দনা-শ্লোকে তিনি যে 'কৃষ্ণকিঙ্করের শিষ্য' তাহাই বুঝা যায়।

৩২। শ্রীগৌরসুন্দর দাস (কীর্ত্তনানন্দ)

পদকর্ত্তা গৌরসুন্দরের 'কীর্ত্তনানন্দ' নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে ৬০ জন বিভিন্ন কবির প্রায় ৬৫০ পদ আছে। ইহার অনেকগুলি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কাজেই বলিতে হয় যে এই গৌরসুন্দর বৈষ্ণবদাসের কিছু পূর্ববর্ত্তী সমসাময়িক। এই কীর্ত্তনানন্দের অধিকাংশ পদই পদরত্নাকর, পদরসসার ও সাহিত্যপরিষদের ২০১ নং পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু পদরত্নাবলীর ভূমিকায় (২।৷৵০) জানাইয়াছেন। পদরত্নাবলীর ৪৪২ নং পদটিতে কীর্ত্তনানন্দ-সঙ্কলন সম্বন্ধে কবির আত্মকথা আছে।

শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।　　দোষ পরিহরি শুন শ্রবণ মধুর ॥ ধ্রু।
বড় অভিলাষে　　রাধাকৃষ্ণলীলা　　গীত হি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয়　　বুঝিতে না পারি　　সবে মাত্র আশা ধরি ॥

তোমরা বৈষ্ণব	সব শ্রোতাগণ	চরণ-ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে	আমি নাহি লিখি	লেখায় সে গৌরহরি ॥
মোর অপরাধ	ঠাকুর বৈষ্ণব	ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-	লীলাসমুদ্র	'কীর্ত্তনানন্দ'-নাম ॥
তোমরা বৈষ্ণব	পরম বান্ধব	পূর মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গচরণ-	মধুকর গৌর	সুন্দরদাস আশা ॥

৩৩। শ্রীদীনবন্ধুদাস (সংকীর্ত্তনামৃত)

দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। পূর্বখণ্ডে ১৫টি ও উত্তরখণ্ডে ৫টি পরিচ্ছেদ। উভয় খণ্ডের শেষে বর্ণিত পরিচ্ছেদের বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া ৬ হইতে ১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দীনবন্ধুদাসের স্বকৃত পয়ারে সিদ্ধান্তবাক্য ও রসবিচার আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া স্বমতের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ পদের প্রথমেই নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ ও শ্রীভাগবত হইতে সেই সেই পদের সমভাবাত্মক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করত বৈষ্ণব পদাবলী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব কাব্যাদি—এই উভয়ের ভাবধারা যে অধিকাংশ স্থলে একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। অনেক অজ্ঞাতনামা লেখকের সংস্কৃত শ্লোকও তিনি এই গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে গোবিন্দদাসের ১৫৪টি পদ ও স্বকৃত ২০৭টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৪০ জন পদকর্ত্তার পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু হরিবল্লভ, রাধামোহন, নরহরিঘনশ্যাম, বৈষ্ণবদাস ও চণ্ডীদাসের কোনও পদ ইহাতে স্থান পায় নাই।

রচনার আদর্শ—

চলল দূতী	কুঞ্জর জিতি	মন্থর গতি গামিনী।
খঞ্জন দিঠি	অঞ্জন মিঠি	চঞ্চল মতি চাহনী ॥
জঙ্গল তট	পন্থ নিকট	আসি দেখিল গোপিনী।
গোপ সঙ্গে	শ্যামরঙ্গে	গোঠে করল সাজনী ॥
না পাঞা বিরল	আঁখি ছলছল	ভাবিঞা আকুল গোপিকা।
নাহ রমণ-	দরশন বিনু	কৈছে জীয়ব রাধিকা ॥
যামুন কুল	চম্পক মূল	তহিঁ বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু	পড়িল ধন্দ	হইল বিপদ পাগলী ॥ (সংকীর্ত্তনামৃত ৩১০)

দীনবন্ধুই যে সর্বপ্রথম ব্রজবুলির সহিত সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন—তদ্বিষয়ে পদরত্নাবলীর (৫১০) পদটি দ্রষ্টব্য—

নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং।
চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডতটং। মদমত্ত-মতঙ্গজ-মন্দ গতা ॥ ইত্যাদি (সংকীর্ত্তনামৃত ১৫১)

৩৪। শ্রীনিমানন্দদাস (পদরসসার)

শ্রীনিমানন্দ দাস পদকল্পতরুর আদর্শে এই 'পদরসসার' সঙ্কলন করেন। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ আছে। পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ২১ জন পদকর্ত্তার পদাবলীও ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। আবার সঙ্কলয়িতা নিমানন্দের ১৪৬টি পদও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট। ২৭০০ পদের মধ্যে মাত্র ৬৫০টি পদকল্পতরুতে নাই। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে নিমানন্দদাসের মাত্র ৩২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনা অতি সাধারণ—নমুনা (যমুনা তীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন)—

বেলি-অবসানে সহচরী সনে করত বিবিধ বেশ।
চিকুর আচড়ি বনাল্য কবরী যতনে বান্ধিল কেশ॥
কিবা সে লোটন-গোটা।
কুঙ্কুমে মাজল বদন উজ্জ্বল তাহাতে সিন্দুর-ফোঁটা॥
অলকা তিলকে আধ ঝলকে সাজনি বদন চাঁদে।
দেখিয়া বদন ফাঁপর মদন ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে॥
জটিলা তখন কহিছে বচন কলসী করহ কাঁখে।
যমুনার তীরে ভরি আন নীরে দিনমণি যেন থাকে॥
শুনিয়া তখন কহিছে বচন কালিন্দীতীরেতে যায়।
নিমানন্দ দাসে আনন্দেতে ভাসে মিলিলা সে শ্যামরায়॥ (পদরত্নাবলী ৫১৯)

৩৫। শ্রীকমলাকান্ত দাস ও (পদরত্নাকর)

১২১৩ বঙ্গাব্দে কমলাকান্ত দাস এই 'পদরত্নাকর' সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে ৪৩টি তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু স্বরচিত পদ ১২।১৩টি; ১১টি পদ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার একজন উত্তম কবি এবং ব্রজবুলি পদরচনায় সতর্ক। ইনি বোধ হয়, ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা পদসাহিত্যের শেষ ও উত্তম মহাজন। ইহাতে ৩৪ জন অজ্ঞাতপূর্ব কবির পদাবলিও সমাহৃত হইয়াছে। রচনার আদর্শ (শ্রীরাধার পূর্বরাগ)

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে এক ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া চঞ্চল করিল প্রাণ॥
সই! এ তোরে কহিলুঁ সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রসপূর, ভুবনে না শুনি আর॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি কেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল চলিতে না চলে পা॥
নয়নের বারি নিবারিতে নারি বয়ানে না সরে কথা।
না জানি কেমন করিছে জীবন মরমে হইল বেথা॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী সভাই শুন্যাছে ধ্বনি।
একা কেনে মোর দহে কলেবর যেমন দংশিলা ফণী॥
হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে কোন সুনাগররাজ।
এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে নাশিতে ধৈরয লাজ॥
এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরি! অন্য কোন শব্দ নহে॥
শুনি বেণুনাদ এত পরমাদ হৃদয়ে ভাবিছ কেনে।
স্থির কর মন নহ উচাটন কমল কাতরে ভণে॥ (পদরত্নাবলী ৪৭১)

৩৬। শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র (গৌরপদতরঙ্গিণী)

১২৪৮ বঙ্গাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের ঢাকার পাণকুণ্ডা গ্রামে জন্ম হয়। এল. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি ৩০।৩২ বৎসর বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, অবসরমত মাসিক পত্রাদিতে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন।

১৩১০ বঙ্গাব্দে তাঁহার সঙ্কলিত প্রায় ১৫১৭টি পদযুক্ত গৌরপদতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। ইহার সমস্ত পদই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক; তাঁহার পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনীও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌর-বিষয়ক পদাবলীর একত্র সমাবেশ ইতঃপূর্বে কেহ করেন নাই। ইহাতে ৬টি তরঙ্গে ২৫টি উল্লাস আছে এবং পরিশিষ্টে নানাভাবের সঙ্গীত ও পূর্ব পূর্ব পদকর্ত্তাদের গুণানুবাদ নামক উল্লাসদ্বয়েও ১৩৫টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু ব্যঙ্গ্য কাব্য লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া দেশে যখন সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল, তখন ইনি ঐ কাব্যের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে এক ব্যঙ্গ্য কবিতা লিখিয়া সমগ্র দেশকে, এমন কি মাইকেলকেও হাসাইয়াছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদকীয় মঙ্গলাচরণে ইনি 'প্রেমবন্যা' শীর্ষক যে ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতিসুন্দর।

৩৭। শ্রীগৌরীমোহন দাস (পদকল্পলতিকা)

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গৌরমোহনদাস-সঙ্কলিত 'পদকল্পলতিকা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুর পরবর্ত্তী শশিশেখর চন্দ্রশেখর প্রভৃতির পদাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে। পদসংখ্যা—৩৫১

৩৮। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)

এই গ্রন্থে ৬০০র অধিক পদাবলী সমাহৃত হইয়াছে। অধিকাংশই অপ্রকাশিতপূর্ব। ইহাকে পদকল্পতরুর প্রপূর্ত্তি বলা চলে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং দুরূহ ও অধুনা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ায় গ্রন্থখানি পদাবলি-আলোচকদিগের খুবই সহায়ক।

৩৯। শ্রীপ্রসাদদাস (গুরু প্রসাদ সেনগুপ্ত) ও পদচিন্তামণিমালা

রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন 'পদচিন্তামণিমালা' নামে এক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ব্রজবুলিতে রচিত, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে ইনিই সর্বপ্রথম ব্রজবুলিভাষার স্বরবিষয়ক ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে অতিসুন্দর বিবৃতি দিয়াছেন। প্রথম পদটি—

পামর জনগণ- পরমসুহৃত ধন গুরুপদে মঝু পরণাম।
কোমল-নীরজ- পটল কলেবর- সরস প্রেমময় ধাম ॥
কো জানে তোঁহারি কৃপাবল-লেশ।
দেহ করুণা করি ভূতল অবতরি ভাবতরি সম উপদেশ ॥
যো জন সো তরি বহি বহি যায়ত মিলত যুগলনিধি পাশে।
সুখময় যুগল কেলিরস রঞ্জন নিতি নিতি নিরখ উলাসে ॥
স্মরণ মনন করি তুয়া পদ-পঙ্কজ প্রসাদ দাস রস গাব।
বঞ্চিত-ভকত দুরিত মতি জানিয়ে নাহি করুণা বিছুরাব ॥

৪০। আউল মনোহরদাস (পদসমুদ্র)

এই গ্রন্থে ১৫০০০ পদাবলির সংগ্রহ হইয়াছে বলিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' প্রকাশ। কিন্তু গ্রন্থখানি অদৃশ্য হইয়াছেন। ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু ও গুরুভাই ছিলেন। ইনি হুগলি জেলায় বদনগঞ্জে সমাধিস্থ হইয়াছেন। ইহার গ্রন্থাবলি শ্রীউদ্ধারণ দত্তের বংশাবতংস শ্রীহারাধন দত্তের গৃহে আছে।

৪১। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী (গীতমালা) [১১৯৩ সাল ১৭০৮ শকাব্দায় জন্ম]

রামরসায়নাদি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীদশম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে লীলামালা সংগ্রহ করিয়া এই গীতমালাতে বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ত্রিশটি গ্রন্থনে (অধ্যায়ে) বিভক্ত—এক একটিতে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে—জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত বাল্যলীলা, ষষ্ঠ ও সপ্তমে বৎস ও গোচারণ, অষ্টম ও নবমে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ ; দশম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা ; ষোড়শে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক, সপ্তদশে সুবলবেশে মিলন, অষ্টাদশে ও ঊনবিংশে দানলীলা ও নৌকাবিলাস, বিংশে কলঙ্কভঞ্জন, একবিংশে রসোদ্‌গার, দ্বাবিংশে প্রেমবৈচিত্ত্য, ত্রয়োবিংশে শয্যোত্থান বর্ণনা, চতুর্বিংশ হইতে সপ্তবিংশ পর্য্যন্ত দোল, বাসন্তিক রাস, হিন্দোল ও রাসযাত্রা, অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিংশ গ্রন্থনে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, ভবন্‌বিরহ ও ভূতবিরহ বর্ণনা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে অনুক্রমণী দেওয়া আছে। গীতসংখ্যা ৪৩৯ 'চারিশত একোনচল্লিশ পরিমিত'। প্রত্যেক লীলার পূর্বে 'গৌরচন্দ্র' দেওয়া আছে। একাবলী, ত্রিপদী (লঘু), পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে এই গ্রন্থ রচিত। রচনার আদর্শ (৩১ পৃঃ) অনুরাগ—

যে দিনে শ্যামের রূপ দেখিতে না পাই।　　সে দিনেরে 'দুর্দ্দিন' বলিয়া আমি গাই॥
যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন।　　সে রাত্রিরে 'কালরাত্রি' মানে মোর মন॥
যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী।　　দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী॥
পারিতাম যদি পক্ষিস্বরূপ ধরিতে।　　ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে॥
কি করিয়া পাব সখি! তাহার দর্শন।　　সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন॥ ইত্যাদি।

৪২। শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী ও বিচিত্রবিলাসাদি

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ-চতুষ্টয় কংসারি সেন, সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম ও কানুঠাকুর প্রভৃতিদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বংশে শ্রীকৃষ্ণকমল ১৭৩৩ শকাব্দায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দান—সর্বজন-প্রশংসনীয়। তিনি যাত্রার পালা হিসাবে আটখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (১) নন্দহরণ, (২) স্বপ্নবিলাস, রচনাকাল ১৭৬৪ শাক (৩) দিব্যোন্মাদ (রাই উন্মাদিনী), (৪) বিচিত্রবিলাস, (৫) ভরতমিলন, (৬) গন্ধর্বমিলন, (৭) কালীয়দমন ও (৮) নিমাই সন্ন্যাস। ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটিতে যে অপূর্বত্ব, অভিনবত্ব আছে, যাহার শ্রবণে শতসহস্র নরনারী অশ্রুপাত করিয়া দিবারাত্র এক অভিনব ভাববিহ্বলতা ও রসতন্ময়তা লাভ করত ধন্য ধন্য হইয়াছেন—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকমলে একাধারে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিত্ব প্রভৃতির সহিত তাঁহার সুধীর ও সর্বজনপ্রিয় ব্যবহার-কুশলতা প্রভৃতি মিশিয়া তাঁহাকে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অনুপ্রাস-প্রিয়তা সময় সময় শ্রুতিকটুতা আনয়ন করিলেও সময়-বিশেষে যে তাহাই আবার সরসতা আনয়ন করিয়া থাকে—এ কথাও বলিতে হইবে। যেমন—'ভাল ভাল বঁধু ভাল ত আছিলে, ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে।' এখানে 'ভাল' শব্দের প্রত্যেকটীর সার্থকতা আছে ; রাই উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস প্রভৃতির গৌরচন্দ্রই বা কত মধুর, কত রসাল। শ্রীরাধার মেঘদর্শনে নিষ্পন্দভাবে অবস্থান দেখিয়া বিশাখার উক্তি—

দেখ দেখি শ্রীরাধার　　কিবা প্রেমা অসাধার　　কত ধার বহে তিলে তিলে।
দেখে নবজলধর,　　ভেবেছে মুরলীধর,　　অতঃপর আসি দেখা দিলে॥

ইন্দ্রধনু দেখে ধনী ভাবে শিখিপুচ্ছশ্রেণী শোভে কিবা চূড়ার উপর।
বকশ্রেণী যায় চলে ভাবে মুক্তাহার দোলে বিদ্যুৎ দেখে ভাবে পীতাম্বর॥
হেম তনু রোমাঞ্চিত প্রফুল্ল কদম্বজিত যথোচিত শোভিত হইল।
ক্ষুব্ধ দেহ লুব্ধ মনে অনিমেষ দুনয়নে মেঘ পানে চাহিয়া রহিল॥ (দিব্যোন্মাদ ১০০ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণকমল সংস্কৃত ভাষায়ও উৎকৃষ্ট পদ লিখিতে পারিতেন, তাহারও নিদর্শন আছে—

অয়ি রাধে! মুঞ্চ তদনুচিন্তনমনুদিনম্। অলমতীতয়া চিন্তয়া তয়া কুরুষে তনু ক্ষীণম্॥
চিন্তা গরীয়সী চিতাচিন্তয়োঃ, ন গুণং কলয়সি কিং তয়োঃ,
চিন্তা দহতি সজীবনমপি চিতা জীবনহীনং।
স বহুবল্লভঃ সহজদুর্লভঃ, ন কেবলং সখি তবৈব বল্লভঃ,
ন যোগী সংযোগী, ন গৃহানুরাগী ন গোপীবল্লভঃ স গোপীবল্লভঃ
যদা তব ভাগ্যে বলবতি সতি, সোঽপি স্বয়মেষ্যতি সতি!
রোদনমুপসংহর পরিহর বিষাদমহীনম্॥ (স্বপ্নবিলাস ২৬৭ পৃঃ)

পরিশিষ্ট (ক) *

৪৩। সঙ্কর্ষণ (জনমেজয় মিত্র)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জনমেজয় সঙ্কর্ষণ-ভণিতায় বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ১৮৬০ খ্রীঃ (১৭৮২ শাকে) তিনি **'সঙ্গীত-রসার্ণব'** নামে স্বরচিত পদাবলী প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তৎপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের পদাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে।

৪৪। শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ দেব ও পদাবলী

এই সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য মহাপুরুষ উনবিংশ শকাব্দার মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া স্বসম শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে ভারতের বহু স্থানে নামপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। দ্রুতপদরচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভাবের আবেশে তৎকালরচিত বহুপদ তিনি শ্রোতৃবর্গ-সম্মুখে কীর্ত্তন করিয়া মহাবিস্ময় ও আনন্দোৎসব দান করিতেন বলিয়া শুনা যায়। নিম্নে দ্রুতপদ-রচনার নিদর্শনরূপে তদ্রচিত একটি পদ দেওয়া হইল।

বাঁধরে বাঁধ কোমর সাজরে সাজ যুদ্ধেতে।
শাসিব হরি নামে, নাশিব রাধা প্রেমে, আছে যত অসুর জগতে॥
এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারেও না মারিব, (আমার প্রভু নিত্যানন্দ বলে)
হৃদয় শোধিব সবার প্রেমেতে॥
কলিরাজ যদি আসে, মাতাব নিতাই রসে, ঘুরাব দেশ বিদেশে তাহারে।

* ডাক্তার সুকুমার সেন তাঁহার 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' নামক পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থে তিনশতের অধিক কবির পরিচয় ও কবিত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৫০০—১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যত কবি বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়াছেন—তাঁহাদের যথাযথ বিবৃতি এই গ্রন্থে সুচারু রূপে পরিবেশন করা হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং সুকুমার বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

বিবেক বৈরাগ্য দিব, কলির দোষ না রাখিব,
নাম প্রেম বিলাইব জগতে ॥
(নিতাই দাসের অনুদাস হব)
কাল কলি দমন হ'ল নবগ্রহের দোষ গেল,
রাহু কেতু স্থির হ'ল, নাম শুনে সবার মুখেতে।
শনৈশ্চর হরি বলে, সূর্য্য নাচে বাহু তুলে,
ধন্যরে এই কলিকালে গৌরশশী জগতে ॥
চিত্ত সন্দ তম গেল, মায়া পরাজয় হ'ল
বাহু তুলে ভাই হরি বল, মায়া গেল মায়াপুরেতে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, গুণত্রয় করি লয়,
প্রেমের উদয়ে হৃদয়, মাতে রাধা-ভাবেতে ॥
দেব দেবী দেবত্ব ছাড়ি, হ'ল সব নরনারী,
(অভিমানে প্রেম মিলে না ব'লে)
ভজিয়ে গৌরহরি, সবাই চলে ব্রজেতে।
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ করি, সবে বলে গৌরহরি,
চাঁদ নিতাইয়ের পদ স্মরি, মগ্ন সবাই প্রেমেতে ॥
আশ্রম সহ বর্ণ চারি, বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী,
সবাই প্রেমের অধিকারী, গৌরহরি বল ভাই মুখেতে
ম্লেচ্ছ যবন পশু পাখী, স্থাবর জঙ্গম নামে সুখী,
জগতে আর নাইক বাকি, নিতাই চাঁদের কৃপাতে ॥
কি পাষণ্ড কিবা ভণ্ড, কি সুধীর কি দুর্দ্দণ্ড,
এড়াইতে যমদণ্ড, গৌরহরি বল মুখেতে।
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম, পূরে ভাই মনস্কাম,
শুনেছ কি এমন নাম, আর কোন যুগে জগতে ॥
স্বভাবের শোভা বলি, দন্তে দুই বাহু তুলি,
আর কতকাল হরি ভুলি, রবি রে ভাই ভ্রমেতে।
সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্, শক্তি দিয়ে জীব চালান,
শক্তি হ'লে অন্তর্দ্ধান চৈতন্য নাই দেহেতে ॥
হেন প্রভু পাসরিয়ে, মায়ার দাসত্ব ল'য়ে,
দিবানিশি বিভোর হয়ে, মত্ত সদা কামেতে।
কর্ম্মজ্ঞান যোগ—ভক্তি, করিতে নাহিক শক্তি,
করিলেও ভুক্তি মুক্তি, স্পর্শ না পায় প্রেমেতে ॥
কর্ম্ম-ফলে গতাগতি, স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্তি,
জ্ঞানে অঙ্গকান্তি-প্রাপ্তি, নির্ব্বাণ হয় জ্যোতিতে।
যোগে ষড়্‌চক্র ভেদে, কুণ্ডলিনী শক্তিযোগে,
জীব আত্মা সহস্রারে, মিলায় পরমাত্মাতে ॥
বেদ বিধি অনুসারে, ভক্তিযাজন করলে পরে,
শুদ্ধ ভক্তি লাভ ক'রে, (পায়) ঈশ্বর-নিষ্ঠা মনেতে।
চৌষট্টি অঙ্গেতে, নবধা ভক্তির পথে,
ভজিলে সে নন্দসুতে, স্বরূপ জাগে মনেতে ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
স্বরূপশক্তি প্রকাশ পায়, মধুর বৃন্দাবনেতে।
অন্য পথে পাওয়া ভার, সাধ্যসাধনের পার,
স্বরূপশক্তি বিনে আর, কেহ না পায় জগতে ॥
তাই হরি ব্রজ ছাড়ি, নবদ্বীপে অবতরি,
নাম ধরি গৌরহরি, চাঁদ নিতাইয়ের সঙ্গেতে।
অযাচকে যেচে দেয়, (বলে) কে নিবি কে নিবি আয়,
মার খেয়ে প্রেম বিলায়, এমন কে আছে আর জগতে ॥
যুগোচিত নাম ধর্ম্ম, নাম লইতে প্রেম মর্ম্ম,
প্রভুর সহিত কি সম্বন্ধ, জানায়ে দেয় নামেতে।
সম্বন্ধ হইলে পরে, মন চলে ব্রজপুরে,
ভাবাবেশে রসভরে, সেবা পাবে ব্রজেতে ॥
পর রসে হ'লে গতি যুগলে হইবে মতি,
গোপীভাবে দেহস্মৃতি, যুগল-সেবায় কুঞ্জেতে।
সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা,
আর কেন আহা আহা কর রুচি নামেতে ॥
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
উচ্চৈঃস্বরে করে গান, ডুবে যাও ভাই ভাবেতে।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" মুখেতে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ, ভজিলে আনন্দ,
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণানন্দ, নাহি ইহার পরেতে ॥
অদ্বয়-ব্রহ্ম-তত্ত্বসার, পরমাত্মার সুবিচার,
ভগবানের সারাৎসার, পাবিরে ভাই ব্রজেতে ॥
রাধা-রাধারমণ চরণ স্মঙরিয়ে বলে চরণ,
নিতাই গৌর করি স্মরণ, চরণ দেও মোর শিরেতে।
যদি আমায় চরণ দিবে, দাস-নাম সার্থক হবে,
ভক্তি শক্তি উদয় হবে, সেবা পাব কুঞ্জেতে ॥
(গোপীভাবে)

৪৫। শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি-বিরচিত পদাবলী

[শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় বর্ষ, ৮৫ পৃষ্ঠা।]

(১) রাই প্রিয়াজির উক্তি (**প্রশ্ন**)

দিদি ! তুই ভাতারের ঘরকন্না কি বিষম দায় ! সব বিরুদ্ধ স্বভাব তায়।
ঠেকেছি বিকিয়ে মাথা তুই ঠাকুরে গুরুর পায়।
তায় কারো সঙ্গে নাই কারো মিশাল, একটা বাঙ্গাল, একটা দেশাল,
কেহ ডাল ভ'তে খোসাল,—কেহ মাখন রুটি চায় ॥
আবার জেতেও তারা দু'টা দুতাল, একটা বামুন, একটা গোয়াল,
কাজেই দু'টোর দুরূপ খেয়াল, আমি ঠেক্‌লাম দু'টানায়।
গোয়ালা কয় মাখন তোল, বামুনে কয় ফুল তুলসী তোল,
ভোরের বেলা দু'টার দুই বোল, আমি খাটবো কার কথায় ॥
(আবার শুন্ দিদি মজার কথা)
গোয়ালা কয় সাজো ষোড়শী, আমি মেয়ে ভালবাসি,
বামুনে কয় হও সন্ন্যাসী, ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে গায়।
নদীয়ার বামুনের ছেলে নাচে গায় হরি বলে,
বৃন্দাবনে রায় ব'লে গোয়ালা বাঁশি বাজায় ॥

ইতি নিবেদয়তি রাইপ্রেয়সী শ্রীধাম বৃন্দাবন।

(২) গদাই দাসীর উক্তি (**উত্তর**)

দিদি ! কলিযুগে দুই ভাতারই সদুপায়, দুই সিদ্ধ দেহে ভজবি তায়।
(একটি পুরুষ, একটি নারী) তুই বেশ করেছিস্ বেচে মাথা, দুই ঠাকুরে গুরুর পায় ॥
ঐ দেখ তোর সিদ্ধ দেহ আছে পড়ে (একটি পুরুষ, একটি নারী)
গুরুর বাক্য-অনুসারে, ঠিক করেনে আগে তারে, আন্তরিক ভাবনায়।
শুন ওলো প্রাণসই তোর সিদ্ধ দেহ হলে সই,
তুই দুই হ'য়ে দুই দেহে যাবি, ব্রজ গোয়ালিনীর প্রায়।
দেখ শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে, রাসরস-সুরসনে, ললিতাদি সখীর সনে,
মেয়ের দেহে কুলকলঙ্কিনী হয়ে, বাঁশির তানে নাচে গায়।
আবার সেই রাধা নদে পুরে, সেই গোয়ালিনী রাধা নদে পুরে,
গদাধর নাম ধরে, আজন্ম সন্ন্যাস করে, মেয়ের গন্ধ নাহি গায়।
তেমনি তুই মেয়ের দেহে বৃন্দাবনে—মধুর রস ভজনে
তোর গোয়ালা ভাতারের সনে, কুলশীল তেয়াগিয়ে, নাচবি লো কদম তলায়,
(আবার সেই তুই) গদাইর মত পুরুষ দেহে, দাঁড়াবি শ্রীবাসের গেহে।
তোর বামুনে ভাতারের বামে, সময় বুঝে নদীয়ায় ॥
গৌরেশ্বর বৈষ্ণব জগতে, এরস র'সে গোপতে গদাধরের অনুগতে,
অন্যে না সন্ধান পায়।

আদর্শ দণ্ডক বনে,　রামচন্দ্রকে মুনিগণে,　মধুর রসভজনে,
উপভোগ করতে চায় ॥

ইতি নিবেদয়তি গদাইদাসী শ্রীধাম নবদ্বীপ। (ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা ইত্যবলম্ব্য লিখিতম)।

(৩) **স্বপ্নে সঙ্গীত-শ্রবণ** * আর যেওনা রাধার কুঞ্জে আমার মন, ধন্য কলির আগমন। ধ্রু ॥

রাইয়ের কুঞ্জে কলঙ্ক আছে,　পতি ফিরেন পাছে পাছে,
ধরতে পারলে ধ'রে কেশে,　নাক করবেন অপারেশন ॥
রাধা কৃষ্ণ দুই এক পুরুষরূপে,　গৌর গদাধর স্ব-স্বরূপে
উদয় হ'লেন নবদ্বীপে,　দু'য়ের রস দু'য়ে করতে আস্বাদন ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে,　যে রস দিতে নারেন কোন যোগে
সে রস আজ সংকীর্ত্তনের সমাযোগে　স্বভক্তে করলেন সমর্পণ ॥

(৪) শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির সান্ধ্য আরতি। ('ভালে গোরাচাঁদের' সুরে)

জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।　ঐছন আরতি বলিহারি যাই ॥
পাট পটাম্বর শোভে পীত ধুতি।　প্রিয় নর্ম ভকত হি করত আরতি ॥
চন্দন কুঙ্কুম আদি কর্পূর কস্তূরী।　জগন্নাথ পরায় তিলক পূর্বযুগ স্মরি ॥
কেহ দীপ কেহ ধূপ কেহ বা কুসুমে।　শাখাগণে আরতি করে মনোরমে।
চন্দনে চর্চিত যত কুসুমের মালা।　স্বরূপাদি সখা আনি গলে তুলি দিলা।
চৌদিকে বাজত খোল করতালি।　মঙ্গল গাওত ভকতগণ মেলি ॥
"শ্রীরিব" + সুন্দর মুখশোভা হেরি।　মুচকি মুচকি হাসে প্রাণ গৌরহরি ॥
গদাই গৌরাঙ্গপদ ভকত হি আশা।　দীন হরিদাস ✣✣ করত ভরসা ॥

৪৬। শ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতমালা (যামুনভাবাবলি ও কার্পণ্যপঞ্জিকা), শোকশাতন প্রভৃতি গীতিসাহিত্যে শ্রীগোস্বামিগণ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুর্বোধ্য সিদ্ধান্তসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পুটিত হইয়াছে। শরণাগতিতে প্রধানতঃ আত্মনিবেদন, কল্যাণকল্পতরুতে নিঃশ্রেয়সের উপদেশ, গীতমালায়, শান্তদাস্যভক্তি ও শ্রীরূপানুগত্যে উজ্জ্বল ভক্তি-শিক্ষা প্রভৃতি প্রকটিত। প্রতি পদই বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের সুষ্ঠু নিদর্শন। আত্মনিবেদনের পদটি আদর্শরূপে লিখিত হইতেছে—

আত্মনিবেদন　তুয়া পদে করি'　হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল,　চিন্তা না রহিল　চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥

* ১৯২৬ খৃঃ নবেম্বর মাসে শ্রীপ্রভুপাদ কলিকাতা বেলগাছিয়া হাসপাতালে চক্ষুচিকিৎসার জন্য কয়েকদিন ছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার কণ্ঠস্বরে তিনি এই সুমধুর সঙ্গীতটি স্বীয় শিরোদেশেই শ্রবণ করেন। পরদিন সকালবেলা গাত্রোত্থান করিয়া তিনি গৃহস্থিত অন্যান্য রোগিদের মধ্যে কেহ গানটি গাহিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া সকলেরই মুখে নিষেধ-বাণী শুনিয়া চমকিত হন এবং তত্রত্য মাড়োয়ারী রিলিফ্ সোসাইটির বড় ডাক্তার বাবু সত্যনারায়ণ দাসকে ও এই জীবাধমকে আবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করান। তিনি বলেন যে আরো কতগুলি কলিকা ছিল, তাঁহার স্মরণ নাই। পদের 'অপারেশন' শব্দটি তাৎকালীন চক্ষুতে অস্ত্রোপচারেরই দ্যোতক।

+ ভাগ ১১।৪।১৩ 'শ্রীরিব রূপিণীঃ'। ✣✣ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের সিদ্ধ নাম।

অশোক অভয়	অমৃত-আধার	তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন	বিশ্রাম লভিয়া	ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে	করিব সেবন	নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে	করিব যতন,	হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়	দুঃখ হয় যত	সেও ত পরম সুখ।
সেবাসুখদুঃখ	পরম সম্পদ	নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ। ইত্যাদি

এইরূপে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, বাউল-সঙ্গীত, কার্পণ্যপঞ্জিকাদির প্রতিপদই আস্বাদ্য ও উপভোগ্য। শরণাগতির ৯, ১০ নম্বর পদদ্বয় ঠাকুরের ব্রজবুলি রচনার আদর্শ, কিন্তু ইহাকে খাঁটি ব্রজবুলি বলা চলে না।

কল্যাণকল্পতরুর ৯ সংখক পদটি—প্রাণের সজীব ভাষায় লিখিত—অতিরসাল, অতিমধুর।

কবে হবে হেন দশা মোর।

ত্যজি জড় আশা	বিবিধ বন্ধন	ছাড়িব সংসার ঘোর।
বৃন্দাবনাভেদে	নবদ্বীপধামে	বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীরনন্দন-	চরণ-আশ্রয়	করিব সম্বন্ধ মানি॥
জাহ্নবী পুলিনে	চিন্ময় কাননে	বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত	নিরন্তর পিব	ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' বলে॥
হা গৌর নিতাই	তোরা দুটি ভাই	পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত	আমি হে দুর্জন	হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে	ষোলক্রোশধাম	জাহ্নবী-উভয়কুলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে	কভু ভাগ্যফলে	দেখি কিছু তরুমূলে॥
"হাহা মনোহর	কি দেখিনু আমি"	বলিয়া মূর্চ্ছিত হব।
সম্বিৎ পাইয়া	কাঁদিব গোপনে	স্মরি দুহুঁ কৃপালব॥

৪৭। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীজগবন্ধু প্রভু কৃত **'শ্রীমতীসংকীর্ত্তন'** নামক গ্রন্থে ৮৭টি পদ আছে—ইহাদের শ্রেণীবিভাগ যথা—(১) আরাত্রিক, (২) প্রভাতি, (৩) জয়সূচক, (৪) ভজনগান ও (৫) বিবিধ। প্রত্যেকটি পদে রাগরাগিণী সূচিত হইয়াছে। এই সকল পদ সঙ্গীত হইলে শ্রুতিরসায়ন হইলেও কিন্তু মধ্যে মধ্যে 'ব্যাসকূটবৎ' দুর্বোধ্য শব্দবিন্যাসে অর্থবোধ স্থগিত করিয়া রাখে। ইহার **'হরিকথামৃ'**ও তালরাগাদির সূচনা-পূর্বক নিম্নলিখিত ভাবের পদাবলী দৃষ্ট হয়। (১) খণ্ডিতা, (২) বিপ্রলব্ধা, (৩) কুঞ্জভঙ্গ, (৪) নৌকাবিলাস, (৫) কৃষ্ণরূপ, (৬) মান, (৭) পূর্ব্বরাগ (৮) বংশীবিনয়, (৯) দৈন্য, (১০) গৌররূপ, (১১) বিরহ, (১২) সুবলমিলন, (১৩) অভিসার, (১৪) দশমদশা, (১৫) চৈতন্য-প্রচারণ, (১৬) প্রার্থনা, (১৭) নিতাই প্রচারণ, (১৮) ফিরা গোষ্ঠ, (১৯) রাস, (২০) অলস, (২১) রসোদ্গার, (২২) গোষ্ঠ, (২৩) বটুক্রীড়া, (২৪) কল্যাণকুণ্ড, (২৫) মিলন, (২৬) উদ্ধারণ, (২৭) রাখালি, (২৮) প্রকটরহস্য, (২৯) যমুনা ও (৩০) নিভৃতনিকুঞ্জ। এই গ্রন্থও দুর্বোধ্য। তৎকৃত **পদাবলী কীর্ত্তন, বিবিধসঙ্গীতাদি** কিন্তু অতি সরল। শ্রীগৌরগোষ্ঠ, প্রার্থনা, রসালস প্রভৃতি অতিমনোরম ও আস্বাদ্য।

৪৮। শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ দাস বাবাজি

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্রীমদ্‌যদুনন্দন দাস ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদ-

সহিত [লীলাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের সাহায্যে] লীলা ও রসের মাধুর্য্যবিশ্লেষণাদি দিয়া **"শ্রীগোবিন্দলীলামৃতরস"** প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৯। শ্রীকালীহর বসু ভক্তিসাগর ও রত্নাকর

বহু বৈষ্ণব পত্রিকায় সুবিজ্ঞ লেখক বসু মহাশয় সুন্দর সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়া পদসাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদির কলেবর শোভিত করিয়াছে। তাঁহার পদামৃত মধুর, রসাল। আলোচ্য রত্নাকরে বিষামৃত গোরাপ্রেম, শ্রীযুগলমাধুরী, পদপুষ্পমঞ্জরী, পদামৃত, কবিতামৃত, ব্রজমণ্ডল, জীবনবার্ত্তা ও উৎসব-প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতকাব্য, ব্রজলীলাকমল, ব্রজে উদ্ধব, সৌরবিরহ, সুধন্বাকাব্য এবং বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি প্রবন্ধই রসে ভরা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনাও অতিসুন্দর। ইহার ভাষায় সর্বত্র প্রবাহ (*flow*) নাই।

রচনার আদর্শ—(নিদ্রাকেলি —৩১ পৃঃ) দিব্য পালঙ্কে গোরা শুয়ে নিদ্রা যায়।

না জাগাও সখি ! না কহিও বাণী, মৃদু ব্যজন কর বায় ॥
নিঁদ সময় দরশহি সুখ নিরখ বয়ান পরাণ ভরি।
পিয় মুখ হেরি প্রিয় তা না জানে সখিরে ! এ বড় সুখের চুরি ॥
ওরে না মশকে দংশে ভ্রমরায় খেদায়ে দাও আঁচর নাড়ি।
সোনার চাঁদ নবনীতখণ্ড উনায়ে ঝরিছে সুধা বারি ॥
মুদিত নয়ানে পরাণ কাড়িছে চাহিলে হয় কি না জানি।
কালীহর ভণে ঘুম নয়, সন্ধান জোড়া বাণ হানিবে এখনি ॥

২। অমিত্রাক্ষরছন্দে—[**সৌরবিরহ** দ্বিতীয়াঙ্ক—সূর্য্যলোক] (৩৫৩ পৃঃ)

অরুণ—তপ্তকলধৌতকান্তি ভানুদ্যুতি উষে, সুকোমলা নলিনীর প্রয়াণতোষিণী,
ভ্রমর-অধরে চারু মধুর ভাষিণী, তালবৃন্তহস্তা মৃদু ব্যজনকারিণী,
অচেতন-জগজীব জীবনদায়িনী, তব অপরূপরূপ-দীপ্তিসুপ্তিনেত্রে
নাহি সয়, তাই নিদ্রাদেবী জড়সড় ভয়ে, পলায় ত্বরিতে বিধু-প্রণয়িনী
কুমুদিনী-নেত্রদলে ! বল দূতী উষে, আজি কেন হেরি তব কলকবদনে
ভস্ম-বিলেপন—মালিন্যের ছায় ?

৩। **পুষ্পময় গোরা**—(৬৫ পৃঃ)

শ্রীগোরাক মুখপদ্ম ! অধরদলে অরুণভাতি দন্তরাজি কুসুমকুন্দ ॥
তঁহি চঞ্চল নীলনীরজ নেত্রযুগ মনোহর। নাসা তিলফুল গণ্ড গোলাপ নাভি কমলবর ॥
করপদপঙ্কজ চাঁদ অরুণ ভাত সমৃণাল বিরাজে। ভাবকুসুমচয় মুখমণ্ডলে ফুটন্ত স্তবক সাজে ॥
রোমকূপে কূপে পুলক দলপুষ্প থরেথরে তনুছায়। সো পুষ্পময় রূপমধুপানে অলি কালিহৈরা ধায় ॥

৫০। শ্রীগোপীনাথ বসাক

ঢাকা-নিবাসী এই পদকর্ত্তা বিংশ-শতাব্দীতেও প্রাচীনের ভাবধারা ঠিক রাখিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত অ-সহযোগ সানুবাদ পদাবলীতে কেবলমাত্র (অন্যবর্ণ-নিরপেক্ষ) অকারযোগেই ভাবের ব্যঞ্জনা প্রশংসনীয়। উদাহরণ যথা—নিশান্তে কুঞ্জভঙ্গ—

ঘনতম তম-অপসরণ সময়। অলপ অলপ যব বহত মলয়॥
শশধর-বদন পড়ল মল-পট। তপন তখন-নহ নব পরকট॥
ভমর কমল-পর পড়ত তখন। কলকল শবদ করত খগগণ॥ ইত্যাদি।

মাসিক বৈষ্ণবপত্রিকা (সাধনা, সোণার গৌরাঙ্গ, সেবা) প্রভৃতিতে ইঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। **'দুর্ল্লভ', 'উজ্জ্বল বিদ্যায়তন', 'শ্রীভাগবত', 'শীতের উড়নী', 'ফুলদোল', 'উপবাসের তালিকা'** প্রভৃতি পদগুলি অতিসুন্দর ও শ্রুতিরসায়ন। আস্বাদন-স্বরূপে 'উপবাসের তালিকাটি' নিম্নে দিতেছি—

যে দিন তোমার ভকতের সঙ্গে একত্র না হয় বাস।
যে দিন তাঁদের হরিকথোদয়ে বঞ্চিত থাকে এ দাস। আমার সেইদিন উপবাস॥
যে দিন রসনা রসেনা বসেনা রসময় হরিনামে।
যে দিন সুখের কীর্ত্তনরসে বঞ্চিত বিষয়-কামে॥ জীবনের পরিহাস, আমার সেই…
যে দিন যুগল রাঙা শ্রীচরণ স্মরণ করে না মন।
যে দিন চরণে দেয়না স্মরণে তুলসী ফুল চন্দন। বৃথা দেহগেহবাস…সেই দিন…
যে দিন জীবন সরবসরূপ হৃদয়ে উঠেনা ভাসি।
যে দিন পিরীতি বিলাসে কৃপায় ফোটেনা সে মুখে হাসি।
যে দিন যুগল সেবনের রসে ভরিয়া উঠেনা বুক।
যে দিন আমার বিষয়ের রসে অন্তর মানে সে সুখ॥ দুরভাগ্য সর্বনাশ…সে দিন…
যে দিন নিজের ভজন-গরবে জাগে হীন অভিমান।
যে দিন সে হেতু চকিতের মত হয় হরি অন্তর্ধান॥
যে দিন হৃদয় দৈন্য-আসনে ভকতিদেবী না পূজে।
যে দিন এ দেহ হয় না ভূষিত বৈষ্ণব-পদরজে॥
যে দিন গোবিন্দ স্মরণ বিহনে উঠে হীন অভিলাষ। আমার সেইদিন উপবাস॥
সে দিন কুদিন কুগ্রহময় মহাসঙ্কট মরণের ভয়।
'ভূকম্প' 'ঘূর্ণী' 'ঝঞ্ঝা' 'প্রলয়' 'দুর্ভিক্ষ' ও 'মহামারীচয়'—
সেই দিনেই করে বাস। সে দিনই আত্মা বুভুক্ষু আমার সেই দিনই উপবাস॥

পরিশিষ্ট (খ) হিন্দীপদকর্ত্তাগণ

১। শ্রীসূরদাস মদনমোহনকী সুহৃৎ বাণী

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীসূরদাস মদনমোহনজি (প্রকৃত নাম সূরধ্বজ) আকবরের রাজত্বকালে 'সণ্ডীলে' নামক স্থানের আমিন (সুবেদার) ছিলেন। ইনি শ্রীমদনমোহনের প্রেমরসে সদা মত্ত থাকিতেন। সণ্ডীলের গুড় অত্যুৎকৃষ্ট দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে এই গুড়দ্বারা মালপুয়া তৈয়ার করিয়া দিলে শ্রীমদনমোহনের খুব ভাল লাগিবে। যদিও ওখান হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গুড় প্রেরণ করিতে বিশ গুণ ভাড়া লাগিবে, তথাপি কিন্তু গোগাড়ীতে করিয়া পাঠানই চাই। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি বৃন্দাবনে গুড় পাঠাইলেন, যখন শ্রীমদনমোহনের দ্বারে গুড় পৌঁছিল, তখন শ্রীমদনমোহনের শয়ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কৃপার্দ্র প্রভু পূজারিকে স্বপ্নাদেশ দিয়া সেই রাত্রেই মালপুয়া প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কথিত আছে সুরদাসের নিকট এক পাত্র প্রসাদও পৌঁছিয়াছিল। আকবর বাদশাহের তহবিল হইতে ইনি ১৩ লক্ষ টাকা সাধুসজ্জনকে বণ্টন

করিয়া সিন্দুকে পাথর পুরিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া একেবারে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। ইনি শ্রীমদনমোহনের সেবা করিতে করিতে যে রসাস্বাদন করিতেন, তাহাই অবসরমত গ্রন্থন করিতেন এবং সেই বাণীই এই পদাবলীরূপে প্রকট হইয়াছে। তাঁহার কবিতা সরস ও উচ্চস্থানীয়, ইঁহার রচিত পদাবলীর কোন ধারা নাই ; ১০৫টি পদ জয়পুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ—

মেরে গতি তুহী অনেক তোষ পাউঁ। চরণ-কমল নখমণী উপর বিষয়-সুখ বহাউঁ ॥ ১
ঘরঘর যো ডোলোঁ হরি তো তুমহি লজাউঁ। তুমহরো কহাউ কহো কৌনকো কহাউঁ ॥ ২
তুম্ সো প্রভু ছাঁড়ি কাহি দীন কো ধাঁউ। সীস তুমহি নাইকে অব কৌনকো নবাউ ॥ ৩
সোভা সব হানি করৌঁ জগত কো হসাউ। কঞ্চন উর হার ছাঁড়ি কাঁচকো বনাউঁ ॥ ৪
হাতীতেঁ উতরি কহাঁ গদহা চঢ়ি ধাউঁ। কুমকুমকে লেপ ছাঁড়ি কাচর মুঁহ লাউঁ ॥
কামধেনু ঘরমে ত্যজি অজা কোঁ্যা দুহাউঁ। কনক মহল ছাঁড়ি কোঁ্যা পরণ কুটী ধাউঁ ॥ ৬
পাইন জো পেলো প্রভু তৌ ন অনৃত জাউঁ। শ্রীসুরদাস মদনমোহন লাল গুণ গাউঁ ॥ ৭
সন্তন কী পানহী কো রক্ষক কহাউঁ।

ক্রমশঃ লালজুকে বধাই (জন্মলীলা), শ্রীজুকে বধাই, পালঙ্কঝুলান, প্রভাতী, মুরলী, অনুরাগ, রাস, খণ্ডিতা, কুঞ্জবিহারী বসন্ত, ফুলদোল, চন্দনযাত্রা ও হিন্দোল প্রভৃতি বিষয়ে পদাবলী রচিত হইয়াছে।

২৫। শ্রীমাধুরীজী (মাধুরী বাণী)

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমাধুরীজি ব্রজমণ্ডলে মথুরা—গোবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী আড়িংগ্রামের অনতিদূরে 'মাধুরীকুণ্ড' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমাধুরীজির পদাবলি ছয়টি ভাগে রচিত –(১) বংশীবটবিলাসমাধুরী, (২) উৎকণ্ঠামাধুরী, (৩) কেলিমাধুরী, (৪) শ্রীবৃন্দাবনবিহারমাধুরী, (৫) দানমাধুরী ও (৬) মানমাধুরী। প্রত্যেক মাধুরীর পূর্বেই শ্রীগৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে—যথা উৎকণ্ঠমাধুরীর উপক্রমে—

শ্রীচৈতন্য স্বরূপকৌ মন বচ করোঁ প্রণাম। সদা সনাতন পাইয়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম ॥
গৌরনাম ওর গৌরতনু অন্তর কৃষ্ণস্বরূপ। গৌর সাঁবরে দুহূনকো প্রগট একহি রূপ ॥
তিনকে চরণ প্রণামতে, সব সুলভ জগ হোঈ। গৌর সাঁবরে পাঈ যহ, আপ আপুনৌ খোঈ ॥ ১

আবার বংশীবটমাধুরীর উপসংহারেও শ্রীচৈতন্যানুরাগ সূচিত হইয়াছে—

শ্রীচৈতন্য সুদৃষ্টিতেঁ বিবিধ ভঙ্গী অনুরাগ। পিয় প্যারী মুখকমলকো পায়ো প্রেম-পরাগ ॥
রূপমঞ্জরী প্রেমসোঁ কহত বচন সুখরাস। শ্রীবৃন্দাবনমাধুরী হোহু সনতন বাস ॥

কেলিমাধুরীর উপসংহারে রচনার তারিখও দেওয়া আছে –

সংবৎ সোলস সে অসী সাত অধিক হিয় ধার। কেলিমাধুরী ছাটি লিখি শ্রাবণ বদি বুধবার ॥

১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দায়) শ্রাবণ মাসে এই পদাবলী রচিত হয়।

শ্রীবৃন্দাবন-মাধুরীর রচনার আদর্শ –

বৃন্দাবনকী বাত কছু কহত বনেঁ নহিঁ বৈন। নৈন্ সমানে বিপিনমেঁ বিপিন সমানে নৈন ॥ ২৩
মুকুলিত মল্লী মালতী মঞ্জুল মধুর সুবাস। জুহী সুহী ফুহী সবৈ অপনৈ সহজ হুলাস ॥ ২৪ ইত্যাদি

শ্রীমাধুরীজির বাণী মাধুরীগুণে ব্রজমণ্ডলে, এমন কি রাজপুতনা অঞ্চলেও পরম প্রীতির সহিত সঙ্গীত ও আলোচিত হইতে দেখিয়াছি। সাহিত্যহিসাবেও ইঁহার রচনা যে উচ্চকোটির, তাহাতেও সংশয় নাই। শ্রীপাদরূপের সাহচর্য্যে ইনি যে প্রেমরসমাধুরীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই প্রতিপদে ঝলক দিয়া থাকে।

৩। শ্রীপ্রিয়াদাসজী (অনন্যমোদিনী ও চাহবেলী)

কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য (১৬৩৫ শকাব্দা) ভক্তমালটীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসজি এই পদাবলী-গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন। **অনন্যমোদিনীতে** ৬৬টি দোহা ও ৬টি কবিত্ত আছে এবং ব্যাসজির ১১টি পদ সংযুক্ত হইয়াছে। প্রারম্ভ যথা—

শ্রীচৈতন্য মনহরণ ভজ শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরিষদ জৈসৈ অঙ্গী অঙ্গ ॥ ১
রসিক শিরোমণি বিজ্ঞবর শ্রীমদ্রূপ অনূপ। সদা সনাতন ধরি হিয়ে দোউ এক স্বরূপ।' ২
কহুঁ বিন্দু কহুঁ বিন্দু দ্বৈ কহুঁ চল্লু ভরি জান। মূল সিন্ধু রস রসিকতা, রূপ সনাতন মান ॥ ৫ ইত্যাদি

চাহবেলীতে [প্রার্থনালতা] ৫০টি অরিল্ল [ছন্দঃ] এবং একটি কবিত্ত আছে। প্রারম্ভ—

হাহা শ্রীমনহরণ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ গাউঁ। অমিত প্রেমফল দিএ সবন কোঁ, এক বৃন্দ রস পাউঁ ॥ ১
হাহা শ্রীঅদ্বৈত গদাধর, শ্রীনরহরি সরকার। কীজে কৃপা তুচ্ছ জনহূ পৈ, যাহী হিত অবতার ॥ ২
হাহা শ্রীমত দাস গোসাঁই উৎকণ্ঠিত নিশি ভোর। অচরজ সহীগুণ রোম প্রতি, ঝলকত যুগল কিশোর ॥ ৫
হাহা শ্রীআচারজ ঠাকুর ভাব রসমঈ মূরতি। মনমানী রসসানী জোরী দৈ করি কীজৈ পূরতি ॥ ৭ ইত্যাদি

৪। শ্রীগদাধর ভট্টজি মহারাজ (মোহিনী বাণী)

শ্রীশ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিজির শিষ্য শ্রীগদাধরভট্টজি মহারাজ মোহিনীবাণীর রচয়িতা। ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সজ্জন, সুহৃৎ, সুশীল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সুরসাল বক্তৃতা করিতেন। কথিত আছে শ্রীপাদ শ্রীজীব তাঁহার একটি পদ-রচনা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন এবং পত্র লিখিয়া দুইজন লোককে তাঁহার দেশে পাঠাইয়াছিলেন ; পত্রে এই শ্লোকটি ছিল—

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ ?"

পত্রবাহকদ্বয় যথাসময়ে তাঁহার গ্রামে গিয়া প্রাতঃকৃত্যে রত তাঁহাকেই গদাধরভট্টের বাড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের বাসস্থানের উদ্দেশ জানিতে চাহিলেন—তাঁহারা উত্তর দিলেন—'শিরমোর বৃন্দাবনধাম্‌মে' শ্রীবৃন্দাবনের নাম শ্রবণ করিয়াই ভট্টজি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সাধুগণ তাঁহাকেই গদাধরভট্ট জানিয়া তাঁহার হস্তে শ্রীজীবপাদের পত্রখানি দিলেন। ভট্টজি মস্তকে ধরিয়া পত্র পাঠ করিয়াই তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীবপাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্টপাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন (ভক্তমাল ২৩শ মালা দ্রষ্টব্য)। ইঁহার রচনায় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের খুব ব্যবহার দেখা যায়। কুসুমসরোবরবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজি মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মোহিনী বাণীতে' পদগুলি এই ভাবে সজ্জিত হইয়াছে – যোগপীঠ, উপদেশ, বিনয়, ব্রজজন-সম্বন্ধে, বধাই জন্মলীলা], নামমাহাত্ম্য, যমুনা, বংশী, স্মরণ, বন্দনা, অনুরাগ, রূপমাধুরী, শ্রীরাধাবদনশোভা, মান, দান, রাস, বিবাহ, ভোজন, বসন্ত, শ্রীমহাপ্রভুর হোরীলীলা, শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরী, বর্ষা, ঝুলন ইত্যাদি বিষয়ক পদাবলী। ইহাতে পাঁচটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গীত আছে।

নামমাহাত্ম্যের একটি পদ—হৈ হরি তেঁ হরিনাম বড়েরো। তাকোঁ মূঢ় করত কত ঝেরো ॥
প্রগট দরস মুচুকুন্দ হি দীনুহোঁ, তাহূ আয়ুস্থ ভো তপ কেরো।
সুত হিত নাম অজামিল লীনো। যা ভবমে ন কিয়ো ফিরি ফেরো ॥
পর অপবাদ স্বাদ জিয় রাচ্যো, বৃথা করত বকবাদ ঘনেরো।
তাকে দসয়ো অংস গদাধর, হরি হরি কহত জাত কহ তেরো ॥

শ্রীজীবপাদ-কর্তৃক আস্বাদিত পদ [অনুরাগ-বিষয়ক]—

সখী হো শ্যামরঙ্গরঙ্গী।
দেখি বিকাই গয়ী বহ মূরতি, সুরতি মাহিঁ পগী ॥
সঙ্গহুতো অপনো সপনো সো সোঁঈ রহী রস খোঈ।
জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ সখি, নেকু ন ন্যারী হোঈ ॥
এক জু মেরী অঁখিয়নি মে নিসিদ্যোস রহো করি মৌন।
গাই চরাবন জাত সুন্যো সখি! সোধো কন্হৈয়া কৌন।
কাসো কহৌ কৌন পতিয়াবৈ কৌন করে বকবাদ।
কৈসে কৈ কহি জাত গদাধর, গূঁগে কো গুর স্বাদ ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হোলীপদটিও অতি সুন্দর।

৫। শ্রীসরস মাধুরীজী (শ্রীসরসসাগর)

শ্রীশুকসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরস মাধুরীজি 'সরসসাগর' নামক গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতনার স্থানে স্থানে বর্ত্তমান। ইঁহাদের উপাসনা-প্রণালী মাধুর্য্যভাবেই ; ইঁহাদের নামধুনী [মহানাম]—"শ্রীকুঞ্জবিহারী শ্রীশুকদেব। শ্যামচরণ দাস জৈ শ্রীগুরুদেব ॥" ইঁহারা শ্রীগুরুদেবকে প্রচুর ভক্তি করেন—এবং এ বিষয়ে বহু পদাবলীও রচিত আছে। যথা সরস-সাগর তৃতীয় ভাগে—

শ্রীগুরুপদ পঙ্কজ-রজ পাবন।
অঞ্জন কর অতি প্রেম প্রীতসোঁ দৃগ দুখ দোষ নশাবন ॥
দিব্যদৃষ্টি হো দরসত তিহি ছিন, কুঞ্জকেলি মন ভাবনক।
'সরসমাধুরী' মিলৈ ময়াকর শ্যামা শ্যামা সুহাবন ॥

নাম, ধাম, বিনয়, ভগবৎকৃপা, বিশ্বাস, বিরহ, শৃঙ্গার এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীহিতহরিবংশজী, দাদূজী প্রভৃতির জন্মবাধাই প্রভৃতি বিষয়ে পদাবলী রচিত হইয়াছে। এই কবি ব্রজভাষার-সহিত জয়পুরী, মারোয়াড়ী এবং উর্দ্দু ভাষার সম্মিলনে রাগরসভাব-সহিত সরলতা ও প্রসাদগুণ-গুম্ফিত অত্যুত্তম রচনায় সিদ্ধহস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সুদূর জয়পুরে বাস্তব্য করিয়াও কবি বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষদর্শনেরই প্রভাব বলিয়া মনে হয়। সরসসাগরে তৃতীয় ভাগে ২৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই' শীর্ষক প্রবন্ধে ৫৫টি পদ ধরিয়াছেন। রচনার আদর্শ—

(১) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রগটায়ে। গৌরাঙ্গ ০
কলিমল হরন করন পাবন জন পতিত উদ্ধারন কো আয়ে ॥ গৌ ০
লিয়ো জন্ম জগদীশ ঈশ হরি সন্ত ভক্ত সব হরষায়ে।
গুণিজন জুরি আয়ে তিঁহি অবসর সাজবজা গুণ গায়ে ॥ গৌ ০
হোরীদিন শুভ জান আন কর রঙ্গ পরস্পর ছিরকায়ে।
অবির গুলাল উড়াই অতিহী মনু বহুরঙ্গ বাদর ছায়ে ॥ গৌ ০
ভীজি রহে অনুরাগ রঙ্গমে তন মন মাঁহী পুলকায়ে।
সরস মাধুরী মহামহোৎসব লখি লোচন মন মগনায়ে ॥ গৌ ০

(২) দুইটি পদে 'সরসমাধুরী, আপনাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসী' অভিমান করিতেছেন—

যথা—জান সুঅবসর সুভগ মহাপ্রভু অপনে জন অভিলাষী।
প্রগট হোয় নিজ দর্শন দীনো সরসমাধুরী দাসী ॥

৬। শ্রীদীনবন্ধুদাস সঙ্কলিত (শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলী)

এই সঙ্কলনে কিশোরীদাস, সরসমাধুরী, শ্রীপ্রভুচন্দ্র গোপাল, সূরজ মিশ্র, বাঁকেপিয়া, বনবিহারী, দীনদাস, রসিকদাস, মনোহর, দামোদর, শাহ আকবর, গোপালদাস, মীরা প্রভৃতির গৌরপদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদসংখ্যা—১৫২।

ওড়িয়া বৈষ্ণব কবিগণ

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ ॥" [চৈঃ চঃ অ ১০]

(১) **রাজা প্রতাপরুদ্র**—কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৯২ নং পুঁথিতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র-ভণিতায় একটি বাংলা পদ দেখা যাইতেছে—ঐ পদটি রাজা প্রতাপরুদ্রের রচিত কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও পদটি সুন্দর বলিয়া এস্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীরাধার প্রতি উক্তি (পদের কিয়দংশ)

আভরণ-মাঝে হ'বে দুখানি নূপুর।......................

নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর। ওরূপে মুকুর হব নিরাগে চামর ॥

আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে। অতি ক্ষীণ রেণু হঞা থাকিব চরণে ॥

রেণু হইতে না পাই যদি মনে অনুমানি। প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি ॥

(২) **শ্রীহরিদাস**—ষোড়শ শকাব্দায় (ময়ূরচন্দ্রিকা) বিংশ চন্দ্রিকায় মহাপ্রভুর বন্দনা যথা—

শ্রীরাধা সুবর্ণকু করি স্বীকার। অদ্ভুতে কলিযুগে হেলে প্রচার গো ॥

গৌর বর্ণকোটি সূর্য্য সমান। সঙ্গতে সপার্ষদ স-অস্ত্রগণ ॥

অঙ্গ উপাঙ্গ ঘেনি কীর্ত্তনারম্ভে। নাম প্রকাশ কৈলে অত্যন্ত দম্ভে ॥

স্থাবর জঙ্গমাদি কীট পতঙ্গ। দ্রবিলে দেখি শুনি গৌরাঙ্গ রঙ্গ গো ॥ ইত্যাদি

(৩) **শ্রীগোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক**—(সার্দ্ধ অষ্টাদশ শকাব্দায়) 'গোপালকৃষ্ণ পদাবলীতে' মনঃশিক্ষা-শীর্ষক পদ্য—

শ্রীগৌরচন্দ্র পদ বন্দরে মানস ! এ একা শ্রীরাধা গোবিন্দ রে ॥

ব্রজবিধু শ্রীমতী হোই গুটিয়ে মূর্ত্তি জন্মিছন্তি শ্রীশচীতুন্দরে ॥ ১

স্ব-স্বকল্পনাবধি দয়া সদ্গুণনিধি সদা বেষ্টিত ভক্তবৃন্দরে ॥ ২

মহাভাব উজ্জ্বল রস পীত শ্যামল পরতত্ত্ব হেলার দ্বন্দ্বরে ॥ ৩

জগন্নেত্র সম্প্রতি বদান্য চক্রবর্ত্তী যা নামামৃত সর্ব শব্দরে ॥ ৪

এ কৃপা পারাবার প্রত্যক্ষ হোইবার দেখিছন্তি শ্রীরামানন্দরে ॥ ৫

গোপালকৃষ্ণ ভণে শ্রীনাম অনুক্ষণে কীর্ত্তন করুথা আনন্দরে ॥ ৬

ইনি এই গ্রন্থে ৯৩ পৃষ্ঠায় যে সংস্কৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে—

সত্যে দৈত্যকুলাধিনাথমথনে সূর্য্যেন্দুভঃ কেশরী

ত্রেতায়াং দশকণ্ঠ-কণ্ঠহরণে রামোঽভিরামাকৃতিঃ।

গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজকুলে ভারাংহরো দ্বাপরে

গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে কৃষ্ণঃ শচীনন্দনঃ ॥

'নবানুরাগ'-শীর্ষক গীতিকায় [২২ পৃষ্ঠায়] ইনি কথোপকথন ছলে যে সুন্দর গীতাবলি [৮১ পদ] রচনা করিয়াছেন, —তাহাও চিত্তচমকপ্রদ এবং তৃতীয় কলিকাটি শ্রীরূপপাদের অনুকরণেই রচিত—

রাধা—কে চিত্রপটক যুবা ?

ললিতা—কৃষ্ণ বৈণবিক চিত্র তিনি যাক এক তরুণ মঘবা রে প্রাণমিত ॥ ৩

(৪) **খাড়ঙ্গা দীনবন্ধুদাস**-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের উৎকল ভাষায় নবাক্ষরে অনূদিত। ১১।৫।৩২ শ্লোকটির অনুবাদ যথা—[কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং]

১। যে কৃষ্ণ বর্ণটি কান্তি রে সংযুত কৌস্তভ আদি রে।
উত্তম অঙ্গে শোভাবন চক্রাদি নিজায়ুধমান।
যে যুত সুনন্দ-আদি রে সে শ্রীকৃষ্ণঙ্কু এ কলিরে।
নাম কীর্ত্তন মানঙ্করে উত্তম স্তুতি মানঙ্করে।
উত্তমবুদ্ধি সাধুজন পূজা করন্তি হে রাজন॥

এই কবি প্রসিদ্ধ জগন্নাথদাসের পরবর্ত্তী—নিত্যানন্দ-পরিবার-ভুক্ত জনৈক বৃন্দাবনদাসের শিষ্য জয়রামদাস তাঁহারই শিষ্য দীনবন্ধুদাস—বৈতরণী-তটবর্ত্তী মুকুন্দপুর-গ্রামবাসী যথা—

বৈষ্ণব বৃন্দাবনদাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিরে লালস।
শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার অটন্তি অতিশুদ্ধাচার।
যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য বৈষ্ণব জয়রাম দাস।
তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি ভাগবতকু গীত কলি॥

(৫) **দ্বিজ চৈতন্য বা দীন চৈতন্য**-বিরচিত ৪৩ অধ্যায়াত্মক **'সাক্ষীগোপাল-মাহাত্ম্য'** নামে একখানা পুস্তকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট সবিস্তারে ছোট বিপ্র ও বড়বিপ্রের কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। এই গ্রন্থকারের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ছোট বিপ্র গোপালকে সাক্ষীরূপে আহ্বানের প্রসঙ্গটি এইরূপ—(চতুর্থ অধ্যায়)

এহি ত্রিভঙ্গরূপ ঠানি বেণু অধরে বেণুপাণি।
এহি পয়রে বিজে করি সভার মধ্যরে শ্রীহরি।
এহি রূপরে শ্রীবদনে কহিলে সত্য সভাজনে।
যেবে করিব প্রভো হেলা নিশ্চে বুড়িব ধর্মভেলা।
আপনি চলি শ্রীচরণে নহিলে অটে দুর্ঘটনে।

শ্রীচরিতামৃত-বর্ণিত ঘটনাবলী হইতেও বহুতর কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। রচনাও অতি প্রাঞ্জল, নবাক্ষরে গ্রথিত।

(৬) **ভক্তকবি দীন কৃষ্ণদাস**-বিরচিত 'রসকল্লোল' নামক গ্রন্থের প্রথম ছান্দে শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-প্রার্থনা, দ্বিতীয় হইতে চতুস্ত্রিংশ ছান্দ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রতি ছান্দে মুখারি, কেদার, কামোদী, কণড়া প্রভৃতি রাগরাগিণীর নির্দেশে বুঝা যায় যে এই গ্রন্থ সর্বত্র গীত হইবার অভিপ্রায়ে রচিত। তাঁহার অলঙ্কারপ্রিয়তার উদাহরণ (৩ পৃষ্ঠায়)—

কমল-সম্ভব ভব সুরনায়ক কউণপ আদি লোক যাহার লোক।
করুণাসাগর সাগরজা-নায়ক কর অভয় অভয়বর-দায়ক।
কষ্ট মহীধর মহীধর-কণ্টক কলমষ-বারণ বারণ-অন্তক॥
কর আজ্ঞা সুর সুর-প্রভু এতেক কহু দীন কৃষ্ণ কৃষ্ণকথা অনেক॥

এই কবির বিশেষত্ব এই যে প্রতি চরণের প্রথম অক্ষর 'ক' দিয়াই রচনা করিয়াছেন।

(৭) **অভিমন্যু সামন্ত সিঙ্গার মহাপাত্র**-কর্ত্তৃক 'বিদগ্ধচিন্তামণি' নামক পুস্তকে ৯৬টি ছান্দে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণনা হইয়াছে—এই গ্রন্থেও মঙ্গল, সিন্ধুড়া, রসকোইলি, কল্যাণ আহারী, কেদার ও কামোদী প্রভৃতি রাগরাগিণী সূচিত হইয়াছে। অলঙ্কার-পরিপাটিও দ্রষ্টব্য; অ-কারাদি ক্রমে অনুপ্রাস, শৃঙ্খলাবদ্ধ বহুবিধ ছন্দ প্রভৃতি কবির কাব্যরচনা-কুশলতার পরিচায়ক। কবি ১৬৭৯ শকে কটকে বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রচনার আদর্শ—(চতুর্দশ ছান্দ)

(১) শ্রবণে ধীরে শ্রবণে ধীরে লভিব মহানন্দ। ভাবি নিরত ভাবিনীরত হোই পরমানন্দ ॥ ১
ভাসন্তি রসে ভাষন্তি রসে মিত আগরে বসি। গুণীতিলক গুণিতিলক যুগ হইলা আসি ॥ ২

৫২ ছন্দে 'দূতীযুগল অনুরাগ কথন', ৬৭ ছান্দে 'বাৎসল্যস্নেহে যশোদা' এবং ৭৬ ছান্দে 'সখাঙ্ক শ্রীকৃষ্ণঙ্কর ছলোক্তি' প্রভৃতি অদ্যাপি উৎকলে সমাদরে গীত হইয়া থাকে।

(৫) ষোড়শ খৃষ্টাব্দে **দেবদুর্লভদাস**-কৃত 'রহস্যমঞ্জরী' নামক পুস্তক ২৪ ছান্দে বিবিধ রাগরাগিণী-সমন্বিত। মহিষীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণমুখে গোপীগণের প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রোঃ বিনায়ক মিশ্র কিন্তু এই গ্রন্থকারের নাম-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ করিয়াছেন—কবির নাম অজ্ঞাত, 'দেবদুর্লভ' বলিতে শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য, কবি শ্রীকৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করিয়া আত্মনাম গোপন করিয়াছেন। ভাষা সুললিত, সরল। উদাহরণ ষষ্ঠ ছান্দ (২৫ পৃষ্ঠা)

"চারি ভক্তি মধ্যে প্রেম ভক্তি অটে সার, সে ভক্তি অটই কোঠ গোপীমানঙ্করগো।
গোপীঙ্কি ভজিলা ভক্ত প্রেমভক্তি পাই, বিনা প্রেমভক্তিরে দর্শন মোতে নাহিঁগো ॥
প্রেমভক্তি প্রাপত গোপীঙ্ক পরশনে, পুংলিঙ্গ পালটি স্ত্রী হোওই তৎক্ষণেগো ॥"

(৬) **ভক্তচরণদাস-কৃত** 'মথুরামঙ্গল' পুস্তকে ৩০ ছান্দে অক্রূর-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরানয়নের পরে শ্রীউদ্ধব-দৌত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এই কবি 'মনবোধচৌতিশা' প্রভৃতি কবিতাও রচনা করিয়াছেন। প্রথম কবিতায় ককারাদিক্রমে মথুরানাগরীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-রূপবর্ণনা এবং দ্বিতীয়ে মনঃশিক্ষার বর্ণনা আছে।

পরিশিষ্ট (গ) প্রাচীনা নারী কবিগণ

(১) **ত্রিভুবন সরস্বতীর** একটি শ্লোক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী *(Sanskrit Poetesses, Vol. II. Part A. No. 87)* উদ্ধার করিয়াছেন—

পাতুং ত্রিলোকং হরিরম্বুরাশৌ প্রমথ্যমানে কমলাং বিলোক্য।
অজ্ঞাত-হস্ত-চ্যুত-ভোগিনেত্রঃ কুর্বন্ বৃথা বাহু-গতাগতানি ॥

(২) * **প্রিয়ম্বদা** (১৬০০ খৃঃ) শ্যামরহস্য নামে এক কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার একটি কবিতা—

কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চিতম্।
বর্হালঙ্কৃত-মস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্ ॥

(৩) * **বৈজয়ন্তী** (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে), তাঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ-কৃত 'আনন্দলতিকাচম্পূ' গ্রন্থে তিনিও সময়ে সময়ে লিখিয়াছেন। রচনার আদর্শ—

অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ শ্রবণ-সীমনি কিং সমুপস্থিতে ॥

(৪) **শ্রীবৃন্দাবতী দাসী**-নামাঙ্কিত জনৈক উৎকলীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহিলা-কৃত 'পূর্ণতমচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত মতই সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলাতেই পূর্ণতমত্ব প্রকাশিত বলিয়া গ্রন্থের ঐ নাম হইয়াছে। শৃঙ্খলালঙ্কারে প্রথম চন্দ্রিকার রচনা—(১৬২১ শকাব্দা)

---

* এই দুই নারী কবি ফরিদপুর বাসিনী ছিলেন, ইহাদের কবিতা দুইটি *Dr. M. Krishnamachariar*-কর্ত্তৃক রচিত "*History of Classical Skt. Litt.*" ২৯৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল।

করিতারণ বাণা যার	যারঙ্গ-খেলে এ সংসার
সারস-করে যা নিহিত	হিত যে করন্তি সমস্ত
মস্তকে নাচিলে নাগর	নাগর আটন্তি গোপর
পরম পুরুষ সানন্দ	নন্দনন্দন আদি কন্দ ॥

(৫) **শ্রীরামমণি (রজকিনী)** * প্রাচীনা স্ত্রীকবিদের মধ্যে রামমণি শ্রীচণ্ডীদাসের সমসাময়িকা ছিলেন। ইনি রজক-কন্যা, অসহায় অবস্থায় নান্নুরে আসেন এবং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের কৃপায় তত্রত্য গ্রাম্যদেবতা বিশালাক্ষী দেবীর শ্রীমন্দিরে মার্জনাদিকার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনিও যে কাব্যরচনায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা তদ্রচিত পদগুলিতেই জানা যায়।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ—তোহারি বেদন	ছেদন কারণ	পুন পুন পুছিয়ে তোয়।
তুহুঁ উর ধরি ধরি	মরি মরি বোলসি	সুধ বুধ সব খোয় ॥
আলিরি !	হামরা তোহারি	কিয়ে নহিয়ে !
যো তুয়া দুঃখে	দুখাওত শতগুণ	তাহারে কি বেদনা না কহিয়ে ॥ ধ্রু।
এ তুয়া সঙ্গিনী	রঙ্গিণী রসকিনী	কহিলে কি আওব বাজে।
ফণিমণি ধরব	শমন-ভবন যাব	যৈছে শিখাঅব কাজে ॥
হাম আগুয়ানী	আগুণি পৈঠব	বৈঠব যোগিনী-সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত	শত শত ঢুড়ব	বুড়ব সাগর-মাঝে ॥
ভাব লাভ তুয়া	অন্তরে অন্তরু	করিলে কি রহে তাপলেশ।
বিন্দু ইন্দুমুখি	সিন্ধু উতারব	বোলহ বচন-বিশেষ ॥
মাথুর—কোথা যাও ওহে	প্রাণবঁধু মোর	দাসীরে উপেখা করি।
না দেখিয়া মুখ	ফাটে মোর বুক	ধৈরয ধরিতে নারি ॥
বাল্য কাল হ'তে	এ দেহ সঁপিনু	মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া	মথুরা যাইবে	বলহে সে কথা শুনি ॥
তোমার এ সারথী	ক্রুর অতিশয়	বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে	দুখসিন্ধু নীরে	অবলা ভাসাতে নাই ॥
পিরীতি জ্বালিয়া	যদি বা যাইবা	কবে বা আসিবা নাথ।
রামীর বচন	করহ পালন	দাসীরে করহ সাথ ॥

(৬) **মীরাবাঈ**—ভক্তমাল দ্বাবিংশমালায় মীরাবাঈর চরিত্র-বর্ণনা হইয়াছে। ইঁহার নৃত্যগীতবাদ্যরসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও পরম প্রীতি পাইতেন। মীরাবাঈর ভজন গান সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীবপাদের সহিত ইঁহার কৃষ্ণকথা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, ‡ তাঁহার ভজনগানের শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিদের ন্যায় আনুগত্যসূচক কোনও কথা না থাকিলেও গোস্বামিদের প্রভাব যে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল—এ কথা সুনিশ্চিত। মীরাবাঈ ভজনগান গীত হইলে যে সুধারস বর্ষণ করে, তাহা আস্বাদকদেরই সুবেদ্য। মীরার একনিষ্ঠাসূচক একটি পদ—(৫৬ সংখ্যক—'মীরাবাঈকী শব্দাবলী')

---

* মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে শ্রীরমণীমোহন মল্লিক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাবলম্বনে—

‡ শ্রীভক্তমালের টীকা ভক্তিরসবোধিনীতে গৌড়ীয় গোস্বামিদের সহিত মীরাবাঈর মিলন-সম্পর্কে ৪৮৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে—"বৃন্দাবন আঈ জীব গোসাঁইজুসোঁ মিলী ঝিলী তিয়ামুখ দেখিবেকো পন লে ছুড়ায়ো হৈ।
দেখি কুঞ্জ কুঞ্জ লাল প্যারী সুখপুঞ্জ ভরী ধরী উর মাঝ আয় দেশ বন গায়ো হৈ ॥"

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই। টেক

জাকে সির মোর মুকট মেরো পতি সোঈ।	তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নাহি কোঈ ॥ ১
ছাড় দই কুলকি কান ক্যা করিহে কোঈ।	সন্তন ঢিংগ বৈঠি বৈঠি লোক লাজ খোঈ ॥ ২
চুনরীকে কিয়ে টুক টুক ওঢ় লীন্হ লোঈ।	মোতী মূ‍ঁগে উতার বনমালা পোঈ ॥ ৩
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেমবলে বোঈ।	অবতো বেল ফৈল গঈ আনন্দ ফল হোঈ ॥ ৪
দূধকি মথনিয়া বড়ে প্রেম সে বিলোঈ।	মাখন জব কাঢ়ি লিয়ো ছাছ পিয়ে কোঈ ॥ ৫
আঈ মে ভক্তি কাজ জগত দেখ মোহী ॥	দাসী মীরা গিরধর প্রভু তারো অব মোহী ॥ ৬

মীরাবাঈ রচিত শ্রীগৌরপদ—(সাধো) অব তো হরি নাম লৌ লাগী।
সব জগ কো মন মাখন চোরা নাম ধরো বৈরাগী ॥
মাতু জসোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো জাকো দাম।
শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন্য জাকো নাম ॥
কহাঁ ছোড়ী বো মোহন মূরলী কহাঁ ছোড়ী বো গোপী।
মুণ্ড মূড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে মাহি ন টোপী ॥
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ।
দাস ভক্তকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥

এই পদটির বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হইতেছে।

(৭) **মাধবী দাসী (শিখিমাহিতীর ভগ্নী)**—পদকল্পতরুতে মাধবীদাস-ভণিতাযুক্ত চারিটী পদ (৭৭৫, ৭৭৬, ১৮৫৩ ও ২২৩৯ পরিষৎ সংস্করণ) এবং মাধবী-ভণিতাযুক্ত (১৪০, ২২৪০) দুইটি পদ আছে। এই পদগুলি কিন্তু মাধবী দাসীর রচিত বলিয়া শ্রীযুক্তযতীন্দ্রনাথ রায় 'সাধনা' পত্রিকার ১৩৩৭ বাং ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে শ্রীঅচিমাম্বা (*Achimamba*) কর্ত্তৃক 'অবলাসংচরিত্র-রত্নমালা' নামক তেলেগু হইতে কেনারিজ ভাষায় অনূদিত পুস্তকে এই পদগুলি স্থান পাইয়াছে*। যতীন্দ্র বাবুর এই সংগ্রহে পদকল্পতরুর ১৪০ ও ২২৩৯ সংখ্যার পদদ্বয় নাই, অথচ নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যাইতেছে—

শ্যামের গৌরবর্ণ এক দেহ।	পামর জন ইথে করই সন্দেহ ॥
সৌরভে আগোর মূরতি রসসার।	পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার ॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।	নিগম না পায়ই নিগূঢ় বিহার ॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান।	নারী পুরুষ মুখে ন শুনিয়ে আন ॥
করি গৌরচরণ কমল মধুপান।	সরস সঙ্গীত মাধবীদাস ভাণ ॥

এই পদগুলি শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বলিয়া উৎকলবাসিনী মাধবী দাসের রচিত কিনা—এ বিষয়ে সাহিত্যিকদের বিশেষ সন্দেহ আছে। সতীশ বাবুর পদকল্পতরুর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(৮) **সুভদ্রাদেবী**—শ্রীবীরচন্দ্রের পত্নী সুভদ্রা মা জাহ্নবার তিরোধানের কথা-শ্রবণে শতশ্লোকাত্মক **'অনঙ্গকদম্বাবলী'** নামে জাহ্নবাদেবীর এক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। মুরলীবিলাসে ইহার ইকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—(৩২৩ পৃষ্ঠা)

***Indian Ladies' Magazine* নামক পত্রিকায় "*The Culture of Telegu and Kannada Woman*"-শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে। মাধবী দাসী 'জগন্নাথ-দিনচর্য্যা' নামে এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।

বন্দেহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণদেহাস্পদং
সত্যং ব্রূমি কৃপাময়ি! ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদম্।
শ্রীলশ্রীচরণারবিন্দ-মধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি
হা মাতঃ করুণালয়ে! তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি ॥

এ প্রসঙ্গে মুরলীবিলাসকার রাজবল্লভ বলিতেছেন—(৩২৩—৪ পৃঃ)

এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা। শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী স্বাক্ষরে লিখিলা ॥
'অনঙ্গকদম্বাবলী' শুভ সংজ্ঞা যার। শুনিয়া মধুর প্রেমতত্ত্বের ভাণ্ডার ॥
একশত শ্লোকে বস্তুতত্ত্বনিরূপণ। অজ্ঞ জীব তাহা কাঁহা করে নির্ধারণ ॥

ডাঃ সুকুমার সেনের কৃপায় এই নারীকবির সন্ধান পাইয়াছি। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে নারী কবি ছিলেন —সুপ্রাচীন বেদে নারীদের গৌরবময় স্থান ছিল। এ সম্বন্ধে (প্রবাসী ১৩৪৮ ভাদ্র) দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় তাঁহারা কাব্যজগতে বহু দান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীকৃত *Contribution of Women in Sanskrit Literatures Vols. I—VII* দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (ঘ) গুজরাটী পদাবলী

[শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট শ্রীগৌররূপ] "শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু" পৃষ্ঠা ২১২

(১)　　গৌরহরি রূপ ছে মদন সমান ;
চন্দন দিব্য, দিব্যমালা কণ্ঠ, দিব্য বসন পরিধান—গৌরহরি
দিব্য গৌর অঙ্গনী দ্যুতি আগল, ক্যাং ছে কনকনী শোভা ;
অনুপম শ্রীমুখ জোতাং জাণে পূর্ণ শশীনুং মন মোহ্যা—গৌরহরি
লাং বা নে রক্ত নয়নযুগ শোভে, জীত্যো কমল দলসার ;
আজানুলম্বী ভুজ সুকণ্ঠ ছে, বিস্তৃত হৃদয় নির্দ্ধার—গৌরহরি
যজ্ঞসূত্র ত্যাং জীণুং সোহে, শুভ্র সুরধুনী থায় ;
মধুসূদন এ ছবিনে নিরখী, তনমন বারী জায়—গৌরহরি ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম (চেতোদর্পণ) শ্লোকের গুজরাটি অনুবাদ—'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' পৃষ্ঠা ২০৪

মাংজে দর্পণ চিত্তনুং, ভবমহাদাবাগ্নিনে ঠারতুং, শ্রেয়ঃ পঙ্কজ কেরী কৌমুদী সমুং, বিদ্যানুং সংজীবন,
আনন্দাব্ধি বধারতুং, প্রতিপদে দে স্বাদ পূর্ণামৃত, আত্মানে পরিশোধতুং বিজয়ী হো শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। ১

শ্রীশিক্ষাষ্টকের অষ্টম (আশ্লিষ্য) শ্লোকের অনুবাদ—

ভেটে ভলে পায়চলে লীনে পীসে　　মর্ম্মে বীন্ধে দর্শহীনী করী মনে ;
ভলে করে তে মনধার্যুং লম্পটে,　　তথাপি তে প্রাণপতি ন অন্য কো। ৮

পরিশিষ্ট (ঙ) মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ

পদকল্পতরুতে তিনজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। (১) **নাসির মামুদ,** (২) **সালবেগ** ও (৩) **সৈয়দ মরতুজা**। পদকল্পতরুর ১৩৩১ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে (১) নাসির মামুদ-ভণিতায় আছে—ইহাকে অতি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিতে কুণ্ঠা নাই।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম, পাঁচনী কাচনি বেত্র বেণু মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া তীরে কেলি ধবলি শাঙলি আওরি আওরি, ফুকরি চলত কান রি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাঁতি, বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
বদনে মদন ভাণ রি।
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা হার আগম নিগম বেদ সার লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ, চরণে শরণ দান রি॥

পদকল্পতরুতে (২) **সালবেগ**-কৃত তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৫৪৪ সংখ্যক পদটি ওড়িয়া ভাষায় রচিত ২৪৭৩ বাংলা ভাষায় এবং ২৯৭৩ ব্রজভাষায় রচিত। সালবেগের জীবনবৃত্তান্ত মূল ওড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্যতাভক্তিতে' এবং অনুবাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত 'ভক্তের জয়' গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসে ১—১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মোগল পিতার ঔরসে ও হিন্দু মাতার গর্ভে ইহার জন্ম। পদরত্নাবলীর ৪৪৩ নং পদটি ঝুলনলীলা সম্বন্ধে সালবেগ-রচিত।

নীলাচলচন্দ্রের স্নানযাত্রার পদ (১৫৪৪)—হের হো নীলগিরিরাজ হি।

সুভদ্রা বলরাম সঙ্গে অনুপাম সিনান-মণ্ডপ মাঝহিঁ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বংশী মধুর দুন্দুভি বাজন্তি।
সেবাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি ঢারউ তাকঙ্কু মাথন্তি॥
জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি স্তুতি নতি প্রণিপাতহিঁ।
শ্রীমুখচন্দ্রকু সৌরভ আউছ গজেন্দ্র-বেশহুঁ আপহিঁ॥
জয় যদুপতি তিন লোক গতি বহু উপহার ভোজন্তি।
মণিকোঠাচলে সালবেগ বলে দেবনারীগণ নাচন্তি।

পদকল্পতরুর ২৯৫৮ সংখ্যক পদটি (৩) **সৈয়দ মরতুজার** রচিত—

শ্যামবন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।

কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে পাসরিতে নারি আমি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদন ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মরতুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি॥

শ্রীশ্রীপতিতপাবনাষ্টকম্

[প্রবাদ আছে যে কোনও উৎকলীয়া হিন্দু মাতার মুসলমান পিতার ঔরসে এই অজ্ঞাতনামা কবির জন্ম হয়। ইনি মুসলমান ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে মাতা হিন্দুরমণী, এক্ষণে পতিতা; তাঁহাদের উপাস্য—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, তাঁহার কৃপার উপরে সকলের দাবী আছে, যেহেতু তিনি পতিতপাবন। মাতার মুখে এই কাহিনী শুনিয়া কবি জগন্নাথের সিংহদ্বারে গিয়া নিম্নলিখিত অষ্টকটি পাঠ করিয়া পতিতপাবনজিউর দর্শন লাভ করেন। তদবধি দ্বারে শ্রীজগন্নাথ পতিতপাবনরূপে অবস্থান করিতেছেন।]

সচিন্ত ইব লক্ষ্যসে সপদি মে চরিত্রং স্মরন্
পরং কলিতসাহসঃ পতিত-পাবনত্ব-ব্রতাৎ।
ন মামগণয়ঃ পুরা ন হি বিচারকালোঽধুনা
ব্রতং বিসৃজ বাথবা বরদ পাবয়েনং জনম্ ॥ ১

ন রাঘব! স বায়সো ন খলু কৃষ্ণ! চৈদ্যোঽস্ম্যহং
ন খল্বহমজামিলো নরকনাশ নারায়ণ!
প্রধানমপরাধিনাং পরিবৃঢ়ঞ্চ মাং পাপিনং
ক্ষমাজলনিধে! বিদন্ সপদি সাবধানো ভব ॥ ২

যদুচ্যদঘলেখনাকলন-জাগ্রদগ্রাঙ্গুলি-
মিল-প্রখর-লেখনী মুখবিঘাতবীতোদ্যমাঃ।
অলং কিল ললজ্জিরে সপদি চিত্রগুপ্তাদয়ঃ
স এষ পতিতাগ্রণী সদয় রক্ষ দক্ষোঽসি চেৎ ॥ ৩

বিদন্নপি হৃদন্তরে প্রতিপদং যদংহঃকৃতে
যতে যদুপতে ন তে বিফলতা ব্রতে স্যাদিতি।
যতোঽসি জগতো গুরুঃ স্মৃতিনিষেধতস্তে ততো
ন নাম চ ভজামি যদ্যথ বৃথা ক্রুধং মা কৃথাঃ ॥ ৪

অনন্ত! যদঘাবলী-মনন-সাবধানাত্মকৈ
র্নিজে দুরিতমণ্ডলে নিখিল-সাক্ষিভি র্নেক্ষিতে।
জনা জগতি নির্ভয়া জয় জয়েতি জল্পন্ত্যমুং
প্রভো! খলধুরন্ধরং পতিতপাবনশ্চেদব ॥ ৫

অনেক পতিতাধিপানবতি চক্রবর্ত্তী যথা
নৃপানয়মসজ্জনঃ পতিতপাবনত্বেন নু।
ইতি প্রতিদিশং খলাঃ পতিতপাবনং মাং বিদু
র্ন পাবয়সি চেৎ ফলং ননু ভবেদিদং কেবলম্ ॥ ৬

কদাপি হি পদামৃতং তব ময়াপি নাস্বাদিতং
বৃথা ভব-কথাভরৈরপি চ নাথ! নীতং বয়ঃ।
ত্বয়া যদপি হেলয়া ময়ি ন চেদ্বিধেয়া দয়া
তবৈব মহতী ক্ষতিঃ পতিতপাবনস্ত্বং যতঃ ॥ ৭

ভবান্ পরধার্মিকঃ প্রকটিতাতিকারণ্যকঃ
স্বতন্ত্রচরিতো যদি স্বয়ময়ঞ্চ কিং নেদৃশঃ।
অলং কিমপি চেৎ স্বকং পতিতপাবনত্বাদিকং
প্রদর্শয়তু নান্যথা ভবতু তে যশঃ সর্বথা॥ ৮
বদন্তি যদি পাবিতাঃ পতিতপাবনত্বব্রতং
ভবন্তমধিকং ন তৎ পরমহুবির্নীতোঽপ্যহম্।
পূণাতু ন পুণাতু বা ভুবি যথা তথৈব ব্রুবে
গৃহাণ গুণমেব মে কুরু কৃপাং সদোষা ন কে॥ ৯

'সন্তসাহিত্য' হইতে ভীখা সাহেবের দুইটি পদ—

(১) যা জগমেঁ রহনা দিন চারী তাতে হরি চরণন চিত বারী॥
সির পর কাল সদা সর সাধে অবসর পার তুরত হামারী॥
ভীখা কেবল নাম ভজে বিনু প্রাপতি কষ্ট নরক ভারী॥ ভীখা সাহেব (সন্ত সাহিত্য)
নিরমল হরিকো নাম সজীবন ধন সো জন জিন্‌কে ওর ফারউ।
জস নিরধন ধন পাই সঁচতু হৈ করি নিগ্রহ কিরপিন মতি ধারউ।
জল বিনু মীন ফণী মণি নিরখত একৌ ঘরী পলক নাহি টরেউ।
ভীখা গুঙ্গ আবর গূঢ় কৌ লেখা পর কছু কাহে বনে না পারউ॥ ভীখা সাহেব (সন্ত সাহিত্য)

'হিন্দীকে মুসলমান্ কবি' গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি সমাহৃত হইতেছে—

(২) জসুদাকে অজীর বিরাজে মনমোহনজূ অঙ্গ রজ লাগে ছবি ছাচে সুরপালকি॥
ছোটে ছোটে আছে পগ ঘুঁঘরু ঘুমত ঘনে জাসো চিত হিত লাগৈ শোভা বলি জালকী॥
আছি বতিয়াঁ সুনাবৈ ছিনু ছাড়িবো ন ভাবৈ ছাতি সো ছপাবৈ লাগি ছোহ বা দয়াল কী॥
হেরি ব্রজ নারী হারী বারী ফেরি ডারি সব আলম বলৈয়া লীজে ঐসে লালকী॥ আলম
(৩) মোহন মদন গোপাল করৈ ব্যসন মন হরণ বলিহারী উনকে নাম পর তেরা য়ঃ তন বদন॥
গিরধারী নন্দলাল্ হরি নাথ গোবরধন লাখো কিয়ে বনাব হজারোঁ কিয়ে জতন॥
ঐসা থা বাঁসুরী কে বজৈয়া কা বালপম ক্যা ক্যা কহু মৈ কৃষ্ণ কহৈয়া কা বালপন॥
সব মিলি জসোদা পাস ইহ কহতি থী আকে বীর অবতো তুম্‌হারা কাহ্নউয়া হৈ বড়া শরীর॥
দেতা হৈ হমকো গালিয়া আওর ফাড়তা হৈ চীর ছোড়ে দহী ন দুধ ন মাখন মহীন ক্ষীর॥
ঐসা থা বাঁসুরী কে বজৈয়াকা বালপন ক্যা ক্যা কহু মৈ কৃষ্ণ কহৈয়া কা বালপন॥
থে কাহ্নু জী তো নন্দ জসোদা কে ঘর কে মাহ। মোহন নবল কিশোর কী থী মবকী দিল মে চাহ॥
উনকো জো দেখ্‌তা থা সো করতা থা বাহ্ বাহ ঐসা তো বালপন ন কিসি কা হুয়া হৈ আহ্॥
ঐসা থা বাঁসুরীকে বজৈয়াকা বালপন কেয়া কেয়া কহু মৈ কৃষ্ণ কহৈয়া কা বালপন॥
নাজীর (হিন্দীকে মুসলমান কবি)

(৪) বপুরে বিধি জাবস হায় কুলাল সোঁ অণ্ড কটাহ বনবাতে হৈঁ।
হরি জূ অবতারন ধারন মাহিঁ মুহুর্মুহু সঙ্কট পাবত হৈঁ॥
শিব মাগত ভীখ কপার লিয়ে নভ চক্কর ভানু লগবাতে হৈঁ।
হুমহুঁ পরিহাথ মে শাহ সদা তেহি কর্ম্মকো মাথ নবাবতে হৈঁ। সৈয়দ ছেদাসাহ

(৫) সুনি সুনি কান মুরলিয়া রাগন ভেদ। 　　গৈল ন ছোড়ত গৌরিয়া গনকি ন খেদ ॥
মোহি বরজোগ কাহ্নৈয়া লাগউ পায়। 　　তুহুঁ কুলপুজ দেবতবা হোহু সহায় ॥ আব্দুর রহিম খান

গৌরপদতরঙ্গিণীতে আকবর শাহ্-ভণিতায় ৪।২।২৯ সংখ্যক পদটি দেখা যায়—(ব্রজবুলিতে রচিত)

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা 　　আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। 　　ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। 　　থির নাহি হোওত আনন্দে মাতুলিয়া ॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি। 　　সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী।

এতদ্ব্যতীত রমণীমোহন মল্লিক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ আছে—(১) শালবেগ, (২) ফটন, (৩) সেখ ভিখান, (৪) শাহ্ আকবর, (৫) ফকির হবিব্, (৬) কবির মহম্মদ ও (৭) সেখ লাল। ইহাদের কবিতা ব্রজসুন্দর সান্যাল-কৃত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ৪র্থ খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। মুন্সি আবদুল করিম 'সাহিত্য-সংহিতায়' ও 'পূর্ণিমায়' প্রায় ২০ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সন্ধান দিয়াছেন। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' শ্রীদীনেশ সেন ১১৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় 'পদ্মাবৎ'-প্রণেতা আলোয়াল, অলিরাজা, চাঁদকাজি, গরিব খাঁ প্রভৃতিরও পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো কতজন বৈষ্ণব কবির সন্ধান ডাক্তার সুকুমার সেন কৃত 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' ৪৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী-প্রণীত 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক প্রতীচ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকে ১৯—২০ পৃষ্ঠায় আব্দুর রহিম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান কবির সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে দান-প্রসঙ্গে—

দোহা—তৈ রহীম মন আপনো কীন্হো চারু চকোর। 　　নিসি বাসর লাগো রহৈ কৃষ্ণচন্দ্রকী ওর ॥ ১
গহি শরণাগত রাম কী ভবসাগরকী নাব। 　　রহিম ন জগত উধার করি ঔর ন কছু উপাব ॥ ২

রহিমের সংস্কৃতহিন্দি-মিশ্রিত শ্লোক-রচনা—

শরদ নিশি নিশীথে চাঁদ কী রোশনাই। 　　সঘন বন নিকুঞ্জে কাহ্ন বংশী বজাই ॥
রতিপতি সুত নিদ্রা সাইয়াঁ ছোড় ভাগী। 　　মদন-শিরসি ভূয়ঃ ক্যা বলা আন লাগী ॥

একটী সংস্কৃত পদ্য—রত্নাকরোঽস্তি সদনং গৃহিণী চ পদ্মা 　　কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধাগৃহীত-মনসে মনসে চ তুভ্যং 　　দত্তং ময়া নিজ মনস্তদিদং গৃহাণ ॥

'দিন্-ই-ইলাহি' নামক পুস্তকের ১২—২৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

---

* শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে **মুসলমানগণ**—১। ফুলিয়ায় গোরাই কাজি ও মুলুক সাহেব (মুলুক পতি) ২। নবদ্বীপের চাঁদ কাজি বা মৌলানা সিরাজুদ্দিন ও খুন্তিদান ; ৩। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ৪। উড়িষ্যা সীমান্ত হইতে প্রভু আসিবার কালে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ৫। হোসেন শাহ্ (গৌড়ে) নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির সংস্কারের আদেশ দেন (নদীয়া কাহিনী) ৬। আকবর ও শ্রীসনাতন প্রভু—(অন্য) আকবরের পদ ৭। জাহাঙ্গীর ও বৈরাগী (মথুরাতে) ৮। আরঙ্গজেব-কৃত খড়দহের ফারমান্। ৯। এড়েদহে দাস গদাধর ও কাজী ১০। শ্রীরসিকানন্দ ও কাজি। ১১। সৈয়দ মর্ত্তজা প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণ (পদাবলী শাখা দ্রষ্টব্য) ১২। শ্রীবীরভদ্র প্রভু ও নবাব ১৩। শ্রীবৃন্দাবনে পাঠান বিজলীখান রামদাসপ্রভৃতি।

পরিশিষ্ট (চ)

বৈষ্ণব-পদাবলীতে—মৈথিলী, মিশ্র মৈথিলী (ব্রজবুলি) ও বাংলা—এই ত্রিবিধ ভাষাই দেখা যায়। প্রায় ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই পদাবলী রচনা চলিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে একই বাংলা ভাষারও কত রূপান্তর হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। একই দেশে নদী বা পাহাড়ের ব্যবধানে, ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যে এবং অন্যান্য অনেক কারণে একই কালে এবং একই দেশে কথ্যভাষায় বিভিন্নতা শব্দবিজ্ঞান (*Philology*) শাস্ত্রে উক্ত আছে। ব্রজবুলি কিন্তু প্রসিদ্ধ ব্রজমণ্ডলের ভাষা আদৌ নহে, ইহা মৈথিল ও বঙ্গভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। বাঙ্গালী পদকর্ত্তাগণ বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করিতে যাইয়া এই মিশ্রভাষাটি তৈয়ার করিয়াছেন। বাংলা কিন্তু প্রচলদ্‌ভাষা বলিয়া দেশকালপাত্রানুসারে বাংলা পদাবলীর ও ভাষায় অল্পাধিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন চণ্ডীদাস-পদাবলীর বাংলাভাষার সহিত জ্ঞানদাস কি গোবিন্দ কবিরাজের ভাষার তুলনা করিলে পার্থক্য অনুভূত হইবে, তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জ্ঞানদাস বা গোবিন্দ দাসের বাংলা রচনার সহিত আধুনিক কমলাকান্ত বা নিমানন্দের রচনার তুলনা করিলেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাইবে। মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ ছন্দঃ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে *Grierson* কৃত '*Maithil Chrestomathy*' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পদাবলীর ছন্দঃ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্নরহরিকৃত অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য 'ছন্দঃসমুদ্রের' কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তদ্রচিত শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণিতে ব্যবহৃত প্রায় ৬০।৬৫টি ছন্দের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এত প্রকার ছন্দঃ ইতঃপূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই বলিয়াই আমার ধারণা। গীতচন্দ্রোদয়ের মঙ্গলাচরণে [এবং ভক্তিরত্নাকরে (৫।৩০১৪—৩০১৭)] তিনি সম, অর্দ্ধসম ও বিষম-ভেদে গীতের ত্রিবিধ বিভাগ করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। গুরুলঘুর নির্ণয়াদিও সংস্কৃতবৎ, স্থলবিশেষে প্রাকৃতবৎ বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক—বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণতঃ তিন প্রকার ছন্দঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (১) মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ, (২) অক্ষরবৃত্ত ছন্দঃ ও (৩) মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত মিশ্রিত ছন্দঃ। মাত্রাবৃত্তে অক্ষর সংখ্যা না ধরিয়া অক্ষরের লঘুগুরু মাত্রা ও যতির নিয়ম ধর্ত্তব্য। (২) অক্ষরবৃত্তে কবিতার চরণগুলি অক্ষর-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং (৩) উভয়-মিশ্র ছন্দে কোনস্থলে বর্ণের লঘুগুরু মাত্রা, কোথাও বা অক্ষর-সংখ্যার প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়। বর্ণের লঘুগুরু বিচারে সংস্কৃতের ন্যায় লঘুস্বর একমাত্রা ও গুরুস্বর দুই মাত্রা ধরিতে হয়, কিন্তু সঙ্গীতে অনেক সময় লঘুগুরুব্যত্যয় করিতেও দেখা যায়। পদাবলীতে সাধারণতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ১৪ অক্ষরে পয়ার, ৮ অক্ষরে বা ১১ অক্ষরে একাবলী, ২৬ অক্ষরে দীর্ঘত্রিপদী, ২০ অক্ষরে লঘুত্রিপদী, মাত্রাবৃত্তে ১৬ মাত্রায় মাত্রাচতুষ্পদী (চৌপাই), অযুগ্মচরণে ১২ মাত্রা ও যুগ্মচরণে ১৬ মাত্রা হইলে বিষম চতুষ্পদী, ২৮ মাত্রায় ত্রিপদী, এবং (৩+৪+৩+৪+৩+৪+৪) করিয়া ২৫ মাত্রায় মিশ্র ত্রিপদী এবং ধামালীতে ষোলমাত্রায় ত্রিপদী প্রভৃতি দেখা যায়, বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিরা বিচিত্র ও সুললিত এত বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে নূতন ও বিচিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের গর্ব করিবার কিছুই নাই। (সতীশ বাবু)

পদাবলীর রস ও অলঙ্কার—'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের অনুসরণে জানা যায় যে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব হইলে 'রস' হয়। রসের সার চমৎকারিত্ব। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই কাব্যে চমৎকারিত্ব সমর্পণ করে। ব্যঞ্জনারহিত কাব্য অলঙ্কার-পূর্ণ হইলেও শোভা পায় না। রস ব্যঞ্জনাগম্যই বলিয়া অলঙ্কারিকেরা রসকে কাব্যের প্রাণ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই রসতত্ত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবকবিগণ অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর রসাস্বাদন-বৈচিত্রী বিশেষভাবে

পরিবেষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া বাৎসল্য বা সখ্যরসও উপেক্ষিত হয় নাই। শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার প্রভৃতিও বৈষ্ণবকবিগণ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের 'কাননে কামিনী কোই না যায়' (পদকল্পতরু ১৭৩০) 'মুখরিত মুরলী মিলিত মোদনে' ইত্যাদি পদটি অনুপ্রাস ও যমকের দৃষ্টান্ত। তদ্রূপ তদ্রচিত 'দেখত বেকত গৌরচন্দ্র' (১০৬৫) পদটিতেও অনেকস্থলে রূপক এবং তত্রত্য 'উদিত দিনহুঁ রাতিয়া' বাক্যে উপমান প্রাকৃতচন্দ্র হইতে উপমেয় গৌরচন্দ্রের দিবারাত্রিতে উদয়-নিবন্ধন 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার সূচিত হইতেছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেখান যায়।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ—সঙ্গীতের আকরস্থান সর্বোচ্চ ধাম শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী ও অভিন্নব্রজ শ্রীনবদ্বীপে। নিত্য-রাসস্থলীতে ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুরতর আনন্দসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গরঙ্গাবলীর উদ্ভাবক এবং শ্রীনবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন রাসবিলাসের নিত্য সহায়ক। ব্রজগোপীগণ চতুঃষষ্টিকলাবিৎ, অতএব সঙ্গীতজ্ঞও, এই বিদ্যা অনাদি হইলেও ব্রহ্মা হইতেই ইহা সঙ্গীতরূপে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

"পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ। ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥" প্রাচীনতম ঋগ্‌বেদের ছন্দঃ ও মাত্রাদি হইতে বুঝা যায় যে বৈদিকযুগে এই সঙ্গীতবিদ্যার যথেষ্ট প্রচার-প্রসার ছিল। গীতনিবদ্ধ সামবেদে বহু প্রকার গীতের উপায়াবলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিকগানেও সপ্তস্বর—ক্রুষ্ট, প্রথম হইতে ষষ্ঠ—এই সাত (সামসংহিতাভাষ্য)। সামবিধানব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—দেবতারা ক্রুষ্ট, মনুষ্যগণ প্রথম, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দ্বিতীয়, পশুগণ তৃতীয়, পিতৃলোক চতুর্থ, অসুর ও রাক্ষসগণ পঞ্চম এবং ঔষধি প্রভৃতি অন্য জগৎ ষষ্ঠ স্বরে তৃপ্ত। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত প্রমাণ-(৫।২৪৯৭)-বলে জানা যায় যে ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহলাদি সঙ্গীত-প্রচারক। এই দেব-ঋষি-প্রচারিত সঙ্গীতচর্চা ভারত হইতে গ্রীস্ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল—আরবে, পারস্যে, স্পেইনে, ইটালীতেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। অধুনা তত্তদ্দেশে কণ্ঠ-সঙ্গীত হইতেও যন্ত্র-সঙ্গীতের-সমাদর দেখা যাইতেছে। ভারতীয় ষড়্‌জ ঋষভাদির আদিবর্ণ সরিগাদির অনুকরণে প্রতীচ্য দেশেও ডো, রি, মি প্রভৃতি আকারে সপ্তস্বরের প্রচলন হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের প্রায় মন্ত্রগুলিই স্বরতানলয়-সহযোগে উচ্চারিত হইয়া সামগান হয়। বেদের আরণ্যকগুলিও ক্রমে ক্রমে গীত হইতে থাকে। পৌরাণিকযুগে দেবর্ষিনারদ কচ্ছপী বা তুম্বুরু-নামক বীণাসহযোগে হরিগুণ গান করেন। পৃথিবীতে ভরতমুনিকেই সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা হয়। তৎপরে নর গন্ধর্ব ও কিন্নরাদি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। 'সঙ্গীতপারিজাত', 'সঙ্গীতদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীত শব্দে নৃত্যগীতবাদ্যের সমবায়কে বুঝায়। 'সংকীর্ত্তনৈকপিতা' স্বয়ং মহাপ্রভু সঙ্গীতের সমাদর পূর্ব্বক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে রুক্মিণী-আবেশে নৃত্য করিয়া নাট্যকলাকে ভগবৎসেবোপায়রূপে প্রচার করিয়াছেন। উপাস্য-সন্তর্পনই গানের উদ্দেশ্য। কীর্ত্তন-শব্দে 'নামগুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং' (রসামৃত) অথবা ভক্তিসন্দর্ভোক্ত—'কলৌ যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব।' ইত্যাদি বচনে ভগবন্নামগুণাদি প্রচারকেই লক্ষ্য করে। 'ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং' বলিয়া শ্রীজীবপাদ কীর্ত্তনে তালমানের নিরপেক্ষতাই সূচিত করিয়াছেন তবেই কীর্ত্তন-শব্দ শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম, রূপ, গুণলীলাবিষয়েই প্রযোজ্য। মহাজনী পদাবলীও এতদ্‌বিষয়কই। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির যে ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন—তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে নামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত বিধেয়, তৎপরে রূপশ্রবণাদি, রূপ সম্যক্ প্রকারে উদিত হইলে গুণাবলির স্ফুরণ এবং তৎপরে নামরূপগুণরাজি ও তৎপরিকরাদি সম্যক্ স্ফুরিত হইলেই লীলাবলির স্ফুরণ সুন্দররূপে হইতে পারে। এই ক্রম লঙ্ঘন করিলে অনর্থপাত অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে সঙ্কীর্ত্তন-প্রথা প্রচারিত হইলেও—শ্রীস্বরূপদামোদরের কণ্ঠে এইরূপ গানের বীজপত্তন হইলেও—কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি হইতে ইহার পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। আচার্য্যপ্রভু **মনোহরসাহী**, ঠাকুর মহাশয় **গরাণহাটী**, এবং শ্যামানন্দপ্রভু **রাণীহাটী** (রেণেটী) গানের প্রবর্ত্তক। এই ত্রিবিধ গীত-পদ্ধতিই গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। টেঁয়া বৈদ্যপুরবাসী গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণবদাস) 'পদকল্পতরু'-নামক পদ সংগ্রহকর্তা আর এক সুর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাহাকে 'টেঁয়ার ছপ্' বলে। মনোহরসাহী কীর্ত্তনে দশকুশী, ধামার, ছোট (বড়) চৌতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতালাদি কঠিন কঠিন তালের এবং মেঘ, মালকোশ, শ্রী, মালবশ্রী, ধানশ্রী প্রভৃতি বিবিধ রাগরাগিণীর গান আছে। এই সকল রাগরাগিণীর প্রায় কথাই শ্রীপদামৃতসমুদ্রের টীকায় দ্রষ্টব্য। গরাণহাটী ও রেণেটী কীর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। রেণেটী গীতে 'গৌরচন্দ্র' গীত হয়। এই কীর্ত্তনে সঙ্গীত-মাধুর্য্য, মহাজনের পদ-লালিত্য ও ভাবগাম্ভীর্য্যাদির বিদ্যমানতায় ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছে। মহাজনী পদাবলীতে যে রসভাবচাতুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে—তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও গীতে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণ অধিকাংশই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন—তন্মধ্যে স্বরূপদামোদর, মুকুন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতির নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুঃখের বিষয় ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় এই কীর্ত্তনে অধুনা বহু প্রকার আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে মাৎসর্য্যশীল অথচ অনধিকারী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে এই সাহিত্য যে বহুশঃ বিকৃত হইয়াছে—তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ইহাদের মধ্য হইতে খাঁটি, জাল (প্রক্ষেপাদি) বাছিয়া লওয়া সুকঠিন ব্যাপারই বটে। সংকীর্ত্তনৈকপিতার কৃতি ভক্তগণ যদি আবার আসিয়া সংশোধন কার্য্যটি করেন, তবেই মঙ্গল।

সংকীর্ত্তনের মহামাহাত্ম্য যে সর্বশাস্ত্রে বিঘোষিত, এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ইহার প্রবর্ত্তক, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিদ্যমান। নগরসঙ্কীর্ত্তনের সূত্রপাতও যে তিনিই করিয়াছেন—তাহাও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (মধ্য ১।৭০৫—৮) সাক্ষ্য দিতেছেন। কাজীদলনলীলায় বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তনও বিস্তৃতভাবে দেদীপ্যমান। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন'-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখেই কীর্ত্তনের মহামহিমা পরিব্যক্ত করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

নবম পরিচ্ছেদ—৭। চরিত-শাখা

[শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭—১৫০০ শকাব্দা]

১। শ্রীমুরারি গুপ্ত ও কড়চা

আশৈশব শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ শ্রীমুরারিগুপ্ত-বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত বা কড়চা নামক গ্রন্থখানি বিবিধ মধুর ছন্দোবিন্যাসে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রায় সকল লীলারই সমাবেশ আছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থের প্রধানতঃ এই কড়চাই উপাদান বা অবলম্বন। তিনি কড়চার ৪র্থ প্রক্রমের ১৬শ সর্গ পর্য্যন্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন—অধিকাংশ স্থলে অনুবাদ করিয়াছেন—স্থলবিশেষে অস্পষ্ট ঘটনাগুলিকে অধিকতর সুব্যক্ত করিয়াছেন। ৪।১৭ হইতে ৪।২০ পর্য্যন্ত চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না, তৎপরে ২১শ সর্গের রামদাস-নামক দ্রাবিড় বিপ্রের প্রসঙ্গটি অনুবাদ করিয়াই শ্রীলোচন নিজ গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। শ্রীল কর্ণপূর গোস্বামিচরণ তদীয় মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত এই কড়চার অনুসরণ করিয়া পরে অন্য পন্থা ধরিয়াছেন। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার বহুস্থলের সাহায্য লইয়াছেন, স্থলবিশেষে ইহারই অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য পদকর্ত্তা এবং লীলা-লেখকগণও অল্পবিস্তর এই গ্রন্থের সহায়তা লইয়াছেন। শ্রীমৎকবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥

অন্যত্র—দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

বস্তুতঃ এই কড়চাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রত্যক্ষ লীলাচরিত্র অঙ্কিত হওয়ায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিতত্বের আশঙ্কা নাই। গ্রন্থখানির রচনাকাল-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। মুদ্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ১৩২৫ ও তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণে ১৪৩৫ (?) শকাব্দা—ইহার কারণ কি? ৪।২৪ সর্গে গ্রন্থ বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার গম্ভীরাপ্রসঙ্গটি বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় যেন গ্রন্থের শেষাংশ (১৬শ সর্গ হইতে) পরবর্ত্তীকালের যোজনা হইবে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকিলে ঐ কড়চা চতুর্থ সংস্করণের মৎকর্ত্তৃক লিখিত অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী (১।১০।৩৩, ৫৬) এবং উৎকলীয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র (১।১০।১২৯) ব্যতীত অন্য প্রদ্যুম্নের কথা কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে—'প্রদ্যুম্ন মিশ্র বুরুঙ্গাবাসী কীর্ত্তিমিশ্রের বংশজাত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্ঞাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র'। "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে" শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার ইহাকে নাতিপ্রামাণিক বলিয়াছেন এবং বিবিধ যুক্তিতর্কও বিন্যস্ত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিন সর্গে মোট শ্লোকসংখ্যা (১৯+৩০+৫৩) ১০২; ভাষাটি সরল, প্রায়ই অনুষ্টুপ্ ছন্দ। রচনার কালনির্দেশ নাই। ইহাতে শ্রীগৌরের জীবনীর কোনও তথ্যই নাই, কেবল সন্ন্যাসের পরে শোভাদেবীকে দর্শন দিতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন—এই বিশেষ। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মধুকর মিশ্রের ঔরসে চারিপুত্রের পরে সর্পের প্রসব (১।৫—৮), জগন্নাথের অষ্ট কন্যার পরলোকের পরে বিশ্বরূপের জন্ম, তৎপরে শচীসহ জগন্নাথের শ্রীহট্টে গমন, শচী ঋতুস্নাতা হইলে শোভাদেবীর স্বপ্নে দৈববাণী-শ্রবণ ও জগন্নাথের নবদ্বীপে

বিদায়। জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক গমনের পূর্বেই লক্ষীপ্রিয়ার সহিত বিবাহ (৩।৮), বঙ্গদেশে গমন, লক্ষীপ্রিয়ার স্বধামে গমন। বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহ ও সন্ন্যাস—শান্তিপুরে শচীদেবী-কর্তৃক মহাপ্রভুকে শোভাদেবীর নিকটে প্রতিশ্রুত বাক্যরক্ষার্থ উপদেশ এবং এই জন্যই তিনিই শ্রীহট্টে বুরুঙ্গায় আগমন করেন। তথায় তিনি গাভীগণের মুখে উচ্চ হরিধ্বনি করাইলে কৃষকগণ চমৎকৃত হইয়া গ্রামে নিবেদন করে এবং এই ভাবে তিনি স্বপিতামহী-কর্তৃক পরিচিত হয়েন। এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণকে তিনি স্বহস্তে এক চণ্ডী লিখিয়া তাহার জীবিকানির্ধারণের ব্যবস্থা করেন (৩।২৭)। গ্রন্থখানির ভাষা আধুনিক বলিয়া সাহিত্যিকদের মত ; বিষয়-সন্নিবেশও অদ্ভুত, কাজেই প্রামাণিকতায় সন্দিহান হইতে হয়।

৩। শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ দ্বিতীয় স্বরূপ নদীয়াবাসী পুরুষোত্তমাচার্য্য (সন্ন্যাসের নাম—স্বরূপ দামোদর) গম্ভীরা-লীলার নিত্য সঙ্গী ছিলেন এবং নদীয়ালীলাতেও তিনি যে সহচর ছিলেন, (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৫২) তাহাতেও সংশয় থাকিতে পারে না ; যেহেতু প্রভুর সন্ন্যাসলীলায় বিক্ষিপ্ত হইয়াই তিনি কাশীতে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে পুরীতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী মুরারি ও স্বরূপের কড়চানুসারেই যে তাঁহার চরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ মধ্য ও শেষলীলায় দামোদরের কড়চাই অবলম্বনীয় ছিল, তাহা নিম্নলিখিত পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়।

(১) দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩১২)
(২) প্রভুর মধ্য শেষলীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ (আদি ১৩।১৬)
(৩) দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥ (আদি ১৩।৪৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমে ৫—১২ শ্লোক স্বরূপ দামোদর-কৃত বলিয়া কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়। চন্দ্রোদয় নাটকে (৭।১০) "হেলোদ্ধূলিতখেদয়া" শ্লোকটি শ্রীস্বরূপদামোদর-কৃত বলিয়াই প্রকাশ। স্বরূপ বৈষ্ণবতত্ত্ব সিদ্ধান্তে ও সদাচার প্রভৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন—রঘুনাথ দাসগোস্বামির সকল শিক্ষার ভার তাঁহার উপরেই সমর্পিত হইয়াছিল। গৌরগণোদ্দেশে (৯, ১৩) কথিত আছে যে গৌরাঙ্গনিত্যানন্দাদি পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহা স্বরূপেরই মত। দুঃখের বিষয় এই কড়চাখানি বহু প্রচেষ্টাতেও হস্তগত হইলেন না।

৪। শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যাদি

শ্রীকবিকর্ণপূর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকও চরিত-শাখায় অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। তাহাদের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে নামমাত্র উল্লেখ করা গেল।

৫। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ও বাল্যলীলাসূত্র

শ্রীহট্ট লাউড়াধিপতি দিব্যসিংহ (নামান্তর কৃষ্ণদাস)-কর্তৃক 'বাল্যলীলাসূত্রং' নামক সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলাই বর্ণিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জীবনীর মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুকরণে রচিত হইলেও ইহাতে বহু আর্ষপ্রয়োগবৎ পদ দৃষ্ট হয়। কমলাক্ষের (অদ্বৈতের) হুঙ্কারে রাজপুত্রের অচৈতন্য হওয়া, পণাতীর্থ বিবরণ, কমলাক্ষের দণ্ডবতে দেবীমূর্ত্তি-বিদারণ ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। ১৪০৯ শকাব্দে বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইহার আটটি সর্গ, প্রথম সর্গে ৫৬ শ্লোকে অদ্বৈত-বংশানুচরিত, দ্বিতীয়ে ৬৬ শ্লোকেও বংশানুচরিত, তৃতীয়ে ৩৮ শ্লোকে প্রভুর জন্ম—(১৩৫৬ 'শাকে

রস-প্রাণ-গুণেন্দুমানে'), চতুর্থে ৪২ শ্লোকে পগাতীর্থ-প্রকাশ, পঞ্চমে ৩৩ শ্লোকে বিভূতিপ্রকাশ, ষষ্ঠে ২৮ শ্লোকে কালিকান্তর্ধান, সপ্তমে ২৯ শ্লোকে অদ্বৈতমিলন এবং অষ্টমে ৪১ শ্লোকে কুবের স্বর্গারোহণ। মোট—৩৩৩ শ্লোক। ঈশান নাগরকৃত 'অদ্বৈত-প্রকাশের' প্রথমতঃ ইহাই উপাদান। এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকদের বিচারে আধুনিক।

৬। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের পরমপূত লীলাকথায় মুখরিত শ্রীশ্রীব্যাসাবতার শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগৌরচরিত্রের আদিগ্রন্থ—বঙ্গভাষার আদি মহাকাব্য। এই মহাগ্রন্থের প্রতিছত্রে অলৌকিক মহাশক্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবিনম্র অন্তঃকরণে এ গ্রন্থের সেবা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন—তাঁহারাই এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রেমেরই ভাষা পরিব্যক্ত হইয়াছে—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা পরতত্ত্বসীমা পরম প্রেমময়—শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার পার্ষদগণও প্রেমময়, তাঁহাদের লীলা মাধুরীও প্রেমে অনুরঞ্জিত, কবিও একজন মহাপ্রেমিক স্বয়ং ব্যাসাবতার, সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে প্রেমের অক্ষয় অমিয় প্রস্রবণ যে প্রবাহিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামীও এই গ্রন্থের বহু সম্মান দান করতঃ মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ওরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
বৃন্দাবনদাস কেল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশ সর্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

[চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৩—৩৯

বস্তুতঃ প্রেমের নিগূঢ় মহিমা, ভক্তিতত্ত্বের সমগ্র সৎসিদ্ধান্ত এই মহাগ্রন্থে সরল ও অতিসুন্দর ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থও বিরল-প্রচার। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে বঙ্গীয় সমাজের বিচিত্র চিত্র এই গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে। ইহার নাম প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলই ছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ ইহাকে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' আখ্যা দেন। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে রীতিমত পঠন পাঠন হইত। শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত নিত্য পাঠ করাইয়া বহু বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে স্বয়ংও শ্রবণ করিতেন (চৈঃ চঃ আদি ৮)। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের পদে পদে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব কবিত্ব ও সর্বতঃ প্রসারিণী প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই মানবীয় সমালোচনার অতীত *।

"শ্রীচৈতন্যভাগবত—বঙ্গভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ; বঙ্গদেশে যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। তাৎকালীন বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ-সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয় সহকারে শ্রীচৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে, নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন।

*শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকার ছায়া।

কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রাচীন চিত্রকরের উপযুক্ত ; তাহা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের শেষাংশ-রচনা-কালে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুতে আবেশাতিরেক বশতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা পূর্ত্তি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মুদ্রিত সংস্করণ সমূহেও শ্রীঅদ্বৈতপুত্র গোপালের নৃত্যাবেশে মূর্চ্ছার প্রসঙ্গ (যাহা চরিতামৃত মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদে শ্রীবৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে) কোনও পুঁথিতেই নাই। আমরা শ্রীবৃন্দাবনে এবং কালনা হইতে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায় বহুস্থলে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ভাব-ভাষাদি অন্যপ্রকার বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। বিশেষতঃ চৈতন্য-চরিতামৃত আদি অষ্টম পরিচ্ছেদ *—"চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ'—বলিয়া কবিরাজ গোস্বামীও এই কথা বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের সারঃ—আদিখণ্ডে (১) ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠতা ; (২) শ্রীকৃষ্ণকৃপাব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা ; (৩) কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন ; (৪) নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই ; (৫) স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি ; (৬) অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে। কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে॥' (৭) 'নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥' (৮) "চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি। নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥ সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥" (৯) সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ। তান হঞা ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥ (১০) ভক্তের কবিত্ব যে-তেমতে কেনে নয়। সর্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥ (১১) ভক্ত আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়। (১২) যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার! অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥ (১৩) অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম। (১৪) সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ (১৫) বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। (১৬) খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ (১৭) অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সেই-সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়॥ (১৮) উচ্চ করি লইলে (নাম) শতগুণ পুণ্য হয়। (১৯) উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে। (২০) সর্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে।

মধ্যখণ্ডে—(১) 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি, অসৎপথে চলে॥' (২) কৃষ্ণের সেবক মাতা! কভু নহে নাশ। কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥ (৩) এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি। মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোল হরি॥ (৪) এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়। অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥ (৫) বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥ (৬) এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর। কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার॥ বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে। 'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এসব জনারে॥ (৭) জয় জয় (গৌর) হরেকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ। (৮) অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে। অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥ (৯) যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার

* শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচনার সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পূর্বে—একথা নিশ্চিত, যেহেতু এই গ্রন্থের পঠন পাঠন ও অনুশীলনাদির ইঙ্গিত চরিতামৃতে বর্ত্তমান। বর্দ্ধমান জিলার কাইগ্রামের মুন্সীবাবুদের গৃহে যে সুপ্রাচীন শ্রীচৈতন্যভাগবত আছে, তাহাতে ১৪৯৭ শকাব্দা লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়—

"চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন। নিত্যানন্দ-ধ্যানে গ্রন্থ হৈল সমাপন॥"

কিন্তু প্রেমবিলাসে ১৪৯৫ শকাব্দা উল্লিখিত হইয়াছে—

"চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দা যখন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥"

দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরমানন্দ সুখ॥ (১০) নিন্দায়ে নাহিক কার্য্য সবে পাপলাভ। এতেকে না করে নিন্দা মহামহাভাগ॥ অনিন্দুক হই যে সকৃত কৃষ্ণ বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ (১১) জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়। ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায়॥ (১২) জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥ (১৩) যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধমযোনিতে ডুবি মরে॥ (১৪) 'ভক্তি হৈতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে। নিরন্তর জাঠি মারে মোরে সেই জনে॥ (১৫) ভক্তস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি। ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥ (১৬) ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥ (১৭) যে মন্ত্রতে যে বৈষ্ণব ইষ্টধ্যান করে। সেইমত দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥ (১৮) কোনমতে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা। আপনে চৈতন্য বোলে 'সেই জন গেলা॥' (১৯) সন্ন্যাসীহ যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র। জানিহ সে খলজন জন্ম জন্ম অন্ধ॥ পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম। সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ (২০) সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি। (২১) মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনো কালে। পরচর্চ্চকের গতি নাহি কভু ভালে॥ (২২) মো' হইতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়। তোর স্থানে এই সত্য কহিলাঙ দঢ়॥ (২৩) সর্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম। বৈষ্ণবাপরাধে সেই নাম লয় প্রাণ॥ (২৪) অপরাধ- ভঞ্জনী গঙ্গায় সেবাকার্য। (২৫) চারিবেদ-গুপ্তধন চৈতন্যের কথা। (২৬) কমলাকান্তের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে। (২৭) অল্পকরি না মানিহ 'দাস' হেন নাম। অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥ আগে হয় মুক্ত তবে সর্ববন্ধনাশ। তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস'॥ (২৮) কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে। অপরাধ হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥ (২৯) ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সভারে। পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে। লৌকিক বৈদিক যত কিছু বিষ্ণুশক্তি। সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি॥ (৩০) ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূতবুদ্ধি। তোমা স্মঙরিলে সর্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥ (৩১) সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত। জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত॥ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে। সব চৈতন্যের রূপ ভেদ কর পাছে॥ (৩২) বিষ্ণুভক্তি আশীর্বাদ অক্ষয় অব্যয়। ভক্তিবিনে কেহো যেন কিছুই না চায়॥ (৩৩) যেতে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ (৩৪) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস। এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥ (৩৫) সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস, তার দাস। সত্য মোর লীলা, কর্ম, সত্য মোর স্থান॥ (৩৬) আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব। নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট—কহে শাস্ত্র সব॥ (৩৭) চৈতন্যচরণে যার আছে রতি মতি। জন্ম জন্ম হয় যেন তাহার সংহতি॥ (৩৮) মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে। যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥ (৩৯) ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥ (৪০) মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্য দেখিয়া। একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া॥ (৪১) ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি-সনে॥ জীবন্যাস করিলে সে মূর্ত্তি পূজ্য হয়। 'জন্মমাত্র এচারি ঈশ্বর'—বেদে কয়॥ (৪২) দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়। পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়॥ (৪৩) ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার। (৪৪) সর্বপাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন। অবশ্য তাহারে মুঞি করিমু স্মরণ॥ (৪৫) বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণুভক্তি হয়। (৪৬) পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল। (৪৭) অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে। যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥ (৪৮) ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ (৪৯) ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ—ধন। ভক্তি এই—কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন॥ কৃষ্ণবলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে। ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥ (৫০) সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া। যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥ (৫১) প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই। মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥

অন্ত্যখণ্ডে—(১) কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কাঁদে যে সুকৃতি জন। সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ববন্ধ-বিমোচন॥ (২) দৃশ্যা-

দৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ। (৩) ভক্তবই আমার দ্বিতীয় আর নাই। ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥ (৪) ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন। অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥ ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্বত্র॥ (৫) যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ। সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥ (৬) ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব ধর্ম—সভারে প্রণতি। সেই ধর্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥ (৭) বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে। কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বোলে॥ (৮) যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন। সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥ আর যদি নিন্দা-কর্ম কভু না আচরে। নিরবধি বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥ এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে। কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে॥ (৯) অজ্ঞ হই ভাগবতের যে লয় শরণ। ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥ (১০) গ্রন্থ ভাগবত আর, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র। নিত্য পূজে, পঢ়ে, শুনে, চাহে ভাগবত॥ সত্য সত্য সেহো হইবেক সেই মত॥ (১১) সর্বগুণহীন যদি চৈতন্য-চরণে। স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভবনে॥ (১২) অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা। পুত্র হই অদ্বৈতের তভু তিঁহো গেলা। (১৩) যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র সুশীতল। তথাপি চৈতন্যবিমুখের কালানল॥ (১৪) নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই। দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥ (১৫) ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল। ভক্তিবিনে রাজা হইলেও অমঙ্গল॥ প্রভু বোলে—'যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে। কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে'॥ (১৬) অজ্ঞ হইয়া লইবেক কৃষ্ণের শরণ। সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন॥ তবে কৃষ্ণ দেন তারে হেন দিব্যমতি। সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নামে **'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার'** নামক একখানা গ্রন্থের আরোপ করিতে দেখা যায়। ইহা (১) বীরচন্দ্রাবতার, (২) বীরচন্দ্র-প্রকাশ, (৩) বীরচন্দ্র প্রভুর বংশ-প্রকাশ, (৪-৫) জাহ্নবা মাতার শ্রীবৃন্দাবনে গমন এবং (৬) বৃন্দাবন-ভ্রমণ—এই ছয় স্তবকে সম্পূর্ণ। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরে আরোপিত **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়** নামে আর একখানা পুস্তিকা ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহোদয়-কর্তৃক ৪৫৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় দর্শনের (অধ্যায়ের) বর্ণনানুসারে (১০৪ পৃঃ) জানা যায় যে ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচনার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ২৭ নক্ষত্র-কর্তৃক পরিবেষ্টিত গগনচন্দ্রমাবৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেও চন্দ্রস্বরূপ ধরিয়া ২৭টি পার্ষদরূপ নক্ষত্রের সংক্ষেপ চরিত্র, স্বভাব ও স্বরূপাদির পরিচয় প্রদান করাই ইহার উদ্দেশ্য। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বেঢ়ি তারা-ভক্ত যত। ক্ষুদ্র হইয়া আমি তাহা কহিব বা কত॥ অশ্বিন্যাদি যথা সপ্তবিংশতি কথন। তথা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত করিব বর্ণন॥ সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার। শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিব প্রচার॥" বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে ও শ্রীপাটবোধখানায় ইহার মূল পুস্তক আছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

৭। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীলোচনদাস তাঁহারই আজ্ঞায় 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। ইহাতে চারিটী খণ্ড—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। এই গ্রন্থ মঙ্গলকাব্য-প্রণালীতে লিখিত। সরকার ঠাকুরের প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরহরির লীলাবলী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—'গৌরলীলা-দরশনে, বাঞ্ছা কত হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।' এবং "কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে কেহ লীলা। নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিলা॥" বাসুঘোষ নরহরির এই সাধ কতক পরিমাণে পূর্ত্তি করিলেও—এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রকাশিত হইলেও—কিন্তু তাহাতে নরহরির প্রাণের পিপাসা মিটে নাই, যেহেতু তাহাতে রসরাজ গৌরভজনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। সুতরাং লোচন দ্বারা তিনি সেই অভাব পূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করত নিজের গৃহে কোগ্রামে পাঠাইয়া গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করেন। লোচন গৃহ-সমীপে একটী কুলতলায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া তেড়েটের পাতায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীগৌরের অপার করুণায় গুহ্য ঘটনাবলীও লোচনের মানসলোচনে দৃশ্য হইয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।

সূত্রখণ্ডে—মঙ্গলাচরণ, গুরুবন্দনা, শচী ও জগন্নাথমিশ্রের আবির্ভাব, কলিতে পাপাধিক্য-দর্শনে নারদের আক্ষেপ ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরুক্মিণী-সমীপে গিয়া কলিহত জীবের দুরবস্থা বর্ণনা, কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার ও ব্রহ্মাশিব প্রভৃতির সমীপে নারদকে ঘোষণা করিতে আদেশদান। রুক্মিণী সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাবী গৌরাবতার-বিষয়ক আলোচনা। যাবতীয় ভক্তের আবির্ভাব-বর্ণনা।

আদিখণ্ডে—শচীর গর্ভাবস্থায় অদ্বৈতপ্রভুর শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন, গর্ভবন্দনা; ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রহণকালে জ্যোতির্ময় শচীদেহ হইতে গৌরাবির্ভাব, নবদ্বীপে মহানন্দোৎসব, শচীগৃহে জনতা, নামকরণ, বাল্যলীলা, ঔদ্ধত্য, গঙ্গায় জলকেলি, বালিকাগণের নৈবেদ্য-ভোজন, উপনয়ন, জগন্নাথমিশ্রের পরলোক-প্রাপ্তি, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, বঙ্গদেশযাত্রা, লক্ষ্মীর গঙ্গা-বিজয়, লক্ষ্মীর পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়, গয়াযাত্রা, ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানে জ্বরনিবারণ, ঈশ্বরপুরী সহ মিলন ও দীক্ষা, গয়াকৃত্য, বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে আগমন।

মধ্যখণ্ডে—ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণভক্তি ও হরিনাম-যাজন, ভক্তসঙ্গে হরিকথা, মুরারি গুপ্ত কৃত 'রামাষ্টক'-আস্বাদন, নিত্যানন্দ-মিলন, শ্রীনিবাসমন্দিরে কীর্ত্তন, নিত্যানন্দের কৌপীন লইয়া সকলের মস্তকে বন্ধন, সঙ্কীর্ত্তন, জগাই-মাধাইর উদ্ধার, বৃন্দাবনগমনের জন্য ব্যগ্রতা, কেশব ভারতীর সহ সাক্ষাৎকার, সন্ন্যাসের সূত্রপাত, শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবিধ রসরঙ্গ, নিশান্তকালে গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়াযাত্রা, ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-প্রার্থনা, ভারতীর প্রত্যাখ্যান ও প্রভুর বিনয়, ভঙ্গীতে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্রকথন, ক্ষৌরকালে মধুনাপিতের খেদ ও বরপ্রাপ্তি—সন্ন্যাসান্তে রাঢ়ে ভ্রমণ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের নবদ্বীপে আগমন ও খেদ, শান্তিপুরে অদ্বৈতমন্দিরে মিলন, নীলাচলযাত্রা, দণ্ডভঙ্গলীলা, দানিগণের দৌরাত্ম্য এবং ঐশ্বর্য্য-দর্শনে ভক্ত উদ্ধার করিয়া একাম্রনগরে উপস্থিতি, শিবদর্শন, প্রসাদ-গ্রহণ, পুরীতে আগমন, সার্বভৌম-মিলন ও ষড়ভুজ দর্শন, সার্বভৌমকৃত চৈতন্যসহস্রনাম স্তব।

শেষখণ্ডে—জীয়ড়নৃসিংহাদি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, কাঞ্চী, কাবেরী সেতুবন্ধনাদি দর্শন ও নীলাচলে পুনরাগমন, নৃসিংহানন্দের কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সুখগমন-জন্য মানসে রাস্তা-নির্মাণ, কানাইর নাটশালা হইতে প্রভুর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন-গমনাদি, নীলাচলাভিমুখে পুনর্যাত্রা, পথে ঘোল খাইয়া গোয়ালাকে অর্থদান, নবদ্বীপে আগমন ও ভক্তসঙ্গ, সকলকে প্রবোধ দিয়া নীলাচল-যাত্রা, প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার, দ্রাবিড় দেশীয় দরিদ্র বিপ্রের দারিদ্র্য-মোচন-প্রসঙ্গ, জগন্নাথাঙ্গে লীন হইবার বৃত্তান্ত—শ্রীমন্নরহরির বৃত্তান্ত ও গ্রন্থকারের পরিচয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চাই ইহার প্রধান অবলম্বন। গ্রন্থপ্রারম্ভে, মধ্যে ও শেষে ইহারই আনুগত্য শ্রীগ্রন্থকার বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলে জলসাধনকালে, শ্রীগৌরের শ্রীঅঙ্গ মার্জনাকালে, লক্ষ্মীবিবাহ-প্রসঙ্গে, বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহের উদ্বর্তনকালে ও বিবাহ-প্রভৃতিতে নদীয়া নাগরীগণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রসরাজ গৌরাঙ্গের * সংসূচনা দেখা যায়।

* শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রসরাজ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মতবাদের বিশেষ আলোচনার অবকাশ নাই। সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ সূচিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, মধ্যতরজা, করুণা প্রভৃতি ছন্দঃ দেখা যায়; গ্রন্থের ভাষা সরল ও লালিত্যপূর্ণ। পদগুলি কীর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন রাগরাগিণীর নির্দেশ আছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণে কাহারও ইতস্ততঃ থাকিলেও কিন্তু ভৌগোলিক বৃত্তান্তের প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক আর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—রসাত্মক। পল্লবিত কবিত্বাংশে ঠাকুর লোচন শ্রীবৃন্দাবনকেও স্থলবিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন। ঠাকুর লোচন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত—দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, রাগলহরী এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন বলিয়া 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের গীতিকাভাগের পদ্যানুবাদের কথা পদাবলী-সাহিত্যে দ্রষ্টব্য।

৮। শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রীচরিতামৃতে উক্ত সুবুদ্ধিমিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। বীরভদ্র প্রভুর প্রসাদে এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় ইনি এই গ্রন্থখানি নয় ভাগে পালাবন্দী করিয়া প্রণয়ন করত দেশে দেশে চামর-হস্তে গান করিয়া বেড়াইতেন। "প্রথমেত আদি খণ্ডে যুগধর্ম-কর্ম। দ্বিতীয়ে নদীয়াখণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম॥ তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ডে ছাড়ি নিজ বাস। চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস। পঞ্চমে উৎকল খণ্ডে গেলা নীলাচল। ষষ্ঠমে প্রকাশ খণ্ডে প্রকাশ উজ্জ্বল। সপ্তমেতে তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি। অষ্টমে বিজয় খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী। নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ। যুগাবতারে যত করিলা গৌরাঙ্গ। এই নব খণ্ড গীত চৈতন্য মঙ্গল। শুনিলে সকল পাপ যায় রসাতল॥" এই গ্রন্থে অনেক অদ্ভুত তথ্য (?) লিপিবদ্ধ আছে—(১) শ্রীচৈতন্য প্রভুর পূর্বপুরুষগণ উৎকলে যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন—পরে রাজা ভ্রমরের ভয়ে দেশত্যাগ করত শ্রীহট্টে জয়পুর গ্রামে বাস করেন। মারীভয় হওয়ায় জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপে আসেন। (২) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের

বিরুদ্ধে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু কেবল মহাভাবাঢ্য, শ্রীমদ্ ভাগবতে তিনি 'পরিভবঘ্ন' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-কুটুম্বাদিজনিত-তিরস্কার-রহিত, শ্রীচৈতন্যভাগবতে—'গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বোলে' ইত্যাদি, প্রত্যেক অবতারেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র 'একপত্নীব্রতধর', শ্রীনন্দনন্দন 'গোপীজনৈকবিলাসী', তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গও নিজপত্নী ব্যতীত অন্যত্র স্বাভিলাষ দৃষ্টিক্ষেপ-রহিত। শ্রীমদ্ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের (২৭) টীকায় নাগরীগণের উক্তিজাতকে 'ভাববিতর্ক' বলিয়াই ধরিয়াছেন।

স্বপক্ষে—"শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত বপু", "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" শ্রীগৌরে মহাভাবের প্রাবল্য সর্বসম্মত হইলেও রসরাজত্বে অনাঢ্যত্বাংশেরও কিঞ্চিৎ প্রচার প্রসারাদি অযৌক্তিক নহে। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে (১৩২) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী 'গৌরনাগরবরের' ধ্যান লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে শ্রীমন্নরহরি বলিয়াছেন—'পুরুষানেব প্রকৃতিভাবং নিনায়।' 'নিত্যবৈরাগী হইয়াও তিনি নিত্য বিলাসী'—ইহাই শ্রীচন্দ্রোদয়ের (২।২৪) মত—শ্রীভগবানে বিরুদ্ধরস ও বিরুদ্ধ ভাবের সম্মিলন স্বীকার করিতে গেলে রসরাজত্বেরও স্বীকার অনিবার্য্য। শ্রীধামগত শ্রীবিভূতি গোস্বামিপাদের গৃহে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন এক পুঁথিতে 'গৌরাঙ্গনাগর বই স্তব নাহি বোলে' এই পাঠ দৃষ্ট হইয়াছে। নদীয়া নাগরীগণকে সত্য সঙ্কল্প স্বীকার করিয়া তাঁহাদের চিরাভীষ্ট মিলনকে কেবল ভাববিতর্কেই পর্য্যবসিত করিলে—গৌণ স্বাপ্ন সম্ভোগ স্বীকার করিয়া মুখ্য সম্ভোগ উড়াইয়া দিলে 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায়েরই অবসর বলিতে হইবে। (উজ্জ্বল ১৫।২২০) "চিত্রং স্বপ্নমিবাতন্বন্ কৃষ্ণং সঙ্গময়ত্যলম্" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই নাগরীদের রাগাত্মিকা ভক্তি—রুচিভেদে, অধিকারভেদে গ্রহণীয়, কিন্তু সার্বজনীন নহে। আমরা স্বপক্ষে বিপক্ষে যাহা যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীমদ্ রাধামোহন ঠাকুরের যুক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

পরে নবদ্বীপের মুসলমানগণের বিষম বিপ্লব। (৩) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান—গঙ্গাতীরে কলাগাছি গ্রাম, পিতা মনোহর, মাতা উজ্জ্বলা—ভাট বংশে জন্ম। (৪) কৃত্তিবাস, গুণরাজখাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বৃন্দাবনদাস ব্যতীত চৈতন্যচরিতকার সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গৌবিন্দবিজয়-প্রণেতা পরমানন্দপুরী, চৈতন্য-সঙ্গীতরচয়িতা গৌরীদাস পণ্ডিত, গৌরাঙ্গবিজয়-প্রণেতা পরমানন্দ গুপ্ত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা গোপাল বসু প্রভৃতির নামোল্লেখ। (৫) কড়চা-লেখক 'গোবিন্দ কর্মকার'—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সহচর; (৬) মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-কাহিনী। (৭) নিত্যানন্দের অষ্টাদশ বৎসরে গৃহত্যাগ, (৮) গয়াগমনে কাল-বিপর্য্যয়, পরিকর-বিপর্য্যয়াদি, (৯) গয়ায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার, (১০) লক্ষ্মীর বিয়োগে গৌরের প্রেমানন্দে নৃত্য, (১১) বিংশ বর্ষে সন্ন্যাস, সন্ন্যাসে যাইবার সময় গ্রন্থ-সংগ্রহ, (১২) রাজমহিষী চন্দ্রকলার গলে গৌরের মাল্যদান, (১৩) রায় রামানন্দের প্রতি কৃষ্ণভক্ত না হওয়ায় তীব্র ভৎর্সনা, (১৪) বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনসহ মিলন, (১৫) জগন্নাথমিশ্রের পিতৃনাম-বিপর্য্যয় ইত্যাদি। এই সব অদ্ভুত কাহিনী বর্ত্তমান থাকায় বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের আদরও নাই, পঠন পাঠনও নাই। ভক্তিরত্নাকরেও এই গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই।

পদকল্পতরুতে শ্রীলোচন দাসের ভণিতায় যে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা' আছে, তাহা জয়ানন্দের গ্রন্থে বৈরাগ্য খণ্ডে পরিবর্ত্তন সহকারে (মাঘমাসের ঘটনায় আদৌ মিল নাই) সংযোজনা হইয়াছে। জয়ানন্দের কাব্যে কোনই পরিপাট্য বা রচনা-নৈপুণ্য নাই। অনেক অসংলগ্ন ও বিপর্য্যস্ত কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

৯। ঈশান নাগর ও অদ্বৈতপ্রকাশ ?

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ঈশান নাগর-কর্ত্তৃক অদ্বৈতপ্রকাশ রচিত। ঈশান পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে তদীয় অনাথা জননী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাতা-পুত্র উভয়েই দীক্ষিত হন। অচ্যুতানন্দের সহিত ঈশান লেখাপড়ায় ক্রমশঃ ব্যুৎপন্ন হন। শ্রীগৌর-বিরহে শ্রীঅদ্বৈত আত্মসঙ্গোপন করিতে ইচ্ছা করত ঈশানকে স্বজন্মভূমি শ্রীহট্টে শ্রীগৌরনামপ্রেম প্রচার করিতে আদেশ করেন। অদ্বৈতের অপ্রকটে ঈশানকে বঙ্গদেশে গমনোদ্যত দেখিয়া শ্রীসীতাদেবী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ও শ্রীঅদ্বৈত চরিত্র বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। এই অদ্বৈত প্রকাশ শ্রীহট্টে নবগ্রামে রচিত হয়। ইহার প্রধান উপাদান—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের (রাজা দিব্যসিংহের নামান্তর) 'বাল্যলীলাসূত্র', অদ্বৈতের আবাল্য সঙ্গী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস আচার্য্যের মুখাশ্রিত বৃত্তান্ত এবং স্বয়ং দৃষ্ট ঘটনাবলী। ১৪৯০ শকে গ্রন্থকারের ৭০ বর্ষ বয়সে এই গ্রন্থ শেষ হয় বলিয়া প্রকাশ।

ইহাতে ২২টি নাতিক্ষুদ্র অধ্যায় আছে—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিচিত্র লীলাবলী বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গেরও অনেক নূতন কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তগণ-বৃত্তান্তও যথাযথ ভাবে সমাবেশ হইয়াছে।

ঘটনাবলী—[১] সদাশিব ও মহাবিষ্ণুর মিলনে দুঁহু এক মূর্ত্তি হইলে নাভাগর্ভে অবতীর্ণ হইবার জন্য দৈববাণী—কুবেরাচার্য্য তর্কপঞ্চাননের [লাউড় পরগণায় নবগ্রামবাসী] গৃহে নাভাদেবীর অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন—কমলাক্ষের আবির্ভাব। [২] পণাতীর্থ-বিবরণ—কালীর মন্দিরে রাজপুত্রের মূর্চ্ছাপনোদন—কমলাক্ষের দেবী-প্রণামে মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়া দেবীর অন্তর্ধান। [৩] কমলাক্ষের অন্তর্ধানে কুবেরের শোক ও সান্ত্বনা—শান্তিপুরে পুনরাগমন ও পিতামহসহ মিলন—অধ্যয়ন—গঙ্গার বিল হইতে অদ্ভুত উপায়ে গুরু-আজ্ঞায় পদ্মানয়ন—বেদপঞ্চানন-উপাধি লাভ। [৪] পিতামাতার অন্তর্ধানে গয়াশ্রাদ্ধ—তীর্থভ্রমণ—মাধবেন্দ্রপুরী সহ মিলন—অনন্তসংহিতায় গৌরাবতার—বৃন্দাবনে মদনগোপালের বৃত্তান্ত—বিশাখার চিত্রপট ইত্যাদি। [৫] মাধবেন্দ্রপুরীর শান্তিপুরে আগমন—অদ্বৈতের দীক্ষা—পুরীগোসাঞির চন্দন-চয়ন ও রেমুণাতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি। [৬] শান্তিপুরে দিগ্‌বিজয়ীর আগমন ও দীক্ষা। [৭] ব্রহ্মহরিদাসের পূর্ব বৃত্তান্ত—বুড়ন গ্রামে জন্ম—গৃহত্যাগ; হরিদাস শান্তিপুরে—নামমহিমা—হরিদাসের বৈষ্ণব-বেশ—তর্কচূড়ামণি যদুনন্দনাচার্য্যসহ মিলন। [৮] শ্রী ও সীতাদেবীর

কথা—বিবাহ—সীতার স্বপ্নে মন্ত্রলাভ, [৯] হরিদাসের ফুলিয়া গমন—রামদাস বিপ্রকে হরিনামদান- বেনাপোলে বেশ্যা উদ্ধার, যবন-উদ্ধার—সর্পের কর্ণে হরিনামদান—হরিদাসের মহিমা ও অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা। [১০] অদ্বৈতকর্তৃক নবদ্বীপে টোলস্থাপনা—শচী-জগন্নাথের চতুরক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা—গৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা। [১১] অচ্যুতের জন্ম, ঈশানের আগমন—কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালদাসের জন্ম। [১২] গৌরাঙ্গের শাস্ত্রাধ্যয়ন—কৃষ্ণমিশ্রের 'সপ্রণব গৌরায় নমঃ' মন্ত্রে চাঁপাকলা-নিবেদন—"গৌরনামে কৃষ্ণ নাম ভুক্ত"—লোকনাথের ভাগবতপাঠ ও মন্ত্রগ্রহণ—গৌরাঙ্গের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ—বিদায় ও বিবাহ। [১৩] ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন—গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গে পদ্মনাভ গৃহে বিজয়—তপনমিশ্র—বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়। [১৪] গয়া-গমন—দীক্ষাগ্রহণ—নিত্যানন্দ-মিলন—অদ্বৈতের জ্ঞান-ব্যাখ্যায় গৌরের ক্রোধ—তিন প্রভুর ভোজন। [১৫] বলরাম ও জগদীশের জন্ম—সন্ন্যাসে শচীবিষ্ণুপ্রিয়া ও অদ্বৈতের অবস্থা—শান্তিপুরে মিলন—শ্রীক্ষেত্রযাত্রা—সার্বভৌম-মিলন। [১৬] মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আগমন—রূপসনাতন—রঘুনাথদাস—মথুরাগমন—শান্তিপুর হইতে গোরার আজ্ঞাপুষ্পরথে অচ্যুতের ব্রজে গমন এবং গোপীব্রজ (বৃন্দাবন) হইতে ভক্তিব্রজের (নবদ্বীপের) মাহাত্ম্যাতিশয় প্রকটন—রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনমাহাত্ম্য। [১৭] প্রয়াগে শ্রীরূপ-মিলন—কাশীতে আগমন—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র সহ মিলন—উলঙ্গ সন্ন্যাসীসহ অচ্যুতের বিচার—সন্ন্যাসীর প্রেমলাভ *—প্রবোধানন্দ উদ্ধার। [১৮] অদ্বৈতের সীতাসহ নীলাচল-যাত্রা—রথযাত্রায় গোপাল দাসের মূর্চ্ছা—মহাপ্রভুর ভিক্ষানিমন্ত্রণ—ঈশানের প্রতি প্রভুর উপদেশ-সার,—কবি কর্ণপূর—ভক্ত কুকুর—ছোট হরিদাসের বর্জন। শ্রীরূপের শ্রীক্ষেত্রে আগমন—নাটক-রচনা—মহাপ্রভুর ভাগবত ও ন্যায়ের টীকা—সনাতনের কণ্ডুক্ষয়—রথোৎসব—হরিদাস-নির্য্যাণ। [২০] সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যাদ্বয়—গৌরীদাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা ও নারায়ণমন্ত্রে নিত্যানন্দ পূজার ব্যবস্থা হইলে শ্রীঅচ্যুতানন্দকর্ত্তৃক খণ্ডবাসী নরহরির গৌরমন্ত্রে গৌরপূজার কারণ জিজ্ঞাসা— অদ্বৈত বলিলেন—"প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমার্ণবে। ভক্তি-অনুসারে পূজা সকলি সম্ভবে।" বসুধার মৃতদেহে নিত্যানন্দকর্ত্তৃক প্রাণ সঞ্চারণ ও বিবাহ—জাহ্নবা দেবীকে যৌতুকস্বরূপে গ্রহণ—খড়দহে শ্যামসুন্দর-প্রতিষ্ঠা। অদ্বৈতের পুনঃ জ্ঞানব্যাখ্যা, মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন ও মিষ্ট বাক্যে ভৎর্সনা—ভক্তিব্যাখ্যা, অদ্বৈত-শিষ্যগণের দ্বৈবিধ্য। [২১] জগদানন্দ—শচীর সংবাদ—অদ্বৈতের প্রহেলিকা, বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা—মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে অদ্বৈতের শোক, কৃষ্ণমিশ্রে সেবা-সমর্পণ—বলরাম ও জগদীশের কৃষ্ণমূর্ত্তি-স্থাপন। [২২] অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বিরহ-বর্ণনা, অদ্বৈতের খড়দহে গমন—নিত্যানন্দের অন্তর্ধান ও মহোৎসব—বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোর ব্রত, দাস গদাধরের মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার বৃত্তান্ত-শ্রবণ; অদ্বৈতের সঙ্কল্প।

'প্রভু কহে মোর দুঃখ শুন ভক্তগণ। মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গ-নিন্দন॥
ইহা মোর পরাণে নাহিক সহ্য হয়। তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ তেজিমু নিশ্চয়॥'

শ্রীঅদ্বৈতের শেষ উপদেশ—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম। যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-দ্বেষী যত পাষণ্ডী অসভ্য। তা সভার সঙ্গত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য॥

শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর্ধান—গ্রন্থকারের লাউড় গমনের কারণ।

এই গ্রন্থে কোথাও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই, ভাষাটিও সরল, আড়ম্বরহীন অথচ মধুর, কিন্তু আধুনিক বলিয়া কাহারও মতে ইহা ষোড়শ শকাব্দার রচনা নহে।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ নাম শুদ্ধ প্রেমরসময়। সিদ্ধহরি নামাপেক্ষা মাধুর্য্যাতিশয়॥

'শ্রীগোবিন্দ কর্মকারের কড়চা' (??) নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি লইয়া বহুদিন হইতে বিবাদ চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনকর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ঐ কড়চার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

১০। শ্রীহরিচরণদাস ও অদ্বৈতমঙ্গল ?

শ্রীঅদ্বৈতনন্দন অচ্যুতানন্দের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থকার বোধ হয় অচ্যুতানন্দের শিষ্য। অদ্বৈতমঙ্গল পাঁচ অবস্থার ও তেইশ সংখ্যায় বিভক্ত। পাঁচ অবস্থায় যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যবয়সোচিত লীলামালা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজয়পুরীর নিকট হইতে শ্রীঅদ্বৈতের বাল্যলীলা অবগত হইয়াছেন। কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য-লীলাবর্ণনাত্মক গ্রন্থ ব্যতীত ইহাতে অন্য কোনও গ্রন্থের নাম নাই। গ্রন্থশেষে অনুবাদে গ্রন্থসূচী দেওয়া হইয়াছে। শান্তিপুরে দানলীলাভিনয় বর্ণনা (?) ইহার এক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ আচার্য্য প্রভুর বর্ত্তমান কালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বর্ণনা শ্রীমুরারি, কবিকর্ণপুর ও শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রামাণিকতায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি সংস্কৃত (খণ্ডিত) অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে উপপুরাণমধ্যে গণিত করিয়াছেন—যথা "ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে উপপুরাণে আদিখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।" দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্ত্তার কোনও নাম পাওয়া যায় নাই। প্রারম্ভশ্লোক—

জগজ্জন-মনোহরং জগদপূর্বলীলাময়ং হরিং হরিসমুন্নতোজ্জ্বল-রসাব্ধিমগ্নান্তরম্।
সহাস-মধুরাননং মধুরমালতীমালিকং ভজে ভুবনমঙ্গলং চিরসুখায় বিশ্বম্ভরম্॥ ১
শ্রীমচ্চৈতন্যদেব-প্রিয়গণচরণেঽনেকধাগ্রে প্রণাম স্তস্মাচ্চৈতন্যমীশং সুরনুতচরণং শ্রীনবদ্বীপধাম্নি।
বন্দেঽহং তং দয়ালুং স্বয়মবতরণং যস্য বিশ্বম্ভরাখ্যা ভক্তানাং পূজনং মে বরমূপচিতিতো ব্যক্তমুক্তং হি বেদে॥ ২

অধ্যায়শেষে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রাবধূতকঃ। তয়োঃ পাদপদ্মগানে দাসবৃন্দাবনোত্তমঃ॥

[**শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগ—১৫০০—১৭৫০ শকাব্দা**]

১২। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীলকবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে এই গ্রন্থে অনন্যসুলভ মনস্বিতা, অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির সহিত একাধারে সুগম্ভীর দার্শনিকতা, কাব্যরস, অলঙ্কার,

---

ভক্তিভূষণ মহাশয় **'গোবিন্দদাসের কড়চারহস্য'** নামক গ্রন্থে যথেষ্ট যুক্তিবলে উহার খণ্ডন করিয়াছেন। সকল কথা বাদ দিয়া নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি বিচার্য্য—

১। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন বলিয়া সকল চরিত-গ্রন্থে উক্ত হইলেও ইহাতে তাঁহাকে দীর্ঘ জটাধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। মহানির্বাণতন্ত্রে (৮) "যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্ দ্বিজন্মনাং।"

২। তিনি বিষয়ী ও নারী হইতে সর্বদা সুদূরে থাকিলেও ইহাতে রাজাদিগের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার এবং বারবনিতাদের সহিত আলাপাদি করিতেছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

৩। ভারতী সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ কখনও অগ্নিস্পর্শ না করিলেও ইহার হাতে রুটি তৈয়ার করান হইয়াছে।

বিশেষতঃ—৪। ভাষাবিদ্‌গণ এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে এই গ্রন্থের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হইবে না।

৫। বস্তুতত্ত্ব-বিচারেও ইহাতে ভ্রম প্রমাদাদি ও বহু অসঙ্গতি থাকায় ইহা শ্রীচৈতন্যভক্ত-কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে না।

ইতিহাস প্রভৃতি সহজ সুমধুর ভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবেষিত হইয়া সকলকে আনন্দ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত করে। এই অপ্রাকৃত মহাকবি তিনি অমৃত পরিবেষণ করিয়া চিরতৃষিত মানব সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল ও সূক্ষ্ম মর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সহিত সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের হস্তে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় যে কার্য্য অবলীলাক্রমে সাধিত হইয়াছে—তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। অযথা কথা না বাড়াইয়া সংক্ষেপ করিয়া—অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যান-বর্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস সে সফলতা লাভ করিয়াছেন—তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসের বক্ষে জয়স্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।

শ্রীচরিতামৃতের উপাদান—বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি এবং শ্রীগোস্বামিগণ-রচিত গ্রন্থাদি ব্যতীত তিনি মুখ্যতঃ (১) শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, (২) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা এবং (৩) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ংই (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৪৬—৫০) স্বীকার করিয়াছেন। গোস্বামিগ্রন্থ মধ্যেও আবার শ্রীরূপগোস্বামিপাদের লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি হইতেও যে তিনি সাহায্য লইয়াছেন, তাহাও স্বীকার্য্য। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে 'শ্রীবৃন্দাবন দাসের উচ্ছিষ্ট চর্বণ' করা ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুসরণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও বাংলা গ্রন্থের নামকরণও করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্বার্দ্ধ এবং শ্রীচরিতামৃত তাহার উত্তরার্দ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারকে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাৎকালীন বহির্মুখ সমাজে 'নারায়ণ', 'বৈকুণ্ঠবিলাসী', 'মুকুন্দ', 'লক্ষ্মীকান্ত', 'সীতাকান্ত', প্রভৃতি আখ্যা দিয়া এবং মাঝে মাঝে 'গোকুলনাথ' ['এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে'] 'বনমালী' ও 'কৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে আরাধ্য ঈশতত্ত্ব—তাহাই সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ভিত্তিকে সুদৃঢ়তর করিবার জন্য দার্শনিক প্রণালী অবলম্বনে 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ' 'রাধাকৃষ্ণদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং' 'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।' (১।২।৯) এবং 'চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥' (১।২।১২০) ইত্যাদি পরিভাষারূপে প্রথমেই পাঠ করত 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো' ইত্যাদি শ্লোকে অবতারের মুখ্য কারণ নির্দেশ পূর্বক বিজাতীয় ভাবে অর্থাৎ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় রসাস্বাদনে অসামর্থ্যহেতু "রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হন অবতীর্ণ॥" (১।৪।২৬৮) ইত্যাদি প্রমাণ-প্রয়োগ পুরঃসর সুবিচারে সুমীমাংসিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট বস্তুটি অশেষ বিশেষে আলোচনা, আস্বাদন ও অনুশীলন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুগম্ভীর গম্ভীরালীলায় যে প্রেমরত্নাকর উদ্বেলিত হইয়া নীলাচলকে ব্যাপ্লুত করত দশদিকে প্রসৃত হইতেছিল—'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাঁহা হইতে', (২।২৫।২৬৪) 'সেই অক্ষয়-সরোবর' শ্রীচৈতন্যলীলা-তরঙ্গের একবিন্দুলেশ মাদৃশ ত্রিতাপতাপিত কলিকলুষহত জীবাধমকেও স্পর্শ করাইবার জন্য ইহভব-রোগনাশক শ্রীকবিরাজের প্রাণ কাঁদিয়াছিল; তজ্জন্যই তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা শ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ (৩।১২।১)

এবং—চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম।　　বৈষ্ণব, বৈষ্ণব শাস্ত্র, এই কহে মর্ম (২।২২।৩৬১—২)

বস্তুতঃ শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরহরির এই "অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী অহৈতুকী" ভক্তির উদ্দেশ না দিলে কেহই তাহার সন্ধান পাইত না। এক কথায় বলিতে গেলে ষড় গোস্বামি-কর্তৃক অনুশীলিত ও আস্বাদিত রসসিন্ধু ও তত্ত্বসিন্ধু মন্থন করত তত্রত্য অমৃতনির্য্যাস শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধালু জীবনিচয়কে পরিবেষণ পূর্বক তাহাদিগকে অমরত্ব লাভ করিবার অসমানোর্দ্ধ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামির শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণ—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" পক্ষান্তরে, শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের ইঙ্গিতে উক্ত—'কামলীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়। লক্ষার্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়' (আদি ১২।২৩৭) বাক্যে ভগবৎস্বরূপের চিরন্তন **স্বভাবটি** অভিব্যক্ত করিয়াছেন—অথচ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং' ইত্যাদি শ্লোকের 'পরিভবঘ্ন' পদের 'ইন্দ্রিয়-কুটুম্বাদি-জনিত-তিরস্কার-রহিতত্ব' প্রদর্শন জন্য 'গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বোলে' (১।১৫।৩০) এবং "যদ্যপি সকল **স্তব** সম্ভবে তাহানে" ইত্যাদি বাক্যে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরে নাগরত্ব নিষেধ পূর্বক যে রসরাজ গৌরাঙ্গের উট্টঙ্কন করা হইয়াছে—তাহারই পরিবেষণ হইয়াছে শ্রীললোচন দাসের ধামালীতে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে। শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীগৌরাঙ্গে কেবল **ভগবত্ত্বই** পরিস্ফুট হইয়াছে—শ্রীকবিরাজের শ্রীগৌরাঙ্গে **মহাভাবাঢ্যত্ব** প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীলোচন ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গে নাগরীদের চক্ষুতে প্রতীয়মান **রসরাজত্ব** পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং নিরপেক্ষ সাধকগণ একই স্বয়ংভগবানের ব্রহ্ম-আত্ম-**ভগবদ্রূপ** ত্রিতত্ত্বে পরিস্ফুরিত স্বরূপবৎ স্বস্বরুচি-অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপত্রয়ের যে কোনও স্বরূপে মজিতে পারেন, ডুবিতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত মতে কিন্তু অখণ্ড শ্রীগৌরতত্ত্ব—তিন মহাজনেরই শ্রীগ্রন্থে শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। নাগরীদের উক্তিসমূহ ভাববিতর্ক-মূলক বলিলে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না *। বস্তুতঃ এই জাতীয় মিলন ভাবদেহেই সম্ভবপর, কদাচ রক্তমাংসের দেহে নহে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু বক্তা ও শ্রোতা 'শ্রীনিবাসেশ্বর' শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইতে পারেন; শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিয়া কেহ কেহ (বিরলপ্রচার) খণ্ডবাসীর হৃদয়বল্লভ শ্রীগৌরহরিকে উপলব্ধি করেন; শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া বিশুদ্ধবিক্রম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রামের লীলাবলী আস্বাদন করেন; শ্রীকবিকর্ণপূরের নাটক ও মহাকাব্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীশিবানন্দেশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণকমল মধুপানে লুব্ধ হন; শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু জীব শ্রীগৌরপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠা লাভ করেন; কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া অতিশয় সুদুর্লভ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-সনাতন শ্রীহরিদাস-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-(গদাধরের) প্রাণ কোটি অনুরাগ প্রদীপের শিখায় নির্মঞ্ছিত নীলাচল-বিভূষণ মহাভাব-(রসরাজ) মূর্ত্তি শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মসেবায়

* পদামৃতসমুদ্রের ২৭ সংখ্যক গীতের টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাভাবাঢ্যত্ব রাখিতে গিয়া শ্রীগৌরের নাগরালি-সম্বন্ধে **আশঙ্কা** তুলিতেছেন—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কলিকল্মষক্লিষ্ট নিখিল নরনারীর সংসার-নিদান শৃঙ্গারাদি অনর্থ-নিবৃত্তি পূর্বক কেবল প্রেমবিতরণার্থেই প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়া তৎকালে নবদ্বীপধামে প্রাদুর্ভূত নায়িকাদের প্রতি পরনারীপরপুরুষগত শৃঙ্গার-সূচক নানা প্রকারে কটাক্ষাদি ধৃষ্টতা কিরূপে সম্ভব হয়? **উত্তর** দিতেছেন—পূর্বাবতারে ইনিই বিষয়ালম্বন ছিলেন; এই জ্ঞানে তাঁহারই আশ্রয়ালম্বনভাবময়ী কোনও নবদ্বীপ নাগরী শ্রীগৌরাঙ্গকৃত কটাক্ষাদিকে নিজের প্রতি অভিযোগ-প্রকাশ মনে করিয়া নিজ সখীকে স্বলালসা জানাইতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেই কটাক্ষাদির উদ্ভব হয়, যেহেতু এই অবতারে মুখ্যতঃ আশ্রয়ালম্বনেরই ভাবাধিক্য বর্ত্তমান। কাজেই তাঁহার কটাক্ষাদি দূষণ নহে; পক্ষান্তরে নদীয়া নাগরীদেরও শ্রীগৌরের আশ্রয়াবলম্বনত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানও দোষাবহ নহে, কিন্তু স্বভাবব্যত্যয়ের অভাবে তাহাকে গুণই বলিতে হয়।

লুব্ধ হইতে পারেন ॥ (গৌড়ীয় ২৪।৫০)

গ্রন্থের বিভাগ ও বিবরণ—গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত ; আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় ১৭, মধ্যে ২৫ এবং অন্ত্যলীলায় ২০টি পরিচ্ছেদ। [শ্লোক-সংখ্যা—কবিরাজ গোস্বামিকৃত ৯৭+উদ্ধৃত শ্লোক—৯১৫=মোট ১০১২। পয়ার-সংখ্যা আদি ২০৮৯+মধ্য ৫৩১৮+অন্ত্য ৩০৩৬=মোট ১০৪০৩ ; শ্লোক ও পয়ার-সংখ্যা সর্বমোট ১১৫১৫।] তিন লীলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনুবাদ যথাক্রমে ১৭শ, ২৫শ ও ২০শ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে নীলাচল-লীলার ধারাবাহিক অনুবাদ লিখিতে গিয়া মধ্য ও অন্ত্য লীলার একটি সংক্ষেপ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের সাধারণতত্ত্ব, দ্বিতীয়ে বিশেষতত্ত্ব, তৃতীয়ে অবতারের বাহ্য উদ্দেশ্য, চতুর্থে অন্তরঙ্গ হেতু ; পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব, ষষ্ঠে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। সপ্তমে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান, অষ্টমে গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও গ্রন্থকারের পরিচয়, নবমে শ্রীচৈতন্যমালাকারের প্রেমফলদানের ঔদার্য্য-প্রদর্শন, দশম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরের নিজ শাখা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধরের শাখাসমূহের স্থূলতঃ তালিকা—এই পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদগুলিকে 'উপোদ্‌ঘাত' বলা চলে। ত্রয়োদশে জন্মলীলা, চতুর্দ্দশে বাল্যলীলা, পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা, ষোড়শে কিশোরলীলা এবং সপ্তদশে যৌবনলীলার ঘটনাবলী ও গ্রন্থানুবাদ লিখিত হইয়াছে।

মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপসনাতনের বৃত্তান্ত, মধ্য ও অন্ত্য লীলার সূত্র, দ্বিতীয়ে শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলাবলীর সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ ; তৃতীয়ে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী ঘটনা, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, অদ্বৈতগৃহে আগমন ইত্যাদি। চতুর্থে ও পঞ্চমে নীলাচলপথে রেমুণা, যাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বরাদি স্থানের আখ্যায়িকা, দণ্ডভঙ্গলীলাদি ; ষষ্ঠে নীলাচল আগমন ও সার্বভৌম-মিলন, সপ্তমে দক্ষিণ-যাত্রা, অষ্টমে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন, নবমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, দশমে ও একাদশে পুরীতে প্রত্যাগমন ও ভক্তসম্মিলন ; দ্বাদশে, ত্রয়োদশে ও চতুর্দ্দশে নীলাচলে অবস্থান, জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী প্রভৃতি বর্ণনা ; পঞ্চদশে ভক্তবিদায় ; ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা ও কানাইর নাটশালা হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ; সপ্তদশে বনপথে পুনঃ বৃন্দাবনযাত্রা, অষ্টাদশে বৃন্দাবনে ভ্রমণ, উনবিংশে প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা, এবং বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত কাশীতে সনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিংশে ও একবিংশে সম্বন্ধতত্ত্ব-নিরূপণ, দ্বাবিংশে অভিধেয়তত্ত্ব, ত্রয়োবিংশে প্রয়োজনতত্ত্ব, চতুর্বিংশে **'আত্মারাম'** শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা এবং পঞ্চবিংশে মায়াবাদি-উদ্ধার ও বৈষ্ণব-স্মৃতির উদ্দেশাদি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থানুবাদ—

অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে—শ্রীরূপের সহিত দ্বিতীয় মিলন এবং কাব্যামৃত-আস্বাদন ও সেন শিবানন্দের কুক্কুর-আখ্যান ; দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসের বর্জন ; তৃতীয়ে হরিদাস ঠাকুরের মহিমা, নাম-মহিমা ও দামোদরের বাক্যদণ্ড, চতুর্থে—শ্রীসনাতনের সহিত পুনর্মিলন ; পঞ্চমে রামানন্দমুখে প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, বঙ্গকবির নাটক-পরীক্ষা ; ষষ্ঠে দাসগোস্বামির প্রসঙ্গ ও চিঁড়া মহোৎসব ; সপ্তমে বল্লভ-ভট্ট মিলন ; অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর কটাক্ষে ভিক্ষা-সঙ্কোচন, নবমে গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার, দশমে রাঘবের ঝালি, একাদশে শ্রীহরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ-মহোৎসব ; দ্বাদশে জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত, ত্রয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবনযাত্রা, প্রভুকর্ত্তৃক দেবদাসীর গীত-শ্রবণ ও রঘুনাথ ভট্টসহ মিলন ; চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশে দিব্যোন্মাদ, অন্তর্দশায় বৃন্দাবনদর্শন ও কৃষ্ণান্বেষণ, ষোড়শে কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-প্রসঙ্গ, কবিকর্ণপূরের শিশুচরিত এবং ফেলালব-মাহাত্ম্য ; সপ্তদশে তেলেঙ্গাগাভীর মধ্যে পতনাদি, অষ্টাদশে সমুদ্রে পতন ; উনবিংশে বিরহ-প্রলাপ, মুখঘর্ষণাদি, এবং বিংশে শিক্ষাষ্টক-আস্বাদন ও গ্রন্থানুবাদ—

শ্রীকবিরাজ গোস্বামির দৈন্যোক্তি পড়িয়া তাঁহার আন্তরিকতা, অটুট বিশ্বাস ও অটলা ভক্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের 'দীনতাই ভক্তি-জননী' এই উক্তির যাথার্থ্য ইঁহারই জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখা যায়। যাঁহারা শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবিক ধারণা হয় যে এই গ্রন্থরত্ন ভক্তিরসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই উপাদেয় ও আস্বাদ্য। ইহা শ্রীরূপপাদের নিখিল রসময় গ্রন্থাবলির সুধাময় প্রবাহে

পরিষিক্ত কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপপাদের গ্রন্থরত্নাকরে যে সকল অমূল্য নিধি নিহিত আছে, তাহা সংগ্রহ করত এই চরিতামৃতকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী একাধারে খাঁটি জহুরীর ন্যায় গ্রন্থসাগরের অতলতলে ডুবিয়া লুক্কায়িত রত্নাবলি সংগ্রহ ত করিয়াছেনই, তদুপরি নিজের লোকাতীত ভক্তির অনুভব—তাঁহার সেই সিদ্ধাবস্থার বিশুদ্ধ ভক্তির অমিয় প্রবাহও শ্রীচরিতামৃতের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। চরিতামৃত গোস্বামিদের উপদেশরত্নের মহাভাণ্ডার—যাঁহারা সংক্ষেপতঃ গোস্বামিশাস্ত্রের মর্ম জানিতে ইচ্ছুক—তাঁহারা চরিতামৃত পাঠ করিলেই তাহার আভাস পাইবেন।

নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ মহাশয় ইহার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীচরিতামৃতের টীকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য। *Madras Govt. Oriental Mss. Library*তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি সংস্কৃত টীকার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। *(R. No. 3013)* ইহার রচয়িতার নাম বোধ হয় নিত্যানন্দ অধিকারী (৭) এবং টীকার নাম—'গৌরভক্তবিনোদিনী' (৬)। শ্লোকাবলির টীকাই কেবল ইহাতে বিদ্যমান। প্রারম্ভ :—

মন্দারমাত্মা সরোজাঙ্ঘ্রিভাজাং মন্দারসৌন্দর্য্যবিনিন্দকোষ্ঠম্।
বৃন্দারকৈর্বন্দ্যপদারবিন্দং বৃন্দাবনেশং সততং প্রপদ্যে ॥ ১
নিজপ্রভা-নির্জ্জিতপুষ্পকেতুং পাষণ্ড-বিধ্বংসন-ধূমকেতুম্।
বন্দে স্বভক্তপ্রপদাম্বুসেতুং চৈতন্যচন্দ্রং ভবমোক্ষহেতুম্ ॥ ২

পুরুষোত্তমদেবাখ্য-বসুধাধিপতের্গুরোঃ। আজ্ঞয়া সম্মতা নাম্না গৌরভক্ত-বিনোদিনী ॥ ৬
সেয়ং চৈতন্যচরিতামৃত-টীকা ময়া মুদা। বিচার্য্য ক্রিয়তে নিত্যং নিত্যানন্দাধিকারিণা ॥ ৭

আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যতীত প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহারে প্রায় একইরূপ শ্লোক দেখা যায়—যথা

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণনে। পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়েঽস্মিন্ ভগবত্তত্ত্বনির্ণয়ঃ ॥

১৫৩৭ শকাব্দায় (কাহারও মতে ১৫৩৪) শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ সমাপ্তি হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিতে আরোপিত **'স্বরূপবর্ণন'** নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থাগারে ৩২৪ নং পুঁথিটী ১০৮৩ সালে লিখিত—বিষয় গৌরগণোদ্দেশবৎ।

১৩। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীচৈতন্যরসায়ন

শ্রীনরোত্তমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে (২০২ পৃঃ) শ্রীবিশ্বনাথ-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্যরসায়ন। স্বপ্নচ্ছলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ ॥
"ওহে বিশ্বনাথ এ চৈতন্যরসায়নে। বর্ণিবা পৃথক কিছু করিয়াছ মনে ॥
কলিযুগে মোর এই অদ্ভুত বিহার। অনেক জানিবে যাথে মোর চমৎকার ।
মোর লীলারসে মগ্ন মোর ভক্তগণ। আস্বাদয়ে নানামতে করিয়া বর্ণন ॥
যে যৈছে রূপ বর্ণিব, সে সব তৈছে হয়। না কর সন্দেহ—এ পরানন্দময় ॥"
... ...
শ্রীচৈতন্যরসায়নে বর্ণিতেন যাহা। না হইল গ্রন্থ পূর্ণ, না বর্ণিল তাহা ॥

১৪। শ্রীনিত্যানন্দদাস ও প্রেমবিলাস ?

শ্রীখণ্ডের কবিরাজ-বংশে কবি আত্মারামদাসের ঔরসে ১৫৩৭ খ্রীঃ নিত্যানন্দের জন্ম হয়। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম বলরাম—শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃবিয়োগে ইনি মা জাহ্নবার আশ্রয়ে আসেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি বিংশ বিলাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত; কিন্তু বহরমপুর সংস্করণে ২৪২ বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীলআচার্য্যপ্রভুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী আছে। প্রেমবিলাসে (২য়) গ্রন্থকার-কৃত শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং (৯ম) শ্রীনরোত্তমের জন্মোৎসব সম্পর্কে দুইটি বঙ্গভাষায় পদ দেখা যায়। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিশেষ ঘটনা -(১) শ্রীনিবাসের জন্মসম্বন্ধে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীচৈতন্য দাসের স্বপ্নদর্শনাদি। (৪) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপাপ্রাপ্তি, সীতাদেবীর কৃপালাভ। (৫) অভিরামের চাবুক মারিয়া কৃপা। বৃন্দাবনে গমন। (৭) শচীর পিতার বংশাবলী, ঈশ্বরপুরীর নিকট নিতাইর দীক্ষা ও সন্ন্যাসগ্রহণ (?), মহাপ্রভুর আজ্ঞায় লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামির বৃন্দাবনে গমন। (৮) 'নরোত্তম' নাম ল'য়া মহাপ্রভুর পদ্মাতীরে ক্রন্দন ও আহ্বান, পদ্মায় প্রেমস্থাপন! (৯) নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার, গর্ভমাহাত্ম্য ও নরোত্তমের জন্মোৎসব। (১০) নিত্যানন্দের আদেশে নরোত্তমের পদ্মায় স্নান ও গচ্ছিত প্রেমপ্রাপ্তি, প্রেমোন্মাদ, বৃন্দাবনে গমন বহু উপবাসে অবসন্নতা, বৃক্ষতলে শয়ন, গৌরাঙ্গকর্ত্তৃক দুগ্ধদান, স্বপ্নে শ্রীরূপসনাতনের দর্শনলাভ। (১১) নরোত্তমের গুরুসেবা, দীক্ষাশিক্ষা, ভজন, দুগ্ধ আবর্ত্তনসেবায় হস্ত দগ্ধ হইতে দেখিয়া লোকনাথ ও শ্রীজীবের কৃপা। (১২) নরোত্তমের অধ্যয়ন, শ্রীনিবাসসহ মিলন, গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসিতে শ্রীনিবাসের প্রতি আজ্ঞা, শ্যামানন্দ মিলন, শ্রীরাধারাণীর নূপুর প্রাপ্তি ও নূপুরতিলক। (১৩) বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থরত্নচুরি, বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের খেদ, কবিরাজ গোস্বামির অন্তর্দ্ধান, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের দেশে গমন। গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সগোষ্ঠী রাজার দীক্ষা। (১৪) নরহরির সঙ্গোপনে শ্রীনিবাসের দুঃখ, রামচন্দ্রের দীক্ষাশিক্ষাদি, গোবিন্দ কবিরাজের প্রসঙ্গ ও দীক্ষা, নরোত্তমের খেতরীগমন, গৌরাঙ্গ ও বল্লবীকান্তের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, মহান্তগণের খেতরীআগমন, মহাসংকীর্ত্তন, ভাবাবেশ, মহান্তবিদায়। (১৫) মা জাহ্নবার বৃন্দাবনপথে খেতরীআগমন ও পরে বৃন্দাবনগমন। (১৬) জাহ্নবাসহ শ্রীরূপ, দাসগোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামির সহিত সাক্ষাৎকার, গ্রন্থকারের প্রতি মা জাহ্নবার উপদেশ। (১৭) রামদাস ও কৃষ্ণদাস নামক বৈষ্ণবদ্বয়ের ভোজন, যাজিগ্রামে ও দক্ষিণদেশে গমন। শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ বীরচন্দ্রকর্ত্তৃক পুত্রবরদানে গতিগোবিন্দের জন্ম, ঠাকুরমহাশয়ের ছয়বিগ্রহ-আখ্যান, রামচন্দ্রসহ প্রীতির বর্ণনা। রামচন্দ্রের পত্নীর অনুরোধে ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরণায় রামচন্দ্রের অনিচ্ছায় গৃহে রাত্রিযাপন ও প্রভাতে আসিয়া মঙ্গল আরতি দর্শন, নিজ অঙ্গে কাঁটার আঘাত করাতে নরোত্তমের অঙ্গফুলা, গঙ্গানারায়ণের দীক্ষা প্রেমভক্তি প্রণয়ন। (১৮) দাসগোস্বামীর ভজন-প্রণালী, কৃষ্ণদাস কবিরাজের দাসগোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ, গোপালভট্টের কাহিনী, প্রবোধানন্দের আদেশে গোপালের বৃন্দাবনগমন, রূপ সনাতনসহ মিলন, হরিভক্তিবিলাস-প্রণয়ন, হরিবংশের বিবরণ চাঁদরায়ের ব্যাধি ও মহাপ্রভুর আদেশে নরোত্তম কর্ত্তৃক তাঁহার দীক্ষা ও চাঁদরায়ের পাৎসা-কর্ত্তৃক কারাগারে বন্দী হওয়া ও তথা হইতে মোচন। (১৯) রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়াদর্শনে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের সমাধি, শ্যামানন্দের মহিমা, রসিক ও মুরারির দীক্ষা। দাসগদাধর ও নরহরির অদর্শন, খণ্ডে ও কাটোয়ায় মহোৎসব। ঠাকুরমহাশয় কর্ত্তৃক ছয় বিগ্রহস্থাপন, মহাসংকীর্ত্তনে প্রকট ও অপ্রকটলীলাসমন্বয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব ইত্যাদি। (২০) শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রের শাখাবর্ণন, স্বরূপ-নিরূপণাদি।

১৫। শ্রীযদুনন্দনদাস ও কর্ণানন্দ

এই গ্রন্থে সাতটি নির্য্যাস আছে। **প্রথম** নির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শাখাবর্ণনা, **দ্বিতীয়ে** উপশাখা বর্ণনা, সুবলচন্দ্রঠাকুরের শিষ্য গ্রন্থকার যদুনন্দন। **তৃতীয়ে** শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণনা, সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলিদর্শনে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবেশ, শ্রীমতীর নাসার বেশরের জন্য শ্রীরূপমঞ্জরীকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট

হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ—প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গুরুবাক্যে নিষ্ঠার বৃত্তান্ত—ঈশ্বরীর মুখে আচার্য্য প্রভুর সমাধির কথা জানিয়া রামচন্দ্রের সিদ্ধদেহে গুরুনিকটে গমন ও পদ্মপত্রে আচ্ছাদিত বেশর-প্রাপ্তি, যুগলকিশোর রসালসে নিদ্রিত থাকাকালীন শ্রীমতীর নাসায় শ্রীরূপমঞ্জরীকর্ত্তৃক বেশর-পরান, শ্রীরাধার চর্বিত তাম্বুলপ্রাপ্তি ও আচার্য্য প্রভুর বাহ্যাবেশ ইত্যাদি। **চতুর্থে**—শ্রীবীরহাম্বীর প্রতি রামচন্দ্রের শিক্ষাদান-প্রসঙ্গ ; **পঞ্চমে**—শ্রীজীবপাদের পত্র, শ্রীগোপালভট্টের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ কৌপীনবহির্বাসদান, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে আসিলে "এই কৌপীন বহির্বাস তারে তুমি দিবে। লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥...আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ। সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা। প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা॥" **ষষ্ঠে**—নবরত্ন শ্লোক—শ্রীগৌরকর্ত্তৃক একশক্তি শ্রীরূপদ্বারা গ্রন্থ-প্রকাশন এবং অন্য শক্তি শ্রীনিবাসদ্বারা ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার-বিবরণ, অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তীর বিবরণ। **সপ্তমে**—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির অপ্রকট সম্বন্ধে সন্দেহ-চ্ছেদন। ১৫২৯ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় গ্রন্থ সমাপ্তি হয়। ইহাতে কিছু প্রক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকদের ধারণা।

১৬। শ্রীমনোহরদাস ও অনুরাগবল্লী

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্য শ্রীমনোহর দাস এই অনুরাগবল্লী ১৬১৮ শকাব্দায় রচনা করেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভুর চরিত্র আস্বাদন করা হইয়াছে। ইহা আটটি অধ্যায়ে (মঞ্জরীতে) বিভক্ত—**প্রথমে** শ্রীগোপাল ভট্টের চরিত্র, **দ্বিতীয়ে** আচার্য্য প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে গমন, শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন—দাস গদাধরের নিকট পণ্ডিত গদাধরের সংবাদ বলিতে বিস্মরণ হইয়া নিজেকে অপরাধী মনে করত আচার্য্য প্রভুর অন্ন-জল ত্যাগ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভজন-পরাকাষ্ঠা ও শ্রীনিবাসের অপরাধক্ষালন এবং আপাদমস্তকের দর্শনদান ইত্যাদি। **তৃতীয়ে**—শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির বিরহে দাস গদাধরের উন্মাদ, আচার্য্য প্রভুর শান্তিপুর, খড়দহ হইয়া খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোস্বামির নিকট গমন ও পরীক্ষা—'জয়মঙ্গল' চাবুক দ্বারা তিনবার শ্রীনিবাসকে আঘাত—শ্রীনিবাসের অদ্ভুত প্রেমপ্রাপ্তি, শ্রীবৃন্দাবনে গমন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির কৃপালাভ। **চতুর্থে**—শ্রীগোবিন্দ—গোপীনাথ-মদনমোহনের বামে শ্রীমতীর মূর্ত্তিস্থাপনা—শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে কাশীশ্বর গোসাঞি কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-স্থাপন—ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীলোকনাথ গোস্বামি হইতে কৃপালাভ। **পঞ্চমে**—শ্রীআচার্য্য প্রভুর বনভ্রমণ, গৌড়ে গমন-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ইত্যাদি। **ষষ্ঠে**—গ্রন্থাদি সহ গৌড়ে আগমন, পুনঃ বৃন্দাবন-যাত্রা, শ্যামানন্দ প্রভুর বৃত্তান্ত, গোবিন্দ কবিরাজের সংক্ষেপ-বিবরণ। **সপ্তমে**—আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণনা। **অষ্টমে**—চারি সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালী, হরিনাম ব্যাখ্যা, গ্রন্থকারের গুরুদেব শ্রীরামশরণ চট্টরাজের সূচক। এই সূচকটি ১১টি শ্লোকে গ্রথিত এবং গ্রন্থকারের উত্তম সংস্কৃত বিদ্যার পরিচায়ক। ১৬১৮ শকাব্দে এই গ্রন্থ-রচনা সমাপ্তি হয়।

১৭—১৯। শ্রীনরহরি—ঘনশ্যামদাস ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে সকল ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অধিকাংশই পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী মহাজনদের (শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতির) জীবন-বৃত্তান্ত তাহাতে নাই। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালীন ভক্তদের অবশিষ্ট কাহিনী এবং পরবর্ত্তী কালের আচার্য্যদের সম্যক্ বিবরণের একটা অভাব তৎকালীন সমাজে অনুভূত হইত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যপুত্র শ্রীমন্নরহরির প্রাণে সেই বেদনা অনুভূত হইয়াছিল—কাজেই তিনি সবিস্তারে শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী লিখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত্র ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

১৭। ভক্তিরত্নাকরে—পঞ্চদশ তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে, (১) শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবপাদের পূর্ব পুরুষগণের বিবরণ, গোস্বামিগ্রন্থাবলির তালিকা, শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্মসূত্র। (২) শ্রীচৈতন্যদাসের কথা, আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব—সরকার ঠাকুরের দর্শনলাভ—শ্রীরূপ সনাতনের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও সেবা-প্রাকট্য। (৩—৪) আচার্য্য প্রভুর শ্রীক্ষেত্র, গৌড় ও শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ। (৫) শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিতের ব্রজ পরিক্রমা-প্রসঙ্গে রাগরাগিণী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার, নায়কনায়িকা ভেদ ও প্রেমের লক্ষণ প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শিত্ব ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬) শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী, গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাত্রা। (৭) বীরহাম্বীরের গ্রন্থ চুরি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ। (৮) ঠাকুর মহাশয়ের গৌড় ও উৎকল-ভ্রমণ, আচার্য্য প্রভুর গার্হস্থ্য-জীবন। রামচন্দ্র-মিলন। (৯) আচার্য্যের বৃন্দাবনে গমন, গৌড়ে প্রত্যাগমন, বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান, শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ায় মহোৎসব ইত্যাদি। (১০) শ্রীহরিদাসাচার্য্যের মহোৎসব, গোবিন্দ কবিরাজের দীক্ষা, খেতরির কাহিনী, ছয়বিগ্রহ-স্থাপনা, ঠাকুর মহাশয়ের মহাসঙ্কীর্ত্তনে প্রকট ও অপ্রকট লীলার একত্র সমাবেশ। (১১) মা জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবনভ্রমণ, একচক্রায় গমন, নিত্যানন্দ-বৃত্তান্ত। (১২) শ্রীঈশানের সঙ্গে আচার্য্য প্রভুর, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর জন্মাদি যাবতীয় লীলা বর্ণনা। (১৩) মা জাহ্নবা-কর্ত্তৃক খড়দহ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা-বিগ্রহ প্রেরণ, রঘুনন্দন প্রভুর তিরোভাব, আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ, বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ ও বৃন্দাবন গমন। (১৪) ব্রজ ও গৌড়দেশে পত্র বিনিময়, বোরাকুলি গ্রামে মহামহোৎসব। (১৫) শ্রীশ্যামানন্দ-কর্ত্তৃক উৎকলে ভক্তি-প্রচার। গ্রন্থানুবাদ। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঐতিহাসিকদের চক্ষুতে এই গ্রন্থের মূল্য স্বল্প হইলেও কিন্তু ইহা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ও গৌড়মণ্ডলের স্থিতিবিষয়ক বিবরণ এবং শ্রুত বিষয়সমূহের বৃত্তান্ত অধিকাংশই গ্রাহ্য। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকাবলি উদ্ধার ত করিয়াছেনই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃত প্রভৃতি ভাষাগ্রন্থ হইতে পয়ার উদ্ধার করিয়া ইনি সর্বপ্রথম বঙ্গভাষাকে সমুন্নীত ও সমুজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।*

১৮। নরোত্তমবিলাস—দ্বাদশ বিলাস বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। শ্রীনরহরি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত, বোধ হয় এই জন্যই ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী ভক্তিরত্নাকরে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া অপরিতোষহেতু পৃথক্ ভাবে বিস্তৃত করিয়া নরোত্তমবিলাস লিখিয়াছেন। ইহাকে ভক্তিরত্নাকরের পরিশিষ্ট বলিলেই চলে। এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই, পরন্তু বর্ণিত বিষয়গুলি অধিকতর সুশৃঙ্খলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। স্থলবিশেষে রচনা এত সরল যে গদ্য বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহার রচনা সাদাসিধা ও প্রায়শঃই আড়ম্বর-বিহীন। পদরচনাগুলি সময় সময় একটু কটকট লাগে।

১৯। শ্রীনিবাসচরিত্র—ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জীবনীই পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য। ভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯৩ পয়ারে 'শ্রীনিবাস-চরিত্রে'র নাম পাওয়া যায়।

২০। শ্রীগোপীজনবল্লভদাস (শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল)

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য গোপীজনবল্লভ 'শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল' গ্রন্থে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জীবনী লিখিয়াছেন।

[* ১৫৯০ খ্রীঃ গোপাল দাস নামক জনৈক কবিও 'ভক্তিরত্নাকর' নামে একটি পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।]

১৫৮২ শকাব্দায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ১৫১২ শকাব্দে রসিকানন্দের উদয় হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বাদি উত্তরান্ত বিভাগ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে ষোলটি করিয়া লহরী আছে। প্রথম বিভাগে—রসিকের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, হরি-অনুরাগ, নামনিষ্ঠা, ভাগবত-শ্রবণে বিকার, অধ্যয়নলীলা, বিবাহ, শ্যামানন্দ-মিলন। দ্বিতীয় বিভাগে সপরিবার রসিকের দীক্ষা, ব্রজে গমন, শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ, শিষ্যকরণ, লীলাভিনয়, ভক্তিযাজন ; বলরামপুর, শ্যামকোলা, আলমগঞ্জ প্রভৃতিতে নামপ্রেম-বিতরণ। তৃতীয় বিভাগে—শ্রীশ্যামরায়ের বিবাহ, লীলাভিনয়, সর্পাঘাত, উৎসব, বানপুরবিজয়, হস্তির উদ্ধার, বংশীবাদন, থুরিয়াতে ও গোপীবল্লভপুরে সেবাপ্রকাশ, শ্যামানন্দের তিরোভাব মহোৎসব। চতুর্থ বিভাগে—ত্রিংশ মহোৎসবনিষ্ঠা, ঠাকুরাণীদের কলহ, দ্বাদশ মহোৎসব, পুরীগমন, ভাগবতমঞ্জুষা উদ্ধার, ব্যাঘ্র উদ্ধার, কোলাধিপতি-উদ্ধার, অনাবৃষ্টি-বারণ; বহু শ্রীপাট দর্শন, ক্ষীরচোরা গোপীনাথের অঙ্গে প্রবেশ ॥ গ্রন্থখনি মঙ্গলকাব্য রীতিতে রচিত এবং গীত হইবার যোগ্য ও রাগরাগিণীর নির্দেশ দেওয়া আছে।

২১। শ্রীলালদাস (কৃষ্ণদাস ও ভক্তমাল)

ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা নাভাজী নিখিল মানবের হিতাভিলাষে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে ভগবদ্ভক্তের জীবনী রচনা করিয়া জনসাধারণের ঊষর ক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তির অখণ্ড অব্যয় বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে এই পরম উপাদেয় গ্রন্থরত্নের প্রণয়ন করিয়াছেন। চরিত্র-মাধুর্য্যে ইহার এক একটি ভক্ত সর্বথাই অতুলনীয় ও অনর্ঘ্য মন্দার-কুসুম। এই দেবভোগ্য কুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গ্রন্থনপূর্বক তিনি যে অপ্রাকৃত মাল্য রচনা করিয়াছেন— তাহা সত্য সত্যই মর্ত্ত্যলোকে একান্ত দুর্লভ। নাভাজীকৃত ভক্তমাল, প্রিয়াদাসকৃত টীকার অবলম্বনে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সন্দর্ভ ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থরাজি হইতে বিবিধ তত্ত্ব সঙ্কলন পূর্বক ভক্তবীর শ্রীলালদাস (নামান্তর কৃষ্ণদাস) মহারাজ এই বাঙ্গালা ভক্তমাল প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া জানা যায়। ইহাতে মূলাতিরিক্ত সন্নিবেশ যথা—তৃতীয় মালায় গৌরগণ-তত্ত্ব ও গুরু প্রণালী, (১৩) হরিদাস বৈরাগী, (১৭) গোবিন্দ কবিরাজ, চাঁদরায় ও দেবকী-নন্দন এবং (১৮) রবীন্দ্রনারায়ণের চরিত্রাদি। ইহাতে ২৭টি মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তথ্য ও ভক্তচরিত্রের আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই বাঙ্গালা ভক্তমালে চরিত্র ও তাত্ত্বিক—দুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। চরিত্র-বিভাগটি শ্রীনাভাজীকৃত মূল ও প্রিয়াদাসকৃত টীকা হইতে এবং তাত্ত্বিক অংশটি শ্রীচরিতামৃতাদি পূর্বোক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভক্তি—ভক্ত-সঙ্গবাহনা বা ভক্ত-কৃপাবাহনা বলিয়া শ্রীজীবপাদের নির্দেশ। কিন্তু এই ঘোর কলিতে ভক্তসঙ্গই সুদুর্লভ। কাজেই ভক্তমালের বিবিধ ভক্তচরিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গাস্বাদন করা যায়। তাই কুঞ্জরার সিদ্ধ মহাজন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"যদি থাকে মনের গোলমাল, তবে পড় ভক্তমাল।" প্রকৃতপক্ষে ভক্তমালের এই বিশেষত্ব যে অনন্ত রসবিলাসী ভগবানকে অনন্তভাবে অনন্ত ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, নিজের বশবর্ত্তী করিয়াছেন—তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আমরাও শ্রীভগবৎপ্রেমভক্তি-লাভে কৃতার্থ হইতে পারি। উড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্যতাভক্তি' ও হিন্দীতে রচিত ভক্তমালায় এইরূপ বহু ভক্ত জীবনী আছে। মুদ্রিত ভক্তমালে মৎসর লোকের প্রক্ষেপ-সংযোজনাদি থাকিলেও কিন্তু একেবারে উপেক্ষিত হইবার বস্তু নহে বলিয়াই ধারণা হয়। "ধূলিস্থিত মণি পরে অনাদর কার ?"

শ্রীচন্দ্রদত্ত নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রীনাভাজির ভক্তমালকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিয়া বোম্বাই নগরীতে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস পুস্তকালয় হইতে (মূল ভক্তমালকে) বিষ্ণু, শিব ও শক্তিখণ্ড নামে পৃথক্ পৃথক্ তিনভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বৈষ্ণব খণ্ড ১৪৯ সর্গে ৬৭০০ শ্লোকে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মূল হইতে অতিরিক্ত

সংযোজনা এবং স্থলবিশেষে স্বকপোল-কল্পিত বহু অবান্তর, অশ্রাব্য ও ভক্তগণের হৃৎকর্ণশূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা ইহার বিচার-বিশ্লেষণে বিরত হইলাম।

২২। শ্রীআনন্দদাস (শ্রীশ্রীজগদীশচরিত্র)

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন (শিষ্য-পরম্পরায়) আনন্দদাসকর্তৃক এই চরিত্র রচিত হইয়াছে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের অনুশিষ্য ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে আনুমানিক ১৬৪০/৫০ শকে এই রচনা সমাপ্তি হয়। ইহাতে দ্বাদশ বর্ণ (অধ্যায়) আছে। **প্রথম** অধ্যায়ে স্বগুরুবর্গ ও শ্রীগৌরগণের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ। **দ্বিতীয়ে**—পূর্বদেশে কমলাক্ষ নামক ব্রাহ্মণগৃহে তৎপত্নী ভাগ্যবতী দেবীর গর্ভে শ্রীনারায়ণের বরে ভীম একাদশী তিথিতে জগদীশের জন্ম হইতে অন্নপ্রাশনান্ত লীলা। **তৃতীয়ে**—বাল্যকালে কৃষ্ণনামে আবেশ, অল্পদিনে সর্ববিদ্যাভ্যাস—উপনয়নলীলাদি। **চতুর্থে**—অধ্যাপন, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য সঙ্গে শাস্ত্রবিচার ও তাঁহাকে কৃষ্ণোপদেশ। **পঞ্চমে**—কনিষ্ঠ মহেশের জন্ম—তপন-দুহিতা দুঃখিনীর সহিত জগদীশের বিবাহ। **ষষ্ঠে**—পিতামাতার নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ—তাঁহাদের স্বধামগমনে তুলসীকাননে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া—গঙ্গাতীরে বাসনিশ্চয় করত মহেশ ও দুঃখিনী সহিত যাত্রা ও নবদ্বীপে আগমন। **সপ্তমে**—শ্রীশচীগৃহে চৈতন্যাবতার—হিরণ্য ভাগবতসহ মিলন ও কৃষ্ণসেবাপ্রকার চিন্তা—একাদশী ব্রতদিনে উপহৃত নৈবেদ্য-ভোজনে বালক নিমাইতে জগদীশের শ্রীকৃষ্ণদর্শন—মহেশের নিকট দুঃখিনীকে রাখিয়া জগদীশের নীলাচলে গমন। **অষ্টমে**—জগন্নাথের আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠস্থল হইতে জগন্নাথ-কলেবরসহ যশোড়াগ্রামে আগমন ও তথায় সেবাপ্রকাশ—রাজার প্রতি কৃপা। **নবমে**—মহেশের বিবাহ ও শ্বশুরগৃহে বাস—নিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর যশোড়ায় আগমন—দুঃখিনীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া পরমান্নভোজনে আগ্রহ—রন্ধনকালে দুঃখিনীর আবেশ ও হস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়ায় মহাপ্রভুকর্তৃক ব্যথা-স্বীকারাদি গৌরবিমূর্খ পুত্রত্রয়ের জগদীশকোপে গৌরাঙ্গে প্রবেশ। **দশমে**—দুঃখিনীর প্রতি গৌরমূর্ত্তি-স্থাপনার জন্য আজ্ঞা ও স্থাপন-প্রকার। **একাদশে**—মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নীলাচলপথে জগদীশের অদ্ভুত নৃত্য ও 'নৃত্যবিনোদী' নামপ্রকাশ। নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে ভক্তিদানের আজ্ঞা—খঞ্জ ভগবান আচার্য্যের প্রতি পুত্রবরদান ও রঘুনাথপুত্রের দীক্ষাশিক্ষাদির সম্বন্ধে শ্রীমুখে জগদীশের প্রতি উপদেশ—কালক্রমে জগদীশের নিকট পুত্র রঘুনাথকে সমর্পণ করত খঞ্জভগবানের নীলাচলে গমনাদি। **দ্বাদশে**—রঘুনাথের মালিপাড়ায় গমন—জগদীশের কন্যা রসমঞ্জরী ও পুত্র রামভদ্র—জিরাটে নিত্যানন্দদুহিতা গঙ্গা গোস্বামিনীর পুত্র গোপালবল্লভের সহিত রসমঞ্জরীর বিবাহ—পৌষী শুক্লা তৃতীয়ায় জগদীশের অন্তর্ধান—ব্রজের কলাবতী সখীই নদীয়ালীলায় জগদীশনামে মহাপ্রভুর লীলাসহায়ক হইয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ১৭৩৭ শকাব্দায় মুদ্রিত পুঁথি দর্শনে এই বিবরণী লিখিত হইল।

২৩। শ্রীমদ্ গোবিন্দদেব কবি (শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়)

এই অষ্টাদশ সর্গযুক্ত মহাকাব্য (সংস্কৃত) নানাবিধ ছন্দে ও অনুপ্রাসাদি নানা অলঙ্কারে শ্রীচৈতন্যভাগবত চরিতামৃতাদির অনুসরণে প্রাঞ্জল পদ্যে লিখিত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাচরিত্র-অঙ্কনেই ইহার তাৎপর্য্য। শ্রীগোবিন্দ কবি—উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব, শ্রীলবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের পরিবারভুক্ত বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৬৮০ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে, উপক্রমে (১৫) এবং উপসংহারে (১৮।৬০) শ্লোকে শ্রীলবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর নামকরণ হইয়াছে।

প্রথম সর্গে—(কলাবতরণ), ইহাতে পাপে প্রপীড়িতা গোরূপা পৃথিবীর ব্রহ্মলোকে গমন, ক্ষীরসমুদ্রতীরে ব্রহ্মার স্তব, ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মাকে আশ্বাসদান, পৃথিবীতে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ,

লীলাপুরুষোত্তমের আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদনের জন্য রাধাভাবকান্তি-অঙ্গীকার, জগন্নাথ-শচী-বিশ্বরূপাদির অবতার, অদ্বৈত (শিব), নিত্যানন্দ (বলদেব), হরিদাস (ব্রহ্মা) ও শ্রীনিবাস (নারদ) প্রভৃতিরূপে অবতার, অদ্বৈত প্রভুর তুলসীমঞ্জরী-সমর্পণে সঘন হুঙ্কার, শ্রীশচীগর্ভ ইত্যাদির বর্ণনা। **দ্বিতীয়সর্গে—** (ভগবৎপ্রভাব) দেবগণের গর্ভস্তুতি, গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব, তিনদিন মাতৃস্তন পান না করায় অদ্বৈতপ্রভুকর্তৃক শচীমার দীক্ষাপ্রদানাদি, ঔত্থানিক কর্ম্ম, বাৎসরিক জন্মোৎসব। **তৃতীয়সর্গে—** (বাল্যলীলা) হরিনামোৎসব, চৌর্য্যলীলা, মাতৃজীবনরক্ষার্থে নারিকেল আনয়ন, গঙ্গাপুলিনে বালিকাদের সহিত রসরঙ্গ, লক্ষ্মীপ্রিয়ামিলনাদি। **চতুর্থসর্গে—** (বিহিতবৈবাহিক) বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক, অধ্যয়নে মনোনিবেশ, হরিবাসর-পালন, বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস, লক্ষ্মীপরিণয়াদি। **পঞ্চমসর্গে—** (যৌবনলীলা) বঙ্গে তপনমিশ্র-মিলন, লক্ষ্মীবিজয়, বিষ্ণুপ্রিয়াপরিণয়, দিগ্‌বিজয়ি-জয়, গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ, ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, নিত্যানন্দমিলন, হরিদাস-মিলন, আম্রোৎসবাদি। **ষষ্ঠসর্গে—** (সন্ন্যাসলীলা), বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবিধ বিহার, সন্ন্যাস-গ্রহণে সঙ্কল্পাদি-নিবেদন, কেশবভারতীর নিকট বেশান্তরগ্রহণ, শান্তিপুরে আগমন, শচীমিলনাদি। **সপ্তমসর্গে—** (নীলাচলযাত্রা) শচীসান্ত্বনা, প্রত্যহ মধ্যাহ্নে শচীর হস্তে ভোজনের জন্য আগমন, রেমুনায় প্রবেশ, মাধবেন্দ্রচরিতাস্বাদন, কটকে সাক্ষীগোপালদর্শন, ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের কাহিনী। **অষ্টমসর্গে—** (নীলাচল লীলা) পুরীতে সার্বভৌম-মিলন, বেদান্তশ্রবণ, বিচার, ষড়ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, নীলাচলচন্দ্রের বিবিধযাত্রাদর্শন। **নবমসর্গে—** (দাক্ষিণাত্যভ্রমণ) কৃষ্ণদাসকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা, কূর্মক্ষেত্রলীলা, বাসুদেবোদ্ধার ও **নিজমন্ত্র-দীক্ষাদান** (১২), গোদাবরীতটে রামানন্দমিলন, কৃষ্ণকথালাপনাদি, রামভক্তের কৃষ্ণনামগ্রহণ, বৌদ্ধমিলন, শৈবদের বৈষ্ণবীকরণ, রঙ্গনাথ-দর্শন। **দশমসর্গে—** (নীলাচলাগমন) অশুদ্ধগীতাপাঠকের বৃত্তান্ত, ভট্টগৃহে চাতুর্মাস্য অবস্থান, কামকোষ্ঠি, দক্ষিণমথুরায় নির্বিন্ন রামভক্তের প্রতি কৃপা, ভট্টমারিবৃত্তান্ত, উড়ুপীতে মাধ্বমতাবলম্বিদের সহিত বিচার, ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত-সংগ্রহ, সপ্ততাল-মোচন, রামানন্দসহ পুনর্মিলন, আলালনাথ হইতে পুরীতে সংবাদপ্রেরণ। **একাদশে—** (গজপতিমিলন) ভক্তমিলন, প্রতাপরুদ্র-মিলন, গোবিন্দদাসের আগমন, নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি, চন্দনযাত্রাদি, ব্রহ্মানন্দবৃত্তান্ত, স্নানযাত্রা, গৌড়ীয় ভক্তদের আগমন, গুণ্ডিচাযাত্রাদি। **দ্বাদশে—** (সর্বর্ত্তুযাত্রা) রথযাত্রায় নৃত্যোৎসবাদি, লক্ষ্মীবিজয়োৎসব, বর্ষাকালবর্ণনা, ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ, অমোঘের জীবনদান, শারদোৎসবাদি। **ত্রয়োদশে—** (গৌড়াগমন) গৌড়পথে বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্কল্প, কটকাগমন, পথে পথে প্রতাপরুদ্রের সেবাসৌষ্ঠব, পাণিহাটীতে আগমন, কুলিয়া ও শান্তিপুর হইয়া রামকেলিতে শ্রীরূপসনাতনমিলন, কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন। **চতুর্দশে—** (বৃন্দাবন-গমন) বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে লইয়া বনপথে কাশীতে চন্দ্রশেখরগৃহে নিবাস, তৎপরে গোকুলে গমন, মাথুরবিপ্রসহ প্রেমাবেশে বনভ্রমণ, আমলিতলায় মধ্যাহ্নকৃত্যকালে কৃষ্ণদাস রাজপুতসহ মিলন, প্রয়াগে শ্রীরূপ-মিলন। **পঞ্চদশে—** (আশ্রয়-সমাখ্যান) শ্রীরূপশিক্ষা, রসবিচার, কাশীতে শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত মিলন ও শিক্ষাদান। **ষোড়শে—** (ভক্তপ্রমোদ) অবতারাবলির কীর্ত্তন, লীলানিত্যতা-স্থাপন, বৈধীরাগমার্গ-বিবেচন, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার, সনাতনের বৃন্দাবনে সুবুদ্ধিমিশ্রসহ মিলন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, নীলাচলে শ্রীরূপের উপস্থিতি, শিবানন্দের কুকুরের আখ্যান, নাটকাস্বাদন, শ্রীনিত্যানন্দের বসুধাজাহ্নবা-পাণিগ্রহণ ও বীরচন্দ্রোৎপত্তি, দাস রঘুনাথ-মিলন। **সপ্তদশে—** (দিব্যোন্মাদ) সনাতনের পুরীতে আগমন ও প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি, গোস্বামিদের গ্রন্থরচনা, বল্লভভট্ট-বৃত্তান্ত, জগদানন্দের সুগন্ধি তৈলভাণ্ড-ভঞ্জন ও বৃন্দাবনে গমন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-সমীপে প্রহেলিকা-প্রেরণ, রঘুনাথভট্টমিলন ও ব্রজে প্রেরণ, ভক্তদত্ত-দ্রব্যাদির আস্বাদন, রথোৎসব-সমাপন, ব্রজবিরহিণী ভাবের প্রাবল্য, সমুদ্রে পতন, উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, কূর্মাকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা। **অষ্টাদশে—** (স্বধামবিজয়) মুখঘর্ষণলীলা, অশোকমূলে কৃষ্ণদর্শন ও বিরহবিলাপ, স্বরূপরামানন্দের প্রচেষ্টা ও আশ্বাসদানাদি-প্রসঙ্গ। আবির্ভাব, আবেশ ও শক্তিসঞ্চারে ত্রিবিধ উপায়ে লোকনিস্তার-বৃত্তান্ত, শচীর রন্ধনে, নিত্যানন্দনৃত্যে, রাঘবের মন্দিরে ও শ্রীবাসালয়ে আবির্ভাব ; নকুল ব্রহ্মচারির দেহে আবেশ, শিবানন্দের সন্দেহচ্ছেদনের জন্য ইষ্টগৌরমন্ত্র-কথন, বহুবিধ গৌরমন্ত্রের উট্টঙ্কন ; শ্রীরূপসনাতনাদিতে শক্তিসঞ্চার করত ভক্তিপ্রচার, শিক্ষাষ্টক ইত্যাদি।

গ্রন্থবৈশিষ্ট্য—(১) ১৭।৩২ শ্লোকে 'চন্দ্রশেখরাত্মজ' বলিয়া রঘুনাথ ভট্টের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি তপনমিশ্রের পুত্র।

(২) ১৮।২২—৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত **শ্রীগৌরমন্ত্রোদ্ধার** গায়ত্রী ধ্যান প্রভৃতির আলোচনা। এই অংশটির যথাযথ অনুবাদ দিতেছি—[শিবানন্দ সেনের ইষ্টমন্ত্রবিষয়ক সন্দেহ-নিরসনে নকুল ব্রহ্মচারীর আবেশে উক্ত] "হে শিবানন্দ! চতুর্বর্ণযুক্ত ও পুরুষার্থচতুষ্টয়দাতা নীলপীতাখ্য অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য অথবা স্বরূপতঃ নীল (কৃষ্ণ) হইয়াও যিনি পীতবর্ণ ধারণ করত পীত (গৌরাখ্য) হইয়াছেন—সেই মঙ্গলনিদান চিন্তামণিরূপ 'গৌরগোপাল' মন্ত্র তোমার হৃদয়ে সতত বিদ্যমান।" ২২ ॥ এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধালু ও সাধুচরিত্র শিবানন্দ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ পূর্বক করযোড়ে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি সবই জ্ঞাত আছেন, আমার আর কোনও সংশয় নাই, আপনি সাক্ষাৎ গৌর—এই বুদ্ধিতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি! ২৩ ॥ আমি গৌরমন্ত্র জানি বটে, কিন্তু গৌরপূজাবিধি কিছুই জানি না ; এক্ষণে পূজাবিষয়ে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইতেছে, অতএব হে স্বামিন্! যে প্রকারে গৃহীগণ ভববন্ধনমুক্ত হইয়া আপনার ধামে যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ করুন।" ২৪ ॥ এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্রহ্মচারী পুলকাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে স্পর্শ করত স্পষ্টস্বরে (ধীরে ধীরে) বলিতেছেন—হে শিবানন্দ! যাহাতে সর্বানন্দ বিরাজিত, তুমি সেই সেবানন্দ লাভ কর নাই (?) ২৫ ॥ তোমাকে যে চতুরক্ষর গৌরমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে, ঐ মন্ত্রই স্মরণীয়, কীর্ত্তনীয় ও জপ্য, ইহাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাতে আর পূর্বকালীন (অন্য বিষয়ে) শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা) বা দেশকালাদির অপেক্ষা নাই। ২৬ ॥ সর্বকামী যোগীন্দ্রগণ যে নিত্য পূজোপযোগী মন্ত্রদ্বারা আমার সেবা করে, সেই মন্ত্র কিন্তু অন্যপ্রকার। এই যুগে সকল মন্ত্রই সত্ত্বহীন, (প্রাণশূন্য) কিন্তু তোমাদের যে মন্ত্র, সে মন্ত্র ঐরূপ (প্রাণহীন) নহে। ২৭ ॥ **দশাক্ষর গৌরমন্ত্রোদ্ধার** *—

"ঙেহন্তং গৌরং পিণ্ডবীজাবসানে তদ্বৎ কৃষ্ণং মন্মথান্তে নিযোজ্য।
হার্দান্তশ্চেৎ সর্ববর্ণৈরূপাস্যো মূর্দ্ধান্তোঽয়ং সোপবীতৈ র্দশার্ণঃ ॥"

এই দশাক্ষর মন্ত্রটি দ্বিজাতিমাত্রেই উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥ "গুরুর আদেশানুযায়ী মন্ত্র জানিয়া মানব অর্চাতে (বিগ্রহে) আমাকে নিত্য এইভাবে অর্চনা করিবে, স্বাশ্রমোক্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক আমার বিদ্যায় (মন্ত্রে) তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে" ॥ ২৯ ॥ [তার পরে আবার '**গৌরগায়ত্রী**' বলিতেছেন। রহস্যবোধে তাহারও অনুবাদ দিলাম না]

মন্নামোক্ত্বা বিদ্মহেঽন্তং সতুর্য্যং ধীমহ্যন্তং ঙেহন্তং বিশ্বম্ভরঞ্চ।
তন্নো গৌরঃ প্রাদিচোঽত্রির্মরুচ্চাৎ গায়ত্র্যেষা গানতস্ত্রাণকর্ত্রী ॥ ৩০ ॥

আমার এই মন্ত্রে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সুখাসনে উপবেশনপুর্বক সাধক এই মন্ত্রের ঋষি গৌতম, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আমাকে (গৌর) বীজশক্তি প্রভৃতি ও বীজ-বিন্যাস করিয়া অন্তরে এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ৩১ ॥ "মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত অঙ্গবিশিষ্ট, শুদ্ধহেমবর্ণ নৃত্যপরায়ণ অথবা পুনঃপুনঃ মন্ত্রজপকারী অথবা দুই হস্তে দণ্ডকমণ্ডলুধারী, উক্তি (উপদেশ)-বিষয়ে নিঃশঙ্ক (?) উন্নতনাসিক ও পদ্মপলাশলোচন" (৩২) আমাকে এইভাবে বিষ্ণুসিংহাসনে আবাহন করত (আসন দিয়া) বিবিধ উপচার প্রদানপূর্বক স্বাঙ্গোপাঙ্গে সভৃত্যে লোকপালগণসহ সন্তুষ্ট করিবে এবং অনন্তর হৃৎপদ্মে উদ্বাসন (লয়) করিবে ॥ ৩৩ ॥ যোগ্য মানব এইভাবে আমার সেবায় নিত্য সংসক্তচিত্ত হইয়া থাকিলে বহুবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তে মুখ্যা (অহৈতুকী) ভক্তিলাভে তৃষ্ণাবিধ্বংসে (বাসনা দূরীভূত হইয়া) কৃষ্ণ (গৌর) ধামে গমন করে ॥ ৩৪ ॥ ১৮।৬০ শ্লোকে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিকে প্রভুর প্রথমশিষ্য বলা হইয়াছে। প্রতি অধ্যায় শেষে প্রায় একজাতীয় পদ্যে অধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে।

---

* তন্ত্রমতে এই মন্ত্রটি লিখিত হইল, রহস্যবোধে ইহার অনুবাদ দিলাম না।

পরিশিষ্ট—(ক)

২৪। শ্রীগৌরলীলামৃতং ?

দ্বিজশঙ্কর বিরচিত এই গ্রন্থে আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ খণ্ডে ২৯টি অধ্যায় আছে। শ্রীচৈতন্যবিরহে রাজা প্রতাপরুদ্র অধীর হইয়া তল্লীলাশ্রবণ-মানসে শ্রীচৈতন্যভক্ত মাধব পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করত শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মাদি যাবতীয় লীলা শ্রবণ করিতেছেন। ভাষাটি অতিসরল, সাধারণতঃ অনুষ্টুপ ছন্দেই লিখিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলাদি লীলাগ্রন্থ-দর্শনে ইহা বিরচিত, কেননা এই গ্রন্থের ভাব, ভাষাদি এই দুই গ্রন্থের প্রায়শঃ অনুরূপ। দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কোথাও নাই। প্রতি অধ্যায়ান্তে পুষ্পিকা বাক্য—'ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে মহাভাগবতে শাঙ্করীয়ে আদিখণ্ডে ভগবন্নারদ-সংবাদে ভগবদবতারোপক্রমঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥'

বিষয়-সূচী—আদিখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবদবতারোপক্রম, তৃতীয়ে ভগবদবতার, চতুর্থে বাল্যলীলায় অতিথিব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ, পঞ্চমে বিদ্যারম্ভাদি, ষষ্ঠে ও সপ্তমে বিবাহোৎসব, অষ্টমে তীর্থগমনাদি। **মধ্যখণ্ডের** প্রথমে—নিত্যানন্দ-সমাগম, দ্বিতীয়ে—জগাই-মাধাইর উদ্ধার, তৃতীয়ে প্রেমবিস্তারণ, চতুর্থে প্রকৃতিরূপে নৃত্যলীলা, পঞ্চমে যবনপতি-নিগ্রহ, ষষ্ঠে শ্রীবাস ও শ্রীধরের প্রতি কৃপাপ্রকাশ, সপ্তমে দানলীলানুকরণ। **সন্ন্যাস খণ্ডের** প্রথমে ভক্তবৃন্দের বিলাপ ও সান্ত্বনাদি, দ্বিতীয়ে শচীমাতার বিলাপ ও সান্ত্বনাদি, তৃতীয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াবিলাপ ও সান্ত্বনা, চতুর্থে সন্ন্যাসগ্রহণ, পঞ্চমে আচার্য্যগৃহে ভিক্ষা, ষষ্ঠে শ্রীক্ষেত্রে গমন। **শেষখণ্ডের** প্রথমে—সার্বভৌমগৃহে গমন, দ্বিতীয়ে সার্বভৌমানুগ্রহ, তৃতীয়ে রামানন্দানুগ্রহ, চতুর্থে স্বগণসহ মিলনাদি, পঞ্চমে শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা, ষষ্ঠে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, সপ্তমে দরিদ্র ব্রাহ্মণানুগ্রহ এবং অষ্টমে—ভক্তবর্গপ্রস্থাপন। লিপিকাল—১৭১১ শকাব্দা ৯২ পত্রাত্মক।

গ্রন্থশেষে—শ্রীচৈতন্য-পদাস্বাদ-প্রসাদাদ্ গ্রন্থমেতকং। শ্রীগৌরলীলামৃতং নাম ভবপাশ-নিকৃন্তনম্॥
নানাগ্রন্থং সমালোচ্য সারং সারং সমুদ্ধরন্। দ্বিজঃ শ্রীশঙ্করশ্চক্রে তত্র তত্র স্মরন্ প্রভুম্॥

২৫। শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ (গুণলেশসূচক)

অষ্ট কবিরাজের তৃতীয় কর্ণপূর কবিরাজ 'গুণলেশসূচক' বা 'শ্রীনিবাসগুণলেশসূচক' নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন, তাহারই তিনটী শ্লোক নরোত্তমবিলাসে (২।১০—১২) উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৬। শ্রীগুরুচরণদাস (প্রেমামৃত)

ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর শিষ্য এবং তাঁহারই আদেশমত এই 'প্রেমামৃত' রচনা করিয়াছেন। 'প্রেমবিলাসই' এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান যোগাইয়াছে। প্রেমামৃত তিনভাগে বিভক্ত, আদিলীলায় আচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবনগমনের পূর্ব, মধ্যলীলায় গ্রন্থসহ যাজীগ্রামে আগমন এবং শেষলীলায় শিষ্যকরণাদি ও গতিগোবিন্দ প্রভুর জন্মগ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে।

২৭। শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য (সিতাগুণকদম্ব) ?

দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত সিতাগুণকদম্বের রচয়িতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য। ইনি শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীর (আচার্য্যের) তনয় (?) বলিয়া গ্রন্থমধ্যে পরিচয় দিয়াছেন।

ইহাতে অনেকগুলি নূতন তথ্য ? আছে। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর চরিত্র প্রধানভাবে আলোচ্য বিষয় হইলেও ইহাতে সিতার জন্মতারিখ, মহাপ্রভুর জন্মতারিখ, জঙ্গলী ও নন্দিনী (যজ্ঞেশ্বর দ্বিজ ও নন্দলাল শূদ্র) নামক ব্রজলীলায় বীরাবৃন্দাসখীদ্বয়ের সাধনবলে স্ত্রীত্বলাভ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত, ভাষাও সরল, কিন্তু দুঃখের বিষয় মুদ্রিত গ্রন্থখানি কেন যে শাস্ত্রীমহাশয় এতগুলি লিপিকর প্রমাদসহ মুদ্রিত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই গ্রন্থ বিদগ্ধমাধবের পরে রচিত, কেন না গ্রন্থকার বিদগ্ধমাধবের অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধার করিয়াছেন। সম্পাদকের মতে ইহা তিনশত বর্ষ পূর্বে রচিত? এই গ্রন্থ নাতিপ্রামাণিক বলিয়া বিমানবাবু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান ৪৮০—৪৮৩ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

২৮। শ্রীবনমালীদাস (জয়দেবচরিত্র)

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এই গ্রন্থকার শ্রীগীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেব গোস্বামির জীবন-চরিত চিত্রিত করিয়াছেন। ভক্তের চক্ষে যেরূপ সম্ভব, তিনি সেইরূপে জয়দেবকে দেখিয়াছেন এবং তদনুরূপ চিত্রিত করিয়াছেন—ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জন্য তিনি তাদৃশ লক্ষ্য করেন নাই। (বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক ৪১৮ পৃঃ)

২৯। শ্রীনরহরিদাস (অদ্বৈতবিলাস) ?

শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত অদ্বৈতবিলাস—বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ পুঁথি সং—২৬৫।

৩০। শ্রীলোকনাথদাস (শ্রীসীতাচরিত্র)

শ্রীঅদ্বৈতভার্য্যা সীতাদেবীর জীবনী-সংক্রান্ত হইলেও শ্রীসীতাচরিত্রে শ্রীশচীমাতার পরিচারক ঈশান এবং সীতা দেবীর নন্দিনী ও জঙ্গলী নামিকা শিষ্যাদ্বয়ের ইতিবৃত্ত ও মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দিনী ও জঙ্গলী পুরুষ হইয়াও সাধনার প্রভাবে স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি করিয়া বা স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্বক যে ভজন করিতেন—এই গ্রন্থে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রামাণিক চরিত গ্রন্থের সহিত বিরোধ হওয়ায় এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকদের নিকট অনাদৃত।

৩১। শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ

শ্রীমৎ কৃষ্ণচরণ দাস-প্রণীত 'শ্যামানন্দ-প্রকাশ' গ্রন্থে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বৈরাগ্য ও পরবর্ত্তী জীবনী সামান্যতঃ বর্ণিত আছে। ইহা ষোড়শ লহরীতে বা চতুর্থ দশায় গুম্ফিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্যের প্রশিষ্য বলিয়া বন্দনা হইতে জানা যায়। ব্রজধামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থটি রচিত হয় (৫৩—৫৭ পৃঃ)।

৩২। ভক্তচরিতামৃত

মালদহ জিলার গিলাবাড়ী গ্রামবাসী কবি জগন্নাথদাস নাভাজী-রচিত হিন্দী ভক্তমালের অবলম্বন করত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চারিখণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে ৯, দ্বিতীয়ে ১২, তৃতীয়ে ৭ এবং চতুর্থে ৪ পরিচ্ছেদ আছে। পয়ার ছন্দে রচিত—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে অতিরিক্ত সংযোজনা আছে। গঙ্গাগোবিন্দের অতুলনীয় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট নিষ্ঠা, প্রতাপ মণ্ডলের সশরীরে বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ, বিষ্ণুপুরের রাজা গোকুলমিত্রের নিকট শ্রীমদনমোহন বন্ধক রাখার কাহিনী প্রভৃতিও ইহাতে বর্ত্তমান।

৩৩। অমিয়নিমাইচরিত

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়-কর্ত্তৃক ছয় খণ্ডে আবিষ্ট অবস্থায় উক্ত। ইহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনী সুরসাল ভাষায় অতি সুন্দর সজীবতার সহিত গ্রথিত। ইংরাজীতে '*Lord Gouranga*' এবং বঙ্গভাষায় 'অমিয়নিমাইচরিত' কত শত নরনারীর প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দী ভাষাতেও এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে।

৩৪। শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্ ?

[বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ পুঁথি (১৬৯১) ও দক্ষিণখণ্ড শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুরের পুঁথি]

গ্রন্থোপসংহার হইতে জানা যায়—শ্রীবাসুদেব আগমাচার্য্য-নন্দন কাশীনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসকালে প্রথম ভিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহার বংশ হইতে স্বকীয় কীর্ত্তিকথা বিস্তারিত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাসুদেবের পুত্র (৬।৫।২২) কাশীনাথ, তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ—তৎপুত্র কাশীরাজ—তৎপুত্র শ্রীরাম—তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকিঙ্কর—ইঁহার তিন পুত্র রঘুদেব, হরিদেব ও নৃসিংহ ষষ্টিরাম আশ্রমবাগীশ নামক জনৈক বেদবিদ্যাসম্পন্ন ও সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থাবলম্বনে শ্রীচন্দ্রশেখরে (সীতাকুণ্ডে) গমনপূর্ব্বক উগ্রতপশ্চর্য্যায় শ্রীব্যাসদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ হইতে স্বপ্নে শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ করেন। পূর্ব্বোক্ত রামকিঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ নৃসিংহ * শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং আশ্রমবাগীশের মুখে শ্রুত ঘটনাসমূহকে আশ্রয় করত এই বিপুলায়তন শ্রীচৈতন্যমহাভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎপরে খণ্ডভগবান্ আচার্য্যের বংশ-সম্ভূত শ্রীগোলোক নৃসিংহ-মুখে এই গ্রন্থ শুনিয়া এবং তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের ন্যায় ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ এবং প্রতিস্কন্ধে কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ১২৯ অধ্যায়ে প্রায় পাঁচ হাজার শ্লোক আছে।

দ্বাদশস্কন্ধ দশম অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ বা বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে। যথাবিধি মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রাজা প্রতাপরুদ্রের পূর্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অগস্ত্যমুনির শাপে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন গজযোনি লাভ করেন, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধার পাইয়া এই কলিযুগে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র নামে শ্রীজগন্নাথের ভক্তরূপে নীলাচলে অবতার গ্রহণ করেন। এই প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রবোধানন্দ-নামক জনৈক দণ্ডীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই বিরাট গ্রন্থের রচনা। ক্রমদীপিকার সপ্তম পটলস্থিত ধ্যান ও মন্ত্র শ্রীগৌরগোপালদেবেরই ধ্যানমন্ত্র বলিয়া এই গ্রন্থে (১১।৩) ও (১২।১০।৫৯—৬০) উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্র—মারপুটিত কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় মন্ত্র মারয়োরস্য মাংসাধো রক্তশ্চেদপরো মনুঃ॥ প্রথম ধ্যান—শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্গত ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়—আরক্তোদ্যান-কল্পদ্রুম ইত্যাদি।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে প্রাপ্ত জীর্ণ পুঁথির শেষে গ্রন্থ-রচনাকাল দেওয়া আছে (?)

ব্যলেখি শাকে রসসপ্তচন্দ্রে নৃসিংহদেবেন হরিং প্রণম্য।
চৈতন্যদেবস্য মহচ্চরিত্রং পবিত্রদং ভাগবতাখ্যমেতৎ॥

এই শ্লোকটি কাহার রচিত তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যদি গ্রন্থকারেরই রচিত হয়, তবে 'শাক' শব্দের সাধারণতঃ অতীতাব্দ ধরিলে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৭৬ চৈতন্যাব্দ অর্থাৎ ১৫৮৩ শকাব্দা হয়; তবে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসুদেবের সপ্তম অধস্তন এই গ্রন্থকার হইতে পারেন।

গ্রন্থের বিষয়-সূচী—(১২।১০)

হর উবাচ—আদৌ প্রতাপরুদ্রস্য সংবাদো দণ্ডিনা সহ । পৃথিবী-ব্রহ্মসংবাদ স্তৎপশ্চাৎ কথিতো ময়া ॥ ১
ঐন্দ্রদ্যুম্নমুপাখ্যানং নৈলমাধবমেব চ । গজেন্দ্র-নক্রয়ো র্যুদ্ধং হরিণা তস্য মোক্ষণং ॥ ২
অবতারাত্মকথনং ব্রহ্মস্থানস্য বর্ণনং । গোলোক-কথনঞ্চৈব শিব-গোলোকমেব চ ॥ ৩
বলরামগোলকং বিষ্ণুগোলোকমেব চ । বিধাতু র্গোলোকং প্রোক্তং রাধিকাজনিরেব চ ॥ ৪
বিরাটস্য সমুৎপত্তি র্ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকং তথা । কৃষ্ণাবতারঃ কথিতঃ পাষণ্ড-জননং তথা ॥ ৫
ক্ষিতিব্রহ্মাদি-সংবাদো রাধয়া কৃষ্ণসঙ্গতিঃ । অদিত্যা কদ্রুসংবাদঃ কুবেরস্য তপঃক্রিয়া ॥ ৬
অদ্বৈতজন্ম কথিতং বিশ্বরূপস্য জন্ম চ । বিশ্বরূপস্য সন্ন্যাসং কথিতং হিমশৈলজে ॥ ৭
নিত্যানন্দে তস্য তেজোগমনং কথিতং প্রিয়ে । মহাপ্রভু-সমুৎপত্তি স্তদ্‌বাল্যচরিতাদিকং ॥ ৮
দুগ্ধাদি-ভাণ্ডভঙ্গঞ্চ তন্নামকরণাদিকং । তস্য চৌর্য্যং প্রকথিতং দ্বিজান্নভক্ষণং তথা ॥ ৯
বিদ্যারম্ভশ্চ গৌরস্য গুরুগেহে প্রবাসনং । জলক্রীড়াদিকঞ্চৈব গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০
পুরন্দর-স্বপ্নদর্শং তৎপ্রাণত্যাগ এব চ । তস্য নির্হরণং প্রোক্তং মাতৃস্নেহস্য বর্দ্ধনং ॥ ১১
নিত্যানন্দ-বাল্যলীলা যতেঃ সঙ্গশ্চ তস্য চ । তীর্থযাত্রা চ কথিতা নিত্যানন্দস্য বৈ পুরা ॥ ১২
মহাপ্রভোঃ শাস্ত্রপাঠো গঙ্গায়াং পাদপদ্মতা । মহাপ্রভো র্বিবাহশ্চ কথিতঃ শৈলনন্দিনি ॥ ১৩
নবদ্বীপস্থ-লোকানাং স্নেহসম্বর্দ্ধনস্তথা । রামানন্দেন কবিনা বিচারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪
ভিক্ষুকায়ান্নদানঞ্চোত্তরদেশ-গতিস্তথা । লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিয়োগাশ্চ তন্নিমিত্ত-বিলাপনং ॥ ১৫
বিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহশ্চ ভক্তসঙ্গস্তথৈব চ । মন্ত্রপ্রকাশকঃ প্রোক্তো গৌরস্য তীর্থরিঙ্গণং ॥ ১৬
অধ্যপনা পুরা প্রোক্তা প্রেমোল্লাসস্তথৈব চ । নিত্যানন্দেন সংযোগ স্তথাদ্বৈতেন মেলনং ॥ ১৭
শ্রীমন্নিত্যানন্দভিক্ষা রাজরাজেশ্বর স্তথা । দানাদি-কথনঞ্চাত্র জগাই-মোক্ষণং প্রিয়ে !! ১৮
নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ বিরোধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ । জলযুদ্ধং মহেশানি ! রাত্রি-সংকীর্ত্তনং তথা ॥ ১৯
অদ্বৈত-গৌরয়োর্দেবি ! সংবাদঃ কথিতো ময়া । শ্রীমচ্ছুক্লাম্বরোপাখ্যা নগরে কীর্ত্তনস্তথা ॥ ২০
প্রোল্লাসো গৌরচন্দ্রস্য ভক্তানাঞ্চ বিশেষতঃ । বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতিদানং তয়োঃ সংবাদ এব চ ॥ ২১
নাট্যারম্ভশ্চ কথিতঃ প্রাচুর্য্যেণ মহেশ্বরি ! গদাধরস্য নাট্যান্তে গৌর-নাট্যং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ২২
দেবাদীনাং বিলাপশ্চ সম্বাদো মাতৃপুত্রয়োঃ । বিষ্ণুপ্রিয়ায়া গৌরস্য সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
শ্রীমচ্ছান্তিপুরে গৌর-গমনং কথিতং পুরা । বামাচারি-দ্বিজোপাখ্যা জলযানং তথৈব চ ॥ ২৪
অদ্বৈত-গৌরয়োস্তত্র বিচারশ্চ মহোৎসবঃ । মুরারি-গৌরসম্বাদো ব্রহ্ম-মোহনমেব চ ॥ ২৫
মুরারে র্বারণং মৃত্যোঃ শবরালয়-রিঙ্গণং । পীঠোৎপত্তিশ্চ কথিতা পীঠস্য চ নিরূপণং ॥ ২৬
জগন্নাথস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতং । দেবানন্দেন গৌরস্য সংবাদস্তদনন্তরং ॥ ২৭
অম্বরীষস্য রাজর্ষেরুপাখ্যানং পুরাঽকথি । শচ্যাঽদ্বৈতস্য সংবাদো গৌরাভিশাপ এব চ ॥ ২৮
ব্রতস্য কথনং দেবি ! নৃযজ্ঞ-কথনং তথা । যবনরাজোপাখ্যানং নাট্যগোপনমেব চ ॥ ২৯
ঐশ্বর্য্যলীলা গৌরস্য শ্রীবাসপুত্র-নির্গতিঃ । শুক্লাম্বরস্য গৌরেণ সংবাদঃ পুনরেব চ ॥ ৩০
বিজয়ানন্দ-সংবাদঃ সন্ন্যাস-চিন্তনস্তথা । বিষ্ণুপ্রিয়া-রতিক্রীড়া নিত্যানন্দস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৩১
শ্রীমচ্ছচী-স্বপ্নদর্শং তস্যাঃ শোকপ্রবর্দ্ধনং । শচীশান্তিঃ প্রকথিতা বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রবোধনং ॥ ৩২
কাঞ্চনগ্রাম-গমনং সন্ন্যাস-স্তদনন্তরং । মুণ্ডনং নাপিতোপাখ্যা কথিতা পর্বতাত্মজে !! ৩৩
ততঃ কাশীনাথ-গৃহে ভিক্ষা চ পরিকীর্ত্তিতা । ভুক্ত্বা তস্মৈ বরং দত্ত্বা প্রভো র্গমনমীরিতং ॥ ৩৪
চন্দ্রশেখর-সংবাদঃ শচীদেব্যা সহ প্রিয়ে ! ফুলিয়া-নগরে বাসস্ততঃ শান্তিপুরে গতিঃ ॥ ৩৫

শচ্যাঃ শান্তিপুরে যানং তস্যাঃ শোকস্য বর্দ্ধনং। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপশ্চ নীলপর্বত-রিঙ্গণং ॥ ৩৬
গুণনিধেরুপাখ্যানং কাশীমাহাত্ম্যমেব চ। সমুদ্রে গৌরচন্দ্রস্য ক্রীড়া চ কথিতা পুরা ॥ ৩৭
কাশীরাজস্য চরিতং সার্বভৌমস্য সঙ্গতিঃ। শ্রীমজ্জগন্নাথপুরে বহ্ব্যো লীলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
বক্রনাথস্য মাহাত্ম্যং তৎক্ষেত্রস্য বিশেষতঃ। নবদ্বীপেঽদ্বৈতগতি মুরারে গৌর-সঙ্গতিঃ ॥ ৩৯
শ্রীবাসস্যাভিশাপে চ কুষ্ঠী চাপাল-পূর্বকঃ। গোপালঃ শ্রীপ্রভুং প্রাপ্য.......... ॥ ৪০
গৌড়দেশে গৌরচন্দ্র-গমনং পুনরেব চ। প্রতাপরুদ্র-সংবাদঃ শ্রীগৌরস্য চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ৪১
নিত্যানন্দস্য গমনং গৌড়দেশে প্রকীর্ত্তিতং। তস্য লীলা সমাখ্যাতা দ্বিজগৌর-সুসঙ্গতিঃ ॥ ৪২
নীলাচলে পুনর্বাসো গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। সভ্রাতৃকেণ রূপেণ গৌরচন্দ্রস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৪৩
ততো দেবি ! প্রকথিতং ভৃগূপাখ্যানমেব চ। সেতুবন্ধগতিঃ প্রোক্তা গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ ॥ ৪৪
পুন স্তস্য গৌড়গতিঃ শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে গতিঃ। শ্রীবৃন্দাবনমধ্যেঽস্য রমণং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৪৫
বারাণসী-গতি স্তস্য নীলাচল-গতি স্তথা। শ্রীমন্দির-প্রবেশশ্চ গৌরাঙ্গস্য জগদ্গুরোঃ ॥ ৪৬
নিত্যানন্দ-বিবাহশ্চ বীরভদ্র-জনিস্তথা। গঙ্গায়া জননঞ্চৈব নিত্যানন্দস্য নির্গতিঃ ॥ ৪৭
বীরভদ্র-সুতোৎপত্তি র্গঙ্গাসন্ততিরেব চ। গ্রন্থস্য মহিমাখ্যানং প্রোক্তমেতত্তব প্রিয়ে !! ৪৮
অতঃপরং গৌরচন্দ্র-পদদ্বন্দ্বং ভজ প্রিয়ে। ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো যোগং সমাস্থায় স্থিতঃ প্রভো ॥ ৪৯

—০—

প্রতিস্কন্ধ সমাপ্তিতে পুষ্পিকাবাক্য এইরূপ—"ইতি শ্রীমচ্চৈতন্যমহাভাগবতে মহাশ্রমাবাগীশ-সংহিতায়াং নারসিংহিক্যা প্রথমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥" ইত্যাদি......। গ্রন্থের মূল প্রষ্টা—রাজা প্রতাপরুদ্র ও বক্তা—দণ্ডী প্রবোধানন্দ। এই দণ্ডী কে ? কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কোনও প্রসঙ্গ ইহাতে নাই। প্রকট লীলায় তিনি কখনও যে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন—তাহারই বা প্রমাণ কোথায় ?

এই গ্রন্থের ভাষা সরল। যে পুঁথিখানা পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ও লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত ইহার ঘটনা-পারম্পর্য্য বা দেশকালাদিরও অসামঞ্জস্য নিবন্ধন গ্রন্থখানা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে। রায় রামানন্দ-মিলন, সার্বভৌম-মিলন ও শ্রীরূপসনাতনাদি-মিলনে দার্শনিক তত্ত্বকথা ইহাতে স্থান পায় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ের ঘটনাগুলিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে (১০।১০—১১।৩)।

৩৫। শ্রীমাধব (ওড়িয়া) ও শ্রীচৈতন্যবিলাস

শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদানে' ২৮১—২৯৩ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই গ্রন্থ শ্রীলোচন ঠাকুর ও শ্রীমুরারিগুপ্তের গ্রন্থের অনুরূপ। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা।

যেতে চরিত গৌরর　ব্রহ্মাশিবে অগোচর,　ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষাক মুহি　উৎকল ভাষারে যহি　কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস ॥
সাধুজনে ন ঘেন দোষ। কহই মাধব তুম্ভ পাদরে আশ ॥ (দশম ছান্দ ১৭)

এই গ্রন্থকারের মতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিতেছেন—(প্রথম ছান্দ)

চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান।　প্রকাশ করিঅছন্তি কহি শাস্ত্রমান যে ॥

আবার গ্রন্থোপসংহারে—বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলেই প্রভু বিরাজমান আছেন—

ভকতঙ্কু ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাব-তরঙ্গে তহুঁ নেউটি আইলা শ্রীনীলাচল।
কৃষ্ণসুখে বঞ্চন্তি দিন পরম হরষ ভক্তজনঙ্ক মন ॥

৩৬। ঈশ্বরদাস ও শ্রীচৈতন্যভাগবত ?

আনুমানিক সপ্তদশ শকাব্দার শেষের দিকে ওড়িয়া ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিমান বাবু স্বগ্রন্থে (৫২৮ পৃঃ) বলিয়াছেন। কবিকর্ণপূর, মুরারিগুপ্ত বা ঠাকুর বৃন্দাবনের ইতিবৃত্তের সহিত ইহার মিল নাই। জগন্নাথের শ্রীচৈতন্যরূপে অবতার সম্বন্ধে ঈশ্বর দাস বলেন—

ভক্তবৎসল **জগন্নাথ** অব্যয় অনাদি অচ্যুত
মর্ত্ত্যে মনুষ্যদেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি
নদীয়া নগ্রে অবতার পশুজন্মরু কলে পার ॥ প্রথম অধ্যায়।

গুরু নানককে শ্রীমহাপ্রভু কৃপা করিয়াছেন—

শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন মধ্যে বিহার
নানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই
জগাই মাধাই একত্র কীর্ত্তন করন্তি এ নৃত্য ॥ ৬১ অধ্যায় (৬৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

ইহার মতে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়াছেন (?)

শুনিল চৈতন্য গোঁসাই নৃপতি কর্ণে দীক্ষা কহি
কর্ণেন মহামন্ত্র দেলে সমস্ত হরষ হইলে। ৪৯ অধ্যায়

দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত' ও এই চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু না থাকিলেও—প্রামাণিকতায় সন্দেহ থাকিলেও—ওড়িয়া ভক্তকৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-হিসাবে এই স্থানে সূচিত হইল।

—•—

পরিশিষ্ট—(খ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র*

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পৌরাণিক বৈষ্ণব-সাহিত্য কৌশল্যা, সীতা, উর্মিলা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির আদর্শ চরিত্র প্রকাশিত। মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণের আবির্ভাবের পূর্বে ও তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক বৈষ্ণবসাহিত্যে গোদাদেবী বা অণ্ডাল, শ্রীরামানুজ-শিষ্য-বরদাচার্য্যের পত্নী লক্ষ্মীদেবী, অনন্তাচার্য্যের পত্নীপ্রমুখ বহু আদর্শচরিত্র বৈষ্ণব-স্ত্রীচরিত্র-ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যেও বিভিন্নপ্রকার স্ত্রীচরিত্রে পরমার্থজীবনের সর্বথা আদর্শ প্রকটিত দেখা যায়। শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবী, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী, শ্রীসার্বভৌম পত্নী (ষাঠীর মাতা), শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা নারায়ণী, শ্রীবসুধা জাহ্নবা, শ্রীমালিনী দেবী প্রভৃতির চরিত্রে মাতৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখা যায়।

* গৌড়ীয় ৪৫০ গৌরাব্দে সাময়িক সংখ্যার ছায়া।

১। **শ্রীশচীমাতা**—পারমার্থিক গৃহস্থজীবনে মাতা ও সহধর্মিণীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ--বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের ন্যায় সর্বজীব-প্রভুকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার পুত্রদ্বয়ই ভুবনমঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন—যাঁহার পতি শুদ্ধসত্ত্বের মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার পুত্রবধূদ্বয়ই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—তাঁহার দৈন্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার গৃহের সকল কার্য্য বিষ্ণু ও বৈষ্ণব সেবার জন্য। তাঁহার সংসার প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণের সংসার। পুত্রের নিকট হইতেও পরমার্থ উপদেশ শুনিতে ও পালন করিতে তিনি কুণ্ঠিতা ছিলেন না। একাদশীব্রতপালন ও অদ্বৈতচরণে অপরাধক্ষালণই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অষ্ট কন্যার মৃত্যু, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, জগন্নাথমিশ্রের পরলোক, প্রাণসমা পুত্রবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধান, নিমাইর সন্ন্যাস, নিঃস্ব ও নিঃসহায়াবস্থা, যুবতী পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ-সমস্যা প্রভৃতি শতশত বাধা-বিপত্তিতেও শচীদেবী পরমার্থ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পুত্রের অনুকূল পরমার্থ (সন্ন্যাস) বিষয়ে বাধা না দিয়া বরং তিনি অনুমোদনই করিয়াছেন। শচীমাতা পুত্রের নিকট হইতে সাধারণ অর্থাদির আশা না করিয়া পরমার্থই প্রাপ্তি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শচীদেবী জগন্নাথমিশ্রের কৃষ্ণসেবার সহায়কারিণীও ছিলেন। 'মহাপতিব্রতা মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি' (চৈঃ ভা ১।২।১৩৯)।

২। **শ্রীপদ্মাবতী**—নিজসর্বস্ব প্রাণ-প্রতিম দ্বাদশবর্ষীয় বালক নিত্যানন্দকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর প্রার্থনায় ভিক্ষাদান করত আতিথ্যসংকার-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজপুত-কাহিনীতে শক্রর হস্তে পুত্রের বলি দিয়া প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষাদি ব্যাপার শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ বা বৈষ্ণবসেবার শ্রেষ্ঠতা ও বাস্তব জ্ঞান আদৌ ছিল না; তাহাতে মাত্র মানসিক বা নৈতিক বলেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পুত্র বা মাতার নিত্যজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির অবসর হয় নাই। (ভাগ ৫।৫।18 দ্রষ্টব্য)। এইভাবে পদ্মাতে যেরূপে আদর্শ মাতৃত্বের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব দেখা যায়, তদ্রূপ মহাপাতিব্রতের আদর্শও ছিলেন তিনি, কেননা হাড়াই পণ্ডিতের একটিমাত্র কথাতেই তিনি বিনা আপত্তিতে প্রাণাধিক পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। 'যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা।' (চৈঃ ভা মঃ ৩।৯৩)

৩। **সার্বভৌম-পত্নী**—ইঁহাদের আদরের একমাত্র কন্যা ষাঠীর স্বামী আমোঘ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোজনব্যাপারে নিন্দা করিলে তাহা "শুনি ষাঠীর মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে। 'ষাঠী রাণ্ডী হউক' কহে বারে বারে॥" পরমার্থের জন্য নিজ প্রিয়তমা কন্যার সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কোন্ জাগতিক মাতা করিতে পারেন ?

৪। **নারায়ণী**—পূর্বলীলার শ্রীকৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ভোজনকারিণী কিলিম্বা। ঠাকুর বৃন্দাবনের শৈশবে তাঁহার পিতার পরলোক হইলেও 'শ্রীচৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন' নারায়ণী স্বপুত্রকে ভগবদ্ভক্তিতে এমন অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, যাহাতে বৃন্দাবন উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থরত্ন লিখিতে পারিয়াছেন। পুত্রের পরমার্থ শিক্ষাদান বিষয়ে আদর্শ চরিত্র—এই নারায়ণী।

৫। **শ্রীবসুধা জাহ্নবা**—বীরভদ্রের জননী বসুধা এবং বিমাতা জাহ্নবা—শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মনোভীষ্ট প্রচারের নেতা। শ্রীজাহ্নবামাতার নেত্রীত্বে আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভু খেতরীতে বিরাট বৈষ্ণব-সম্মিলনী করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রকট অপ্রকট লীলাপরিকরগণেরও মহাসম্মিলনমাধুরী সমবেত সকল লোকেরই নেত্রগোচর হইয়াছিল। বীরভদ্র জাহ্নবামাতারই শিষ্য। পূর্বোক্ত আচার্য্যত্রয়েরও বহুবিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন—মা জাহ্নবা। বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত মা জাহ্নবার মুখে ভাগবতের উপদেশ-শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইতেন।

৬। **শ্রীমালিনীদেবী**—শ্রীবাস পণ্ডিত স্ব-পুত্রের পরলোক হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যসুখবিরতিভয়ে যে কথাটি তৎকালে গোপন রাখিয়াছিলেন—জগতের কোন্ মাতা পরমার্থ না ভুলিয়া সেই সময়ে আর্ত্তনাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন ? কোন্ নারীই বা পতির কথায় সদ্যোমৃত পুত্রশোকযাতনা বিস্মৃত হইতে পারেন ?

৭। **শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী**—শ্রীগৌরাঙ্গের সহধর্মিণী এই প্রিয়াজীর চরিত্রে আদর্শনারীচরিত্রটি বিশেষভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (১।১৪)।

"নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে। যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে ॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ। সব।' নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে। রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে ॥
একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন। তথাপিও পরম আনন্দযুক্ত মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী। দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥
উষঃকালে হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম। আপনে করেন সব—এই তাঁর ধর্ম ॥
দেবগৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী। শঙ্খ, চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল। ঈশ্বর-পূজার সজ্জ করেন সকল ॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ততোধিক শচীর সেবায় তাঁর মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ॥
কোন দিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ ; বসিয়া থাকেন পদতলে অনুক্ষণ ॥'

৮। **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী**—প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায় অতিমর্ত্ত্য সহধর্মিণীর আদর্শ—'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে শ্রীপ্রভুমুখে উচ্চারিত সহিষ্ণুতার আদর্শ—প্রোষিতভর্তৃকা নারীর ইতিকর্তব্যতার জলন্ত আদর্শ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে। অহো! দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও কখনও সম্ভোগবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। শিক্ষাষ্টকের প্রতি শ্লোকই কি এই দেবীতে মূর্তিমান আদর্শ হইয়া বিরাজমান ছিল !! ভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গমতে বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার দৈনন্দিন চরিত্র—

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণ চতুর্দশীর প্রায় হৈল অতিক্ষীণ ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয় ॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন ॥"

৯। **দময়ন্তী**—শ্রীরাঘবপণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী মহাপ্রভুর প্রিয় বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে **পূর্ণ করিয়া ঝালি** সাজাইতেন। তাহাই 'রাঘবের ঝালি' নামে কথিত। দময়ন্তীর সেবাচেষ্টা ও শ্রীগৌরসুখৈকপ্রাণতার বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (৩।১০।১৩—৪০) দ্রষ্টব্য।

১০। শ্রীগৌরের **পার্ষদগণের সহধর্মিণীগণ** প্রতিবৎসর তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনাশায় ও তাঁহার বাণী-শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় অগণিত দুঃখকষ্টাদি সহ করিয়াও স্বস্বপতির আনুগত্যে নীলাচলে যাইতেন। মর্য্যাদা লঙ্ঘন-ভয়ে দূরে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ করিতেন, সম্বৎসর ধরিয়া মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে সকল উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিয়াছেন—তাহা দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীচরিতামৃতে ২।১৬—২৫, ৩।১২।১১—৪ দ্রষ্টব্য।

১১। **গঙ্গামাতা**—শ্রীশ্রীপণ্ডিতগোস্বামির অনুশিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত শ্রীগুরুআনুগত্যে শ্রীরাধাকুণ্ডে কঠোর ভজন করিয়া পরে নীলাচলে ক্ষেত্রসন্ন্যাস করেন এবং শ্রীসার্বভৌমের স্থানে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবা প্রকট করত শ্রীমদ্ভাগবত-কথকতা করিতেন। শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের জন্য তিনি শিষ্যাদিও করিয়াছিলেন পুরীতে গঙ্গামাতামঠ প্রসিদ্ধ।

১২। **শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী**—শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা ভাগবত-সিদ্ধান্তে সুনিপুণা ও তেজস্বিনী লোকশিক্ষয়িত্রী। কথিত আছে ইনি শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের নামে সহজিয়া মতপোষক এক জাল গ্রন্থ বাহির করিয়া প্রকাশ করার চেষ্টায় এবং নিজ গুরুর প্রতিও কটাক্ষ করায় শিষ্যাভিমানী রূপ কবিরাজকে সমাজচ্যুত করিয়া গলার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেন।

১৩। **শ্রীমাধবী দেবী**—বৃদ্ধা পরমবৈষ্ণবী মাধবী দেবীর ভক্তির কথা শ্রীচরিতামৃতে (৩।২) বর্ণিত আছে। ইনি নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিনজনের অর্দ্ধজন। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার কিছু দান আছে।

১৪। **দুঃখী (সুখী)**—শ্রীবাসপণ্ডিতের দাসী—শুদ্ধভক্ত-কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তননৃত্যাদি শ্রবণ-দর্শনের ও সপার্ষদ মহাপ্রভুর সেবাধিকারিণী (চৈঃ ভাঃ ২।২৫।১৮—২২)

১৫। **লক্ষহীরা (কৃষ্ণদাসী)**—মাৎসর্য্যপর রামচন্দ্র খাঁ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্যব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য নিযুক্তা হইলেও ঠাকুরের মুখে নামশ্রবণে এবং তাঁহার অকপট ব্যবহারে স্বীয় দুরভিসন্ধি, পাপবৃত্তি প্রভৃতি বর্জন করিয়া নাম-সাধনে "প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।" প্রাক্তন পাপ প্রবৃত্তি নাশে ও ভক্তসঙ্গে স্বরূপের জাগরণে যে কোনও জঘন্য লোকও যে 'ভাগবত' হইতে পারে, তাহারই প্রকট দৃষ্টান্ত।

দশম পরিচ্ছেদ—৮। ভাষ্য, টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা

শ্রীচৈতন্যযুগ (১৪০৭—১৫০০ শকাব্দা)

[এই শাখায় প্রত্যেকের নামে নামে ভাষ্য টীকা ও অনুবাদাদি লিখিত হইবে।]

১। শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু

১। **শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী' টিপ্পনী** ঃ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকার নাম বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী বা বৃহত্তোষণী। ৪৭৬ শকাব্দে এই টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত লীলাসমূহের গূঢ়তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্তসার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় যে সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই তাহা সুব্যক্ত করিবার জন্যই এই টিপ্পনী রচিত হইয়াছে, বলিয়া শ্রীপাদের (১০) উক্তি। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে আবার ইহাও শ্রীপাদ বলিয়াছেন যে 'যাহাতে যাহাতে বৈষ্ণবগণ সম্যগ্‌ভাবে পরিতোষ লাভ করেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসরণে তাহা তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল' (১১)। আবার অধিকারি-নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন (১৫) "এই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদকমলগন্ধঘ্রাণে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন।" বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় যে যে স্থলে ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে, সেই সেই স্থলে শ্রীধরের কথাই বজায় রাখিয়া ইনি তাহারই ব্যাখ্যান্তর যোজনা করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ১০।২৯।১৮ হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের উপেক্ষাভঙ্গিময়ী ও প্রার্থনাভঙ্গিময়ী ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রীপাদের প্রতি শব্দব্রহ্মমূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দরের 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরের সুস্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টি-প্রসূতই বলিব। ১০।৮৭।১৪—৩১ পর্য্যন্ত শ্রুতিস্তুতির শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যাবলম্বনে ব্রহ্মবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া প্রতিশ্লোকে যে ভগবৎপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও অতিচমৎকার ও সুরসালই বলিতে হইবে। শ্রীপাদের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল প্রতিভা এই তোষণীর সর্বত্রই বিচ্ছুরিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিশ্লোকব্যাখ্যানে প্রকটিত, তাঁহার প্রেমভক্তির উজ্জ্বলভাব প্রতিকথাতেই উদ্দীপ্ত। দশম স্কন্ধই শ্রীমদ্‌ভাগবতে সার-সর্বস্ব, এই জন্য শ্রীপাদ অন্যান্য স্কন্ধের টীকা না করিয়া কেবল দশম স্কন্ধের টীকাতেই মূল্যবান্ জীবনের মহামূল্যবান্ সময় যাপিত করিয়াছেন। এই টীকায় রসমাধুর্য্যব্যঞ্জকত্ব, ভাবোৎকর্ষ, সুপাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্ব প্রভৃতি সর্বথাই অবিসম্বাদিত। এই প্রসঙ্গে লঘুতোষণীর শেষে উল্লিখিত স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থায় বিপ্রহস্তে শ্রীভাগবতপ্রাপ্তি স্মরণীয়।

২। **শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা** ঃ—টীকাপ্রারম্ভে প্রেমভক্তি ও স্বেষ্টদেব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে নমস্কার পূর্বক টীকার দিগ্‌দর্শিনী নামকরণের হেতু বলিতেছেন—"অভীপ্সিত অর্থসমূহের একদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া 'দিগ্‌দর্শিনী' নাম্নী এই টীকাটিও স্বয়ং লিখিত হইতেছে। তৎপরে শ্রীপাদ বলিতেছেন—এই গ্রন্থরত্নে ধর্মার্থকামমোক্ষ-প্রদায়িনী ভগবদ্‌ভক্তিই নিরূপিত হইতেছে। ইহার অনুশীলনে ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরম মহান্ সুখরাশি প্রাপ্তি হয়, শ্রীমদ্ ব্রজবাসিজনের আনুগত্যে শ্রীগোপীনাথের চরণদ্বন্দ্ব আশ্রয় করত সর্বনিরপেক্ষ পরম মহত্তম প্রেমসহকারেই ঐ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাঁহারা এতাদৃশী ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা শ্রীগোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নিত্য যথেচ্ছ বিহাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ফলই লাভ করিবেন।" শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ন্যায় এমন সিদ্ধান্তগ্রন্থ জগতে হয় নাই ; ইহাতে একাধারে লীলা, রস, ভাব, সিদ্ধান্ত, এক কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাবতীয় তথ্য সন্নিহিত আছে ; গ্রন্থকার হইয়া স্বয়ংই টীকা করিয়াছেন, ইহাতে এই মনে হয় যে এই সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থে যেন অন্য কাহারও মতান্তর প্রবেশ না করে। মূলে যে বিষয়টী সামান্যতঃ অস্পষ্ট

রহিয়াছে, তাহাই সুব্যক্ত, সুবিস্তারিত করিয়া নিঃসংশয়িতভাবে হার্দকথাটী বুঝাইবার জন্যই টীকার অবতারণা। কোনও কোনও স্থলে মূলের একটি শব্দকে শ্রীপাদ দোহন করিয়া বহু রসাল অর্থ নিষ্কাসিত করিয়াও লিখিয়াছেন—ইতি দিক্। যথা ২।৩।১৮৪ শ্লোকের 'সরস' শব্দে ৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াও লিখিয়াছেন—ইতি দিক্। এই সটীক গ্রন্থের অনুশীলনে যে কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়িকদেরই উপকার হইবে, এমন নহে, কিন্তু সর্বসম্প্রদায়ের ধর্ম পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই পরম উপকৃত হইবেন। ভগবৎপ্রাণ ভজননিষ্ঠ সাধুসজ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেশের অপেক্ষা আছে, এই গ্রন্থে সেই সকল উপদেশ সর্বাঙ্গসুন্দররূপেই প্রদত্ত হইয়াছে। সটীক গ্রন্থখানা বহুশঃ পঠন-পাঠন-শ্রবণাদি না করিলে অন্যের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীরূপপাদের এই সম্বন্ধে এই অভিমতই যথেষ্ট—

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্বা ভাগবতামৃতে। ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪।১৩

৩। **শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকা 'দিগদর্শনী'** ঃ—পূর্বেই সূচিত হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ গোপালভট্ট কর্ত্তৃক বিলিখিত, প্রমাণবচনগুলির অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা সঙ্কলিত। 'সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন' এই শ্রীগৌরাজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ শ্রীসনাতন প্রবীণ ভট্টগোস্বামিদ্বারা প্রমাণনিচয় সংগৃহীত করাইয়াছেন। শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন কার্য্য ও লিপিকরার ভার—ভট্টগোস্বামিতে অর্পিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে স্বভাবসুলভ বিনয়ী শ্রীসনাতন যবনরাজের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রচার না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী ভট্টগোস্বামির নামে তাৎকালীন হিন্দু সমাজে অতি সম্মানের সহিত ইহার প্রচার হয়—ইহাও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য 'শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত' এই কথাটি প্রতি অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে।

ইহার টীকাটি কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনেরই লিখিত। এই টীকা না থাকিলে গ্রন্থোক্ত বৈষ্ণব ব্রততিথি-নির্ণয়ের মর্মে প্রবেশ করা অতীব কঠিন সমস্যাই হইত। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাসের ব্রততিথি-নির্ণয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি প্রদান করেন, তাঁহারাই মূলগ্রন্থের দুর্গম্যত্ব ও দুষ্প্রবেশ্যত্ব অনুভব করেন। সুতরাং বহুস্থলেই এই দিগ্‌দর্শনী টীকাটি শাস্ত্রব্যবস্থাদি ঘোরান্ধকারে আলোকবর্ত্তিকার কার্য্য করে, অস্ফুট বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। শাস্ত্রের সুমীমাংসা ও দার্শনিক প্রণালীতে সুবিচার এই টীকায় পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ ১২—১৬শ বিলাস পর্য্যন্ত ব্রততিথিকৃত্য ও মাসকৃত্য সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহা দিগ্‌দর্শনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে পাঠকগণের চিত্তে প্রকৃত তথ্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না।

২। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু

১। **লঘুবৈষ্ণবতোষণী**—১০।৯০।৫০ শ্লোকে শ্রীজীবপাদ বংশ-পরিচয় দিয়া শ্রীপাদ শ্রীসনাতনের গ্রন্থাবলির নামকরণ করত বলিতেছেন যে 'সেই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীপাদ সনাতনের আজ্ঞায় তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন।' ইহাই বর্ত্তমান কালে পঠন পাঠন হয়; এই লঘুতোষণী ১৫০৪ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ভক্তিরত্নাকর (১।৭৯৪) হইতে জানা যায়।

২। **বৃহৎক্রমসন্দর্ভ ও লঘুক্রমসন্দর্ভ** ঃ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা। গ্রন্থকার ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রম-ব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্ণয় প্রদর্শন জন্য ইহা সপ্তম সন্দর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি টীকারম্ভে (৩) স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন—'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ সমূহ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণী দর্শন করত যাহা যাহা মনে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহাই ভাগবতব্যাখ্যারূপে এই ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইতেছে।' এস্থলেও শ্রীধরস্বামিপাদের অব্যক্ত ও অস্পষ্ট উক্তিসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাই এই ক্রমসন্দর্ভের তাৎপর্য্য।

৩। **শ্রীব্রহ্মসংহিতাটীকা**—মঙ্গলাচরণে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"ঋষিগণের স্মৃতিগ্রন্থ আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনা-যুক্ত মনে হইলেও কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে তাহা যুক্তার্থ-সমন্বিতই, অতএব সেই ঋষিগণের গ্রন্থবিচারে ঋষিদেরও ঋষি (শ্রীরূপ বা শ্রীসনাতন, যাঁহারা চতুঃসনের দুই মূর্ত্তিকে স্বান্তর্ভুক্ত করিয়াছেন) আমার একমাত্র গতি। যদিও এই ব্রহ্মসংহিতা শতাধ্যায়ী, তথাপি এই পঞ্চম অধ্যায়টি সূত্ররূপী, সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য্য ইহাতেই নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে সব সিদ্ধান্ত অবগত হন, সেই সমস্ত তত্ত্বই ইহাতে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থের টীকায় তাহাই পুনরায় বলিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য —শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্। 'কৃষ্ণ' পদটি তাঁহার মুখ্য নাম। নামকরণকালে শ্রীগর্গাচার্য্য প্রথমতঃ 'কৃষ্ণ' নামই নির্দেশ করিয়াছেন। মূলমন্ত্রেও কৃষ্ণ নাম সর্বপ্রথম প্রয়োগ হইয়াছে বিধায় ইহাই মুখ্য নাম। তবে যে গ্রন্থে 'গোবিন্দ' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রস্বরূপ (গো = ইন্দ্রিয়, গো, সূর্য্যাদিগ্রহনিচয়, বাক্য ইত্যাদির অধিনায়কত্বরূপ) অর্থ-বৈশিষ্ট্য দ্যোতনা করে। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণেই কর্তৃত্ব ও সর্বোৎকর্ষত্বগুণ থাকায় তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামই যে মুখ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' পদ বিশেষ্য এবং অন্যান্য পদ ইহার বিশেষণ, রূপগুণমাধুর্য্যাদি দ্বারা সর্বাকর্ষক আনন্দময় মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই পরতম তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত, নিত্যচৈতন্য আনন্দস্বরূপ। জীবাদির মত মায়িক ত নহেই। তিনি অনাদিকাল হইতেই স্বীয় নিত্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে নিত্য বিরাজমান। তিনি গোচারণ-লীলাবিনোদী বলিয়া গোবিন্দ। নানাশাস্ত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ অনেকপ্রকারে নির্দিষ্ট হইলেও তিনিই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ে সর্বকারণের মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত।" এই গ্রন্থে ধামতত্ত্ব, পরিকরতত্ত্ব, লীলারহস্য ও শ্রীবিগ্রহতত্ত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-- (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৩৯, ৩০৯)

"ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া। মহারত্ন প্রায় আইলা সঙ্গে লইয়া ॥
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান। গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার ॥"

এই টীকার নাম—**দিগ্‌দর্শিনী**। উপসংহারে—শতাধ্যায়সম্পন্না এই সংহিতা শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের সারসমূহ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত। যদ্যপি নানাবিধ লোক এই সংহিতার পৃথক্ পৃথক্ পাঠ ও বিবিধ অর্থাদির কল্পনা করেন, তথাপি আমি সাধুসজ্জনানুমোদিত মার্গে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই প্রমাণরূপে ধরিয়াছি। উত্তর কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ইহার এক টীকা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা' কিন্তু অন্য গ্রন্থ। ইহাতে ৪টি পাদে (১৩ + ৭ + ১০ + ১০) ৪০টি অধ্যায়ে ৪৬৫৮ শ্লোক আছে। ইহা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আছে।

৪। **শ্রীগোপালতাপনী টীকা** (সুখবোধনী) :—অথর্ববেদান্তর্গতা পিপ্পলাদশাখীয়া এই গোপালতাপনী উপনিষৎ সর্বোপনিষৎশিরোমণিরূপে বিরাজমানা। ইহাতে 'গোপালবেশ ব্রহ্ম' প্রতিপাদনমুখে সেই স্বয়ং ভগবানের সর্বেশ্বরত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্যবত্ত্ব, তাঁহার ভজন-ধ্যানাদির পরিপাটী প্রভৃতি সগুণোপাসনাবিধি যথাযথ বর্ণিত থাকায় ইহা ভক্তগণের পরম সমাদরণীয় বস্তু। যুগল উপাসনায় এই গ্রন্থের যথেষ্ট অপেক্ষা ও উপযোগিতা বিদ্যমান। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভিমত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সূত্রাকারে সূচিত থাকায় ব্রজোপাসক সাধকদের এই উপনিষৎই শ্রেয়স্করী। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যত্রয়ই [শ্রীজীব-বিশ্বনাথ-বলদেব] ইহার উপর তিনটী টীকা রচনা করিয়াছেন। বহরমপুর সংস্করণে শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃতা টীকাও সংযোজিত—এই বিশ্বেশ্বরের পরিচয় কিছু জানিতে পারি নাই। তবে সুখবোধনীতে (৪২, ৫১, ১৪০ পৃঃ) বিশ্বেশ্বরভট্টের নামোল্লেখ থাকায় ইনি শ্রীজীবের পূর্ববর্ত্তী হইবেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীও ইহার একটা টীকা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীজীবপাদ এই গোপালতাপনীর যে টীকা করিয়াছেন, তাহা বহরমপুর সংস্করণে ভ্রমক্রমে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর নামে আরোপিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলবনমালীলাল গোস্বামিপাদের গ্রন্থাগারে, শ্রীনীলমণি-গ্রন্থাগারে এবং জয়পুর শ্রীগোবিন্দগ্রন্থশালায় যে সকল পুঁথি আছে—তাহাতে এই টীকা যে শ্রীজীবপাদের রচিত, তাহা বিস্পষ্টই আছে—

উপসংহার বাক্যই তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ—

'শ্রীসনাতনরূপস্থ চরণাব্জমুধেপ্‌সুনা। পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন **সুখবোধিনী**॥'

এই বাক্যটি বহরমপুর-সংস্করণে পরিহৃত হইয়াই গোলযোগ হইয়াছে। আবার এই টীকাটি দার্শনিক ভাষায় লিপিবদ্ধ, কিন্তু বিশ্বনাথ-কৃতা বিবৃতিতে সহজ প্রাঞ্জল ভাষাই দেখা যায়। বহরমপুর-সংস্করণে ১১৬—১১৭ পৃঃ ৫৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবের বিচার-নৈপুণ্য সহিত শ্রীহরিদাস দাস প্রকাশিত বৃন্দাবনীয় সংস্করণে ৬৩ পৃষ্ঠায় ৬১ অঙ্কের 'ব্রজস্ত্রীজন' শব্দের 'পরকীয়াবোধনী' ব্যাখ্যাটি মিলাইয়া দেখুন।

৫। **দুর্গমসঙ্গমনী** (ভক্তিরসামৃতটীকা) :—দুর্গম বা দুষ্পার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহাই দুর্গমসঙ্গমনী। উপসংহারেও শ্রীজীব এই টীকাকে 'নৌকা-স্বরূপ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীজীবপাদ কেবল দুর্গম স্থলগুলিকেই একটু পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের টীকাশেষে স্বয়ংও বলিয়াছেন— "সিদ্ধান্ত, রস ও ভাবের এবং ধ্বনি ও অলঙ্কারের অনন্ত অথচ স্ফুট বহুবিধ ব্যাপার আছে বলিয়া এই গ্রন্থের যে যে স্থল দুরধিগম্য (কষ্টবোধ্য), তাহাই ব্যঞ্জিত (সূচিত) হইবে। এই টীকার যাবতীয় লিখনই সর্ব আশঙ্কা নাশ করিবে, বৃথাত্ব আশঙ্কা করিয়া যেন অবুধগণ ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা না করে।" ইত্যাদি·······উদাহরণ-স্বরূপ সর্বাদ্য শ্লোকে প্রতিপদের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। পশ্চিম বিভাগ তৃতীয় লহরীর 'প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা' ইত্যাদি শ্লোকের টীকার সহিত ঐ চতুর্থলহরীর 'স্থিতি'র উদাহরণ-স্বরূপে বিদগ্ধমাধবের 'অহহ কমলগন্ধেরত্র' ইত্যাদি টীকার সহিত একবাক্যতা করিয়া পাঠ করিলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি, বিরহকাল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে। উত্তর কালে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদও এই টীকারই প্রায়শঃ অনুসরণ করিয়াছেন, দেখা যায়।

৬। **লোচনরোচনী** (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা) : উজ্জ্বলনীলমণি যে ভক্তিরসামৃতের পরিশিষ্টই—ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ এক বাক্যে স্বীকার করেন। স্বয়ং গ্রন্থকারও এবিষয়ে (১।২) শ্লোকে ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে প্রাচীনকালে শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন দুরালোক অর্থাৎ বিদ্বন্মণ্ডলীতে যথোচিত আলোচিত হইতেছিল না, তখন এই উজ্জ্বলনীলমণির 'লোচনরোচনী' (নয়নরসায়ন) এই বিবৃতি রচিত হইয়াছে। 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদের 'স্বকীয়া' ব্যাখ্যা এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের 'পরকীয়াব্যাখ্যা' প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রসশাখায় 'উজ্জ্বলনীলমণি' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য (২০০-২০৪ পৃঃ)।

৭। **গায়ত্রীব্যাখ্যাবিবৃতি** (অগ্নিপুরাণীয় ২১৬ অধ্যায়ে)—ইহাতে মোট ১৭টি শ্লোক অগ্নিপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীজীবচরণ, উক্থ, ভর্গ, প্রাণ, গায়ত্রী ও সরস্বতী প্রভৃতি শব্দের নিরুক্তি দিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রতিপদের অর্থ সরলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গায়ত্রীর 'ভর্গ' শব্দে স্বপ্রকাশ জ্যোতিবিশেষই বাচ্য। তাহাই 'তৎ' পদবাচ্য প্রসিদ্ধ পরমব্রহ্ম। 'বরেণ্য' শব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের আশ্রয়রূপ বস্তু, তাহা কি? সর্বপ্রকাশেরও (সূর্য্যচন্দ্রাদিরও) প্রকাশক অথচ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, যাহা সর্গ ও অপবর্গের (মুক্তি) কামনায় সর্বদাই বাঞ্ছিত। সর্বথা বরণীয় কি? জাগ্রৎস্বপ্নবিবর্জিত তুরীয়াবস্থ জীব হইতেও পরতর বস্তু। আমি সেই বরেণ্য ভর্গাখ্য জ্যোতিকে ধ্যান করি—'ভর্গ' বস্তুটি বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন, উহা নিত্য অর্থাৎ সর্বদা শুদ্ধ, জীববৎ সংসারিত্ব-বিহীন; সর্বদা বোধযুক্ত; এক, কিন্তু জীববৎ অনেক নহে; অধীশ্বর=সর্বশক্তিযুক্ত; 'অহং' শব্দের 'ব্রহ্ম' বিশেষণে কি বুঝায়? "দেবতা (অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন) না হইয়া দেবার্চনা করিবে না"—এই নীতির অনুসরণে বলিতেছেন—আমি পরজ্যোতি ব্রহ্ম, ইহাতে তাদাত্ম্য (তন্ময়ত্ব)

ভাবনা দেখান হইল। 'ধীমহি' শব্দে বহুবচনের কি তাৎপর্য্য? আমি যে কেবল সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বস্তুর ধ্যান করি, তাহা নহে, পরন্তু আমরা সকল জীবই ধ্যান করি। ধ্যানের কি আবশ্যকতা? সংসারবিমুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তি করার জন্যই। মন্ত্রের 'তৎ' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা বলিতেছেন—'ভর্গ'-পদবাচ্য জ্যোতিই সেই ব্রহ্ম বস্তু, তাহাই হইতেছে ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ। মন্ত্রের 'প্রণব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ' পদ পর্য্যন্ত 'ধীমহি' শব্দের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। কারণ কার্য্য হইতে অনন্য বলিয়া স্বয়ং প্রাণবার্থরূপ এবং ভূ, ভুব ও স্বরাদিরূপ সেই তত্ত্ব—সবিতাদেবতার বরেণ্য ভর্গ, তাহাকেই ধ্যান করি। এবিষয়ে যাঁহারা বিসম্বাদ করেন, তাঁহাদিগকেও নিজ মতে আনয়ন করিতেছেন—এই তত্ত্বকে শিব, শক্তি, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি আখ্যায় কেহ কেহ অভিহিত করিলেও কিন্তু বেদাদিতে বিষ্ণুকেই অগ্ন্যাদি-সর্বদেবময় বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। সুতরাং বিষ্ণু ও সবিতা কারণ ও কার্য্য হইলেও উভয়ের তাদাত্ম্যভাবে অভেদও দেখাইতেছেন—সেই 'ভর্গ' বস্তুটি (বিষ্ণু) বিশ্বাত্মক দেবতা সবিতার পরম পদ আশ্রয়। 'ধীমহি' শব্দে ধারণা করি বা পোষণ করি—এই অর্থও হইতে পারে। আমাদের অর্থাৎ সকল প্রাণিজাতের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণ করুন অর্থাৎ সূর্য্যাগ্নিরূপী সেই ভর্গাখ্য বিষ্ণু-তেজ নিখিল ভোক্তাদের সকল কর্মে দৃষ্টাদৃষ্ট বিপাকে প্রেরণা দিন। প্রেরণাদানের হেতু কি? পূর্বোক্ত বিষ্ণুরূপ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ত জীবনিচয় স্বর্গ বা নরকে গমন করে। এই কথাই অন্য শ্রুতিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন—এই মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই সেই ঈশ্বর বিষ্ণু-কর্ত্তৃক ব্যাপৃত, তিনিই হরি; হরি কি অর্থে? যেহেতু তিনি স্বর্গ, মহঃ, জন, তপ প্রভৃতি লোকে নিত্য দেব (বিহার-পরায়ণ), তিনিই হংস=পরমাত্মা, তিনিই পুরুষ পদবাচ্য। সেই দেবতার বরেণ্যত্বপরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী' প্রভৃতিতে উদ্দিষ্ট ধ্যানে এই পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলেই দ্রষ্টব্য। আশঙ্কা হইতেছে যে ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য্যস্থান) সূর্য্যমণ্ডলের নাশে সেই পুরুষেরও ত ঐশ্বর্য্য নাশ অনিবার্য্য? তদুত্তরে বলিতেছেন, বিষ্ণুর যে মহাবৈকুণ্ঠ-লক্ষণ পরম পদ (ধাম), তাহা সত্য (ত্রিকালে ধ্বংসরহিত), সদাশিব (তাপত্রয়বিহীন) এবং বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব (বর্দ্ধিষ্ণুতা) আছে বলিয়া যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তদ্রূপই অর্থাৎ ধামতত্ত্ব—বিষ্ণুতত্ত্বসম ত্রিকাল সত্য ও সদানন্দময়। পুনরায় আশঙ্কা এই যে—সেই মহাবৈকুণ্ঠে সবিতার অন্তর্য্যামী এই পুরুষ হইতে নারায়ণ পৃথক্ই ত, তিনিই নিত্য, কিন্তু সবিতৃমণ্ডলের অন্তর্য্যামী যিনি, তিনি নিত্য হইবেন কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—দ্যোতমান সবিতার মধ্যবর্ত্তী যে দেবতা 'ধ্যেয়ঃ সদা' ইত্যাদি ধ্যানে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিও বরেণ্য, তুরীয় সমষ্টিগত জাগ্রৎ স্বপ্নাদিরও অতীত, সমাধি অবস্থাতেই গম্য, যে 'ভর্গ'-সংজ্ঞক সর্বাশ্রয়রূপ বস্তু—তদ্রূপই (তাহা হইতে অভিন্নস্বরূপ), তবে মহাপ্রলয়ে মহাবৈকুণ্ঠেই তিনি মহানারায়ণের সহিত একীভূত (মিলিত) হইয়া অবস্থান করেন। যিনি জনমণ্ডলীকে শুভকর্মাদিতে নিত্য সর্বোৎকর্ষসহকারে প্রবর্ত্তন করিতেছেন, সেই আদিত্যপুরুষই আমি—এই উক্তি কিন্তু ব্রহ্মসাম্যে অহংগ্রহোপাসনারূপ ত্রিপদা গায়ত্রীর অজপানামক ধ্যেয় (?) সম্বন্ধেই বলা হইল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভু** এই গায়ত্রীমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে (৫৯—৬৩ পৃঃ) তাহা অতি সুন্দর, লোকের অশ্রুতচর ও অননুভূতপূর্ব্ব সত্য। সার কথা এই যে—আমরা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সেই প্রসিদ্ধ বরণীয় **ভর্গাখ্য** দেবতাকে ধ্যানধারণা **করি**, তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে চালনা দিন। **'ভর্গ'** শব্দের তাৎপর্য্য—স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে আদিত্যান্তর্গত তেজোবিশেষ, মুমুক্ষুগণ জন্মমৃত্যু ও আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশের জন্য ধ্যানযোগে উপাসনা করত সূর্য্যমণ্ডলে এই পুরুষকে দেখিতে পারে। এক্ষণে বিচার্য্য—এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষটি কে? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন—সূর্য্যার্ঘ্যদানমন্ত্রের **'বিষ্ণুতেজসে'**, গীতার 'আদিত্যমণ্ডলে **আমারই তেজ** বিদ্যমান' এবং পঞ্চরাত্রের 'জ্যোতির মধ্যে দ্বিভুজ **শ্যামসুন্দররূপ**' ইত্যাদি প্রমাণ-বলে এবং নারায়ণের ধ্যানে ['পদ্মাসনে আসীন (অথবা পদ্ম-গদাযুক্ত) সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের ধ্যান করিতে হয়,

তিনি কনক-কুণ্ডল, কেয়ূর, কিরীট ও হার পরিধান করিয়াছেন, শঙ্খ-চক্রধারী হইলেও কিন্তু দেহটি **'হিরণ্ময়বর্ণ।'** এখানে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভর্গশব্দে সূর্য্যমণ্ডলবাসী নারায়ণকে বুঝায়, কিন্তু নারায়ণের হিরণ্ময়বপুঃ হইল কবে? মুণ্ডকোপনিষদের 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' প্রমাণবলে তিনি বলিতেছেন যে রুক্মবর্ণদেহধারী, জন্ম, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বপুরুষার্থদাতা নরবেশে ব্রাহ্মণবংশে জাত মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ামাত্রই লোক সংসার-মুক্ত হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলিত হইয়া যায়, তখন তাহারা সাধনবলে পরমা শান্তি (ভক্তি) লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব গায়ত্রী-মন্ত্রে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরাঙ্গেরই উপাসনা করে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—

গায়ত্রী-দীক্ষিতো যো হি স এব বিষ্ণুদীক্ষিতঃ। ইতরঃ পাপকৃদ্ বিপ্রো ভ্রষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥

যোগীযাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ। দীর্ঘমায়ুঃ স লভতে ভক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥

৮। **শ্রীযোগসারস্তব-টীকা**ঃ—যোগসারস্তবটি শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ের অংশবিশেষ। দেবদ্যুতি মুনির মুখ-নির্গলিত এই স্তোত্রটি শ্রবণ করত শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন ও বিশুদ্ধাভক্তি দান করিয়াছেন। শ্রীজীবচরণ এই স্তোত্রের কঠিন (তাত্ত্বিক) অংশেরই টীকা করিয়াছেন, দুর্বোধ্য দার্শনিক শব্দগুলিকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া স্তবটির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন ; এই জন্যই ভক্তিরত্নাকরে বলা হইয়াছে—

"যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।"

৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা—**সারঙ্গরঙ্গদা**ঃ—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে এক অলৌকিক অমৃত। অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরসে এই কাব্য গঠিত ; কিন্তু গুরূপদেশ ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না ; সাধারণ সাহিত্য-রসিক পাঠক ইহার পদ-লালিত্যে এবং কখনও বা উচ্চতম ভাবের যথাকথঞ্চিৎ স্ফুরণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত রস গূঢ় গম্ভীর হৃদয়-গুহায় অবস্থিত, উহা সাধারণ পাঠকদের একেবারেই দুর্লক্ষ্য ; এই জন্যই ভক্ত পাঠকগণের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই রসময়ী টীকার অবতারণা করিয়াছেন। এই টীকায় (চতুর্থ পদ্যে) গ্রন্থোক্ত শ্লোকগুলির একটি সূচী-নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই সূচিত হইয়াছে [২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামির ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থ-আস্বাদনের প্রধানতম উপায়—ইহা বিশেষজ্ঞগণ এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২।৫৯, ৭২—৭৬) শ্রীপাদ যেখানে কর্ণামৃতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে বঙ্গভাষায় তাহার একটা চমৎকার আস্বাদন দিয়াছেন।

৪। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী (?)

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বকৃত 'শ্রীকৃষ্ণমাধুরী' নামক গ্রন্থে 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'অনুরাগবল্লী' নামক চরিত শাখায় উল্লিখিত পুস্তকের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ষড়্গোস্বামির একতম শ্রীগোপাল ভট্টপাদই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের **'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'** নামক টীকার রচয়িতা ; কিন্তু ডাঃ সুশীল কুমার দে-কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বহু পুঁথিতেই দ্রবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ নৃসিংহের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র * বলিয়া টীকাকার স্বপরিচয় দিয়াছেন বলিয়া সংশয় হইতেছে। আর এক কথা—এই টীকাকারের নামে 'রসিকরঞ্জনী', 'কালকৌমুদী' প্রভৃতি

* শ্রীমদ্ রাধাবল্লভীয় হরিবংশ গৌরব্রাহ্মণ, তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে গোপাল নামে কেহই ছিলেন না, তাঁহার জন্মভূমি গোকুলের নিকট বাদগ্রাম, তাঁহার পিতার নাম শ্রীকেশোদাস মিশ্রজী (বিদ্যাভূষণ)

গ্রন্থের রচনা আরোপিত হইয়াছে ; এবং এই দুই গ্রন্থের আদিম পুষ্পিকায় ও অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণবল্লভার অনুরূপই দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের ভট্টগোস্বামিপাদের এই গ্রন্থ হইলে কি কবিরাজ গোস্বামী ইহার সাহায্য বা নাম নিতেন না? তিনি শ্রীচৈতন্যদাস-বিরচিত 'সুবোধনী' টীকারই বা সাহায্য লইলেন কেন? যাহা হউক—এই টীকাতে প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষা, ভাববৈভব প্রভৃতি দেখিলে ইহা যে উৎকৃষ্ট টীকা, এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে অতিসংযত ভাবে আদিরসের গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। টীকাটি শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-সম্মত, নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেও কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্য পাঠ গ্রহণ না করিয়া বঙ্গদেশীয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২।৩।৪ ইত্যাদিতে ভক্তিরসামৃত ও তৃতীয়ে উজ্জ্বলনীলমণি হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী কোনও কথাই এ টীকাতে নাই, সর্বপ্রথমেই এই সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব, কিশোরত্ব ও নরাকৃতিত্ব প্রভৃতিও যথাযথ স্বীকৃত হইয়াছে।

৫। শ্রীচৈতন্যদাস

ডাঃ সুশীল কুমার দে-সম্পাদিত সংস্করণে শ্রীচৈতন্যদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা **'সুবোধনী'** প্রকাশিত হইয়াছে। এই চৈতন্যদাসের সম্বন্ধে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই টীকার উপসংহারে 'শ্রীগোবিন্দপদসেবা-প্রভাবাহ্লাদিতা স্বয়ং' এই উক্তিবলে অনুমান করা যায় যে ইনি শ্রীগোবিন্দের পূজারি ছিলেন। যদি এই অনুমান ঠিকই হয়, তবে একথাও বলা চলে যে ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলিখনে অনুমোদনকারী বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের অন্যতম এবং শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শিষ্য (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৬৯)। কবিরাজ গোস্বামী এই টীকার সাহায্য লইয়াছেন—ইহা টিপ্পনী আকারে রচিত, সংক্ষেপ; রসশাস্ত্রে বা সিদ্ধান্ত-বিষয়ে প্রগাঢ় আলোচনা ইহাতে না থাকিলেও ইহা সরল ও প্রাঞ্জল। শ্রীগোপালভট্ট-কৃত টীকা হইতে আকারে ও বস্তুবৈভবে ন্যূন। পূজারি গোস্বামিকৃত 'বালবোধিনী' নাম্নী গীতগোবিন্দের টীকায় ও উপসংহারে এই টীকার উপসংহারবৎ—'শ্রীগোবিন্দপদসেবা প্রভাবাহ্লাদিতা স্বয়ং। চৈতন্যদাসতো (চৈতন্যদাসেন) বালবোধিনী স্যাৎ সতাং মুদে' আছে। *J. Eggeling* গীতগোবিন্দের টীকাকে শ্রীচৈতন্যদাস-বিরচিত বলিয়াই মত দিয়াছেন। বালবোধিনীতে উজ্জ্বলনীলমণি হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া টীকাকার ১৫৪১ খ্রীঃ পূর্বে এই টীকা রচনা করেন নাই জানা গেল। কেহ কেহ বলেন শ্রীসেন শিবানন্দের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসই এই টীকাকার।

৬। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা

শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীগুরুদেব শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী * শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছে—তাহার নাম শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা। মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহা- নিত্থং গৌরমহাপ্রভো র্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥ ১

ইনিও শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকার আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪); এই টীকার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, নিত্যবিগ্রহলীলত্ব, ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য, প্রেমৈকপ্রয়োজনত্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্বপ্রমাণ-চূড়ামণিত্ব প্রতিপাদন পূর্বক গ্রন্থব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বতঃপ্রামাণ্যসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের বচন দ্বারাই

---

* শ্রীল কবিকর্ণপূর অলঙ্কার-কৌস্তভে ১০ম কিরণে ৭৫৩ পৃষ্ঠায়—'যথা অস্মদ্গুরবঃ' বলিয়া এই টীকার উপক্রমের ৫ম শ্লোক 'ন বাদিনিগ্রহঃ সাধ্যঃ' ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীমদ্‌ভাগবত টীকা করিয়াছেন—কদাচিৎ অন্যান্য পুরাণেরও সাহায্য নিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে প্রসিদ্ধার্থেরও অন্য প্রকারে স্বকৌশলে ব্যাকরণ-নিরুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে কিন্তু শব্দটিতে ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে 'পর' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—'পরং ক্ষরাক্ষরাতীতং পুরুষোত্তমং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। পালয়তি পিপর্ত্তি বা বিশ্বমিতি পিপর্ত্তেরণি সিদ্ধং। বক্ষ্যতি চ 'কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য শং ন স্তনোতু চরণং পুরুষোত্তমস্যেতি' (১১।৬।১৪) পরত্বে পুরুষোত্তমত্বং। পুরুষোত্তমো হি শ্রীকৃষ্ণ এব, উক্তঞ্চ স্বয়মেব "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি, এতেন বিশেষণ-মর্য্যাদয়া শ্রীকৃষ্ণরূপং বিশেষ্যমবগম্যতে। 'নিরস্তকুহকং' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—'কুহকং কুং পৃথিবীং ঘ্নন্তীতি কুহনো দৈত্যাঃ, কংসাদয়ঃ নিরস্তং কুঘ্নাং কং শিরো যেন পৃথিবীভারাপহারকমিত্যর্থঃ। অথবা নিরস্তানাং কুঘ্নাং কং সুখং মোক্ষো যস্মাৎ, বিষ্ণুনা হতস্য কালনেমেঃ পুনঃ কংসরূপেণ জাতত্বাৎ, অন্যকৃতহননে মোক্ষাপ্রসক্তেঃ, শ্রীকৃষ্ণকৃতহননেনৈবেত্যসুপ্রহিতচৈতন্যশক্তি (?) তস্য পরত্বং সুসিদ্ধমেব। ইত্যাদি

ইনি প্রতি অধ্যায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই; কেবল যে সব স্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রকর্ষের ব্যাঘাত মনে করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে (১০।১৮।২৪) 'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ' এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—'ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরাজয়াভাবে শ্রীদামবহনেঽনৌচিত্যাচ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তোককৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। এই পাঠটি শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী, কিন্তু যে দুইখানা পুঁথি (জয়পুরে শ্রীগোবিন্দগ্রন্থাগারে এবং শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-গ্রন্থশালায়) দেখিয়াছি, সর্বত্রই এই পাঠ দেখিয়া আমি হতাশ হইয়াছি। ১১।১২।৮ টীকায় তিনি 'রসভক্তিচন্দ্রিকা' (?) নামে এক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি যে ভক্তিরসামৃত বা উজ্জ্বল দেখিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। উপসংহারে এই কয়েকটি শ্লোক—

ভগবদ্ ব্রহ্মণো বাদো ব্রহ্মনারদয়োরথ। নারদ-ব্যাসয়োঃ পশ্চাদ্ ব্যাস-তৎপুত্রয়োরথ॥ ১
শুকোত্তরেয়য়োঃ পশ্চাৎ সূত-শৌনকয়োরিতি। ষট্ সংবাদা ভাগবতে সর্বে ব্যাসেন গুম্ফিতাঃ॥ ২
কৃষ্ণোৎকর্ষাৎ কৃষ্ণভক্তৈ র্বিজ্ঞৈঃ কৌশল-কৌতুকাৎ। চৈতন্যমতরত্নস্য মঞ্জুষেয়ং বিচার্য্যতাং॥ ৩
চৈতন্যমতমঞ্জুষা পীযূষাদপি মঞ্জুলা। তত্ত্বাসনৈঃ সহৃদয়ৈরুদ্ঘাট্যেয়ং বিচার্য্যতাং॥ ৪
স্বসিদ্ধান্ত-প্রকটনে পরসিদ্ধান্ত-বাধনং। অত্র যস্যাপরাধঃ স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণস্তং হরিষ্যতি॥ ৫
প্রমাজ্ জ্ঞানস্য দৌর্বল্যাদ্ যদত্র ক্বাপি দূষণং। তচ্ছোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণরসলম্পটাঃ॥ ৬
শ্রীনাথপণ্ডিত-কৃতা কৃষ্ণোৎকর্ষ গরীয়সী। চৈতন্যমতমঞ্জুষা জীয়াদ্ ভাগবতাশ্রয়া॥ ৭

কলিকাতাস্থ *Royal Asiatic Society of Bengal* এর পুঁথিশালায় শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিকৃত শ্রীমদ্ভাগবত টীকার একখানা পুঁথি আছে।

৭। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী

ভাগ (১০।২৯।৯) শ্লোকে শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন "অপত্যবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহনিরুদ্ধা বভূবুরিতি শ্রীকবিকর্ণপূর-গোস্বামিকৃত-দশমস্কন্ধ-টীকায়াং দৃষ্টং।" এই উক্তি-অনুসারে জানা যায় যে ইনিও শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক টীকা করিয়াছেন, তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য।

৮। শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র (চন্দ্রভাগা)

১। শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী শ্রীমদ্ রামনারায়ণ প্রায় ৩৫০ বৎসর পুর্বে শ্রীমদ্‌ভাগবতের

রাসপঞ্চাধ্যায়ীর **'ভাবভাব-বিভাবিকা'** নাম্নী এক বিস্তারিত টীকা রচনা করত স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার টীকার মঙ্গলাচরণে স্থূলতঃ শ্রী, শ্রীশ, ঢুণ্টি, শিবা, শিব, অজ, দেবগণ, গুরু বিপ্র, ভক্ত, বিশ্বকে বন্দনা করিয়া, স্বগুরুবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীজীবরূপসনাতন, চিন্ময় নবদ্বীপধাম প্রভৃতিরও বন্দনা করিয়াছেন। ইনি যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—তাঁহার এই মঙ্গলাচরণেরই 'রাধিকাষ্টক'টিতে কেবল যমকেরই প্রাচুর্য্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাম্।
কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণসংরাধিকাং রাধিকাং তং ভজে ॥

[(১) কৃষ্ণং হৃদি ধারিকাং, (২) কৃষ্ণহৃদি হারভূতাং, (৩) কৃষ্ণহৃদো হরণশীলাং, (৪) কৃষ্ণো হৃদি যেষাং, তেষাং ধারিকাং, (৫) কৃষ্ণ এব হৃদো হারকো যস্যাঃ, (৬) কৃষ্ণ এব হৃদি হার ইব যস্যাঃ]

এত বড় বিস্তৃত টীকা আর কেহই করেন নাই। পুষ্পিকাবাক্য—

"ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে···দশমস্কন্ধান্তর্গত-রাসপঞ্চাধ্যায়ী ব্যাখ্যায়াং শ্রীচন্দ্রভাগাখ্যবিষ্ণুসখ্যাপন্ন শ্রীরামনারায়ণ-বিরচিতায়াং ভাবভাববিভাবিকায়াং ভগবচ্ছ্রীমদ্রাসবিহারাদি-নিরূপণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥"

২। শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত **'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়'** নামক অধ্যায়েরও ইনি **'প্রভা'** নাম্নী এক টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাও বিস্তারিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই অধ্যায়টি শতানন্দগৌতম-সম্বাদের একাংশ। উপসংহারে আছে ইনি শ্রীমদ্রাজসুচেতরামের তনুজা, শ্রীচন্দ্রভাগা, অপর নাম বা আখ্যা—বিষ্ণুসখী (?); পুষ্পিকাবাক্য—"ইতি শ্রীভগবদ্রাধারমণচরণ-শরণ-শ্রীমদ্গোস্বামি-প্রেরিত-শ্রীবিষ্ণুসখ্যাপন্ন-শ্রীরামনারায়ণ-বিরচিত-বায়ুপুরণে শেষখণ্ডে চতুর্দ্দশাধ্যায়-ব্যাখ্যা 'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়প্রভা' বৈষ্ণবপ্রীতিদা সম্পূর্ণা ॥

৩। এতদ্ব্যতীত ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটা **'সূক্ষ্মতমা বৃত্তি'** রচনা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু স্থলবিশেষে শ্রীচৈতন্য-মতের সহিত অসমঞ্জস বলিয়াই ধারণা হয়।

৯। শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপদাশ্রিত শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর **'অর্থরত্নাল্পদীপিকা'** নামে এক নাতিবৃহৎ টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি যে কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য তাহাও টীকামধ্যে দক্ষিণ বিভাগের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই লিখিয়াছেন—

"যেষাং কৃপাবলেনৈবাশয়োদ্ঘাটে মহাপ্রভোঃ। প্রবৃত্তিঃ সহসা তে মে গতিঃ কৃষ্ণকবীশ্বরাঃ ॥"

টীকা-প্রারম্ভে শ্রীমুকুন্দদাস,—শ্রীশচীনন্দন, শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে বন্দনা করিয়াছেন। উপসংহারেও শ্রীরূপগণকেই বন্দনা করিয়াছেন। টীকাটি অতি সরল, প্রাঞ্জল, শ্রীজীবপাদের ন্যায় অক্ষর-কার্পণ্য ইহাতে না থাকিলেও সংক্ষেপে সার কথাই উক্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে শ্রীজীবের টীকার মর্ম বুঝিতে না পারিলেও এ টীকার সাহায্যে তত্তৎস্থল সুখেই অধিগত করা যায়। অর্থরত্নাল্পদীপিকার একটি পুঁথি নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরে আছে। . লিপিকাল ১৬৩৭ শকাব্দা।

১০। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য, তাঁহার শিষ্য শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস গোস্বামী, তাঁহার শিষ্যই এই গ্রন্থকার। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদকৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের মূলস্বরূপ দশটি শ্লোকেরই টীকাবিশেষ—এই **'দশশ্লোকীভাষ্য'**। ঐ দশটি শ্লোক শ্রীপাদ শ্রীরূপকৃত 'স্মরণমঙ্গল' বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এই

গ্রন্থকার-মতে উহাও শ্রীরূপপ্রভুর আদেশে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামি প্রভুরই রচনা (১২ পৃঃ)। ইহাতে প্রথম দুই শ্লোকেরই বিস্তৃত আলোচনা করত অবশিষ্ট শ্লোকের অন্বয়মুখে আকর-গ্রন্থের সহিত ঐ শ্লোকের সমন্বয় রাখিবার জন্য ঐ আকর গ্রন্থের শ্লোকাবলির উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্লোকেই যাবতীয় তথ্য অশেষবিশেষে ইনি আলোচনা ও আস্বাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থসঙ্কলনে তাঁহার মূল উপাদান হইতেছে—ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি ও লঘুভাগবতামৃত।

প্রথম শ্লোকে বর্ণয়িতব্য বিষয়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা-নিশ্চয়-সহকারে তদীয় উপদেশ-সারসংগ্রহে এই গ্রন্থ রচনা করায় ইহাতে তাঁহারই স্বারস্য আছে, বুঝিতে হইবে। গ্রন্থ রচনার কারণ, অনুবন্ধ-চতুষ্টয়নিরূপণ চতুর্বর্গতিরস্কারি-প্রেমসেবার সাধ্যশিরোমণিত্ব-নির্ধারণ, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর চরণ-কমলে প্রেমসেবাই সাধ্যশিরোমণি কেন? তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা, আস্বাদন ও অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ; প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব-বিচার, পূর্ণাদি স্বরূপত্রয়ের বিচার, নিখিলগুণাবলির প্রকাশন ইত্যাদি। ব্রজে স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেও দাস্যরসৈকভক্তদের সম্বন্ধে প্রকাশাতিশয্য-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার, ক্রমশঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের প্রকাশাতিশয়ের বিস্তৃত বিচার, এতৎসম্বন্ধে বিবিধ আশঙ্কার নিরসন, শ্রীকৃষ্ণে বিরুদ্ধ ধর্মকর্মাবলির সমাবেশ, ক্ষীরোদশায়ীর অবতারাদি ভ্রম-নিরাস, শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তদ্‌বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ ও সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন, অধিকারি-নিরূপণ, 'গাঢ়লৌল্যেক' পদের 'এক' শব্দের পঞ্চবিধ ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনমুখে বিশুদ্ধভজনমার্গের বিনির্দেশ, রাগমার্গীয় পন্থার সম্যক্ বিনিরূপণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্লোকে—লীলাসমূহের নিত্যতাস্থাপন, ভগবদ্‌বিগ্রহধারণের প্রয়োজন, লীলাস্থানের ও পরিকরগণের নিত্যতা; অপ্রকট ও প্রকট লীলার সমন্বয়, লীলাপরিকরগণের পরিচয়, ঔপপত্য ও পারকীয়ত্ব-বিষয়ে বিশেষ বিচার ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনাকালে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীগোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া (আদি ৮ম পরিচ্ছেদ) প্রকাশ, সুতরাং ১৫৩৭ শকাব্দায় চরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলেও আনুমানিক ১৫৫০ শকাব্দার অব্যবহিত কালমধ্যেই গ্রন্থকারের শ্রীবৃন্দাবন-গমনাদি ধরিতে হয়। ফলতঃ ষোড়শ শকাব্দার মধ্যভাগে এই গ্রন্থের রচনাকাল মানিতে হইবে। ইঁহারই রচিত 'সাধনদীপিকা'য় মন্ত্রময়ী উপাসনা বিবৃত হইয়াছে, ইহাতে কিন্তু স্বারসিকী উপাসনারই বিশিষ্টভাবে আলোচনা আছে।

১১। শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত * শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী শ্রীজীবপাদের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা' অবলম্বনে তাহারই একটি বিবৃতি করিয়াছেন, তাহার নাম 'প্রভা'। এই বিবৃতিকার কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী নহেন। সমগ্র গ্রন্থখানাকে নয়টি প্রকরণে বিভাগ করত প্রথম প্রকরণে—শ্রীব্রজদেবীগণের পূজ্যত্ব-নিত্যতা; দ্বিতীয়ে পূজাবিধি (মন্ত্রাদি-সন্নিবেশ); তৃতীয়ে ভজনীয়তত্ত্বমধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব; চতুর্থে শ্রীরুক্মিণীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব; পঞ্চমে ব্রজদেবীগণের স্বরূপ; ষষ্ঠে তাঁহাদের অবতার-সময়ে মায়িক পরোঢ়াত্ব-ব্যবহার; সপ্তমে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব; অষ্টমে তাঁহার মহাভাবত্ব এবং নবমে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রগণ এবং মহানুভব ভক্তগণের সম্মতিক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-বিনিশ্চয় হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীবের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণদাসজি বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানার শেষে লিপিকাল—সম্বৎ ১৭১৪ বৈশাখ সুদী ১৩। ইহাতে জানা যায় যে ইহার রচনাকাল শ্রীজীবপাদের পরে এবং ১৫৬৯ শকাব্দার পূর্বেই হইবে।

---

* সাধনদীপিকার নবম কক্ষায় (২৬১ পৃঃ) ইহাকে শ্রীজীবের শিষ্য না হইলেও শিষ্য বলিয়া আরোপিত করিবার হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীজীবপাদ আদৌ শিষ্য করেন নাই।

বরাহনগর পাটবাড়ীতে একখানা পুঁথিও এই নামেই দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থখানাও শ্রীজীবেরই আনুগত্যে লিখিত অথচ তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেও চলে। শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের প্রভুদের মন্দিরে ঐ পুঁথিখানার নাম 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-চন্দ্রিকা'। ইহার (রচনাকাল ?) লিপিকাল—

"অদ্রিগ্রৌমাতৃগণাখ্যে শাকে বৃন্দাবনান্তরে। রাধাকৃষ্ণার্চনা সূক্ষ্মা দীপিকা লিখিতা ময়া ॥"

অর্থাৎ ১৬১৮ শাকে বৃন্দাবনে এই সূক্ষ্মা রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা লিখিত হইল।

১২। আনন্দী

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত' নামক কোষকাব্যের ইনি **'রসিকাস্বাদিনী'** নামক টীকা করিয়াছেন। টীকাকাব্যের সময় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের পরে বলিয়া অনুমিত হয়, যেহেতু শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১১।৫।৩১) 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ' শ্লোকের শ্রীগৌরপক্ষে ব্যাখ্যা শ্রীবিশ্বনাথই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন; এই টীকাকারও সেই মতই আশ্রয় করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণবাক্য ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে—ললিতমাধব (১), দাস গোস্বামির শ্রীচৈতন্যাষ্টক (১), শ্রীজীব গোস্বামির 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং' (১), শ্রীরূপপাদের 'কলৌ যং বিদ্বাংসঃ' (১), উজ্জ্বলনীলমণির রাগ অনুরাগের লক্ষণ (২১), ক্ষোভলক্ষণ (২৪), বাসুদেব সার্বভৌমকৃত 'বৈরাগ্যবিদ্যা' শ্লোক (৪১), চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬২), ভক্তিরসামৃত (১২২)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১৪৯৪ শাকে রচিত হইলে এ টীকাকার তৎপরেই আবির্ভূত হইয়াছেন বলিতে হয়।

বৈশিষ্ট্য—শ্রীগৌরগোপাল ধ্যানমন্ত্রাদির উল্লেখ (৩১), শ্রুত্যধ্যায়ে শ্রীধরস্বামির ন্যায় প্রতি শ্লোক টীকায় তত্ত্বাবানুগত শ্লোক-রচনা, টীকাখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং শ্রীগৌররসে নিমগ্নতার পরিচায়ক। মূলের প্রকরণ-বিভাগও ইঁহারই কৃত বলিয়া মনে হয়।

অনুবাদশাখা

১। শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৭৯) শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য **'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'** নাম দিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের বঙ্গভাষায় সরস, সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পানিহাটি হইতে যখন বরাহনগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন, তখন রঘুনাথ একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনাইয়াই সেই শ্রীভাগবতরস মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরাঙ্গের আতিথ্যবিধি করেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও প্রেমাবেশে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যাদি করত রঘুনাথের গুণকীর্ত্তনপূর্বক তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১১০—১২১ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (২০৩) লিখিত আছে—

নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৪৯৮ শকাব্দায় রচিত, অতএব এই গ্রন্থও তৎপূর্বেই রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রায় ১৬৫০০ শ্লোক ও পয়ারে এই গ্রন্থ ভূষিত।

প্রাক্‌শ্রীচৈতন্যযুগে উল্লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থও শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০, ১১, ও ১২ স্কন্ধের মর্মানুবাদ মাত্র, কিন্তু প্রেমতরঙ্গিণী সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ। ১ম হইতে ৯ম পর্যন্ত মর্মানুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও কিন্তু দশম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্লোকনিষ্ঠ

অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রেমতরঙ্গিণীতে শেষ তিন স্কন্ধের মূলের অধ্যায়-সংখ্যা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত অধ্যায় সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন ১ম স্কন্ধে মূলে ১৯টি অধ্যায়, এস্থলে ৫ অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০ স্থলে ২, তৃতীয়ে ৩৩ স্থলে ৯, চতুর্থে ৩১ স্থলে ৮, পঞ্চমে ২৬ স্থলে ৮, ষষ্ঠে ১৯ স্থলে ৩, সপ্তমে ১৫ স্থলে ৫, অষ্টমে ২৪ স্থলে ৭ এবং নবমে ২৪ স্থলে ৯ অধ্যায় করা হইয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই নয় স্কন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইলেও মূলের তাৎপর্য্য এইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত নিষ্কাসিত হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতের মূল তাৎপর্য্য ও রহস্য অবগত হইবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেও শ্রীপাদ নিজ গুরুদেব শ্রীশ্রীপণ্ডিতগোস্বামি-প্রভুর বন্দনামুখে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য দৈন্যভরে ব্যক্ত করিয়াছেন—(১।১।১—৪)। এক কথায় বলিতে গেলে এই অনুবাদটি সর্বাঙ্গসুন্দর, ভাষাটি সরস, মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল। তাই শাখানির্ণয়ামৃতে শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী ॥"

পূর্বকালে এই গ্রন্থের যে বহুল প্রচার ছিল এবং ইহা যে গীত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতি অধ্যায়ে বহুবিধ রাগরাগিণীর উল্লেখই ইহাকে সঙ্গীতাকারে ব্যবহারের সাক্ষ্য দিতেছে।

২। শ্রীমাধবাচার্য্য ও (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)

শ্রীমদ্ দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—'মাধবাচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।' এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীমাধবাচার্য্যের অপূর্ব কীর্ত্তি। দুঃখের বিষয় ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক হইলেও ইঁহার পরিচয় ঘনান্ধকারে আবৃত। সাহিত্যিকদের উপরে সেই ভার দিয়া এক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ গ্রন্থাভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা দিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধই এই গ্রন্থের স্থূলতঃ উপাদান হইলেও তিনি স্থানে স্থানে অন্যান্য স্কন্ধ হইতে এবং ইচ্ছামত ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ হইতেও উপকরণ যোগাড় করিয়াছেন। গ্রন্থকারও স্বমুখে বলিয়াছেন—"রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে। বিস্তারি কহিব তাহা **'হরিবংশ'**-মতে।" (১৫৪ পৃঃ) এবং "পারিজাত-হরণ ঈষৎ ভাগবতে। বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে।" (২১২ পৃঃ); এতব্যতীত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রুক্মিণীর ফুলশয্যা, অজামিল উপাখ্যান, যদুবংশে ব্রহ্মশাপ হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান-পর্য্যন্ত অংশগুলি দশম স্কন্ধে নাই। এই অনুবাদ সরল ও সুন্দর হইলেও কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে কবি স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনাবলে শ্রীভাগবতের বর্ণনাকে আরও রসাল করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি মঙ্গল-কাব্য-ধরণে লেখা হইয়াছে, প্রাচীনকালে অধুনাও দেশে দেশে মৃদঙ্গকরতাল-সহযোগে বিবিধ রাগরাগিণী-মিলনে এই গ্রন্থ গীত হইতেছে।

অন্য **কবি কৃষ্ণদাস** অপর **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইনি মাধবাচার্য্যের সহিত গুরুসূত্রে বা পিতৃব্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থাক্ষরে অনুমিত হয়। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ও বংশীচৌর্য্যাদি কাহিনী লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উৎকৃষ্ট।

৩। শ্রীলোচনদাস (জগন্নাথবল্লভের পদ্যানুবাদ)

শ্রীললোচনদাস ঠাকুর শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের যে সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বে পদাবলী শাখায় (২১৯ পৃষ্ঠা) 'শ্রীরামানন্দ রায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। তিনি অনেক স্থলে মূলের ন্যায়ই অনুবাদ করিয়াছেন যথা—

মূল	অনুবাদে
পরিণত-শারদ শশধরবদনা।	নির্ম্মল-শারদ শশধর-বদনী। বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিতবরণী ॥
মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা ॥	পিককৃত গঞ্জিত-সুমধুর-বচনা। মোহন কৃত করি শত শত মদনা ॥
দেবি! কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।	দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত মনুবারং ॥
বহুতর-সুকৃতফলিতমনুদিষ্টং ॥	চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং। তব কৃপয়াপি ফলিত মনোঽভীষ্টং ॥
পিকবিধু-মধু-মধুপাবলি-চরিতং।	ইদমস্তু কিং মম যাচিতমস্তি।
রচয়তি মামধুনা সুখভরিতং ॥	নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥
প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং।	প্রণয়তু রসিকহৃদয় সুখমমিতং।
রামানন্দভণিত হরিরমিতং ॥ ৫।৬১	লোচন-মোহনমাধব-চরিতম্ ॥ ৫।৬১.

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে 'অকিঞ্চন দাস' ঐ নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১৫১২)। 'গোপালদাস' নামক জনৈক ব্যক্তিরও অপর অনুবাদ আছে বলিয়া জানা যায়।

—•—

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ

১। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়

(১) শ্রীমদ্ ভাগবত-টীকা (**শ্রীসারার্থদর্শিনী**):—

শ্রীমদ্ ভাগবতের সর্ব-নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা এবং সর্বরসিক-মণ্ডলীতোষণী এই সারার্থদর্শিনী টীকাটি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের প্রগাঢ় ভাষা-লালিত্য, রসভাব-মাধুর্য্যবত্ত্ব এবং সমুজ্জ্বল প্রতিভা-বিশিষ্টত্বেরই প্রচুরতর পরিচায়ক। মৌলিকতা, নব নব ভাবোন্মেষক প্রতিভা এবং ভাগবতের টীকাসমূহের মধ্যে সমুজ্জ্বলতায়, এই টীকা বিচার-প্রিয় ও কাব্যরস-লোলুপ পাঠকমাত্রেরই প্রীতিজনক ও আনন্দবর্দ্ধক। দশম স্কন্ধের টীকাপাঠে মনে হয় যে উহা শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুর প্রতিভা-কিরণে অনেক স্থলেই উদ্ভাসিত ও পরিপুষ্ট। বিশ্বনাথ শ্রীপাদের ভাবমাধুর্য্য ও রসমাধুর্য্য-দোহন-প্রণালী অবলম্বনে স্বীয় টীকাকে সমুজ্জ্বল করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতের ১৩০টি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আমরা যতগুলি টীকা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) দেখিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে শ্রীপাদ সনাতনের বৈষ্ণবতোষণী এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনীই সর্বোচ্চস্থানের দাবী করিতে পারে। এই টীকার মঙ্গলাচরণে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা ও তৎকৃপা প্রার্থনাপূর্বক তিনি যে শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাদি আলোচনা করত তাঁহাদের আশয়ানুসরণে এই টীকাটি লিখিতেছেন, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতি স্কন্ধে ও প্রতি অধ্যায়ের আরম্ভে ও অন্তে তিনি মঙ্গলাচরণ ও উপসংহাররূপে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ারম্ভে টীকামধ্যে সেই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। যথা—১।২ টীকার প্রারম্ভে="দ্বিতীয়ে ত্বভিধেয়া শ্রীভক্তিঃ প্রেমা প্রয়োজনম্। বিষয়ো ভগবানত্রেত্যর্থত্রয়নিরূপণম্ ॥" দ্বিতীয় হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রতি স্কন্ধের টীকা-প্রারম্ভে দুইটি এক প্রকার শ্লোকই দৃষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধের উপসংহারে—'সারার্থদর্শিনী' নামকরণের হেতু বলিয়াছেন—শ্রীধরস্বামিপাদ, আমার প্রভুগণ (শ্রীরূপসনাতনাদি) এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত বা প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহের সার-সঙ্কলনে এই টীকাও 'সারার্থদর্শিনী' নামে পরিচিত হউক। তৃতীয়

হইতে একাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রতি স্কন্ধের উপসংহারে একটা শ্লোকে সেই সেই স্কন্ধের টীকা রচনা-সমাপ্তির স্থান ও দিন-নির্দেশ করিয়া সর্বশেষে ১৬২৬ শকাব্দে মাঘমাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে এই টীকা সমাপ্তি হইল, বলিয়াছেন। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে এবং রাসলীলার প্রারম্ভে বহুশ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং 'ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী প্রকটিতা' ইত্যাদি শ্লোকটিতে শ্রীসনাতনের বদননিঃসৃত দুই তিন কণা ভক্তিরস-রহস্যামৃত আস্বাদন পূর্বক জন্ম-সাফল্যের কথাও বলিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশম স্কন্ধের নব্বই অধ্যায়ের জন্মাদি লীলাবলীর সংক্ষিপ্ত বিভাগও প্রদর্শিত হইয়াছে। * শেষ উপসংহারেও তাঁহার শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ প্রভৃতির প্রার্থনামুখে শ্রীগোপালকে বলিতেছেন—'হে শ্রীগোপাল! আমার এই বাক্যাবলীরূপ ধেনুসমূহকেও তুমি অঙ্গীকার করত পালন কর, স্বয়ং ইহাদের দুগ্ধরূপ তত্ত্ব পান করিয়া ভক্তগণকেও পান করাও।'

২। **শ্রীগোপালতাপনী টীকা** :—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই উপনিষৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মন্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের আকর। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ সংক্ষেপে সারভাগসমূহ গ্রহণ করত স্বভাবসুলভ স্খলিত ভাষায় রাগমার্গানুসারে এই শ্রুতির তত্ত্বসমূহের বিবৃতি করিয়াছেন। কাহারও মতে এই বিবৃতির নাম— 'ভক্তহর্ষিণী'। টীকার প্রারম্ভ এইরূপ—মূর্ত্তিমদ্ গোপালব্রহ্মের তত্ত্বাদিবোধিনী ভক্তানন্দ-বিধায়িনী ও শ্রীগোপালের তাপনী (প্রকাশিনী) শ্রীমতী গোপালতাপনীকে প্রণাম করিতেছি। উপসংহার শ্লোক—শ্রীবিশ্বনাথ নামক লেখক হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীমদ্ গোপালতাপনীর বিবৃতি সমাপ্ত হইল।

৩। **শ্রীব্রহ্মসংহিতা টীকা** :—বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা-টীকা (**সারার্থবর্ষিণী**) :—শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনাপূর্বক শ্রীধরস্বামী যতিরাজের আনুগত্যে টীকা রচনা হইতেছে বলিয়া ইঙ্গিত দেওয়া আছে। টীকা-প্রারম্ভে গ্রন্থোদ্দেশ্যাদির বর্ণনা—"যাঁহার চরণ-ভজনই সকল শাস্ত্রেই একমাত্র সমুদ্দিষ্ট; যিনি স্বয়ং ভগবান্, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সেই শ্রীবাসুদেব সাক্ষাৎ গোপালপুরীতে অবতরণ করত প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান জগজ্জনকে উদ্ধার পূর্বক স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাস্বাদনদানে স্বীয় প্রেমসমুদ্রেই নিমজ্জিত করিয়াছেন। শিষ্টরক্ষা ও দুষ্টনিগ্রহ ব্রত ধারণ করিলেও তিনি ধরার ভারদুঃখাপনোদনচ্ছলে নিজ বিদ্বেষ্টা দুষ্টগণকেও—মহাসংসাররূপ নক্র-কর্তৃক গ্রস্তপ্রায় অশিষ্টগণকেও—মুক্তিদানরূপ পরমরক্ষাই করিতেছেন; কিন্তু নিজ অন্তর্ধানের পরে জনিষ্যমান অবিদ্যানিবন্ধন শোকমোহাদি-বশীভূত জনগণেরও উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় • শাস্ত্রকার-মুনিগণ-কর্তৃক গীয়মান যশোরাশিও প্রকটন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ স্বেচ্ছাক্রমেই রণ-প্রারম্ভে শোকমোহে নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকেও অভিভূত করিয়া তাঁহার লক্ষ্যে কাণ্ডত্রয়যুক্ত সর্ববেদ-তাৎপর্য্যসারার্থমণ্ডিত মূর্ত্তিমতী অষ্টাদশ বিদ্যাকেই যেন ক্রোড়ীকৃত করিয়া অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক শ্রীগীতাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে পরম পুরুষার্থ আবির্ভাবিত করিয়াছেন। প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কামকর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বিচারিত হইয়াছে। ভক্তিবাদকে মধ্যবর্ত্তী করিবার কারণ এই যে উহা অতিরহস্য, কর্মজ্ঞানযোগের সঞ্জীবক এবং সর্বদুর্লভ। কর্ম ও জ্ঞান ভক্তিরহিত হইলে বিফল হয় বলিয়া উভয়ের ভক্তিমিশ্রণ আবশ্যক। ভক্তিও আবার দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা (গৌণী) কেবলা ভক্তি স্বতঃই পরম প্রবলা, স্বতন্ত্রভাবেই বিশুদ্ধ প্রভামণ্ডিতা; অনন্যা, অকিঞ্চনা, অহৈতুকী প্রভৃতি এই বিশুদ্ধা ভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। প্রধানীভূতা ভক্তি কর্মজ্ঞানমিশ্রা—এই সব সিদ্ধান্তই এই টীকায় পরিব্যক্ত হইবে।" শাঙ্কর ভাষ্যে ও আনন্দগিরির টীকায় অদ্বৈতবাদ; শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় ব্রহ্মবাদ প্রাধান্য লাভ না করিলেও তাহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটি ভক্তিপোষক হইলেও চরমসিদ্ধান্তে কল্যাণপ্রদ নহে; শ্রীরামানুজের ভাষ্য ভক্তিসম্মতই বটে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের

* ১০।১।৪ টীকাপ্রারম্ভে—শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎপ্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ। ঋজুত্বাত্যক্তমুচ্ছিষ্টং ভুজিষ্যেঽহমুপাদদে॥

শিক্ষা-সমুজ্জ্বল দুইটী টীকা আছে—শ্রীপাদ বিশ্বনাথের ও শ্রীল শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের। বলদেবের গীতাভাষ্য—বিচারপর (দার্শনিক), কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা বিচার ও প্রীতিরসপূর্ণ এবং কাব্যবৎ সহজবোধ্য অথচ প্রচুরতর আনন্দদায়ক। বিচারটি সরস, ভাষাটি প্রাঞ্জল—সাধারণ পাঠকেরও তাহাতে অনায়াসে মতি-প্রবেশ হয়।

৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা—(ভক্তিসার-প্রদর্শনী)

শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ প্রায়শঃই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের দুর্গমসঙ্গমনীর অনুসরণে এই টীকা রচনা করিয়াছেন, তবে স্থলবিশেষে ইঁহার টীকাটি অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে, দার্শনিক ভাষা না থাকায় সহজবোধ্যও বটে। মঙ্গলাচরণে 'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।' এবং 'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ' লঘুভাগবতামৃতের প্রথম ও চতুর্থ শ্লোকদ্বয় দেওয়া হইয়াছে।

৬। দানকেলিকৌমুদী-টীকা (মহতী)

বহরমপুর-সংস্করণে মুদ্রিত এই টীকা—শ্রীজীবপাদের নামে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনও পুষ্পিকা দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থশালায়, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুঁথিশালায় এবং পুণা ভাণ্ডারকার অনুসন্ধান সমিতিতে সংরক্ষিত পুঁথিতালিকায় এই টীকা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের নামাঙ্কিত এবং নাম 'মহতী' দেখিয়া আমরা তাঁহারই নামে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতেছি। উপক্রম-শ্লোক—

'দানকেলিকলৌ লুপ্ত-ধর্মমর্য্যাদয়োর্ভজে। রাধামাধবয়োঃ কামলোভদম্ভমদানৃতম্॥'

উপসংহারেও প্রায় এতাদৃশ শ্লোকই দেখা যায়—

"দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগং। কামলোভমদাক্রান্তমেকাকারমহং ভজে॥"

৭। **শ্রীললিতমাধবনাটক টিপ্পনীঃ**—(?) এই টিপ্পনী শ্রীবিশ্বনাথের রচিত কিনা তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আদি বা অন্তে কোন স্থানে কোনরূপ বর্ণনা বা পুষ্পিকাদি নাই; কেবল মূল গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা দেখা যাইতেছে; কেহ কেহ বলেন শ্রীজীবপাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস-কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত; কিন্তু তদ্বিষয়েও কোনও প্রমাণ নাই।

৮। **শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক-বিবৃত্তিঃ**—(?) এই বিবৃতিটীও শ্রীবিশ্বনাথের নামে বহরমপুর সংস্করণে আরোপিত হইলেও কিন্তু তাঁহার রচনা বলিয়া ধারণা হইতেছে না। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ভাষার সহিত যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার লেখনীফলকে কেবল রসময় চিত্রই অঙ্কিত হয়; দানকেলিকৌমুদী ললিতমাধব, বা বিদগ্ধমাধবের যে সকল শ্লোক উজ্জ্বলাদিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সেই স্থলের টীকার ভাবভাষার সহিত এই সব টীকার ভাবভাষার বিচার করিলেই রচনাগত পার্থক্য ত সর্বাঙ্গেই অনুভূত হইবে। আলোচ্য এই বিবৃতিতে আর একটি সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের টীকার মঙ্গলাচরণের সহিত এই বিবৃতির মঙ্গলাচরণের প্রায় সর্বাংশে মিল আছে; কেবল পূর্বোক্ত টীকায় দ্বিতীয় চরণে 'শ্রীবিশ্বনাথ-গুণসূচক-কাব্যরত্নম্' স্থলে এই বিবৃতিতে 'শ্রীরূপনাম-গুণসূচক-কাব্যরত্নম্' লিখিত আছে মাত্র; কাজেই এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যিনি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের টীকাকার, তিনিই এই বিবৃতি-নির্মাতা। যদিও মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতটীকায় নির্মাতার নাম নাই, বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে তাহা শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব সার্বভৌম কর্ত্তৃক-রচিত। তবে এই বিবৃতিকারও শ্রীকৃষ্ণদেব বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

৯। **শ্রীহংসদূত-টীকা :**—এই টীকাখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে একটি পুঁথি আছে ; (*R. L. Mitra's 'Notices', IX. P.* 57 *No.* 2947)

প্রারম্ভ:—বন্দে গৌরং কৃপাসিন্ধুং স্বগুণৈর্গ্রথিতং স্বয়ং। শ্যামচিন্তামণে র্হারং যোঽজিগ্রহদিদং জগৎ ॥ ১

বন্দে শ্রীরাধিকাপাদান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদর্শকান্। ভবসিন্ধুমিমং মন্যে গোষ্পদং যৎসমাশ্রয়: ॥ ২

অথ নানাপ্রকার-শ্রীভগবল্লীলাবর্ণনং প্রারিপ্সুঃ শ্রীরূপগোস্বামী হংসদূতাখ্যং কুর্বাণো বিহিতাচার-পরম্পরাপ্রাপ্তং মঙ্গলং স্বেষ্টদেবতাস্মরণরূপমিত্যাদি........

পুষ্পিকা—ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিতা শ্রীহংসদূতটীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীহংসদূতের অন্য একটি টীকার সন্ধানও আছে ; শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিকৃতা টীকা—নবদ্বীপ হরিবোল কুটীরে ও শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের গৃহে আছে। টীকাটি সরল ও সুলিখিত। শ্রীনরসিংহ দাস-কৃত একটি ভাষা অনুবাদও আছে।

১০। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-টীকা (**সুখবর্ত্তিনী**) ঃ—এই টীকার প্রারম্ভে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—"হে বৎস ! নিজ জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন পূর্বক দেবগণদুর্লভ বস্তুটিকে তুমি সৎকাব্যরূপে পরিণত করত ভাবি ভগবজ্জনমণ্ডলীকে দান করিবে। এই আজ্ঞা দিয়াই যেন বালক কর্ণপূরের বদনমধ্যে যিনি নিজের শ্রীচরণাঙ্গুষ্ঠামৃত দান করিয়াছেন—সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আমাদের গতি হউন !!" উপসংহারেও বলিতেছেন—"সাধুগণ সর্বদা সকলেরই সাধু চেষ্টার মঙ্গলারম্ভের সমাদর করেন ; আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্বক্ষণ মস্তক অবনত রাখিয়াছি এবং নিজের কার্য্যে লজ্জিতই আছি। অতএব এই টীকাটি কি এক ক্ষণের জন্যও তাঁহাদের দর্শনাবসর লাভ করিবে না? আশা করি—বুদ্ধিমান্ জনগণের অভিমতা সংশুদ্ধি লাভ করিয়া এই টীকা শোভাসম্পন্ন হইবে।" তৎপরবর্ত্তী শ্লোকেও সাধুজন-সমাশ্রয়েরই কথা বলিয়া সমাপ্তি করিয়াছেন। এই টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মূল গ্রন্থের স্বারস্য-গ্রহণ করা কষ্টসাধ্যই বটে। শ্রীকবিকর্ণপূরপাদ আনন্দবৃন্দাবনে যে মানবোচিত অথচ অতিমর্ত্ত্য লীলাকদম্ব পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তিচরণই সকলের সমক্ষে ধরাইয়া দিয়াছেন—এই টীকাতে। পূতনাবধ (৩।৫) এবং জৃম্ভণলীলায় (৭।১ কারিকা) প্রভৃতিতে শ্রীবিশ্বনাথের পরিবেষণ-দক্ষতা সুধীগণের দ্রষ্টব্য, আস্বাদ্য ও সমাদরণীয়। টীকার রচনাকাল নির্দিষ্ট না হইলেও 'রাধাকুণ্ডবাস কালে' নির্মাণ হইয়াছে বলায় যে সপ্তদশ শকাব্দার প্রথমে রচিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১১। অলঙ্কার-কৌস্তুভ টীকা (**সুবোধিনী**)

আরম্ভ :—'অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোক। কোনও কোন পুঁথির উপসংহারে—

সৈদাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথ-শর্ম্মণা। চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী ॥

ইহাতে অলঙ্কারকৌস্তুভের দশটি কিরণেরই টীকা আছে। রচনাকাল দেওয়া নাই।

১২। উজ্জ্বলনীলমণি টীকা (**আনন্দচন্দ্রিকা**) ঃ—

মঙ্গলাচরণ—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক কটাক্ষরূপ বিদ্যুদঞ্চলদ্বারা বীজিত হইয়াও যিনি মুহুর্মুহু স্বেদাপ্লুত হইতেছেন, স্বীয় কান্তিরূপ নগরাভ্যন্তরে বাসিত হইয়াও যিনি মুহুর্মুহু ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং স্মিতামৃত পরিকৃষ্টরূপে পান করাইলেও যিনি মুহুর্মুহু তৃষ্ণার্ত্তই হইতেছেন—সেই শ্রীহরি আমাদের প্রমোদ বিধান করুন।

তৎপরে তিনি সিন্ধুকোটি-গম্ভীরাশয় শ্রীজীব-পাদের চরণে অনবরত প্রণাম করিয়া 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' এই কারিকার সংশয়-নাশনত্ব-বিচারে এবং পরকীয়া-লক্ষণে (৭০ পৃঃ) মহাভাব-লক্ষণে (৭৬২ পৃঃ) স্বজন ও আর্য্যপথ-ত্যাগকে যে বাস্তব বলিয়া শ্রীজীব প্রশংসা করিয়াছেন—তাহাতেই আনন্দ লাভ করত গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অবসানে দুর্গমত্ব থাকিলেও উজ্জ্বলতাবশতঃ পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উপসংহারেও আবার

এতাদৃশ বাক্য বলিয়া শ্রীজীবের চরণে অপরাধ ক্ষমাপণপূর্বক ১৬১৮ শকাব্দায় এ টীকা সমাপন করেন। স্বকীয়া পরকীয়া বিষয়ক বিস্তৃত বিচার রসগ্রন্থ শাখায় দ্রষ্টব্য (২০০—২০৪ পৃষ্ঠা)।

১৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকা (অসম্পূর্ণা)?

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নামে আরোপিত কলিকাতা রাধাবাজার হইতে শ্রীমাখনলাল দাস-কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি টীকা আছে। ইহাতে মঙ্গলাচরণ বা অধ্যায়-বক্তব্য ও শেষে উপসংহার বা পুষ্পিকা-বাক্য কিছুই নাই।

১৪। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা টীকা

শ্রীনরহরি দাস কাব্যতীর্থ-কর্তৃক (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৫) প্রকাশিত গ্রন্থে এবং শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-কৃত গ্রন্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির নামে এই সংস্কৃত টীকাটি আরোপিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে 'অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো' প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ দেখা যায়, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে এই মঙ্গলাচরণ নাই। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' শ্লোকের টীকা—তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরুং প্রতি মম নমোঽস্তু। কিম্ভূতায় ? যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ নেত্রমুন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য অজ্ঞানমেব তিমিরমক্ষিরোগ স্তেনান্ধস্য দৃষ্টিশক্তিরহিতস্য। কিম্বা অজ্ঞানমবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকার স্তেনান্ধস্য, অজ্ঞানতমসো নাম কৈতবম্। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।·········সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম॥' কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণ'-মিত্যনেন চ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যনেন চ কৃষ্ণভগবত্ত্বজ্ঞানমেবাঞ্জনশলাকা তয়া, 'কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার।' ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ ইত্যাদি॥ টীকাটি সুখবোধ্য ও স্থলবিশেষে মূলার্থ-পরিগ্রহণে সাহায্যকারী।*

২। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

১। শ্রীমদ্ ভাগবত টীকা (**বৈষ্ণবানন্দিনী**) ঃ—শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয় কেবল শ্রীদশমেরই টীকা করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশুকদেবকে বন্দনা করত শ্রীসনাতন-শ্রীধর-বিশ্বনাথের দয়া প্রার্থনা পূর্বক শ্রীবিশ্বনাথবৎ অধ্যায় সমূহের জন্মাদি লীলাক্রমে বিভাগ করিয়াছেন। তৎপরে প্রকৃত গ্রন্থটীকা লিখিয়াছেন। এই টীকাটিকে 'সারার্থদর্শিনীর' প্রতিধ্বনি বলিলেও হয় ; প্রায়শঃই অভিন্ন, কিন্তু রসবিচারে শ্রীবিশ্বনাথই বরেণ্য।

২। **শ্রীগোপালতাপনীভাষ্য**—এই ভাষ্যে বিদ্যাভূষণ দার্শনিক বিচার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রারম্ভ—

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্নঃ॥ ১
সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্নানন্দসিন্ধুং পরিতঃ প্রবর্দ্ধয়ন্।
অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং চৈতন্যরূপো বিধুরদ্ভুতোদয়ঃ॥ ২
গোপালতাপনীং নৌমি কৃষ্ণং স্বয়মীশ্বরং। করস্থরত্নসঙ্কাশং সন্দর্শয়তি সদ্ধিয়ঃ॥

উপসংহারে—বিদ্যাভূষণ-ভণিতং শ্রীমদ্ গোপালতাপনীভাষ্যং। তোষয়তু বল্লবীনাং মিত্রং গোপালকং পরং ব্রহ্ম॥

৩। **ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য**—শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঈশাদি দশোপনিষদের ভাষ্য করিয়া স্বসম্প্রদায়কে পুষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য অদৃশ্য হইয়াছেন। এই উপনিষৎটি শুক্ল যজুর্বেদীয় 'বাজসনেয়' সংহিতার শিরোভাগ—ইহার আঠারটি মন্ত্র।

ভাষ্যপ্রারম্ভ—বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং সর্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মোহন মাধুরী দাস কৃত একটি পুঁথিতে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা আছে (৩১২ সংখ্যক পুঁথি)

৪। **গীতাভূষণভাষ্য** :—এই টীকার প্রারম্ভেও বিদ্যাভূষণ গোপালতাপনীবৎ 'সত্যানন্তাচিন্ত্য' ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ পূর্বক দ্বিতীয় শ্লোকে—গীতাকে প্রণাম করিয়াছেন। প্রথম উপোদ্‌ঘাতের সার—শ্রদ্ধালু জীবগণকে অবিদ্যারূপ ব্যাঘ্রীর বদন হইতে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহাপনোদনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ-আত্মতত্ত্ব-নিরূপিকা এই গীতার উপদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি অর্থই গীতাশাস্ত্রে বিচারিত। তন্মধ্যে 'ঈশ্বর'—বিভুচৈতন্য, 'জীব'—অণুচৈতন্য, ত্রিগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি,' ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ 'কাল,' পুরুষপ্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিবাচ্য—কর্ম। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি নিত্য; জীব, প্রকৃতি ও কাল—ঈশ্বরাধীন। কর্ম অনাদি হইলেও বিনাশি; সম্বিৎস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই সম্বেত্তা ও অস্মদর্থ-নির্দিষ্ট; ঈশ্বরের ও জীবের অস্মদর্থ রূপ অহঙ্কার-চিন্ময়, তাহা কিন্তু মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার জীবপ্রকৃতিগত হইলে প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং জীব যখন প্রকৃতিমুক্ত হয়, তখন ঐ অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয় (মুক্তজীবের সঙ্গে যান না) ঈশ্বর ও জীব উভয়েই কর্ত্তা ও ভোক্তা (অনুভবিতা)। যদিও প্রকাশকরূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্বের ন্যায় সম্বিৎ হইতেই সম্বেত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বিদ্‌গত বিশেষ ও সম্বেত্তৃগত বিশেষে পার্থক্যপ্রযুক্ত সম্বিৎ ও সম্বেত্তার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ না থাকিলেও নিত্য বিশেষ ধর্মই ভেদবৎ (স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ। অতএব নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভাবেও ভেদপ্রতীতি নিত্যতত্ত্বাশ্রিত ধর্মধর্মিগত স্বগতভেদ নিত্য অনিবার্য্য। এই সব বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারাবলি গীতাশাস্ত্রে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তৎপ্রাপ্ত্যুপায় নিরূপিত। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যের উপযোগী, পরমাত্ম-যাথাত্ম্য তদুপাসনোপযোগী এবং প্রকৃতি, কাম ও কর্ম সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপকরণ-স্বরূপ। যাথাত্ম্য প্রাপ্তির উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্বক স্বধর্মানুষ্ঠান-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের উপকার হয়। অতএব পরম্পরাক্রমে কর্মেরও তৎসাধনোপায়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণভেদে কর্ম দুই প্রকার। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ভক্তিতে পরিণত হয়। যতক্ষণ কটাক্ষবীক্ষণদ্বারা কেবল চিদেকতত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম জ্ঞান; তদ্দ্বারা সালোক্যাদি প্রাপ্তি হয়। যখন ঐ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় নির্নিমেষবীক্ষণরূপ অনুসন্ধানের উদয় হয়, তখন চিদেকতত্ত্বগত চিদ্বৈচিত্র্যলীলারসবিশেষাশ্রিত ক্রোড়ীকৃত-সালোক্যাদি শুদ্ধভক্তিস্বরূপে ভগবৎ সেবানন্দলাভ-রূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযোগি-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যম ছয় অধ্যায়ে পরম প্রাপ্য-প্রাপণী তন্মহিমবুদ্ধিপূর্বিকা ভক্তির উপদেশ এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদিতত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্বক চরমে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সদ্ধর্মনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের 'অধিকারী'। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ পরমেশ্বরই 'বাচ্য' এবং তদুক্ত গীতাশাস্ত্রই 'বাচক'। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই ইহার একমাত্র 'বিষয়' এবং অশেষ ক্লেশনিবৃত্তি-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই 'প্রয়োজন'।*

এই ভাষ্যের প্রতি অধ্যায়ের উপক্রমে ও উপসংহারে দুইটি শ্লোকে অধ্যায়তাৎপর্য্য ও নিষ্কর্ষ সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

উপসংহারে—শ্রীমদ্‌গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্‌ বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণং।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যাদ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বম্‌॥

৫। লঘুভাগবতামৃত টিপ্পনী (**সারঙ্গরঙ্গদা**) :—প্রারম্ভে—ভক্ত্যাভাসেও সন্তুষ্ট, ধর্মাধ্যক্ষ ও বিশ্বনিস্তারক নামযুক্ত নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপ তত্ত্বে (সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে অথবা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সমন্বিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুতে) নিত্যই আমাদের মতি হউক। তৎপরে এক শ্লোকে শ্রীরূপপাদকে বন্দনাপূর্বক প্রকৃত গ্রন্থ-ব্যাখ্যান আরম্ভ

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত ভাষানুবাদ প্রারম্ভ।

হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার-বাদসম্পর্কে সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্কের দ্বারা স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃতের দুর্বোধ্য স্থলগুলি এই টিপ্পনীর সাহায্য অনায়াসে সুগম হয়।

শ্রীলবিদ্যাভূষণের পরবর্ত্তীকালে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার অপর এক টীকা লিখিয়াছেন—তাহার নাম **'রসিকরঙ্গদা,'** ইহা অতি বিস্তারিত এবং সিদ্ধান্তবিচারযুক্ত। এই টীকাকার কবীন্দ্র শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহারশ্লোকে শ্রীবিদ্যাভূষণের টিপ্পনীর নাম করিয়াছেন বলিয়া তৎপরবর্ত্তীকালে ইঁহার আবির্ভাব সূচিত হয়। শ্রীমদ্দাসগোস্বামিকৃত স্তবাবলীর যে শ্রীবঙ্গবিহারী (বঙ্গেশ্বরকৃত) বিদ্যাভূষণবিরচিতা 'কাশিকা' নামে টীকা আছে, তাহার উপক্রমে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণবের শিষ্য। টীকার শেষে তাঁহাকে আবার তর্কালঙ্কারও বলা হইয়াছে। 'রসিকরঙ্গদা' ইঁহারই রচিত হইলে তবে ইঁহাকে ১৬৪৪ (১৬৭৪) শকাব্দার পূর্ব্বেই আবির্ভূত বলিতে হয়, কেন না 'কাশিকা' 'শাকে বেদ সরিৎপতৌ রসবিধৌ' (১৬৪৪ বা ১৬৭৪ শাকে) রচিত।

৬। **তত্ত্বসন্দর্ভটীকা** :—লঘুভাগবতামৃতটীকার প্রারম্ভ-শ্লোকে ইহারও মঙ্গলাচরণ; তৎপরে আনন্দতীর্থ, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতিকে এক এক শ্লোকে প্রণতিপূর্বক ব্যাখ্যানারম্ভ। গম্ভীরাশয় শ্রীজীবের অক্ষর-কার্পণ্য ও শ্লিষ্টশব্দ-প্রয়োগবাহুল্যাদি নিবন্ধন কলিহত জীবের তদ্রচিত সন্দর্ভে আলস্যবশতঃ অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, এই বিবেচনায় বিদ্যাভূষণ প্রতি সন্দর্ভের বিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বসন্দর্ভ ব্যতীত অন্যান্য সন্দর্ভের টিপ্পনী দুষ্প্রাপ্য। উপসংহারে—

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ-নির্মিতা। শ্রীজীবপাঠ-সম্পৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্॥

দার্শনিক সন্দর্ভকারের গম্ভীরাশয় দার্শনিক বিদ্যাভূষণের টিপ্পনীতেই যথাযথ বিশ্লেষণ হইয়াছে—ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

৭। **নাটকচন্দ্রিকা টীকা**—শ্রীবিদ্যাভূষণ নাটকচন্দ্রিকারও এক টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু ইহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না।

৮। **স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য**—শ্রীপাদ শ্রীজীবকর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার ভাষ্য। প্রারম্ভে "সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ, শ্রীরূপ-বন্দনাদি করিয়া প্রকৃত গ্রন্থের স্বারস্য উদ্ঘাটনেই ইহার কৃতিত্ব। যদিও মূল গ্রন্থের রচনাকাল কোথাও প্রদত্ত হয় নাই, যেহেতু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তবগুলিকেই কেবল শ্রীজীবপাদ একত্র সমাহার করিয়াছেন, কিন্তু উৎকলিকাবল্লরীর শেষে ১৪৭১ শাকে রচনা-সমাপ্তির তারিখ আছে। শ্রীবিদ্যাভূষণও তত্রত্য টীকায় ১৬৮৬ শাকে টীকানিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। উপসংহারে—

"শ্রীরূপদেবঃ করুণৈকসিন্ধুঃ স্তবালিমেতাং যদি নাকরিষ্যৎ।
ভক্তা যথাবদ্ ব্রজরাজসূনো নৈর্বাগমিষ্যন্ গুণরূপলীলাঃ॥"

এবং—'বিদ্যাভূষণ-রচিতে স্তবমালাভূষণে ভাষ্যে। পরিতুষ্যতু বনমালী বররুচিশালী বতৈতস্মিন্॥'

৯। **ছন্দঃকৌস্তুভভাষ্য**—শ্রীমদ্ রাধাদামোদরপ্রভু-বিরচিত ছন্দঃকৌস্তুভ নামক ছন্দঃশাস্ত্রের টীকা। মূল গ্রন্থকার শ্রীবিদ্যাভূষণের গুরুদেব।

ভাষ্য প্রারম্ভে—"অর্চিতনয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুর্জীয়াৎ।
বিবৃণোমি যস্য কৃপয়া ছন্দঃকৌস্তুভমহং মিতবাক্॥"

মূল গ্রন্থের অস্পষ্ট স্থলগুলি পরিস্ফুটকরণে ভাষ্যের তাৎপর্য্য হইলেও স্থলবিশেষে দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। অষ্টম প্রভায় বর্ণপ্রস্তারবিষয়ে এবং নবম প্রভায় মাত্রাপ্রস্তারে চিত্র অঙ্কন পূর্বক পরিশেষে মূলগ্রন্থে অনুল্লিখিত গুচ্ছকাদি ১৫টি ছন্দের অতিরিক্ত সন্নিবেশও করিয়াছেন।

১০। **শ্রীশ্যামানন্দ-শতকটীকা :**—শ্রীমৎশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দ-বিরচিত শ্রীশ্যামানন্দ-শতকের অলঙ্কারাদি-বিচার ও তত্ত্বনিরূপণাদি-সম্পন্ন অপূর্ব টীকা। একেত এই শতক বস্তুবৈভবে, ভাব-গৌরবে, ভাষালালিত্যে ও সর্বোপরি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময়ী বর্ণনাচ্ছটায় সকলেরই মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ; তদুপরি আবার শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণের যথেষ্ট পরিবেষণে শ্রীল রসিকানন্দের উপভোগ্য বস্তুর 'ফেলালব' আস্বাদন পূর্বক শ্রীশ্যামানন্দচরণানুরাগী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই যে ইহাতে অপূর্ব আনন্দোন্মাদনা পাইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উপক্রম—

আনন্দয়তি শ্যামাং রসিকান্বয়নানি চ স্বধামনি যঃ। বিস্মাপকদামোদরলীলোঽবতু নঃ স গোবিন্দঃ॥

বন্দে শ্যামানন্দে নিহিতমতীন্ বৈষ্ণবানহং শশ্বৎ। মন্দোঽপি যৎকরুণয়া শতকং বিবৃণোমি তচ্ছ্রুতং॥ ইত্যাদি উপসংহার—"বিদ্যাভূষণবিদুষা শতকে শ্রীমন্ মুরারিণা রচিতে। নিরমায়ি টিপ্পনীয়ং সদ্ভিঃ পরিশোধ্যতাং কৃপাবদ্ভিঃ॥"

১১। **চন্দ্রালোক টীকা :**—কবি জয়দেব-প্রণীত অলঙ্কারগ্রন্থ চন্দ্রালোকের এক টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু টীকাটি এখনও দেখিবার সৌভাগ্য সুযোগ পাইতেছি না।

১২। **সাহিত্য-কৌমুদী বৃত্তি (?) :**—ভরতমুনিকৃত সূত্রাবলম্বনে ও কাব্যপ্রকাশ-নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল কারিকাসমূহের বৃত্তিই—এই সাহিত্যকৌমুদী। দশম পরিচ্ছেদের শেষে তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

মম্মটাদ্যুক্তিমাশ্রিত্য মিতাং সাহিত্যকৌমুদীং। বৃত্তিং ভরতসূত্রাণাং শ্রীবিদ্যাভূষণো ব্যধাৎ॥

উপক্রমে—কারুণ্যাদ্ গজপতিরাশু যস্য ভেজে নির্ধূতাখিলবৃজিনঃ পরং প্রমোদং।
চৈতন্যাকৃতিমজিতং জিতং স্বভক্তৈস্তং বন্দে মধুরিম-সাগরং মুরারিম্॥

ইহাতে ১১টি পরিচ্ছেদ আছে—প্রথম পরিচ্ছেদে—কাব্যপ্রয়োজনাদি, কাব্যস্বরূপ, উত্তমাদিকাব্য ভেদ; দ্বিতীয়ে—শব্দার্থভেদ; বাচকাদির স্বরূপভেদ। তৃতীয়ে—অর্থনির্ণয়, চতুর্থে- ধ্বনিভেদ, রসস্বরূপ ও বিশেষ, স্থায়িভাব ব্যভিচারী, রসাভাসাদি, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমবিভাগ। পঞ্চমে—গুণীভূতব্যঙ্গ্যভেদ; ষষ্ঠে—শব্দার্থচিত্রকাব্য। সপ্তমে—দোষ নিরূপণ, অষ্টমে—গুণবিচার, নবমে—শব্দালঙ্কার, দশমে—অর্থালঙ্কার এবং একাদশে—ভরতোক্ত পরিশিষ্ট শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। এই গ্রন্থ-সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ভরতসূত্র, বৃত্তি ও ভগবৎপক্ষে উদাহরণ—এই তিনটিই যুগপৎ বিদ্যমান। টীকার নাম—শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী।

উপসংহারে—'আনন্দয়তি শ্যামাং' ইত্যাদি শ্যামানন্দশতক টীকার প্রথম শ্লোক।

১৩। শ্রীগোবিন্দভাষ্যটীকা (**সূক্ষ্মা**) :—প্রথমতঃ শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীব্যাস, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীজীব প্রভু, পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনাদি করত শ্রীআনন্দতীর্থের আশীর্বাদ প্রার্থনাপূর্বক গুরুপরম্পরা-কীর্তন করিতেছেন। এই টীকারচনার আশয়—"আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্ গ্রন্থবিস্তারে। গোবিন্দভাষ্যে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ॥" ইত্যাদি, উপসংহারেও শ্রীগোবিন্দের বন্দনাপূর্বক শ্রীগোবিন্দভাষ্য-পাঠের জন্য অনুরোধ ও তৎপরে গৌড়েন্দুর বন্দনা করত 'সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। *Madras Oriental Mss. Library* তে একখানা সূক্ষ্মা টীকার পুঁথি আছে।

১৪। সিদ্ধান্তরত্নটীকা (ভাষ্যপীঠক টীকা)

স্বকৃত প্রকরণগ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামক বেদান্তের স্বকৃতটীকা। মূলগ্রন্থে যাহা অস্পষ্ট বা দুর্গম্য রহিয়াছে, তাহাই বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট ও সুগম করিবার জন্য এই টীকার অবতারণা। যেমন মূলে প্রথম পাদে ৫—৯ অনুচ্ছেদে কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম এবং জৈমিনির মতবাদ সংক্ষেপে সূচিত হওয়ায় টীকায় তাহা বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করিয়াছেন। উপসংহারে 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' যে শ্রীগোবিন্দদেবের তিনবার স্বপ্নাদেশে রচিত, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। হরিপারতম্যাদি নবপ্রমেয় এই নবপাদে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে শ্রীমাধ্বস্বারস্য বর্ত্তমান আছে, তাহারও ইঙ্গিত আছে। এই টীকার প্রথমাদি পাদগুলিকে ক্রমশঃ পাঞ্চজন্য, কৌমুদকী, সুদর্শন, তার্ক্ষ্য, বামন, ত্রিবিক্রম, নন্দক, পদ্মক প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং টীকা-প্রারম্ভে অধ্যায়গতবিষয় সহিত ইহাদের যাথার্থ্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

হরেঃ প্রাপকে স্বপ্রভোঃ পীঠকে যঃ প্রীত্যৈ সাধুনাং সংব্যধায়ি প্রবন্ধঃ।
দয়াসিন্ধবঃ সাধবঃ শ্রদ্ধয়েনং মুহুর্লোকয়ধ্বং ততঃ শোধয়ধ্বম্॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য (নামার্থসুধা)

মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে ১৪৯শ অধ্যায়ে ১৪২টি শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম বর্ণিত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের সংবাদ-বর্ণনমুখে ইহা কীর্ত্তিত। বক্তা—ভীষ্ম আর শ্রোতা যুধিষ্ঠির। কথিত আছে যে সত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ (শঙ্কর ; রামানুজাদি) শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম হইতে নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। তজ্জন্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল আচার্য্যই এই দুই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণও সহস্র নামের ভাষ্যরূপে এই নামার্থসুধা প্রণয়ন করিয়াছেন। ১—১৩ শ্লোকে অবতরণিকা, ১৪—১২০ শ্লোকে সহস্রনাম এবং ১২১—১৪২ শ্লোকে ফলশ্রুতি। কোনও কোনও নাম পুনরাবৃত্ত হইলেও এই ভাষ্যে ঐ ঐ নাম বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যটি অতি প্রাঞ্জল।

৩। শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ (সার্বভৌম)

১। ইনি প্রেমেয়রত্নাবলী-নামক শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত বেদান্ত-প্রকরণ গ্রন্থের টীকাকার, ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সার্বভৌম-পদবীদ্বারা পরিচিত হইলেও প্রমেয়রত্নাবলীর টীকা 'কান্তিমালার' অন্তিম শ্লোকে 'বেদান্তবাগীশ' পদবী দেখা যাইতেছে। সেই শ্লোকটি—

বেদান্তবাগীশকৃতপ্রকাশা প্রমেয়রত্নাবলি-কান্তিমালা।
গোবিন্দপাদাম্বুজ-ভক্তিভাজাং ভূয়াৎ সতাং লোচনরোচনীয়ম্॥

২। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামামৃত'-মহাকাব্যের টীকাকারও ইনি ; ১৬২৮ শকাব্দায় জয়পুরে 'গলতা' নামক পর্বতসঙ্কুলপ্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন শ্রীল-বিশ্বনাথ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীল-বিদ্যাভূষণ যাত্রা করেন, তখন ইনিই তাহার সহচর ছিলেন। প্রারম্ভ-শ্লোকটী—

"বৃন্দাটবীশ্বর-সভাজনরাজমান-শ্রীবিশ্বনাথগুণসূচক-কাব্যরত্নম্।
মচ্চিত্ত-সম্পুটমলঙ্কুরুতাং ত্বদীক্ষাসৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম্॥"

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে যত শ্লিষ্টশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই টীকাকার অতি সুন্দররূপে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্ব্যর্থকশ্লোক-গুলিরও যথাযথ ব্যাখ্যানে কুশলতা দেখাইয়াছেন। শ্লোকাবলিতে বীজাকারে রসরহস্যলীলাবলি উক্ত হইলেও টীকাকার সুদক্ষতাসহকারে তাহারও বিবৃতি দিয়াছেন।

৩। শ্রীমৎরূপগোস্বামি-রচিত বিদগ্ধমাধবেরও যে ইনি টীকাকার বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহা পূর্বেই নিবেদিত হইয়াছেন। (২।১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪। শ্রীবঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার (বঙ্গেশ্বরকৃতী)

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিপাদ-রচিত 'স্তবাবলী' গ্রন্থের '**কাশিকা**' নাম্নী টীকার রচয়িতা শ্রীবঙ্গবিহারী (নামান্তর বঙ্গেশ্বর) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীমধুসূদন নামক জনৈক মহাপুরুষের আশ্রিত। টীকাপ্রারম্ভে আবার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণবকে (উপসংহারে তর্কালঙ্কারকে ?) শ্রীগুরুদেব বলিয়া উল্লেখ আছে। টীকান্তে 'শাকে বেদসরিৎপতৌ রসবিধৌ' ১৬৪৪ (কি ১৬৭৪) শকাব্দে টীকা-সমাপনের তারিখ আছে। টীকাটি সুস্পষ্ট, নাতিবৃহৎ এবং শ্রীদাসগোস্বামির গূঢ়াশয় বুঝিতে সহায়ক।

৫। শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদের শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদেব সার্বভৌম, তাঁহারই শিষ্য শ্রীমদ্ বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক মহাকাব্যের '**সদানন্দবিধায়িনী**' নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। ১৭০১ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবনে টীকা সমাপ্ত হয়। টীকারম্ভে শ্রীযুগলকিশোর, শ্রীকৃষ্ণদেবাদি গুরুগণ, নিত্যানন্দাদি প্রভুগণ ও গৌরগণকে এবং শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে বন্দনাদি করিয়াছেন। টীকাটি সরল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত ; একাদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গের টীকায় যে ভাবে তিনি অলঙ্কারের বিচার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার শব্দশাস্ত্রপারঙ্গমত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ সর্গের টীকায় স্বর, তাল, তান, গানাদির যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেও বুঝা যায় যে টীকাকার সঙ্গীতশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

৬। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য

শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের '**বালতোষণী**' নাম্নী টীকা ইনি রচনা করিয়াছেন। এই টীকা শ্রীগোপীচরণদাস সংশোধন করিয়াছেন। এই টীকার প্রারম্ভে মহাড়ম্বর-সহকারে শ্রীজীবচরণ-বন্দনা পূর্ব্বক ইনি বলিতেছেন যে শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদের সূত্রানুসারে শ্রীজীবপাদ পরম মঙ্গলরূপ হরিনামাবলিদ্বারা এই ব্যাকরণ রচনা করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীপাদসনাতন একখানা ব্যাকরণ-সূত্র রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম—লঘু-হরিনামামৃত ব্যাকরণ। কথিত আছে শ্রীজীবচরণ এই সূত্রগ্রন্থ দেখিয়াই বৃহদায়তন এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্যকৃত টীকাটি অতি বৃহৎ ও সরল, কিন্তু সমাসের ২৫৯ সূত্র পর্য্যন্ত টীকা রচনার পরেই তিনি ব্রজে গমন করিলে অবশিষ্টাংশ শ্রীগোপীচরণদাস মহাশয় পূর্ণ করেন। তিনি যে এ টীকার আমূল সংশোধক, তাহাও সমাসের ২৬০ সূত্রের টীকার প্রাক্‌কাহিনীতে লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় বহরমপুর হইতে মুদ্রিত সংস্করণে বহু ভ্রমনিবন্ধন টীকাটি দুষ্পাঠ্য হইয়াছে।

(ক) জয়পুর শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থালয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস-কৃত আর একটি শ্রীহরিনামামৃতীয় টীকা পাওয়া গিয়াছে।

৭। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী

১৭০৮ শাকে ইনি বর্দ্ধমান জিলায় মাড়ো নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহু কাব্য সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অণ্ডাল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণখণ্ড গ্রামে ৺গোকুলানন্দ গোস্বামিজির গৃহে এই শ্রীরঘুনন্দনগোস্বামিপাদকৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের '**সংশয়শাতনী নাম্নী**' টীকা দেখিয়াছি।

৮। শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী

ইনি শ্রীরঘুনাথগোস্বামির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; শ্রীজীবরচিত শ্রীগোপালচম্পূর **'শব্দার্থবোধিকা'** নামে চূর্ণিকা এবং শ্রীরূপ-কৃত পদ্যাবলীর **'রসিকরঙ্গদা'** নামে টীকা করিয়াছেন। টীকাটি আধুনিক ও অপর্য্যাপ্ত। 'শব্দার্থবোধিকা' ১৮০০ শকাব্দায় সমাপ্তি হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

ব্রহ্মসূত্রং (শ্রীমদ্ ভাগবৎভাষ্যসমেতং) শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-কর্ত্তৃক ১৩৩২ সালে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে শ্রীমদ্ ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, বিশেষতঃ গরুড়পুরাণের—'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥' সন্দর্ভে—'ব্রহ্মসূত্রাণামর্থ স্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতঃ'। চরিতামৃতে (২।২৫)

'অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্যস্বরূপ॥'

শ্রীভাগবতে (১২।১৩।১৫) 'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।' ইত্যাদি প্রমাণ-বলে সুসাব্যস্ত হইতেছে যে সূত্রকারই ভাষ্যকার। এই গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম ও গবেষণাপূর্বক প্রতি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপে শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকমালা উদ্ধার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ১।১।১

ভাগবতভাষ্যং—ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। যত্রোপলব্ধং সদ্ ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরং॥ ১০।৮৪—১৯
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১
জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতং। কৃতবান্ ভারতং যস্তং সর্বার্থ-পরিবৃংহিতম্॥ ১।৫।৩
জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ। হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্॥ ১।১২।২৮

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ—২।১।১৫

ভাঃ ভাঃ—বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে র্ম্মৃদি বারিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥ (১০।৮৭।১৫)

অনুবাদশাখা

১। **শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়**—শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় **'স্মরণমঙ্গল'** নামক ১১টি শ্লোকের পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী আদি ছন্দে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে এই দুইটি পংক্তি দেখা যায়—'শ্রীরূপমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে করিল এক কালের আখ্যান' ইত্যাদি।

২। **কবিবল্লভ**—পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের গুরু কবিবল্লভ, রাজবল্লভের পুত্র। ইনি সরকার ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের অনুরোধে **'রসকদম্ব'** নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৪২০ শাকে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

৩। **শ্রীবংশীদাস ঠাকুর**—শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবের' ইনি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে ৩৩টি পদ্য ত্রিপদীছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রায়ই ব্রজবুলিতে রচনা—মূল গ্রন্থের রসমাধুর্য্য ও ভাব-গাম্ভীর্য্য অনুবাদেও যথেষ্ট সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের অনুবাদ—

দেখ সুনিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দিরে কেলি-সুতলপ-মাঝেরে।
নবীন রসে ভোরি নবীন নাগরী, নবীন নাগর রাজেরে ॥
নবীন যৌবন বেশ সুনবীন, নবীন পহিরণ বাসরে।
নবীন লবণিম পুঞ্জ-রঞ্জিত, চিত নবরসে ভাসরে ॥
নবীন রুচিকর প্রেম-সরবস ভাঙ্গি ভোখত রঙ্গেরে।
নবীন নিধুবন কেলি-কৌতুক চপল রসময় অঙ্গেরে ॥
নবীন শুকপাখী কেকী বোলত আলি-আনন্দ বাড়েরে।
শরদ-রঙ্গিণী রজনী মোহত বংশী হেরত ঠাড়িরে ॥

এই বংশীদাস কর্ণানন্দে (১২ পৃঃ) উক্ত আচার্য্য প্রভুর শিষ্য কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

৪। **শ্রীল নারায়ণ দাস**—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র শ্রীজগদানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাস শ্রীদাস গোস্বামিপাদ-কৃত 'মুক্তাচরিত' কাব্যের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি পদামৃতসমুদ্র-রচয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িকই হইবেন। 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অত্যুচ্চ কাব্যরত্ন এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে ও রসবত্তায় অতুলনীয় হইলেও ভাষাটি সহজ নহে। শ্রীনারায়ণদাস কিন্তু গ্রন্থকারের হার্দ্দ বিষয়টি সহজ সুখবোধ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একটি মহানিধি দান করিয়াছেন। এই অনুবাটিকে তিনি ছয়টি স্তবকে গুম্ফিত করিয়াছেন—প্রথম স্তবকে—মুক্তারোপণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে মুক্তাক্রয়-বিক্রয়নিরূপণ, চতুর্থে—শ্রীকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিস্তার, পঞ্চমে শ্রীবৃন্দাবন-রাজানিরূপণ ও ষষ্ঠে ব্রজবাসিভাব-নিরূপণ হইয়াছে। প্রত্যেক স্তবকের শেষে—'প্রভু শ্রীজগদানন্দ-পাদপদ্ম আশ। মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাস।' এই উপসংহার দৃষ্ট হয়। প্রায়শঃই পয়ার, মধ্যে মধ্যে লঘুত্রিপদীও ব্যবহৃত হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল। রচনাকাল ১৬২৪ খ্রীঃ বলিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক ৩৪৭ পৃঃ লিখিত হইয়াছে। পাটবাড়ীর গ্রন্থ মন্দিরে মুক্তাচরিতের অন্য অনুবাদ আছে—মধুসূদন গোস্বামিকৃত পয়ারে অনুবাদ ১২৫৯ সনে লিখিত (গ্রন্থসংখ্যা ১১৭৬)।

৫। **শ্রীকৃষ্ণদাস**—শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া পরিচিত শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব কবি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের বহু গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থগুলির নাম—(১) শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা (২) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (৩) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, (৪) ভাগবতামৃতকণা, (৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু এবং (৬) উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকার পদ্যানুবাদে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"রাধাকুণ্ডে দিল বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্টপথে ধায়।
নিজগুণে কৃপা কর, উদ্ধারহ এ'পামর, নহে, আর না দেখি উপায় ॥
বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী, তাঁর কৃপাবলে স্ফূর্ত্তি, এ লীলাবর্ণনে হৈল আশ।
কানুদাস-সঙ্গ পাঞা, সাহসে পূরিল হিয়া, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥"

মাধুর্য্যকাদম্বনীর শেষে—"মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থ পৃথিবী কৈল ধন্য। চক্রবর্ত্তী-মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গুরু তাঁহার চরণধ্যানে। ষষ্ঠ অমৃতবৃষ্টি তার ভাষা দীন কৃষ্ণদাস ভণে ॥"

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল স্তোত্রটিরও অনুবাদ ইঁহারই রচনা বলিয়া ধারণা হয়। পয়ারাদিচ্ছন্দে রচিত অনুবাদটির নাম—**শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত**। বহরমপুর হইতে ৪০২ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

৬। **শ্রীপ্রেমদাস**—পদকর্ত্তা প্রেমদাস ১৬৩৪ শকাব্দায় শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের কবিতায় স্বকৃত অনুবাদটির নাম দিয়াছেন—**শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী**। ভাষাটি অতি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর; স্থলে স্থলে মূল হইতে অতিরিক্ত সংযোজনাও দৃষ্ট হয়। যথা নবম অঙ্কে (২৪৩ পৃঃ) :—

"কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। শিবানন্দসেন তথা প্রভু সেবা করে ॥
সেই শিবানন্দ হন অতিভাগ্যবান্। সর্বকাল কায়মনে চৈতন্যের ধ্যান ॥
অন্য দেবা দেবী কিছু সেবা নাহি করে। গৌরবিনা কৃষ্ণনাম মুখে না উচ্চারে ॥
'কবিকর্ণপূর' নামে তাঁর পুত্র হইল। কৃষ্ণ সেবা নিজ গৃহে প্রকাশ করিল ॥
ঠাকুরের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায়। শিবানন্দ সেন আসি দেখিল তাঁহায় ॥
দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা। কর্ণপূর নিজপুত্রে ভৎ সিতে লাগিলা ॥
অরে মূঢ়! কতকাল করিয়া মার্জন। কালবর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌরবর্ণ ॥
আরবার সেই কাল আনিলি মন্দিরে! শিবানন্দ-প্রেম-কথা কে বুঝিতে পারে।"

৭। **দুঃখী শ্যামদাস** ঃ—ইনি **'গোবিন্দমঙ্গল'** নামক গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গোবিন্দমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধানতঃ দশম স্কন্ধের এবং অংশতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। ইনি প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে এই গ্রন্থ গান করিয়া বেড়াইতেন। রচনা ভাবপূর্ণ ও বিবিধ ছন্দোবদ্ধ। এতদ্-ব্যতীত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাবলম্বনে মূল শ্রীমদ্ভাগবতেরও পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয়সাহিত্যসেবক ২৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। গোবিন্দমঙ্গল-সম্বন্ধে আলোচনা 'বিবিধ' শাখায় দ্রষ্টব্য।

৮। **শ্রীজগজ্জীবন মিশ্র (মনঃসন্তোষিণী)**—সজ্জন-**সঙ্গিণী** পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম হইতে সপ্তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মূল—শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী। ইহাতে তিনটি সর্গ আছে—প্রায়শঃই পয়ার, স্থলে স্থলে ত্রিপদীও আছে। প্রথম সর্গে—বন্দনা, বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার। মধুকর মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্র—গুপ্ত বৃন্দাবন—তদীয় পুত্রগণ—জগন্নাথ মিশ্র—পার্ষদগণ। দ্বিতীয় সর্গে—জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপ গমন—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কন্যার সহিত বিবাহ—বিশ্বরূপের জন্ম—বৈরাগ্য—পুরন্দর মিশ্রের শ্রীহট্টে গমন, পুনঃ নবদ্বীপে আগমন। তৃতীয় সর্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম, তদীয় রূপ বর্ণন, মহাপুরুষচিহ্নাদি, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক, মহাপ্রভুর বঙ্গদেশে গমন, লক্ষ্মীর দেহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহ, সংকীর্ত্তনারম্ভ—সন্ন্যাসগ্রহণ—শান্তিপুরে শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ ও শ্রীহট্ট গমনের জন্য অনুরোধ। মহা-প্রভুর বরগঙ্গা গমন, গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শন—পিতামহী ও জ্ঞাতিগণের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদটি সরল, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই।

৯। কৃষ্ণদাস (লাউড়িয়া)

শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী গোস্বামিকৃত-বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর পয়ারে অনুবাদক লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। এই মূল গ্রন্থের ইতিহাস সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলিতেছেন—

"শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ-ভকতি প্রকাশি ॥
বিচারি বিচারি ভাগবত-পয়োনিধি। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি ॥
প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ। সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ ॥
নানাবিধ শ্লোকব্যাখ্যা করি সাধু। তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু ॥
অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা'হতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত ॥
বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিলা রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী ॥"

১০। **শ্রীযদুনন্দনদাস** :—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রশিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাস 'কর্ণানন্দ' প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি (১) **শ্রীবিদগ্ধমাধবের** পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন—নাম শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব। ইহা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ৬৪টি গীতে স্থলবিশেষের তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়াছেন (২) **শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের**

অনুবাদে প্রায়ই পয়ার দেখা যায়, ২০টি মাত্র ত্রিপদীছন্দ আছে। ঠিক অনুবাদ না হইলেও ইহাকে মূলগ্রন্থের পরিপোষক সংযোজনা বলা চলে। (৩) **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের** অনুবাদে তিনি মূলের সহিত কবিরাজ গোস্বামীর টীকারও সাহায্য লইয়াছেন। (৪) **দানকেলিকৌমুদীর** পয়ারে (ত্রিপদী ছন্দে খুব অল্প) অনুবাদটি ১৩২৫ বাং সালে কেশবচন্দ্র দে-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদটি সরস ও সরল। কিন্তু পুষ্পিকা বাক্যটি এইরূপ—'ইতি শ্রীরসকল্পলতায়াং দানকেলিবিলাসো নাম দ্বাবিংশতি স্তবকঃ।' কিন্তু গ্রন্থমধ্যে একটি স্তবকেরও সূচনা নাই (?)

১১। **শ্রীগিরিধর দাস** :—১৬৫৮ শাকে গিরিধর দাস শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি সংস্কৃতে—

সংসারার্ণব-তারণৈকতরণীং প্রেমপ্রসূনদ্রুমং সংসেব্যং হরিনামপূতনিখিলং ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিদম্।
শ্রীমদ্রূপ-সনাতন-প্রিয়তমং কোটীন্দুনিন্দ্যাননং নিত্যানন্দ-সমন্বিতং নরবরং তং নৌমি বিশ্বম্ভরম্॥

পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষা শ্রুতিমধুর নহে, ভাবগাম্ভীর্য্য বা রচনা-পরিপাটী নাই। রচনার আদর্শ—প্রসিদ্ধ 'ললিত লবঙ্গলতা' পদটির অনুবাদ—

এ মতে বসন্তে হরি করয়ে বিহার।
হে সখি সুন্দরি! যুবতী জনে হরি নাচেন কত পরকার॥
পবনে লবঙ্গ লতামৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়।
কুহু কুহু করি কোকিল কল কূজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়॥
বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরু ডাল।
গতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মন্মথনে হয়ে কাল॥ ইত্যাদি

'স্মরণমঙ্গলসূত্রের' এবং 'মনঃশিক্ষা' গ্রন্থের পদ্যানুবাদক যে কোন গিরিধর দাস—তদ্বিষয়ে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১২। **শ্রীরসময় দাস** :—ইহার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোনও পরিচয় সংগ্রহ হয় নাই। তাঁহার গীতগোবিন্দের পয়ারে অনুবাদটি প্রাঞ্জল; যদিও ভাষান্তরে কাব্য-মাধুর্য্য সংরক্ষণ প্রায়শঃই হয় না, গীতগোবিন্দের অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য একেবারেই অন্তর্ধান করে, তথাপি ইহার রচনায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ভক্তদের কথঞ্চিৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইবে। 'ললিত লবঙ্গলতা' পদটির অনুবাদ যথা—

শুন শুন প্রাণসখি বসন্ত সময়। বৃন্দাবন সুখশোভা বর্ণন না হয়॥
তাহাতে রসিক কৃষ্ণ যুবতীর সঙ্গে। বিহার করয়ে আর নৃত্য করে রঙ্গে॥
ছয় রস শৃঙ্গার রয়েছে মূর্ত্তিমান। তাহাতে সম্মিলন বসন্ত আগুয়ান॥
বসন্ত-সমীরে কৃষ্ণ রয়েছে বিহার। মূর্ত্তিমান হইয়াছে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
ললিত লবঙ্গলতা তাহার মিলনে! কোমল মলয় বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর-নিকর-বেষ্টিত সব ঠাঁই। কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে সদাই॥ ইত্যাদি

১৩। **উত্তম দাস**—শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত গোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশের অনুবাদটি বিষ্ণুপুরবাসী উত্তম দাস নামক জনৈক মহাত্মা-কৃত পয়ার। *(A. S. B. collection)* চতুর্থরত্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। রচনা আড়ম্বরবিহীন—১৬৬১ শাকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। মাথুর-বিরহ-ব্যাখ্যানে ইনি মূল গ্রন্থ হইতে অতিরিক্ত যথেচ্ছ সংযোজনা করিয়াছেন—দেখা যায়। স্থলবিশেষে রচনা মূল বুঝিতে খুব সহায় করে।

১৪। **শ্রীশচীনন্দন বিদ্যানিধি**—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চানক গ্রামবাসী ভক্তপণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়

১৭০৭ শাকে 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' নামক গ্রন্থরত্নের "উজ্জ্বলচন্দ্রিকা" নামে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন *। উজ্জ্বলচন্দ্রিকার উপসংহারে তিনি যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন। তদ্‌ব্যতীত তাঁহার আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। উজ্জ্বলনীলমণি দর্শন-সম্মত পদ্ধতি দ্বারা সুপরিপুষ্ট গ্রন্থ—'লোচনরোচনী' ও 'আনন্দচন্দ্রিকা' নামে যে দুইটি টীকা আছে, তাহার সহিত সমন্বয় করিয়া এই 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' প্রণীত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সূত্র শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে এবং সূত্র-পরিপোষক উদ্ধৃত শ্লোকাবলিকে প্রায় সর্বত্রই ত্রিপদী, কচিৎ তোটকছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূল বা উদাহরণের কোনও অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যে দুই এক স্থলে অনুবাদ নাই, তাহার প্রয়োজনীয়তাও কম, বুঝিতে হইবে। কোথাও স্বরচিত পদে, কোথাও বা শ্রীগোবিন্দ দাস প্রভৃতি মহাজনের পদ উদ্ধার করিয়া উদাহরণ নিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উদ্দীপনের পদ (৩ পৃঃ)

যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগবর কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি করতহি পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবর সাধন মূরতি সিদ্ধি অবতার॥
সো অব নন্দকি নন্দন নাগর তোহে করু আনন্দ ভোর॥
শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী বরণি না পাওল ওর॥

কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পদটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত—(১৮২ পৃঃ)

সুরভীকুল-পথি বিনিহিত-নয়না। তব নিজ-নাম-বশীকৃত-রসনা॥
মাধব ! তব বিরহে বিধুবদনা। রাধা খিদ্যতি মনসিজ-কদনা॥
মুরলী-নিনাদ-শ্রুতিপটুবিষয়া। তব মুখকমলে বিনিহিত-হৃদয়া॥
শ্রীলশচীনন্দন-কবি-গদিতং। হরিমিহ জনয়তু বহুতর-মুদিতম্॥

১৫। **শ্রীস্বরূপ গোস্বামী**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অষ্টম অধস্তন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ১৭০৯ শাকে (গ্রহাম্বর-মিতেহর্ণবচন্দ্রযুক্তে) শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-বিরচিত **ললিতমাধব নাটকের** পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের উপসংহারে নিজ পরিচয়ও দেওয়া আছে। ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ; মূলের ভাবরসগাম্ভীর্য্য অনুবাদেও অক্ষুণ্ণ আছে।

১৬। **শ্রীজয়গোবিন্দ বসু চৌধুরী**—বর্দ্ধমান জেলায় বেনাপুর গ্রামে (কুলীনগ্রামের অর্দ্ধক্রোশ দূরে) ১৭৬৪ শাকে ইনি শ্রীপাদ শ্রীসনাতনপ্রভুর বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ভাষায় সরল হইলেও ভাবগম্ভীর ও দুর্বোধ্য, এই জন্যই শ্রীপাদ স্বকৃত গ্রন্থের স্বয়ং টীকাও করিয়াছেন। শ্রীজয়গোবিন্দ টীকা ও মূল বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন—স্বয়ংও গ্রন্থমধ্যে বারংবার একথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা ১৩ পৃষ্ঠা (১।১) 'মূল আর টীকাতে যে করিলা লিখন। যথামতি বিবরিয়া করিনু লিখন।' ১৮০ পৃষ্ঠা (২।৩ শেষ) 'সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব। যথামতি যথাসাধ্য আমি লিখি সব॥' ১০ অক্ষরে কোথাও বা ১২ অক্ষরে রচিত ছন্দ দেখা যায়, যদিও ১৪ অক্ষরে (পয়ার) ছন্দই বেশী। রচনার আদর্শ—[নামসংকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ (২।৩) ১৪৯ পৃঃ]

"মেঘবিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ। আর্ত্তস্বরে প্রিয় প্রিয় করে আক্রোশন॥
চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির। রাত্রিকালে আর্ত্তনাদে করয়ে অস্থির॥

* বঙ্গীয়সাহিত্য-সেবক ২৫৮ পৃষ্ঠায় 'ঠাকুরদাস বৈষ্ণব' উজ্জ্বলনীলমণির মূলের অন্য পদ্যানুবাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।

কুররীবর্গও পতিবিরহিত হ'য়ে। রাত্রে আক্রোশন আর্ত্তনাদে করয়ে ॥
সেই মত আর্ত্তির গৌরবের কারণ। নাম সংকীর্ত্তন হয়, জানিহ লক্ষণ ॥
ইথে পরম আর্ত্তিতে সংযুক্ত হইয়া। বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া ॥
করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন। এই ত তাৎপর্য্য ইথে বুঝ করি মন ॥ ইত্যাদি

১৭। **শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী** :—সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ ভাগবতের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ। ইহার প্রথম ভাগে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১২৬৫ বাং সালে এবং দ্বিতীয় ভাগে দশম হইতে দ্বাদশ স্কন্ধের মূলসহ অনুবাদ ১২৬৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ ২০১ তরঙ্গ বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এই অনুবাদ ৪র্থ স্কন্ধের ২০শ তরঙ্গ পর্য্যন্ত 'ভাবলহরী' ও তাহার পর হইতে 'ভাবতরঙ্গিণী' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ ৯০ পরিচ্ছেদ বা পল্লবে সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট (ক)

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ান-গ্রামবাসী দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ বঙ্গভাষায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে একাদশী ব্রত, অষ্টমহাদ্বাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, শিবরাত্র, মাসকৃত্য, চাতুর্মাস্য নিয়ম, ভীষ্মপঞ্চক ও অধিমাসকৃত্য লিখিত আছে। শেষ "মূল টীকা দেখিয়া যথামতি ভাষাছন্দে। শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ করিল প্রবন্ধে ॥ সংক্ষেপে লিখিল এই বৈষ্ণব কৃত্যবিধি। রায়ান-নিবাসী তর্কবাগীশ উপাধি ॥" পুঁথির লিপিকাল ১২৩৭ (বঙ্গাব্দ ?)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীকানাই দাস-রচিত 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ' নামে আর একটি সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ আছে, পুঁথিসংখ্যা—১২৩১।

২। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার পদ্যানুবাদ

(ক) কবিকর্ণপূর-রচিত এই গৌরগণোদ্দেশের 'কিরণ-দীপিকা' নামক বাঙ্গলা পদ্যানুবাদক—শ্রীদীনহীন দাস। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা নাই। (বঙ্গীয়সাহিত্যসেবক—২৮২ পৃঃ)

(খ) মাহাতা গ্রামবাসী দ্বিজ শ্রীরূপচরণ কৃত অনুবাদ—

(গ) শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ভুক্ত দেবনাথ দাসকৃত 'গৌরগণাখ্যান'—সাতটি উদ্দেশ্যে বিভক্ত।

(ঘ) শ্রীরঘুনন্দনের অধস্তন হৃদয়ানন্দ দাস-কৃত অনুবাদ—(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৫২১।২ পৃঃ)

৩। হংসদূতের পদ্যানুবাদ (?)

নরসিংহ দাস নামক জনৈক কবি শ্রীরূপগোস্বামিপাদের হংসদূতের পদ্যানুবাদ (?) করিয়াছেন। আমার নিকট এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে (৩০০—৩০৫ সংখ্যক) যে পুঁথি আছে, তাহাতে কিন্তু শ্রীদাস গোসাঞির (?) রচিত হংসদূত বলিয়াই অনুবাদকের ধারণা। প্রারম্ভে—(১ পৃঃ)

শ্রীদাসগোসাঞির কথা শিরেতে বন্দিয়া। ভাষাছন্দে বুঝি রচি তত্ত্ব না পাইয়া ॥

আবার (৩পৃঃ)—হংসদূত ভাই কেবল বিরহের কথা। **শ্রীদাস গোসাঞি** ইহা কৈল শ্লোকগাথা ॥ আমার মনে হয় যে ইহা লিপিকর-প্রমাদ, তাহা না হইলে অনুবাদকের এত বড় ভুল হওয়া অসম্ভব। এই অনুবাদ কিন্তু আক্ষরিকও নহে, তাৎপর্য্যানুবাদও নহে ; তবে 'হংসদূতের' ছায়া অবলম্বন করিয়া যথামতি রচনামাত্র। গোপীগণের **বারমাস্যা** মূলে না থাকিলেও ইহাতে সংযোজনা হইয়াছে।

কহিয় কহিয় হংস কহিয় কানুস্থানে। অভাগিনী গোপীগণ নাহি পড়ে মনে ॥
শুন শুন হংসবর করি নিবেদন। বারমাসের দুঃখ তারে করাইহ স্মরণ ॥
পহিলে অগ্রাণ মাসে নবীন পিরিতি। কাত্যায়নীব্রত করি পাইনু কৃষ্ণ পতি ॥ ইত্যাদি

হংসের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণস্থানে গমন, বিরহ-জ্ঞাপন, শ্রীকৃষ্ণসহ আলাপ, শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা লইয়া পুনরায় গোপীসকাশে আগমন ইত্যাদি বর্ণনান্তে তিনি উপসংহার করিয়াছেন।

৪। **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ :**—শ্রীগোপীচরণ।

৫। **ভ্রমরগীতার অনুবাদ :**—শ্রীদেবনাথ দাস।

৬। **চাটুপুষ্পাঞ্জলির অনুবাদ :**—শ্রীভীমলোচন সান্যাল এই অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮০৯—৭০ খ্রীঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। (বঙ্গীয়সাহিত্যসেবক—৫৭২ পৃঃ)

৭। **উদ্ধব সংবাদের অনুবাদ :**—(ক) দ্বিজ নরসিংহ—(খ) মাধব গুণাকর কৃত উদ্ধবদূত—শ্লোকসংখ্যা—৭৮০।

৮। **কৃষ্ণকর্ণামৃতের (অন্য) অনুবাদ :**—শ্রীরাধাবল্লভ দাস।

৯। **ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পয়ারে অনুবাদ :**—ঢাকার শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামিপ্রভুর গৃহে আছে বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু ইহা কাহার রচনা বা তাহার তারিখ প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারি নাই।

১০। বিলাপকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ

(১) শ্রীরাধাবল্লভ দাস-কৃত পয়ারে অনুবাদ, এলাটিতে মুদ্রিত।

(২) শ্রীরসিক চন্দ্র দাস-কৃত—এই অনুবাদে মূলের স্বারস্য ও গাম্ভীর্য্য অনেকটা বিদ্যমান আছে। তবে অনুবাদকের ধাম বা তারিখ কিছুই জানিতে পারি নাই। এলাটি (হুগলি) হইতে শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি এই অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পদ্যগুলি সুললিত ত্রিপদীছন্দে রচিত।

(৩) 'বিলাপবিবৃতিমালা' নাম দিয়া শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ-ঠাকুর-বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস ১৭৯৩ খ্রীঃ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

১১। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ও সংকল্পকল্পদ্রুমের পয়ারানুবাদ

শ্রীগোপীনাথ বসাক-কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রণীত ও প্রকাশিত। অনুবাদক পদ্যের নিয়মপ্রণালী, ছন্দ বা যতি প্রভৃতির দিকে দৃক্‌পাত না করিলেও মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষাটি মধুর ও প্রাঞ্জল। ইহা প্রায়শঃই শ্লোকনিষ্ঠ অনুবাদ। পয়ারই বেশী, মাঝে মাঝে ত্রিপদীও আছে।

১২। শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর পানি-প্রণীত (ক) **'শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়'**—পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের বঙ্গানুবাদ, (খ) **'প্রেমসম্পুট'**—শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত মূল গ্রন্থের অনুবাদ। এতদ্ব্যতীত (গ) **'ভক্তরত্নমালা'** নানাগ্রন্থ হইতে ভক্তচরিত্র-আহরণ এবং (ঘ) **'কন্দর্পকৌমুদী'** নামক আদিরসময় কাব্যও ইহার রচনা। গ্রন্থকার অষ্টাদশ শকাব্দার মধ্যভাগে এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১৭০৭—১৭৭৬)।

১৩। শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত (ক) **ললিতগোপাললীলামৃত** ও (খ) **বিদগ্ধগোপাললীলামৃত** শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের প্রসিদ্ধ ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধবের মর্ম্মানুবাদ। গৌড়ভূমি-পত্রিকায় ক্রমশঃ ১৩১২—১৫ সালে প্রকাশিত।

হিন্দী অনুবাদ

১। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের হিন্দী (ব্রজভাষায়) অনুবাদ

শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী প্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া হিন্দী ভক্তমালে উল্লিখিত শ্রীভগবন্ত-মুদিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত সপ্তদশ শতকের অনুবাদ করিয়াছেন। রচনানৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ষোড়শ শকাব্দার

প্রথম পাদে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

মঙ্গলাচরণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী। নাগরী রূপগুণ আগরী বিধি সবৈ ভাগরী ভক্তিকো দয়াকারী॥
ভজন হো অগম সো সুগম কিয়ো সহজহী শ্রীরাধিকাকন্তকৌ হিত হিয়ারী॥
মুদিত ভগবন্ত রসবন্ত জে রসিকজন চরণরজ রহসি কৈ শীশধারী।
কিয়ো উচ্চার মৈঁ দয়া অনুসার তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী॥ ১

দোহা—শ্রীবৃন্দাবন রতিশত কিয়ো বাণী মোদ প্রবোধ। ভগবন্ত সো ভাষা করোঁ সাখা মনকী সোধ॥

প্রথম শ্লোক—নমো নমো তাকো কাকো পুরুষ অভূত জাকৌ মহিমা অপার জাকী পারহু ন পায়ো হৈ।
কনক রুচির ধাম রাজৈঁ ছবি অভিরাম করুণা কৌ গ্রাম নাম মঙ্গল কৌ গায়ো হৈ॥
ভক্তি নিসঙ্ক দেত স্বপচ সসঙ্ক আদি বচন ময়ঙ্ক অঙ্ক তম কো মিটায়ো হৈ।
বাণী হুঁ তে নেতি নেতি ভগবন্ত-গতি দেতি জগত মেঁ বিদিত পরকাস প্রেম আয়ো হৈ॥

২। শ্রীমদ্ভাগবতের হিন্দী অনুবাদ

শ্রীপ্রিয়াদাসজির শিষ্য শ্রীরসরাজখান সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের এই অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত, দিল্লীতে ৭।৮ খানা আছেন বলিয়া জানা যায়। কোম্পানীবাগের নিকট শ্রীরামদোয়ারার মহান্ত শ্রীনরসিংহ দাসজির নিকট একখানা পুঁথি আছেন। রচনার আদর্শ যথা—

মাহাত্ম্য—রসিকভূপ হরিরূপ পুন শ্রীচৈতন্যসরূপ। হৃদৈকূপ অনুরূপ রস উঝল্যো বহৈ অনূপ॥ ১
শ্রীপ্রিয়াদাস রসরাসকৌ পৌত্র বৈষ্ণব দাস। তাহীকৌ রসজানিকৈ কীনৌ নাম প্রকাস॥ ২
শ্রীহরজীবন গুরুকৃপা পায় সোই রস জানি। শ্রীভাগবত মহাত্মকী ভাষা করী বখানি॥ ৩

—০—

একাদশ পরিচ্ছেদ

৯। বিবিধ (স্তব, মাহাত্ম্য, ভজন ইত্যাদি) *

(শ্রীচৈতন্যযুগ ১৪০৭—১৫০০)

১। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী (লীলাস্তব)

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু এই 'লীলাস্তব' নামক গ্রন্থরত্নে শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধের প্রথম ৪৫ অধ্যায়ের লীলাসূত্র নামাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহদ্বারাই এই গ্রন্থখানি সুকৌশলে ও সুরসালভাবে শ্রীপাদ রচনা করিয়াছেন। কোথাও পাঁচ সাতটি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে আবার কোথাও বা একটি শ্লোককেই উপজীব্য করত সাত আটটি শব্দ যোজনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামমালা গুম্ফন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৭।৪৬ শ্লোকের 'শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টদেবের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বনপূর্বক শ্রীপাদ ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণামের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতিপ্রকরণে একটি দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ স্বয়ংই প্রকরণ-রচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিষ্ণু-স্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাদির বন্দনা করা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থস্বরূপদ্বয়ের (নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের) পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করত ক্রমশঃ পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে শ্রীনন্দবিদায় পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলাসূত্রাবলি গ্রথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকরণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের, শ্রীভগবৎবিভূতিসমূহের এবং ভগবদর্চ্চামূর্ত্তিসমূহের বন্দনাপূর্বক সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ভূয়সী স্তুতিমালা সংযোজন করিয়াছেন। গ্রন্থের উপসংহারে প্রাণস্পর্শীভাষায় নিজের মহাদৈন্যসূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণামাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। রচনার আদর্শ—(শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা ৪১২—৪১৬)

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকসৎফল। সর্বসিদ্ধান্ত-রত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্প্রদ ॥ ৪১২
সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো ! কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্ত্তিত ॥ ৪১৩
পরমানন্দ-পাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে। সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥ ৪১৪
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন। মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪১৫
অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর। হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর ॥ ৪১৬

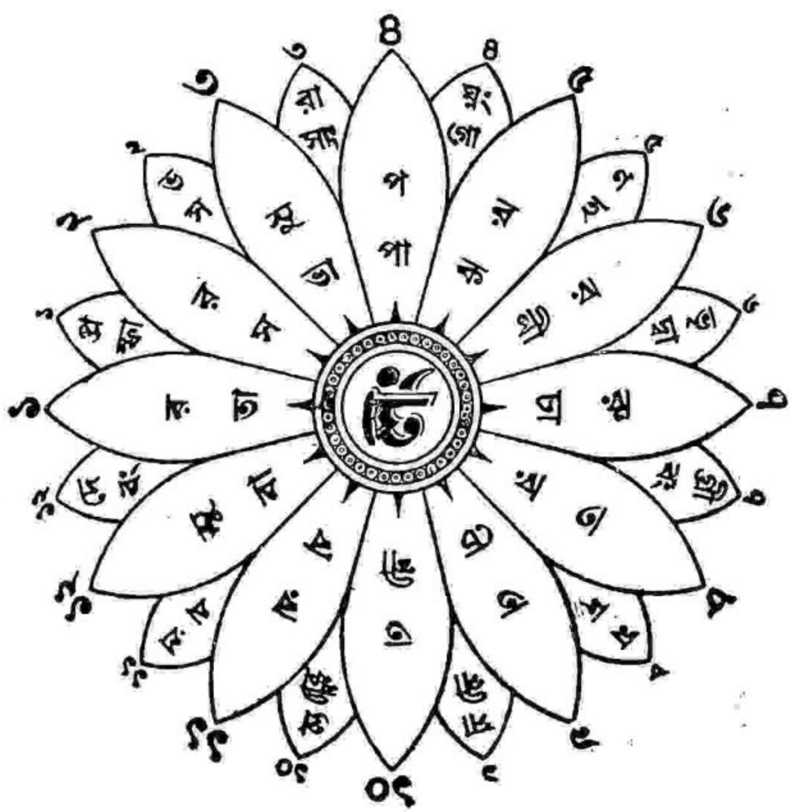
২। শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ ও (ক) মথুরামাহাত্ম্য, (খ) স্তবমালা, (গ) শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ, (ঘ) নিকুঞ্জরহস্যস্তব

(ক) **মথুরামাহাত্ম্য** :—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই মথুরামাহাত্ম্য সঙ্কলন করিয়াছেন—সর্বত্র শাস্ত্রপ্রমাণবলে স্বকপোল-কল্পিতত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। 'মথুরামাহাত্ম্য' বলিতে সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মহিমাই বোদ্ধব্য।

---

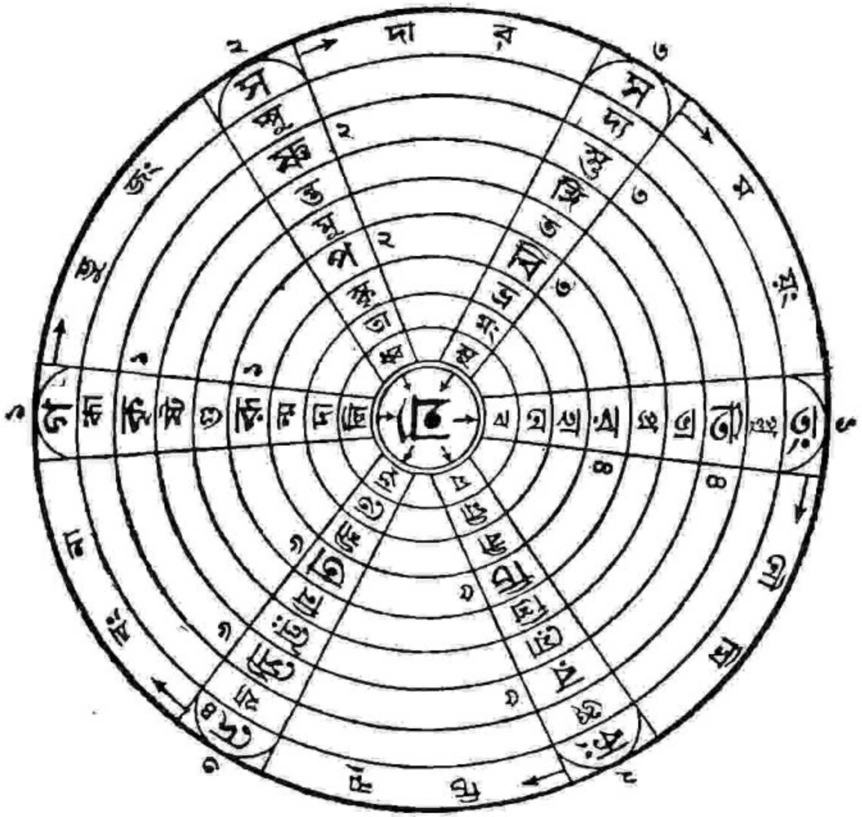
* এই অধ্যায়ও গ্রন্থকারের নামে সূচিত হইবে।

বৃহৎপদ্মবন্ধঃ



তারপ্রস্ফারতালং সরভরসলং ভাস্বুরাস্যং সুভালং
পাপঘ্নং গোপপালং করণহরকলং নীরভৃদ্বারনীলম্ ।
চারুগ্রীবং রুচালং রতমদতরলং চেতসা পীতচেলং
শীতপ্রস্ফীতশীলং বরয় বরবলং বাসুদেবং সুবালম্ ॥

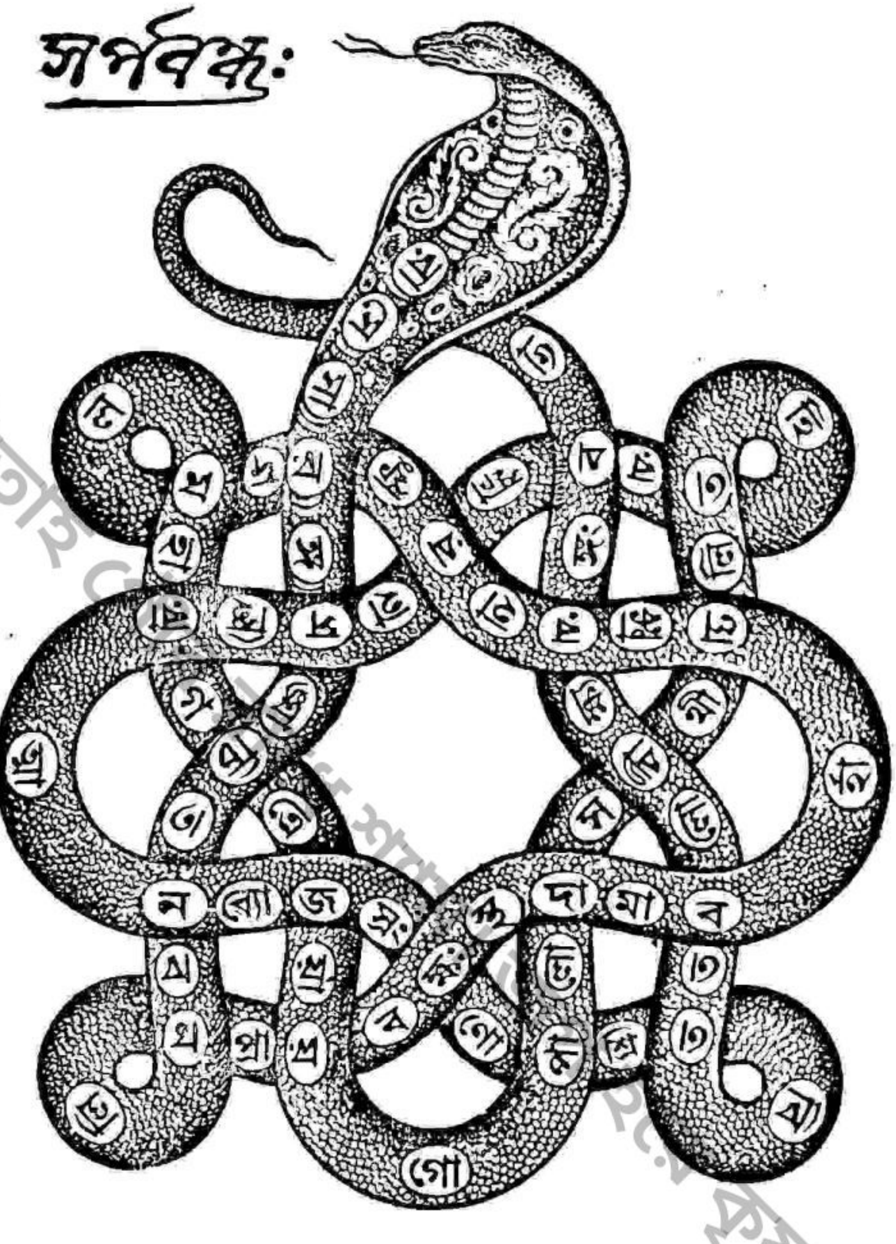
চক্রবন্ধঃ



গন্ধাকৃষ্টগুরূন্মদালিনি বনে হারপ্রভাভিপ্লুতং
সম্পুঞ্জস্তমুপস্কৃতাধ্বনি যমীবীচিশ্রিয়ো রঞ্জকম্ ।
সদ্যস্তঙ্গিত-বিভ্রমং সুনিভৃতে শীতানিলৈঃ সৌখ্যদে
দেবং নাগভুজং সদা রসময়ং তং নৌমি কঞ্জিন্মুদে ॥

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।১৩৫ পৃষ্ঠা]

সর্পবন্ধঃ



রাসে সারঙ্গসজ্যাচিত-নবনলিনপ্রায়বক্ষঃস্থদামা
বর্হালঙ্কারহারস্ফুরদমল-মহারাগচিত্রে জয়ায় ।
গোপালো দাসবীথী-ললিতহিতরবস্ফারহাসঃ স্থিরাত্মা
নব্যোঽজস্রং ক্ষণোপাশ্রিতবিততবলো বীক্ষ্য রঙ্গং বভাষে ॥

[গৌড়ীয় মিশনের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে

স্বয়ং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি এবং উত্তরকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি এই ব্রজমণ্ডলের পরিক্রমা করিয়াছেন। মহিমাজ্ঞান হইলেই বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়, পক্ষান্তরে অলৌকিক বস্তুর মহিমাটিও সর্বজনবেদ্য হইতে পারে না; কাজেই ভ্রমপ্রমাদাদি-রহিত বিদ্বজ্জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যই নিঃসংশয়ে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনরসনিমগ্ন শ্রীরূপসনাতন প্রভুর প্রতি এই গুরুভারটি অর্পণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ (১৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্নবিষয়ালম্বনে বহুশাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যাবলির সমর্থনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার লোকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীপাদকে এই গ্রন্থ-নির্মাণ করিতে হইয়াছে। যে কোনও ভাবেই হউক না কেন শ্রীধাম বাস করিলে, গমন করিলে বা সংস্পর্শে আসিলেই যে চরম কৃতার্থতা বা ভক্তিলাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধামের পাপহারিত্ব, পুণ্যপ্রদত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(খ) **স্তবমালা**—শ্রীরসামৃতকার শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকর্তৃক বিরচিত বহু বহু স্তব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, শ্রীজীবপ্রভু তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া মালার আকারে গুম্ফনপূর্বক স্তবমালা নাম দিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যাষ্টক তিনটি, শ্রীকৃষ্ণের ১৫টি, শ্রীরাধার ৬টি, শ্রীযুগলকিশোরের ৪টি, শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী, অষ্টাদশছন্দঃ (নন্দোৎসবাদি কংসবধান্তলীলা), শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধার, পুনর্বস্ত্রহরণ, শ্রীরাসক্রীড়া, স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা, খণ্ডিতা, শ্রীললিতোক্ত তোটকাষ্টক, চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, গীতাবলি (সংখ্যা ৪২, রাগ-সংখ্যা ১২; নন্দোৎসব, বসন্তপঞ্চমী, দোল ও রাস; তন্মধ্যে, অষ্টনায়িকা), লীলাষ্টক, যমুনাষ্টক, মথুরাষ্টক, গোবর্দ্ধনাষ্টক দুইটি, শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক এবং শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক। উৎকলিকাবল্লরীর শেষ রচনার তারিখ দেওয়া আছে—১৪৭১ শকাব্দা। শ্লোকসমষ্টি ৭০৩, শ্রীজীবকৃত শ্লোক ৮, বিরুদ ৭৬, গীত ৪২॥

ছন্দোবৈশিষ্ট্য—এই স্তবমালায় ছন্দোঽষ্টাদশকে উদাহৃত ছন্দসমূহের ক্রমশঃ নাম—(১) গুচ্ছক (২) কোরক, (৩) অনুকুল, (৪) প্রফুল্লকুসুমালী, (৫) অশোকপুষ্পমঞ্জরী, (৬) কলগীত, (৭) অনঙ্গশেখর, (৮) দ্বিপদিকা, (৯) হারিহরিণ, (১০) ইন্দিরা, (১১) মত্তমাতঙ্গলীলাকর, (১২) মুগ্ধসৌরভ, (১৩) সংফুল্ল, (১৪) ললিতভৃঙ্গ, (১৫) কান্তিডম্বর, (১৬) মুখদেব, (১৭) গুচ্ছকভেদ, (১৮) ভৃঙ্গার। এতদ্ব্যতীত (১) অমলকমলরুচি, (২) অম্বর, (৩) উদ্যদ্ বিদ্যুৎ, (৪) করুণাপরিমল, (৫) কুন্দদশন, (৬) নন্দকুলচন্দ্র, (৭) নন্দরাজ, (৮) পন্নগদলন, (৯) পিচ্ছ, [১০] পুরুষোত্তম, [১১] প্রপন্নন্দন, [১২] বল্লবলীলা, [১৩] ভাবিনী [১৪] মদনরসঙ্গত, [১৫] বীরবর, [১৬] শম্পা, [১৭] সংনীত, [১৮] সঙ্কুল, [১৯] সম্পদজনক, [২০] সরসিরুহলোচনা, [২১] সুজনকলিত, [২২] সৌরভসঞ্জিত এবং [২৩] সৌরীতটচর প্রভৃতি শ্রীরূপপাদকর্তৃক উদ্ভাবিত বিবিধ ছন্দঃ, অন্যান্য ছন্দোগ্রন্থসমূহে ছন্দঃকতিপয়ের নামান্তর, আকর গ্রন্থের সমুল্লেখ এবং পদ্যস্থাননির্দেশাদি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুটিকায় প্রকাশিত সংস্করণে [২/০ হইতে ২॥৶০] দ্রষ্টব্য। গীতাবলিতেও বারটি বিভিন্নরাগ সূচিত হইতেছে। এই স্তবমালা শ্রীরূপপাদের একাধারে অসাধারণ ছন্দোবিত্ত্ব, কাব্যকুশলতা সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিতা সূচনা করিতেছে। চিত্রবন্ধসমূহের সচিত্রবিন্যাস শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থ-গুটিকায় প্রকাশিত স্তবমালার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'চক্রবন্ধ' কবিত্বের উদাহরণে কর্ণিকা অক্ষর হইতে বহিশ্চক্রপক্ষস্থিত সপ্তম ও চতুর্থ বর্ণসমূহ ক্রমশঃ মিলিয়া 'কৃষ্ণস্তুতিরসৌ রূপবিরচিত' এইভাবে কবির নামও সূচিত হইয়াছে। চিত্রবন্ধসমূহের রচনা-প্রণালীও উক্ত সংস্করণে আকরগ্রন্থের প্রমাণসহ উদ্ধৃত হইয়াছে *। গীতাবলির সমস্ত গীত মাত্রাবৃত্তে রচিত হইলেও ২নং গীতটি 'বিপ্রবৃন্দ' ইত্যাদি অক্ষরবৃত্তে 'নন্দরাজ' নামক ছন্দঃ বলিয়া ছন্দোরচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। চক্রবন্ধ, বৃহৎ পদ্মবন্ধ ও সর্পবন্ধ চিত্র এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

* চিত্রকাব্যের ইতিবৃত্ত-জিজ্ঞাসায় *History of classical Skt, Litt. 369-383 pages* দ্রষ্টব্য॥

এই স্তবমালা ভক্তগণের নিত্যপাঠ্য ও কণ্ঠহার। একেত শ্রীরূপের কাব্য স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, তদুপরি ইহা ভক্তিরসে সম্যক্‌রূপে বিভাবিত। ইহাতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপগুণলীলাদিরই যথেষ্ট পরিবেশন হইয়াছে। শ্রীবলদেব টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন—"করুণৈকসিন্ধু শ্রীরূপদেব যদি এই স্তবমালা রচনা নাই করিতেন, তবে ভক্তগণ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের গুণ, রূপ লীলাদি বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেন না।"

(গ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু)

ব্রজলোকানুসারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হইলে—ব্রজবাসিগণের আনুগত্যেই ঐ সেবার প্রাপ্তি হইলে—শ্রীকৃষ্ণপরিকর-গণের যাবতীয় তথ্য জানিবার আবশ্যক হয়। [স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধবদ্ধ হইলেও জীব তাহা ভুলিয়া মায়া-কবলে পড়িয়াছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় স্বরূপের জাগরণ করিবার জন্যই বাহ্যদেহে ও অন্তশ্চিন্তিতদেহে সেবার প্রয়োজনীয়তা। ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে—তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী আমরা—এই জ্ঞান পরিপক্ক হওয়ার জন্য পদ্ধতি গ্রন্থে সাধকের অন্তর্দেহের বর্ণ, বেশ, সেবা, সম্বন্ধ ইত্যাদিও নির্দেশ করা হইয়াছে।] শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমথুরা মণ্ডলের লোক-প্রবাদ, বিভিন্ন শাস্ত্র পুরাণ, আগমাদি ও শ্রীহরিভক্তদের নিকট শ্রুতবাক্যে সুহৃদ্‌বর্গের সন্তোষবিধান ও রাগমার্গকে ক্রমবদ্ধ [নিয়ন্ত্রিত] করিবার জন্য এই গ্রন্থকে প্রণালীবদ্ধে গ্রন্থন করিয়াছেন [৩—৫]। শ্রীব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার; সেই পরিবার ও তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং সেবা-সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের ও তৎ-পরিজনের বসন, ভূষণাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, শয্যা, চন্দ্রাতপ, কুঞ্জ, গৃহ, যানবাহন; অষ্টসখীর চরিত্র, সন্ধি প্রভৃতি অঙ্গ, ৬৪ কলাবিদ্যা, সখীদের বিভিন্নভাব, দ্বিতীয় মণ্ডল ও তাহাদের সমাজ প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। সম্মোহন তন্ত্রানুসারে অন্য দুইপ্রকার অষ্টসখীর নামাবলীও দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে [বৃহৎখণ্ডের]—শয্যা, অন্ন, পানীয়, তাম্বুল, ঝুলন ও দোললীলাদি, তিলক-রচনাদি এবং অন্যান্য যাবতীয় লীলাবিশেষ আছে, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাস্ত্র বা অভিজ্ঞ বৈষ্ণবাদি হইতে জ্ঞাত হইবেন। বৃহৎখণ্ডের রচনাকাল—১৪৭২ শকাব্দা শ্রাবণ মাস।

লঘুগণোদ্দেশে—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও বয়ঃক্রমাদি, বয়স্যবৃন্দ ও তাঁহাদের বিভেদ, **শ্রীবলরাম**, বিটগণ, চেটগণ, চেটিগণ, চর, দূত, দূতী, পৌর্ণমাসী, বৃন্দা, নান্দীমুখী, ভৃত্যগণ, ধেনুগণ, বলীবর্দ, মৃগ, বানর, কুকুর, রাজহংস, ময়ূর ও শুকপক্ষী প্রভৃতির বর্ণনা; স্থানবিবরণ [ঘাট, পর্বত, সরোবর, বৃক্ষ ও তীর্থাদির নাম ও পরিচয়], শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের নাম, ভূষণাবলির নাম, প্রেয়সীগণ ও যূথ, **শ্রীরাধার** রূপলাবণ্য, পূজনীয়গণ, সখীমঞ্জরীগণ, কিঙ্করীগণ, ধেনু, বানরী, হরিণী, চকোরী, হংসী, ময়ূরী, শারিকাদি—ভূষণ, বসন, পুষ্পবাটিকা, কুণ্ড, রাগ, নৃত্য ও জন্মতিথিনির্দেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) **নিকুঞ্জরহস্যস্তব**—শ্রীপাদ শ্রীরূপ নিকুঞ্জবিলাসবর্ণনাত্মক ৩২টি শ্লোকে নিবদ্ধ এই স্তব নির্মাণ করিয়াছেন। যাঁহারা পার্থিব রূপরসাদির ভোগবিতৃষ্ণ হইয়া মানব কিম্বা পশুপক্ষী প্রভৃতিরও প্রচার-বিহীন শ্রীবৃন্দারণ্যের নিভৃত কুটিরে বাস্তব্য করত নিরন্তর শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অন্তশ্চিন্তিত দেহের স্মরণমননে অষ্টযাম যাপিত করিতেছেন—তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে স্মরণোপযোগী নিভৃতনিকুঞ্জবিলাসাবলির যথাকথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র এই পুস্তিকাতে সম্পুটিত হইয়াছে। প্রাকৃত জড় ইন্দ্রিয়বাদিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ সর্বথাই অস্পৃশ্য। নিভৃত নিকুঞ্জের রসরহস্য-নির্য্যাস পরিপূরিত এই গ্রন্থখানি গোপী-আনুগত্যে শুদ্ধ ব্রজোপাসকগণেরই নিত্য আস্বাদ্য ও আলোচনীয় পরমাদরণীয় কণ্ঠহার। শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু ১৮২৪ শাকে **'রহস্যার্থ-প্রকাশিকা'** নামে এক টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থকারের নিগূঢ় আশয় অনেকটা নিষ্কাসন করিয়াছেন। শ্রীবংশীদাস ঠাকুর মহাশয় ইহাকে বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে অনুবাদিত করিয়াছেন। শ্রীগোবর্দ্ধনভট্ট গোস্বামিপাদ সত্যই বলিয়াছেন—

কিং শাস্ত্রৈর্বিবিধৈ র্মনোভ্রমকরৈ দ্বেষাদিদোষাকরে
সংসারে পরিণামতোঽতিবিরসে বংভ্রম্যসে মোহতঃ।
রাধামাধব-কেলিবর্ষবিপুলং শ্রীকৃষ্ণতৃষ্ণাকুলং
রূপগ্রন্থচয়ং বিলোকয় সখে! পথ্যং চ তথ্যং চ ব্রুবে ॥ [স্তোত্র ৩৬]

৩। শ্রীমদ্দাসগোস্বামিপাদ

১। **স্তবাবলী**—শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের স্তবাবলীতে ২৯টি স্তব গ্রথিত হইয়াছে। ক্রমশঃ তাহা নিবেদন করিতেছি—(১) **শ্রীশচীসূন্বষ্টক**, (২) **শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু**, (৩) মনঃশিক্ষা, (৪) প্রার্থনা, (৫) গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক, (৬) গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশক, (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক, (৮) **ব্রজবিলাসস্তব**, (৯) **বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি**, (১০) প্রেমপূরাভিধস্তোত্র, (১১) প্রার্থনা, (১২) স্বনিয়মদশক, (১৩) শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্র, (১৪) শ্রীরাধাষ্টক, (১৫) প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজ, (১৬) স্বসঙ্কল্প-প্রকাশস্তোত্র, (১৭) **শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসকেলি**, (১৮) প্রার্থনামৃত, (১৯) নবাষ্টক, (২০) গোপালরাজস্তোত্র, (২১) শ্রীমদন গোপালস্তোত্র, (২২) **শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্র**, (২৩) মুকুন্দাষ্টক, (২৪) উৎকণ্ঠাদশক, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষা-ষ্টক, (২৬) অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক, (২৭) দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক, (২৮) প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক এবং (২৯) অভীষ্টসূচন।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অষ্টক শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের শ্রীচরিতামৃতের উপাদানরূপে গৃহীত বলিয়া তাহাতেই উক্ত হইয়াছে।

"চৈতন্য লীলারত্নসার　　স্বরূপের ভাণ্ডার　　তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলু,　　তাহা ইঁহা বিস্তারিণু　　ভক্তগণে দিলু এই ভেটে ॥"

মনঃশিক্ষার—একাদশটি শ্লোক শ্রীরূপানুগ সাধক মাত্রেরই নিত্যারাধ্য ও নিত্যপাঠ্য। **ব্রজবিলাসে** ১০৬টি শ্লোকে **লীলাস্থান, কাল** ও পাত্রের বন্দনাদি। **বিলাপকুসুমাঞ্জলি** ১০৪টি শ্লোকে গ্রথিত—ইহার প্রতিশ্লোক, প্রতিচরণ, প্রতি অক্ষরই অপ্রাকৃত বিরহানলসন্তপ্ত শ্রীদাসগোস্বামির বিষমজ্বালাসঙ্কুল হৃদয়াস্তঃস্থলের মহাপ্রতপ্ত বহ্নিশিক্ষার ছটা, ভূধর-প্রোথিত আগ্নেয়গিরির হৃদয়বিদারণ অগ্ন্যুদ্গার কিম্বা রত্নাকর-বিলসিত বাড়বানলের উচ্ছ্বাস অথবা পুঞ্জীভূত মহাকালকূটের প্রোচ্ছলন। 'অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া' (৭) 'দুঃখকূলসাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনং' (৮), 'ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনং' (৯) এবং 'বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ দন্দহ্যমানতর-কায়বল্লরীং' (১০) প্রভৃতি বাক্যের অর্থ-নির্ধারণ করিলেই বুঝা যায় যে শ্রীদাস গোস্বামিপাদ কি ভীষণ অরুন্তুদ বিরহজ্বালা নিরন্তর অন্তরে বহন করিতেছিলেন !! তারপরে যে সেবাপ্রার্থনা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, আবেগ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে—তাহা বিশ্ব সাহিত্যরাজ্যে এক অভিনব সামগ্রীই বটে ; মোট কথা—এ সকল পদ্যে শ্রীরঘুনাথের অন্তর্নিহিত ভাবোচ্ছ্বাস নির্মল নির্ঝরের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন রসিক ভাবুকের হৃদয়ে এই ভাবকণা স্পর্শ করে, তবে যে তিনি কৃতকৃতার্থ হইবেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অদ্যাবধি দেখা যায় এই বিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নয়নজলে মুখ বুক ভাসাইয়া ফেলেন।

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের দ্বাদশটি শ্লোকে শ্রীরাধার রূপগুণাদি সম্পৎ বর্ণনা হইয়াছে। **স্বসংকল্প-প্রকাশস্তোত্রের** ২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় স্বীয় সংকল্প-প্রকাশপূর্বক একবিংশ শ্লোকে রঙ্গণলতা সখীর আনুগত্যে ও অনুকম্পায় সেই সকল বাস্তবতায় পরিণত করিবার আকাঙ্খাও করিতেছেন। **শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলি** ৪৫টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাসখীগণের প্রণয়কলহ ও পরস্পর বাক্যচাতুরীর প্রতিযোগিতা

বর্ণিত। **শ্রীবিশাখানন্দদাভিধ স্তোত্রে** ১৩৪টি শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীবিশাখার কৃপা প্রার্থনাপূর্বক শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনাত্মক স্তোত্র, শ্রীরাধার আধ্যাত্মিকরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছাপূর্তিরূপ সেবা, শ্রীরাধাদেহে ষড়্ ঋতুকৃত সেবার উপকরণ—শ্রীরাধাঙ্গে কামসংগ্রাম-সামগ্রী, দানলীলাদি বিবিধ বিলাস সূচনা, এই স্তোত্রটি লীলা ও নামে অঙ্কিত। সকল প্রবন্ধেই শ্রীপাদ দাসগোস্বামির শ্রীরূপানুগত্য ঝলক দিতেছে। শ্রীপাদের সকল গ্রন্থই প্রসাদগুণগুম্ফিত ও মাধুর্য্যমণ্ডিত, ভাবগম্ভীর ও শব্দার্থালঙ্কারে পরিপূর্ণ, সর্বোপরি স্বতঃপ্রণোদিত হৃদয়াবেগে ও রসভাবের ব্যঞ্জনায় শ্রীগ্রন্থখানি সহৃদয়গণেরই একমাত্র আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য চিরবাঞ্ছিত সামগ্রী-বিশেষ।

৪। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী

১। **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত**—১৮৩টি শ্লোকে এই গ্রন্থরত্ন নিবদ্ধ। ইহার টীকাকার আনন্দি (রসিকাস্বাদিনীতে) এই শ্লোকমালাকে ১৩টি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমবিভাগে (১—৭) স্তুতি-প্রকরণ, দ্বিতীয়ে (৮—১২) প্রণাম, তৃতীয়ে (১৩—১৭) আশীর্বাদ, চতুর্থে (১৮—৩০) শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা, পঞ্চমে (৩১—৪৫) শ্রীচৈতন্যাভক্তনিন্দা, ষষ্ঠে (৪৬—৫৬) দৈন্যরূপ স্বনিন্দা, সপ্তমে (৫৭—৭৯) উপাস্যনিষ্ঠা, অষ্টমে (৮০—৯৯) লোকশিক্ষা, নবমে (১০০—১০৯) শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা, দশমে (১১০—১৩০) অবতারমহিমা, একাদশে (১৩১—১৩৬) শ্রীগৌররূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং দ্বাদশে (১৩৭—১৪৩) শোচক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে শ্যামকিশোর-কৃত এক টীকা আছে; (কাব্য *Vol. V, No. 4406*) শ্রীপাদের ভাবসমূহ পরম পরিস্ফুট, ভাষায় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য যুগপৎ বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শব্দার্থালঙ্কার-পরিপূরিত প্রৌঢ়িবাদময় কোষকাব্য বা প্রকরণগ্রন্থ। শ্রীপাদ গ্রন্থমধ্যে তদীয় একান্ত গৌরভক্তি ও গৌরনিষ্ঠার কথা বহুস্থলে (৩১, ৬১) ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার গৌর 'রাধয়া মাধবস্য একীভূতং বপুঃ' (১৩) প্রবলতর গৌরনিষ্ঠার মধ্যেও সময় সময় তাঁহার চিত্তে 'রাধাপাদাম্বুজ-সুধাম্বুরাশি' (৮৮) অকস্মাৎ ঝলক দিত এবং সময় সময় 'শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতি' (৬৮) হৃদয়ে উদয় করাইবার জন্য প্রার্থনাও করিয়াছেন। আবার ইহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্রেমমহিমা, নামমাধুরী, শ্রীবৃন্দাবনমাধুরীতে প্রবেশাধিকার এবং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার তত্ত্ব প্রভৃতি শ্রীগৌরকৃপাতেই লভ্য (১৩০)। শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরতত্ত্বে একান্ত অভেদত্ব থাকিলেও নামবৈশিষ্ট্য (৫৩), লীলাবৈশিষ্ট্য (৭৭—৭৮), পরিকর-বৈশিষ্ট্য (১১৯), স্বরূপবৈশিষ্ট্য (১৩), এবং ধামবৈশিষ্ট্য (১) প্রভৃতিতেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইনি গৌর-পারম্যবাদী ও (১৩২) 'গৌরনাগর' মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছেন। *

২। **শ্রীকামগায়ত্রী-ব্যাখ্যানং**—কামগায়ত্রীর প্রতি অক্ষরের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কাম-গায়ত্রীর কোন্ অক্ষরে তাঁহার কোন্ অঙ্গ লক্ষ্যীভূত, তাহাও ইহাতে অভিধানানুসারে ব্যক্ত হইয়াছে। [ইহাতে ভাস্বদি কামপাল, ঋষভ, দেবজ্যোতি, ব্যাঘ্রভূতি, ব্যাড়ি, বিশ্ব, রত্নহাস, গৌতমি, স্বভূতি, রভস, মেদিনী প্রভৃতি আভিধানিকের নামকরণ হইয়াছে।] এই সকল কোষের সাহায্যে আবার ক-কারাদি শব্দের চন্দ্রার্থ দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে চন্দ্ররূপকের যাথার্থ্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

* ১৪৯৮ শাকে রচিত গৌরগণোদ্দেশে (১৬৩) ইহাকে 'গৌরোদ্গান-সরস্বতী' বলায় বুঝিতে হয় যে তৎপূর্বেই চন্দ্রামৃত রচিত হইয়াছিল। শ্রীজীবগোস্বামিতে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়ও চন্দ্রামৃতের নাম আছে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায়, রসিকোত্তংসের প্রেমপত্তনে ও ভক্তমালে ইহার নাম আছে।

৫। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ঃ—শ্রীচৈতন্যলীলার পার্ষদগণ পূর্ব পূর্ব অবতারে কে কে কোন্ পার্ষদ ছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীশ্যামসুন্দর এবং গৌরাঙ্গী ব্রজললনামুকুটমণি শ্রীরাধা বর্ত্তমান। তাহা হইলে ইহাও সঙ্কেতিত হইল যে অন্যান্য পার্ষদদেহেও এক, দুই বা তিনটী পূর্ব পূর্ব স্বরূপের সমাবেশ হইয়াছে। যথারীতি মঙ্গলাচরণ করত স্বকপোল-কল্পিতত্ব নিবারণ 'জন্য বলিতেছেন যে স্বস্ব গ্রন্থে শ্রীস্বরূপাদি মহাজনগণ শ্রীগৌরপার্ষদগণের পূর্বনাম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ও গৌড় বা উৎকলের সাধুমুখে শুনিয়াই তিনি লিখিতেছেন। তত্ত্বনিরূপণে শ্রীস্বরূপ বলিয়াছেন যে (৯--১৩) নিজেকে লইয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ ভক্তরূপে (স্বয়ং গৌর), ভক্তস্বরূপ (নিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (অদ্বৈত), ভক্ত (শ্রীবাস) এবং ভক্তশক্তি (গদাধর) এই পঞ্চতত্ত্ব হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমতত্ত্ব 'মহাপ্রভু' এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব 'প্রভু'-সংজ্ঞক। পার্ষদগণ কেহ বা মহান্ত, কেহ বা গোপাল, উপগোপাল নামে কথিত। নবদ্বীপে যে সকল বৈষ্ণব বিলাস করিয়াছেন—তাঁহারা মহত্তম, নীলাচলে মহত্তর এবং দক্ষিণাদি ভ্রমণ-কালে যাঁহাদের সঙ্গে বিলাস হইয়াছিল,—তাঁহারাই মহান্ত। তৎপরে মাধ্বসম্প্রদায়মতে স্বগুরুপরম্পরা-বর্ণনার পরে শ্রীগৌরাঙ্গে = স্বয়ং নন্দনন্দন + আদ্যব্যূহ বাসুদেব + (শ্রীরাধা, এই গ্রন্থে ১৫১ শ্লোকে ইঙ্গিতে উক্ত), শ্রীনিত্যানন্দে = বলদেব + বিশ্বরূপ + দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ + শেষ ইত্যাদি, শ্রীবাসে = নারদ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরে = ব্রহ্মা + ঋচীকমুনিপুত্র 'মহাতপা ব্রহ্মা' + প্রহ্লাদ ইত্যাদি। এই ভাবে তিনি শ্রীস্বরূপদামোদর [৯—১৩, ১৭] শ্রীমুরারি গুপ্ত [৯৪—৯৫] এবং বিজ্ঞগণমুখে শ্রুত বৃত্তান্ত [৩১৭, ১১২, ৬৬, ৮৭, ৮৮ ইত্যাদি] হইতে পূর্বনামাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। কখনও বা শ্রীচৈতন্য-কর্তৃকও ব্যক্ত হইয়াছে [৫৫, ১১৩, ১২২]। এই গ্রন্থে পূর্ববর্ত্তী মহাজনদের কয়েকখানা গ্রন্থেরও নাম পাওয়া যায়—মুরারির কড়চা [৯৪], রাঘব পণ্ডিতের [ভক্তিরত্ন-প্রকাশ, ১৬২], প্রবোধানন্দের [চন্দ্রামৃত, ১৬৩], শ্রীনাথ-চক্রবর্তির ভাগবতব্যাখ্যা [২১১] ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থমধ্যে অন্যকৃত সংযোজনাও প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কাহারও ধারণা। বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে এই গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ আছে ২৪৩, ১১৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ঃ—এই গ্রন্থে শ্রীসরকার ঠাকুর বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাসঙ্গোপনের পরে ভাবি কলিযুগের লোকসকলের সন্দিগ্ধতানিবন্ধন ভক্তিতত্ত্বের হ্রাস-কথা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলে স্বপ্নে শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শন দিয়া তাঁহার মনোভাবানুসারে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বনে এক গ্রন্থ করিতে ইঙ্গিত করেন। **পূর্বপক্ষ** -[১] বৈষ্ণবের তারতম্য হয় কি প্রকারে? [২] দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়? [৩] শ্রীবলদেব—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিম্বা তাঁহার অর্দ্ধবিগ্রহ? [৪] গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিবকে কিরূপে জানিতে হইবে? অন্যান্য দেবগণেরই বা কি তত্ত্ব? [৫] হরিদেহস্থিতা লক্ষ্মীর প্রতি ভগবদঙ্গতুল্য বৈষ্ণবেরা কিরূপে ব্যবহার করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে আদ্যাশক্তি কে? রুক্মিণী, জানকী, শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

সিদ্ধান্ত—[১] তত্ততঃ সকল বৈষ্ণব সমান, বলাবল-জ্ঞানশূন্য স্বল্পবুদ্ধি বিষয়ী তাঁহাদের প্রতি সমব্যবহারই করিবে, কিন্তু যাঁহারা ব্যবহারে ও পরমার্থে, শ্রবণ-দর্শন-জ্ঞানাদিতে বিশেষাভিজ্ঞ এবং স্বল্পবল-বহুবল ইত্যাদি বিচার করিতে নিপুণ, তাঁহারাই বৈষ্ণব-দেহে শ্রীকৃষ্ণের তেজ, বল ইত্যাদির পরিমাণ জানিয়া তারতম্য করিবেন

ও যোগ্যতানুযায়ী ব্যবহার করিবেন। বৈষ্ণবনিন্দা হেলা ইত্যাদি কিন্তু সর্বথাই ত্যাজ্য। যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ—তাহারা সমব্যবহার করিবে।

২। সকল বৈষ্ণবই গুরু। তন্মধ্যে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুরই গৌরবাধিক্য ও আজ্ঞাপালন বিধেয়। যদি ইঁহারা ভজনোপদেশে বিজ্ঞ না হন, তবে অন্য মহদ্ বৈষ্ণবের কাছে ভজনোপদেশ লইয়া ইঁহাদের অনুমতিক্রমে যাজন করিবে। বৈষ্ণবমাত্রেরই গুরুবৎ পূজ্যত্ব হইলেও গুরুরই কায়মনোবাক্যে সেবা বিধেয়। গুরু অসঙ্গত কার্য্য করিলে নির্জনে দণ্ড বিধেয়, কিন্তু ত্যাজ্য নহেন।

৩। **বলদেব**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশই, তাঁহার দেহভাগ হইয়াও—সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও—কখনও অনুজ লক্ষ্মণ আবার কখনও অগ্রজ বলরাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ত্রিগুণাতীত অনন্ত গুণ বর্ণনা করিতে ভক্তভাব স্বীকার করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলদেব হইলেও দেহে পৃথগ্‌ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৪। ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূতা আদ্যাশক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা বিভাবিত করিয়া যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবকে সৃজন করেন। সকল জাগতিক ব্যাপারে ইহাদের অধিকার। সূর্য্যচন্দ্রাদিদেবগণকে মনু বা মন্বন্তরাধিপতিগণকে স্ববশে রাখিয়া লীলাবিনোদী শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। অতএব এই পুরুষগণ সকলেই তাঁহার কলা বা অংশ।

৫। লক্ষ্মী বিষয়ে বৈষ্ণবগণ তাঁহার আনুগত্যে শ্রীহরির প্রেমভিক্ষুক হইয়া ব্যবহার করিবেন। সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মীও বিষ্ণুর গৃহ-সংশ্রয়া গৃহিণী বৈষ্ণবী—এই বুদ্ধিতে সকলের পরম সম্মাননীয়া।

রুক্মিণী ও জানকী শ্রীরাধার অনুগত। শ্রীরাধাই সর্ববনিতার প্রকাশ-খনি। সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মী শ্রীরাধাঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধার বিলাসমহত্ত্ব জানেন না, ব্রহ্মাদিও জানেন না; তাঁহাদের রমণীগণও শ্রীরাধাতত্ত্ব অবগত নহেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ অনুরাগ আস্বাদনের ইচ্ছাতেই তাঁহারা শ্রীরাধাঙ্গসঙ্গ বাঞ্ছা করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাই পরমপ্রেমরসানন্দময়; মহিষীগণ-তত্ত্ববিৎ শ্রীউদ্ধবেরও গোপী-অনুরাগে আত্মবিস্মৃতি, ব্রহ্মার ও নারদের গোপীভাবের অনুভব হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমে বিষয়ী, মদ্যপ, অধ্যাত্মবাদিপ্রভৃতিরও মহানন্দাস্বাদন, প্রেমধারায় সকলের চিত্তশোধন এবং পুরুষের মধ্যেও প্রকৃতিভাব-সমর্পণ ইত্যাদি লীলাবিনোদ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধারহস্য পরমগোপ্য রাখিয়াছেন। শ্রীগদাধরই শ্রীরাধা—সকলবনিতাপ্রধানভূত, শ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধরের পরস্পর নির্গুণ (চিদানন্দময় ভাব) দেহে মিলনই প্রগাঢ়, সত্য, ভক্তগণ-জীবাতু ইত্যাদি। প্রসঙ্গত: শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ আত্মসঙ্গোপন করিলে দেবনিগ্রহ রাজনিগ্রহ, বৈষ্ণবগণেরও স্বস্ব-ধামে গমন হইবে। যেসব বৈষ্ণব পৃথিবীতে থাকিবেন, তাঁহারাও নিজনিজ প্রভাব সঙ্গোপন ও অন্তরে প্রেমনিরোধন করিবেন। হরিকীর্ত্তন, সৎসঙ্গ ও ঈশ্বরসেবা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে। প্রাকৃত জগতে কর্মসাপেক্ষ [কর্মী] এবং সাধুজগতে কৃষ্ণসাপেক্ষ জনই মহান্। পক্ব ও অপক্ব যোগীর ভেদ—পক্বযোগীর কদাচিৎ পদস্খলন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা ভক্তকৃপায় নিষ্কৃতি হয়, অপক্বযোগী দিনে দিনে ভক্তিহ্রাস হইয়া বিষয়রসলিপ্সু হয়, প্রাকৃতরসে আসক্ত হয়, বাহ্যবেশে ভূষিত হইলেও এই সৎসঙ্গহীন শ্রীভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে সকলে নিন্দা করে। এই ভক্তভেদ-পরীক্ষা। উপসংহারে সর্বত্র প্রেমময় ব্যবহার করিয়া—প্রেমাত্র ব্যবহার করিয়া অসুখীকে সুখী করিবার উপদেশ এবং প্রার্থনা—

বৈষ্ণবে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরাস্তাং প্রভোর্গুণে। সেবায়াং প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরার্ত্তিশ্চ কীর্ত্তনে ॥
আশ্রিতে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিশ্চ ভজনোন্মুখে। আত্মনি প্রীতিরাস্তাং মে কৃষ্ণভক্তি র্যথা ভবেৎ ॥

৭। শ্রীমৎলোকাচার্য্যশর্ম্মা

শ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় ঃ—'শ্রীনরহরিশাখানির্ণয়' নামক গ্রন্থে রসকল্পবল্লীপ্রণেতা প্রাচীন পদকর্ত্তা গোপালদাস বলিয়াছেন যে ইনি নীলাচলে দিগ্‌বিজয়ীরূপে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরের নিকট বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে যিনি বিচারে পরাজয় করিবেন, লোকানন্দ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। শ্রীসরকার ঠাকুর তাঁহাকে বিচারে পরাজয় করত শিষ্য করেন। লোকানন্দ ও লোচনানন্দ শ্রীনরহরির দুই চক্ষু—একজন বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ-উপাসনার মার্গ-উপদেষ্টা। অন্যজন রাগমার্গে গৌরভজনের গুপ্ততত্ত্ব-প্রকাশক। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম কিরণে—ভজনীয় [গৌরতত্ত্ব] নির্ণয়, দ্বিতীয়ে ভক্তিনির্ণয়, তৃতীয়ে গুরুকরণ, চতুর্থে নামমাহাত্ম্য, পঞ্চমে ভাগবত-লক্ষণ, ষষ্ঠে মহাপ্রসাদ-মহিমা, সপ্তমে কৃষ্ণবৈষ্ণব-বিমুখ নির্ণয় এবং শেষ অষ্টমে বৈরাগ্যনিরূপণ হইয়াছে। বহু বহু শাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে গুরুতর বিষয়সমূহের সুন্দর মীমাংসা আছে বলিয়াই ইহার যথার্থ নাম—ভগবদ্ভক্তিসার-সমুচ্চয়।

৮। শ্রীযদুনাথ দাস

শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামি-শাখানির্ণয়ামৃত ঃ—এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ পরিচ্ছেদে শ্রীগদাধর শাখা মধ্যে গণিত ৩২ জন হইতেও অধিক কয়েক মহাত্মার নাম সমাহৃত হওয়ায় এই পুস্তিকাটি মূল্যবান। এই তালিকায় উক্ত মহাত্মাগণ কেহ কেহ বা শ্রীগদাধরের শাখা [শিষ্য], কেহ উপশাখা [অনুশিষ্য], কেহ বা আশ্রিত।

[১] ধ্রুবানন্দ, [২] শ্রীধর, [৩] ভাগবতাচার্য্য [কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী] [৪] হরিদাস ব্রহ্মচারী, [৫] অনন্তাচার্য্য, [৬] কবিদত্ত, [৭] নয়নানন্দ মিশ্র, [৮] গঙ্গামন্ত্রী, [৯] মামুঠাকুর, [১০] শ্রীকণ্ঠাভরণ, * [১১] অচ্যুতানন্দ, [১২] ভুগর্ভগোস্বামি, [১৩] ভাগবত দাস, [১৪] বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, [১৫] বল্লভচৈতন্য, [১৬] শ্রীনাথ পণ্ডিত, [১৭] উদ্ধব দাস, [১৮] জিতামিশ্র, [১৯] কাষ্ঠকাটার শ্রীজগন্নাথ দাস, [২০] শ্রীহরিদাস আচার্য্য, [২১] সাদিপুরীয়া গোপাল, [২২] শ্রীহর্ষ মিশ্র, [২৩] ব্রজ লক্ষ্মীনাথ, [২৪] বঙ্গবাটীচৈতন্যদাস, [২৫] শ্রীরঘুনাথ, [২৬] শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী,* [২৭] জয়ানন্দ [শ্রীচৈতন্যবিলাস বা মঙ্গল], [২৮] অমোঘ পণ্ডিত, * [২৯] মাধব আচার্য্য, * [৩০] গোপাল দাস, * [৩১] শ্রীমধুপণ্ডিত, * [৩২] শ্রীচন্দ্রশেখর, * [৩৩] বক্রেশ্বর পণ্ডিত * [৩৪] দামোদর পণ্ডিত, * [৩৫] স্বরূপদামোদর, * [৩৬] অনন্তাচার্য্য [দ্বিতীয়], * [৩৭] কৃষ্ণদাস, * [৩৮] পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, * [৩৯] ভবানন্দ গোস্বামী, [৪০] যদুনাথ (গাঙ্গুলী) চক্রবর্ত্তী, [৪১] পুষ্পগোপাল, [৪২] কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, * [৪৩] লোকনাথ ভট্ট, * [৪৪] অনন্তাচার্য্য (গঙ্গাতীরবাসী), [৪৫] (মঙ্গল) বৈষ্ণব দাস, * [৪৬] গোবিন্দ আচার্য্য, * (৪৭) অক্রূর ঠাকুর, * [৪৮] সঙ্কেত আচার্য্য, * [৪৯] রাজা প্রতাপরুদ্র, [৫০] আচার্য্য কমলাকান্ত, * [৫১] শ্রীযাদবাচার্য্য, * [৫২] 'মাড়িল' গ্রামী বল্লভ ভট্ট, * [৫৩] নারায়ণ-পরিহারী, * [৫৪] হৃদয়ানন্দ, [৫৫] চৈতন্যবল্লভ [৫৬] হস্তিগোপাল। [শ্রীচরিতামৃতে ৩২ জন, এস্থলে তদতিরিক্ত ২৪ জন পাওয়া গেল। [১১] **অচ্যুতানন্দ** যে পণ্ডিতগোস্বামির আশ্রিত, তাহা গৌরগণোদ্দেশ (৮৭) এবং চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৪—'গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান' এই উক্তিদ্বয়ই প্রমাণ। (৩০) ভক্তিরত্নাকর (১০২১ পৃঃ বহরমপুর) "গদাধর পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য আর। গোসাঞি **গোপাল** দাসাধিক অধিকার॥" (৩১) (ঐ ১০২১ পৃঃ) "শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য—এ বিদিত॥" (৩৯) "শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ **ভবানন্দ**। গোপীনাথ-সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥" ঐ]

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুল্লিখিত।

তৎপরে—শ্রীলশ্রীগৌরচরণ-সেবাসুখবিলাসিনঃ। পণ্ডিতস্য গণাঃ সর্বে শৃঙ্গারার্থ-কলেবরাঃ ॥ (৫৯)

ইতি শ্রীযদুনাথ দাসকৃত শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামিগণ-শাখানির্ণয়ামৃতং সমাপ্তম্ ॥

৯। শ্রীসদাশিব কবিরাজ

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দশকং'—ইহাতে ১৫টি শ্লোকে শ্রীশ্রীশচীনন্দন-অবতারের বিশেষত্ব-প্রকটিত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি অপ্রকাশিত বলিয়া এ স্থলে মুদ্রিত হইল—

[সদাশিব কবিরাজ বন্দ এক মনে। সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে ॥] বৈষ্ণব-বন্দনা

মুমোচ বিষয়-স্পৃহাং ব্রজবিলাসিনী-নাগরঃ করোতি চরিতং মুনের্মুনি-বিচিন্ত্যপাদাম্বুজঃ।
তটে লবণ-বারিধেঃ স্বপিতি দুগ্ধসিন্ধুং জহৌ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১ *

করোতি হরিকীর্ত্তনং ভুবন-কীর্ত্তনীয়ঃ স্বয়ং স্বয়ং নটতি কৌতুকান্নটয়তি ত্রিলোকীমপি।
জহৌ গরুড়বাহনং ভ্রমতি মুক্তযানঃ ক্ষিতৌ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ২

দধাবরুণমম্বরং পরিজহার পীতাংশুকং স্বর্বর্ণমুরলীং জহাবকৃত বংশদণ্ডগ্রহং।
স্থিতোঽসিতকলেবরঃ কনকগৌরদেহোঽভবদ্ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৩

স্বয়ং ভবতি নির্গুণো ভজতি যত্নমুচ্চৈ গুর্ণং জগন্নমতি খেলয়াঽখিলজগৎ-প্রণম্যঃ স্বয়ম্।
অহো! শ্রয়তি বিগ্রহং পরিমিতং চিতাত্মা বিভু বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৪

স্বভক্ত-কৃপয়াচিরাদবততার কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রকাশয়তি নাত্মনঃ পরমমায়িকো মায়য়া।
জগত্ত্রিতয়-মোহনো ভবতি মূর্চ্ছিতঃ কীর্ত্তনে বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৫

স্বনাম-গুণকীর্ত্তনে পুলকরোদনোৎকম্পন- প্রমোদ-হসিতৈরলং নটতি নিস্ত্রপং গায়তি।
বিরিঞ্চি-শিব-সেবিতো লুঠতি ভুবি ভূমণ্ডলে বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৬

বিধায় নিজকীর্ত্তনং ভ্রমতি ভক্তবৃন্দাবৃতো নিরস্যতি মহাভ্রমং সদসতামপি প্রেক্ষিণাম্।
প্রসিঞ্চতি জনোৎকর-শ্রুতিবিলে সুধাং হুঙ্কৃতৈ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৭

উপেক্ষ্য তপনাত্মজামনু গৃহীতবান্ জাহ্নবী- মহো! তদনু তাং জহৌ লবণ-সিন্ধুমালম্বতে।
স্বদারুময়-বিগ্রহং প্রণমতি স্বয়ং মায়িকো বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৮

হরিং বদ হরিং বদেত্যবিরতং জনানাদিশে- দ্বরাবতরণে ॥ পুরা প্রথিত-গোপভাষাং জহৌ।
নহি স্মরতি গোপিকাং ন রমণীয়বৃন্দাবনং বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৯

শ্রুতি-প্রমিত-বাক্যতো ভবতি নিত্য একঃ স্বয়ং ধরাস্বতিকুতুহলাদুপল-ধাতু-দার্বাদিভিঃ।
স্বমূর্ত্তি-নিবহার্পণাৎ স্বয়মনেকতামপ্যগাদ্ বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১০

চুচুম্ব পরিরভ্য যো ব্রজবধূসহস্রং পুরা সুধাংশু-রুচিরাটবী-রচিত-রাসচক্রোৎসবে।
অহো! নয়ন-গোচরং ন কুরুতে স নারীজনং বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১১

স্বয়ং ত্রিজগতাং গুরুঃ স্বকৃপয়া কৃতোঽন্যগুরুঃ স্বয়ং হি যতিনাং গতি র্যতিরভূৎ স্বয়ং লীলয়া
অজঃ সমজনি ক্ষিতৌ মনুজ-বিগ্রহঃ স্বেচ্ছয়া বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১২

পুরাণ-পুরুষঃ স্বয়ং প্রকৃতিভাবমালম্বতে নটত্যপি নিরন্তরং প্রচলদঙ্গভঙ্গৈরলম্।
কচিদ্ বিলপতি ক্ষিতৌ হরি-হরি-ধ্বনিব্যাকুলো বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১৩

---

* পৃথ্বীছন্দঃ—'জসৌ জসজলা বসুগ্রহ-যতিস্ত পৃথ্বী গুরুঃ।' এই পদ্যটি কাশিমবাজার রাজবাড়ী হইতে সংগৃহীত।

॥ দ্বাবাব্ধি তরণে, 'দ্বরা সহ রণে' পাঠস্ত প্রামাদিকঃ।

ক্ষণং নটতি গায়তি দ্রবতি রোদিতি ধ্যায়তি ক্ষণং হসতি মাদ্যতি স্খলতি গর্জতি ভ্রাম্যতি।
স্বভক্ত-সমুদাহৃতঃ স্বগুণনাম-কোলাহলে বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ॥ ১৪
বিলক্ষণ-চতুর্দশ-প্রমিত-পদ্যমত্যদ্ভুতং সদাশিব-রসজ্ঞয়া সরসমেতদাস্বাদিতম্।
শচীসুত-পদাম্বুজে নিবিড়ভক্তিপ্রদং বিশন্তু সুখসাগরে পরিপঠন্তু সন্তশ্চিরম্॥ ১৫
ইতি শ্রীসদাশিব-কবিরাজ-বিরচিতং শ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দশকং সমাপ্তম্॥

বাঙ্গালা বিভাগ

১০। শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী (?)

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ঃ—শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামিতে আরোপিত এই গ্রন্থে অষ্টাদশ প্রকরণ আছে। ইহাতে নিত্যলীলা, শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব, রাগভক্তি, নামমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যদি শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামিরই হয়, তবে নিম্নলিখিত অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেই হইবে, ১০০—১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে পরকীয়া নায়িকাসঙ্গে ভজনপ্রসার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্যসঙ্গত বাক্যই নহে। ১০৮ পৃষ্ঠার 'নিজভাবে কৃষ্ণভাব'টি কিন্তু ২২৩ পৃষ্ঠার 'আপনাকে সেব্যজ্ঞান না পারে সেবিতে' ইত্যাদি চারি পংক্তির সহিত একবাক্যতা করিয়া পাঠ করিলে স্বগ্রন্থেই বিরোধ হইতেছে। গ্রন্থের উপসংহারে সঙ্কলয়িতা জানাইতেছেন যে তিনি দুইখানা পুঁথিতে ৬ষ্ঠ প্রকরণ পর্য্যন্তই পাইয়াছিলেন এবং তৎপরের আর একখানি পুঁথিতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠপূরণেরই যখন অধিকাংশ উপাসনাসিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে এবং ইহাতেই গ্রন্থ-পর্য্যাপ্তি দেখা যাইতেছে, তখন এই অংশই মূল এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তীকালে কোনও মৎসর ব্যক্তির সংযোজনা মনে করিতে হয়। বরাহনগর গ্রন্থাগারে কয়েকখানা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইহার একখানি পুঁথি আছে (৩৫৯-এ নং; ২৪ পত্রাত্মক)।

১১। শ্রীগোপালদাস (শ্রীরামগোপাল রায় চৌধুরী)

শ্রীনরহরিশাখানির্ণয় ও শ্রীরঘুনন্দনশাখানির্ণয়ঃ—এই গ্রন্থকার শ্রীখণ্ডের শ্রীশ্রীমদনগোপালজিউর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য এবং 'রসকল্পবল্লী' নামক পদাবলী-সংগ্রহকর্ত্তা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান-কালে চক্রপাণি ও মহানন্দনামে দুই ভাই শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া শ্রীগৌরের চরণে আত্মনিবেদন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাধনোপদেশ দিয়া শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপে পাঠান। সরকার ঠাকুরের প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা প্রকট করেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র—নিত্যানন্দ। তৎপুত্র গঙ্গারাম, তৎপুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মদন—গোবিন্দ-লীলামৃত-রচয়িতা এবং কনিষ্ঠ 'রসকল্পবল্লী'-গ্রন্থকর্ত্তা রামগোপাল। পীতাম্বর দাস এই রামগোপাল-চৌধুরীর পুত্র—"রসমঞ্জরী"-নির্মাতা।

১। **শ্রীনরহরিশাখা-নির্ণয়ে** প্রথমতঃ শ্রীমন্নরহরির মধুমতীস্বরূপের বিবরণ, তাঁহার শাখা-প্রশাখা—(১) কানাই (পূর্বনাম—কাঞ্চনলতা), (২) মদনরায় (মদনমঞ্জরী), (৩) শ্রীবংশী, (৪) গোপাল দাস, (৫) লোচনদাস (লোচনাসখী), (৬) চক্রপাণি মজুমদার, (৭) নিত্যানন্দ চৌধুরী, (৮) জনানন্দ চৌধুরী, (৯) দিগ্‌বিজয়ী লোকানন্দ (ভক্তিসারসমুচ্চয়-গ্রন্থপ্রণেতা), (১০) কৃষ্ণপাগলিনী (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবিকা), (১১) রামদাস (১২) চন্দ্রশেখর, (১৩) গোপালদাস, (১৪) লক্ষ্মীকান্ত, (১৫) গৌরাঙ্গঘোষাল, (১৬) মধুসূদনদাস, (১৭) মিশ্র কবিরত্ন (১৮) কৃষ্ণকিঙ্কর দাস, (১৯) যাদব কবিরাজ, (২০) দৈত্যারি ও (২১) কংসারি।

২।**শ্রীরঘুনন্দনশাখানির্ণয়ে**—প্রথমতঃ শ্রীরঘুনন্দনের কন্দর্পস্বরূপের ব্যাখ্যান ; তাঁহার শাখাদি—১। নয়নানন্দ কবিরাজ, ২। শ্রীনিকেতনদাস, ৩। মহানন্দ কবিরাজ, ৪। শ্রীমানসেন, ৫। বনমালি কবিরাজ, ৬। হোরকি ঠাকুরাণী, ৭। কৃষ্ণদাস ঠাকুর, ৮। কবিশেখর রায়, ৯। রামচন্দ্র, ১০। কবিরঞ্জন বৈদ্য, ১১। চিরঞ্জীব, ১২। সুলোচন ইত্যাদি।

১২। শ্রীকৃষ্ণদাস দাস

শ্রীকৃষ্ণবিলাস :—মহাভারতের সুবিখ্যাত অনুবাদক কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস পরমধার্মিক ও বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি শ্রীগোপালদাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নাম প্রাপ্ত হন, এ জন্য তিনি গ্রন্থমধ্যে গুরুদত্ত-নামেই ভণিতা দিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ কোনও গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে ; কিন্তু কৃষ্ণদাস আখ্যায়িকাবিশেষের সংযোগ বিয়োগ বা হ্রাস বৃদ্ধি করত আপন কল্পনাবলে সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের বিষয়সূচী—সূতের নিকট সৌনকাদির প্রশ্ন, কশ্যপ ও অদিতির তপশ্চর্য্যা, ভগবানের ২২টি অবতার, বামনোপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণাবতার, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলা, উদ্ধব প্রশ্ন, উদ্ধবের প্রতি জ্ঞানোপদেশ, চতুর্বিংশতি গুরুর বিষয়, ধ্রুবচরিত্র, ভগীরথের উপাখ্যান, শঙ্খাসুরবধ, তুলসীর আখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, গুরুভক্তি, হরিভজন, এবং শ্রীকৃষ্ণবিলাস শ্রবণ ও অধ্যয়নফল। এই গ্রন্থে 'হরিভজন' অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামমাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়—যথা

'হরিবোল বোলাইয়া চৈতন্য অবতার।' 'ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন, হরির অর্চনা।
কলিযুগে কে আর হইবে হেন জনা॥'

এই গ্রন্থখানা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্বেই রচিত বলিয়া সাহিত্যিকদের ধারণা।

১৩। শ্রীগদাধর দাস

শ্রীজগন্নাথমঙ্গল—(জগৎমঙ্গল) :—কাশীরামদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ১৭৭০ শকাব্দায় এই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। ইহাতে উৎকলখণ্ডানুযায়ী শ্রীজগন্নাথের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জগৎমঙ্গল নামেই গ্রন্থ প্রচার করিবার হেতু দিতেছেন—'জগত উজ্জ্বল জগত-মঙ্গল জগৎকমল ধ্বংসে। জগন্নাথ নাম জপি অবিরাম বাঞ্ছে গদাধর দাসে।' পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে মঙ্গলকাব্য ধরণে লিখিত।

১৪। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

দুর্লভসার :—শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় সন্দিগ্ধস্থলের সুমীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। প্রৌঢ়িবাদের সহিত পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মত মতস্থাপনেই ইহাতে যথেষ্ট আগ্রহ ও আদর দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৪টি অধ্যায় আছে। **প্রথমে** (সূত্রখণ্ডে) ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন পূর্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের অভিনব কারণ প্রদর্শন সহকারে সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ও নিজবংশ-পরিচয় প্রদান। দ্বিতীয় (মধ্যখণ্ডে) ভক্ত-পর্য্যায়, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ ভক্ত-নির্ণয়, সম্বন্ধভক্তি বা রাগানুগাভক্তি নির্ণয় ইত্যাদি। তৃতীয় (সন্ন্যাসখণ্ডে) মথুরা হইতে শ্রীনন্দমহারাজের বিদায়-প্রসঙ্গ, তাৎকালীন অরুন্তুদ দৃশ্যাবলী, ব্রজবাসীদের প্রাণবিদারণ দৈন্য, আর্ত্তি ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব। ব্রজত্যাগের কারণ-নির্দ্ধারণ। চতুর্থ (শেষখণ্ডে) শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল ত্যাগের কারণ, শ্রীরাধা-পরিত্যাগের হেতু, গোপীদের ব্যভিচারিণীত্বখণ্ডনপক্ষে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি।

১৫। শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী (রামাই)

(১) **অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা :**—এই গ্রন্থে চারিটী লহরী, প্রায়ই ত্রিপদীছন্দে রচিত। প্রায়শঃই শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দাসকৃত 'ভজনচন্দ্রিকা' হইতে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার মা জাহ্নবার পালিত পুত্র ; শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোসাঞি।　　যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।　　জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা, ইথে আন নাই ॥

এই জন্যই গ্রন্থকারও বলিতেছেন—'বসুধানন্দন বীর, সর্ব্বরসকলাধীর, বন্দো সেই অগ্রজ-চরণ।' প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনিত্যানন্দে অনঙ্গমঞ্জরীর আবেশ, লীলাদি। **প্রথম** লহরীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলরামকে আনন্দ, চিৎ ও সৎশব্দ-বাচ্য বলিয়া পরে তিন তত্ত্বকেই 'একবস্তু, রূপ মাত্র ভিন্নু' (ভিন্ন) বলা হইয়াছে। তৎপরে শ্রীবলদেবতত্ত্ব নিরূপণ, সঙ্কর্ষণ, শেষ প্রভৃতি হইয়া সেবাসুখাস্বাদন। সৎ ও চিৎ তত্ত্বে মিলিত পুরুষদেহে বলদেব কৌমার ও পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণসহিত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে বিবিধ খেলা করেন, কিন্তু শ্রীবলদেবের মুখ্য রস অতি গুহ্য। **দ্বিতীয়ে**—বলরাম প্রকৃত্যংশে গোলোক (গোকুল) রচনা করেন, সদংশে গোষ্ঠ-ক্রীড়ানায়ক-প্রধান, আনন্দাংশে তিনি রাধাভাবাযুক্ত 'মহাগূঢ়শক্তি' অনঙ্গমঞ্জরী। তৎপরে অনঙ্গমঞ্জরীর বেশভূষা ও অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার-বর্ণনা। **তৃতীয়ে**—অনঙ্গমঞ্জরী-দেহে রতিচিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার মহানন্দ, অনঙ্গমঞ্জরীর সহচরীগণের নাম গুণরূপনিরূপণ, যূথেশ্বরীদের নাম। **চতুর্থে**—সেই অনঙ্গমঞ্জরী এক্ষণে মা জাহ্নবা, অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে সেবা-প্রার্থনা ইত্যাদি। বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের পুঁথি নং ২৪৩২।

(২) **পাষণ্ডদলন**—বহুশাস্ত্রপুরাণ-প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, ভজনীয়ত্ব, হরির নিরন্তর স্মরণই বিধি, অহৈতুকী ভক্তিনিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের দয়ালুতা, ভক্তি ও ভক্তমহিমা, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গত্যাগ, বৈষ্ণবপূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গুরুপাদাশ্রয়, নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত। আরও একখানা পাষণ্ডদলন শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি-বিরচিত বলিয়া ভক্তিতত্ত্বসারে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) **কড়চা**—বংশীশিক্ষায় (যোগেন্দ্র দে-সংস্করণ) ২৩২ পৃষ্ঠায় আছে যে রামাই ঠাকুর 'কড়চা'ও একখানা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই।

১৬। শ্রীদেবকীনন্দন দাস

শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম কবিরাজের শিষ্য—দেবকীনন্দন সংস্কৃতে **'বৈষ্ণবাভিধান'** ও বাংলায় **'বৈষ্ণব বন্দনা'** রচনা করেন। ইহাতে তাৎকালীন বহু বৈষ্ণবভক্তের নামকরণ থাকায় এই বন্দনার ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক।

১৭। শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট গোস্বামী

শ্রীগদাধর ভট্ট গোস্বামিপাদের বংশীয় শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টজি **'শ্রীশ্রীরূপসনাতন স্তোত্রম্'** নামে ৪৯টি শ্লোকে শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে এক স্তোত্রাবলী রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত মধুকেলিবল্লী-সম্বন্ধে ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। স্তোত্র-প্রারম্ভে কবি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, গৌরভক্তবৃন্দ এবং স্বীয় শিক্ষাগুরু পিতৃদেবকে বন্দনা করত তৎপর শ্রীরূপসনাতনের বিবিধ গুণরাজির পরিবেষণ করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে কবি জন্মে জন্মে শ্রীরূপপাদাব্জযুগলের ধূলি হইবার সকাকু প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বকীয় মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীরূপচরণাশ্রয়ের সবিশেষ অপেক্ষা ও উপযোগিতার

স্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মণিবৎ শিরঃকণ্ঠধারণোপযোগীই বটে। রচনার আদর্শ—

কন্থামেকাং দধানঃ করকযুতকরো রাধিকাকান্ত-লীলাং গায়ন্ ধ্যায়ন্ সমোদং দ্রুমতলবসতিঃ কৃষ্ণনামানি গৃহ্নন্।
কুর্ব্বন্ রোলম্বভিক্ষাং ক্বচিদপি পরমাদ্ ব্রাহ্মণাৎ স্থূলবৃত্তিং রূপো নীচস্তৃণেভ্যস্তরুরিব সহনো রাজতে কাননান্তঃ॥ ১৭
অত্রোদ্যে সমবাপ্য মনুজাঃ পূর্ণা নিজাভীপ্সিতং শ্রীরাধা-কুচকুট্মলান্তরমণে! গোবিন্দ! নন্দাত্মজ!
ধৃত্বা দন্ততলে তৃণং মুহুরিদং যাচে দয়ালো সদা ধূলিঃ স্যামিহ জন্মজন্মনি বিভো! শ্রীরূপপাদাব্জয়োঃ॥ ৪৪

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ-কৃত পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদসহ এই গ্রন্থখানি বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগ (১৫০০—১৬৫০)

১। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

(১) **শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্‌**ঃ—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ১১টি শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাস্মরণের একটি ধারা দেখাইয়াছেন। তদীয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ইহার পয়ারে অনুবাদ করিয়া উহার **'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত'** নাম দিয়াছেন।

(২) **শ্রীস্তবামৃত লহরী**ঃ—২৮টি স্তব আছে, স্তবমালা ও স্তবাবলীর অনুকরণে রচিত। (১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টক, (২) শ্রীগুরুচরণস্মরণাষ্টক, (৩) শ্রীপরমগুরুপ্রভুবরাষ্টক, (৪) শ্রীপরাৎপরশ্রীগুরু গঙ্গানারায়ণাষ্টক, (৫) শ্রীনরোত্তম প্রভুর অষ্টক, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টক, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, (৮) শ্রীস্বরূপচরিতামৃত, (৯) **শ্রীশ্রীস্বপ্নবিলাসামৃত** * (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টক, (১১) শ্রীমদনগোপালদেবাষ্টক, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টক, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টক, (১৪) শ্রীগোকুলানন্দ গোবিন্দাষ্টক, (১৫) স্বয়ংভগবত্ত্বাষ্টক, (১৬) জগন্মোহনাষ্টক, (১৭) অনুরাগবল্লী—[অষ্টশ্লোকে শ্রীভগবৎসেবায় অতৃপ্ত অনুরাগোৎকণ্ঠা-বিজ্ঞাপক কোটি কোটি কর্ণ-বদন-জিহ্বা-করচরণাদি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রার্থনা], (১৮) শ্রীবৃন্দাষ্টক, (১৯) শ্রীরাধাধ্যান, (২০) শ্রীরূপচিন্তামণি [প্রথম ১৬ শ্লোকে ও দ্বিতীয় ১৬ শ্লোকে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার পাদাদি কেশান্ত রূপস্মারক বর্ণনা।], (২১) **সঙ্কল্প কল্পদ্রুম**—শ্রীজীবপাদের সঙ্কল্প কল্পদ্রুমেরই অনুরূপ, ইহাতে নিগূঢ় সেবাপ্রার্থনা ১০৪টি শ্লোকে বর্ণিত আছে। (২২) **নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী** [১৬০০ শকাব্দে রচিত, শ্রীযুগল কিশোরের অন্তরঙ্গ উপাসকগণের আস্বাদন-বিষয়ক বিরুদ কাব্য। এই গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা কাব্য (বিরুদ) শাখায় (১৫০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।], (২৩) **শ্রীসুরতকথামৃতং** (আর্য্যাশতকম্)—[আর্য্যানামক মাত্রাবৃত্তে ১০৫টি শ্লোকে যুগলকিশোরের নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাসের রসোদ্গার বর্ণনা হইয়াছে। এই গ্রন্থেরও আলোচনা কাব্য (শতক) শাখায় (১৪৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।] (২৪) নন্দীশ্বরাষ্টক, (২৫) বৃন্দাবনাষ্টক, (২৬) গোবর্দ্ধনাষ্টক, (২৭) শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টক, (২৮) গীতাবলী—[এগারটি সুললিত গীত আছে।] স্থূলাক্ষরে লিখিত প্রবন্ধগুলি স্বয়ং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) **শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-চন্দ্রিকা**—এই গ্রন্থে প্রথমতঃ অহংগ্রহোপাসনা নিরসন হইয়াছে। রাঢ়ের বাসুদেব, বিষ্ণুদাস ও বঙ্গের মাধব প্রভৃতির নিজ ঈশ্বরত্ব-স্থাপনে চেষ্টা ও লোকগর্হা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক পুঁথিও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের নামে আরোপিত হইয়াছে—শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা—(বরাহনগর গ্রন্থসংখ্যা—২৩০) ১২৭৩ সনে লিখিত।

---

* ইহার একটা অনুবাদ আছে—(১) "নিধুবনে দুহুঁ জনে" ইত্যাদি জগদানন্দ-রচিত, (২) "শুনইতে রাই বচন অধরামৃত" ও (৩) "শুনহুঁ সুন্দরি! মঝু অভিলাষ"—এই পদদ্বয় বলরাম দাস-বিরচিত এবং (৪) "এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী"—পদটি বৈষ্ণবদাস-বিরচিত।

২। শ্রীমুরারি আচার্য্য

শ্রীবিন্দুপ্রকাশ :—১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর এই শিষ্য তাঁহারই আদেশে (১৪৪ শ্লোকে) তাঁহারই মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত (১৪) কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মুরারি কিন্তু প্রসিদ্ধ রসিকানন্দ নহেন, কেননা তাঁহার তিরোভাব ১৫৭৪ শকাব্দায়, আর এই গ্রন্থের রচনা তিরোভাবের ৫৪ বৎসর পরে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্রজবাসকালে সিদ্ধদেহে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচ্যুত নূপুরপ্রাপ্তির কাহিনী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অপূর্ব ভজন-বৃত্তান্ত ও রাসস্থলী এবং কুঞ্জাদির মার্জনাদি কথা রহস্যনিবন্ধন এতাবৎকাল কেহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন নাই, কেহ কেহ বা অতিসংক্ষেপেই উট্টঙ্কনমাত্র করিয়াছেন। শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবারগণের বিন্দুশোভিত নূপুরাকৃতি তিলকের মূল তথ্য ব্যতীত শ্যামানন্দ প্রভুর অন্যান্য জীবন বৃত্তান্তও সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে গদ্যও আছে ; পদ্যাংশ বহুবিধ কাব্যগুণে ও অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া কবির পাণ্ডিত্য সূচনা করিতেছে।

৩। শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ

ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী :—ইহার সপ্তবৃষ্টিতে (অধ্যায়ে) ১৩৭টি শ্লোকে শ্রীবলদেব ক্রমশঃ (১) ত্রিপাদবিভূতি, (২) পাদবিভূতিগত পুরুষাদি, (৩) শ্রীবসুদেব-নন্দপ্রভৃতির বংশাদি, (৪) শ্রীনন্দরাজধানী, (৫) শ্রীভগবানের জন্মোৎসব, (৬) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি ক্রমলীলা এবং (৭) দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী হইতে ভিন্ন গ্রন্থ—ইহাতে ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে কোনই প্রসঙ্গ নাই।

বাঙ্গালা বিভাগ

১। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (৬৩।৬৭) বল্লভদাস-ভণিতাযুক্ত এই পদে দেখা যায় যে ঠাকুর মহাশয় পাঁচটি 'চন্দ্রিকা, (**প্রেমভক্তি**, সিদ্ধপ্রেমভক্তি, সাধ্যপ্রেমভক্তি, সাধনভক্তি, ও চমৎকারচন্দ্রিকা), তিনটী 'মণি' (সূর্য্য, চন্দ্র ও প্রেম ভক্তি-চিন্তামণি), 'গুরুশিষ্য সংবাদ' (উপাসনাপটল), **'প্রার্থনা'** ও মধুর **'হাটপত্তন'** রচনা করিয়াছেন (?)। স্থূলাক্ষরে লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা পদাবলী-শাখায় আলোচনা করিয়াছি, (২। ২২—২৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য গ্রন্থগুলি আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। যে দুই একখানা হাতে পড়িয়াছে, তাহাতে এত ভ্রম প্রমাদ এবং প্রক্ষেপ আছে যে মূলাংশ বাছিয়া নেওয়া সুকঠিন। অনেকে বলেন যে প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ পরবর্ত্তী কেহ রচনা করিয়া ঠাকুরমহাশয়ের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। ১২৩৭ সালে লিখিত একখানা 'হাটবন্দনা' নামাঙ্কিত পুঁথি (১৮২৩ নং) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে—ইহার রচয়িতা রামেশ্বর দাস (এ গ্রন্থ ২।২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

(১) **স্মরণদর্পণ** :—শ্রীঠাকুরমহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার আদর্শে রচিত। রচনার আদর্শ—

সাধুমুখে কথামৃত　শুনিয়া বিমল চিত　তবে গুরুদেবে হয় রতি।
নিত্য নিত্য বাড়ে রতি　গুরুপদে হয় গতি　তবে হয় ভজন শকতি॥
কৃষ্ণেতে অপরাধ হয়,　তাহাতে নিস্তার পায়　গুরু অপরাধে নাহি ত্রাণ।
তাহে বড় পরমাদ　বৈষ্ণবেতে অপরাধ　গুরুদেবে না করে মার্জন॥

ইথে না করিও আন বৈষ্ণব গুরু সমান **অভেদ দুই একই পরাণ।**
যেই বৈষ্ণব সেই গুরু সেই কৃষ্ণ কল্পতরু গুরু মুখ্য করিল বিধান ॥ (স্মরণদর্পণ ৪ পৃঃ)

বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে ১০৬৬ সালে লিখিত পুঁথি-সংখ্যা ২৩৮৯।

(২) **সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা** :—'শ্রীরামচন্দ্রদাস'—নামাঙ্কিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'র একখানা পুঁথি পাইয়াছি। **ইনি কোন্** 'রামচন্দ্র' বুঝিবার উপায় নাই। ইহাতে পাঁচটি **প্রসঙ্গ** আছে—[প্রথম প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই (?)] **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** প্রসঙ্গে—ভক্তিভামৃত (?) ও পদ্যাবলী (৩১২ ক, খ, গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ) গ্রন্থে নিত্যলীলা বলিতে প্রকটাপ্রকটলীলার ইঙ্গিত বুঝাইয়েছে। কিন্তু **সন্দেহ**—'ব্রজভূমি ছাড়ি কৃষ্ণ কোথাহ না যায়। রাধিকার মাথুর দশা কৈছে তবে হয়?' এই সন্দেহ নিরসন-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার ভাবের পরম কাষ্ঠা প্রতিপাদন এবং প্রসঙ্গতঃ সঙ্কীর্ণাদি চারি সম্ভোগ বিবরণ। ব্রজভূমি-অত্যাগের আর একটি কারণ **উদ্ধব-সন্দেহ**; মথুরার অট্টালিকায় আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের বনশোভাদর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দীপন এবং বৃন্দাবনের যমুনা, গোপ, গোপী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদির পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগবিধুরতাখ্যাপন করত উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে যমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্রই মহানন্দের ছবি দর্শন পূর্বক উদ্ধবের মনে সন্দেহ হইল এই যে শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ এই ব্রজবাসিদের মহানন্দ হয় কিরূপে? তাহার **সমাধান** এই 'নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ আছে বৃন্দাবনে।' তবে মাথুর দশা কেন? 'পূর্বে যে কহিল মাথুরদশার বিকার। উদ্দীপন বিনা দশা না হয় তাহার॥' অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ লইয়া বিভোরই থাকেন, কিন্তু মাথুর-বিরহের কোনও উদ্দীপন দেখিয়াই প্রেমপরাকাষ্ঠানিবন্ধন কল্পিত কৃষ্ণবিরহ ভোগ করেন। "পুন উদ্ধবের রথ ব্রজেতে দেখিয়া। পূর্ববৎ দশা হৈল তদ্রূপ হইয়া॥" ইহা হইল **গৌণ** সিদ্ধান্ত; **মুখ্য** সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"মথুরার ছলে কৃষ্ণ লীলা-সঙ্গোপনে। পরিবার সহ কৈল এই বৃন্দাবনে॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু তাঁর ইচ্ছার উদ্গম॥' (১) 'ইহাতে বুঝিয়ে পূর্বে আস্বাদন ছিলা। প্রকট হইয়া ব্যক্ত আস্বাদ করিলা॥' অর্থাৎ রসিকশেখর রসাস্বাদনলোলুপ হইয়া প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিশেষে নিজ কার্য্যসিদ্ধি করত লীলাসঙ্গোপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় হেতু— তাঁহার পরমকারুণ্য, ঐশ্বর্য্যরহিত শুদ্ধ মাধুর্য্যলীলা প্রকট করত বাল্যাদি কৈশোরান্ত যাবতীয় রসাস্বাদনদ্বারে ভক্ত-বৃন্দকে অনুগৃহীত করা। অনাদির আদি হইয়াও প্রপঞ্চে নিত্যবিহারী হইয়াও অচিন্ত্যপ্রভাবে নিত্যকিশোরেও বাল্যাদি লীলানুভব হয়। 'পুন যুগে যুগে বাল্য না হয় তাহার। কিন্তু পূর্বে একযুগে সেই লীলাসঞ্চার॥' প্রমাণ—'**পূর্বে** ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম।' কৌমার, পৌগণ্ড কৈশোরলীলা অতিমর্ম॥' চরিতামৃত (৪।১১২ আদি) বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদেও একখানা পুঁথি (১৬৫৭ নং) আছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে—গোলোক বৃন্দাবনে ভেদ নাই বলিয়া শাস্ত্রের নির্দেশ থাকিলেও উপাসনাক্রমে ভেদ আছে। লঘুভাগবতামৃতে ব্রজ, মধুপুরী, দ্বারাবতী ও গোলোক—এই চারি ধাম নির্ণীত—অতএব গোলোক বৃন্দাবনের অন্তর্গত। "গোলোক বৃন্দাবনে আছয়ে সর্বদা।"

চতুর্থ—কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত বৃন্দাবনে প্রপঞ্চ দর্শন হইলেও তাহাতে প্রপঞ্চস্পর্শ নাই। দিব্য ও ভৌম বৃন্দাবনে কোনই ভেদ নাই।

পঞ্চম—বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ যদি কোথাও না যান, তবে নদীয়ায় শচীনন্দনরূপে অবতার হইলেন কি প্রকারে? তিন বাঞ্ছার অপূর্ত্তি হেতু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ক্ষোভ। দুইরূপে স্ফূর্ত্তি—স্বয়ংরূপ (গোপমূর্ত্তি), স্বয়ংপ্রকাশ (চৈতন্যগোসাঞি)। দুই মূর্ত্তিতে ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব—সঙ্গম ও বিরহ-বিকল্পে বিরহেরই কাম্যতা দেখা যাইতেছে, যেহেতু সঙ্গমে নায়ক ও নায়িকামাত্র থাকে, আর "বিরহে তন্ময়ং জগৎ"। বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম কথা—বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন—বিরহেরই সাহিত্য। বিরহে সেবার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত, বিরহ সম্ভোগেরই পুষ্টিকারক। মহাভাব-স্বরূপা

শ্রীরাধাতে এই বিরহ মূর্ত্ত হইয়া দিব্যোন্মাদ, উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রেও এই ব্রজবিরহিণীর ভাবটি স্ফুটতর হইয়া গম্ভীরালীলায় প্রকটিত হইয়াছে। "কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥" ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীতে সর্বপ্রথম এই বিপ্রলম্ভময়ী মধুরাভক্তির বীজ দেখা গিয়াছিল—তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ের অন্তস্তল ফাটিয়া এই শ্লোকটি বাহির হইয়াছিল—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ? হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

'দীন' শব্দে বিরহবিধুরতাই ধ্বনিত, 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।' এই শ্রীগৌরকণ্ঠোক্তিতে কৃষ্ণসেবাসুখ তাৎপর্য্যতাবিহীন জীবনই অধন্য, দীন। কৃষ্ণবিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ ঐ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতে রত থাকেন—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং।' ভজন-রাজ্যে বিরহের আবশ্যকতা অতিমাত্রায় স্বীকৃত—অভাববোধ না থাকিলে আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, দৈন্য আসে না। "কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥" তীব্র পিপাসা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আর্ত্তি না থাকিলে—সাসঙ্গ ভজন না হইলে—মৃদু মন্থর ভজনে ইষ্টপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত। শ্রীগৌরের বিরহ-বেদনা—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা—(পদ্যাবলী ৩৩৯)

যদি নিভৃতমরণ্যং প্রান্তরং বাপ্যপাস্থং কথমপি চিরকালং পুণ্যপাকেন লপ্স্যে।
অবিরলগলদশ্রৈ র্ঘর্ঘরধ্বানমিশ্রৈঃ শশিমুখি ! তব শোকৈঃ প্লাবয়িষ্যে জগন্তি ॥

আবার শ্রীদাস গোস্বামিপাদের বিরহজ্বালা কি প্রকার—

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে। ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে ॥

বিরহ-জীবনের কর্ত্তব্য—(১) প্রিয়স্পৃষ্ট বস্তুর স্পর্শাদি, (২) স্বপ্নদর্শন, (৩) চিত্রকর্ম ও (৪) লীলাভিনয় দর্শন ইত্যাদি। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রচারিত ব্রজবিরহিণী মুখোচ্চারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই অনবরত কীর্ত্তনীয়। নামের অক্ষরগুলিই স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া কালে নামী হইয়া অভীষ্ট পূর্ত্তি করিবেন।

৩। শ্রীনন্দকিশোর দাস

(১) **শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত**—বরাহ-সংহিতার প্রমাণমূলে পয়ারাদি ছন্দে রচিত। ইহাতে ৫০টি অধ্যায় আছে। প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণধাম বর্ণয়িতব্য হইলেও তত্তৎলীলাস্থানের লীলাদিও বিস্তারিত ভাবে সংযোজিত হইয়াছে। বিশেষ বর্ণনা—মুক্তালতার বিবরণ, হোলিখেলা, গোবর্দ্ধনপূজা, মানসগঙ্গায় বিহার, দোললীলা, সেতুবন্ধন, গেণ্ডুখেলা, যোগিয়াস্থানে উদ্ধব আগমন, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ, চরণপাহাড়ী ও শিঙ্গারবট বৃত্তান্ত, চীরঘাটে বস্ত্রহরণ, গোবৎসহরণ, নন্দোৎসব ও বাল্যাদিলীলা, বংশীবট, বেণুকূপ, যোগপীঠ, রাসলীলা বর্ণনাদি। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থানুবাদ। ভাষায় সরলতা ও সুরুচিতা বর্ত্তমান, কষ্টকল্পনার অবসর নাই। (বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে ১২৫৩ নং পুঁথি)

(২) **রসপুষ্পকলিকা** *—ষোড়শদল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

বিদগ্ধমাধব আর, উজ্জ্বলনীলমণি সার, এই দুই রসের সাগর।
নানামৃত আছে ইথে, শুনি সাধু-মুখাদিতে আস্বাদিতে লোভ বাড়ে মোর ॥
বৈষ্ণবগোসাঞি মুখে অনেক শুনিল। সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল ॥

* বঙ্গীয়সাহিত্যসেবক ৩১৬ পৃষ্ঠা

অভিলাষক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন। দোষ না লইবে কেহ মুঞি অজ্ঞজন॥
যদি কোন রস ক্রমবিপর্য্যয় হয়। সে রস বৈষ্ণব সব করিব নির্ণয়॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতিবড় হীন। রস কিছু নাহি বুঝি, অতি অপ্রবীণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। রস পুষ্পকলিকা কহে নন্দবিশোর দাস॥

উভয় গ্রন্থের ভণিতাংশ প্রায় একই রূপ। প্রথম গ্রন্থটি বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রাকর-প্রমাদে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়টীর ইতিবৃত্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (৪৮৮—৪৯২ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমদলে নায়কগুণবর্ণনা, দ্বিতীয়ে নায়িকানিরূপণ, তৃতীয়ে নায়িকাস্বভাবভেদ-বিচার, চতুর্থে দৌত্যপ্রকরণ, পঞ্চমে উদ্দীপনবিভাব, ষষ্ঠে অনুভাব, সপ্তমে সাত্ত্বিক, অষ্টমে ব্যভিচারিভাব, নবমে অষ্টবিধ রতি, দশমে মোহনদশা, একাদশে স্থায়িভাব, দ্বাদশে বিপ্রলম্ভ, ত্রয়োদশে সম্ভোগচতুষ্টয়, চতুর্দশে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচুরী লীলা, পঞ্চদশে দানলীলা এবং ষোড়শে সম্ভোগলীলা বর্ণিত হইয়াছে। একটি বিশেষত্ব এই যে রসশাস্ত্রের বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী হইতে ইহাতে দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রায়শঃই স্বরচিত।

৪। শ্রীপ্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদির পরে ১৬৩৮ শকে প্রেমদাস **বংশীশিক্ষা** প্রণয়ন করেন। বংশীশিক্ষায় চারিটী উল্লাস। তন্মধ্যে প্রথম তিন উল্লাসে ও চতুর্থের কিয়দংশে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক বংশীবদনকে শিক্ষাদান-বিষয়ক তত্ত্বকথা এবং শেষভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও কবির পুত্র-পৌত্রাদির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে স্বরচিত ৩টি পদ এবং বংশীবদনাদি পূর্ব কবিকৃত ৪০টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

৫। শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ (গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধমহাত্মা)

১৭৪০ শাকে দ্বিতীয় সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা **শ্রীনন্দীশ্বরচন্দ্রিকা** প্রণয়ন করেন। আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ ও ব্রজরীতি চিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে নন্দীশ্বর-বর্ণনা প্রসঙ্গ অবলম্বনে এই পুস্তিকা সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গভাষায় পয়ারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রজলীলার সাধকগণ ইহাতে নন্দগ্রাম, বর্ষাণ ও যাবটের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ইহার রচিত **'গুটিকা'** অবলম্বনে বহু বৈষ্ণব আজকাল স্মরণমননাদি করিতেছেন। ইহার সঙ্কলিত **প্রার্থনামৃত তরঙ্গিণী**ও বিপুলায়তন প্রার্থনা-সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে ১২টি ধারা (অধ্যায়) আছে। প্রথম ধারায় ৪টি পদ গুরু প্রার্থনা, দ্বিতীয়ে ১৭টি পদে গৌরচন্দ্রের নির্বেদময়ী প্রার্থনা, তৃতীয়ে দৈন্যময়ী ২৬টি পদ, চতুর্থে শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থমাময়ী ২৩টি পদ, পঞ্চমে মনঃশিক্ষা ১৮টি, ষষ্ঠে লোকশিক্ষার্থ প্রার্থনা ১৩টি, সপ্তমে সাধনলালসাময়ী ১১টি, অষ্টমে দর্শন সেবনোচিত লালসাময়ী ৮৮, নবমে সেবাভিলাষময়ী ৭২, দশমে সেবালালসাময়ী ৫২, একাদশে সেবালালসাময়ী ১৩, এবং দ্বাদশে দৈন্যময়ী ১৯, মোট—৩২৬টি পদ সংগৃহীত। প্রায় ৩০ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সঙ্কলিত। সপ্তম হইতে একাদশ ধারা পর্য্যন্ত স্মরণভক্তি-যাজকদেরই সবিশেষ উপযোগী।

৬। শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপাদ (পদ্যমালা)

১৮০০ শকাব্দায় হইতে শ্রীপ্রভুপাদ প্রায় প্রতিদিনই দুই চারিটী করিয়া শ্লোক রচনা করিতেন—ঐ শ্লোকগুলি সরল, অথচ ভাবগম্ভীর। আমার নিকট কয়েক পত্র আছে—আদর্শ যথা—(প্রহেলিকা বা সমস্যাপূরণ)

(১) **সীতাপতির্মাতুলঃ**—কা সাধ্বী রমণীকুলে ত্রিভুবনে গীতা সদা কোবিদৈঃ
সাধ্বীনামপি যৌবনাব্জগহনে প্রীতশ্চ কঃ ক্রীড়তি?

যদ্বৎ পদ্মবনে মুদা মধুকরো মুগ্ধ স্তদীয়ৈগু´ণৈঃ
কো নামা জননী-সহোদরজনঃ সীতাপতি র্মাতুলঃ ॥ ২৯ পৌষ ১৮০০

(২) **চন্দ্রস্থ রাধিকা সখী**—কস্য কুমুদ্বতী কান্তা, কান্তা কা গোকুলে হরেঃ ?
কা জ্ঞাতা গূঢ়বার্ত্তা বা, চন্দ্রস্থ রাধিকা সখী ॥ ২৯ পৌষ

(৩) **চেতঃসরো নির্মলং**—চিন্তা-শৈবল-সংযুতং ধনবতাং চেতঃসরো দুর্মলং
তর্কাদ্যৈ র্জলজৈ স্তৃণৈঃ কবি-নৃণাং চেতঃসরো দুর্মলম্।
শক্রগ্রাহকুলৈ র্বৃতং ক্ষিতিভৃতাং চেতঃসরো দুর্মলং
সাধূনামমৃতামৃতৈঃ পরিবৃতং চেতঃসেরো নির্মলম্ ॥ ২৬ শ্রাবণ ১৮০১

পরিশিষ্ট

১। **শ্রীরূপচিন্তামণিঃ**—বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে চতুর্থখণ্ডে ৩২১৭ পৃষ্ঠা হইতে শ্রীনিত্যানন্দচরণ-চিহ্ন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণের ৩২ চিহ্নের বিবরণ ক্রমশঃ ২০ ও ১৪ শ্লোকে দেওয়া আছে। বৈষ্ণবাচারদর্পণের মতে এই রূপচিন্তামণি শ্রীবিশ্বনাথ রচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন-বিবরণাত্মক রূপচিন্তামণিও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত।

২-৩। অভিরামদাসকৃত **'পাট পর্য্যটন'** গ্রন্থে পঞ্চধাম, দ্বাদশ পাট ও ভক্তগণের জন্মস্থানাদির বিবরণ এবং **'অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়'** গ্রন্থে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামঠাকুরের শিষ্যগণের নামাদি বর্ণিত হইয়াছে। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৮]

৪। **গোকুলমঙ্গল**—ভক্তরাম-বিরচিত এই গ্রন্থখানি শ্রীদশমের অনুসরণে রচিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের যাদবীয় লীলা অতিবিস্তারিতভাবে বর্ণনা হইয়াছে। রচনা অতি সুন্দর, ভাষা প্রাচীন, গ্রন্থখানিও বিরাট। বহু প্রাচীন রাগরাগিণী বিবিধ নূতন ছন্দ ও কোমল ভাবনিচয়ের সমাবেশে ইহা অপূর্ব ও সকলের প্রীতিপ্রদ!

৫। **জগন্নাথমঙ্গল—[ক] দ্বিজমুকুন্দ কৃত** জগন্নাথবিজয় [ব্রহ্মপুরাণ]—১৭ অধ্যায় [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি No. 4710]

(খ) বিশ্বম্ভরদাস-রচিত একখানা 'জগন্নাথমঙ্গল' আছে, ইহা মূলতঃ সংস্কৃত উৎকলখণ্ডের পদ্যে মর্মানুবাদ, কিন্তু পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। তিন খণ্ডে রচিত—সূত্রখণ্ড, লীলাখণ্ড ও ক্ষেত্রখণ্ড।

সূত্রখণ্ডে নীলমাধবের উপাখ্যান। লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রগমন ॥
ক্ষেত্রখণ্ডে জগন্নাথ-প্রকাশ কথন। বহুবিধ লীলা ইথি করহ শ্রবণ ॥
শ্রীব্রজনাথ-পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ-মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভরদাস ॥

ইহা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় গীত হইবার জন্য রচিত; এইজন্য লিখিত আছে—

আরম্ভিবে পুস্তক পূজিয়া জগন্নাথে। পূর্ণদিনে পুনঃ পূজিবেন সাবহিতে ॥
যথাযোগ্য গায়কের করিবে সম্মান। পূর্ণদিনে করিবেন মঙ্গল বিধান ॥

গ্রন্থশেষে—কীর্ত্তনরূপেতে গূঢ় দারুদেহধারী। প্রকাশিলা বিশ্বম্ভরদাসে কৃপা করি॥

এই কাব্য আড়ম্বরহীন.; কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

৬। **শ্রীগোবিন্দমঙ্গল**—দুঃখীশ্যামদাসকৃত এই শ্রীগোবিন্দমঙ্গল 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণানুবাদ ও কাশীরামদাসকৃত মহাভারতানুবাদের ন্যায় দুঃখীশ্যামদাসও শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম দুই স্কন্ধ, দশম স্কন্ধের অধিকাংশ এবং শেষ দুই স্কন্ধ অবলম্বনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণেরও কথঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি এই গোবিন্দমঙ্গল স্বয়ং গান ও পাঠাদি করিয়া ভক্তবৃন্দকে শুনাইতেন। মেদিনীপুর জিলায় হরিহরপুর গ্রামে প্রায় ২৫০ বৎসরপূর্বে এই কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কবিত্বপ্রভাবে বহুলোকের দীক্ষাগুরু হইয়া সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থও মঙ্গলকাব্য-ধরণে লিখিত, পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিপিবদ্ধ। রচনার নমুনা—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন-প্রসঙ্গ :—[৮৯-৯০]

"দেখনা কদম্বতলে শ্যামরূপ হৈয়া কতচাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়া ॥
চাচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া। কস্তূরীতিলক কুলবতী-কুলছাড়া॥
কোন বিধি কতকালে নিরমিল তনু। আঁখিঠারে মুরছিত কত ফুলধনু॥
শ্রবণে মকর-কড়ি, গলে মণিহার। অধরে অমিয়া হাসি অমিয়া পসার॥
কটিতে পিয়ল ধটী পাটনীর ডোর। ত্রিভঙ্গভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর॥
চরণে বঙ্কিমরাজ নাচনিতে বাজে। লাগি রহু দুঃখীশ্যাম চরণের মাঝে॥ ধ্রু ইত্যাদি

এই কবি শ্রীরাধাকে চন্দ্রাবলীর সহিত সাম্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন [৯৪ পৃঃ] "সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী।" এবং [৯৯] "এত শুনি বলেন নাগর বনমালী। নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চন্দ্রাবলি॥"

৭। **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল**—শ্রীপরশুরাম চক্রবর্ত্তী-প্রণীত বাঙ্গালা পয়ারাদি গীতচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণলীলা লিখিত। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের অনুকরণে রচিত এবং ইহার গান অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। ইহার বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীসনাতন, দামোদর, হরিদাস, শ্রীনরহরি সরকার এবং অভিরাম দাস উল্লিখিত হইয়াছে। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত এখানেও রাধা—চন্দ্রাবলী।

৮। **শ্রীমুকুন্দমঙ্গল**—দ্বিজ হরিদাস-রচিত এই কাব্যের প্রারম্ভে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাদির বন্দনা আছে। শ্রীভাগবত দশমস্কন্ধের পয়ারে অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়।

'ভাগবত দশম স্কন্ধের পদাবলী। ভাষায় লিখিতে বড় করয়ে বিকলি।'

৯। **শ্রীগোবিন্দবিজয়**—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবি অভিরামদাস এই 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য রচনা করেন। ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের আখ্যায়িকাংশের যথেচ্ছ অনুবাদ মাত্র।

১০। **দিনমণিচন্দ্রোদয়** (?)—শ্রীল রায় রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র শ্রীমনোহরদাস বিরচিত বলিয়া গ্রন্থকারের স্বোক্তি [৮৯ পৃঃ] হইতে জানা যায়। 'বৃহৎবঙ্গে' ১১১৫ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু মনোহরদাসের জন্য বদনগঞ্জ ও সোনামুখীতে দুইটি মঠ-প্রতিষ্ঠাপকরূপে বীরহাম্বীরকে উপস্থিত করিতেছেন। তাহাতে মনে হয় এই গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক বটতলায় প্রকাশিত। ইহাতে নাতিবৃহৎ ২১টি সূত্র (অধ্যায়) আছে। এই ভক্ত ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া স্বীয় মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি করিবার জন্য চন্দ্রসূর্য্যরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন—এইজন্যই ইহার নাম—দিনমণিচন্দ্রোদয়।

প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে—"অনঙ্গমঞ্জরী-পাদপদ্মলাভ আশে। দিনমণিচন্দ্রোদয় মনোহর ভাষে॥" এই দুই পংক্তি আছে। বিংশ সূত্রে গ্রন্থকারের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত, ভাষা সরল। ভাবটি মধ্যে মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে—সহজিয়ামত। শ্রীগৌরাঙ্গকে ইনি শিক্ষাগুরু (?) বলিয়াছেন—

শিক্ষাগুরু গৌরহরি বাউল গোঁসাই। তিঁহ মোর শ্রীগুরু হন যে দিন দেখাই॥ (৮২ পৃঃ)

১১। **বীররত্নাবলী**—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর রচনা বলিয়া জানা যায়। ইহাতে চারিটি অধ্যায়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর লীলা সমাহৃত হইয়াছে। প্রারম্ভ—

শরদবিধুবদাম্ভো দেবদেবো মুরারিঃ অবিরতজলধারঃ প্রেমপূর্ণাবতারঃ।
নিজগণ-সুখদায়ী নিত্যগোলোকশায়ী প্রবিশতু হৃদয়ং মে শ্রীকৃষ্ণানন্দচন্দ্রঃ॥

সূত্র-অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি বন্দনা করত বীরচন্দ্র প্রভুর অবতার—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবীরচন্দ্র অভিন্নতাখ্যাপন। প্রথমে—গুপ্তবৃন্দাবনের বর্ণনা; দ্বিতীয়ে—জনৈক ভক্তের প্রতি শক্তিসঞ্চারণের প্রসঙ্গ, প্রেমদান-প্রসঙ্গ, হরিদাস নামক জন্মান্ধের অক্ষিদান, মল্লরাজ বীরহাম্বীরকে তিন চাপড়দানে শক্তিসঞ্চারণ, যমুনাদর্শন ও তৎপ্রতি কলিপ্রসঙ্গ বর্ণনে বীরচন্দ্রের দ্বিতীয়বার অবতার-কথা; চতুর্থে—প্রভুর নিত্যলীলাস্থানে গমন—দ্বাদশ বনভ্রমণ—কালাচাঁদ দর্শন; পিঙ্গপীঠ বৃত্তান্ত (?), জীবন মহোৎসব, বিষ্ণুপুরস্থাপন, বনবিষ্ণুপুর হইতে বিদায় ইত্যাদি। প্রতি অধ্যায়ের উপসংহারে—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দে। বীররত্নাবলী কহে এ গীতগোবিন্দে॥

১২। **শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতা**—শব্দকার শ্রীভগীরথ দাস (বন্ধু) কর্ত্তৃক প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত অষ্টসখী, নবমঞ্জরী, দ্বাদশ গোপাল, ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ, এবং চৌষট্টি মহান্তের বিবরণাদি লিখিত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত; ষোল নামের (১৪ পৃঃ) প্রকরণে রাধাতন্ত্রানুসারে হ-কারাদি অক্ষরের ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে ২২ তারিখ পূর্ণিমা পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র (৪১ পৃঃ)—অন্যমতে ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। ব্রহ্মহরিদাসের জন্ম সুমতি নামক হরিভক্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে ও গৌরী-নামিকা নারীর গর্ভে (৬০ পৃঃ) পিতামাতা স্বর্গত হইলে প্রতিবাসী যবনের প্রতিপালনে ছয়মাসের শিশু হরিদাসের জীবন রক্ষা—গোরাই কাজির প্ররোচনায় মূলক-নামক জমিদারের নিকট বাইশ বাজারে বেত্র প্রহার ইত্যাদি।

১৩। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভ** ও **শ্রীশ্রীগদাধরসন্দর্ভ**—শ্রীপাট আড়িয়াল (ঢাকা) নিবাসী শ্রীশ্রী১০৮ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরগদাধরের ভজন-প্রণালী যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি পূর্ব্বক সুবিন্যস্ত হইয়াছে। চারিযুগের বিবিধ উপাসনা প্রণালী, 'যুগ' শব্দের দ্ব্যর্থকতা, শ্রীগৌরাঙ্গের বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার ও যুগানুবর্ত্তী ভজনই প্রথম গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। শ্রীগদাধরসন্দর্ভে শক্তিতত্ত্ববিচার দ্বিবিধ। কামবীজ, সম্প্রদায়কত্ব ও গদাধরের ভজন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পুটিত হইয়াছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৪। **শ্রীচৈতন্য রহস্য**—শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অনূদিত। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক জ্ঞাতব্য বস্তু নিহিত। ইহার পাঁচটি রহস্যে ক্রমশঃ সংকীর্ত্তন, ভক্তি, ভক্তির কারণ, ভাগবত ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যাবতার সম্পর্কে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রবাক্যের সঙ্কলন হইয়াছে। সংগ্রহকারের নাম বা তারিখ ইত্যাদি দেওয়া নাই।

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত গ্রন্থাবলী

১৫। **শ্রীকৃষ্ণসংহিতা**—উপক্রমণিকা, উপসংহার ও অনুবাদাদিযুক্ত সংস্কৃত ছন্দোনিবদ্ধ গ্রন্থ ১৮০১ শাকে প্রকাশিত। উপক্রমণিকায় পরমার্থবিচার, ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আর্য্যগ্রন্থমালার রচনাকালনির্ণয়, আর্য্যদিগেরই সর্ব্বপ্রাচীনত্ব, পরমার্থ তত্ত্বের ক্রমোন্নতি প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া মূল গ্রন্থপাঠের সুপ্রশস্ত বিশ্বাসভিত্তি নির্ম্মাণ

হইয়াছে। মূলগ্রন্থ দশটি অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে—(১) চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের বিচার, (২) ভগবচ্ছক্তি বিচার, (৩) অবতারলীলা, (৪-৬) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি মৌষললীলান্ত যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ, (৭) লীলাত্রিবিধতাবিচার, (৮) উপাসনাপর্বে রাগতত্ত্বের ত্রিবিধ বিভাগ এবং ব্রজভাবপ্রাপ্তির অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক-বিচার ও বিশ্লেষণ, (৯) শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির স্তর, সাধক ও বাধক ভাবাদিবিচার এবং (১০) ভাবসিদ্ধজনগণের আচার-প্রণালী, চরিত্র ইত্যাদি। উপসংহারে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রণালীর অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত হওয়ায় উভয় শ্রেণীর লোকেরই পরম কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। মূলগ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, অন্তর্নিহিত তথ্যগুলি আবার সরল বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থের স্বারস্য ও চমৎকারিতা বাড়াইয়া দিতেছে।

১৬। **শ্রীতত্ত্বসূত্র**—ইহাতে ৫০টি সূত্রে পাঁচটি প্রকরণে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়-সম্মত অপূর্ব সিদ্ধান্তমালা গুম্ফিত হইয়াছে। প্রথম বিভাগ তত্ত্ব-প্রকরণ যথা—(১) একঃ পরো নাম্নঃ; (২) অগুণোঽপি সর্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিৎপদার্থ প্রকরণ, তৃতীয় অচিৎপদার্থপ্রকরণ, চতুর্থ সম্বন্ধপ্রকরণ এবং পঞ্চম সিদ্ধান্তপ্রকরণ। প্রতি প্রকরণে ১০টি করিয়া সূত্র। উপান্ত্যসূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ আছে—"চৈতন্যস্য সর্বাচার্য্যস্যাবির্ভাবে ন গুর্বন্তরং॥" ৪৯ শ্রীচৈতন্যদেব হইতে প্রাপ্ত সারগ্রাহি মতটি এইভাবে সূত্রিত হইয়াছে—পরে পূর্ণানুরক্তিরিতরেষু তুল্যা জড়ে যুক্তবৈরাগ্যঞ্চেতি সারগ্রাহি মতম্॥ ৫০। এই সূত্রকারের বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানাদি অতি সুন্দর, অতি মনোরম ও অতি প্রাঞ্জল।

১৭। **শ্রীহরিনামচিন্তামণি**—বাংলা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। পনরটি পরিচ্ছেদে ক্রমশঃ শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামগ্রহণ-বিচার, নামাভাসপ্রসঙ্গ, নামাপরাধবিচার এবং ভজন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। নিরপরাধে শ্রীহরিনামকীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণরূপা ঐকান্তিকী ভজনপদ্ধতি ইহাতে এমন সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইহা স্ত্রীবালকাদিও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

১৮। **আম্নায়সূত্র**—লঘুভাষ্যসহিত বঙ্গানুবাদযুক্ত গ্রন্থ। ইহাতে ১৩০টি সূত্র আছে। সর্বত্র বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতি হইতে প্রমাণাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। সম্বন্ধনিরূপণ-প্রসঙ্গে—শক্তিমান্, শক্তি, ধাম, স্বরূপ, বহিরঙ্গা মায়া, জীবতত্ত্ব ও গতি; অভিধেয়-নিরূপণে—অভিধেয়-নির্ণয়, সাধন, সাধন-পরিপাক ও ভজনক্রম এবং প্রয়োজনতত্ত্বে—স্থায়িভাব, রস, রসাস্বাদন-প্রক্রিয়াদি বিবৃত হইয়াছে।

১৯। **শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা**—ইহাতে স্থূলতঃ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দেশ হইয়াছে। ইহাতে ২০টি কিরণ (অধ্যায়) আছে—ইহার প্রতি প্রসঙ্গই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাবলিদ্বারা সমর্থিত। **প্রমাণনির্দেশ খণ্ডে**—প্রথম কিরণে সূচনা অর্থাৎ সর্বপ্রমাণসার শ্রীমদ্ভাগবতই। দ্বিতীয়ে ভাগবতার্কোদয় অর্থাৎ ভাগবতের মূল তাৎপর্য্য এবং উদয়-ইতিহাস। তৃতীয়ে ভাগবত-বিবৃতি। তৎপরে **সম্বন্ধজ্ঞান**-প্রকরণে—চতুর্থে ভগবৎস্বরূপ, পঞ্চমে ভগবচ্ছক্তি, ষষ্ঠে রসতত্ত্ব, সপ্তমে জীবতত্ত্ব, অষ্টমে বদ্ধজীব, নবমে ভাগ্যবান্‌জীব, দশমে শক্তিপরিণাম ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। **অভিধেয়** তত্ত্বপ্রকরণে একাদশে অভিধেয়বিচার, দ্বাদশে সাধনভক্তি, ত্রয়োদশে নামাশ্রয়, চতুর্দ্দশে ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার, পঞ্চদশে ভক্ত্যানুকূল্যবিচার, ষোড়শে ভাবোদয়ক্রমবিচার। **প্রয়োজন**তত্ত্ব প্রকরণে—সপ্তদশে প্রয়োজন বিচার, অষ্টাদশে সিদ্ধপ্রেম রস ও মহিমা, উনবিংশে রস, গরিমা এবং বিংশে রস-মধুরিমা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শ্রীমৎস্বরূপদামোদর প্রভুপাদ হইতে এই গ্রন্থরচনায় ইঙ্গিত পাইয়াছেন বলিয়া স্বয়ংই স্বকৃত অনুবাদের উপসংহারে জানাইয়াছেন। অনুবাদের প্রতি অধ্যায়ে মুখবন্ধে একটি কি দুইটি শ্লোকে গৌরগণের বন্দনা। ইহাতে ভাগবতের প্রায় ১২৩০টি শ্লোক সংগৃহীত এবং গ্রন্থশেষে স্বকৃতমাত্র তিনটি শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে।

২০। **নবদ্বীপভাবতরঙ্গ**—পয়ার ছন্দে ষোলক্রোশ শ্রীব্রজাভিন্ন শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মধ্যবর্ত্তী চিন্ময় স্থানাবলির সুন্দর বর্ণনা; প্রারম্ভে—

সর্বধামশিরোমণি সন্ধিনীবিলাস। ষোলক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥
সর্বতীর্থদেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম। স্ফুরুক নয়নে মম নবদ্বীপধাম॥ ১

এইরূপ ১৬৮টি পয়ারে গ্রথিত এই পুস্তিকা সহজ ও সুখবোধ্য।

২১। **শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত**—সরল গদ্য বঙ্গভাষায় লিখিত। ইহাতে একাধারে নীতি, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি,

ভক্তি ও প্রীতিসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত আছে। ইহাতে ৮টি (অধ্যায়) আছে—প্রতি অধ্যায় আবার কতকগুলি ধারাতে বিভক্ত। ক্রমশঃ সামান্যতঃ পরমার্থ ধর্মনির্ণয়, গৌণবিধি বা ধর্ম্মাচার, মুখ্য বিধি বা বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি, ভাব-ভক্তি, প্রেমভক্তি, রসবিচার এবং উপসংহার। প্রমাণবাক্যগুলি সর্বত্র পাদটীকায় সুবিন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা ও তাহার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের প্রাথমিক উপযোগিতা দান করিবে।

২২। **স্মরণমঙ্গল স্তোত্রং**—১০৪ শ্লোকে বিবিধ ছন্দে সংস্কৃতভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মাদি যাবতীয় লীলা গ্রথিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠবাচস্পতি-কৃত **'বিকাশিনী'** টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্মরণোপযোগী গ্রন্থ—গৌড়ীয়গণের কণ্ঠহার শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম ইহার হিন্দীপদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

২৩। **জৈবধর্ম্ম**—সহজভাষায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-নির্ণায়ক তত্ত্বোপদেশদায়ক ভক্তিগ্রন্থ—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বহু কূট প্রশ্নের সমাধান ইহাতে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। চল্লিশটি অধ্যায় প্রতি অধ্যায়ে একটি বিশেষ প্রকরণ ধরিয়া তাহারই অনুকূল প্রতিকূলে যত যত যুক্তিতর্ক হইতে পারে, তাহাদের উট্টঙ্কনপূর্বক অপূর্বমীমাংসা। অবিজ্ঞ, অল্পবিজ্ঞ বা সবিজ্ঞ সকলের জন্য এই গ্রন্থ।

২৪। **দশমূলরস-বৈষ্ণবজীবন**…১৮২১ শাকে এই বিরাট গ্রন্থ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদির অবলম্বনে বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দে প্রমাণপ্রয়োগপুরঃসর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ঈশ্বর, জীব, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, রস প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দশমূলে শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের বংশলতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা (৯২৮ পৃঃ) শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীকানাইবলাই প্রাপ্তি ও বাঘনাপাড়ায় আনয়নাদি, বংশীবটের উদ্ভব গ্রন্থকর্ত্তার জীবনী প্রভৃতিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫। **মুরলীবিলাস** (?)—শ্রীমদ্‌বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের বংশ্য শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামিপ্রণীত ২১ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইহাতে মুরলীতত্ত্ব, প্রেমভক্তিতত্ত্ব, বংশীবদনের জন্মবৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত, মা জাহ্নবার উপদেশ ও ভ্রমণাদি, ব্রজতত্ত্ব, গৌরগণোদ্দেশ, বা রামচন্দ্রের পুরুষোত্তম-যাত্রা ও ভ্রমণাদি, শ্রীমতী জাহ্নবার কাম্যবনে অপ্রকট, প্রভুরামচন্দ্রের কৃষ্ণবলরাম লইয়া গৌড়ে আগমন, ব্যাঘ্রকে উদ্ধার করত শ্রীপাট বাঘনাপাড়া স্থাপন, শ্রীশচীনন্দনপ্রভুর বাঘনাপাড়া আগমন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুরামচন্দ্রের সহিত রায়রামানন্দের এবং বৃন্দাবনে রূপসনাতন মিলনাদির প্রসঙ্গগুলি ও কালবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পত্নী শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী কর্ত্তৃক জাহ্নবার অপ্রকটে শত-শ্লোকাত্মক **'অনঙ্গকদম্বাবলী'** নামক স্তোত্রগ্রন্থের উল্লেখ আছে।

সমাপ্ত।

সংশোধন ও সংযোজন—প্রথম খণ্ড

পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১।২৩	ভাস্করাচার্য্য	নিয়মানন্দ
২১।১৭	প্রকাশানন্দ	প্রবোধানন্দ
৪৪।৩৪	জীবের	জীবত্বের
৬৬।১৮	পরমশ্রেষ্ঠ	পরমশ্রেষ্ঠ
১৪৭।৩৪	মৈথিলচন্দ্র রচিতা	মৈথিলচন্দ্রদত্ত-রচিতা
১৫৪।৩৩	'গ্রন্থকারের' পরে	গ্রন্থকারের (শ্রীরূপ প্রভুর) সংযোজন হইবে
১৫৯।৩	১৭০০	১৮০০
১৬২।১৪	তেটিক	তোটক
১৮১।শেষ	শব্দকোষের	বিশ্বকোষের

২১১ পৃষ্ঠায় সংযোজনা—১২৮১ সালে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামিপদ-কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত **'কাব্যদর্পণ'** নামে বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থটি পরম মনোরম। সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র-বিষয়ক বহু গ্রন্থ নিবদ্ধ হইলেও কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় এই গ্রন্থখানি [গোস্বামিপ্রভুর এ বিষয়ে মৌলিকতা ও অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। কাব্যদর্পণে দশটি পরিচ্ছেদ আছে—প্রথমে কাব্য স্বরূপ নিরূপণ, দ্বিতীয়ে কাব্যস্বরূপ-নির্ণয়, তৃতীয়ে রসবিচার, [প্রসঙ্গতঃ রসাস্বাদনপদ্ধতি, নায়ক-ভেদ, সহায়াদি, নায়কগুণ, নায়িকার বিবিধতা, বিভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়ীভাবের বিবৃতি, রসাদি, ভাবাদি, রসাভাস, ভাবশান্তি প্রভৃতি], চতুর্থে মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি গুণবিচার, পঞ্চমে সাধ্বী ও প্রাকৃতী নামক রীতিদ্বয়ের প্রকারভেদাদি, ষষ্ঠে দোষনিরূপণ, সপ্তমে অলঙ্কার, অষ্টমে ব্যঞ্জনাব্যাপার, নবমে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যাখ্য কাব্যভেদ এবং দশমে নাটক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ, কাব্যাদর্শ, অলঙ্কার-কৌস্তভাদির সারভাগ সঙ্কলনে এই দুরূহ ব্যাপারটি সুচারুরূপে সমাধান করিয়াছেন। উদাহরণ-নিচয় বাংলাগ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'আদিরস' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নাই, এইজন্য গ্রন্থকার তদীয় সংকলিত **'উজ্জ্বলরসতরঙ্গিণীতে'ই** তাহা প্রকাশিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন। ২১৫।৭ শুদ্ধপাঠ—এও অংমলপরও সআরপূব্বস্মি বেবি বন্নাইং। কচ্চত-পঞ্চম অকৃখর দহবন্না পাউব্রণ হোন্তি॥

অর্থাৎ একারোকারানুস্বার-মকারলকারপূর্বা ঐকারৌকার-বিসর্গা অন্তস্থা যকার-বকারাঃ সকার-পৃষ্ঠে দ্বৌ বর্ণৌ তালব্য-মূর্দ্ধন্যৌ ককার-চকার-তকারাণাং পঞ্চমান্যক্ষরাণি ঙকার-ঞকার-নকারা দশবর্ণাঃ প্রাকৃতে ন ভবন্তি।

নিত্যানন্দ-প্রেমদাতা হরিবোল-প্রাণ।
জয় জয় গিরিধারী পতিত-পাবন ॥



শ্রীশ্রীগিরিধারী দাস হরিবোল বাবাজি

আবির্ভাব—৬ই মাঘ, ১৩০১ সাল; তিরোভাব—২১শে আশ্বিন, ১৩৫১ সাল।

পরিশিষ্ট *

(ক) অপ্রকাশিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে—১। অনন্তসংহিতা (রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিতে খণ্ডিত পুঁথি ৫৫—১৮শ অধ্যায়, নং ২২৯) ২। কপিলতন্ত্র ৩। শ্রীরুক্মিণী-স্বয়ম্বর বা শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী-কৃত)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-রচিত (?) অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) ন্যায়শাস্ত্রের টীকা ও (২) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা—(অদ্বৈতপ্রকাশ ১২শ অধ্যায়) (৩) কলাপ ব্যাকরণের টিপ্পনী (চৈতন্যভাগবত ১।১০ অধ্যায়, অদ্বৈতপ্রকাশ ১৩)।

শ্রীচৈতন্যযুগে (১৪০৭—১৫০০)

[* তারকা চিহ্নযুক্ত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ‡ চিহ্নিতগুলি খণ্ডিত]

১। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামি-কৃত—মেঘদূতটীকা তাৎপর্য্যদীপিকা (India Office Cat. VII. p. 1423)

২। শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-কৃত—প্রযুক্তাখ্যাত-মঞ্জরী।

৩। শ্রীল কবিকর্ণপূরগোস্বামি-কৃত—শ্রীদশমটীকা।

৪। শ্রীস্বরূপদামোদর-কৃত—কড়চা।

৫। শ্রীমদ্ গোপালগুরু-কৃত—* পদ্ধতি।

৬। শ্রীল ধ্যানচন্দ্রগোস্বামি-কৃত—* পদ্ধতি।

৭। শ্রীমদ্ গিরিধরদাস-কৃত—‡ পরকীয়ারস-স্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ।

৮। শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-কৃত—প্রেমামৃতস্তোত্রাদি।

৯-১৫। * শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য্য-কৃত—শ্রীমন্ মহাপ্রভোঃ শতনামস্তোত্রং, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-বিংশতিস্তোত্রং, শ্রীনিত্যানন্দনামদ্বাদশকং, শ্রীমদদ্বৈতাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং, শ্রীমদদ্বৈতদ্বাদশনামস্তোত্রং, শ্রীগৌরাঙ্গদ্বাদশনামস্তোত্রং এবং শ্রীমদ্ গদাধর-রতিজনক-নামদ্বাদশকম্।

১৬। শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-কৃতা—* শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা।

১৭। শ্রীকানাই খুঁটিয়া-কৃত—মহাভাবপ্রকাশ (আমেরিকায় নীত)।

শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে (১৫০১—১৭০০)

শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রভুকৃত—১। চতুঃশ্লোকীটীকা।

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত—২। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী ৩। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা ৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা ৫। শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা।

---

* **এই অধ্যায়টি গবেষক, আধুনিক শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণের জন্য লিখিত।** বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসার কি ভাবে হইতে পারে, তাহার দিগ্‌দর্শন করিবার ইচ্ছাতে অতি সাধারণ বিষয়গুলি ইহাতে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদাদি থাকিতে পারে। অনেক সময় ভ্রান্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু লিখিত হইয়া থাকিবে। ঐ সব বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের অবকাশ পাই নাই বলিয়াই এই কথা। কৃপাময় পাঠকগণ বিষয়ের গুরুত্ব এবং বর্ত্তমান কালের সর্বপ্রকার বিপ্লবাদিজনিত অসুবিধাদির কথা স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন—এই প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত—৬। উপনিষদ্ ভাষ্যাবলি। ৭। চন্দ্রালোক-টীকা ৮। শ্রীমদ্ভাগবতটীকা।

শ্রীমন্নরহরি-ঘনশ্যামকৃত—৯। *শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি ১০। *ছন্দঃসমুদ্র ১১। অনুরাগবল্লী ১২। *গীত-চন্দ্রোদয় ১৩। পদ্ধতিপ্রদীপ।

শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ কৃত—১৪। সঙ্গীতমাধব নাটক

শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাসবাবাজিকৃত—১৫। * ভাবনাসার-সংগ্রহ ১৬। * সাধনামৃতচন্দ্রিকা ও পদ্ধতি ১৭। * বৃহৎ-প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী।

শ্রীগোবর্দ্ধনভট্টগোস্বামিকৃত—১৮। * মধুকেলিবল্লী।

শ্রীনৃসিংহাচার্য্যকৃত—১৯। * শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্।

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামিকৃত—২০। * শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচম্পূঃ।

(খ) জগতের বিভিন্ন ভাষায় বৈষ্ণবগ্রন্থাদি

(১) ওড়িয়া ভাষায় লিখিত পুঁথির তালিকা

কটক কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়ের গ্রন্থাগারে—

শ্রীসদানন্দকবিসূর্য্যকৃত—(১) প্রেমতরঙ্গিণী, (২) প্রেমলহরী, (৩) ললিতলোচনা, (৪) চৌরচিন্তামণি, (৫) যুগলরসামৃতলহরী, (৬) তত্ত্বতরঙ্গিণী, (৭) প্রেমচিন্তামণি ; শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী (?) সাধুচরণ দাস কৃতা—(৮) পাটরত্নাবলী ; দীনমতিকৃত (৯) রাসপঞ্চাধ্যায়ী ; মধুসূদনকৃত (১০) কল্পকৃষ্ণাবলী ; সামন্ত মদনমোহন নরেন্দ্র মহাপাত্র-কৃত—(১১) অষ্টকাল পদ্যাবলী ; বলরাম দাস-কৃত (১২) কৃষ্ণগর্ভগীতা ; বামদেব-কবিকৃত (১৩) গোপীচিন্তা ; ভীমদাস-কৃত (১৪) ভক্তিরত্নাবলী [ওড়িয়া ও সংস্কৃত] ; কৃপাসিন্ধু দাস-কৃত (১৫) উপাসনা-চন্দ্রোদয় ; বৃন্দাবতী দাসী-কৃত (১৬) পূর্ণতমচন্দ্রোদয় ; চন্দ্রশেখর দাস-কৃত (১৭) শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বচন্দ্রোদয় ; কার্ত্তিকদাস-কৃত (১৮) নবানুরাগ ; দাশরথিদাস-কৃত (১৯) ব্রজবিহার—১৭৩১ সাল ; কৃপাসিন্ধু পট্টনায়ক-কৃত (২০) ব্রজবিহার—১৭৪৭ সাল ; পিণ্ডিক শ্রীচন্দন-কৃত, (২১) মুকুন্দমালা ; বলদেব কবিসূর্য্য-রচিত (২২) কৃষ্ণচন্দ্রাননচম্পূ ; (২৩) ? প্রেমরসচন্দ্রিকা, (২৪) ? মুক্তিচিন্তামণি ; অনন্তচরণদাস-কৃত (২৫) ভজনতত্ত্ব, শ্রীযদুনন্দনদাস-কৃত—(২৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

শ্রীযুক্ত পদ্মচরণ দাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ওড়িয়া গ্রন্থমালা—

(১) প্রভু শ্যামানন্দ, (২) রায় রামানন্দ, (৩) উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, (৪) শ্রীকৃষ্ণ, (৫) শ্রীগৌরাঙ্গ, (৬) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, (৭) শ্রীরাধাগোবিন্দকেলিবিলাস, (৮) ঠাকুর হরিদাস, (৯) সঙ্গীতহারাবলি।

শ্রীযুক্ত বিমান মজুমদারের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

(১) শ্রীকানাই খুঁটিয়াকৃত **মহাভাব প্রকাশ** (আমেরিকায় নীত), (২) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, (৩) চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী, (৪) শ্রীচৈতন্যভাগবত, [ঈশ্বরদাস] (৫) চৈতন্যসম্প্রদায়, (৬) চৈতন্যপূজামন্ত্র, (৭) ভক্তিচন্দ্রোদয়, (৮) বৈষ্ণবসারোদ্ধার [স্বপ্নদাস], (৯) চৈতন্যবলী [গোবিন্দ ভট্ট], (১০) চৈতন্যমহাপ্রভুঙ্কু ঝুলনছান্দ, (১১) মহাপ্রভুঙ্কু মহিমাসাগর, (১২) ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল। (২—১২) গ্রন্থগুলি সুরঙ্গীর রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত। (১৩) শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত [দিবাকরদাস], (১৪) শ্রীচৈতন্যবিলাস [মাধবদাস], (১৫) শূন্যসংহিতা [অচ্যুতানন্দ], (১৬) "কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্ব-ভক্তিলহরী"—

(১৭) **ওড়িয়া ভাগবত**—পণ্ডিত জগন্নাথ দাসকৃত নবাক্ষরে গ্রথিত অতিমনোরম—উৎকলে সপ্তাহ গীত হয়। (১৮) শ্রীপদ্মচরণ দাস বাবাজিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতের অনুবাদ। (১৯) ধরাকোটবাসী ভক্তকবি কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্দশাক্ষরে পদ্যানুবাদ। (২০) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—[বালেশ্বর হইতে পার্ব্বতীচরণ দাস]।

২। **তেলেগু ভাষায়**—(১) শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারম্, (২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্, (3) Lord Gouranga in Telegu—K. Narasasingham 1912. (৪) শ্রীকৃষ্ণাবতারতত্ত্বম্—শেষাদ্রি।

৩। **তামিল ভাষায়**—(১) শরণাগতি। (২) Life and Teachings of Gouranga in Tamil—published by P. Vijiaratna Pillai, F. T. S., Chintadripet, Madras.

৪। **অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব**—[বিমানবাবুর চৈতন্যচরিত ৫৪০-৬২ পৃষ্ঠা] (১) অসমীয়া শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য দামোদর—ইঁহার শিষ্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। দামোদরের শিষ্য রাম রায় বা রামকান্ত দ্বিজ 'গুরুলীলা' গ্রন্থে শঙ্করচৈতন্যের মিলন-কথা লিখিয়াছেন। (২) কৃষ্ণভারতী নামে দামোদরের জনৈক শিষ্যের লিখিত 'সন্তনির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। (৩) কৃষ্ণআচার্য্য 'সন্তবংশাবলী' গ্রন্থে "নৃসিংহকৃত্য" নামক গ্রন্থ হইতে শ্রীচৈতন্যকথা উদ্ধার করিয়াছেন। (৪) 'দীপিকাচান্দ' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য কথা আছে। (৫) বেজবরুয়া-কৃত 'শঙ্করদেব' গ্রন্থে ২৩০-৩১ পৃষ্ঠায়—(৬) রামচরণ ঠাকুরের 'শঙ্কর-চরিতে' ৩১৩৯-৪০ পয়ারে—(৭) ভূষণ দ্বিজ কবির 'শঙ্করদেবে' ৫৭৮-৭৯ পয়ারে—এবং (৮) ভট্টদেব রচিত 'সৎসম্প্রদায়কথা'র ৩০ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর আসাম-ভ্রমণের বর্ণনা আছে।

৫। **গুরুমুখী ভাষায়**—(১) শ্রীচৈতন্যচরিত।

৬। **হিন্দী ভাষায়**—(১) অমিয় নিমাইচরিত (অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস), (২) শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী (গোরখপুর) প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী ; (৩) শ্রীগৌরাঙ্গচরিতমানস (ফরিদপুর) বৃন্দাবনদাস, (৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—ব্রজভাষায় রাধাচরণ গোস্বামী বৃন্দাবন, (৫) শ্রীচৈতন্য—শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, (৬) শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু—(শিবানন্দ সহায়জি, বাঁকিপুর)

৭। **গুজরাটী ভাষায়**—(১) কৃষ্ণচৈতন্য (নর্মদাশঙ্কর পণ্ড্যা, বোম্বাই ১৯১৩ সাল) ; (২) প্রেমাবতার চৈতন্যদেব (নর্মদাশঙ্কর বোম্বাই ১৯৮৫ সংবৎ)—এই দুই খানা অমিয় নিমাইচরিতের অনুসরণে ; (৩) শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু পূর্ব বিভাগ (জগন্নাথ মঙ্গারাম পাঠক, বরোদা—১৯৮৪ সংবৎ) 'Lord Gouranga' গ্রন্থের অনুবাদ ; (৪) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—(ত্র্যম্বকলাল মাণেকলাল শুক্ল) (১৯৯২ সম্বৎ-আমেদাবাদ) প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজির হিন্দীগ্রন্থের অনুবাদ ; (৫) শ্রীমদ্ভাগবতের গুজরাটী অনুবাদ (গদ্যে)—নটবরলাল ইচ্ছারাম দেশাই, বোম্বাই।

৮। **উর্দু ভাষায়**—(১) শ্রীনিমাইচাঁদ (দেওয়ান শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দুগ্‌গুল-রচিত) Nawal Kishor Press, Lahore.

৯। **পারসি ভাষায়**—Curzon Collection (R. A. S. B.) :—

1. RAMAYAN (265)—Versified translation called Hadith-i Ram-u-Sita by Sadul-lah Kayranawi Panipati dated 27th August 1939.
2. TARJUMA-I-MAHABHARATA (677)—Different from the well-known version prepared in Akbar's time dated 1908 of the Sambat era or approximately 1851, as the date of copying.
3. SIRR-I-AKBAR (678)—The well-known translation of the Upanishads by Dara Shikuh who started it in Kashmir in 1640-1641 and completed it at Delhi on the 18th June 1657. The number of Upanishads translated here is 52 according to the colophon.
4. TARJUMA-I-JUG-BASHISHT (680)—Prepared under orders of Dara shikuh in 1656,
5. TARJUMA-I-RAMAYAN (682)—A translation of the Ramayana, by Gopala, son of Sri Govind who completed it in 1685-1686.
6. TARJUMA-I BHAGAWBAT-PURAN (688)—An abbreviated paraphrase of Nine Skandas, anonymous.

7. TARJUMA-I-BHAGAWAT-PURAN (689)—A translation of the Bhagavata Purana, different from No. 688. It seems not to be abbreviated and contains all 12 Skandas.

8. TARJUMA-I-WISHNA-PURANA (690)—A Persian paraphrase of the Vishnu Purana. The translation is supposed to be literal.

9-10. BHAKTA-URBASHI (693-4)—A Persian paraphrase of the Bhakta-mala by Lalji dated the 26th May 1799.

এতদ্ব্যতীত 'Bibliography of Moghal India' পুস্তকে আরো অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

১০। ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মানাদি ভাষায়—

1. SRIMAD BHAGABAT—Text and Tr. into French in 7 Vols by Burnouff, Paris, 1840-98 A. D.*, 2. English Tr. by Mahendranath Chatterjee, 3. English Tr. by V. K. Ramanujachari, Madras.

4. MADHVA'S PHILOSOPHY—K. Schrader 1922, 5. Madhva's philosophie des Visnu-Glaubens-(Bonn and Leipzig 1923) by Glassenapp. 6. Vedanta Sutras of Vadarayana-English translation by Sris Chandra Basu—Allahabad.

CHAITANYA CHARITAMRITA—7. H. E. Stapleton, 8. Das Caitanya Caritamrita des Krisnadas Kaviraja—Barlin 1907, 9. Italian Tr. of Caitanya Caritamrita (Bellini), 10. Sri Chaitanya Charitamritam, N. B. Banerjee 1925, 11. English Tr. by Nagendranath Roy and Sanjib Choudhury - Dacca, 12. French Tr. by Sukumar Chakravarti ?

RAMAYANA—13. Text, Tr. in French 11 Vols. (Paris 1843-67) Gorresio, 14. Schlegel's Edn. in 3 Vols (Latin ?), 15. Griffith's Tr. in English 1871-3. London 16. Dasselbe's French Tr., 17. Deutsch mit Einbitz, 18. Trad. par. A. Roussel —Vol. I-III Paris 1903—5.

MAHABHARAT—19. Bopp's Tr. (Berlin 1824), 20. Sanatsujat-Bhagabat Gita-Moksha-dharman-Anugita-Tr. by Deussen, Leipzig 1906, 21. Dewjani Sakuntala-Nala-Damayanti—English Tr. by N. M. Penzer, London 1927, 22. Sanat-Sujatiyam-Tr. by G. Baratti-Napoli 1913. 23. L. Die Kosmographische Episode in Mahabharata and Padmapuran—Hilgenburg.

BHAGABAT GITA—24. Latin Tr. by Schlegel 1823. 25. Ed. S. F. Michalski Paris, 26. Ed. Ubers-Leipzig 1905, 27. Deussen 1911. 28. Tr. into rhythmical Eng by Brooks, 29. Ed. Humboldt Berlin 1826, 30. Ed Schrader (Kashmir Recension), 31. Ed. Otto R. Die Tubingen 1935, 32. Ed. Annie Besant (Madras), 33. Edwin Arnold, 34. Arthur W. Ryder (Chicago), 35. John Davis (London), 36. Edward J. Thomas, 37. Douglas P. Hill (London), 38. Franklin Edgerton (Chicago), 39. J. E Turner (London), and 40. Yoga of the Bhagabat Gita—Sri Krishna Prem (Prof. Nickson) Bombay. +

GITA GOBINDA—41. English Tr. by William Jones, 42. Latin Tr. by Lassen, 43. English Verses by A. Arnold.

---

* এই ফরাসী ভাগবতখানির আকার ১॥০ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া, স্থূলতা ৬।৭ ইঞ্চি, এক পৃষ্ঠায় মূল সংস্কৃত, অপর পৃষ্ঠায় ফরাসী অনুবাদ। ১৮৪০ ইং সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত এম, ইউজিন্, বারণুফ সাহেব তিন লক্ষ টাকায় ইহার মুদ্রণ করেন। মূল্য—১৪০০৲ টাকা, বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে '১৩৫৩এ' সংখ্যক পুস্তক।

+ গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণ' পত্রিকায় গীতার ৬১৩ সংস্করণ আছে বলিয়া প্রকাশ। সংস্কৃত ৫২, হিন্দী ১৪৩, মারাঠি ৬৭, মেবাড়ী ২, নেপালী ১, গুজরাতী ৪৮, বাঙ্গালা ১০৫, উৎকল ৭, কনাড়ী ১৯, তামিল ১০, তেলেঙ্গ ৮, মালয়ালম ১, গুরুমুখী ২, সিন্ধী ৮, উর্দ্দু ১৬, ফারসি ৩, খাসি ১, ইংরেজী ১০৩ এবং অন্যান্য বিদেশী ১৭।

44. LORD GOURANGA—Sisir Kumar Ghose.

SRI BHAKTIVINODE THAKUR—45. Bhagavat—Its Philasophy, Ethics and Theology (1869), 46. Chaitanya Mahaprabhu—Life and precepts (1896), 47. Thakur Haridas (1871), 48. Temple of Jagannath (1871) 49. Maths of Orissa (1860), 50. Monastaries of Puri (1871), 51. Personality of Godhead (1883).

SRI SIDDHANTA SARASWATI—52. Rai Ramananda, 53. Relative Worlds, 54. Brahma-Samhita Translated into English 55. The Vedanta—Its Morphology and Ontology, 56. On Vedanta.

NISIKANTA SANYAL—57. Erotic Principle and Unalloyed Devotion. 58. Sri Krishna Chaitanya.

B. P. TIRTHA—59. Lord Chaitanya, 60. Sri Chaitanya Mahaprabhu, 61. Bhagabat Gita with notes and critical studies.

62. Chaitanya Movement—Kennedy, 63. Krishna—the Lord of Love-Premananda Bharati, 64. Literary History of India—R. W. Frazer London 1898, 65. Chaitanya —by Prof. G. Tucci (published in 2nd series 'Estrathi Rivista Bilychnis'), 66. True Essence of Vaisnavism—Bidhubhusan Sarkar, 67. Life of Sri Chaitanya by C. S, Trilokekar, Madras, 68. Gauranga and His Gospel—Mohini Mohan Dhar, London. 69. Incarnation—Nanda Krisna Basu, 70. Chaitanya and His Companions—D. C. Sen, 71. The Universal Religion of Sri Chaitanya—N. N. Chatterjee, 72. Chaitanya's pilgrimage and Teachings—Jadunath Sarkar, 73. Indian Antiquary—Chaitanya and the Vaishnava poets—G. Beams, 74. Chaitanya and His Age—D. C. Sen, 75. The Mediaeval Vaishnava Litt—D. C. Sen, 76. Treatise on Vaishnavism and Christianity—B. N. Seal, 77. Vaishnavism and other Religious Systems—Bhandarkar, 78. A Critical Edition of the Bhagavat Purana—R. Sastrulu, 79. History of Mathura—Growse, 80. Bhakti Cult in Ancient India—Bhagabat Sastri, 81, Studies on the Bhagabat Puran—Bombay Bharatiya Vidya Bhavan, 82. Encyclopaedia of Religion and Ethics Vols II & VII, 83. Sri Gauranga's Teachings—B. Mazumdar, 84. Krisna, the Charioteer —Mohini Mohan Dhar, 85. Krishna the Cowherd—Mohini Dhar, 86. Chaitanya's Religion of Love—Vicente Aveleno, 87. Chaitanya Bhagavat Ist Part— N. Chatterjee.

(গ) প্রকাশিত বৈষ্ণব পত্রিকার নাম, সম্পাদক ও আবির্ভাবকালাদি *

১।	শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তি-কৌমুদী ?	শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস	১২৬৮
২।	শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী ত্রৈ	শ্রীরাধাবিনোদ দাস	১২৭৭—৮০ বাং
৩।	শ্রীসজ্জনতোষণী	শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী	১২৮৮—১৩২৯
৪।	প্রেমপ্রচারিণী ?	দীনবন্ধু সেন	—
৫।	বৈষ্ণব	জহরলাল দাস, কালিদাস নাথ	১২৯৩
৬।	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পা (মা)	শ্যামলাল গোস্বামী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১২৯৮
৭।	শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী	রাধিকাপ্রসাদ ভাগবতরত্নাকর	১২৯৯

* পত্রিকার নামের পশ্চাতে সা = সাপ্তাহিক, পা = পাক্ষিক, দৈ = দৈনিক, ত্রৈ = ত্রৈমাসিক এবং অন্যান্য স্থলে 'মাসিক' বোদ্ধব্য। ? প্রশ্নবোধক চিহ্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ বুঝাইবে।

৮।	শ্রীচৈতন্য	ডাঃ বলহরি দাস	১৩০২
৯।	সনাতনী	কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী	১৩০৩
১০।	সনাতন ধর্মকণা	কালিকুমার দত্ত	১৩০৩
১১।	পল্লীবাসী সা	শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩০৪
১২।	সঙ্গিনী	শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৩০৫
১৩।	বীরভূমি	নীলরতন মুখোপাধ্যায়, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক	১৩০৬
১৪।	বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার	মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ	১৩০৬
১৫।	গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব	রাধিকানাথ গোস্বামী	১৩০৬
১৬।	গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া	ললিতমোহন গোস্বামী	১৩০৬
১৭।	গৌরাঙ্গ	যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১৩০৭
১৮।	গৌড়ভূমি ত্রৈ	রামপ্রসন্ন ঘোষ	১৩০৮
১৯।	ভক্তি	দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন	১৩০৮
২০।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	নীলমণি গোস্বামী	১৩১০
২০ক।	নিবেদন ?	—	১৩১০
২১।	বৈষ্ণবসন্দর্ভ	রাধিকানাথ গোস্বামী, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী	১৩১০
২২।	বৈষ্ণবসঙ্গিনী	মধুসূদন অধিকারী	১৩১১
২৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা	যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ	১৩১৫
২৪।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (হিন্দী)	রাধাচরণ গোস্বামী	১৩১৭—২০
২৫।	গৌরাঙ্গসেবক	রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১৮
২৬।	বৈষ্ণবসেবিকা	রাধাকান্ত গোস্বামী	১৩১৮
২৭।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রিকা (হিন্দী)	রাধাচরণ গোস্বামী	১৩১৮
২৮।	বৈষ্ণবধর্মপ্রচার	কৃষ্ণহরি গোস্বামী	১৩১৮
২৯।	হরিদাস	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩১৯
৩০।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারক	প্রিয়নাথ নন্দী	১৩১৯
৩১।	আনন্দ	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৩২১—২২
৩২।	আচার্য্য (হিন্দী) পা	বালকৃষ্ণ গোস্বামী	১৩২২
৩৩।	নিত্যানন্দ সেবক	পূর্ণচন্দ্র রায়	১৩২৩—২৫
৩৩ক।	বৈষ্ণব-সমাজ	রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ	১৩২৪
৩৪।	প্রেমপুষ্প	রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৩২৫
৩৫।	সেবা	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	১৩২৬
৩৬।	রাধারমণ সন্দর্ভ (ওড়িয়া)	শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু	১৩২৬
৩৭।	বিশ্ববন্ধু	বিধুভূষণ সরকার	১৩২৬
৩৮।	শ্রীবৈষ্ণব	শক্তিভূষণ ভট্টাচার্য্য	১৩২৮
৩৯।	বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ	হরিদাস গোস্বামী	১৩২৯
৪০।	গৌড়ীয় সা	অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	১৩২৯—৫৩
৪১।	শ্রীকৃষ্ণ সা	ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১৩২৯—৩১
৪২।	মাধুকরী	ভুবনচন্দ্র দাস	১৩২৯

৪৩। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া	কুঞ্জলাল গোস্বামী	১৩৩০
৪৪। সোণার গৌরাঙ্গ	যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব	১৩৩০
৪৫। মহাউদ্ধারণ ?	নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ	১৩৩১
৪৬। শ্রীচৈতন্য (হিন্দী)	বালকৃষ্ণ গোস্বামী	১৩৩২
৪৭। সাধনা	রাধাগোবিন্দ নাথ	১৩৩৩
৪৮। সজ্জনসেবক	সতীশচন্দ্র ভাগবতভূষণ	১৩৩৩
৪৯। নদীয়াপ্রকাশ দৈ	শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী	১৩৩৩—৫২
৫০। শ্রেয়ঃ (হিন্দী)	বালকৃষ্ণ গোস্বামী	১৩৩৩
৫১। শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী	শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর	১৩৩৪—৩৬
৫২। পূর্ণিমা	শশিভূষণ হোম চৌধুরী	১৩৩৪
৫৩। রসরাজ	হরেন্দ্রনাথ ভট্ট	১৩৩৫
৫৪। সাত্বত পত্রিকা	দেবেন্দ্রনাথ দাস	১৩৩৫
৫৫। ভক্তিলতা	গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ	১৩৩৫
৫৬। নবদ্বীপ পা	গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থ	১৩৩৬ ?
৫৭। বৈষ্ণব	রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৩৩৬
৫৮। আঙ্গিনা ত্রৈ	মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১৩৩৭
৫৯। শ্যামসুন্দর	সত্যানন্দ গোস্বামী	১৩৩৮
৬০। ভাগবত (হিন্দী)	ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী	১৩৩৮
৬১। কীর্ত্তন (অসমীয়া)	নিমানন্দ দাস	১৩৩৯
৬২। পরমার্থী (ওড়িয়া) পা	রঘুনাথ মহাপাত্র	১৩৩৯
৬৩। সজ্জনসঙ্গিনী	?	১৩৪১
৬৪। যুগধর্ম্ম (ওড়িয়া)	শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু	১৩৪২
৬৫। নিতাইসুন্দর	গৌরাঙ্গ দাস	১৩৪৩
৬৬। গৌড়েশ্বর	?	১৩৪৪
৬৭। শ্রীগৌড়ীয় সা	সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	১৩৪৫—৫০
৬৮। ভাগবতী বিদ্যা	শ্রীগৌরগোপাল শাস্ত্রী	১৩৪৬
৬৯। বিশ্বরূপ	রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৩৪৯
৭০। শ্রীদাদা ও শ্রীমা	বিধুভূষণ সরকার	১৩৫২
৭১। ভক্তিপ্রভা	মধুসূদন অধিকারী	১৩৩১ ?
৭২। আচার্য্য (২) (হিন্দী)	মদনগোপাল গোস্বামী	?
৭৩। Light of India	Premananda Bharati	1903 A. D.
৭৪। East and West মা	Premananda Bharati	1911
৭৫। Harmonist মা, পা	Bhakti Siddhanta Saraswati	1927-28
৭৬। Bisnupriya Gouranga	Haridas Gaswamin	1927-28

(ঘ) বিভিন্নদেশে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মপ্রচার

১। পর্ত্তুগীজ পত্রিকা (O PENSAMENTO, Brazil) ১৯২৯ খ্রীঃ জুন সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যজীবনী সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ জুলাই সংখ্যায়ও তাঁহার বিবরণী আছে। ১৯৩২ খ্রীঃ এপ্রিল সংখ্যাতে 'A Exposicao de Vaisnab' প্রবন্ধে পাণিহাটীর বৈষ্ণবপ্রদর্শনীর সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

২। চীনভাষায় '**ত্রিপিটক**' গ্রন্থে আছে—চৈতন্য গোসাঞি নামক বৈষ্ণব—যিনি সমুদয় ভারতবর্ষে প্রেমদান করিয়া মাতাইয়াছিলেন—উত্তরাখণ্ডে চীনপ্রদেশে 'তারামূর্ত্তি' দর্শনে আসিয়াছিলেন।

৩। মার্টিন লুথার পুরীধামে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি এবং ত্যাগের মহনীয় আদর্শ ও স্নেহাশিসে প্লুত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। [শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ] মার্টিন লুথার তাঁহার ধর্মবিরোধী Eramasকে যে সব পত্র দেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে। পত্রাবলির নাম—"De Servo Acbitris" (লাটিন ভাষায়)—

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রেরিত কতিপয় সন্ন্যাসী ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে মহাপ্রভুর মত প্রচার করিয়াছেন।

৫। ভীমানদীর তীরে পাণ্ঢারপুরে শ্রীচৈতন্যদেব তুকারামকে শক্তিসঞ্চারণে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। "He spiritualised one Tukaram who became from that time a religious preacher himself. This fact has been admitted in his 'abhangas' which have been collected in a volume by Mr Satyendra Nath Tagore of the Bombay Civil Service." Bhaktibinode Thakur, এই অভঙ্গটি সজ্জনতোষণী দ্বিতীয় খণ্ড নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার বাহিরে শ্রীচৈতন্যমত—

(অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন—)

শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম ব্রহ্মদেশ হইতে দেরা ইসমাইল খাঁ পর্য্যন্ত সারা ভারতকে প্লাবিত করিল। পূর্ব আসামে রাজা স্বর্গনারায়ণ (১৪৯৭-১৫৯৩) ও পশ্চিম আসামে রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮-১৫৮৪) এই ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব হইলেন। (E. R. E. II P 135)

বেরার প্রদেশে চৈতন্য-ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণব এখনও আছে (E. R. E. II p 54)

জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি গীজগড়ের সর্দার খুসহান সিংহ গৌড়ীয় গোস্বামীর শিষ্য। মধ্যভারত ছত্রপুরের মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহজী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। বাজীরাওয়ার সময়েই ধরমপুর প্রদেশে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমত ছড়াইয়া পড়ে। ছত্রসিংহ ঠোকে প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই কার্য্যের সহায়তা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময়েই সুরতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মঠ স্থাপিত হয়। সুরতে দুইটি গৌড়ীয় মঠ—বড়টির অধিকারী ভরতদাস মহন্ত এবং ছোটটির অধিকারী জনৈক ওড়িয়া মহান্ত—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী III, ২১৪) গুজরাতে গ্রামে গ্রামে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছে *। সুরতজেলায় নরসারী, বুলসার প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বাস। নরসারীর নিকট সিসোদরাস্থপা, অষ্টগ্রাম, চৌবিসিয়া, সরপোর পারধী প্রভৃতি গ্রামে বাংলা কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে দেরা ইসমাইল খাঁতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শিষ্য আছে—তাঁহারা পূর্বে বাংলা ভাষায় কীর্ত্তন করিতেন। বেলুচিস্তান কোয়েটায়ও শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সিন্ধু শিকারপুরে এখনও এইরূপ বৈষ্ণব আছেন। ভক্তমালে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর ও তৎপ্রসঙ্গে চক্রপাণি এবং জনার্দনাদির বৃত্তান্ত ২১ মালায় দ্রষ্টব্য। চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৮) শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক পাঠানবৈষ্ণবীকরণ-বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধই আছে।

* 'Vaisnavas of Gujrat' by N. B. Toothi, Bombay.

রাজপুত কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্তও (ঐ মধ্য ১৮।৮২-৯০) দৃশ্য। কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণবীকরণ-বৃত্তান্তও (ঐ মধ্য ২৫) দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব **সৌরাষ্ট্র** দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। **ভরোচ** নগরেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এ প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল যে তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার ভক্ত নরনারী ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে প্রশস্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২১৭ পৃঃ)। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব যে **মহারাষ্ট্রের** বাল্মীক মহাত্মা তুকারামের উপর পতিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব জগতে ও ঐতিহাসিকের নিকট অবিদিত নাই (ঐ ২১৫ পৃঃ)। সুরাট নগরে চরণদাসী-নামিকা বৈষ্ণবীর ভিক্ষালব্ধ অর্থে নির্মিত প্রকাণ্ড মন্দির, উদ্যান, বৈষ্ণবাশ্রমাদি বিদ্যমান—ইহাকে "গৌড়ীয় গদী" বা 'মায়ীজিকি আখড়া' বলে (২১৭-৮ পৃঃ)। অত্রত্য পাণ্ডুপুরেই শ্রীবিশ্বরূপ অপ্রকট হইয়াছিলেন। নাসিকে শ্রীচৈতন্য হরিনাম প্রচার করেন (২২২ পৃঃ)।

মাদ্রাজপ্রদেশে **ত্রিপতিতীর্থে** বহুসংখ্যক বৈষ্ণব আচার্য্যের আখড়া আছে। জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণবের অতিপুরাতন মন্দির এখনও ত্রিপতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবিরাজ দুর্লভচন্দ্র সেনের সমাধিও তথায় বিরাজমান···এই কবিরাজ তাঁহার আশ্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মসাধনা ও বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন।······ ইঁহার সমাধি-প্রাপ্তির পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তি কুম্ভকোনমে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে রক্ষিত হয়। [তাঁহার প্রসঙ্গ নব্যভারত ১৩০৩ ফাল্গুন সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্থানে স্থানে স্থাপিত বহু বৈষ্ণব আখড়া বাঙ্গালী গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তি (২৭৩ পৃঃ)। বাবা প্রেমানন্দ ভারতীকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌরাঙ্গসমাজ' মাদ্রাজের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

রাজা প্রতাপরুদ্রের যত্নাতিশয়ে **উৎকলে** শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার হয়। এখানে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে সাম্প্রদায়িক মত অপেক্ষা তাঁহার মতই প্রবল হয়। ······ফলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বাঙ্গালী এবং ওড়িয়ার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। (৪৬ পৃঃ) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিবার কালে নর্মদাতীরবর্ত্তী দেশে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (৭০ পৃঃ)। বারানসী নবদ্বীপাদির ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপনার জন্য **পুণার** প্রসিদ্ধি চিরদিনই আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ৪০০ বৎসর পূর্বে আসিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন (২৪০ পৃঃ)। ১৪৩৩ শকের আষাঢ় মাসের প্রথমে তিনি কাবেরীনদীতীরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হন।

আসামে—(বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—৩।৩৬৮—৯ পৃঃ) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপের হাজো নামক স্থানে পদার্পণ করেন, এতদঞ্চলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। প্রবাদ এই যে হাজোর মণিকূট নামক ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে ও বরাহ কুণ্ডের এবং মাধব মন্দিরের সন্নিকটস্থ গহ্বরে 'চৈতন্যগোফায়' তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। 'সৎসম্প্রদায়কথা' নামক অসমীয়া গ্রন্থে আছে চৈতন্যদেব হয়গ্রীব মাধব দেখিয়া পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। শিব-বংশীয় মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে কামরূপে চৈতন্যের আগমন নির্দেশিত হয়। কাহারও মতে অসমীয়া শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। নীলকণ্ঠদাস-রচিত দামোদরচরিত্রে আছে—"দামোদর পাচে কামরূপক আসিলা। রত্নেশ্বর গ্রামে বহুতা দিন আছিলন্ত। তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকূটে যান্ত। আসিলন্ত চৈতন্য নারদ বেশধরি। দামোদর আরাধিলা ভক্তিভাব করি॥"

নৃসিংহ-লিখিত 'সন্তবংশাবলীতে'ও আছে—তৈর হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া মণিকূট গিরি পাইলা। বরাহ কুণ্ডের উপর গোফাঁত চৈতন্যপ্রভু রহিলা॥

গুরু নানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, এ বিষয়ে শ্রীগুরু নানক-লিখিত তাঁহার স্বীয় জীবনীতেও আছে। শ্রীগ্রন্থসাহেবে তাহার আভাস আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীকৃষ্ণদাস ও গুরু নানক

সমসাময়িক। গ্রন্থসাহেবের শেষ খণ্ডে নামমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে নানক শ্রীনিত্যানন্দের অনেকবার নাম করিয়াছেন, এবং 'আমার নামশিক্ষার গুরু শ্রীপাদ নিতাই'—এ কথা বারংবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীসনাতনশিষ্য পঞ্জাবী রামদাস কর্পূর বৃন্দাবনের মদনমোহনের অনুরূপ একটি মন্দির ও বিগ্রহ মূলতানে প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলতানে তাঁহার প্রভাবে অনেক পঞ্জাবী শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত হন। সনাতন গোস্বামী রাজপুতনায় আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া জয়পুর, কেরৌলী, খেৎড়ী প্রভৃতির অধিবাসীদিগের মতি গতি ফিরাইয়াছিলেন—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (১।৪০৫)।

যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মোপদেশ কাশীর ঘোর বৈদান্তিক মণ্ডলীরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছিল (৩২)। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের চরিত্র এরূপ উন্নত, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তি এরূপ অনন্যসাধারণ ছিল যে কৃষ্ণপ্রেমিক ব্রজবাসী নরনারী ত দূরের কথা, মোগল সম্রাট আকবরও তাঁহাদের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সম্রাটদ্বয় জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান তাঁহাদের উন্নত ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অনুকূল ছিলেন (১৮৭)। ১৫৭৩ খৃঃ সম্রাট আকবর শ্রীরূপসনাতনের নিকট বৈষ্ণবধর্মের মর্ম অবগত হইবার মানসে পুরাণপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবনে আসেন—তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরাজগণের আনুকূল্যে গোবিন্দজী, মদনমোহন, গোপীনাথ ও যুগলকিশোরের মন্দির নির্মিত হয়। মহারাজ ভগবান্ দাসের পুত্র শ্রীমানসিংহ দেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দির নির্মিত হয়। কল্যাণ দাস তাহার কর্ম-পরিদর্শক (Engineer), মাণিকদাস চোপার সহকারী পরিদর্শক (Overseer), দিল্লীর গোবিন্দদাস প্রধান স্থপতি (Architect), এবং গোরক্ষদাস রাজমিস্ত্রীর (Mason) কার্য্য করেন। ১৫৯০ খৃঃ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।*

কথিত আছে ১০১৪ হিজরী সালে বৃন্দাবনের চৌরাশিক্রোশের মধ্যে পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদির হিংসা নিবারণ জন্য সম্রাট আকবর সনাতন গোস্বামিকে এক ফারমান লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহা এখনও কুসুমসরোবরে শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ইঙ্গিতে আকবর তাঁহার অধীনস্থ বিভিন্ন স্থানের রাজকর্মচারিদিগের দ্বারা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে প্রেরণ করেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

ভারতের বাহিরে বৈষ্ণবধর্মের নিদর্শন—

মালয় উপদ্বীপ ও ভারত মহাসাগরের উত্তর পূর্বভাগে, এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বভাগে দ্বীপপুঞ্জ (Indonesia) সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে সনাতন বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইয়াছিল। যবদ্বীপে দণ্ডায়মান শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি ও গরুড়বাহন বিষ্ণুবিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবদ্বীপে এখনও রামায়ণ ও মহাভারত গীত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম-শতাব্দীতে নির্মিত যবদ্বীপের মন্দির-সমূহ সপার্ষদ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির বলিয়া জানা যাইতেছে। ইহারও বহু পূর্বে যবদ্বীপে ও বোর্ণিয়ো দ্বীপে সংস্কৃত অনুশাসনে দৃষ্ট হয় যে এই সকল স্থানে বিষ্ণুর অর্চনা হইত ও ভারতবর্ষ হইতে বহু প্রচারক এ সকল স্থানে আগমন করিতেন। যবদ্বীপের প্রম্বানানের শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার মন্দির প্রাচীন ভারতের অদ্ভুত কীর্ত্তি। তথায় ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হনুমান্জির শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রম্বানানে একটি প্রাকার-বেষ্টিত স্থানে শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার তিনটি বিরাট মন্দিরের সম্মুখে তাঁহাদের

* The first named (Gobinda Temple) is not only the finest of the particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu Art has ever produced at least in upper India...Mr. Fergusson in his 'Indian Architecture' speaks of this temple as one of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which an European Architect might borrow a few hints. I should myself have thought that solemn or imposing was a more appropriate term than elegant for so massive a building and that the suggestions that might be derived from its study were many rather than few (Growse).

বাহনেরও মন্দিরত্রয় বিদ্যমান। মন্দিরগুলির বারান্দায় ও গাত্রে প্রস্তরে খোদিত শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার বহু চিত্র বিরাজিত আছে।

কম্বোজ বা কম্বোডিয়া দেশে দ্বিতীয় জয়বর্মা পরমেশ্বর নামক রাজা (৮০২—৮৬৯ খৃঃ) বিরাট কম্বোজসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা যশোবর্মা (৯০০ খৃঃ) অঙ্কোর থোম (Angkor Thom) নামক রাজধানী স্থাপন করেন—উহারই নিকট দ্বিতীয় সূর্য্যবর্মা (১১১২—১১৫২ খৃঃ) অঙ্কোরভটের সুবৃহৎ মর্মর-মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের প্রাচীরে শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার চিত্রাবলি খোদিত আছে।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের ন্যায় শ্যামদেশেও ঐ সকল পুরাণের প্রচলন ছিল। শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা (কোচিন-চীন), যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ছিল। শ্যামের অন্তর্গত আনামরাজ্যে বহু রামোপাসক আছেন—অনেকের গৃহে পালি ও সংস্কৃত রামায়ণ আছে। (গৌড়ীয় ২০।১)

হিন্দুধর্মপ্রচারক অম্বিকাচরণ ব্যাসজি বেলুচিস্তানে একটি মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও ৫০।৬০ মূর্ত্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেখিয়াছেন। (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ৮।৪৭৯ পৃঃ)। কাবুলে দেবমন্দির-সম্বন্ধে প্রবাসী ৩য় ভাগ ১১৬ পৃঃ এবং সুবর্ণবণিক সমাচার ১৭ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিবিধ বিদ্যা ঃ—

আবশ্যকতা—শ্রীভগবানে সর্বশাস্ত্র-সমন্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবচরণ ভগবৎসন্দর্ভের সর্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—"বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় হইয়া থাকে। যথা—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণার্থ পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা, ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুগুলির জ্ঞানের জন্য গোতম, কণাদ ও কপিল প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনা-বিষয়ে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতিও কর্ম, জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, **গান্ধর্বকলা** দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তদ্‌বিষয়ক চরিতমাধুর্য্যের অনুভবজ্ঞান সিদ্ধ হয়। **নীতি ও শিল্পদ্বারা** তাঁহার সেবাচাতুরীবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। **আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ দ্বারা** তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ধর্ম, অর্থ ও কাম—আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী (কর্মবিদ্যা), তর্কবিদ্যা, দম (দণ্ডনীতি) ও বিবিধ বার্ত্তা (জীবিকানির্বাহার্থ বিদ্যা)—এই সকল বিষয় যদি স্বসুহৃৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া জানিবে, নচেৎ ইহারা অসৎ (ভাগবত ৭।৬।২৬)। সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূলে সকল বিদ্যাই শিক্ষণীয় এবং সকল বিদ্যারই তাঁহাতে সমন্বয়জ্ঞান করণীয়।"

(১) **চিত্রশিল্পাদি**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (ম ১।২২৭) হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা গ্রামে চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক ঘটনাবলী দেখিয়াছেন—"প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা। দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচিত্রলীলা।" শ্রীবিশাখাকৃত শ্রীমন্ মদনগোপালের চিত্রাঙ্কণ প্রসিদ্ধ কথা। বহু প্রাচীন কাল হইতে সমগ্র ভারতে গৃহাদিতে চিত্রাঙ্কণপ্রথা প্রচলিত। জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত "চিত্রে শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীভগবদ্‌গীতার" হস্তাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয় তাৎকালীন গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের চিত্রবিদ্যায় পরম নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার পরিচায়ক। পুষ্পাদি-শিল্প এবং মণিমাণিক্য-জটিত শিল্পাদির কথা ভক্তিরসামৃতে, গোবিন্দলীলামৃতে, উজ্জ্বলে, কৃষ্ণভাবনামৃতে ও কৃষ্ণগণোদ্দেশ-প্রভৃতি বহুগ্রন্থে অভিব্যক্তই আছে। স্তবমালার অন্তর্গত চিত্রবন্ধাদিও কাব্যকলার সহিত চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ-জ্ঞাপক (৬৬ পৃঃ গৌড়ীয় সংস্করণ)।

(২) **স্থাপত্যবিদ্যা (মূর্ত্তিশিল্প)**—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৮—২০) বিবিধ মূর্ত্তি ও মন্দিরপ্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীললিতমাধবোক্ত নববৃন্দাবনের মূর্ত্তিশিল্পাদির বর্ণনায় বুঝা যায় যে তৎকালে এই বিষয়ে সুবহুল চর্চ্চা হইত। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর-স্তূপ খননে খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর নির্মিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু উপাখ্যান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'মধ্য আমেরিকায় যে সব পুরাতন দেব দেবীর মূর্ত্তি

বা ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে সেগুলি হিন্দুদেবদেবীরই প্রতীক। গণেশ, ইন্দ্র, বরুণ, শালগ্রাম শিলা ও ছোট বড় বহু দেবতা—এ সকলেরই পূজা করিত আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা—'(প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ়)

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-কর্তৃক সঙ্কলিত 'বৃহৎ বঙ্গের' প্রথম খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদে 'গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের'-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রস্তরশিল্প, কাগজ, তালপত্র ও পুঁথির মলাটের উপর অঙ্কিত চিত্রশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, কাঁথাশিল্প, মৃৎশিল্প, আলপনা ও বিবিধশিল্প প্রভৃতির সচিত্র ইতিবৃত্ত অনুসন্ধেয়। 'বৃহৎবঙ্গে' দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়েও ইতিবৃত্ত-সহিত পুঁথির মলাটের ছবি এবং বৈষ্ণবচিত্রাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পারেন।

‡ গ্রাউজ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা মনে করেন উত্তর ভারতে হিন্দুশিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও সর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য শ্রীগোবিন্দ-মন্দির। (E. R. E., II ; P 857). এই মন্দির শ্রীরূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে ও মূলতানী বণিক কৃষ্ণদাসের আর্থিক সহায়তায় আকবরের ৩৪শ রাজ্যাব্দে রচিত।

পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের মন্দির স্থাপত্যশিল্পের গৌরবস্বরূপ ও প্রাচীন উৎকলের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। "ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরির পাদমূলে যে 'বৈরাগীর মঠ' আছে, ঐ মঠের কুটীরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত।" (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী তৃতীয়)

(৩) **সূপবিদ্যা**—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৩।৮৪-১১৩, ১৯।৪৯, ২৩।৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে দ্বিতীয় প্রকাশে, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ৫।৬ সর্গে শ্রীরাধাকর্তৃক বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চরিতামৃত মধ্য ৩।৪৪-৫৫, অন্নকূট ৪।৬১—৭৪, জগন্নাথের ভোগ ১৪।২৬—৩৪, ১৫।৫৪-৫৫, রঘুনাথের দণ্ডমহোৎসব অ ৬, রাঘবের ঝালি অ ১০।১৫—৩৩, বন্যভোজন অ ১৮।১০৪—১৬০ প্রভৃতিও আস্বাদ্য। ইহাতে অমৃতকর্পূর (৩।১০।২৬), অমৃতাকলি (২।৪।১১৭), অমৃতগুটিকা (২।১২।১৬৭), অমৃতমণ্ডা (২।১৪।২৯), কর্পূরকূপী (৩।১০।১১৮), কর্পূরকেলি (৩।১৮।১০৬), পীযূষগ্রন্থি (৩।১৮।১০৬), রসালা (২।১৯।১৮২), রসপূপী (৩।১০।১১৮), শিখরিণী (২।৪।৭৪), দুগ্ধলকলকি (২।৩।৫৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুখাদ্য। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের (২৩।৮৩) অনঙ্গগুটিকা, দুগ্ধলড্ডুক ও সীধুবিলাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ভোজ্যবস্তু। শ্রীশচীমাতা, মা জাহ্নবা প্রভৃতির রন্ধন সর্বভক্তপ্রশংসনীয় ও ঈপ্সিত।

(৪) **রাজনীতি**—বাংলার বাদশাহ হোসেনশাহ্‌র মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছিলেন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন—শ্রীবল্লভ। উড়িষ্যায় রাজা ছিলেন—গজপতি প্রতাপরুদ্র। ইহাদের কথা তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৩৫ পৃষ্ঠায় সূচিত হইয়াছে। রায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগরের অধিকারী, গোপীনাথ পট্টনায়ক মালজ্যাঠাপাটের অধিকারী ; রাজার অর্থ নষ্ট করায় বড় জানার অকৃপা, চাঙ্গে চড়ান ও উদ্ধারাদি চরিতামৃত অন্ত্য নবম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। রাজধন-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তিতে (ঐ ৩।৯।৮৮-৯০) রাজপ্রতিনিধির ইতিকর্ত্তব্যতা সুষ্ঠু নির্ণীত হইয়াছে। হোসেনশাহের বেগম-কর্তৃক সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ ও মহাপ্রভু-কর্তৃক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা (ঐ ২।২৫।১৭৯-২০৬)।

---

* এ বিষয়ে প্রতীচ্যভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অনুসন্ধেয়—

1. History of Fine Arts in India and Ceylone—(Vincent Smith)
2. History of Indian Art—(Ananda Kumar Swamin)
3. History of Orissan Architecture—(R. D. Banerjee).
4. History of Indian and Eastern Architecture (Fergusson).
5. Mathura—(F. S. Growse).
6. Indian Architecture—(E. B. Havel).

‡ The first named community (Bangali or Gaudiya Vaisnabas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple-builders (Page 183, Mathura, a district Memoir—by F. S. Growse).

রাজা প্রতাপরুদ্র তাৎকালীন উৎকলের দোর্দণ্ড প্রতাপবান্ রাজা হইয়াও গৌরপ্রেমের ভিখারী—প্রভুর বহির্বাসপ্রাপ্তি (২।১২।৩৭—৪৭), পথসম্মার্জন (২।১৩।১৫—১৭) ইত্যাদিতে আদর্শ রাজার ভগবৎপ্রিয়তা পরিব্যক্ত।

(৫) **আয়ুর্বেদ**—ভাগ ২।৭।২১ এবং ৮।৮।৩৪, ৯।১৭।৪ ধন্বন্তরির আয়ুর্বেদ-প্রবর্ত্তকত্ব দেখা যায়, শ্রীচিত্রা সখী 'পশু-বৈদ্যবিদ্যা-উপচারশাস্ত্রে' সুনিপুণা ছিলেন (ভক্তমাল ৯)।

শ্রীচরিতামৃতে ধৃত আম (অ ১০।১৯-২০), কণ্ডু (অ ৪।২০১-৪), কুষ্ঠ (ম ৭।১৩৬), চন্দনাদিতৈল (অ ১২।১০২), মৃগী (ম ১৫।১২৬), সন্নিপাত (ম ২১।১৩৭) প্রভৃতিতে বহু ভৈষজশব্দের ব্যবহার হইয়াছে। প্রেমসম্পুটে (১৩।১৪) অখিলাময়-শাতন তৈলের প্রসঙ্গ আছে। মুরারিগুপ্ত "আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ। চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ—দুই তার ক্ষয়।" (চরিতামৃত ১।১০-১); বিষ্টম্ভচিকিৎসা (চৈ, ভা ২,২০।৬৪-৭০), খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস রাজবৈদ্য —তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম (চরিতামৃত ২।১৫।১১৯-১২৭)। দাস গোস্বামির মানসে পরমান্নভোজনে উদরাধ্মান-বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামির 'গুরুভোজন হইয়াছে' উক্তিতে তাঁহার আয়ুর্বেদবিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় হইতেছে।

(৬) **সঙ্গীতবিদ্যা**—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্যবাদ্যবিনোদ, মহাপ্রভু—'সংকীর্ত্তনৈকপিতা', তুঙ্গবিদ্যা—সঙ্গীতকলায় পারদর্শী ; শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ২২।৫৪-১০১, ২৩।১—৩৮, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ১৯ অধ্যায় দৃশ্য।

নৃত্য—শ্রীমহাপ্রভুর অলাতচক্রে নৃত্য (চৈ. চ ২।১৩।৮২) ও (চৈ ভা-২।৮।১৭৯) দ্রষ্টব্য। শ্রীনিত্যানন্দের সংকীর্ত্তনে মল্লবেশ (চৈ. ভা ৩।৫।৫১০—১৯)। তাণ্ডবনৃত্য—(চৈ. চ. ২।১১।২২৫, ১৩।১১-২), রাসে বহুবিধ নৃত্য, হস্তক-নৃত্যাদি।

অভিনয়—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দানলীলা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তৃতীয়াঙ্কে এবং রুক্মিণী-আবেশে নৃত্যবিনোদাদি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য অষ্টাদশে আস্বাদ্য—মাধবানন্দ ঘোষমুখে দানখণ্ড-গান-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমভক্তিবিকারাদি (চৈতন্যভাগবত—৩।৫।৩৭৮—৩৮৯)।

রাগ-রাগিনী বাদ্যাদি—রাগরাগিণীপ্রকট (ভক্তিরত্নাকর—১০।৫৩৯)

ডম্ফবাদ্যবিশারদ—শঙ্কর ঘোষ। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্যকারী মহেশপণ্ডিত (চরিতামৃতে ১।১১।৩২); বাদ্যসম্বন্ধে (ভক্তিরত্নাকর ৫।৩১০৯—৩১৭৬), নৃত্যসম্বন্ধে (ঐ ৫।৩১৭৯—৩৩০৪)।

স্বরোৎপত্তি—ভাগ ৩।১২।৪৬—"স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ।"

সুর—মনোহরসাহী, গরাণহাটী, রেণেটী, টেঁঞার ছপ ইত্যাদি।

সংকীর্ত্তনে প্রকট ও অপ্রকট লীলা-সমন্বয়—(ভক্তিরত্নাকর ১০।৫৭১—৬৩২)। রাগরাগিণী প্রভৃতি সম্বন্ধে পদামৃত-সমুদ্রের টীকা ও ভক্তিরত্নাকর (৫।২৪৮৯—৩০৯০) অন্বেষণীয়। গীতচন্দ্রোদয়ের অন্তর্গত রাগার্ণব ও তালার্ণব আলোচ্য। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীই সংকীর্ত্তনের বিপুল ইতিহাস। তাহারই ফলে বিরাট পদাবলী-সাহিত্যের অপূর্ব সমাবেশ।

(৭) **জ্যোতির্বিদ্যা**—ভাগ ৫।২১-২৪ এবং ১২।১১।৩২-৪৪ দ্রষ্টব্য। সুচিত্রা সখী মন্ত্রতন্ত্র-জ্যোতিষশাস্ত্রে বিচক্ষণ (ভক্তমাল ৯), ইন্দুলেখা সখী সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শিনী। মহাপ্রভুর কোষ্ঠিবিচারে চৈতন্যভাগবত (১।৩।১৫—২৮) ও সর্বজ্ঞের নিকট স্বরূপ-পরিচয়ে ঐ (১।১২।১৫৩—১৭৭) এবং চৈতন্যচরিতামৃতে (১।১৩।৯০) নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনাদিতে এবং (ঐ ২।২০।৩৮৪—৩৯১) জ্যোতিশ্চক্রের বর্ণনাতে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে তৎকালে জ্যোতির্বিদ্যায় মহাপারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হরিভক্তিবিলাসের তিথি-প্রভৃতির নিরূপণ-প্রসঙ্গেও জ্যোতির্বিদ্যার আবশ্যকতা ও মহা উপযোগিতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

(চ) প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ—চিত্রাদি—হস্তলিপি—ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ :—(১) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীগৌর (মুরারির কড়চা ৪।১৪।৮) নবদ্বীপে।

(২) শ্রীগৌরীদাস-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীনিতাইগৌর (কড়চা ৪।১৪।১২-১৪) অম্বিকা কালনায়।

(৩) শ্রীকাশীশ্বর-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীগৌরগোবিন্দ (সাধনদীপিকা ২।২৪ পৃঃ) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দমন্দিরে।

(৪) শ্রীমহেশ-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ (চাকদহ, পালপাড়া)।

(৫) শ্রীজগদীশ-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীগৌরগোপাল (যশোড়া—নদীয়া)।

(৬) শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুর-স্থাপিত শ্রীখণ্ডে
(৭) শ্রীমদ্ গদাধরদাসকর্তৃক কাটোয়ায় স্থাপিত
(৮) শ্রীকংসারি ঘোষকর্তৃক গঙ্গানগরে (বগুড়া) স্থাপিত
} এই শ্রীগৌরবিগ্রহত্রয় মহাপ্রভুর প্রকটকালে কুলাইগ্রামে নির্ম্মিত হয়।

(৯) শ্রীমুরারিগুপ্ত-কর্তৃক স্থাপিত শ্রীনিতাইগৌর (বনখণ্ডী মহাদেব, বৃন্দাবন)।

(১০) শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়-আবিষ্কৃত শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ (ভক্তিরত্নাকর ১০।১৯১-২০৩) খেতুড়।

(১১) শ্রীঠাকুর জগন্নাথ-কর্তৃক আবিষ্কৃত—শ্রীশ্রীযশোমাধব (শ্রীপাট আড়িয়াল, ঢাকা)।

(১২) শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি সেবিত শ্রীমেয়োকৃষ্ণ (ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ)।

(১৩) শ্রীসত্যভানু উপাধ্যায় (চৈ. ভা. তৈর্থিক বিপ্র)-সেবিত শ্রীবালগোপাল (শ্রীহরিদাস গোস্বামির গৃহে, নবদ্বীপ)।

(১৪) শ্রীক্ষীরচোরাগোপীনাথ (রেমুণা)।

(১৫) শ্রীঅভিরামগোপালের সেবিত—শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ (খানাকুল, কৃষ্ণনগর)।

(১৬) শ্রীক্ষেত্রে টোটা গোপীনাথ (শ্রীমন্ মহাপ্রভুকর্তৃক যমেশ্বর টোটায় আবিষ্কৃত)।

(১৭) কটকে সাক্ষিগোপাল [এক্ষণে পুরীর নিকট নীত]।

(১৮) শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দ-মন্দিরে শ্রীদাসগোস্বামিপাদের গোবর্দ্ধনশিলা।

(১৯) শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রাপ্ত চরণচিহ্নযুক্ত গিরিরাজ শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরে।

(২০) নদীয়া জিলায় গোস্বামীদুর্গাপুরে ১৫৯৬ শকে (কালাঙ্কবাণেন্দুমিতে) মুকুট রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায়-কর্তৃক শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র **বজ্রনাভ-কর্তৃক স্থাপিত বিগ্রহ**ঃ—১। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব, মথুরায় কেশবদেব, গোবর্দ্ধনে হরিদেব ও মহাবনে বলদেব—দেব-চতুষ্টয়, ২। বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথগোপাল, মদনগোপাল ও গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথগোপাল—গোপালচতুষ্টয়, ৩। মথুরায়—ভূতেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর—শিবচতুষ্টয়, ৪। মথুরায়—মহাদেবী, বৃন্দাবনে—বৃন্দাদেবী, চীরঘাটে কাত্যায়নী ও সঙ্কেতে সঙ্কেতবাসিনী—দেবীচতুষ্টয়।

গোস্বামিগণ-কর্তৃক প্রকটিত বিগ্রহঃ—(১) শ্রীরূপের—শ্রীগোবিন্দ, (২) শ্রীসনাতনের—শ্রীমদনমোহন, (৩) শ্রীজীবের—শ্রীরাধাদামোদর, (৪) শ্রীগোপালভট্টের—শ্রীরাধারমণ, (৫) শ্রীমধুপণ্ডিতের—শ্রীগোপীনাথ, (৬) শ্রীলোকনাথের—শ্রীরাধাবিনোদ, (৭) শ্রীশ্যামানন্দের—শ্রীশ্যামসুন্দর, (৮) শ্রীবিশ্বনাথের - শ্রীগোকুলানন্দ।

প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিগ্রহঃ—(১) খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর, (২) সুকচরে শ্রীগৌরনিতাই, (৩) পাণিহাটীতে শ্রীমদনমোহন, (৪) সাঁইবোনায় শ্রীনন্দদুলাল, (৫) মাহেশে শ্রীজগন্নাথ, (৬) চাতরায় মহাপ্রভু, (৭) এঁড়েদহে বালগোপাল, (৮) বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ, (৯) শান্তিপুরে শ্রীমদনগোপাল, (১০) বহরমপুরে মোহনরায় ও কৃষ্ণরায়, (১১) খেতুরে—গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, রাধারমণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও কৃষ্ণ, (১২) জালালপুরে শ্রীনন্দদুলাল।

প্রাচীন দলিল পত্রাদিঃ—

১। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক দলিল (রাধাকুণ্ডে ও পাণিহাটি গ্রন্থ-মন্দিরে)।

২। খড়দহ মন্দির-সম্পর্কে আলমগির-প্রদত্ত দলিল—(কলিকাতা শৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামিগৃহে) সাধনায় ২।১১ ইংরেজীতে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে বাদশাহ্ আমলের দলিল ও প্রাচীন মুদ্রা।

৪। শ্রীবৃন্দাবনে পশু-হত্যানিবারণের জন্য হুমায়ুন বাদশাহের ফারম্যান।

৫। পরকীয়া মতের প্রাধান্য-স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণদেব শর্মা-কর্তৃক শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের বরাবরে অজয়পত্র (১১২৮ সাল)।

৬। ঐ সম্পর্কে ১১২৭ সালে ইস্তফাপত্র।

৭। ১১৪০ সনে শ্রীহট্টে ঢাকা দক্ষিণের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহসেবার অংশ হস্তান্তরের দলিল (বরাহনগর গ্রন্থমন্দির)।

৮। ১০৬৬ হিজরি সালে সাহাজাহানের পুত্র দারাশাহ-কর্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজিউর সেবার জন্য ১৮৫ বিঘা জমির দানপত্র (Farman)।

৯। (৯৯৬) হিজরি সালে শ্রীদাস গোস্বামির নামে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী কয়েকজন ব্রজবাসীর ভূমিবিক্রয়পত্র। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থাগারে রক্ষিত **প্রাচীন শিলালিপি চিত্র**—

1. The Akshay Vata Inscription of Vigrahapal III.
2. The Visnupada Inscription of Narayanpala.
3. Vasudeva Temple Inscription of Govindapala 1232 S. E.
4. The Nrisingha Temple Inscription of Nyayapal.
5. British museum image Inscription of Mahendrapal.
6. Krisna Dwarika temple Inscription of Nyayapala.
7. লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ইত্যাদি।

প্রাচীন চিত্র—(১) শ্রীবিশাখাদেবীকৃত শ্রীমন্ মদনগোপালের চিত্রপট

(২) শ্রীরাধাকুণ্ডে মা জাহ্নবীর ঘাটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চিত্রপট

(৩) কুঞ্জঘাটা (বহরমপুর) রাজবাড়ীতে সপার্ষদ মহাপ্রভুর চিত্রপট

(৪) পুরীর রাজবাড়ীতে (life-sige)—

(৫) বম্বে ভোঁসলা হাউসে—(বর্গীরা বাংলা হইতে লইয়া যায়)

(৬) শ্রীকুণ্ডে শ্রীমদ্দাস গোস্বামির ভজন-কুটীরে রসরাজমহাভাব চিত্র—দিল্লীশ্বর মুসলমান সম্রাটের আদেশে উৎকলীয় সামন্তরাজের চিত্রকর-কর্তৃক সাক্ষাদ্ দৃষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের অবিকল চিত্র—

(৭) শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর গৃহে ছিল ; সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা নির্মিত। এঁড়েদহে মল্লিক মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে বর্ত্তমানে বিদ্যমান।

প্রাচীন হস্তলিপি—(১) শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে গীতা কালনায় (ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৪০)

(২) শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে শ্রীভাগবতের টিপ্পনী দেন্থুড়ে (?)

(৩) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির হস্তাক্ষরে মূল ভাগবত—দেন্থুড়ে (?)

(৪) শ্রীরূপগোস্বামিপাদের হস্তাক্ষর } শ্রীবৃন্দাবন রাধাদামোদরের মন্দিরে ও

(৫) শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের হস্তাক্ষর } নবদ্বীপ হরিবোল কুটিরে

(৬) শ্রীভাগবতাচার্য্যের হস্তলিখিত প্রেমতরঙ্গিণী—বরাহনগর পাটবাড়ীতে।

(৭) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত—দেন্থুড়ে

(৮) শ্রীসনাতন প্রভুর স্বাক্ষরযুক্ত দলিল—?

ব্যবহৃত দ্রব্যাদিঃ—(১) আগরতলা রাজবাড়ীতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্ত-সিংহাসন (রাজমালা ১।৩২৫)

(২) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৈঠা—কালনায় (ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৩৫)

(৩) শ্রীকৃষ্ণের হস্তের পাঞ্চজন্য শঙ্খ—মহীশূর রাজবাড়ীতে ?

(৪) শ্রীগৌরাঙ্গের উত্তরীয়—ভদ্রক সাঁইথিয়া শালিন্দীতীরস্থ মন্দিরে।

(৫) শ্রীসনাতন প্রভুর ভোট কম্বল—যমুনাতীরে এটোয়াতে।

(৬) ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কাষ্ঠপাদুকা ?

(৭) গম্ভীরায় (শ্রীরাধাকান্তমঠে) শ্রীগৌরাঙ্গের পাদুকা, করোয়া ও কন্থা।

(৮) শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পাগড়ী (শ্রীহরিদাস গোস্বামির গৃহে, নবদ্বীপে)।

(৯) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গলচাবুক ও ব্রহ্মদণ্ড নামক ছড়ি। (খানাকুল কৃষ্ণনগরে)

(১০) শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আনয়নের যষ্টি।

(১১) বরাহনগরে পাটবাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদুকা।

(১২) শ্রীবৃন্দাবন রাধারমণ-মন্দিরে মহাপ্রভুর গোপাল ভট্টকে প্রদত্ত আসন।

(১৩) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত শিলা, ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র ও যষ্টি—খড়দহের মন্দিরে।

(১৪) শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর—বর্দ্ধমান কুড়ুই গ্রামে মহান্ত-বাটীতে।

(১৫) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর খড়ম—বনবিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া)।

(১৬) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর গলদেশে ব্যবহৃত মালা ও কন্থা—শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরে।

(১৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নামের ঝোলা ও যষ্টি—পুরী হরিদাস ঠাকুরের মঠে।

(১৮) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচনাকালে শ্রীলোচন দাসের উপবেশন-পীঠ—প্রস্তরখণ্ড—(বর্দ্ধমান) কোগ্রামে—

প্রাচীন শ্রীমন্দিরাদি—[প্রাক্‌চৈতন্যযুগে] *

(১) পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির—রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক প্রথম সংস্কার ১৫০৪—৩২ খ্রীঃ।

(২) ভুবনেশ্বরের মন্দির—কেশরী বংশীয় রাজা যযাতি হইতে ষষ্ঠ ভূপতি ললাটেন্দুকেশরী ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খ্রীঃ) এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

(৩) কোণার্কের মন্দির—গঙ্গাবংশীয় সপ্তমরাজা নরসিংহদেবের কীর্ত্তি, দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

(৪) আলালনাথের মন্দির—

শ্রীচরণচিহ্ন—

(১) পুরীতে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন—(অধুনা শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থিত)।

(২) শ্রীবৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলে যাঁতার উপরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন।

(৩) শ্রীবৃন্দাবনে কাম্যবনে চরণ-পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন।

(৪) শ্রীবৃন্দাবনে বৈঠান গ্রামের চরণ-পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোমহিষগণের চরণচিহ্ন।

(৫) শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরের শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে চরণচিহ্নযুক্ত গিরিরাজ শিলা।

(৬) শ্রীনন্দীশ্বরে পাষাণের উপরে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন।

প্রাচীন খুন্তি—

১। শ্রীকানুঠাকুরের খুন্তি—ভাজন ঘাটের শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামিপাদের গৃহে।

২। চন্দননগর গোঁসাইঘাট মদনমোহন-মন্দিরে।

৩। হুগলি জেলায় তড়া আটপুরে শ্রীপরমেশ্বর দাসের মন্দিরে।

৪। শ্রীপাট খড়দহে রৌপ্য খুন্তি ও পিত্তল খুন্তি।

তিন প্রকার খুন্তি—পাঞ্জাযুক্ত, অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত ও ডবল অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত। এই সকল চিহ্ন সম্বন্ধে বিবিধ কিম্বদন্তী শুনা যায়। প্রথমতঃ হজরত মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন একদল লোক তিনি ঈশ্বর প্রেরিত কিনা এবিষয়ে

* শ্রীচৈতন্যযুগের শ্রীক্ষেত্রস্থ মঠমন্দিরাদি-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'শ্রীক্ষেত্র' (১৫৪—২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সন্দিহান হইয়া কোন অলৌকিক প্রমাণ দেখিতে চায়। হজরত একপূর্ণিমা রাত্রে আঙ্গুলি-হেলনে পূর্ণচন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এই ঘটনার স্মরণেই মুসলমানেরা জাতীয় পতাকায় 'অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন' ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ঘটনা এই যে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মাসিডন-অধিপতি ফিলিপ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবরোধ করেন। রাত্রের অন্ধকারে গোপনে ফিলিপের সৈন্যগণ প্রাচীর ভগ্ন করিতেছিল, সেই সময়ে তারকাসহ চন্দ্রকলা উদিত হওয়াতে দুর্গপ্রহরীগণ শত্রুর কার্য্য দেখিতে পায়। তখন হইতে তুরস্করাজ সতারকা চন্দ্রকলা স্বকীয় রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করেন। তৃতীয় মত এই যে গ্রীসের ইলিরিয়া অঞ্চলে গ্রীস জয় করিয়া তুর্কিরা গ্রীসদের নিকট হইতে ঐ পতাকা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় জাতীয় পতাকা করেন। চতুর্থ রোমক সম্রাটের পতাকায় ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত॥ ১৪৫৩ খৃঃ তুরস্ক সুলতান ২য় মহম্মদ খাঁন উঁহাদিগকে পরাস্ত করত ঐ পতাকাও কাড়িয়া লয়॥ (প্রবাসী—মাঘ ১৩২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কাজিদলন-বিবরণ আছে—কাজি সংকীর্ত্তন নির্বিরোধে প্রচারিত হওয়ার জন্য **ছাড়পত্র**রূপে ঐ অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত পতাকা দান করেন। কেহ কেহ বলেন হুসেনশাহ মহাপ্রভুর অবাধ ভ্রমণ ও কীর্ত্তন-প্রচার জন্য ঐরূপ খুন্তিদান করেন॥ প্রবাদ—মহাপ্রভু এই খুন্তি নামপ্রচার-করণে আদেশদানকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই দান করেন। উহা কালক্রমে খড়দহে আনীত হয়। উহাই এখনও খড়দহে আছেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের নিকট যে খুন্তি ছিল, তিনি উহা খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যবংশীয় মালীপাড়া শ্রীপাটের রঘুনাথ গোস্বামিজিকে দিয়াছিলেন। ঐ খুন্তি লইয়া রঘুনাথের সহিত বীরভদ্র প্রভুর বিবাদ হইলে বীরভদ্র উহাকে গঙ্গাজলে নিঃক্ষেপ করেন। ঐ খুন্তি অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় চন্দননগর গোঁসাইঘাটে দেখা দেয়—এই ঘাটকে 'জগদীশ ঘাট'ও বলা হয়। রঘুনাথ খুন্তিখানি গৃহে আনিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউর মন্দিরে রাখিয়া দেন। ১২৯২ সাল হইতে ঐ স্থানে প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে 'খুন্তির মেলা' হইয়া থাকে। (নবসজ্ঞ ১৩৩১। ৮ম সংখ্যা)।

(ছ) বৈষ্ণব-প্রদর্শনী

আবশ্যকতা—বিশ্ব-প্রদর্শনীতে যে সকল বিচিত্র সম্পৎ বিদ্যমান, তাহারই পূর্ণবিম্ব বা মূলাধার-স্বরূপে অনন্তগুণে পরিপূর্ণ হেয়ধর্ম-বিবর্জ্জিত অনাবিল অনন্তবৈচিত্ররাজি অলৌকিক ব্রহ্মাণ্ডে বা গোলোকে দেদীপ্যমান—ইহাই সুমনীষী ও বাস্তব বৈজ্ঞানিকদের মত। অলৌকিক চিজ্জগতের বৈচিত্রসমূহের অসম্যক্ অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র দেখিয়াই মানব মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের অনন্ত বৈচিত্রীর কেহই সন্ধান রাখে না। প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত দ্রব্যজাতের প্রদর্শনী হইতে পারে না, এ কথা সত্য; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ১১।২৯।২২ শ্লোকার্থ-অনুসারে ছায়া ধরিয়াও কায়ার অনুসন্ধান হইতে পারে। ভৌগোলিক মানচিত্রের সাহায্যে যেমন অদৃশ্য অস্পৃশ্য দেশসমূহেরও স্থিতি, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী বা বৈষ্ণব-প্রদর্শনী অপ্রাকৃত জগতের অনুসন্ধান জাগায় বলিয়া তাহার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। গোলোকের যে সকল ব্যাপারে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, বাস্তব রাজ্যের সেই সকল কথা এই দেশেও বুঝাইয়া দিবার জন্য এইরূপ প্রদর্শনীই প্রয়োজন। সনাতন ধর্মের পূর্ব্বতন অবস্থা, তাহার লোপ ও পুনরভ্যুত্থান কিরূপ ছিল, হইয়াছে বা হইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ে যদি এই সব প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়, তবেই তাহা 'প্রদর্শনী'-নামের সার্থকতা বহন করিতে পারে। প্রাকৃত প্রদর্শনীতে ভোগতৃষ্ণাই বৃদ্ধি করে, কিন্তু এই অপ্রাকৃত প্রদর্শনী বুদ্ধিমান্ দ্রষ্টার হৃদয়ে শ্রীভগবানে রতিমতি বহন করে, যেহেতু ইহাতে শাস্ত্রের কথা, ভক্ত-ভগবানের লীলাবিনোদই দেখান হয়।

* শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির এবং মনীষিদের মনীষার পরিচয় হইতেছে এইস্থলে যদি তাহারা মর্ত্ত্য ও অনৃত (অসত্য) পার্থিব বস্তুদ্বারা অমৃত ও সত্যস্বরূপ আমাকে প্রাপ্তি করে।"

এই জাতীয় প্রদর্শনীতে কি কি থাকিবে ? *

(১) **যাদুঘর**—ভারতীয় সাত্বত গ্রন্থাবলী ; হস্তলিখিত পুঁথি, পত্রিকা, শিলালিপি প্রভৃতি ; তীর্থবারি ও তীর্থরজঃ ; বিভিন্ন বিভিন্ন শালগ্রাম, বিগ্রহ, অর্চনদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, শৃঙ্গারদ্রব্য, কণ্ঠমালিকা, তিলকচিহ্ন, আসন, সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সামগ্রী, খুন্তি, শঙ্খ, মাঙ্গলিক দ্রব্য, যজ্ঞোপকরণ, অভিষেক-সামগ্রী, মুদ্রা, পুষ্পতুলসী, নৈবেদ্য, নীরাজন-সামগ্রী প্রভৃতি।

(২) **চিত্রকলা বিভাগ**—ভগবৎসম্বন্ধীয় তৈলচিত্র, দৃশ্যচিত্রাদি, তীর্থস্থান, মন্দিরাদি, আচার্য্যগণ, তাঁহাদের আবির্ভাব স্থান ও সমাধিস্থানাদি এবং মহাজনদের উপদেশাদিদ্বারা অঙ্কিত, গ্রথিত বা খোদিত পটাবলী।

(৩) **মানচিত্র**—ভারতীয় তীর্থস্থান, বিষ্ণুমন্দির, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলাদির মানচিত্র।

(৪) **প্রাণিবিভাগ**—ভগবৎসেবানুকূল প্রাণিসমূহের প্রদর্শনী—ভগবদ্বাহী হস্তী, ময়ূর, হরিণ, ধেনু প্রভৃতি, শুকশারিকাদি পক্ষী প্রভৃতি।

(৫) **কৃষি-বিভাগ**—শ্রীধামোৎপন্ন ভগবৎসেবোপযোগী বিবিধ ধান্য, ফল, ফুল শাকসবজী ইত্যাদি।

(৬) **শ্রমশিল্প-বিভাগ**—ভগবৎসেবার জন্য গৃহশিল্প, কারুশিল্প, অলঙ্কার, তৈজসপত্রাদি, মন্দিরাদি সাজাইবার উপকরণাদি, চারুশিল্প, ভাস্কর্য্য, আলিম্পন, আসনাদি।

(৭) **বস্ত্রবিভাগ**—বিভিন্ন পোষাক, নামাবলী, রোমবস্ত্র, গালিচা সতরঞ্চ প্রভৃতি।

(৮) **খনিজদ্রব্য বিভাগ**—অভ্র, গৈরিকাদি, স্বর্ণরৌপ্যাদি, হিরকাদি, খনিজ রং প্রভৃতি।

(৯) **সুগন্ধিদ্রব্য বিভাগ**—সেবোপযোগী আতর, অগুরু, কস্তুরী, গোলাপ জল, চতুঃসম, ধূপ ও ধূপশলাকাদি, কুঙ্কুম, কর্পূরাদি।

(১০) **প্রাণিজাত দ্রব্যবিভাগ**—গব্য, গোরোচনা, মোম, মধু, কস্তুরী, মুক্তা, চামর, ময়ূরপুচ্ছাদি।

(১১) **ভগবন্নৈবেদ্য-বিভাগ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় বিবিধ খাদ্যদ্রব্য—রাঘবের ঝালি, ছাঁচ, নারিকেলের চিড়া, জিলাপী, অমৃতী, মতিচুর, পাটালি, জয়নগরের মোয়া, সীতাভোগ, মিহিদানা প্রভৃতি। নিবেদিত প্রসাদ—শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ, শ্রীনাথদ্বারের প্রসাদ, শ্রীবৃন্দাবনের সপ্ত দেবালয়ের প্রসাদ, ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ, চৌষট্টি মোহন্তের ভোগারাধনার প্রসাদ—মহামহাপ্রসাদ প্রভৃতি।

(১২) **কাগজশিল্প-বিভাগ**—ভগবৎসেবানুযায়ী বিবিধ সামগ্রী ও লীলোদ্দীপক রমণীয় চিত্রাদি।

(১৩) **মূর্ত্তিশিল্প বিভাগ**—প্রস্তরে বা মৃত্তিকায় নির্মিত উপদেশপূর্ণ ভগবল্লীলা যেমন—শ্রীরূপসনাতন-শিক্ষা, সার্বভৌম-উদ্ধার, কাজিদমন, জগাই-মাধাই-উদ্ধার ইত্যাদি।

(১৪) **গ্রন্থাদি-প্রকাশ ও প্রচারবিভাগ**—সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়া সুপ্রাচীন দুর্লভ গোস্বামি গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্যদের ভক্তি-গ্রন্থমালা ও চিত্রাবলী-প্রকাশ ও প্রচার ইত্যাদি।

(১৫) **চলচ্চিত্রে বা ছায়াচিত্রে বক্তৃতা—লীলাভিনয়াদি**—

প্রদর্শনী-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক **মুদ্রিত গ্রন্থ**—

১। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, ২। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ, ৩। A Synopsis of The Theistic Exhibition at Dacca 1933. ৪। The Theistic Exhibition Guide. ৫। প্রদর্শনী-পরিচয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রদর্শনী-সমূহের **উদ্বোধন দিবস**-তালিকা—

কুরুক্ষেত্রে—(১) ৪ঠা নবেম্বর ১৯২৮, (২) ২১শে আগষ্ট ১৯৩৩, (৩) ১৯শে জুন ১৯৩৬। **শ্রীধাম মায়াপুরে**—(৪) ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। **কলিকাতায়**—(৫) ৫ই নবেম্বর ১৯৩০। (পারমার্থিক প্রদর্শনী); (৬) ৬ই সেপ্টেম্বর [সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী] **ঢাকায়**—(৭) ৬ই জানুয়ারী ১৯৩০ ; **পাটনায়**—(৮) ১৪ই নবেম্বর ১৯৩৩।

* এইস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল, বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা কর্ত্তৃক ৪৪৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রচারিত 'শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী' পুস্তিকাই দ্রষ্টব্য।

কাশীতে—(৯) ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৩, **প্রয়াগে**—(১০) ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৬। এই মঠের এই জাতীয় প্রচার-বার্ত্তা বহু সাময়িক পত্র তারস্বরে উদ্ঘোষিত হইয়াছে।

পাণিহাটিতে—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টমহাশয় কর্ত্তৃক ১৩০৪ সালে ১লা মাঘে প্রতিষ্ঠিত ও তৎপরে ১৩৪১ সালে **বরাহনগর পাটবাড়ীতে** স্থানান্তরিত "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে" সদাকালের জন্য উন্মুক্ত বৈষ্ণব-প্রদর্শনীতে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহের অধিকাংশই সুচারুভাবে সুসজ্জিত আছে। এই অক্লান্তকর্মা মহামনস্বী নীরবে ধনজন-বলবর্জ্জিত হইয়াও যে এতাদৃশ বিরাট্ প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, যাহার পরিদর্শনে দেশবিদেশের লোক—পাশ্চাত্য দেশের মহামনস্বীগণও * একবাক্যে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেছেন—ইহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্তিই বটে। এই গ্রন্থমন্দিরের প্রাচীন পুঁথিবিভাগের ৭।৮ খানা পুঁথি লইয়া শ্রীনবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের হরিদাস দাস তৎপ্রকাশিত 'শ্রীগৌড়ীয় গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের' আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে—অন্ধকারময় কারাকক্ষে বিবিধ কীটের ভোজন ব্যাপৃত মুখ হইতে—গৃহের আবর্জ্জনাবোধে পথে ঘাটে, পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে সমাধির কবল হইতে—এই সব প্রাচীন পুঁথিগুলি স্কন্ধে বক্ষে বহনক্রমে সযত্নে উদ্ধার করিয়া শ্রীঅমূল্যধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাহিত্য-সাম্রাজ্যে যে অমূল্য ধন দিয়া স্বনাম সার্থক করিলেন—এই জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ এই মহা অবদানের কথা এখন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার না করিলেও কিন্তু ইতিহাস ভুলিতে পারিবে না; কবির ভাষায় আমরাও অমূল্যধনকে বলিতেছি, হে মহাজন! হে নীরব কর্মি! "উৎপৎস্যতেঽস্তি তব কোঽপি সমানধর্মা কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী"।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টকৃত-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিবস-তালিকা ও স্থান—

(১) ১৩৩২ সালে ৯ই কার্ত্তিক পাণিহাটিতে; (২) ১৩৩৩ সালে ২১ শে কার্ত্তিক পাণিহাটীতে; (৩) ১৩৩৪ সালে ৪ঠা আষাঢ় কলিকাতা চালতাবাগানে; (৪) ১৩৩৪ সালে ৬ই কার্ত্তিক পাণিহাটীতে, (৫) ১৩৩৫ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে চালতাবাগানে; (৬) ১৩৩৫ সালে ২৫শে কার্ত্তিক পানিহাটীতে; (৭) ১৯২৮ সালে ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা আশুতোষ বিল্ডিং; "All India Library Exhibition"; (৮) ১৩৩৫ সালে ৭ই চৈত্র দুর্গাপিতুড়ী লেইনে, কলিকাতা; (৯) ১৩৩৫ সালে ১১ই চৈত্র Wellington Park, Calcutta; (১০) ১৩৩৬ সালে ২৪শে বৈশাখ চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ; (১১) ১৯২৭ সালে ১লা মে চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ; (১২) ১৯৩১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর প্রাবিক লাইব্রেরী; (১৩) ১৩৩৯ সালে মাঘমাসে মুঙ্গের রাজবাড়ী; (১৪) ১৩৩৯ মাঘে ভাগলপুর বারানসী বাবুর বাড়ী; (১৫) ১৩৩৩ সালে ১লা ফাল্গুন চন্দননগর নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে; (১৬) ১৩৪৩ সাল ভবানীপুর নর্দার্নপার্ক; শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে; (১৭) (১৮) ১৯৩০ সালে কার্ত্তিক-উৎসবে পাণিহাটী হাইস্কুলে; (১৯)? ঢাকা শঙ্খনিধি মন্দিরে; (২০)? মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুর হরিসভায় উৎসবে; (২১) ১৩৫২ সালে ৪ঠা মাঘ পাণিহাটী বটবৃক্ষমূলে মহাত্মা গান্ধীজির আগমনে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের **সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর** আদর্শ—(১) দশাবতার, (২) আরোহ ও অবরোহ পথ—নিজেদের চেষ্টায় ভগবানকে জানিতে যাওয়াই আরোহপথ, যেমন লণ্ঠন দিয়া সূর্য্য দেখা; আর ভগবানের দয়ায় তাঁহাকে জানা—অবরোহপথ, যেমন সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্যদেখা। (৩) আরোহপথ বা রাবণের সিঁড়ি। বিবরণ-পুস্তিকাতে এই আদর্শের বিস্তৃত ব্যাখ্যানও দেওয়া হইয়াছে।

[জ] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার-প্রসার-সম্বন্ধে উপায়-নির্দ্ধারণ :—

(১) **সর্ব্বত্র নাম-কীর্ত্তন প্রচার**—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশে গ্রামে নগরে চত্বরে উচ্চকণ্ঠে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন প্রচার করিতে হইবে। সপ্তজিহ্ব হুতাশনের ন্যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুখোচ্চারিত সপ্তমহিমাত্মক (চেতোদর্পণমার্জন)

* Brazil হইতে প্রকাশিত O Pensamento নামক পর্ত্তুগীজ পত্রিকায় ১৯৩২ খৃঃ জুন সংখ্যায় A Exposicao de Vaisnab শীর্ষক প্রবন্ধে পাণিহাটীর বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পরম বিজয়েই যত বিরোধ, অসামঞ্জস্য, মতানৈক্য, অসৌহার্দ্য প্রভৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবে ; **"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"**। সুতরাং দেশে বিদেশে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীহরিনামের প্রচার-প্রসারই মুখ্যতম উপায়। স্বস্বরুচিকর নামই উচ্চকণ্ঠে গেয়।

(২) **সুলভে শ্রীগ্রন্থ-প্রচার**—শ্রীশ্রীগোস্বামি-মহাজনদিগের ভাবধারা, বিচার-নৈপুণ্য, ভক্তিমার্গ ও প্রেমধর্মের মহামাধুরী-সমুদ্রে সকলকে নিমজ্জন করাইবার জন্য **সুলভে** শ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের **প্রকাশ** করিতে হইবে, যাহাতে সহজে নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণও এই সকল গ্রন্থরত্নের পঠনপাঠনে লাভবান হইতে পারেন। এইজন্য একটি গৌড়ীয় **মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যক**, তাহাতে কেবল ভক্তিগ্রন্থই মুদ্রিত হইবে ; প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ অপ্রকাশিতপূর্ব, তাহাদিগের সংগ্রহ, সঙ্কলন ও অনুবাদাদিপূর্বক প্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিতপূর্ব অথচ নিঃশেষিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, তৃতীয়তঃ বিভিন্ন (হিন্দী, ওড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী প্রভৃতি) ভাষায় ইহাদের অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনামূলক গবেষণাদি প্রকাশ, চতুর্থতঃ সাময়িক পত্রিকার (ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি) মুদ্রণ—ইহাতে কেবল ভক্তিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অথবা অপ্রকাশিত পদ, সাহিত্য ও শ্লোকাদি থাকিবে। নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় জীবন গঠন করিতে হইলে যেসব উপদেশ, পরামর্শ, ব্যক্তিগত অনুভব বা ভূয়োদর্শিতাদির প্রয়োজন, তাহাও ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

(২) **বৈষ্ণববিদ্যালয় স্থাপন**—প্রত্যেক ধামে, প্রত্যেক দেশে, প্রতি জিলায়, প্রতি মহকুমায় ও প্রতি থানায় ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবীয় আচার-প্রণালী রীতিনীতি-শিক্ষার সহিত ভক্তিগ্রন্থাদির পঠন পাঠনের জন্য প্রচুরতর ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত (trained) অথচ পুরাণের ভাবধারা ও আচার প্রচারের সহিত সুপরিচিত অধ্যাপক চাই। ছাত্রদের জন্য লোকালয় হইতে স্বতন্ত্র আবাস করিতে হইবে, তাহাতে সাধারণতঃ পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবোপযোগী বস্তুর সহিত খাদ্যদ্রব্যেরও যথোপযুক্ত উৎপাদন করিবার প্রশস্ত স্থান চাই, অবসরমত শিক্ষার্থিগণই এই বাগানে কাজ করিবে। তাহারা নিজেরাই পালাক্রমে রন্ধনাদি করিবে, সাধারণতঃ প্রতি সেবার কার্য্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পটুতা অর্জন করিবে, ঐ প্রাঙ্গণে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থানে যে দেবালয় থাকিবে, তাহার প্রতি সেবাকার্য্যে শিক্ষার্থিগণই যথাসাধ্য সহায়তা করিবে। শারীরিক ব্যায়ামাদিও সময়মত করিতে হইবে। 'সর্বমাত্মবশং সুখং'—এই নীতিটি প্রতিশিক্ষার্থী দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্য দিয়া নিজের জীবনে আচরণ করিবে। ভক্তিগ্রন্থে শিক্ষণীয় বস্তু হৃদয়ে যথাযথ ধারণা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা তাহাই শিক্ষার্থী পরমাদরে বরণ করিবে।

(৪) **আদর্শ বৈষ্ণব-জীবনগঠন**—ভক্তিময় জীবন সর্বনিরপেক্ষ হইলেও শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের উদয়বৎ ভক্তি-প্রাদুর্ভাবোপযোগী আধারটিতে শোধনাদির অপেক্ষা ও আবশ্যকতা আছে। তজ্জন্য পূর্বপূর্ব সিদ্ধ মহাজনদিগের আদর্শ ও জীবনী (স্বস্বরুচি অনুসারে) এমনভাবে স্ফুটতররূপে সাধকের চক্ষুসমীপে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতি কার্য্যেই তাঁহাদের বিদ্যমানতা অনুক্ষণ অনুভব করিয়া নিত্য জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়। সিদ্ধ মহাজনদের সাধনাবস্থার প্রত্যেক কার্য্য আচার ব্যবহার, রীতি নীতির বৈশিষ্ট্য সুনিপুণতার সহিত অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত চলিতে পারিলে—গন্তব্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌছিতে পারিব। সাধকজীবনে উত্থান-পতনের অগণিত আশা-নৈরাশ্যের মধ্যদিয়াই যাইতে হয় ; অধ্যবসায়, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা ইত্যাদি ছাড়িতে নাই।

(৫) **নগরে গ্রামে প্রদর্শনী ; ছায়াচিত্রে, চলচ্চিত্রে বক্তৃতা ও লীলাভিনয়** প্রভৃতি আবশ্যকতাসম্বন্ধে পূর্বেই (পা ১৭ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান যুগোপযোগীত বটেই, অধিকন্তু সহজে দুর্দ্দান্ত মন-আকর্ষণেরও একটা মহৎ উপায়। ব্যক্তিগত অনুভবেই বলিতেছি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লীলাভিনয় দেখিয়া অনেক বিধর্মীও অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনিতাইগৌর নামের সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(৬) **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা**—মাদৃশ ক্ষুদ্রতম বাচালের এই প্রস্তাব

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পরম বিজয়েই যত বিরোধ, অসামঞ্জস্য, মতানৈক্য, অসৌহার্দ্য প্রভৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবে; "**নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে**"। সুতরাং দেশে বিদেশে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীহরিনামের প্রচার-প্রসারই মুখ্যতম উপায়। স্বস্বরুচিকর নামই উচ্চকণ্ঠে গেয়।

(২) **সুলভে শ্রীগ্রন্থ-প্রচার**—শ্রীশ্রীগোস্বামি-মহাজনদিগের ভাবধারা, বিচার-নৈপুণ্য, ভক্তিমার্গ ও প্রেমধর্মের মহামাধুরী-সমুদ্রে সকলকে নিমজ্জন করাইবার জন্য **সুলভে** শ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের **প্রকাশ** করিতে হইবে, যাহাতে সহজে নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণও এই সকল গ্রহরত্নের পঠনপাঠনে লাভবান হইতে পারেন। এইজন্য একটি গৌড়ীয় **মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যক**, তাহাতে কেবল ভক্তিগ্রন্থই মুদ্রিত হইবে; প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ অপ্রকাশিতপূর্ব, তাহাদিগের সংগ্রহ, সঙ্কলন ও অনুবাদাদিপূর্বক প্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিতপূর্ব অথচ নিঃশেষিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, তৃতীয়তঃ বিভিন্ন (হিন্দী, ওড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী প্রভৃতি) ভাষায় ইহাদের অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনামূলক গবেষণাদি-প্রকাশ, চতুর্থতঃ সাময়িক পত্রিকার (ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি) মুদ্রণ—ইহাতে কেবল ভক্তিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অথবা অপ্রকাশিত পদ, সাহিত্য ও শ্লোকাদি থাকিবে। নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় জীবন গঠন করিতে হইলে যেসব উপদেশ, পরামর্শ, ব্যক্তিগত অনুভব বা ভূয়োদর্শিতাদির প্রয়োজন, তাহাও ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

(২) **বৈষ্ণববিদ্যালয় স্থাপন**—প্রত্যেক ধামে, প্রত্যেক দেশে, প্রতি জিলায়, প্রতি মহকুমায় ও প্রতি থানায় ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবীয় আচার-প্রণালী রীতিনীতি-শিক্ষার সহিত ভক্তিগ্রন্থাদির পঠন পাঠনের জন্য প্রচুরতর ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত (trained) অথচ পুরাণের ভাবধারা ও আচার প্রচারের সহিত সুপরিচিত অধ্যাপক চাই। ছাত্রদের জন্য লোকালয় হইতে স্বতন্ত্র আবাস করিতে হইবে, তাহাতে সাধারণতঃ পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবোপযোগী বস্তুর সহিত খাদ্যদ্রব্যেরও যথোপযুক্ত উৎপাদন করিবার প্রশস্ত স্থান চাই, অবসরমত শিক্ষার্থিগণই এই বাগানে কাজ করিবে। তাহারা নিজেরাই পালাক্রমে রন্ধনাদি করিবে, সাধারণতঃ প্রতি সেবার কার্য্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পটুতা অর্জন করিবে, ঐ প্রাঙ্গণে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থানে যে দেবালয় থাকিবে, তাহার প্রতি সেবাকার্য্যে শিক্ষার্থিগণই যথাসাধ্য সহায়তা করিবে। শারীরিক ব্যায়ামাদিও সময়মত করিতে হইবে। 'সর্বমাত্মবশং সুখং'—এই নীতিটি প্রতিশিক্ষার্থী দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্য দিয়া নিজের জীবনে আচরণ করিবে। ভক্তিগ্রন্থে শিক্ষণীয় বস্তু হৃদয়ে যথাযথ ধারণা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা তাহাই শিক্ষার্থী পরমাদরে বরণ করিবে।

(৪) **আদর্শ বৈষ্ণব-জীবনগঠন**—ভক্তিময় জীবন সর্বনিরপেক্ষ হইলেও শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের উদয়বৎ ভক্তি-প্রাদুর্ভাবোপযোগী আধারটিতে শোধনাদির অপেক্ষা ও আবশ্যকতা আছে। তজ্জন্য পূর্বপূর্ব সিদ্ধ মহাজনদিগের আদর্শ ও জীবনী (স্বস্বরুচি অনুসারে) এমনভাবে স্ফুটতররূপে সাধকের চক্ষুসমীপে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতি কার্য্যেই তাঁহাদের বিদ্যমানতা অনুক্ষণ অনুভব করিয়া নিত্য জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়। সিদ্ধ মহাজনদের সাধনাবস্থার প্রত্যেক কার্য্য আচার ব্যবহার, রীতি নীতির বৈশিষ্ট্য সুনিপুণতার সহিত অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত চলিতে পারিলে—গন্তব্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌছিতে পারিব। সাধকজীবনে উত্থান-পতনের অগণিত আশা-নৈরাশ্যের মধ্যদিয়াই যাইতে হয়; অধ্যবসায়, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা ইত্যাদি ছাড়িতে নাই।

(৫) **নগরে গ্রামে প্রদর্শনী; ছায়াচিত্রে, চলচ্চিত্রে বক্তৃতা ও লীলাভিনয়** প্রভৃতি আবশ্যকতাসম্বন্ধে পূর্বেই (পা ১৭ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান যুগোপযোগীত বটেই, অধিকন্তু সহজে দুর্দান্ত মন-আকর্ষণেরও একটা মহৎ উপায়। ব্যক্তিগত অনুভবেই বলিতেছি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লীলাভিনয় দেখিয়া অনেক বিধর্মীও অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনিতাইগৌর নামের সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(৬) **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা**—মাদৃশ ক্ষুদ্রতম বাচালের এই প্রস্তাব

(suggestion) গুলি কার্য্যকরী তথনই হইতে পারে, যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সমবেতভাবে সমাজের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া শৃঙ্খলাবন্ধনে কার্য্য করিতে পারেন। সাধনার বিভিন্নতা, ব্যক্তিগত আদর্শের বৈবিধ্য, ইষ্ট-সম্পর্কীয় বিবাদবিসম্বাদাদি যত কিছু অসামঞ্জস্য আছে, প্রীতিতে সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। যদি আমরা গৌড়ীয় সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হই, তবে ব্যক্তিগত স্বার্থটিকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সকলেই প্রণয়-বন্ধনে এক সাধারণ ভূমিতে (Common ground) মিলিত হইয়া যথাশক্তি কার্য্য করিতে হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি নাশ করিবার জন্য ভগবদবতার বা তচ্ছক্তি প্রাদুর্ভাব হয়—একথা সত্য বটে; আমরা সর্বথা দুর্বল বলিয়া কি সমবেতভাবে সেই পাঞ্চজন্যধারী হৃষীকেশের শ্রীচরণে প্রার্থনাও জানাইতে পারি না? সাধন-জগতে—ভক্তির হাটে—দুর্ভিক্ষ নিরাকরণ জন্য কি তাঁহার দরবারে নিবেদনও করিতে পারি না? তিনি সর্বজ্ঞ হইলেও, এই সব শোধন কার্য্য তাঁহার হইলেও—আমরা দৈনিক অভাব অভিযোগগুলিও সেই জগৎপাতার সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারি না?

(ঝ) পারমার্থিক ইতিহাস, ভূগোল ও অভিধানের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বকালে এদেশে **ইতিহাস** লিখার রীতি ছিল না, গ্রন্থকর্ত্তাগণও সময় সময় নিজনাম ব্যবহার করেন নাই, যেহেতু প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা পথের কণ্টক মনে করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ত প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠা বলিয়া দূরতঃ ত্যাজ্যই করিয়াছেন, কাজেই পরবর্ত্তীকালের অনুসন্ধিৎসুগণকে ঐতিহ্যবিষয়ে অন্ধকারে চলিতে হয়, ফলে বহু বিরুদ্ধমত ও উপপন্থার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ইতিহাস-জাতীয় হইলেও তাহাতে সময়-নিরূপণের কোনই সঙ্কেত নাই। অষ্টাদশ শকাব্দের প্রথমার্ধে শ্রীনরহরি-ঘনশ্যাম ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ঐতিহাসিকের ভাবে পূর্ব ও পরবর্ত্তীকালের মহাজনদিগের চরিত্রাঙ্কণে প্রয়াস করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব এবং ঐতিহ্য ঐ পুস্তকসমূহ হইতে গৃহীত হয় না।

ভূগোল-সম্বন্ধেও এই কথা। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বহু দেশ, নদী, পর্বত, স্থানাদি সংসূচিত হইলেও আমরা তাঁহাদের সংস্থান-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কালের গতিতে নাম-পরিবর্ত্তন, প্রাক্তন স্থানের সীমা-সঙ্কোচ প্রভৃতি সংঘটিত হইলেও তাহাদের সাধারণ জ্ঞান থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপ্রভৃতির পদাঙ্ক-পূত স্থানগুলি দর্শন করিতে কাহারও ইচ্ছা হইলে এজাতীয় ভূগোলের অভাবে তাঁহাকে নিরুপায়ই হইতে হয়। পূর্বোক্ত শ্রীমন্নরহরিঘনশ্যাম কেবলমাত্র শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের পরিক্রমা-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, কালের প্রভাবে স্থান লুপ্ত হইলেও কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উহারা বিলুপ্ত হইবে না। *

উদাহরণস্বরূপে সর্বশাস্ত্রমূর্দ্ধন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অধিবেশনস্থানগুলি ধরা যাউক। **প্রথম** অধিবেশনস্থান—সরস্বতীনদীর পশ্চিমতটে **'শম্যাপ্রাস'** নামক স্থানে বদরীবৃক্ষশোভিত ব্যাসাশ্রমে (১।৭।২—৮), এইসময়ে মহামুনি শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদের আদেশে এই সাত্বত সংহিতা প্রকাশ করিয়া নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে পড়াইয়াছেন। **দ্বিতীয়** অধিবেশনস্থান—গঙ্গাতটস্থ **'শুকরতল'**—এস্থানে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট সপ্তাহকাল শ্রীভাগবত-কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ব্যাঘ্র-শিবাদির স্বচ্ছন্দ বিহারভূমি, মজঃফরনগর (ই, আই, আর) হইতে ১০ মাইল পাকারাস্তা অথবা বিজনৌর হইতে ৭ মাইল যাইয়া গঙ্গাতটে কিছুদূরে। শুকরতল হইতে পাঁচ মাইল পূর্বদিকে ভাগীরথীর অপরপারে 'বিদুরকুটীর', বিদুরকুটীরের বিপরীত তটে মিরাট জিলায় 'হস্তিনাপুর'—এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনস্থান। **তৃতীয়** অধিবেশনের স্থান—গোমতিতটস্থ **'নৈমিষারণ্য'** (ই, আই, আর, নিমসার)—এখানে শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষির নিকট শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করেন।

আবার বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন কতকগুলি শব্দ, বাক্য বা পরিভাষাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা সাধারণতঃ ব্যবহার

---

* Helpbooks—1. Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by N. L. De. 2. Ancient Geography of India by Cunningham.

হয় না *। এই সকল শব্দ মাতৃকাক্রমে বিন্যস্ত হইয়া তাহাদের বিভিন্নার্থ সংসূচিত হইতে সাহিত্যিকদের মহা উপকার হয়। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব **অভিধানের**ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্রে 'অঞ্জসা' শব্দ শীঘ্র, যথার্থ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু ভাগবতে 'গ্রন্থার্জব' অর্থেও প্রযুক্ত। এইরূপ অপ্রায়ত্য=অশুচিত্ব, অপগুহ্ন, = আত্মঘাতী, পরাবরজ্ঞ=অতীতানাগতবিৎ, পারিবর্হ=পরিচ্ছদ ইত্যাদি (শব্দসারের শেষে দ্রষ্টব্য)। আবার শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এমন কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ আছে, যাহার জন্য একটী পৃথক্ অভিধানের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে ; শ্রীচরিতামৃতে কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ—আউল (অ ১৯।১১), আগল (আ ৬।৪৭), আড়াণি (ম ২৫।১২২), আজা (অ ৬।১৯১), আরিন্দা (অ ৩।১৮৮), কলার শরলা (অ ১৩।৫), কুথলী (অ ১০।২৩), ঠিকারী (ম ৪।১৩৯), নেতধটি (অ ৯।১০৭), পেটাঙ্গি (অ ১২।৩৭) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ইহাতে **আলঙ্কারিক** অতিশয়োক্তি (অ ১৮।৯৯), অনুপ্রাস (আ ১৬।৪৬), উপমা (আ ১৬।৭৮); **কালবিষয়ক** কেশব-নারায়ণ (ম ২০।১৯৮), উত্তম মন্বন্তর (ম ২০।৩২৫) প্রভৃতি; **খাদ্যবিষয়ক**—অমৃতকর্পূর (অ ১০।২৬), অমৃতকেলি (ম ৪।১১৭) ঐক্ষব (অ ১৬।১০৮), হরিবল্লভ (ম ১৪।৩০) প্রভৃতি, **দার্শনিক**—ক্ষেত্রজ্ঞ (ম ২৪।৩০৩-৫), অন্বয়ব্যতিরেক (ম ২০।১২৬), মহত্তত্ত্ব (ম ২০।২৭৬), **সম্বন্ধ** (আ ৭।১৩৯, ম ২২।৩), স্বাংশ (ম ২০।১৮৪), হ্লাদিনী (আ ৪।৫৯ ; **বৈয়াকরণ**—অধিকরণ (৬।১৪৪), অন্বাচয় (ম ২৪।২১৭), **বৈদ্যক** আম (অ ১০।১৯), মৃগী (ম ১৫।১২৬) ; **যোগশাস্ত্রীয়**—সিদ্ধি (ম ২৪।২৮), যম (ম ২২।১৪০) ; **রসশাস্ত্রীয়**—অধিরূঢ় (২৩।৫৩), আলম্বন (ম ২।৪৭), উদ্দীপন (ম ১২।৫৯), দিব্যোন্মাদ (ম ২।৬৪), নির্বেদ (ম ২।৩৫), বিলাস (আ ৪।৫৬), শৃঙ্গার (আ ৩।১১) ; **সঙ্গীতশাস্ত্রীয়**—গুর্জরীরাগ (অ ১৩।৭৯), পঞ্চকতান (ম ১৭।১৯৯) ; **জ্যোতিষশাস্ত্রীয়**—অষ্টবর্গ (আ ৫।১৯২) ষড়্‌বর্গ (আ ১৩।৯০) ; **স্মৃতিবিষয়ক**—অস্থ্রব্রজ্যা (ম ২২।১১৭), ওড়নষষ্ঠী (ম ১৬।৭৮), যোগপট্ট (ম ৬।৭৬), হেরাপঞ্চমী (ম ১।১৪৫) প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র অভিধান প্রয়োজন।

সুখের বিষয় গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষগণ এবিষয়ে অনুধাবন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্পাদনায় শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিতে স্থান, নদী, পর্বতাদির সূচিপ্রভৃতিও প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা **'বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি'** নামে এক বিপুল বৈষ্ণবাভিধান-প্রণয়নেও সচেষ্ট ছিলেন। এ বিরাট ব্যাপার সম্পাদন করিতে গেলে ধনবল ও জনবল উভয়ই চাই। গৌড়ীয় মঠের দুইই আছে, আমরা আশা করি এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করি—মঠের কর্তৃপক্ষগণ যেন এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া তাঁহাদের আরব্ধকার্য্য শীঘ্রই সমাধান করেন। পাণিহাটী হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ও **'চরিতাভিধান'** প্রকাশ করিতেছিলেন, 'অ' হইতে 'চ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া তৎপরে সাময়িক পত্রিকাতে শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুরারীলাল অধিকারী মহাশয়ও **'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'**তে এ জাতীয় চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়কে অভিধান বলা যায় না। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষের দিকে গ্রন্থে ধৃত স্থান নদী প্রভৃতির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ‡ আধুনিক যুগে এবিষয়ে ব্যাপকভাবে সম্মিলিত চেষ্টা কি কেহ করিবেন ? কিন্তু **"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ॥"**

---

*বৈষ্ণবেরা তরকারী 'বানান' বা অমানিয়া' বলেন, কিন্তু দেশের সর্বত্র 'কাটা' 'কুটা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণবদের এইরূপ উক্তির পশ্চাতে স্মৃতিশাস্ত্রেরই নির্দেশ রহিয়াছে—যথা—"বাগ্‌দুষ্টং ভাবদুষ্টঞ্চ রূপদুষ্টং পরিত্যজেৎ।" বাক্যদুষ্ট যেমন—অড়হরের ডালটা বিষ্ঠার মত দেখাইতেছে !! (২) ভাবদুষ্ট যেমন—'কাটা কুটা' শব্দ, 'জবাই' করা বলিলে যেমন অমেধ্য বস্তুর ছেদন বুঝাইয়া ঘৃণা জন্মায়, তদ্রূপ কাটাকুটা প্রভৃতিও বৈষ্ণবভাষায় বিরুদ্ধ ভাবের ব্যঞ্জক। (৩) রূপদুষ্ট যেমন—পশুপক্ষি প্রভৃতির ছাঁচ ইত্যাদি। পরমপ্রিয়তম শ্রীগৌরগোবিন্দের উদ্দেশ্যে যে সব সামগ্রী প্রস্তুত হইবে—তাহাতে সব বিষয়েই সাবধান হইতে হয়। আদর্শ—শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী। এইরূপে আপাত প্রতীয়মান লৌকিক অসামঞ্জস্যেরও সুসমাধান চিন্তনীয়।

‡ বৈষ্ণবসাহিত্যে ক্ষুদ্রতম এই শিশুটি এবিষয়ে কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র করিল। গৌড়ীয়-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুগণকে বিশেষভাবে জ্ঞানালোক দিতে পারিবেন।

(ঞ) বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে রাজন্যবর্গ

ওড়িয্যায় (১) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব—ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের পরিপোষক, শ্রীরামানন্দ-কাশীমিশ্র-সার্বভৌমভট্টাচার্য্য প্রভৃতির পরমপ্রিয় গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের পরিচয় বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক (১।৫-৭) তাঁহার অতুলনীয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ, শৌর্য্যবীর্য্য, উদারতা অথচ বৈষ্ণবতার পরিচয় দিতেছে। এই নাটকের প্রায় প্রত্যেক গীতিকার ভণিতায় কবি প্রতাপরুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতেই অনুমিত হয় যে রাজা পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রসঙ্গ প্রায় প্রতিচরিতগ্রন্থেই অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে। শ্রীচন্দ্রোদয় নাটকেও (প্রথমাঙ্ক) তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কথা, (৭-১০ অঙ্কে) বিবিধ প্রসঙ্গ, মহাকাব্যে (১৫।২১-৬) শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে স্বর্ণ-মার্জনী ধারণপূর্ব্বক সেবার কথা এবং গৌরগণোদ্দেশে (১১৮) শ্রীমুরারিগুপ্ত কড়চায় (৪।১৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত প্রভৃতিতে ইঁহার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয়ে (২৪।২৫৩ পৃঃ) গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত আছে যে প্রতাপপুর নামক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীজগন্নাথ ও দধিবামন বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন শুনিয়া রাজা-প্রতাপরুদ্র ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া একটি দারুময়ী শ্রীচৈতন্য-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন এবং নির্য্যাণকালের কিছুদিন পূর্ব্বে ৫৪ জন পাণ্ডার উপর সেবাভার সমর্পণ ও তজ্জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। পুরী রাজপ্রাসাদের মধ্যে অন্যান্য মুর্ত্তির সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মূর্ত্তি বিরাজমান—ইঁহাদের ভোগরাগের প্রচুরতর ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তদীয় **গ্রন্থাবলী**—(১) **শ্রীসরস্বতী-বিলাস**—(২) **প্রতাপ-মার্ত্তণ্ড** বা প্রৌঢ় প্রতাপমার্ত্তণ্ড, (৩) **নির্ণয়সংগ্রহ** (৪) **কৌতুকচিন্তামণি** * ও (৫) বাংলা পদ (১) সরস্বতীবিলাস স্মৃতিগ্রন্থ—তদীয় অনুগ্রহ-প্রার্থী লোল-লক্ষ্মীধর নামক সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত এবং রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া গবেষকদিগের মত। (২) প্রতাপমার্ত্তণ্ড ও অন্য সভাপণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত স্মৃতিনিবন্ধ। (৪) কৌতুকচিন্তামণি—'চিত্রবন্ধ', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কাব্যরচনা-বিষয়ক, কামশাস্ত্র-বিষয়ক ও ইন্দ্রজালবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার তিনটী দীপ্তি (অধ্যায়) আছে। Poona Bhandarkar Research Instituteএ দুই খানা এবং বিকানীর রাজ গ্রন্থাগারে একখানা পুঁথি আছে। (৫) বাংলাপদটি বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের ১৯২নং পুঁথিতে দেখা যাইতেছে। ইহা তাঁহারই রচিত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে—পদটির বিষয় পদাবলী শাখায় দ্রষ্টব্য (২।৬০)।

রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা **পুরুষোত্তমদেব**ও অপ্রাকৃত সাহিত্যরসিক ও কবি ছিলেন, তৎকৃত সাতটি পদ্য (৪৮; ১৫৬, ১৬১, ২২০, ২২১, ২২৪ ও ২৯৩) শ্রীপাদ রূপগোস্বামি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদাবলী-নামক কোষকাব্যে সমাহৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ 'বেণী-সংহার' নামক সংস্কৃত নাটকের অবলম্বনে ইনি 'অভিনববেণীসংহরণ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎকৃত 'অভিনব গীতগোবিন্দ' নামক একগ্রন্থের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ×

রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র **পুরুষোত্তম জানা** শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলেন। স্বপ্নাবেশে তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আজ্ঞা পাইয়া তত্রত্য শ্রীরাধা-বিগ্রহকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন (সাধনদীপিকা ১২৮-৯ পৃঃ এবং ভক্তিরত্নাকর ৬।৬৩—১০০)॥

অদ্যাবধি এই রাজবংশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি সেবাকার্য্যের ব্যবস্থাদি, শ্রীরথযাত্রাকালে পথ-সম্মার্জনাদি করিয়া আসিতেছেন।

---

* Fot these four works vide P. V. Kane's History of Dharmasastra Sec. 100

× Vide Report (1895-1900) p. 18 ; History of Classical Skt. Litt. by Dr. M. Krisnamachariar p. 339.

ময়ূরভঞ্জ—১৪৯৭ শকাব্দে বারিপদায় বৈদ্যনাথভঞ্জ 'বুড়াজগন্নাথের মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। রসিকমঙ্গলে উক্ত আছে যে এই বৈদ্যনাথ ভঞ্জ সপরিকরে রসিকানন্দের শিষ্য হন। হরিহরপুরে 'রসিকরায়' প্রতিষ্ঠা—রাধামোহন ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির-প্রতিষ্ঠা- প্রতাপপুরের দধিবামন-মন্দির—জগন্নাথ, দধিবামন ও মহাপ্রভু—বৃন্দাবনপুরে গুণ্ডিচা মন্দির, বড়শাইতে বাসুদেব মূর্ত্তি ইত্যাদি ইঁহাদের কীর্ত্তি।

The chiefs of Mayurbhanja, Keonjhar and Nilgiri and Rajas of Sujamata and Patna and the Goswamins of Kesari and Kapti Matha in Puri, acknowledge the descendants of Rasikananda as their Spiritual guide [Mayurbhanja-Archœological Survey p. cii.]

শ্রীউপেন্দ্রভঞ্জ কৃত (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) (১) **"কলাকৌতুক"** পুস্তিকায় দশটি ছান্দে বিবিধ রাগরাগিণীতে ককারাদি ও ককারান্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাবলি বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কমলধর হে কমলধর জিতনায়ক। কমলধর যার রাম নাম সদা ধ্যায়ক ॥ ১
কমলা সাক্ষাত কমলাসার সীতানায়ক। কমলাসন দিব্যরূপে নিন্দে পুষ্পশায়ক ॥ ২
কদম্ব কদম্ব রুষিয়ে নারী হেবা লয়ক। কদম্বমূলকু ত তত্থু চাঁহি শোভা শায়ক ॥ ৩
কলাপ কলাপ বিহীনে জটা যে বিধায়ক। কলাপ কন্দরে রাজিত ধৃত ধনু সায়ক ॥ ৪

(২) **'কোলাহল-চৌত্তিশা'** নামক একগ্রন্থের উপসংহারে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে—

মন তোষিবি, মল্লিমাল শ্যামকু দেবি। গ্রীষম হইলে বায চন্দন মু লেপিবি ॥
তাঙ্কর স্বেদবারি, যেবে পড়ুথিব ঝরি, মো দৃষ্টি পড়ন্তে কানি পণন্তরে পুঁছিবি ॥ ১
তাঙ্কু করি গলাহার, সেবিবি তাঙ্ক পয়র, সে যেবে হোইবে বর হরপূজা করিবি ॥ ২
সে যেবে করিবে মান, ভাঙ্গি ভুলাইবি পান, গণ্ডে দেইন চুম্বন হরষ করাইবি ॥ ৩
উপইন্দ্র ভঞ্জ কহি রমণী রতন সহি, তাহাঙ্ক চরণে ধ্যায়ি শরণাগত হেবি ॥ ৪

(৩) **'প্রেমসুধানিধি'** নামক তৎপ্রণীত গ্রন্থে ষোড়শছান্দের আদ্যযমক, দ্বিতীয়ে অবনা নেত্রবর্ণন, তৃতীয়ে ছেকানুপ্রাস মধ্যযমক, চতুর্থে অদ্ভুতোপমা, পঞ্চমে বিরোধাভাস, ষষ্ঠে রূপক, সপ্তমে অনুপ্রাস, অষ্টমে সিংহাবলোকন শৃঙ্খলা, নবমে প্রান্তযমক, দশমে ত্রিভঙ্গ বা ত্রিবৃত্তযমক, একাদশে আদ্যপ্রান্তযমক, দ্বাদশে আশয়, ত্রয়োদশে যোড়িযমক, চতুর্দশে দৃষ্টান্ত, পঞ্চদশে লোমবিলোম এবং ষোড়শে পুনরুক্তবদাভাস, দন্তাক্ষর, চ্যুতাক্ষর, দন্তচ্যুতাক্ষর, একাক্ষর, সরোষ্ঠক, নিরোষ্ঠক এবং মহাযমক অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া কবি নিজের কাব্যকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

ত্রিভঙ্গযমকের দৃষ্টান্ত—

রামা শিশিরে ঘোরে নিশিরে দুঃখ রাশিরে ভাসি। বসি একান্ত মানসে কান্ত স্বরূপ কান্ত ঘোষি ॥ ১
রহি বিদেশ কি হৃদ দেশ হেলা সন্দেশ নহি। কেউ সুন্দরী মন্দ উদবী প্রীতি আদরি সেহি ॥ ২

লোমবিলোমের দৃষ্টান্ত—

রবর বিহে কষ্ট স্বকীর তো সরোষ। রসদা দরব তুহি নাশ প্রাণে রস ॥ ১
রসালসি তরলাই নতনু তুরিত। রম্য রহস বেশর কহ মো শপত ॥ ২

সরোষ্ঠকের দৃষ্টান্ত—

পুষ্প পবিপ্রভা প্রভ ভ্রমু ভাবে ভুবি। ভীম বাষ্পভব ভাবে ভব ভাবি ভাবি ॥ ১
ভব প্রভবী ভূমিপ প্রভাব বিভবে। বিভো প্রভো ভীমভব ভ্রমে ভ্রমি ভাবে ॥ ২

অর্থাৎ বজ্রতুল্য তেজস্কর পুষ্পধনুর অধিকারী কন্দর্প তেজোযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বসন্তকালে রাজা হইয়াছে। হে সজনি! তাহার প্রতাপ দেখিয়া ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদতাপে ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিভরে মহাদেবের চিন্তায় তিনি বিভ্রমবশতঃ ভ্রমণ করত 'হে প্রভো! হে ভীম' ইত্যাদি শিবনাম ভাবিয়া শুভপ্রাপ্তি করিলেন।

(৪) উপেন্দ্রভঞ্জ কবি ওড়িয়া ভাষায় বহু গ্রন্থরচনা করিয়াছেন—ইহার রচনা সাধারণতঃ গীতিকা, পৌরাণিক কাব্য, কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ রচনা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে। পৌরাণিক কাব্য—(১) সুভদ্রাপরিণয়, (২) অবণা রসতরঙ্গ, (৩) ব্রজলীলা, (৪) রামলীলামৃত, (৫) কুঞ্জবিহার, (৬) রাসলীলা, (৭) কলাকৌতুক এবং বৈদেহীশবিলাস।

পঞ্চকোটে—১৪০২—১৪৪১ শকে শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ শেখর সিংহের দেবালয় ও দেবসেবায় বহু দান আছে—বরাকরের একটি মন্দিরে ১৩৮৩ শকে হরিশচন্দ্র রাজার পত্নী হরিপ্রিয়া দেবীর নাম আছে—[Archeological Survey of India Vol. VIII.] (ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৬। ৪৬০ পৃষ্ঠা)

মেদিনীপুরে—প্রতাপাদিত্যের পর বলভদ্র দাস হিজলীর মণ্ডলাধিকারী হইয়াছিলেন। গোপীরাজ (জন ?) বল্লভ দাসকৃত রসিকানন্দের জীবনীতে উল্লিখিত আছে বলভদ্র রাজরাজেশ্বরের মত জাঁকজমকে থাকিতেন। ইহার কন্যা ইচ্ছাদেবীকে রোহিণীনামক স্থানের রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ মুরারি বিবাহ করেন। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য হইয়া সমস্ত উড়িষ্যামণ্ডলে চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃঃ হইতে ১৬৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। (বৃহৎবঙ্গ ১১০৬ পৃঃ)। সমগ্র উড়িষ্যাদেশে শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

বনবিষ্ণুপুরে—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সমাজে বনবিষ্ণুপুরের রাজবংশ একটা নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়াছিলেন—এই নাট্যশালার প্রধান নায়ক রাজা বীরহাম্বীর নূতন জীবন পাইয়া বঙ্গের সামাজিক জীবনেও একটা নূতন জীবনের প্রেরণা দিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইশতাব্দীকাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল (বৃহৎবঙ্গ ১১০৮ পৃঃ)। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থচুরি, জীবন পরিবর্ত্তন, পদাবলী-রচনা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ১৭৬৫ খৃঃ রাজধানী ও তৎসন্নিকটে ৩৬০টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীরহাম্বীর ও তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহাপ্রভুর ধর্ম মাধুর্য্যের সেরা। এই প্রেম ও অনুরাগপূর্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল—সেই প্রেরণায় যে কি সুফল ফলিয়াছিল তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। (ঐ ১১১২ পৃঃ), বীরহাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা রাজশ্রীর কুণ্ডলে নূতন মূল্যবান্ মণিমুক্তা সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। বৃহৎবঙ্গ ৭৫২—৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। বীরহাম্বীরের সময় হইতে চৈতন্যসিংহের (১৭৬৮—১৮০২) রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। রাজা গোপালসিংহ (১৭১২ খৃঃ) স্বরাজ্যে প্রত্যেক প্রজাকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ—১। শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির, (১৬৪৬ খৃঃ); ২। জোড় বাঙ্গলা মন্দির (১৬৫৫ খৃঃ); ৩। কালাচাঁদের মন্দির ঐ ; ৪। লালজীর মন্দির (১৬৫৮ খৃঃ); ৫। মুরলীমোহনের মন্দির (১৬৫৫ খৃঃ); ৬। মদনগোপাল মন্দির (ঐ). ৭। মদনমোহন মন্দির (১৬৯৪ খৃঃ)—সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত দলমাদলে কামান—১২ ফুট ৫½ ইঞ্চি দীর্ঘ, মুখ ১১½ ইঞ্চি ও ভিতর ১৪½ ইঞ্চি। বর্গীর আক্রমণ-কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দলমাদলে অগ্নিসংযোগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইয়াছিলেন।

গৌড়ে—গৌড়রাজ বল্লালসেনের একটি পদ্য সদুক্তিকর্ণামৃতে (৪।৬।৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন-কৃত ১১টি পদ্য উহাতে স্থান পাইয়াছে—[১।৫৫।২, ৫৭।২ ; ২।১৬।২, ৬১।৫, ৮০।১, ৮২।৩,৪, ১০৫।৩, ১১৮।১ ; ৫।১২।১ এবং ৬৬।৪] সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীধরদাসকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। বেণুনাদ-সম্পর্কে লক্ষ্মণসেনের একটি শ্লোক —(১।৫৭।২)

তির্য্যক্‌কন্ধরমংসদেশমিলিত-শ্রোত্রাবতংসং স্ফুরদ্‌বর্হোত্তংসিতকেশপাশমনুজুভ্রূবল্লরীবিভ্রমং।
গুঞ্জদ্‌বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধানন-ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ॥

মুর্শিদাবাদ কান্দীতে—শ্রীগৌরাঙ্গসিংহ (জন্ম ১৬৯৯ খৃঃ) শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৩৯—১৭৯৯) নবদ্বীপে রামচন্দ্রপুরে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন প্রতিষ্ঠা করেন।

[Vide 'Territorial Aristocracy of Bengal', pp 6—7] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালাবাবুর) [১৭৭৫—১৮২১ খৃঃ] ভক্তিময় ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনী সর্বজন-বিদিত—ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

খেতুরে—ঠাকুর নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত—খুল্লতাত ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত। ইহারা রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উৎসবে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। পাণিহাটীর দণ্ডমহোৎসবের (১৫০৯ খৃঃ) পরে বিরাট জাঁকজমক এই মহোৎসবই (১৬০৫ খৃঃ ?) তাৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের সর্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসবে সমাগত বৈষ্ণবগণকে পাথেয় ও পদগৌরবানুসারে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য। গৌড়দ্বারের রাজা রাঘবেন্দ্রের দুই পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় দস্যুসেনাপতি হইয়া বহু লোকের সর্বনাশ করিত—ইহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ভক্তমালে (১৭) ও নরোত্তমবিলাসে ইহাদের ইতিবৃত্ত দৃশ্য।

পুঁটিয়ায়—রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর সন্তানগণকর্ত্তৃক প্রেরিত বৈষ্ণবদ্বয়ের কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ মালিহাটীর আচার্য্যগণের আশ্রয়ে মহাভাগবত হইয়াছিলেন। ভক্তমাল (১৮) দ্রষ্টব্য।

কাশিমবাজারে—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি-কল্পে মহাবদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বহু টীকা সহিত প্রণয়ন—তাঁহার এক অপূর্ব কীর্ত্তি। হরিসভা স্থাপন করত দেশবিদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার প্রসার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বজন-প্রশংসনীয়। তিনি ১৩১২ সালে অগ্রহায়ণ পৌষ-সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রসারতায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ক্ষুদ্র হইলেও উৎকর্ষতায় ইহা জগতের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা সমগ্র শিক্ষিত সমাজ-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও গৃহীত হইবে, তাহার সুস্পষ্ট আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে"। "আবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গে ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—"মহাপ্রভু বাংলার দেহ, মন, আত্মা; বাংলাকে বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মে অবগাহন করিতে হইবে। বাংলাকে জাগাইতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসভাণ্ডার হইতে সঞ্জীবনী প্রেমবারি সিঞ্চন করিতে হইবে, কারণ তাহার প্রাণশক্তির উৎস—এই ধর্ম্মের ভিতরই লুক্কায়িত।"

দিনাজপুরে—কান্তনগরের শ্রীকান্তজির মন্দির অতিপ্রসিদ্ধ—ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। রাজারা পরমবৈষ্ণব ছিলেন। সেবা-পরিপাটীও প্রশংসনীয়।

কাছাড়ে—রাজা বীরদর্পনারায়ণ ১৫৫৩ শাকে দশাবতার-মূর্ত্তিচিহ্নিত করিয়া এক শঙ্খ রাখিয়াছিলেন—তাহার চিত্র বরাহনগরে গ্রন্থমন্দিরে দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরায়—ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খৃঃ) উৎকলখণ্ড পাঁচালী ও জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছেন [বৃহৎবঙ্গ ১০৪৪ পৃঃ]। অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন (১৬১১-১৬২৩ খৃঃ)। তিনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পরমবৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্বদা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। আটজন কীর্ত্তনীয়া দিনরাত্র কীর্ত্তন গান করিত, তিনি অনেক দানধ্যান করেন ও মঠমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন (বৃহৎবঙ্গ ১০৩৫ পৃঃ)। রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭১২ খৃঃ) কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রতন' মন্দির নির্মিত হয়। ধর্মমাণিক্য ২য় (১৭১৪-১৭৩২ খৃঃ) অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছেন (১০৩৮ পৃঃ)। ত্রিপুরার কোনও কোনও স্থানের প্রস্তরে খোদিত এবং পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বের বলিয়া বোধ হয়। উল্লেখযোগ্য—ঊনকোটি তীর্থের ঊনকোটীশ্বর শিব—১৮০ ফুট লম্বা, এক কাণ হইতে অপর কাণ পর্য্যন্ত ২১ ফুট (ঐ ১০৪৮ পৃঃ)। "মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—বহুতর কীর্ত্তনগীত রচনা করিয়া তিনি শুদ্ধভাবে বহুকাল উপাসনা করিয়াছেন—গোস্বামিবৈষ্ণবদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সম্বন্ধে অনেক উপকার করিয়াছেন—অনেকগুলি টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বহু ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারকার্য্যে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন" (সজ্জনতোষণী ৮।১০)। রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষ

মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে বহরমপুরে রাধারমণ যন্ত্রালয় স্থাপন করত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নদ্বারা অনেক অপ্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থ-মুদ্রণের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে—দিব্যসিংহ নামক ব্রাহ্মণ রাজা লাউড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে)। ইঁহার মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত 'দত্তকচন্দ্রিকা' গ্রন্থপ্রণেতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া 'কৃষ্ণদাস'-নাম গ্রহণে 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর' পয়ারে অনুবাদ করেন।

মণিপুরে—৪৮নং রাজা পামহেইবার সময় (১৭১৪ খৃঃ) বৈষ্ণব অধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবদীক্ষা প্রদান করেন। রাজপরিবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা পাইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এই মণিপুর রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী (বৃহৎ বঙ্গ—১০৯৮ পৃঃ)। মণিপুরী মেয়েদের রাসনৃত্য—নৃত্যকলার সম্পদ। মণিপুর রাজ্য শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত।

শ্রীবৈষ্ণবগণ-মধ্যেও রাজন্যবর্গ-মুকুটমণি কেরলরাজ সম্রাট **কুলশেখর** ৫৩ পদ্যাত্মক যে **'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র'** রচনা করিয়াছেন—তাহা ভক্তিরসোদ্দীপক। এই স্তোত্রের উপর বেঙ্কটেশ ও আনন্দরাঘব টীকা করিয়াছেন। * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩।৭৮ এবং ভক্তিরসামৃতে ২।৫।২৯ ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মীরাজ্ঞী—মালাবারের এক প্রসিদ্ধ রাজকন্যা—তিনি **'সন্তানগোপাল'** নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন—ইহাতে ১৩০টি পদ্য ও তিনটি সর্গ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৯) আখ্যায়িকা বিশেষ অবলম্বনে রচিত। ‡

মিথিলার রাণী বিশ্বাসদেবী **'গঙ্গাবাক্যাবলী'** রচনা করিয়াছেন। ইহা একটি স্মৃতিগ্রন্থ। ইনি পদ্মসিংহ রাজার স্ত্রী ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গঙ্গাবাক্যাবলীর শেষ শ্লোকই প্রমাণ—

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি-সূরিণা। গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা॥

——(*)——

শ্রীশ্রীগৌরগণ-প্রকাশিকা

অনন্তসংহিতা, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সাধনদীপিকা (৭), বৈষ্ণব-বন্দনা, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল বৈষ্ণব মহান্তগণের নামের তালিকা ও পূর্বলীলার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহারই দিগ্দর্শন করিবার জন্য এই তালিকা দেওয়া হইতেছে। পূর্বলীলার নামনির্দেশে প্রতিগ্রন্থেই কিছু কিছু বিলক্ষণতা আছে; যথাসম্ভব মিলাইয়া এস্থলে শ্রীগৌরগণোদ্দেশেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—আদি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শাখাগণনা হইতেই অধিকাংশ স্থলে শাখাপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বহু মহাজনের একরূপ নাম থাকায় অথচ সকলের উপাধি সূচিত না থাকায় ইহাতে ভ্রম প্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। স্থান-পরিচয়-সম্বন্ধেও সর্বত্র নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যেসব মহাজনের নামের বিশেষ পরিচয় পাই নাই—তাঁহাদিগের নাম-সূচনা মাত্র 'মন্তব্য' কক্ষায় করিতে হইয়াছে। এস্থলে যে সব মহাজনের পূর্বলীলার নাম সূচিত হইয়াছে—ঐসকল নামের পশ্চাৎ সংখ্যাগুলি গৌরগণোদ্দেশানুযায়ী ক্রমিক ধরিতে হইবে॥ গৌরগণের স্বরূপ-প্রকাশনে পরবর্তীকালেও বহু পুস্তিকা রচনা হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত—শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা; বৈষ্ণবাচারদর্পণ, গৌরগণ-স্বরূপ-তত্ত্বচন্দ্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

---

* Vide 'History of Classical Skt Litt'. by Dr. M. Krishnamachariar p 326. For 'Royal Poets' see this book pp 397—404.

‡ বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রীকবিদের সাহিত্য-বিষয়ক দান-সম্পর্কে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 'Sanskrit Poetesses' দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণ + বাসুদেবাদি - নবদ্বীপ—পঞ্চতত্ত্ব (ঈশতত্ত্ব)

শ্রীশ্রীগৌরগণ (মাতৃকাক্রমে সজ্জিত)

[সঙ্কেত—অ = অদ্বৈতশাখা, গ = গদাধরশাখা, নি = নিত্যানন্দশাখা ; কোন নির্দেশ না থাকিলে গৌরগণই বুঝিবে। প্রথমতঃ গৌরলীলার নাম, তৎপর শাখা, দ্বিতীয়তঃ ব্রজলীলার নাম ও গৌরগণোদ্দেশমত সংখ্যা, তৃতীয়তঃ বাসস্থান বা শ্রীপাট, চতুর্থতঃ পরিচয়, পঞ্চমতঃ বিশেষ পরিচয়াভাবে নামমাত্র-সূচনা ইত্যাদি। × চিহ্নে গণের অনির্দেশ বুঝাইবে।]

১। অচ্যুতানন্দ (অ; গ) কার্ত্তিকেয় + অচ্যুতা ৮৭—৮৮, শান্তিপুর (নদীয়া) অদ্বৈতপুত্র।
২। অদ্বৈত সদাশিব + মহাবিষ্ণু ৭৬—৮০, শান্তিপুর, ভক্তাবতার।
৩। অনন্তপুরী × অণিমা সিদ্ধি ৯৬ ৭
৪। অনন্তাচার্য্য (গ) সুদেবী ১৬৫, অনন্তনগর, শ্রীবৃন্দাবন অষ্টসখী।
৫। অনুপম (শ্রীবল্লভ) — রামকেলি (মালদহ) শ্রীজীবপিতা।
৬। অভিরাম (গৌ, নি) শ্রীদাম ১২৬, খানাকুল কৃষ্ণনগর দ্বাদশ গোপাল।
৭। আচার্য্যচন্দ্র (নি) — — মহান্ত
৮। আচার্য্য পুরন্দর — কুমারহট্ট ? (২৪ পরগণা) পার্ষদ
৯। আচার্য্যরত্ন (চন্দ্রশেখর) শঙ্খনিধি ১০২—৩ নবদ্বীপ মহান্ত
১০। ঈশান আচার্য্য × গৌনমঞ্জরী ১৯৫, ২০৫— —
[১। শচীমার সেবক, ২। শ্রীরূপসঙ্গী, ৩। শ্রীসনাতনভৃত্য, ৪। অদ্বৈতগণে]
১১। ঈশ্বরপুরী × — কুমারহট্ট (২৪ পরগণা) গুরুবর্গ
১২। উদ্ধব দাস (গ) চন্দ্রের আবেশ ১১২ — —
১৩। উদ্ধারণ দত্ত (নি) সুবাহু ১২৯, উদ্ধারণপুর গোপাল
১৪। উপেন্দ্র মিশ্র × পর্জন্য গোপ ৩৫, ঢাকা দক্ষিণ (শ্রীহট্ট) গুরুবর্গ পিতামহ
১৫। কংসারি মিশ্র — ঢাকা দক্ষিণ (শ্রীহট্ট) পিতৃব্য
১৬। কংসারি সেন (নি) রত্নাবলী ১৯৩, ২০৯, গুপ্তিপাড়া ও ভাজনঘাট (নদীয়া) সদাশিব কবিরাজের পিতা।
১৭। কণ্ঠাভরণ (অনন্ত চট্টরাজ, গ) গোপালী ১৯৬, ২০৬, — —
১৮। কমল নয়ন গন্ধোন্মাদা ১৯৬, ২০৫ — —
১৯। কমলাকর (নি) মহাবল ১২৮ মাহেশ (হুগলি) গোপাল
২০। কমলাকান্ত বিশ্বাস (অ) — — অদ্বৈত পার্ষদ [দ্বিজ কমলাকান্ত]
২১। কমলানন্দ — — পার্ষদ
২২। কলানিধি — আলালনাথ (বেন্টপুর) পার্ষদ
২৩। কবি কর্ণপূর (পুরীদাস, পরমানন্দ সেন), গুণচূড়া কাঁচরাপাড়া (নদীয়া) আবির্ভাব ১৪৪৮, তিরোভাব ১৪৯৮ শকাব্দ—মহান্ত
২৪। কবিচন্দ্র—মনোহরা ১৭১, আকনা — উপগোপাল
২৫। কবিদত্ত—কলকণ্ঠী ১৯৭, ২০৭ — — —
২৬। কানাই খুঁটিয়া — পুরী পার্ষদ
২৭। কানু ঠাকুর (শিশু কৃষ্ণদাস) (নি) লবঙ্গগোপাল বোধখানা (যশোহর) গোপাল [কানু পণ্ডিত অ]
[২৮। কামদেব, ২৯। কামাভট্ট]

৩০। কালাকৃষ্ণ দাস (নি) লবঙ্গসখা ১৩২ আকাইহাট (বৰ্দ্ধমান) গোপাল

৩১। কালিদাস পুলিন্দকন্যা মল্লী ১৯০ ভেদো (বৰ্দ্ধমান) —

৩২। কাশীনাথ ঘটক ও সনক ৫০, নবদ্বীপ,

৩৩। কাশীনাথ পণ্ডিত সনক (চতুঃসন) ১০৭

৩৪। কাশী মিশ্র সৈরিন্ধ্রী ১৯৩ পুরী (রাজপুরোহিত ও গুরু)

৩৫। কাশীশ্বর গোস্বামী শশিরেখা ১৬৬, চাতরা

৩৬। কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ভৃঙ্গার ১৩৭ বৃন্দাবন (ঈশ্বরপুরীর আদেশে মহাপ্রভুর সেবক)

৩৭। কুমুদানন্দ পণ্ডিত গন্ধর্ব গোপ ১৩৬ —

৩৮। কুবের পণ্ডিত গুহক কুবের ৮১, ৮৫ লাউর (শ্রীহট্ট) শ্রীঅদ্বৈত-পিতা

৩৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (গৌ নি) কস্তূরী মঞ্জরী ঝামটপুর (বৰ্দ্ধমান) মঞ্জরী

৪০। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (গ) ইন্দুলেখা ১৬৪ বৃন্দাবন সখী

৪১। কৃষ্ণদাস সরখেল (নি) — বড়গাছি (মুর্শিদাবাদ)

[১। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী অ, ২। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, ৩। দ্বিজ কৃষ্ণদাস নি, ৪। কৃষ্ণদাস নি, ৫। প্রেমী কৃষ্ণদাস ভূগর্ভশিষ্য, ৬। বিপ্র বা কালা কৃষ্ণদাস, ৭। রাজপুত, ৮। বাণী কৃষ্ণদাস রূপপার্ষদ, ৯। বৈদ্য কৃষ্ণদাস ১০। হোড় কৃষ্ণদাস, ১১। বিহারী কৃষ্ণদাস]

৪২। কৃষ্ণমিশ্র (অ) কার্ত্তিক শান্তিপুর (নদীয়া) অদ্বৈতপুত্র

৪৩। কৃষ্ণানন্দ (নি) কলাবতী একচক্রা (বীরভূম) রত্নগর্ভাচার্য্যপুত্র (ওড়, গৌ বৃন্দাবন)

৪৪। কৃষ্ণানন্দ পুরী মহিমাসিদ্ধি — পার্ষদ সন্ন্যাসী

৪৫। কেশব পুরী × ঈশিত্ব সিদ্ধি কাটোয়া ? পার্ষদ সন্ন্যাসী (১ কেশবছত্রী হুসেনশাহর কর্ম্মচারী)

৪৬। কেশব ভারতী সান্দীপনি ৫২ অক্রুর ১১৭ খাটুন্দী ? কাটোয়া গুরুবর্গ

৪৭। গঙ্গাদাস × উজ্জ্বল গোপাল নৈহাটি (২৪ পরগণা) উপগোপাল

৪৮। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বশিষ্ঠ ও দুর্বাসা ৫৩, ১১১ বিদ্যানগর (বৰ্দ্ধমান) অধ্যাপক ও মহান্ত
(নির্লোম গঙ্গাদাস চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র]

৪৯। গঙ্গাদেবী (নি) গঙ্গামাতা জিরাট (বৰ্দ্ধমান) নিত্যানন্দ-দুহিতা

৫০। গঙ্গামন্ত্রী (নি) চন্দ্রিকা ১৯৬, ২০৫, পুরী

৫১। গজপতি প্রতাপরুদ্র (গৌ, গ) ইন্দ্রদ্যুম্ন কটক ও পুরী শ্রীজগন্নাথের সেবক

৫২। গদাধর দাস পূর্ণানন্দা ও চন্দ্রকান্তি ১১৪—৫, এঁড়েদহ ও কাটোয়া মহান্ত

৫৩। গদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধা ১৪৭-১৫১ ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) শক্তিতত্ত্ব (পঞ্চতত্ত্ব)

৫৪। গদাধর ভট্ট রঙ্গদেবী ১৬৫ তৈলঙ্গ হনুমানপুর ও বৃন্দাবন মহান্ত

৫৫। গরুড় অবধূত মহাভাগবত × কুমুদ নিধি ৯৮-১০১ পার্ষদ সন্ন্যাসী (ঊর্দ্ধরেতা নবযোগীন্দ্র)

৫৬। গরুড় পণ্ডিত গরুড় ১১৭ টোটাগ্রাম (১ গরুড় = বৈকুণ্ঠের পার্ষদ কুমুদ)

৫৭। গালীম স্থকপালী বাকলাচন্দ্রদ্বীপ (ফরিদপুর) উপমহান্ত

৫৮। গুণনিধি মুকুন্দনিধি ১০২-৩ (১ গুণার্ণব মিশ্র চৈ, চ ১।৫।১৬৮)

৫৯। গুণরাজ খাঁ কুলীনগ্রাম (বৰ্দ্ধমান) শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থকর্ত্তা মালাধর বসু

৬০। গোকুলদাস (নি) — — —

৬১। গোপাল (অ) গণপতি শান্তিপুর (নদীয়া) অদ্বৈত-নন্দন

৬২। গোপালঠাকুর (নি) কোকিল গোপাল গৌরাঙ্গপুর উপগোপাল

৬৩। গোপালদাস পালী ১৫৮ — —

৬৪। গোপাল ভট্ট গুণমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী ? ১৮৪ রঙ্গক্ষেত্র ও বৃন্দাবন ষড়্‌গোস্বামী

[১। আচার্য্য গোপাল, ২। শ্রীরূপসঙ্গী, ৩। গোপাল নি, ৪। নর্ত্তক গোপাল নি]

৬৫। গোপীনাথ আচার্য্য রত্নাবলী ১৭৮ ও ব্রহ্মা ৭৫ নবদ্বীপ ও পুরী মহান্ত

[১। পট্টনায়ক গোপীনাথ আলালনাথ বেন্টপুর-নিবাসী]

৬৬। গোপীনাথ সিংহ অক্রূর ১১৭ — —

৬৭। গোপেন্দ্র আশ্রম—মহাযোগীন্দ্র ৯৮, ১০১ — সন্ন্যাসী পার্ষদ

৬৮। গোবিন্দ ভঙ্গুর ১৩৭ — ঈশ্বরপুরী-সেবক, পরে গৌরভৃত্য

৬৯। গোবিন্দ আচার্য্য পৌর্ণমাসী ৪১ — —

৭০। গোবিন্দ ঘোষ কলাবতী ১৮৮ - অগ্রদ্বীপ (বর্দ্ধমান) মহান্ত

৭১। গোবিন্দ দত্ত সুশীলা সুখচর (২৪ পরগণা) উপমহান্ত

৭২। গোবিন্দপুরী প্রাপ্তিসিদ্ধি — — পার্ষদসন্ন্যাসী

[১। শ্রীরূপসঙ্গী গোবিন্দ গোস্বামী, ২। কাশীশ্বর-শিষ্য গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ, ৩। গোবিন্দ কবিরাজ নি]

৭৩। গোবিন্দানন্দ সুগ্রীব ৯১ নবদ্বীপ মহান্ত

৭৪। গৌরীদাস সুবল ১২৮ অম্বিকাকালনা গোপাল

[১। গোঁসাই দাস পূজারি, ২। গৌরাঙ্গদাস নি]

৭৫। চক্রপাণি আচার্য্য (অ) — — [চন্দনেশ্বর = সার্বভৌমপুত্র]

৭৬। চন্দ্রশেখর আচার্য্য শঙ্খনিধি ১১২-৩ চন্দ্র ? বাকলাচন্দ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপ পার্ষদ

৭৭। চিদানন্দ তীর্থ × নবযোগীন্দ্র ৯৮-১০০, — পার্ষদ সন্ন্যাসী

৭৮। চিরঞ্জীব সেন চন্দ্রিকা ১৯৭, ২০৭, শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) —

৭৯। চৈতন্যদাস দক্ষশুক ১৭৫ কাঁচরাপাড়া (২৪ পরগণা) শিবানন্দতনয়

[১। ভূগর্ভশিষ্য চৈতন্যদাস, ২। গদাধরশিষ্য চৈতন্যবল্লভ ও ৩। স্বরূপের গুরু চৈতন্যানন্দ]

৮০। জগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামা ৫১ নবদ্বীপ (পুরী) পার্ষদ

৮১। জগদীশ পণ্ডিত যজ্ঞপত্নী ১৯২ যশোড়া (নদীয়া) মহান্ত

৮২। জগদীশ (নৃত্যবিনোদী) চন্দ্রহাস ১৪৩ — — [অদ্বৈতের ষষ্ঠপুত্র জগদীশকে কেহ কেহ 'গণপতি' বলেন]

৮৩। জগন্নাথ (জগাই) জয় ১১৫ নবদ্বীপ পার্ষদ

৮৪। জগন্নাথ আচার্য্য দুর্বাসা ১১১ শ্রীহট্ট মহান্ত

৮৫। জগন্নাথ তীর্থ — নবযোগীন্দ্র ৯৮-১০১ — — পার্ষদ

৮৬। জগন্নাথ দাস (কাষ্ঠকাটা) [গ] তিলকিনী আড়িয়াল (ঢাকা) মহান্ত

৮৭। জগন্নাথ মিশ্র × কশ্যপ, দশরথ, সুতপাঃ, বাসুদেব ও নন্দ ৩৮ শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের পিতা।

৮৮। জগন্নাথ সেন কমলা ১৯৪, ২০০ — পার্ষদ [১। জগন্নাথ নি, ২। অ, ৩। গৌ, ৪। মাহিতী গৌ ৫। জগন্নাথ-সেবক জনার্দ্দন, ৬। অ জনার্দ্দন, ৭। মিশ্র জনার্দ্দন পিতৃব্য]

৮৯। জঙ্গলী (অ) বিজয়া ৮৯ — সীতাসহচরী

৯০। জাহ্নবা (নি) রেবতী ৬৫, ৬৬ অনঙ্গমঞ্জরী ? খড়দহ নিত্যানন্দপত্নী [জানকীনাথ বিপ্র গৌ]

৯১। জিতামিত্র (গ) শ্যামমঞ্জরী ১৯৫, ২০০ — —

৯২। জীবগোস্বামী বিলাসমঞ্জরী ১৯৭, ২০৩ রামকেলী, বৃন্দাবন ষড়্‌গোস্বামী

৯৩। জীবপণ্ডিত × ইন্দিরা ১৬৯ আকাইহাট (বর্দ্ধমান) উপমহান্ত [১। জ্ঞানদাস নি, ২। ঝড়ু

ঠাকুর ৩। তপন মিশ্র (রঘুনাথ ভট্টের পিতা—রামপুর (পদ্মাপারে)]

৯০। দময়ন্তী গুণমালা ১৬৭, পাণিহাটী (২৪ পরগণা) রাঘবের ভগিনী

৯৫। দামোদর পণ্ডিত শৈব্যা ও সরস্বতী ১৫৯ অভিরামপুর মহান্ত

৯৬। দামোদর পুরী × বশিত্বসিদ্ধি — পার্ষদ সন্ন্যাসী [দামোদর দাস নি]

৯৭। দামোদর স্বরূপ বিশাখা ১৬০ ললিতা নবদ্বীপ ও পুরী মহান্ত

৯৮। দেবানন্দ পণ্ডিত (নি) ভাগুরি ১০৬ কুলিয়া মহান্ত

৯৯। ধনঞ্জয় পণ্ডিত (নি) বসুদাম ১২৭ শীতলগ্রাম (বর্দ্ধমান) গোপাল

১০০। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী (গ) ললিতার প্রকাশ ১৫২ রামচন্দ্রপুর (নদীয়া) —

১০১। নকুল ব্রহ্মচারী আবির্ভাব ৭৩ পিয়ারীগঞ্জ (বর্দ্ধমান) — (১। নকড়ি নি
২। নন্দনাচার্য্য চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র)

১০২। নন্দাই বারিদ ১৩৯ শারণগ্রাম —

১০৩। নন্দাই (নি) পুণ্ডরীক শালিগ্রাম উপগোপাল

১০৪। নন্দিনী (অ) জয়া ৮৯ — সীতাদেবীর সহচরী

১০৫। নবনী হোড় × বড়গাছি রুকুনপুর মহান্ত

১০৬। নয়ন মিশ্র (গ) নিত্যমঞ্জরী ১৯৬, ২০৭ ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) —

১০৭। নরহরি সরকার = মধুমতী ১৭৭ শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) মহান্ত

১০৮। নাগর পুরুষোত্তম (নি) দাম ১৩১ সুখসাগর গোপাল [নারায়ণ গৌ, নি, অ]

১০৯। নারায়ণী কিলিম্বিকা ৪৩ মাউগাছি (বর্দ্ধমান) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা

১১০। নিত্যানন্দ বলদেব ৬৩—৬৪ একচক্রা ও খড়দহ পঞ্চতত্ত্ব

১১১। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী × গর্গ ও সুমুখী ১০৪-৫, বিল্বপুষ্করিণী (নদীয়া) মাতামহ [নীলাম্বর গৌ]

১১২। নৃসিংহ তীর্থ × নবযোগীন্দ্র ৯৮-১০০ — — পার্ষদ সন্ন্যাসী
[১। নৃসিংহ চৈতন্য নি, ২। নৃসিংহানন্দ = প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী]

১১৩। পদ্মাবতী, × সুমিত্রা ও রোহিণী ৪০, একচক্রা (বীরভূম) নিত্যানন্দ জননী

১১৪। পরমানন্দ গুপ্ত (নি) মঞ্জুমেধা ১৯৪, ১৯৯; অম্বিকা ? মহান্ত

১১৫। পরমানন্দ পুরী × উদ্ধব ১১৮ টোটাগ্রাম (ত্রিহুত) পার্ষদ সন্ন্যাসী
[১। অবধূত—নি, ২। উপাধ্যায়—নি, ৩। দাস—(কবিকর্ণপুর) ৪। ওড়্ মহাপাত্র ৫। মিশ্র—]

১১৬। পরমেশ্বরী দাস (নি) অর্জুন ১৩২ আঁটপুর (হাওড়া) গোপাল [১। পরমেশ্বর মোদক]

১১৭। পীতাম্বর (নি) কাবেরী ১৬৮ — মহান্ত

১১৮। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি × বৃষভানু ৫৪-৫৫, মেখলা (চট্টগ্রাম) পার্ষদ, [১। শ্রীরূপসঙ্গী পুণ্ডরীক]

১১৯। পুরন্দর পণ্ডিত (নি) বিলাসিনী অঙ্গদ ? খড়দহ উপমহান্ত [১। আচার্য্য পুরন্দর গৌ]

১২০। পুরুষোত্তম তীর্থ × নবযোগীন্দ্র ৯৮-১০১— সন্ন্যাসি-পার্ষদ

১২১। পুরুষোত্তম পণ্ডিত (অ) আহ্লাদিনী জয়নগর (২৪ পরগণা) উপমহান্ত [১। কুলীনগ্রামী, ২। আচার্য্য পুরুষোত্তম = স্বরূপ, ৩। পণ্ডিত অ, ৪। ব্রহ্মচারী অ, ৫। পুরুষোত্তম ৬। সঞ্জয় ছাত্র]

১২২। পুষ্পগোপাল (গ) — স্বর্ণগ্রাম (ঢাকা) —

১২৩। প্রকাশানন্দ (প্রবোধানন্দ) তুঙ্গবিদ্যা ১৬৩ বারাণসী অষ্টসখী [কেহ কেহ প্রকাশানন্দকে প্রবোধানন্দ বলেন]

১২৪। প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন ১১৮ কটক ও পুরী পার্ষদ

১২৫। প্রদ্যুম্ন মিশ্র আবেশ ৭৪ পুরী পার্ষদ [১। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী = নৃসিংহানন্দ]

১২৬। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মধুরেক্ষণা ১৭১ নবদ্বীপ মহান্ত

১২৭। বলরাম আচার্য্য × — চাঁদপুর (হুগলি) ঠাকুর হরিদাসের আশ্রয়দাতা

[১। অদ্বৈতপুত্র বলরাম মিশ্র, ২। বলরাম দাস নি]

১২৮। ব্রহ্মানন্দ পুরী × — — [১। ব্রহ্মানন্দ ভারতী]

১২৯। ভগবান্ আচার্য্য (খঞ্জ) গৌ কলা ৭৪ হালিসহর (২৪ পরগণা) মহান্ত

[১। মিশ্র—, ২। পণ্ডিত—, ৩। ভবনাথ কর অ]

১৩০। ভবানন্দ রায় পাণ্ডু পুরী রায় রামানন্দপিতা

১৩১। ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ) গ শ্বেতমঞ্জরী ও শৌরসেনী ১২৫, ২০৩; বরাহনগর (২৪ পরগণা) মহান্ত
[১। ভূগর্ভ-সঙ্গী ভাগবত দাস গ, গৌ, ৩। অ]

১৩২। ভাস্কর ঠাকুর — বিশ্বকর্মা ১৪৪

১৩৩। ভূগর্ভ গোস্বামী (গ) প্রেমমঞ্জরী ১৮৭ কাঞ্চননগর মহান্ত [১। ভোলানাথ দাস অ]

১৩৪। মকরধ্বজ —সুকেশী ১৬৮ বড়গাছি (নদীয়া)

১৩৫। মকরধ্বজ কর — চন্দ্রমুখ নট ১৪১ পাণিহাটি (২৪ পরগণা) মহান্ত

১৩৬। মঙ্গলবৈষ্ণব (গ) — কাঁদড়া (বর্দ্ধমান)

১৩৭। মধুপণ্ডিত (গ) সাঁইবোনা (২৪ পরগণা)

[১। মধুসূদন, ২। মনোহর নি, ৩। মহীধর নি]

১৩৮। মহেশ পণ্ডিত (নি) মহাবাহু ১২৯ চাকদাহ (নদীয়া) গোপাল

১৩৯। মাধব ঘোষ রসোল্লাসা দাঁইহাট (বর্দ্ধমান) মহান্ত

[১। মাধব নি, ২। মাধব দাস রূপসঙ্গী, ৩। — পণ্ডিত অ, ৪। আচার্য্য—সনাতন-মিশ্রের পুত্র]

১৪০। মাধবদাস চট্টোপাধ্যায় × শান্তনু ও মাধবী ৬৯ জিরাট (বর্দ্ধমান) মহান্ত নিত্যানন্দ-জামাতা

১৪১। মাধব মিশ্র × বৃষভানু ৫৬-৭, — নবদ্বীপ — পণ্ডিত গদাধরের পিতা

১৪২। মাধবী × কলাকেলি ১৮৯ পুরী শিখিমাহিতীর ভগিনী

১৪৩। মাধবেন্দ্রপুরী × পৌর্ণমাসী ? — ঈশ্বর পুরীর গুরু

১৪৪। মাধাই দ্বারপাল বিজয় ১৭৫ নবদ্বীপ —

১৪৫। মামুঠাকুর (জগন্নাথচক্রবর্ত্তী) গ কলভাষিণী ২৬, ২০৫, মগডোবা (ফরিদপুর)

১৪৬। মালিনীদেবী × অম্বিকা ৪২ নবদ্বীপ শ্রীবাসগৃহিণী

[মালতী = বিন্দুমতী শিবানন্দ-গৃহিণী]

১৪৭। মীনকেতন রামদাস (নি) নিশঠ উল্মুক ও সঙ্কর্ষণব্যূহ ৬৮ ঝামটপুর (বর্দ্ধমান)

১৪৮। মুকুন্দ দত্ত মধুকণ্ঠ ছনহরা (চট্টগ্রাম)

১৪৯। মুকুন্দ দাস বৃন্দা শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) মহান্ত

১৫০। মুকুন্দ বেঝা (ওঝা) বা হাড়াই ওঝা — বসুদেব ও দশরথ ৪০ একচক্রা (বীরভূম) নিত্যানন্দ-পিতা।
[১-৩। নি, ৪। পরমেশ্বর মোদকের পুত্র, ৫। মুকুন্দ সঞ্জয় ছাত্র, ৬। ভূগর্ভশিষ্য মুকুন্দানন্দ]

১৫১। মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত (নি) গন্ধর্বগোপাল নবদ্বীপ উপগোপাল —

১৫২। মুরারিগুপ্ত হনূমান ৯১ শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপ মহান্ত

[১। মুরারি চৈতন্য নি, ২। পণ্ডিত — অ]

১৫৩। মুরারি মাহিতি বসন্ত গোপাল বংশীটোটা (পুরী) উপগোপাল

১৫৪। যদুনন্দন আচার্য্য (অ) — রাজবলহাট কবিকর্ণপুরের পুরোহিত ও গুরু

১৫৫। যত্নাথ কবিচন্দ্র (নি) — একচক্রা (বীরভূম) — [১। যত্ন গাঙ্গুলি গ, ২। কুলীনগ্রামী যত্নাথ ৩। যাদবদাস অ, ৪। যাদবাচার্য্য শ্রীরূপসঙ্গী]

১৫৬। রঘুনন্দন — প্রত্যুম্নব্যূহ ৭০ শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) মহান্ত

১৫৭। রঘুনাথ (ব্রাহ্মণ) গ বরাঙ্গদা ১৯৪, ২০০; ত্রিবেণী উপমহান্ত

১৫৮। রঘুনাথ দাস গোস্বামী রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী ও ভানুমতী ১৮৬, শ্রীকৃষ্ণপুর (হুগলি)—গোস্বামী [১। রঘুনাথ অ, ২। রঘুনাথপুরী = বৈষ্ণবানন্দ এবং ৩। বৈদ্য রঘুনাথ নি]

১৫৯। রঘুনাথ ভট্ট রাগমঞ্জরী ১৮৫ কাশী ও বৃন্দাবন গোস্বামী

১৬০। রঘুমিশ্র (গ) কর্পূরমঞ্জরী ১৯৫, ২০১ — [রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত-পণ্ডিত]

১৬১। রঙ্গবাসী বল্লভ × কালী ১৫৬, ২০৬ [রঙ্গপুরী = মাধবেন্দ্রশিষ্য]

১৬২। রত্নাকর পণ্ডিত × থর্বনিধি ১০৩ — সন্ন্যাসিপার্ষদ

১৬৩। রত্নাবতী × কীর্ত্তিদা — ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) গদাধরের জননী

১৬৪। রাঘব গোস্বামী চম্পকলতা ১৬২ রামনগর মহান্ত

১৬৫। রাঘব পণ্ডিত ধনিষ্ঠা ১৬৬ পানিহাটি (২৪ পরগণা) মহান্ত

১৬৬। রাঘবপুরী × কামাবসায়িতা সিদ্ধি — সন্ন্যাসী পার্ষদ

[রাজেন্দ্র=শ্রীরূপসনাতনের শাখা, রামচন্দ্র নি] -

১৬৭। রামচন্দ্রপুরী × জটিলা ও বিভীষণ ৯০ মাধবেন্দ্রপুরীর উপেক্ষিতশিষ্য

১৬৮। রাম তীর্থ × নবযোগীন্দ্র —

১৬৯। রামদাস বিচক্ষণ শুক ১৪৫ কাঁচরাপাড়া শিবানন্দপুত্র

[১। গৌ, ২। অভিরাম নি, ৩। পাঠান, ৪। বিপ্র, ৫। বিশ্বাস]

১৭০। [১। রামভদ্র আচার্য্য, ২। রামভদ্র নি, ৩। রামসেন নি]

১৭১। রামাই পয়োদ ১৩৯ পুরী সেবক

১৭২। রামাই ঠাকুর কর্পূর মঞ্জরী ? বাঘনাপাড়া (বর্দ্ধমান) মহান্ত

১৭৩। রামানন্দরায় অর্জ্জুন [সখা ও পাণ্ডব] বিশাখা + ললিতা ? ১২০-৪ পুরী মহান্ত

১৭৪। রামানন্দ বসু কলকণ্ঠী ১৭৩ কুলীনগ্রাম (বর্দ্ধমান) মহান্ত

১৭৫। রুদ্র পণ্ডিত (নি) বরুথপ ১৩৫ বল্লভপুর (হুগলি) উপগোপাল

১৭৬। রূপ গোস্বামী রূপমঞ্জরী ১৮০ রামকেলি ও বৃন্দাবন গোস্বামী

[১। রূপ — অদ্বৈত পুত্র]

১৭৭। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত (গ) রসোন্মাদা ১৯৬, ২০৫ — —

১৭৮। লক্ষ্মীপ্রিয়া × — রুক্মিণী ও জানকী ৪৫-৬ নবদ্বীপ গৌরের প্রথমাপত্নী

১৭৯। লোকনাথ গোস্বামী লীলামঞ্জরী ১৮৭ তালখড়ি (যশোহর) ও বৃন্দাবন মহান্ত [১। লোকনাথ পণ্ডিত অ]

১৮০। বংশীঠাকুর বংশী ১৭৯ সাতকুলিয়া ? স্বরগ্রাম উপমহান্ত

১৮১। বক্রেশ্বর পণ্ডিত অনিরুদ্ধ ও শশিরেখা ৭১-৩, গুপ্তিপাড়া মহান্ত

১৮২। বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (গ) কালী ১৯৬, ২০৬ ; — —

১৮৩। বনমালী আচার্য্য × বিশ্বামিত্র ৪৯ নবদ্বীপ বিবাহের ঘটক

১৮৪। বনমালী কবিরাজ চিত্রাসখী ১৬১ গরিফা —

১৮৫। বনমালী পণ্ডিত মালাধর ১৪৪ — —

১৮৬। বনমালী ভিক্ষুক সুদামা ১১৪ নবদ্বীপ [১। কবিচন্দ্র— অ, ২। দাস—অ]

১৮৭। বল্লভ চৈতন্য (গ) — —[বল্লভ সেন = শিবানন্দের ভাগিনেয়]
১৮৮। বল্লভভট্ট (গ) শুকদেব ১১০ কর্ণাট ও বৃন্দাবন মহান্ত
১৮৯। বল্লভাচার্য্য × জনক ও ভীষ্মক ৪৪ নবদ্বীপ লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা
[বসন্ত নি]
১৯০। বসুধা × বারুণী ও অনঙ্গমঞ্জরী ৬৫-৬৬ খড়দহ নিত্যানন্দ-পত্নী
১৯১। বাণীনাথ বিপ্র × কামলেখা ১৯৫, ২০৪ : চম্পাহট্ট (বর্দ্ধমান) —
[১। বাণীকৃষ্ণদাস, ২। বাণী বসু গৌ, ৩। পট্টনায়ক বাণী গৌ]
১৯২। বাসুদেব ঘোষ গুণতুঙ্গা ১৮৮ তমলুক (মেদিনীপুর) মহান্ত
(১। বিপ্র বাসুদেব কূর্ম্মক্ষেত্রবাসী, ২। বাসুদেব নবদ্বীপবাসী]
১৯৩। বাসুদেব দত্ত মধুব্রত ১৪০, ছন্‌হারা (চট্টগ্রাম) মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা
১৯৪। বাসুদেব সার্বভৌম বৃহস্পতি ১১৯ বিদ্যানগর নীলাচলের সঙ্গী
১৯৫। বিজয় দাস (রত্নবাহু) কুন্দনিধি ১০৩ নবদ্বীপ 'আথরিয়া' [১২—অ]
১৯৬। বিদ্যাবাচস্পতি (মধুসূদন) সুমধুরা বিদ্যানগর সার্বভৌমভ্রাতা ও মহান্ত
[পাঠান বিজলীখান, বল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠল নাথ ও কুলীনগ্রামী বিদ্যানন্দ]
১৯৭। বিশারদ (মহেশ্বর) — বিদ্যানগর সার্বভৌমপিতা
১৯৮। বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ ৫৮-৬০, নবদ্বীপ গৌরাগ্রজ
১৯৯। বিশ্বেশ্বরাচার্য্য দিবাকর ১১৩ — —
২০০। বিষ্ণাই ঠাকুর (হাজরা) নি কলবিঙ্ক ঝামটপুর (বর্দ্ধমান) উপগোপাল [বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য]
২০১। বিষ্ণুপ্রিয়া × ভূশক্তি, সত্যভামা ৪৮, নবদ্বীপ গৌরপত্নী
[বিষ্ণুপুরী, বুদ্ধিমন্ত খান]
২০২। বীরচন্দ্র (নি) পয়োব্ধিশায়ী ৬৭ খড়দহ (২৪ পরগণা) সংকর্ষণব্যূহ
২০৩। বৃন্দাবনদাস (নি) বেদব্যাস ১০৯ কুমারহট্ট, দেনুড় ও মাউগাছি মহান্ত
[বৈদ্যনাথ অ]
২০৪। বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য (রঘুনাথপুরী) নি প্রাকাম্যসিদ্ধি ৯৭ পার্ষদসন্ন্যাসী
২০৫। শঙ্কর ঘোষ × সুধাকর ১৪২ নবদ্বীপ ডম্ফবাদ্যবিশারদ
[১। গৌ, ২। নি, ৩। শঙ্করারণ্য = বিশ্বরূপ, ৪। শঙ্করানন্দ সরস্বতী]
২০৬। শঙ্কর পণ্ডিত ভদ্রা ১৫৭ পাড়পুর মহান্ত
২০৭। শচীমাতা × যশোদা, অদিতি, কৌশল্যা, পৃশ্নি ও দেবকী ৩৮ নবদ্বীপ গৌরজননী
২০৮। শিখী মাহিতি রাগলেখা ১৮৯, বংশীটোটা (পুরী) মহান্ত
২০৯। শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী (অ গ) লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ ১৮৩, বৃন্দাবন — [দস্তর শিবানন্দ]
২১০। শিবানন্দ সেন বীরাদূতী ১৭৬ কাঁচরাপাড়া মহান্ত
২১১। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী বা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ১৯১ নবদ্বীপ মহান্ত
২১২। শুভানন্দ মালতী ১৯৪, ১৯৯ ; পাঁচড়া উপমহান্ত — [শেখরপণ্ডিত গৌ]
২১৩। শ্যামাদাস আচার্য্য কার্ত্তিক ভেটে শিঙ্গারকোল মহান্ত
২১৪। শ্রী (অ) যোগমায়ার প্রকাশ ৮৬ শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহিণী
২১৫। শ্রীকণ্ঠাভরণ (অনন্ত) অ, গ গোপালী ১৯৬, ২০৬, — —
২১৬। শ্রীকান্তসেন কাত্যায়নী ১৭৪ কাঁচরাপাড়া শিবানন্দের ভাগিনেয় [শ্রীকর]

২১৭। শ্রীগর্ভ × মহাপদ্ম নিধি ১০২-৩ — পার্ষদ

২১৮। শ্রীজীব পণ্ডিত (নি) ইন্দিরা — রত্নগর্ভাচার্য্যের মধ্যম পুত্র

২১৯। শ্রীধর (খোলাবেচা) নি মধুমঙ্গল ১৩৩ নবদ্বীপ গোপাল

২২০। শ্রীনাথ পণ্ডিত (অ) সনন্দন ১০৭ কাঁচরাপাড়া ভাগবত-টীকাকার ও মহান্ত [শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী গ]

২২১। শ্রীনাথ মিশ্র চিত্রাঙ্গী ১৭১ — —

২২২। শ্রীনিধি × পদ্মনিধি ১০২-৩ [১। শ্রীপতি শ্রীবাসভ্রাতা, ২। শ্রীবৎস পণ্ডিত অ]

২২৩। শ্রীরাম পণ্ডিত পর্বতমুনি ৯০ নবদ্বীপ মহান্ত

২২৪। শ্রীবাস পণ্ডিত নারদমুনি ৯০ " "

[শ্রীমন্ত নি, দেউটিধারী শ্রীমান্ গৌ, সেন নবদ্বীপে প্রভুসঙ্গী, শ্রীরঙ্গ কবিরাজ নি]

২২৫। শ্রীহরি আচার্য্য (গ) কালাক্ষী ১৯৬, ২০৭ — — [শ্রীহরিচরণ অ]

২২৬। শ্রীহর্ষ (গ) সুকেশিনী ১৯৪, ২০১ শান্তিপুর মহান্ত

২২৭। ষষ্ঠীবর — — কীর্ত্তনীয়া

২২৮। সত্যরাজখাঁন সুকণ্ঠী ১৭৩ কুলীনগ্রাম (বর্দ্ধমান) মহান্ত

২২৯। সত্যানন্দ ভারতী × নবযোগীন্দ্র ৯৮-১০০ — —

২৩০। সত্যানন্দ সরস্বতী × গৌতম গুপ্তিপাড়া পার্ষদসন্ন্যাসী

২৩১। সদাশিব কবিরাজ—(নি) চন্দ্রাবলী ১৫৬ সুখসাগর মহান্ত [১। সদাশিব পণ্ডিত]

২৩২। সনাতন গোস্বামী রতি বা লবঙ্গমঞ্জরী ও সনাতন ১৮-১-২ রামকেলি ও বৃন্দাবন গোস্বামী [১। সনাতন নি]

২৩৩। সনাতন মিশ্র × সত্রাজিত ৪৭ নবদ্বীপ বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা

২৩৪। সন্তঠাকুর (নি) ভদ্রসেন কুকুনপুর উপগোপাল

২৩৫। সারঙ্গদাস ঠাকুর নান্দীমুখী, প্রহ্লাদ ? ১৭২ মাউগাছি (বর্দ্ধমান) মহান্ত

২৩৬। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতি ১১৯ পুরী পার্ষদ

২৩৭। সীতাঠাকুরাণী × আদ্যাশক্তি ৮৬ শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহিণী

২৩৮। সুখানন্দ পুরী × লঘিমা সিদ্ধি, ৯৬-৭ — পার্ষদ সন্ন্যাসী

২৩৯। সুদর্শন পণ্ডিত × বশিষ্ঠ ৫০ নদীয়া প্রভুর পুরোহিত

২৪০। সুধানিধি × ? নিধি ১০২-৩ আলালনাথ (পুরী)

২৪১। সুন্দরানন্দ (নি) সুদাম ১২৭ মহেশপুর (যশোহর) গোপাল

২৪২। সুলোচন চন্দ্রশেখর ১৯৭, ২০৭ শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) [সুলোচন নি]

২৪৩। সুবুদ্ধি মিশ্র গুণচূড়া ১৯১, ২০১ ; বেল গাঁ (বর্দ্ধমান)— [সুবুদ্ধি রায়]

২৪৪। সূর্য্যদাস সরখেল (নি) ককুদ্মী ৬৫ শালিগ্রাম ও অম্বিকা বসুধাজনক

[১। সূর্য্য নি, ২। স্বপ্নেশ্বর বিপ্র, ৩। স্বরূপ—অদ্বৈতপুত্র, ৪। স্বরূপ—দামোদর]

২৪৫। হরিদাস (ছোট) কামলেখা বাখরগঞ্জ মহান্ত

২৪৬। হরিদাস ঠাকুর (নামাচার্য্য) মহাতপা, ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ ৯৩-৯৪, বুড়ন ও পুরী মহান্ত

২৪৭। হরিদাস দ্বিজ শ্যামমঞ্জরী কাঞ্চনগড়িয়া (মুর্শিদাবাদ) মহান্ত

২৪৮। হরিদাস (বড়) রক্তক ১৩৮ — —

[১। পণ্ডিত ব্রজে, ২। ব্রহ্মচারী অ, ৩। লঘু শ্রীরূপসঙ্গী, ৪। হরিভট্ট পুরী, ৫। হরিহরানন্দ নি]

২৪৯। হরিদাস হোড় রত্নাবলী এঁড়েদাহ (২৪ পরগণা)

২৫০।	হলায়ুধ ঠাকুর	প্রবল গোপ ১৩৪	—	বলদেবসখা
২৫১।	হস্তিগোপাল (গ)	হরিণী ১৯৬, ২০৬,	—	—
২৫২।	হাড়াই পণ্ডিত	বসুদেব ও দশরথ ৪০	একচক্রা (বীরভূম)	নিত্যানন্দ-পিতা
২৫৩।	হিরণ্য পণ্ডিত	যজ্ঞপত্নী ১৯২	নবদ্বীপ	
২৫৪।	[হৃদয়ানন্দ,	হৃদয়ানন্দ সেন অ]		

ভক্তিরত্নাকরাদিতে অতিরিক্ত সন্নিবেশ ঃ—

১। আচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস (মহাপ্রভুর প্রকাশ) ভক্তিলতা বা কনকমঞ্জরী (?) চাখন্দি ও যাজিগ্রাম।

২। ঠাকুর নরোত্তম (নিত্যানন্দের প্রকাশ) চম্পকলতা খেতরি (রাজসাহী)

৩। শ্যামানন্দ প্রভু (অদ্বৈতের প্রকাশ) কনকমঞ্জরী ধারেন্দা বাহাদুরপুর (মেদিনীপুর)

৪। রসিকানন্দ প্রভু রঙ্গণী, গোপীবল্লভপুর (মেদিনীপুর)

৫-১২। অষ্ট কবিরাজ—শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ।

১৩-১৮। ছয় চক্রবর্ত্তী—শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব। শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥

১৯-২০। বীরহাম্বীর ও ধাড়ীহাম্বীর বনবিষ্ণুপুর, ২১। বিশ্বনাথ সৈদাচল ও বৃন্দাবনে, ২২। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, গাম্ভীলায়, ২৩। গোপাল গুরু=বক্রেশ্বর-শিষ্য, ২৪। দেবীদাস=নরোত্তম-শিষ্য, ২৫। হেমলতা দেবী=আচার্য্য প্রভুর কন্যা (বুধুই পাড়া)।

হইয়াছেন হ'বেন প্রভুর যত দাস। সবার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরেন জনে জনে। এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥

———

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত গ্রন্থাবলির তালিকা * (Bibliography)

(১) **শ্রীব্রহ্মসংহিতা** (শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত টীকাসহ)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীরাধারমণযন্ত্র, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ; (২) ঐ রবীন্দ্রনাথ ভক্তিতীর্থ, শ্রীবৃন্দাবন ; (৩) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ; (৪) নাগরাক্ষরে মূল, টীকা ও ইংরেজী অনুবাদ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।

(২) **শ্রীগীতগোবিন্দ**—(শ্রীজয়দেব)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ (বসুমতী) ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই।

(৩) **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত** (শ্রীবিল্বমঙ্গল)—(১) মূল ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের টীকা ও অনুবাদ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকাত্রয়সহ—ডাঃ সুশীলকুমার দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; (৩) মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, (৪) ঐ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর, (৫) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(৪) **মুক্তাফল** (শ্রীবোপদেব)—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকাসহ, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা।

(৫) **শ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী**—মূল, টীকা ও অনুবাদসহ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয়।

(৬) **শ্রীভগবন্নামকৌমুদী**—(শ্রীলক্ষ্মীধর)—নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা, শ্রীদামোদরলাল শাস্ত্রী, কাশী।

(৭) **শ্রীবিদ্যাপতির পদাবলী**—(১) জাষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র, (২) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (৩) নগেন্দ্রনাথ দত্ত—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, (৪) বিদ্যাপতিগোষ্ঠী—ডাঃ সুকুমার সেন।

(৮) **শ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী**—(১) বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ, (২) অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (৩) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (৪) ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, (৫) করালী সিংহ, (৬) মণীন্দ্র বসু।

(৯) **শ্রীকৃষ্ণবিজয়**—মূল—(১) বটতলা ; (২) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ; (৩) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্রীনন্দলালবিদ্যাসাগর-কাব্যতীর্থ-সম্পাদিত।

দর্শন-শাখা—

(১) **শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) (১) নাগরাক্ষরে মূল—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, (৩) মূল, শ্রীবিদ্যাভূষণ ও গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকাসহ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতরত্ন, (৪) সানুবাদ—শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

(২) **শ্রীভগবৎসন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) নাগরাক্ষরে মূল—(১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) সানুবাদ—শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

(৩) **শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) নাগরাক্ষরে মূল, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) নাগরাক্ষরে বঙ্গানুবাদ সহ—শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, (৩) সানুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

(৪) **শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) নাগরাক্ষরে মূল—(১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) সানুবাদ—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

(৫) **শ্রীভক্তিসন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) নাগরাক্ষরে মূল—(১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) সানুবাদ—ভূষণচন্দ্র দাস এম, এ, (৩) শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী এবং (৪) গৌড়ীয় মিশন।

(৬) **শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ**—(শ্রীজীব) নাগরাক্ষরে মূল—(১) শ্যামলাল গোস্বামী, (২) সানুবাদ—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

(৭) **সর্বসম্বাদিনী**—(শ্রীজীব) সানুবাদ—(১) শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, (২)—মূল—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

* নাগরাক্ষর বলিয়া নির্দেশ না থাকিলে সর্বত্র বঙ্গাক্ষরেই মুদ্রিত বুঝিতে হইবে।

(৮) **শ্রীগোবিন্দভাষ্য**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) মূল ও অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত, (৩) নাগরাক্ষরে মূল ও ইংরেজী অনুবাদ—শ্রীশচন্দ্রবসু, পানিনি অফিস, এলাহাবাদ।

(৯) **শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—দেবকীনন্দন প্রেস বৃন্দাবন; (২) মূল ও টীকা, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদি সহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়, (৩) বঙ্গানুবাদ শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও রাজেন্দ্র শাস্ত্রী-কৃত,—দেবকীনন্দন প্রেস। (৪) শ্রীজয়গোবিন্দ দাসের পদ্যানুবাদ—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(১০) **শ্রীলঘুভাগবতামৃত**—(শ্রীরূপ) মূল, শ্রীবিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা ও অনুবাদ সহ—(১) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী; (২) মূল, শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন; (৩) মূল, উভয় টীকা ও অনুবাদ—শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য্য, (৪) নাগরাক্ষরে—মূল ও শ্রীবিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা, বোম্বাই, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস; (৫) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয়।

(১১) **শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীহরিবোল কুটীর, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

(১২) **শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা**—(১) মূল, বিবৃতি ও অনুবাদ সহ—শ্রীহরিদাস দাস।

(১৩) **শ্রীভাগবতামৃতকণা**-সানুবাদ—(১) শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, (২) শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

(১৪) **সিদ্ধান্তরত্ন**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য্য, (৩) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা (ইংরেজী ভূমিকা সহ)—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, কাশী।

(১৫) **শ্রীবেদান্তস্যমন্তক**—(১) সানুবাদ শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী (২) ঐ, শ্রীনলিনীমোহন গোস্বামী; (৩) নাগরাক্ষরে হিন্দী অনুবাদ সহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে ও (৪) নাগরাক্ষরে মূল, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, লাহোর।

(১৬) **প্রমেয়রত্নাবলী**—মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ-সহ (১) শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী ও (২) গৌড়ীয় মিশন; (৩) নাগরাক্ষরে হিন্দী অনুবাদসহ মূল ও টীকা—শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী (শ্রীবৃন্দাবন); (৪) ইংরেজী অনুবাদসহ, শ্রীশচন্দ্র বসু, এলাহাবাদ; (৫) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

(১৭) **সিদ্ধান্তদর্পণ**—মূল ও অনুবাদ (১) গৌড়ীয় মিশন; (২) নাগরাক্ষরে মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

কাব্যশাখা—

(১) **শ্রীহংসদূত**—(শ্রীরূপ) (১) নাগরাক্ষরে মূল—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে'র অন্তর্ভুক্ত; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা,—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, (৩) মূল, টীকা ও অনুবাদসহ—শ্রীবিভাসপ্রকাশ গাঙ্গুলী, এম, এ; (৪) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয়।

(২) **শ্রীউদ্ধবসন্দেশ**—(১) নাগরাক্ষরে মূল—জীবানন্দ-বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে'র অন্তর্ভুক্ত; (২) মূল, টীকা ও অনুবাদসহ—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, 'ভক্তিপ্রভা' কার্য্যালয়, আলাটী; (৩) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয়।

(৩) **শ্রীমুক্তাচরিত**—(১) মূল ও অনুবাদ, দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন। অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৪) **শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুম**—(শ্রীজীব):—(১) মূল, টিপ্পনী ও অনুবাদ, দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন।

(৫) **শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী**—(১) শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত; (২) মূল, টিপ্পনী ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৬) **শ্রীগোবিন্দলীলামৃত**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন; (২) দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন।

(৭) **শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত**—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা, দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন এবং অনুবাদ ঐ; (২) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, আলাটী।

(৮) **শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য**—মূল ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

(৯) **শ্রীমাধবমহোৎসব মহাকাব্য**—মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(১০) **শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-মহাকাব্য**—(১) মূল—গৌড়ীয় মিশন।

(১১) **শ্রীরাধারসসুধানিধি**—(১) মূল, অন্বয় ও অনুবাদ—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি—আলাটী ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা —বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই।

(১২) **আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(১৩) **প্রেমপত্তন** (শ্রীরসিকোত্তংস) – নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—কাশী।

(১৪) **চমৎকার-চন্দ্রিকা**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস ; (২) অনুবাদ, দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন।

(১৫) **প্রেমসম্পুট**—(১) সানুবাদ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ; (২) ঐ, শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

(১৬) **শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি**—(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) (১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, আলাটী।

(১৭) **সংকল্পকল্পদ্রুম** (শ্রীলবিশ্বনাথ) :—মূল ও অনুবাদ, দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন , (২) ঐ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর।

(১৮) **শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা**—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস্, (শ্রীহরিদাসদাসকৃত বঙ্গানুবাদ সহ, ৪র্থ সংস্করণ)।

(১৯) **শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত**—(১) মূল ও অনুবাদ, সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত—শ্রীহরিদাস দাস ; (২) কেবল সপ্তদশ শতকের মূল ও অনুবাদ,—শ্রীকৃষ্ণপদদাস বাবাজী (শ্রীবৃন্দাবন) এবং (৩) শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ।

(২০) **আর্য্যাশতক** (শ্রীলকবিকর্ণপুর)—মূল, টীকা ও অনুবাদ (খণ্ডিত)—হরিদাস দাস।

(২১) **শ্রীচৈতন্যশতক**—(শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য্য) মূল ও অনুবাদ—শ্রীবিধুভূষণ পুরকায়স্থ, শ্রীহট্ট ; (২) মূল, পুরী হইতে প্রকাশিত।

(২২) **শ্রীশ্যামানন্দ-শতক**—(শ্রীরসিকানন্দ প্রভু) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(২৩) **সুরত-কথামৃত**—(শ্রীলবিশ্বনাথ) মূল, টীকা ও অনুবাদ -- শ্রীগোবর্দ্ধন দাস, কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, নবদ্বীপ, সমাজবাড়ী।

(২৪) **সঙ্গীতমাধব**—(শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতী) (১) মূল ও পয়ারে অনুবাদ—মধুসূদন দাস তত্ত্ববাচস্পতি, আলাটী ; (২) মূল, টীকা ও অনুবাদসহ—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, নবদ্বীপ।

(২৫) **সামান্যবিরুদাবলি-লক্ষণ**—(শ্রীরূপ) মূল—শ্রীহরিদাস দাস।

(২৬) **শ্রীগোপালবিরুদাবলী**—(শ্রীজীব)—মূল, টীকা ও অনুবাদ -- শ্রীহরিদাস দাস।

(২৭) **শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী**— (শ্রীলবিশ্বনাথ) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(২৮) **শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী**—(১)—সানুবাদ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ; (২) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(২৯) **পদ্যাবলী**—(শ্রীরূপ) (১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূলমাত্র—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ; (৩) নাগরাক্ষরে মূল ও ইংরেজী ভূমিকাসহ—ডক্টর সুশীলকুমার দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; (৪) মূল, সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়।

(৩০) **শ্রীগোপালচম্পূ**—(১) মূল, টিপ্পনী ও অনুবাদ—শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ (২) নাগরাক্ষরে-- দেবকীনন্দনপ্রেস, বৃন্দাবন ; (৩) মূল, সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়।

(৩১) **আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ**—(১) 'পণ্ডিত' পত্রিকায় প্রকাশিত ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—বোম্বাই, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস ; (৩) মূল, টীকা ও অনুবাদসহ (দশমস্তবক পর্য্যন্ত) শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, আলাটী।

নাটকশাখা

(১) **শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক**—(শ্রীরায়রামানন্দ) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও হিন্দী অনুবাদ, দেবকীনন্দনপ্রেস, বৃন্দাবন ; (৩) মূল, সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(২) **শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, (২) ঐ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বসুমতী অফিস ; (৩) নাগরাক্ষরে মূল, নির্ণয়সাগর প্রেস, (৪) মূল, সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৩) **শ্রীললিতমাধবনাটক**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) ঐ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, বসুমতী অফিস ; (৩) মূল, সূচীপত্রাদিসহ— শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয়।

(৪) **শ্রীদানকেলিকৌমুদী**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূল, সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়।

(৫) **নাটকচন্দ্রিকা**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ, কাশিমবাজার ; (২) মূল, সূচীপত্রাদিসহ (যন্ত্রস্থ)—শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়।

(৬) **শ্রীদানকেলিচিন্তামণি**—(১) মূল, টিপ্পনী ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৭) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক** (শ্রীলকবিকর্ণপুর)—(১) নাগরাক্ষরে মূল—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র- সম্পাদিত, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা ; (২) ঐ, নির্ণয়সাগর প্রেস ; (৩) মূল, টিপ্পনী ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

রসগ্রন্থাদিশাখা

(১) **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু** (শ্রীরূপ)—(১) মূল, শ্রীজীবকৃত টীকা ও অনুবাদ - শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা—শ্রীদামোদরলাল শাস্ত্রী, কাশী ; (৩) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়।

(২) **শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি** (শ্রীরূপ)—(১) মূল, টীকাদ্বয় ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) নাগরাক্ষরে মূল ও টীকাদ্বয়সহ, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই ; (৩) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৩) **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু**- (১) সানুবাদ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও (২) শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

(৪) **উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ**—(১) সানুবাদ—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

(৫) **রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা** (শ্রীলবিশ্বনাথ)—সানুবাদ, শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী ; (২) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও (৩) শ্রীযোগেন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

(৬) **মাধুর্য্য-কাদম্বিনী** (শ্রীলবিশ্বনাথ)—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, (২) ঐ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল্।

(৭) **শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ** (শ্রীজীব)—মূল—শ্রীহরিদাস দাস।

(৮) **অলঙ্কারকৌস্তুভ** (শ্রীলকবিকর্ণপুর)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; নাগরাক্ষরে মূল, টীকা ও টিপ্পনী—শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী।

(৯) **সাহিত্যকৌমুদী**—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও বৃত্তি—নির্ণয়সাগর প্রেস।

(১০) **কাব্যকৌস্তুভ**—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও বৃত্তি—শ্রীহরিদাস দাস।

(১১) **ছন্দঃকৌস্তুভ**—(১) নাগরাক্ষরে মূল ও ভাষ্য—শ্রীহরিদাস দাস।

(১২) **শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূল ও বৃত্তি—শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর ; (৩) মূল ও বৃত্তি—পাঠান্তর,—ভূমিকা, বহুবিধ পরিশিষ্ট ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(১৩) **শ্রীসংক্ষেপহরিনামামৃতব্যাকরণ**—(১) মূল—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয় (শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের প্রথম পরিশিষ্টে মুদ্রিত)।

(১৪) **ধাতুসংগ্রহ**—(১) নাগরাক্ষরে মূল—শ্রীহরিদাস দাস ; (২) বঙ্গাক্ষরে মূল—শ্রীমৎপুরীদাসমহাশয় (শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত)।

স্মৃতি-শাখা

(১) **শ্রীহরিভক্তিবিলাস**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূল ও টীকা—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন ; (৩) শ্রীমাধবচন্দ্রতর্কচূড়ামণি ; (৪) মূল ও টীকা—পাঠান্তর ও বিবিধ-সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(২) **সৎক্রিয়াসারদীপিকা** (সংস্কারদীপিকাসহ)—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, গৌড়ীয় মিশন।

(৩) **শ্রীকৃষ্ণাভিষেক**—(১) নাগরাক্ষরে মূল—শ্রীহরিদাস দাস ; (২) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ (যন্ত্রস্থ)—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৪) **শ্রীভক্তিচন্দ্রিকাপটল**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড।

(৫) **সাধনদীপিকা**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৬) **শ্রীবৈষ্ণবব্রতদিনব্যবস্থা**—(১) শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী।

পদাবলীশাখা

(১) **ক্ষণদাগীতচিন্তামণি**—(১) মূল, ও 'আস্বাদনী'-সহ—শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী, শ্রীবৃন্দাবন।

(২) **মনঃশিক্ষা** (শ্রীপ্রেমানন্দদাস)—(১) কুরুমগ্রাম, বীরভূম হইতে প্রকাশিত ; (২) শ্রীরাধানাথ কাবাসী ; (৩) বটতলা।

(৩) **শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী**—(১) মূল—হরিদাস দাস ; (২) ঐ বটতলা।

(৪) **পদামৃতসমুদ্র** (শ্রীরাধামোহন ঠাকুর)—(১) সংস্কৃত-টীকা সহ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

(৫) **পদকল্পতরু**—(১) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, ৪ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ; (২) শ্রীরাধানাথ কাবাসী ; (৩) বটতলা।

(৬) **গীতচন্দ্রোদয়**—(১) রাজমালা অফিস, আগরতলা (খণ্ডিত) ; (২) শ্রীহরিদাস দাস (যন্ত্রস্থ)।

(৭) **শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি** (খণ্ডিত)—শ্রীহরিদাস দাস।

(৮) **শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী**—(১) শ্রীজগবন্ধু ভদ্র ; (২) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

(৯) **শ্রীগোবিন্দলীলামৃতরস**—শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী, শ্রীবৃন্দাবন।

(১০) **অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী**—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

চরিতশাখা

(১) **শ্রীচৈতন্যভাগবত**—(শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর)—(১) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, (২) শ্রীরাধানাথ কাবাসী, (৩) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, (৪) শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, (৫) শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, (৬) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (৭) বিবিধসূচীপত্র ও ভাষ্যাদিসহ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, গৌড়ীয়মিশন, (৮) বটতলা।

(২) **শ্রীচৈতন্যমঙ্গল**—(১) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ; (৩) শ্রীরাধানাথ কাবাসী ; (৪) সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, গৌড়ীয় মিশন।

(৩) **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**—(শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ)—(১) শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী ; (২) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (৩) শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ ; (৪) শ্রীরাধানাথ কাবাসী ; (৫) বিবিধ সূচীপত্র ও ভাষ্যাদিসহিত—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, গৌড়ীয় মিশন।

(৪) **শ্রীভক্তিরত্নাকর**—(১) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, গৌড়ীয় মিশন।

(৫) **শ্রীভক্তমাল**—(১) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ; (২) শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল, কলিকাতা ; (৩) বটতলা।

ভাষ্যটীকা-শাখা

(১) **শ্রীমদ্ভাগবত**—(১) মূল, শ্রীধরস্বামী, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ কৃত টীকা এবং দশমে লঘুতোষণী প্রভৃতি সহ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

(২) মূল, অন্বয়, শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ও অনুবাদ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী,—গৌড়ীয় মিশন।

(৩) দশমস্কন্ধ মূল, বৃহত্তোষণী ও অনুবাদ—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

(৪) মূল, শ্রীস্বামিপাদ ও বিশ্বনাথ-টীকা অনুবাদসহ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

(৫) মূল ও স্বামিটীকা—বঙ্গবাসী।

(৬) দশমস্কন্ধ আটটি টীকা ও অনুবাদ—রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত।

(৭) নাগরাক্ষরে বহু টীকাযুক্ত—দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন।

(৮) লঘুবৈষ্ণবতোষণী (মূল)—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৯) শ্রীধরস্বামিপাদকৃতা ভাবার্থদীপিকা (মূল)—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(১০) শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ (মূল)—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(ক) শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসূচী—(১) শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; (২) চারিচরণের মাতৃকানুক্রমিক শ্লোক-সূচী—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(২) **শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ**—(১) শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকাসহ মূল ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন; (২) নাগরাক্ষরে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টিপ্পনীসহ মূল—শ্রীহরিদাস দাস; (৩) মূল ও অনুবাদ—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

(৩) **দশশ্লোকী-ভাষ্য** (শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামিকৃত)—মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৪) **শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী**—(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; (২) বঙ্গবাসী; (৩) পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদি সহিত—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়; (৪) ঐ, ১০ম ও ১১শ স্কন্ধমাত্র মূল শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৫) **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল**—(১) বঙ্গবাসী।

(৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য**—(১) মূল শ্রীগীতা, শ্রীধরস্বামিপাদকৃতা 'সুবোধিনী' টীকা ও টীকার অনুবাদসহ—শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, গৌড়ীয় মিশন; (২) শ্রীলবিশ্বনাথকৃত 'সারার্থবর্ষিণী' টীকাসহিত, গৌড়ীয় মিশন; (৩) শ্রীবলদেবকৃত গীতাভূষণ-ভাষ্য সহিত, গৌড়ীয় মিশন।

(৭) **মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ**—(১) বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-প্রকাশিত 'বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, (২) শ্রীহরিদাস দাস।

(৮) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী**—(১) বটতলা।

(৯) **উজ্জ্বলচন্দ্রিকা**—(১) শ্রীশিবরতন মিত্র ও শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক (সিউড়ী, বীরভূম); (২) Journal of the Department of Letters, Calcutta University.

বিবিধশাখা

(১) **শ্রীলীলাস্তব**—(শ্রীলসনাতন গোস্বামিপাদ) (১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস; (২) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(২) **মথুরামাহাত্ম্য** (শ্রীরূপ)—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস; (২) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৩) **শ্রীস্তবমালা** (শ্রীরূপ)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূল, পাঠান্তর, বিবিধ সূচীপত্র এবং চিত্রকবিত্বে চিত্রাদি-সহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৪) **শ্রীস্তবাবলী** (শ্রীল রঘুনাথ দাস)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, (২) মূল, পাঠান্তর ও সূচীপত্রাদিসহ—শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়।

(৫) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত** (শ্রীপ্রবোধানন্দ)—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস গোস্বামী, নবদ্বীপ ; (৩) মূল, অন্বয়, অনুবাদ প্রভৃতিসহ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, গৌড়ীয় মিশন।

(৬) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**—(১) শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী ; (২) শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ; (৩) শ্রীরাধানাথ কাবাসী ; (৪) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ; (৫) বটতলা।

(৭) **শ্রীস্তবামৃতলহরী**—(১) মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ [খণ্ডিত]—দেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন।

(৮) **ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী**—(শ্রীবলদেব)—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীহরিদাস দাস।

(৯) **শ্রীরাধকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) নাগরাক্ষরে মূল—লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই।

(১০) **শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা**—(১) মূল ও অনুবাদ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; (২) ঐ, শ্রীশশিভূষণ গোস্বামী, নবদ্বীপ।

মাতৃকাক্রমে সূচীপত্র

(গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও বিশেষ শব্দাবলি)

[★ তারকাচিহ্নিত গ্রন্থগুলি পাদটীকায় দ্রষ্টব্য]

+ '২' সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয়খণ্ড বোঝা, যেমন ২।৫৮ বলিলে দ্বিতীয়খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরবে সমর্পিতমস্তু

শ্রীল হরিদাস দাসজির সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ

১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—
(৪র্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ২০+২০=৪০৲
২। শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৫৲
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী—
(১ম ও ২য় খণ্ড) ৭+৫=১২৲
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাটবিবরণী ৩৲
৫। আশ্চর্য্যরাস প্রবন্ধ ১।০
৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা ১৲
৭। ধাতু সংগ্রহ ।০
৮। শ্রীস্বরতকথামৃতম্ ১৲
৯। শ্রীনিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী ১।০
১০। সিদ্ধান্তদর্পণ ১৲
১১। মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ ১৲
১২। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী ১৲
১৩। কাব্যকৌস্তুভ ১॥০
১৪। শ্রীগোবিন্দরতি মঞ্জরী ১৲
১৫। দশশ্লোকীভাষ্যম্ ২৲
১৬। সাধনদীপিকা ১৸০
১৭। আর্য্যাশতকম্ ৸০
১৮। গৌরচরিত চিন্তামণি ১॥০
১৯। গীতচন্দ্রোদয় ২॥০
২০। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশ ১৸০
২১। সঙ্গীতমাধব ২৲
২২। মুরারি গুপ্তের কড়চা ৩॥০
২৩। ব্রহ্মসংহিতা ১৲
২৪। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব ২॥০
২৫। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ২॥০
২৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব ২॥০
২৭। গোবিন্দলীলামৃত ৩৲
২৮। গোবিন্দবল্লভ নাটক ২৲
২৯। রসকলিকা ১৸০
৩০। শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ ১॥০
৩১। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ৫৲
৩২। শ্রীনামামৃতসমুদ্র ৸০
৩৩। বৈষ্ণবানন্দিনী ১৸০
৩৪। উজ্জ্বলনীলমণি ১৩৲
৩৫। হরিভক্তিতত্ত্বসার ২৲
৩৬। প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী ॥০
৩৭। শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা ॥০
৩৮। গীতগোবিন্দ ৩৲
*৩৯। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ২॥০
*৪০। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম্ ৩।০
*৪১। শ্রীগোপাল তাপনী ॥৶০
*৪২। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক ॥৶০
*৪৩। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্ ৸০
*৪৪। শ্রীসামান্যবিরুদাবলীলক্ষণম্ ।৶০
*৪৫। শ্রীগোপালবিরুদাবলী ।৶০
*৪৬। শ্রীমাধবমহোৎসব মহাকাব্যম্ ৪৲
*৪৭। শ্রীযোগসারস্তব টীকা ।০
*৪৮। শ্রীভক্তিরসামৃত শেষ ১৲
*৪৯। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী ২॥০
*৫০। শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা ।৶০
*৫১। শ্রীদানকেলি চিন্তামণি ।৶০
*৫২। ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী ।৶০
*৫৩। শ্রীশ্যামানন্দ শতকম্ ১৲
*৫৪। ছন্দ কৌস্তুভঃ ।৶০
*৫৫। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী ॥০
*৫৬। দুর্লভ সারঃ ৸০
*৫৭। পরতত্ত্ব গৌর ৸০
*৫৮। নন্দীশ্বর চন্দ্রিকা ।০
*৫৯। ভাবনাসার সংগ্রহ ১০৲
*৬০। বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা ৩৲
*৬১। পদ্ধতিত্রয়ম্ ৩।০
(শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী, শ্রীমদ্ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী)

* চিহ্নিত গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়াছে।